বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী

শিক্ষা ও বিবিধ

বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী

শিক্ষা ও বিবিধ

সম্পাদক-সঙ্ঘ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়   শ্রীসজনীকান্ত দাস

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতির পক্ষে

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস

২৫।২ মোহনবাগান রো

কলিকাতা

মূল্য আট টাকা

চৈত্র ১৩৪৬

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিবৃতি

যে অল্প কয়েক জন কীর্ত্তিমান্ পুরুষের ব্যক্তিগত সাধনায় বাংলা দেশ, বাঙালী সমাজ ও বাংলা সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর অজ্ঞতা ও অশিক্ষার তমোজাল ছিন্ন করিয়া নবোদিত অরুণের মত দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের অন্যতম—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মেদিনীপুরের সন্তান। তাঁহার জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামে অথবা মেদিনীপুর শহরে তাঁহার কীর্তির উপযোগী কোনও স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা এত দিন হয় নাই। বিদ্যাসাগরের স্বদেশবাসী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের এই কারণে সঙ্কোচ ও লজ্জার অবধি ছিল না। সেই অপরিসীম লজ্জা অপনোদনের কথঞ্চিৎ প্রয়াস করিতেছেন বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর-শাখার উদ্যোগে পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বার্ষিক তিরোধান-দিবস, ১৩ই শ্রাবণ ১৩৪৪, তাঁহার জন্মস্থানে স্মৃতি-পূজার যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে মেদিনীপুরের বহু জনহিতকর কর্মে অগ্রণী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন, আই. সি. এস. মহাশয়ের নেতৃত্বে এই সমিতি গঠিত হয় এবং তাঁহারই বিপুল প্রয়াসে এই সমিতির বহু পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থাবলী, প্রকাশিত হইতেছে।

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় নবযুগের সূচনা করিয়াছিলেন—তাঁহার গ্রন্থাবলী সেই যুগের সম্পদ। সেই গ্রন্থাবলীর সুসম্পাদিত সুশোভন সংস্করণ সহজলভ্য করিয়া সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের অর্থানুকূল্যে ও সম্পাদনায় সম্ভব হইল, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক খ্যাতনামা এই সাহিত্যিকত্রয় সম্পাদন-কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিলে গ্রন্থাবলী-প্রকাশের পরিকল্পনা কল্পনায় পর্য্যবসিত হইত। বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুযোগ্য উত্তরপুরুষ তাঁহারা—তাঁহাদিগের নিকট বাংলা সাহিত্য চিরঋণী থাকিবে।

এই পুস্তক মুদ্রণের বিপুল ব্যয়ভার সাহিত্যানুরাগী বিদ্যোৎসাহী ঝাড়গ্রামের জমিদার কুমার নরসিংহ মল্লদেব, বি. এ. মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বহন করিয়া যে মহৎপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন, অধুনা তাহা অত্যন্ত দুর্লভ।

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতির বহু পরিকল্পনার মধ্যে বাঙালীর তীর্থস্থান 'বীরসিংহ' পর্যন্ত রাজবর্ত্ম-নির্মাণকার্য, বিদ্যাসাগরের জন্মস্থানে স্মৃতিস্তম্ভ-নির্মাণ, বিদ্যাসাগর-পাঠাগার-স্থাপন ও মেদিনীপুর শহরে "বিদ্যাসাগর হল" নামে একটি বৃহৎ ভবনের কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই গ্রন্থাবলীর বিক্রয়লব্ধ অর্থও সমিতির পরিকল্পনায় অন্যান্য কার্যে ব্যয়িত হইবে।

অবশেষে কলিকাতার রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস এই পুস্তক মুদ্রণে তৎপরতা ও সুরুচির পরিচয় দিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইতি

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতির পক্ষে

মেদিনীপুর
২রা চৈত্র, ১৩৪৬

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী
শ্রীপার্বতীচরণ চক্রবর্তী
সম্পাদক

ভূমিকা

গ্রন্থাবলী প্রচারের পূর্ব্বে এবং সাহিত্য-খণ্ড প্রকাশের পর বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সমিতি যে দুইটি পরিচয়-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছিল যে, এই গ্রন্থাবলী সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা ও বিবিধ এই চারি খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। আমরা নানা দিক বিবেচনা করিয়া শিক্ষা ও বিবিধ অংশকে একত্র করিয়া তিন খণ্ডে গ্রন্থাবলী সমাপ্ত করিলাম। শিক্ষা ও বিবিধ অংশের বিষয় বিভাগেও পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে; 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও 'বর্ণপরিচয়' দুই ভাগ সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' পরিত্যক্ত হইয়াছে; 'শব্দমঞ্জরী' ও "শব্দসংগ্রহ" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৮, ২য় সংখ্যা, পৃ ৭৪-১৩০) গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই। 'ঋজুপাঠ', 'বৈতালপচ্চীশী', 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ', 'মেঘদূতম্', 'উত্তরচরিতম্', 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' ও 'হর্ষ চরিতম্' প্রভৃতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা আমরা মুদ্রিত করি নাই, কারণ এই সকল ভূমিকা হইতে মূল বক্তব্যগুলি লইয়া আমরা আমাদের ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইংরেজী-বাংলা চিঠিপত্রগুলিও ছাপা সম্ভব হয় নাই। এমনিতেই পুস্তক বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইংরেজী চিঠির সংখ্যা এত বেশী যে, সেগুলি ছাপিতে হইলে সমান আকারের আর একটি খণ্ড পুস্তকের প্রয়োজন হইত। আমরা অধিকন্তু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'নীতিবোধ' হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত অংশ গ্রন্থাবলীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

এখানে বর্ত্তমান খণ্ডের কয়েকটি পুস্তকের পাঠ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, 'বোধোদয়' ও 'কথামালা'র কিছু কিছু অংশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর মুদ্রিত সংস্করণ হইতে গৃহীত হইয়াছে—তাঁহার জীবিতকালের পুস্তক আমরা অনেক চেষ্টাতেও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। প্রত্যেক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে পাঠকেরা বর্ত্তমান সংস্করণের পাঠ-পরিচয় পাইবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্ব-সম্পাদিত সংস্করণের পাঠ যেখানে পাওয়া যায় নাই, সেখানে রিসিভার অথবা অন্যান্য পরবর্ত্তী

সংস্করণের পাঠ গৃহীত হইয়াছে এবং সেই সেই অংশগুলি [ ] বন্ধনী চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর 'সখা' পত্রিকায় ছেলেদের জন্য বিশেষভাবে লিখিত তাঁহার দুই একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল, এগুলি তাঁহার কোনও পুস্তকে স্থান পায় নাই। তন্মধ্যে ১৮৯৩ সালের এপ্রিল সংখ্যা 'সখা'য় মুদ্রিত "মাতৃভক্তি" নামক গল্পটি আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; ইহার পরের দুই একটি সংখ্যা 'সখা'তে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুই একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, কিন্তু 'সখা'র ফাইল কুত্রাপি পাওয়া যায় নাই। যে গল্পটি পাওয়া গিয়াছে, সেটি আমরা এই ভূমিকামধ্যে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

মাতৃভক্তি

জর্জ বাসিংটন, অতি অল্প বয়সে, এক সাংগ্রামিক অর্ণবযানে মধ্যশ্রেণীর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ অর্ণবযান স্থানান্তরে যাইবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইলে, বাসিংটন অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

প্রস্থান দিবস উপস্থিত হইল। অর্ণবযান তাঁহাদের বাটীর সন্নিকটে আসিয়া নঙ্গর ফেলিল, এবং তাঁহাকে অর্ণবযানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, একখানি ছোট নৌকা তীরে প্রেরিত হইল। পরিচ্ছদ প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্য সকল এক তোরঙ্গে রক্ষিত হইয়াছিল; তিনি ভৃত্য দ্বারা ঐ তোরঙ্গটি নৌকায় পাঠাইয়া দিলেন।

প্রস্থান বিষয়ে জননীর অনুমতি গ্রহণের নিমিত্ত, বাসিংটন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, জননী, নিরতিশয় বিষণ্ণ বদনে উপবিষ্ট হইয়া, প্রভূত বাষ্পবারি বিমোচন করিতেছেন। জননীর ভাবদর্শনে তিনি অতিশয় চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং বুঝিতে পারিলেন, কিয়ৎকালের নিমিত্ত, তিনি জননীর দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইতেছেন, এজন্য জননী সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে রোদন করিতেছেন।

বাসিংটন, অর্ণবযানে যাইবার নিমিত্ত, যৎপরোনাস্তি ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কিন্তু জননীর ভাবদর্শনে নিতান্ত হতোৎসাহ হইয়া, কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর, জননীর মনে ক্লেশ দিয়া, কোনও কারণে কোনও কর্ম্ম করা কোনও ক্রমে উচিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া, ভৃত্যকে বলিলেন, তুমি নৌকা হইতে আমার তোরঙ্গ লইয়া আইস; এবং নৌকার লোকদিগকে বলিয়া দেও, আমার যাওয়া হইবেক না; আমি গেলে, জননীর মনে অতিশয় ক্লেশ জন্মিবেক; জননীর মনে ক্লেশ দিয়া, আমি কখনও কোনও কর্ম্ম করিতে পারিব না।

এই বাক্য কর্ণগোচর হইবামাত্র, বাসিংটনের জননী বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইলেন, এবং আহ্লাদে পুলকিত কলেবরা হইয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস, চিরজীবী হও; যাহারা পিতামাতার যথোচিত সম্মান করে, ঈশ্বর তাহাদের অশেষবিধ মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন; তুমি মাতৃভক্তির যেরূপ উদাহরণ প্রদর্শিত করিলে, তাহাতে ঈশ্বর তোমার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলবিধান করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'শব্দমঞ্জরী' ও "শব্দসংগ্রহ" সম্বন্ধেও এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। যাঁহারা তাঁহার রচনা পূর্ব্বাপর কালানুক্রমিকভাবে অনুধাবন করিয়াছেন, তাহারাই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, তিনি ভাষাকে সরল করিবার দিকে বরাবরই চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার শেষ বয়সের লেখা বেনামী পুস্তকগুলিতে এই প্রাঞ্জলতা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়; সংস্কৃত শব্দের পরিবর্ত্তে তৎভব ও দেশজ শব্দপ্রয়োগের দিকে তিনি উত্তরোত্তর নজর দিয়াছেন, এইরূপ করাতে তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের যথাযথ প্রকাশে তিনি বিশেষ জোর পাইয়াছেন। 'শব্দমঞ্জরী' ও "শব্দসংগ্রহ" তাঁহার এই মনোবৃত্তিরই সাক্ষ্য দিতেছে। 'শব্দমঞ্জরী' নামক অভিধানটি ১৮৬০-৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ছাপা হইতেছিল, দুঃখের বিষয় "নির্ব্বৃত্তি" পর্য্যন্ত গিয়া ইহা নিরবৃত্ত হইয়াছে। এই অভিধানটিতে একটি আশ্চর্য্য বিষয় লক্ষিত হয়, ইহা ঠিক সাধারণ অভিধানের মত সমার্থক শব্দেরই সমষ্টি নহে, প্রত্যেকটি সংস্কৃত শব্দকে বিশদ করিবার জন্য ইহাতে সহজ বাক্যাংশ প্রয়োগ করা হইয়াছে; 'শব্দমঞ্জরী'র পূর্ব্বে প্রকাশিত কোনও অভিধানে এরূপ চেষ্টা লক্ষিত হয় না। লোকে যাহাতে শব্দার্থ ঠিকমত আয়ত্ত করিতে পারে, সেদিকেই সর্ব্বদা তাঁহার দৃষ্টি ছিল এবং তাহার ফলেই তিনি শেষজীবনে দেশজ শব্দের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন। দুঃখের বিষয় এই তালিকাও সম্পূর্ণ হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "শব্দ-সংগ্রহ" নামে এই অসম্পূর্ণ তালিকাই মুদ্রিত হইয়াছে।

তাঁহার নিজস্ব সংস্কৃত রচনার নিদর্শনস্বরূপ দুইটি মাত্র পুস্তক আছে, 'সংস্কৃত রচনা' ও 'ভূগোলখগোলবর্ণনম্'। এই দুইটি পুস্তকই বিবিধ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। 'শ্লোকমঞ্জরী' অনেকগুলি উদ্ভট শ্লোকের সমষ্টি; যতদূর মনে হয়, পুস্তকাকারে ইহাই সর্ব্বপ্রথম উদ্ভট শ্লোক প্রকাশ। 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পরিচয়ের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ, ইহাও বিবিধ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পাদিত কয়েকটি পুস্তকের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এই সকল ভূমিকায় তিনি তাঁহার সম্পাদন-পদ্ধতি ও গৃহীত পাঠ সম্বন্ধে বিস্তারিত

আলোচনা করিয়াছেন। আমরা স্থানাভাবে সম্পূর্ণ ভূমিকাগুলি মুদ্রিত করিতে পারি নাই বলিয়া এখানে সংক্ষেপে তাঁহার মূল বক্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি।

ঋজুপাঠ। প্রথম ভাগ

...ইহাতে পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি উপাখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়, ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন বলিয়া ইহার রচনা অতি সরল। সংস্কৃত ভাষায় এরূপ সরল গ্রন্থ প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না।...কিন্তু, মধ্যে মধ্যে অনেক দীর্ঘ সমাস আছে, অনেক অসার ও অসম্বদ্ধ কথা আছে, এবং কয়েকটি অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। ইহাতে, অধুনাতন গ্রন্থের ন্যায়, রচনার মাধুর্য্য নাই, কথাযোজনার চাতুর্য্য নাই।...এরূপ গ্রন্থ আদ্যন্ত পাঠ করা অনাবশ্যক ও অবিধেয় বোধ হওয়াতে কয়েকটি উপাখ্যানমাত্র পরিগৃহীত হইল।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ। ১লা অগ্রহায়ণ। সংবৎ ১৯০৮।

ঋজুপাঠ। দ্বিতীয় ভাগ

ঋজুপাঠের দ্বিতীয় ভাগ রামায়ণ হইতে সংগৃহীত হইল। রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, রামায়ণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই প্রাচীন গ্রন্থ মহর্ষিবাল্মীকি প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কোন কোন আলঙ্কারিকেরা রামায়ণকে মহাকাব্যমধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা তাদৃশ কাব্যের যে সকল লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তৎসমুদয় কালিদাসাদিপ্রণীত রঘুবংশাদি অপেক্ষাকৃত নব্য কাব্যগ্রন্থসমূহে যেরূপ লক্ষিত হয়, প্রাচীন কাব্য রামায়ণে সেরূপ লক্ষিত হয় না। বাল্মীকিকাব্যে পৌনরুক্ত্য, প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অতি বিস্তৃত বর্ণনা প্রভৃতি কতিপয় গুরুতর দোষ আছে। যাহা হউক, অনায়াসে এই নির্দেশ করা যাইতে পারে, সংস্কৃত ভাষায় এরূপ প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট পদ্য গ্রন্থ আর নাই। রামায়ণের মধ্যে অযোধ্যাকাণ্ডের রচনা যেরূপ চমৎকারিণী ও চিত্তহারিণী, অন্যান্য কাণ্ডের রচনা সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত ঋজুপাঠের দ্বিতীয় ভাগে অযোধ্যাকাণ্ডের কতিপয় উৎকৃষ্ট অংশ সঙ্কলিত হইল।...

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ। ২২এ ফাল্গুন। সংবৎ ১৯০৮।

ঋজুপাঠ। ভাগ

ঋজুপাঠের তৃতীয় ভাগ হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার ও বেণীসংহার এই কয়েক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইল।...হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রের প্রতিরূপস্বরূপ।

পঞ্চতন্ত্রের গুণ ও দোষের অধিকাংশই হিতোপদেশে লক্ষিত হয়।··হিতোপদেশকর্ত্তা বালকদিগের নীতিশিক্ষার্থে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একটি আদিরসঘটিত অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে।···বিষ্ণুপুরাণ অতি প্রাঞ্জল ও পরিষ্কৃত গ্রন্থ; পাঠমাত্রেই অর্থপ্রতীতি হয়। পুরাণের যে পাঁচ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, বিষ্ণুপুরাণ সেই পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত। এই পুরাণ অন্যান্য যাবতীয় পুরাণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। অন্যান্য পুরাণের ন্যায়, উহাতে অপ্রাকরণিক কথা নাই। সকল পুরাণ অপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণের রচনা প্রাচীন বোধ হয়। যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাসপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু পুরাণ সকলের রচনা পরস্পর এত বিভিন্ন যে এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয় না।···মহাভারত বেদব্যাসবিরচিত বলিয়া কিংবদন্তী আছে; কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ-প্রভৃতির সহিত মহাভারতের রচনার এত বিভিন্নতা যে যিনি বিষ্ণুপুরাণ, কিংবা ভাগবত, অথবা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার রচিত বোধ হয় না। মহাভারত পুরাণমধ্যে পরিগণিত নহে। ইহাকে ইতিহাস কহে।··বিষ্ণুপুরাণের রচনা যেরূপ প্রাঞ্জল ও পরিষ্কৃত, মহাভারতের সেরূপ নয়। আবৃত্তিমাত্র সকল স্থলের অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। অনেক স্থল এরূপ দুরূহ অথবা অস্পষ্ট যে কোন ক্রমেই অর্থপ্রতীতি হয় না।··ভট্টিকাব্যে রামের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকর্ত্তা স্বরচিত কাব্যের শেষে আপনার একপ্রকার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু নাম নির্দ্দেশ করেন নাই। প্রামাণিক টীকাকার জয়মঙ্গল কহেন, এই কাব্য বলভীনগরনিবাসী ভট্টিনামক কবির রচিত এবং ভট্টিকাব্য নাম দ্বারাও, ইহাই সম্যক্ প্রতিপন্ন হয়। ব্যাকরণের উদাহরণপ্রদর্শন গ্রন্থকর্ত্তার যেরূপ উদ্দেশ্য, কবিত্বশক্তিপ্রদর্শন করা তাদৃশ উদ্দেশ্য ছিল না। এই নিমিত্ত ভট্টিকাব্যের অধিকাংশই অত্যন্ত নীরস ও অত্যন্ত কর্কশ। ফলতঃ, ভট্টিকাব্য কোন মতেই উৎকৃষ্টকাব্যমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।··ঋতুসংহার অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের রসময়ী লেখনীর মুখ হইতে বহির্গত।·যে স্বভাবোক্তি কাব্যের প্রধান অলঙ্কার, ঋতুসংহার প্রায় আদ্যোপান্ত তাহাতে অলঙ্কৃত।···ঋতুসংহারের অধিকাংশই আদিরসঘটিত।· বেণীসংহারনাটক ভট্টনারায়ণবিরচিত। এরূপ কিংবদন্তী আছে, আদিশূর রাজা কান্যকুব্জ হইতে গৌড়দেশে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের এক জন। এই নাটক নাটকের সমুদয়লক্ষণাক্রান্ত। সাহিত্যদর্পণে নাটক পরিচ্ছেদে নাটকসংক্রান্ত বিষয়ের উদাহরণপ্রদর্শনার্থে বেণীসংহার হইতে যত উদ্ধৃত হইয়াছে, অন্য কোন নাটক হইতে তত নহে। কিন্তু এই নাটকের রচনা প্রাচীন কবিদিগের রচনার ন্যায় চমৎকারিণী ও মনোহারিণী নহে।···

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ। ১৬ই পৌষ, সংবৎ ১৯০৮।

বৈতালপচ্চীসী

The Bytal Pacheesee is a Collection of Legendary Stories relating to that celebrated character in Hindu Annals Raja Vikramaditya. The work contains no traces of art or genius in its composition ; but on the contrary exhibits those clumsy attempts at the wonderful, sometimes bordering on childishness, which are so general in the Legends of a dark age....

The Original of these tales is to be found in the Kathasaritsagara, an ancient and voluminous Collection of Tales and Legends in Sanskrit verse, by Somadeva Bhatta, under the title of Betalapanchavinsatika. There exists also, under the same title, a Sanskrit prose version.

In the reign of Muhammad Shaha, Surat Kabishwar, by order of Raja Jye Singh, translated the work from Sanskrit into Braj Bhakha. This version was translated, by direction of Dr. Gilchrist, in the time of Marquis Wellesley, into Hindoostanee by Muzhar Ali Khan, whose poetical name was Vila, aided by Lallu Lal Kab, the elegant writer of Premsagar, both Moonshees of the College of Fort William. This translation, of which the present is a new edition, was printed in 1805, having been revised, according to the instructions of Captain James Mouat, by Tarinee Charan Mitra, the learned Head Moonshee of the above Institution.

A Bengali version of this translation was made, by the Editor of the present edition, in the year 1847, by directions of Major G. T. Marshall, Secretary to the College of Fort William, and was adopted, under the title of Batalpanchabinshati, as a Text book for the students of that College. A poetical version in Bengali also exists and seems to have been taken from the Original Sanskrit.···

Calcutta, 15th January, 1852.

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ

The Sarvadarsanasangraha is a work by Madhavacharya, the well-known scholiast of the Vedas. It contains short notices of all the systems of Indian Philosophy, and as such is very valuable...manuscripts of the work are very rare,...the great majority of the learned of this country are probably not even aware of its existence....by good fortune I procured

three manuscripts from Benares....after carefully collating them with the texts in Calcutta...I have been able to edit the work.

Sanskrit College, The 20th January, 1858.

মেঘদূতম্

...কোন দেশের কোন কবি, কালিদাসের ন্যায়, সর্ব্ব বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ছিলেন না, এরূপ নির্দেশ করিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না।.. তদীয় রচনা সংস্কৃত রচনার আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ, এরূপ রচনা ও এরূপ কবিত্বশক্তি এ উভয়ের একত্র সংঘটন অতি বিরল।. কালিদাস ঊনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ...কতিপয় বৎসর অতীত হইল, কলিকাতা, বারাণসী ও মুম্বয়ী নগরে মেঘদূত মল্লিনাথকৃত-সঞ্জীবনীটীকাসহিত মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ তিনখানি ও কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়স্থিত হস্তলিখিত একখানি, চারি পুস্তকের মেলন করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত হইল।... লিপিকরপ্রমাদ বা অন্যাদৃশ কারণ বশতঃ, মেঘদূতের অনেক স্থলে পাঠের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। ব্যাখ্যাকর্ত্তাদিগের মধ্যে যিনি যেস্থলে যে পাঠ অবলম্বন করিয়াছেন, তৎসমুদয় পাঠান্তরবিবেকে সবিস্তর প্রদর্শিত হইল। সমুদয়ে শ্লোকসংখ্যা ১২৭।..মেঘদূত পাঠ করিয়া আমার যেরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে, তদনুসারে ১১০টি শ্লোক কালিদাসপ্রণীত, অবশিষ্ট ১৭টি তদীয় লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত নহে।...আমার বোধে যে যে শ্লোক প্রক্ষিপ্ত, তাহা পাঠান্তরবিবেকে প্রদর্শিত হইল।..

কলিকাতা। সংবৎ ১৯২৫। ৩০এ চৈত্র।

উত্তরচরিতম্

ভবভূতি ভারতবর্ষের এক অতিপ্রধান কবি। কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দ্দেশ, বোধ হয়, অসঙ্গত নহে।... তাহার গ্রন্থে অর্থের যেরূপ ঔদার্য্য ও গাম্ভীর্য্য আছে, অন্যান্য কবির গ্রন্থে প্রায় সেরূপ লক্ষিত হয় না। ভবভূতি ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য কবির কাব্যে গিরি, নদী, অরণ্য প্রভৃতির প্রকৃতরূপ বর্ণনা নিতান্ত বিরল। অন্যান্য কবিরা অনাবশ্যক স্থলেও আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন; কিন্তু ভবভূতি সে দোষে দূষিত নহেন।...চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, রাজকীয় শিক্ষাসমাজের আদেশে ও ব্যয়ে, উত্তরচরিত সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। কলিকাতাস্থ সংস্কৃতবিদ্যালয়ের সাহিত্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যাপক পূজ্যপাদ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট তদীয় অগ্রজ রঘূত্তম শিরোমণি মহাশয়ের হস্তলিখিত যে পুস্তক ছিল, প্রথম মুদ্রিত পুস্তক ঐ পুস্তকের প্রতিকৃতি। আট বৎসর

অতীত হইল, উল্লিখিত বিদ্যালয়ের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সংস্কৃতবিদ্যানুরাগী শ্রীযুক্ত ই. বি. কাউএল মহোদয়ের উদ্যোগে ও ব্যয়ে, ঐ বিদ্যালয়ের অলঙ্কারশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পূজ্যপাদ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়,···সংক্ষিপ্তটীকাসহিত এই নাটক দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করেন। তত্রত্য বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ হস্তলিখিত পুস্তকদ্বয়ের একখানি বারাণসী হইতে সংগৃহীত, দ্বিতীয়খানি বিজয়নগর হইতে অধিগত। উল্লিখিত মুদ্রিত পুস্তকদ্বয় ও অপর দুইখানি হস্তলিখিত পুস্তক অবলম্বন পূর্ব্বক, এই সংস্করণ সম্পাদিত হইল।···উত্তরচরিতে পাঠের বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। উল্লিখিত পুস্তক চতুষ্টয়ের মেলন করিয়া, পাঠসংশোধনবিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিয়াছি;···এই চারি পুস্তকের অনেক স্থলে পরস্পর পাঠের বিস্তর বিভিন্নতা আছে। তত্তৎস্থলে আমার বিবেচনায় যে পাঠ প্রশস্ত বোধ হইয়াছে, তাহাই মূলে সন্নিবেশিত করিয়াছি।·· পাঠভেদস্থলে, চারি পুস্তকের পাঠ নিম্নে পৃথক্ পৃথক্ প্রদর্শিত হইয়াছে।···

কাশীপুর। সংবৎ ১৯২৭। ৭ই ভাদ্র।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

···অভিজ্ঞানশকুন্তল কালিদাসের সর্ব্বপ্রধান কাব্য এবং সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। এই অপূর্ব্ব নাটকের, আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত, সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।·· দ্বাত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল, কলিকাতাস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অলঙ্কারশাস্ত্রাধ্যাপক পূজ্যপাদ প্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশ মহাশয় এ দেশে সর্ব্বপ্রথম এই নাটক মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তৎপরে বিংশতি বৎসর অতীত হইলে, উক্ত বিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ উদারচরিত শ্রীযুত ই, বি, কাউএল মহোদয়ের উদ্যোগে ও অর্থব্যয়ে, তর্কবাগীশ মহাশয় সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচারিত করেন। অনন্তর, দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইল, পূর্ব্বস্থলীনিবাসী শ্রীযুত কৃষ্ণনাথন্যায়পঞ্চানন আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যাসহিত অভিনব সংস্করণ প্রচারিত করিয়াছেন।··শেষোক্ত উপাদেয় সংস্করণদ্বয় বিদ্যমান থাকিতে, নূতন সংস্করণে প্রবৃত্ত হইবার কারণ এই যে, অভিজ্ঞানশকুন্তল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপুস্তক স্থিরীকৃত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা আদেশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এই নাটকের যেরূপ পুস্তক প্রচলিত আছে, পরীক্ষাদানার্থীরা সেই পুস্তক পাঠ করিবেন। পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় অথবা ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় গৌড়দেশপ্রচলিত পুস্তকের সংস্করণ করিয়াছেন। গৌড়দেশপ্রচলিত ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলপ্রচলিত উভয়বিধ পুস্তকে পাঠের পরস্পর এত বিভিন্নতা ঘটিয়াছে যে একবিধ পুস্তকপাঠ করিলে, অপরবিধ পুস্তক পাঠের প্রয়োজন সম্যক্ সম্পন্ন হয় না।··· এ দেশে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলপ্রচলিত পুস্তকের প্রচার নাই।···আমি কার্য্যবশতঃ গত ফাল্গুনমাসে বারাণসীধামে গিয়াছিলাম। ঐ সময়ে উক্ত নগরী নিবাসী শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্রের সহিত আমার আলাপ হয়। এই মহোদয় দয়া করিয়া, স্বীয় পুস্তকালয় হইতে, আমায় তিনখানি মূল, একখানি

টীকা ও তিনখানি প্রাকৃতবিকৃতি দিয়াছিলেন। অনন্তর, কলিকাতা সংস্কৃতবিদ্যালযের অধ্যক্ষ আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর উদ্যোগে, বারাণসী সংস্কৃতবিদ্যালয় হইতেও দুইখানি মূল আমার হস্তগত হয়। এই পাঁচখানি মূল, একখানি টীকা ও তিনখানি প্রাকৃতবিকৃতি অবলম্বনপূর্ব্বক, অভিজ্ঞানশকুন্তলের সংস্করণকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।···

কাশীপুর। সংবৎ ১৯২৮। ১লা আষাঢ়।

হর্ষচরিতম্

হর্ষচরিত কাদম্বরীরচয়িতা মহাকবি বাণভট্টের প্রণীত।···হর্ষচরিত কাদম্বরী অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট কাব্য। কাদম্বরী অপেক্ষা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু উহা যে এক প্রশংসনীয় গ্রন্থ, সে বিষয়ে সংশয় নাই।···হর্ষচরিত বাণভট্টের প্রথম কাব্য।

বাণভট্ট হর্ষচরিত নামে গদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ইহা আমি পূর্ব্বে অবগত ছিলাম না। দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল, আমার পরম বন্ধু, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, অধুনা লোকান্তরবাসী হারাধন বিদ্যারত্ন মহাশয়, জম্বু রাজধানীতে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া, তিনি আমাকে, এক খানি পুস্তক দেখাইয়া, কহিলেন, শ্রীযুত শেষ শাস্ত্রী নামে একটি পণ্ডিত, পুরস্কারলাভের প্রত্যাশায়, আমার নিকট এই পুস্তক খানি দিয়াছেন। ইহার নাম হর্ষচরিত; ইহা বাণভট্টপ্রণীত।·· কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে পুস্তক খানি লইলাম।···কালবিলম্ব না করিয়া, নিরতিশয় আহ্লাদিত চিত্তে, সবিশেষ আগ্রহ সহকারে, উহা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম।··

কলিকাতা। ১লা অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯৩৯।

শিক্ষা ও বিবিধ খণ্ডে সন্নিবিষ্ট পুস্তকগুলির বিষয়বস্তু ও লিখন-পদ্ধতি যাঁহারা একটু যত্নসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তাঁহারা বাংলা দেশে সর্ব্ববিধ শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপরিমেয় দান সম্বন্ধে সচেতন না হইয়া পারিবেন না। আজও পর্য্যন্ত কোনও একজন বাঙালীর দ্বারা শিক্ষাবিভাগের এমন সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই। এ বিষয়ে তিনি শুধু কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, ইহা যেন তাঁহার জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল। তাঁহার মধ্যে নূতন ও পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতির আশ্চর্য্য সমাবেশ ঘটিয়াছিল, এবং এই কারণেই তিনি পুরাতনের ভিত্তিতে নূতনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। এ দেশের বালকবালিকাগণের পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করিতেন; কিন্তু এ কথাও মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন যে, পুরাতন টোলের দীর্ঘসূত্রী ব্যবস্থা অনুযায়ী বারো বৎসরে ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত করিয়া

কাব্য বা সাহিত্য পাঠের অধিকার লাভ করিলে দেশের ছাত্রসমাজ শুধু পণ্ডিতই হইবে, আধুনিক জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার উপযোগী হইবে না। তাহারা জীবনের নিত্য-প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করুক, ইহাই তিনি সর্ব্বদা কামনা করিতেন ; তিনি জানিতেন, বাংলা ভাষা ও ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়াই তাহাদিগকে এই শিক্ষা দেওয়া সহজ হইবে। এই কারণে তিনি বাংলা 'বর্ণপরিচয়' দিয়া আরম্ভ করিয়াছেন, এবং শিশুকে ধাপে ধাপে 'কথামালা', 'বোধোদয়', 'জীবনচরিত', 'চরিতাবলী', ও 'আখ্যানমঞ্জরী'র গল্পগুলির মধ্য দিয়া পূর্ণবিকশিত মনুষ্যত্বের দ্বার পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ করিয়া দিবার ব্যবস্থা স্বয়ং করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই অক্লান্ত চিন্তার ফল 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা'। এই পুস্তকটিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে) অবৈজ্ঞানিক বাঙালীর প্রথম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বলা যাইতে পারে ; পূর্ণ বারো বৎসরকে ছয় মাস কালের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া আনা খুব সহজ প্রতিভার কাজ নয়। ইহার পরেই 'বর্ণ-পরিচয়'। ইহাও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক অদ্ভুত আবিষ্কার। সে যুগের 'শিশুবোধক'-জাতীয় পুস্তক যাঁহারা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, 'বর্ণ-পরিচয়' রচনার মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃতিত্ব কোথায়। দীর্ঘ শতাব্দীকালের অভ্যাসে যাহা আজ আমাদের নিকট নিতান্ত সাধারণ ও সহজ হইয়া আসিয়াছে, তাহা যে একদিন কলম্বসের আমেরিকা অথবা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের মতই একটা অভাবনীয় কিছু ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'উপক্রমণিকা' এবং 'বর্ণপরিচয়' বাংলা দেশে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের গোড়ার কথা। এই দুইটি ছাড়া অন্য কোনও কীর্ত্তি যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের না থাকিত, তাহা হইলেও তিনি সমান সম্মানার্হ ও পূজনীয় হইতেন।

কিন্তু সুখের বিষয়, ইহার মধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কীর্ত্তি সমাপ্ত নহে। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ও নিম্নবঙ্গে শিক্ষাবিভাগের ইন্সপেক্টর হিসাবে প্রাথমিক ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁহার বিপুল উদ্যম আজ ইতিহাসের বিষয় হইয়া আছে। তাঁহার জীবনচরিতগুলিতে এবং বিশেষভাবে 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে' এই ইতিহাস বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তিনি একক অসাধারণ ধীশক্তি এবং অধ্যবসায় বলে বাংলা দেশের তৎকালীন শিক্ষাপদ্ধতিতে একটা বিপর্য্যয় ঘটাইয়া গিয়াছেন। শিক্ষাসংক্রান্ত এমন কোনও বিষয় নাই, যাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই ; এমন কোনও সংস্কার নাই, যাহার সহিত তিনি জড়িত না ছিলেন। টোল ও সমাজ

গত গতানুগতিক সংস্কারকে বর্জ্জন করিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। লোক-নিন্দার ভয় তাঁহার ছিল না। তিনি নিজে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ইতিহাস সমুদ্রে অবগাহন করিয়া এদেশের বালকবালিকাদিগের জন্য রত্ন আহরণ করিয়াছেন; তাঁহার 'কথামালা', 'বোধোদয়', 'জীবনচরিত', 'চরিতাবলী', ও 'আখ্যানমঞ্জরী' সেই সকল রত্নেরই মালা। তাই বলিয়া তিনি স্বদেশের কীর্ত্তিবিভবের প্রতি বিমুখ ছিলেন, এই অপবাদও কেহ তাঁহাকে দিতে পারিবে না। 'উপক্রমণিকা' হইতে 'ব্যাকরণ কৌমুদী' এবং তাহার পর 'ঋজুপাঠ' হইতে 'হর্ষচরিতম্' পর্য্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারেও তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। বস্তুতঃ কয়েকটি প্রাচীন কাব্য-নাটক-দর্শন প্রভৃতি এদেশে তিনিই সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। তাঁহার 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবে' সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও অনন্যসাধারণ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস' সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ হইলেও ইহাতে বিদ্যাসাগরচরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে যেমন তাঁহার দৃঢ়চিত্ততা ও ন্যায়নিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই 'বামনাখ্যানম্' পুস্তকে তাঁহার সহৃদয়তা ও বদান্যতার পরিচয় মিলে।

'বোধোদয়' সম্পর্কেও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেহ কেহ ইহার দ্বিতীয় প্রস্তাব "ঈশ্বর"-এর নজির দেখাইয়া তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মমতাবলম্বী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত যে সংস্করণ আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থাবলীতে অনুসরণ করিয়াছি তাহাতে আছে, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন।" আবার কেহ কেহ, উক্ত প্রস্তাবটি 'বোধোদয়ে'র প্রথম কয়েক সংস্করণে নাই দেখিয়া, তাঁহাকে নিরীশ্বরবাদী বলিয়া থাকেন। আসলে তিনি লৌকিকব্যবহারে বরাবরই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার মানিয়া চলিতেন, তাঁহার চিঠিপত্রের শিরোনামায় "শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং" ও "শ্রীশ্রীহরিশরণং" উভয় পাঠই দৃষ্ট হয়।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

> আমরা এখন চারিদিকেই বিদ্যালয় দেখিতেছি; প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র বালক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, শুনিতেছি; আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, এই শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কত ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। তিনি যখন নিজে পাশ্চাত্য জ্ঞানের আস্বাদন পাইলেন,

তখন তাহা স্বদেশবাসীদিগকে দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গবর্ণমেণ্টকে প্ররোচনা দিয়া তাঁহাদের সাহায্যে স্থানে স্থানে মডেল স্কুল স্থাপন করিতে লাগিলেন। কি অসুবিধাতেই তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। না ছিল উপযুক্ত শিক্ষক, না ছিল উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক। নিজে পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং অনেক স্থলে টোলের পণ্ডিতদিগকে ধরিয়া ভূগোল, জ্যামিতি প্রভৃতি কিনিয়া দিয়া পড়াইয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইয়াছে।

এই অনন্যসাধারণ মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের যাবতীয় গ্রন্থাবলী প্রকাশ ও প্রচারের দ্বারা যাঁহারা এই আত্মবিস্মৃতি ও আত্ম-অবিশ্বাসের যুগে তাঁহার বিপুল কীর্ত্তিকে অংশতঃ সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিলেন, গ্রন্থাবলীর সম্পাদক হিসাবে আমরা তাঁহাদিগকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা এবং সর্ব্ববিধ স্বাধীনতা ও সুযোগ না দিলে এই বিরাট গ্রন্থাবলী সম্পাদন ও মুদ্রণ সম্ভব হইত না। যাঁহাদের বদান্যতায় ইহা সম্ভব হইয়াছে, স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতি তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা পুনর্ব্বার সকলকে সমস্ত বাংলাভাষাভাষীর পক্ষে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় লইলাম। এই দুর্ভাগ্য দেশে বিদ্যাসাগরের মত পুরুষের কীর্ত্তি যত উজ্জ্বল হইবে, আমাদের ততই মঙ্গল।

কলিকাতা, ২রা চৈত্র, ১৩৪৬

সূচী

শিক্ষা

বাঙ্গালার ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগ	...	১
জীবনচরিত	...	৮৯
বোধোদয়	...	১৫৩
সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা	...	১৯৩
বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগ	...	২৫৭
বর্ণপরিচয়—দ্বিতীয় ভাগ	...	২৭৫
কথামালা	...	২৯৯
চরিতাবলী	...	৩৫৭
আখ্যানমঞ্জরী—প্রথম ভাগ	...	৪০৯
আখ্যানমঞ্জরী—দ্বিতীয় ভাগ	...	৪৫১
আখ্যানমঞ্জরী—তৃতীয় ভাগ	...	৫০৭
নীতিবোধ	...	৫৮৩

বিবিধ

সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব	...	৫৯৫
বামনাখ্যানম্	...	৬৪৫
নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস	...	৬৭১
সংস্কৃত রচনা	...	৬৯১
শ্লোকমঞ্জরী	...	৭০৩
ভূগোলখগোলবর্ণনম্	...	৭৩৫

'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী' প্রকাশ-কার্য্যে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণের নিকট হইতে বিশেষভাবে সাহায্য পাইয়াছি।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি, কলিকাতা

মেদিনীপুর পাব্‌লিক লাইব্রেরি

বরিশাল পাব্‌লিক লাইব্রেরি

আর্ট প্রেস, কলিকাতা

সিদ্ধেশ্বর প্রেস ডিপজিটরি, কলিকাতা

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

পণ্ডিত শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

শ্রীরামকমল সিংহ

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপ্রবোধ নান

শিক্ষা

বাঙ্গালার ইতিহাস

দ্বিতীয় ভাগ

[১৮৮৫ সনে মুদ্রিত ষড়্‌বিংশ সংস্করণ হইতে]

বিজ্ঞাপন

বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ, শ্রীযুক্ত মার্শমন সাহেবের রচিত ইঙ্গরেজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বন পূর্ব্বক, সঙ্কলিত, ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। কোনও কোনও অংশ, অনাবশ্যক বোধে, পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং কোনও কোনও বিষয়, আবশ্যক বোধে, গ্রন্থান্তর হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক, সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই পুস্তকে, অতি দুরাচার নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণ অবধি, চিরস্মরণীয় লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক মহোদয়ের অধিকারসমাপ্তি পর্য্যন্ত, বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। সিরাজ উদ্দৌলা, ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে, বাঙ্গালা ও বিহারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন; আর, লার্ড বেন্টিক, ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে, ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া, ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সুতরাং, এই পুস্তকে, একোন অশীতি বৎসরের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

প্রথম অধ্যায়

১৭৫৬ খৃষ্টীয় অব্দের ১০ই এপ্রিল, সিরাজ উদ্দৌলা বাঙ্গালা ও বিহারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তৎকালে, দিল্লীর অধীশ্বর এমন দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন যে, নূতন নবাব তাঁহার নিকট সনন্দ প্রার্থনা করা আবশ্যক বোধ করিলেন না।

তিনি, রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া, প্রথমতঃ, আপন পিতৃব্যপত্নীর সমুদয় সম্পত্তি হরণ করিবার নিমিত্ত, সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহার পিতৃব্য নিবাইশ মহম্মদ, ষোল বৎসর ঢাকার অধিপতি থাকিয়া, প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পত্নী তদীয় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েন। ঐ বিধবা নারী, আপন সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত, যে সৈন্য রাখিয়াছিলেন, তাহারা কার্য্যকালে পলায়ন করিল; সুতরাং, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি, নির্ব্বিবাদে, নবাবের প্রাসাদে প্রেরিত হইল, এবং তিনিও সহজে আপন বাসস্থান হইতে বহিষ্কৃতা হইলেন।

রাজবল্লভ ঢাকায় নিবাইশ মহম্মদের সহকারী ছিলেন, এবং মুসলমানদিগের অধিকারসময়ের প্রথা অনুসারে, প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া, যথেষ্ট ধনসঞ্চয় করেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের আরম্ভে, নিবাইশ পরলোক যাত্রা করেন। তৎকালে আলিবর্দ্দি সিংহাসনারূঢ় ছিলেন, কিন্তু বার্দ্ধক্য বশতঃ, হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। রাজবল্লভ ঐ সময়ে মুরশিদাবাদে উপস্থিত থাকাতে, সিরাজ উদ্দৌলা, তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া, তদীয় সম্পত্তি রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, ঢাকায় লোক প্রেরণ করেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস, অগ্রে সংবাদ জানিতে পারিয়া, সমস্ত সম্পত্তি লইয়া, নৌকারোহণ পূর্ব্বক, গঙ্গাসাগর অথবা জগন্নাথ যাত্রার ছলে, কলিকাতায় পলায়ন করেন; এবং, ১৭ই মার্চ্চ, তথায় উপস্থিত হইয়া, তথাকার অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবের অনুমতি লইয়া, নগর মধ্যে বাস করেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাবৎ পিতার মুক্তিসংবাদ না পান, তত দিন ঐ স্থানে অবস্থিতি করিবেন।

রাজবল্লভের সম্পত্তি এইরূপে হস্তবহির্ভূত হওয়াতে, সিরাজ উদ্দৌলা সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন; এক্ষণে, সিংহাসনারূঢ় হইয়া, কৃষ্ণদাসকে আমার হস্তে সমর্পণ

করিতে হইবেক, এই দাওয়া করিয়া, কলিকাতায় দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু, ঐ দূত বিশ্বাসযোগ্য পত্রাদির প্রদর্শন করিতে না পারিবাতে, ড্রেক সাহেব তাহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

কিছু দিন পরে, য়ুরোপ হইতে এই সংবাদ আসিল, অল্প দিনের মধ্যেই, ফরাসিদিগের সহিত ইঙ্গরেজদের যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। তৎকালে ফরাসিরা, করমণ্ডল উপকূলে, অতিশয় প্রবল ও পরাক্রান্ত ছিলেন; আর, কলিকাতায় ইঙ্গরেজদিগের যত য়ুরোপীয় সৈন্য ছিল, চন্দন নগরে ফরাসিদের তদপেক্ষা দশ গুণ অধিক থাকে। এই সমস্ত কারণে, কলিকাতাবাসী ইঙ্গরেজেরা আপনাদের দুর্গের সংস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ব্যাপার, অনতিবিলম্বে, অল্পবয়স্ক উদ্ধতস্বভাব নবাবের কর্ণগোচর হইল। ইঙ্গরেজদিগের উপর তাঁহার সবিশেষ দ্বেষ ছিল; এজন্য, তিনি, ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক, ড্রেক সাহেবকে এই পত্র লিখিলেন, আপনি নূতন দুর্গ নির্মাণ করিতে পাইবেন না; পুরাতন যাহা আছে, ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন; এবং, অবিলম্বে, কৃষ্ণদাসকে আমার লোকের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

আলিবর্দ্দির মৃত্যুর দুই এক মাস পূর্ব্বে, সিরাজ উদ্দৌলার দ্বিতীয় পিতৃব্য সায়দ মহম্মদের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তাঁহার পুত্র সকতজঙ্গ তদীয় সমস্ত সৈন্য, সম্পত্তি, ও পূর্ণিয়ার রাজত্বের অধিকারী হয়েন। সুতরাং, সকতজঙ্গ, সিরাজ উদ্দৌলার সুবাদার হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই তুল্যরূপ নির্বোধ, নৃশংস, ও অবিমৃশ্যকারী ছিলেন; সুতরাং, অধিক কাল, তাঁহাদের পরস্পর সম্প্রীত ও ঐকবাক্য থাকিবেক, তাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

সিরাজ উদ্দৌলা, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, মাতামহের পুরাণ কর্ম্মচারী ও সেনাপতিদিগকে পদচ্যুত করিলেন। কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক কতিপয় অল্পবয়স্ক দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল। তাহারা, প্রতিদিন, তাঁহাকে কেবল অন্যায্য ও নিষ্ঠুর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে পরামর্শ দিতে লাগিল। ঐ সকল পরামর্শের এই ফল দর্শিয়াছিল যে, তৎকালে, প্রায় কোনও ব্যক্তির সম্পত্তি বা কোনও স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা পায় নাই।

রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা, এই সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার পরিবর্ত্তে, অন্য কোনও ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা, আপাততঃ, সকতজঙ্গকেই লক্ষ্য করিলেন। তাঁহারা নিশ্চিত জানিতেন, তিনি

সিরাজ উদ্দৌলা অপেক্ষা ভদ্র নহেন ; কিন্তু, মনে মনে এই আশা করিয়াছিলেন, আপাততঃ, এই উপায় দ্বারা, উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, পরে, কোনও যথার্থ ভদ্র ব্যক্তিকে সিংহাসনে নিবিষ্ট করিতে পারিবেন।

এ বিষয়ে সমুদয় পরামর্শ স্থির হইলে, সকতজঙ্গের সুবাদারীর সনন্দপ্রার্থনায়, দিল্লীতে দূত প্রেরিত হইল। আবেদন পত্রে বার্ষিক কোটি মুদ্রা কর প্রদানের প্রস্তাব থাকাতে, অনায়াসেই তাহাতে সম্রাটের সম্মতি হইল।

সিরাজ উদ্দৌলা, এই চক্রান্তের সন্ধান পাইয়া, অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, সকতজঙ্গের প্রাণদণ্ডার্থে, পূর্ণিয়া যাত্রা করিলেন। সৈন্য সকল, রাজমহলে উপস্থিত হইয়া, গঙ্গা পার হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে, নবাব, কলিকাতার ড্রেক সাহেবের নিকট হইতে, আপন পূর্ব্বপ্রেরিত পত্রের এই উত্তর পাইলেন, আমি আপনকার আজ্ঞায় কদাচ সম্মত হইতে পারি না।

এই উত্তর পাইয়া, তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, ইঙ্গরেজেরা রাজ্যের বিরুদ্ধাচারীদিগকে আশ্রয় দিতেছে ; এবং, আমার অধিকারের মধ্যে, দুর্গনির্মাণ করিয়া, আপনাদিগকে দৃঢ়ীভূত করিতেছে ; অতএব, আমি তাহাদিগকে নির্মূল করিব ; এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, সৈন্যদিগকে, অবিলম্বে শিবির ভঙ্গ করিয়া, কলিকাতা যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন ; কাশিম বাজারে ইঙ্গরেজদিগের যে কুঠী ছিল, আগমনকালে তাহা লুঠ করিলেন ;. এবং, তথায় যে যে য়ুরোপীয়দিগকে দেখিতে পাইলেন, সকলকেই কারারুদ্ধ করিলেন।

কলিকাতাবাসী ইঙ্গরেজেরা, ষাটি বৎসরের অধিক কাল, নিরুপদ্রবে ছিলেন ; সুতরাং, বিশেষ আস্থা না থাকাতে, তাঁহাদের দুর্গ একপ্রকার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা আপনাদিগকে এত নিঃশঙ্ক ভাবিয়াছিলেন যে, দুর্গপ্রাচীরের বহির্ভাগে বিংশতি ব্যামের মধ্যেও, অনেক গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তৎকালে, দুর্গমধ্যে একশত সত্তর জন মাত্র সৈন্য ছিল ; তন্মধ্যে কেবল ষাটি জন য়ুরোপীয়। বারুদ পুরাণ ও নিস্তেজ ; কামান সকল মরিচাধরা। এ দিকে, সিরাজ উদ্দৌলা, চল্লিশ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য ও উত্তম উত্তম কামান লইয়া, কলিকাতা আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। ইঙ্গরেজেরা দেখিলেন, আক্রমণ নিবারণের কোনও সম্ভাবনা নাই ; অতএব, সন্ধি প্রার্থনায়, বারংবার পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন, এবং বহুসংখ্যক মুদ্রা প্রদানেরও প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু, নবাবের অন্য কোনও বিষয়ে কর্ণ দিতে ইচ্ছা ছিল না ; তিনি ইঙ্গরেজদিগকে এক বারে উচ্ছিন্ন

করিবার মানস করিয়াছিলেন; অতএব, পত্রের কোনও উত্তর না দিয়া, অবিশ্রামে কলিকাতা অভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

১৬ই জুন, তাঁহার সৈন্যের অগ্রসর ভাগ চিতপুরে উপস্থিত হইল। ইঙ্গরেজেরা, ইতঃপূর্ব্বে, তথায় এক উপদুর্গ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা, নবাবের সৈন্যের উপর, এমন ভয়ানক গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন যে, তাহারা, হটিয়া গিয়া, দমদমায় অবস্থিতি করিল।

নবাবের সৈন্যেরা, ১৭ই জুন, নগর বেষ্টন করিয়া, তৎপর দিন, এক কালে চারি দিকে আক্রমণ করিল। তাহারা, ভিত্তির সন্নিহিত গৃহ সকল অধিকার করিয়া, এমন ভয়ানক গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল যে, এক ব্যক্তিও, সাহস করিয়া, গড়ের উপর দাঁড়াইতে পারিল না। ঐ দিবস, অনেক ব্যক্তি হত ও অনেক ব্যক্তি আহত হইল, এবং দুর্গের বহির্ভাগ বিপক্ষের হস্তগত হওয়াতে, ইঙ্গরেজদিগকে দুর্গের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিতে হইল। রাত্রিতে, বিপক্ষেরা দুর্গের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অতি বৃহৎ কতিপয় গৃহে অগ্নি প্রদান করিল; ঐ সকল গৃহ অতি ভয়ানক রূপে জ্বলিত হইতে লাগিল।

অতঃপর কি করা উচিত, ইহার বিবেচনা করিবার নিমিত্ত, দুর্গস্থিত ইঙ্গরেজেরা একত্র সমবেত হইলেন। তৎকালীন সেনাপতিদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিও কার্য্যজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহারা সকলে কহিলেন, পলায়ন ব্যতিরেকে পরিত্রাণ নাই। বিশেষতঃ, এত অধিক এতদ্দেশীয় লোক দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল যে, তন্মধ্যে যে আহারসামগ্রী ছিল, তাহাতে এক সপ্তাহ চলিতে পারিত না। অতএব নির্দ্ধারিত হইল, গড়ের নিকট যে সকল নৌকা প্রস্তুত আছে, পর দিন প্রত্যূষে, নগর পরিত্যাগ করিয়া, তদ্দ্বারা পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু, দুর্গ মধ্যে, এক ব্যক্তিও এমন ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না যে, এই ব্যাপার সুশৃঙ্খল রূপে সম্পন্ন করিয়া উঠেন। সকলেই আজ্ঞাপ্রদানে উদ্যত; কেহই আজ্ঞা-প্রতিপালনে সম্মত নহে।

নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ স্ত্রীলোক সকল প্রেরিত হইলেন। অনন্তর, দুর্গস্থিত সমুদয় লোক ও নাবিকগণ ভয়ে অতিশয় অভিভূত হইল। সকল ব্যক্তিই তীরাভিমুখে ধাবমান। নাবিকেরা নৌকা লইয়া পলাইতে উদ্যত। ফলতঃ, সকলেই আপন লইয়া ব্যস্ত। যে, যে নৌকা সম্মুখে পাইল, তাহাতেই আরোহণ করিল। সর্ব্বাধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব, ও সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব, সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিলেন। যে কয়েক খান নৌকা উপস্থিত ছিল, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে, কতক জাহাজের নিকটে, কতক হাবড়া

পারে, চলিয়া গেল; কিন্তু, সৈন্য ও ভদ্র লোক অর্দ্ধেকেরও অধিক দুর্গ মধ্যে রহিয়া গেল।

সর্ব্বাধ্যক্ষ সাহেবের পলায়নসংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র, অবশিষ্ট ব্যক্তিরা, একত্র সমবেত হইয়া, হলওয়েল সাহেবকে আপনাদের অধ্যক্ষ স্থির করিলেন। পলায়িতেরা, জাহাজে আরোহণ করিয়া, প্রায় এক ক্রোশ ভাটিয়া গিয়া, নদীতে নঙ্গর করিয়া রহিল। ১৯এ জুন, নবাবের সৈন্যেরা পুনর্বার আক্রমণ করিল; কিন্তু পরিশেষে অপসারিত হইল।

দুর্গবাসীরা, দুই দিবস পর্য্যন্ত, আপনাদের রক্ষা করিল, এবং জাহাজস্থিত লোকদিগকে অনবরত এই সঙ্কেত করিতে লাগিল, তোমরা আসিয়া আমাদের উদ্ধার কর। এই উদ্ধারক্রিয়া অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারিত। কিন্তু, পলায়িত ব্যক্তিরা, পরিত্যক্ত ব্যক্তিদিগের উদ্ধারার্থে, এক বারও উদ্যোগ করিল না। যাহা হউক, তখনও তাহাদের অন্য এক আশা ছিল। রয়েল জর্জ্জ নামে এক খান জাহাজ, চিতপুরের নীচে, নঙ্গর করিয়া ছিল। হলওয়েল সাহেব, ঐ জাহাজ গড়ের নিকটে আনিবার নিমিত্ত, দুই জন ভদ্র লোককে পাঠাইয়া দিলেন; দুর্ভাগ্যক্রমে, উহা আসিবার সময় চড়ায় লাগিয়া গেল। এই রূপে, দুর্গস্থিত হতভাগ্যদিগের শেষ আশাও উচ্ছিন্ন হইল।

১৯এ জুন, রাত্রিতে, নবাবের সৈন্যেরা, দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থ অবশিষ্ট গৃহ সকলে অগ্নি প্রদান করিয়া, ২০এ, পুনর্বার, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরাক্রম সহকারে, আক্রমণ করিল। হলওয়েল সাহেব, আর নিবারণচেষ্টা করা ব্যর্থ বুঝিয়া, নবাবের সেনাপতি মাণিকচাঁদের নিকট পত্র দ্বারা সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। দুই প্রহর চারিটার সময়, নবাবের পক্ষের এক সৈনিক পুরুষ, কামান বন্ধ করিতে সঙ্কেত করিল। তদনুসারে, ইঙ্গরেজেরা, সেনাপতির উত্তর আসিল ভাবিয়া, আপনাদের কামান ছোড়া রহিত করিলেন। তাঁহারা এইরূপ করিবা মাত্র, বিপক্ষেরা প্রাচীরের নিকট দৌড়িয়া আসিল; প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল; এবং, তৎপরে এক ঘণ্টার মধ্যে, দুর্গ অধিকার করিয়া, লুঠ আরম্ভ করিল।

বেলা পাঁচটার সময়, সিরাজ উদ্দৌলা, চৌপালায় চড়িয়া, দুর্গ মধ্যে উপস্থিত হইলে, য়ুরোপীয়েরা তাঁহার সম্মুখে নীত হইল। হলওয়েল সাহেবের দুই হস্ত বদ্ধ ছিল, নবাব, খুলিয়া দিতে আজ্ঞা দিয়া, তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন, তোমার একটি কেশও স্পৃষ্ট হইবেক না; অনন্তর, বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, এত অল্পসংখ্যক ব্যক্তি, কি রূপে, চারি শত গুণ অধিক সৈন্যের সহিত, এত ক্ষণ যুদ্ধ করিল। পরে, এক অনাবৃত

প্রদেশে সভা করিয়া, তিনি কৃষ্ণদাসকে সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। নবাব যে ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করেন, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেওয়া তাহার এক প্রধান কারণ। তাহাতে সকলে অনুমান করিয়াছিল, তিনি কৃষ্ণদাসের গুরুতর দণ্ড করিবেন; কিন্তু তিনি, তাহা না করিয়া, তাঁহাকে এক মহামূল্য পরিচ্ছদ পুরস্কার দিলেন।

বেলা ছয় সাত ঘণ্টার সময়, নবাব, সেনাপতি মাণিকচাঁদের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিয়া; শিবিরে গমন করিলেন। সমুদয়ে এক শত ছচল্লিশ জন য়ুরোপীয় বন্দী ছিল। সেনাপতি, সে রাত্রি তাহাদিগকে যেখানে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, এমন স্থানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তৎকালে, দুর্গের মধ্যে, দীর্ঘে বার হাত, প্রস্থে নয় হাত, এরূপ এক গৃহ ছিল। বায়ুসঞ্চারের নিমিত্ত, ঐ গৃহের এক এক দিকে এক এক মাত্র গবাক্ষ থাকে। ইঙ্গরেজেরা কলহকারী দুর্বৃত্ত সৈনিকদিগকে ঐ গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। নবাবের সেনাপতি, দারুণ গ্রীষ্ম কালে, সমস্ত য়ুরোপীয় বন্দীদিগকে ঐ ক্ষুদ্র গৃহে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

সে রাত্রিতে যন্ত্রণার পরিসীমা ছিল না। বন্দীরা, অতি ত্বরায়, ঘোরতর পিপাসায় কাতর হইল। তাহারা, রক্ষকদিগের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিয়া, যে জল পাইল, তাহাতে কেবল তাহাদিগকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিল। প্রত্যেক ব্যক্তি, সম্যক রূপে নিশ্বাস আকর্ষণ করিবার আশয়ে, গবাক্ষের নিকটে যাইবার নিমিত্ত, বিবাদ করিতে লাগিল; এবং, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, রক্ষীদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, তোমরা, গুলি করিয়া, আমাদের এই দুঃসহ যন্ত্রণার অবসান কর। এক এক জন করিয়া, ক্রমে ক্রমে, অনেকে পঞ্চত্ব পাইয়া ভূতলশায়ী হইল। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা, শবরাশির উপর দাঁড়াইয়া, নিশ্বাস আকর্ষণের অনেক স্থান পাইল, এবং তাহাতেই কয়েক জন জীবিত থাকিল।

পরদিন প্রাতঃকালে, ঐ গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে, দৃষ্ট হইল, এক শত ছচল্লিশের মধ্যে, তেইশ জন মাত্র জীবিত আছে। অন্ধকূপহত্যা নামে যে অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রসিদ্ধ আছে, সে এই। এই হত্যার নিমিত্তই, সিরাজ উদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণ শুনিতে এত ভয়ানক হইয়া রহিয়াছে; উক্ত ঘোরতর অত্যাচার প্রযুক্তই, এই বৃত্তান্ত লোকের অন্তঃকরণে অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে, এবং সিরাজ উদ্দৌলাও নৃশংস রাক্ষস বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তিনি, পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত, এই ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গ জানিতেন না। সে রাত্রিতে, সেনাপতি মাণিকচাঁদের হস্তে দুর্গের ভার অর্পিত ছিল; অতএব, তিনিই এই সমস্ত দোষের ভাগী।

২১এ জুন, প্রাতঃকালে, এই নিদারুণ ব্যাপার নবাবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি অতিশয় অনবধান প্রদর্শন করিলেন। অন্ধকূপে রুদ্ধ হইয়া, যে কয় ব্যক্তি জীবিত থাকে, হলওয়েল সাহেব তাহাদের মধ্যে এক জন। নবাব, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া, ধনাগার দেখাইয়া দিতে কহিলেন। তিনি দেখাইয়া দিলেন; কিন্তু, ধনাগারের মধ্যে পঞ্চাশ সহস্রের অধিক টাকা পাওয়া গেল না।

সিরাজ উদ্দৌলা, নয় দিবস, কলিকাতার সান্নিধ্যে থাকিলেন; অনন্তর, কলিকাতার নাম আলীনগর রাখিয়া, মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলেন। ২রা জুলাই, গঙ্গা পার হইয়া, তিনি হুগলীতে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং লোক দ্বারা ওলন্দাজ ও ফরাসি দিগের নিকট কিছু কিছু টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন, যদি অস্বীকার কর, তোমাদেরও ইঙ্গরেজদের মত দুরবস্থা করিব। তাহাতে ওলন্দাজেরা সাড়ে চারি লক্ষ, আর ফরাসিরা সাড়ে তিন লক্ষ, টাকা দিয়া পরিত্রাণ পাইলেন।

যে বৎসর কলিকাতা পরাজিত হইল, ও ইঙ্গরেজেরা বাঙ্গালা হইতে দূরীকৃত হইলেন, সেই বৎসর, অর্থাৎ ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে, দিনামারেরা, এই দেশে বাসের অনুমতি পাইয়া, শ্রীরামপুর নগর সংস্থাপিত করিলেন।

সিরাজ উদ্দৌলা, জয়লাভে প্রফুল্ল হইয়া, পূর্ণিয়ার অধিপতি পিতৃব্যপুত্র সকতজঙ্গকে আক্রমণ করা স্থির করিলেন। বিবাদ উত্থাপন করিবার নিমিত্ত, আপন এক ভৃত্যকে ঐ প্রদেশের ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া, পিতৃব্যপুত্রকে এই আজ্ঞাপত্র লিখিলেন, তুমি অবিলম্বে ইহার হস্তে সমস্ত বিষয়ের ভার দিবে। ঐ উদ্ধত যুবা, পত্র পাঠে ক্রোধান্ধ ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, উত্তর লিখিলেন, আমি সমস্ত প্রদেশেব যথার্থ অধিপতি, দিল্লী হইতে সনন্দ পাইয়াছি; অতএব, আজ্ঞা করিতেছি, তুমি অবিলম্বে মুরশিদাবাদ হইতে চলিয়া যাও।

এই উত্তর পাইয়া, সিরাজ উদ্দৌলা, ক্রোধে অধৈর্য্য হইলেন, এবং, অতি ত্বরায়, সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, পূর্ণিয়া যাত্রা করিলেন। সকতজঙ্গও, এই সংবাদ পাইয়া, সৈন্য লইয়া, তদভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকতজঙ্গ নিজে যুদ্ধের কিছুই জানিতেন না, এবং কাহারও পরামর্শ শুনিতেন না। তাঁহার সেনাপতিরা সৈন্য সহিত এক দৃঢ় স্থানে উপস্থিত হইল। ঐ স্থানের সম্মুখে জলা, পার হইবার নিমিত্ত মধ্যে এক মাত্র সেতু ছিল। সৈন্য সকল সেই স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিল। কিন্তু, তদীয় সৈন্য মধ্যে, এক ব্যক্তিও উপযুক্ত সেনাপতি ছিলেন না, এবং অনুষ্ঠানেরও কোনও

পরিপাটী ছিল না। প্রত্যেক সেনাপতি, আপন আপন সুবিধা অনুসারে, পৃথক্ পৃথক্ স্থানে সেনা নিবেশিত করিলেন।

সিরাজ উদ্দৌলার সৈন্য, ঐ জলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, সকতজঙ্গের সৈন্যের উপর গোলা চালাইতে লাগিল। বড় বড় কামানের গোলাতে তদীয় সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইলে, তিনি, নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায়, স্বীয় অশ্বারোহীদিগকে, জলা পার হইয়া, বিপক্ষসৈন্য আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা, অতি কষ্টে কর্দ্দম পার হইয়া, শুষ্ক স্থানে উপস্থিত হইবা মাত্র, সিরাজ উদ্দৌলার সৈন্য অতি ভয়ানক রূপে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল।

ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, এমন সময়ে, সকতজঙ্গ স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিলেন, এবং, অত্যধিক সুরাপান করিয়া, এমন মত্ত হইলেন যে, আর সোজা হইয়া বসিতে পারেন না। তাঁহার সেনাপতিরা আসিয়া তাঁহাকে, রণস্থলে উপস্থিত থাকিবার নিমিত্ত, অতিশয় অনুরোধ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে, ধরিয়া থাকিবার নিমিত্ত এক ভৃত্য সমেত, তাঁহাকে হস্তীতে আরোহণ করাইয়া, জলার প্রান্ত ভাগে উপস্থিত করিলেন। তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র, শত্রুপক্ষ হইতে এক গোলা আসিয়া তাঁহার কপালে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সৈন্যেরা, তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া, শ্রেণী ভঙ্গ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। দুই দিবস পরে, নবাবের সেনাপতি মোহনলাল পূর্ণিয়া অধিকার করিলেন, এবং তথাকার ধনাগারে প্রাপ্ত ন্যূনাধিক নবতি লক্ষ টাকা ও সকতজঙ্গের যাবতীয় অন্তঃপুরিকাগণ মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দিলেন।

সিরাজ উদ্দৌলা, সাহস করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; বস্তুতঃ, তিনি রাজমহলের অধিক যান নাই; কিন্তু, এই জয়ের সমুদয় বাহাদুরী আপনার বোধ করিয়া, মহাসমারোহে মুরশিদাবাদ প্রত্যাগমন করিলেন।

এ দিকে, ড্রেক সাহেব, কাপুরুষত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক, পলায়ন করিয়া, স্বীয় অনুচরবর্গের সহিত নদীমুখে জাহাজে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তথায়, অনেক ব্যক্তি, রোগাভিভূত হইয়া, প্রাণত্যাগ করিল।

কলিকাতার দুর্ঘটনার সংবাদ মান্দ্রাজে পঁহুছিলে, তথাকার গবর্ণর ও কৌন্সিলের সাহেবেরা যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন, এবং চারি দিকে বিপদসাগর দেখিতে লাগিলেন। সেই সময়ে, ফরাসিদিগের সহিত ত্বরায় যুদ্ধ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছিল। ফরাসিরা তৎকালে পণ্ডিচরীতে অতিশয় প্রবল ছিলেন; ইঙ্গরেজদিগের

সৈন্য অতি অল্প মাত্র ছিল। তথাপি তাঁহারা বাঙ্গালার সাহায্য করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তদনুসারে, তাঁহারা অতি ত্বরায় কতিপয় যুদ্ধজাহাজ ও কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, এবং এড্‌মিরল ওয়াট্‌সন সাহেবকে জাহাজের কর্ত্তৃত্ব দিয়া, আর কর্ণেল ক্লাইব সাহেবকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া, বাঙ্গালায় পাঠাইলেন।

ক্লাইব, অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, কোম্পানির কেরানি নিযুক্ত হইয়া, ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ব্বে, ভারতবর্ষে আগমন করেন, সাংগ্রামিক ব্যাপারে গাঢ়তর অনুরাগ থাকাতে, প্রার্থনা করিয়া সেনাসংক্রান্ত কর্ম্মে নিবিষ্ট হয়েন, এবং, অল্প কাল মধ্যে, এক জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা হইয়া উঠেন। এই সময়ে, তিনি বয়সে যুবা, কিন্তু অভিজ্ঞতাতে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন।

মান্দ্রাজে উদ্যোগ করিতে অনেক সময় নষ্ট হয়; এজন্য, জাহাজ সকল অক্‌টোবরের পূর্ব্বে বহির্গত হইতে পারিল না। তৎকালে উত্তরপূর্ব্বীয় বায়ুর সঞ্চার আরব্ধ হইয়াছিল; এ প্রযুক্ত, জাহাজ সকল, ছয় সপ্তাহের ন্যূনে, কলিকাতায় উপস্থিত হইতে পারিল না, তন্মধ্যে দুই খানার আরও অধিক বিলম্ব হইয়াছিল।

কলিকাতার উদ্ধারার্থে, মান্দ্রাজ হইতে সমুদয়ে ৯০০ গোরা ও ১৫০০ সিপাই প্রেরিত হয়। তাহারা, ২০এ ডিসেম্বর, ফলতায়, ও ২৮এ, মায়াপুরে পঁহুছিল। তৎকালে মায়াপুরে মুসলমানদিগের এক দুর্গ ছিল। কর্ণেল ক্লাইব, শেষোক্ত দিবসে, রজনীযোগে, স্বীয় সমস্ত সৈন্য তীরে অবতীর্ণ করিলেন; কিন্তু, পথদর্শকদিগের দোষে, অরুণোদয়ের পূর্ব্বে, ঐ দুর্গের নিকট পঁহুছিতে পারিলেন না।

নবাবের সেনাপতি মাণিকচাঁদ, কলিকাতা হইতে অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া, ক্লাইবকে আক্রমণ করিলেন। ঐ সময়ে, নবাবের সৈন্যেরা যদি প্রকৃত রূপে কার্য্য সম্পাদন করিত, তাহা হইলে, ইঙ্গরেজেরা নিঃসন্দেহ পরাজিত হইতেন। যাহা হউক, ক্লাইব, অতি ত্বরায় কামান আনাইয়া, শত্রুপক্ষের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে এক গোলা মাণিকচাঁদের হাওদার ভিতর দিয়া চলিয়া যাওয়াতে, তিনি, যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া, তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। পরিশেষে, কলিকাতায় থাকিতেও সাহস না হওয়াতে, তথায় কেবল পাঁচ শত সৈন্য রাখিয়া, আপন প্রভুর নিকটস্থ হইবার মানসে, তিনি অতি সত্বর মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, ক্লাইব স্থলপথে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। জাহাজ সকল তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বেই তথায় পঁহুছিয়াছিল। ওয়াট্‌সন সাহেব, কলিকাতার উপর, ক্রমাগত

দুই ঘণ্টা কাল, গোলাবৃষ্টি করিয়া, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২রা জানুয়ারি, ঐ স্থান অধিকার করিলেন। এই রূপে, ইঙ্গরেজেরা পুনর্ব্বার কলিকাতার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন, অথচ স্বপক্ষীয় এক ব্যক্তিরও প্রাণহানি হইল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্লাইব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভয় প্রদর্শন না করিলে, নবাব কদাচ সন্ধি করিতে চাহিবেন না। অতএব তিনি, কলিকাতা উদ্ধারের দুই দিবস পরে, যুদ্ধজাহাজ ও সৈন্য পাঠাইয়া, হুগলী অধিকার করিলেন। তৎকালে এই নগর প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল।

বোধ হইতেছে, কলিকাতা অধিকার হইবার অব্যবহিত পরে, ক্লাইব মুরশিদাবাদের শেঠদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা, মধ্যস্থ হইয়া, নবাবের সহিত ইঙ্গরেজদিগের সন্ধি করিয়া দেন। তদনুসারে তাঁহারা সন্ধির প্রস্তাব করেন। সিরাজ উদ্দৌলাও, প্রথমতঃ, প্রসন্ন চিত্তে, তাঁহাদের পরামর্শ শুনিয়াছিলেন ; কিন্তু ক্লাইব, হুগলী অধিকার করিয়া, তথাকার বন্দর লুঠ করিয়াছেন, ইহা শুনিবা মাত্র, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, সসৈন্যে অবিলম্বে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তিনি, ৩০এ জানুয়ারি, হুগলীর ঘাটে গঙ্গা পার হইলেন ; এবং, ২রা ফেব্রুয়ারি, কলিকাতার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, ক্লাইবের ছাউনির এক পোয়া অন্তরে শিবির নিবেশিত করিলেন।

ক্লাইব, ৭০০ গোরা ও ১২০০ সিপাই, এই মাত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু নবাবের সৈন্য প্রায় চত্বারিংশৎ সহস্র।

সিরাজ উদ্দৌলা পঁহুছিবা মাত্র, ক্লাইব, সন্ধিপ্রার্থনায়, তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। নবাবের সহিত দূতদিগের অনেক বার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইল। তাহাতে তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, নবাব যদিও মুখে সন্ধির কথা কহিতেছেন, তাঁহার অন্তঃকরণ সেরূপ নহে। বিশেষতঃ, তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া, কলিকাতার চারি দিকের লোক ভয়ে পলায়ন করাতে, ইঙ্গরেজদিগের আহারসামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হইতে লাগিল। অতএব ক্লাইব, এক উদ্যমেই, নবাবকে আক্রমণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। তিনি, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে, ওয়াট্‌সন সাহেবের জাহাজে গিয়া, তাঁহার নিকট ছয় শত জাহাজী গোরা চাহিয়া লইলেন, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া, রাত্রি

একটার সময়, তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। দুইটার সময়, সমুদয় সৈন্য স্ব স্ব অস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইল, এবং চারিটার সময়, এক বারে নবাবের ছাউনির দিকে যাত্রা করিল। সৈন্য সমুদয়ে ১৩৫০ গোরা ও ৮০০ সিপাই। অকুতোভয় ক্লাইব, সাহসে নির্ভর করিয়া, এই মাত্র সৈন্য লইয়া, বিংশতি গুণ অধিক সৈন্য আক্রমণ করিতে চলিলেন।

শীত কালের শেষে, প্রায় প্রতিদিন কুজ্ঝটিকা হইয়া থাকে। সে দিবসও, প্রভাত হইবা মাত্র, এমন নিবিড় কুজ্ঝটিকা হইল যে, কোনও ব্যক্তি, আপনার সম্মুখের বস্তুও দেখিতে পায় না। যাহা হউক, ইঙ্গরেজেরা, যুদ্ধ করিতে করিতে, বিপক্ষের শিবির ভেদ করিয়া চলিয়া গেলেন। হত ও আহত সমুদয়ে তাঁহাদের দুই শত বিংশতি জন মাত্র সৈন্য নষ্ট হয়। কিন্তু নবাবের তদপেক্ষায় অনেক অধিক লোক নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নবাব, ক্লাইবের ঈদৃশ অসম্ভব সাহস দর্শনে, অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইলেন, এবং বুঝিতে পারিলেন, কেমন ভয়ানক শত্রুর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব, তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চারি ক্রোশ দূরে গিয়া ছাউনি করিলেন। ক্লাইব দ্বিতীয় বার আক্রমণের সমুদয় উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু নবাব, তদীয় অসম্ভব সাহস ও অকুতোভয়তা দর্শনে, যুদ্ধের বিষয়ে এত ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন যে, সন্ধির বিষয়েই সম্মত হইয়া, ৯ই ফেব্রুয়ারি, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

এই সন্ধি দ্বারা ইঙ্গরেজেরা, পূর্ব্বের ন্যায়, সমুদয় অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অধিকন্তু, কলিকাতায় দুর্গনির্ম্মাণ ও টাকশালস্থাপন করিবার অনুমতি পাইলেন; আর, তাঁহাদের পণ্য দ্রব্যের শুল্কদান রহিত হইল। নবাব ইহাও স্বীকার করিলেন, কলিকাতা আক্রমণ কালে যে সকল দ্রব্য গৃহীত হইয়াছে, সমুদয় ফিরিয়া দিবেন; আর যাহা যাহা নষ্ট হইয়াছে, সে সমুদয়ের যথোপযুক্ত মূল্য ধরিয়া দিবেন।

ইঙ্গরেজেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন, এই ভাবিয়া, নবাব এই সকল নিয়ম তৎকালে অতিশয় অনুকূল বোধ করিলেন। আর ক্লাইবও এই বিবেচনা করিয়া সন্ধিপক্ষে নির্ভর করিলেন যে, য়ুরোপে ফরাসিদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধ আরব্ধ হইয়াছে; আর, কলিকাতায় ইঙ্গরেজদিগের যত য়ুরোপীয় সৈন্য আছে, চন্দন নগরে ফরাসিদিগেরও তত আছে। অতএব, চন্দন নগর আক্রমণ করিতে যাইবার পূর্ব্বে, নবাবের সহিত নিষ্পত্তি করিয়া, সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিন্ত হওয়া আবশ্যক।

ইঙ্গরেজ ও ফরাসি, এই উভয় জাতির য়ুরোপে পরস্পর যুদ্ধ আরব্ধ হইবার সংবাদ কলিকাতায় পঁহুছিলে, ক্লাইব, চন্দননগরবাসী ফরাসিদিগের নিকট প্রস্তাব করিলেন,

য়ুরোপে যেরূপ হউক, ভারতবর্ষে আমরা কেহ কোনও পক্ষকে আক্রমণ করিব না। তাহাতে চন্দন নগরের গবর্ণর উত্তর দিলেন যে, আপনকার প্রস্তাবে সম্মত হইতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু, যদি প্রধান পদারূঢ় কোনও ফরাসি সেনাপতি আইসেন, তিনি এরূপ সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

ক্লাইব বিবেচনা করিলেন, যাহাতে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়, এরূপ নিষ্পত্তি হওয়া অসম্ভব। আর, যত দিন চন্দন নগরে ফরাসিদের অধিক সৈন্য থাকিবেক, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত কলিকাতা নিরাপদ হইবেক না। তিনি ইহাও নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, সিরাজ উদ্দৌলা কেবল ভয় প্রযুক্ত সন্ধি করিয়াছেন; সুযোগ পাইলে, নিঃসন্দেহ, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। বস্তুতঃ, সিরাজ উদ্দৌলা, এ পর্য্যন্ত, ক্রমাগত, ফরাসিদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের উচ্ছেদের মন্ত্রণা করিতেছিলেন; এবং যুদ্ধকালে, ফরাসিদিগের সাহায্যার্থে কিছু সৈন্যও পাঠাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, ক্লাইব বিবেচনা করিলেন, নবাবের অনুমতি ব্যতিরেকে, ফরাসিদিগকে আক্রমণ করা পরামর্শসিদ্ধ নহে। কিন্তু, এ বিষয়ে অনুমতির নিমিত্ত, তিনি যত বার প্রার্থনা করিলেন, প্রত্যেক বারেই, নবাব কোনও স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। পরিশেষে, ওয়াট্‌সন সাহেব নবাবকে এই ভাবে পত্র লিখিলেন, আমার যত সৈন্য আসিবার কল্পনা ছিল, সমুদয় আসিয়াছে; এক্ষণে আপনকার রাজ্যে এমন প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিব যে, সমুদয় গঙ্গার জলেও ঐ যুদ্ধানলের নির্বাণ হইবেক না। সিরাজ উদ্দৌলা, এই পত্র পাঠে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ১০ই মার্চ্চ, বিনয় করিয়া, এক পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রের শেষে এই কথা লিখিত ছিল, যাহা আপনকার উচিত বোধ হয়, করুন।

ক্লাইব ইহাকেই ফরাসিদিগকে আক্রমণ করিবার অনুমতি গণ্য করিয়া লইলেন, এবং অবিলম্বে, সৈন্য সহিত, স্থলপথে, চন্দন নগর যাত্রা করিলেন। ওয়াট্‌সন সাহেবও সমস্ত যুদ্ধজাহাজ সহিত, জলপথে প্রস্থান করিয়া, ঐ নগরের নিকটে নঙ্গর করিলেন। ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য চন্দন নগর অবরোধ করিল। ক্লাইব, স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সাহসিকতা সহকারে, অশেষবিধ চেষ্টা করিলেন; কিন্তু জাহাজী সৈন্যের প্রযত্নেই ঐ স্থান হস্তগত হইল। ইঙ্গরেজেরা, এ পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষে অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই যুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। নয় দিন অবরোধের পর, চন্দন নগর পরাজিত হয়।

এরূপ প্রবাদ আছে, ইঙ্গরেজেরা ফরাসি সৈন্য ও সেনাপতি দিগকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করেন, তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতাতেই চন্দন নগর পরাজিত হয়। এই প্রবাদের

মূল এই, ফরাসি গবর্ণর, ইঙ্গরেজদিগের জাহাজের গতির প্রতিরোধের নিমিত্ত, নৌকা ডুবাইয়া গঙ্গার প্রায় সমুদায় অংশ রুদ্ধ করিয়া, কেবল এক অল্পপরিসর পথ রাখিয়াছিলেন। এই বিষয় অতি অল্প লোকে জানিত। ফরাসিদিগের এক কর্ম্মচারী ছিল, তাহার নাম টেরেনো। টেরেনো, কোনও কারণ বশতঃ, ফরাসী গবর্ণর রেনড সাহেবের উপর বিরক্ত হইয়া, ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে আইসে, এবং ক্লাইবকে ঐ পথ দেখাইয়া দেয়। উত্তর কালে, ঐ ব্যক্তি, ইঙ্গরেজদিগের নিকট কর্ম্ম করিয়া, কিছু উপার্জ্জন করে, এবং ঐ উপার্জ্জিত অর্থের কিয়ৎ অংশ ফ্রান্সে আপন বৃদ্ধ পিতার নিকট পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার পিতা এই টাকা গ্রহণ করেন নাই, বিশ্বাসঘাতকের দত্ত বলিয়া, ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক ফিরিয়া পাঠান। ইহাতে টেরেনোর অন্তঃকরণে এমন নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় যে, সে উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণত্যাগ করে।

সিরাজ উদ্দৌলার সহিত যে সন্ধি হয়, তদ্দ্বারা ইঙ্গরেজেরা টাকশাল ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি পান। ষাটি বৎসরের অধিক হইবেক, তাঁহারা, এই দুই বিষয়ের নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিয়াও, কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কলিকাতার যে পুরাতন দুর্গ নবাব অনায়াসে অধিকার করেন, তাহা অতি গোপনে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে, ক্লাইব, এই সন্ধির পরেই, এতদ্দেশীয় সৈন্যে পরাজয় করিতে না পারে, এরূপ এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং তাহার সমাধান বিষয়ে সবিশেষ সত্বর ও সযত্ন হইলেন। যখন নক্সা প্রস্তুত করিয়া আনে, তখন তিনি, তাহাতে কত ব্যয় হইবেক, বুঝিতে পারেন নাই। কার্য্য আরব্ধ হইলে, ক্রমে দৃষ্ট হইল, দুই কোটি টাকার ন্যূনে নির্ব্বাহ হইবেক না। কিন্তু তখন আর তাহার কোনও পরিবর্ত্ত করিবার উপায় ছিল না। কলিকাতার বর্ত্তমান দুর্গ, এই রূপে, দুই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই বৎসরেই, এক টাকশাল নির্ম্মিত, এবং আগষ্ট মাসের উনবিংশ দিবসে, ইঙ্গরেজদিগের টাকা প্রথম মুদ্রিত হয়।

ক্লাইব, এই রূপে, পরাক্রম দ্বারা, ইঙ্গরেজদিগের অধিকার পুনঃস্থাপিত করিয়া, মনে মনে স্থির করিলেন, পরাক্রম ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে এ অধিকারের রক্ষা হইবেক না। তিনি, প্রথম অবধিই, নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন, ইঙ্গরেজেরা নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবেক না, অবশ্য তাহাদিগকে অন্য অন্য উপায় দেখিতে হইবেক। আর ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ফরাসিদিগের সাহায্য পাইলে, নবাব দুর্জয় হইয়া উঠিবেন। অতএব, যাহাতে ফরাসিরা পুনরায় বাঙ্গালাতে প্রবেশ করিতে না পায়, এ বিষয়ে তিনি সবিশেষ সতর্ক ও সচেষ্ট ছিলেন।

তৎকালে, দক্ষিণ রাজ্যে ফরাসিদিগের বুসি নামে এক সেনাপতি ছিলেন। তিনি, অনেক দেশ জয় করিয়া, সাতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। সিরাজ উদ্দৌলা, ইঙ্গরেজদিগের প্রতি মুখে বন্ধুত্ব দর্শাইতেন; কিন্তু, ঐ ফরাসি সেনাপতিকে, সৈন্য সহিত বাঙ্গালায় আসিয়া, ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত, পত্র দ্বারা বারংবার আহ্বান করিতেছিলেন। নবাব এ বিষয়ে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক খান ক্লাইবের হস্তে আইসে। ইঙ্গরেজেরা সিরাজ উদ্দৌলাকে খর্ব্ব করিয়াছিলেন; এজন্য, তিনি তাঁহাদের প্রতি অক্রোধ হইতে পারেন নাই। সময়ে সময়ে, তাঁহার ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিত। অর্বাচীন নির্বোধ নবাব, ক্রোধোদয় কালে, উন্মত্তপ্রায় হইতেন; কিন্তু, ক্রোধ নিবৃত্ত হইলে, ইঙ্গরেজদিগের ভয় তাঁহার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইত। ওয়াট্স নামে এক সাহেব, তাঁহার দরবারে, ইঙ্গরেজদিগের রেসিডেন্ট ছিলেন। নবাব, এক দিন, শূলে দিব বলিয়া, তাঁহাকে ভয় দেখাইতেন; দ্বিতীয় দিন, তাঁহার নিকট মর্য্যাদাসূচক পরিচ্ছদ পুরস্কার পাঠাইতেন; এক দিন, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, ক্লাইবের পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতেন; দ্বিতীয় দিন, বিনয় ও দীনতা প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে পত্র লিখিতেন।

ইঙ্গরেজেরা বুঝিতে পারিলেন, যাবৎ এই দুর্দ্দান্ত বালক বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিবেক, তাবৎ কোনও প্রকারে ভদ্রস্থতা নাই। অতএব, তাঁহারা, কি উপায়ে নিরাপদ হইতে পারেন, মনে মনে এ বিষয়ের আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে, দিল্লীর সম্রাটের কোষাধ্যক্ষ পরাক্রান্ত শেঠবংশীয়েরা নবাবের সর্ব্বাধিকারী রাজা রায়দুর্লভ, সৈন্যদিগের ধনাধ্যক্ষ ও সেনাপতি মীর জাফর, এবং উমিচাঁদ ও খোজা বাজীদ নামক দুই জন ঐশ্বর্য্যশালী বণিক, ইত্যাদি কতিপয় প্রধান ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন।

সিরাজ উদ্দৌলা, নিষ্ঠুরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা, তাঁহাদের অন্তঃকরণে নিরতিশয় বিরাগোৎপাদন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, তাঁহারা আপনাদের ধন, মান, জীবন সর্ব্বদা সঙ্কটাপন্ন বোধ করিতেন। পূর্ব্ব বৎসর, সকতজঙ্গকে সিংহাসনে নিবেশিত করিবার নিমিত্ত, সকলে একবাক্য হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সে উদ্যোগ বিফল হইয়া যায়। এক্ষণে তাঁহারা, সিরাজ উদ্দৌলাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, ইঙ্গরেজদিগের নিকট সাহায্যপ্রার্থনায় গোপনে পত্রপ্রেরণ করেন।

ইঙ্গরেজেরা বিবেচনা করিলেন, আমরা সাহায্য না করিলেও, এই রাজবিপ্লব ঘটিবেক; সাহায্য করিলে, আমাদের অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু,

তৎকালের কৌন্সিলের মেম্বরেরা প্রায় সকলেই ভীরুস্বভাব ছিলেন; এমন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। এডমিরেল ওয়াট্‌সন সাহেবও বিবেচনা করিয়াছিলেন, যাহারা এ পর্য্যন্ত কেবল সামান্যাকারে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছে, তাহাদের পক্ষে দেশাধিপতিকে পদচ্যুত করিতে উদ্যত হওয়া অত্যন্ত অসংসাহসের কর্ম্ম। কিন্তু ক্লাইব অকুতোভয় ও অত্যন্ত সাহসী ছিলেন; সঙ্কট পড়িলে, তাঁহার ভয় না জন্মিয়া, বরং সাহস ও উৎসাহের বৃদ্ধি হইত। তিনি উপস্থিত প্রস্তাবে সম্মত হইতে, কোনও ক্রমে, পরাঙ্মুখ হইলেন না।

ক্লাইব, এপ্রিল মে দুই মাস, মুরশিদাবাদের রেসিডেণ্ট ওয়াট্‌স সাহেব দ্বারা, নবাবের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন; এত গোপনে যে, সিরাজ উদ্দৌলা কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই। এক বার মাত্র তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তিনি মীর জাফরকে ডাকাইয়া, কোরান স্পর্শ করাইয়া, শপথ করান। জাফরও যথোক্ত প্রকারে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, আমি কখনও কৃতঘ্ন হইব না।

সমুদায় প্রায় স্থির হইয়াছে, এমন সময়ে উমিচাঁদ সমস্ত উচ্ছিন্ন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। নবাবের কলিকাতা আক্রমণ কালে, তাঁহার অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল; এ নিমিত্ত, মূল্যস্বরূপ তাঁহাকে যথেষ্ট টাকা দিবার কথা নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু তিনি, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, এক দিন বিকালে, ওয়াট্‌স সাহেবের নিকটে গিয়া কহিলেন, মীর জাফরের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যে প্রতিজ্ঞাপত্র হইবেক, তাহাতে আমাকে আর ত্রিশ লক্ষ টাকা দিবার কথা লিখিয়া দেখাইতে হইবেক; নতুবা, আমি এখনই, নবাবের নিকটে গিয়া, সমুদয় পরামর্শ ব্যক্ত করিব। উমিচাঁদ এরূপ করিলে, ওয়াট্‌স প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের প্রাণদণ্ড হইত। ওয়াট্‌স সাহেব, কালবিলম্বের নিমিত্ত, উমিচাঁদকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া, অবিলম্বে কলিকাতায় পত্র লিখিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া, ক্লাইব প্রথমতঃ এক বারে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি, ধূর্ত্ততা ও প্রতারকতা বিষয়ে, উমিচাঁদ অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত ছিলেন; অতএব, বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, উমিচাঁদ গর্হিত উপায় দ্বারা অর্থলাভের চেষ্টা করিতেছে; এ ব্যক্তি সাধারণের শত্রু; ইহার দুষ্টতাদমনের নিমিত্ত, যে কোনও প্রকার চাতুরী করা অন্যায় নহে। অতএব, আপাততঃ, ইহার দাওয়া অঙ্গীকার করা যাউক। পরে এ ব্যক্তি আমাদের হস্তে আসিবেক। তখন ইহাকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন হইবেক না। এই স্থির

করিয়া, তিনি, ওয়াট্‌স সাহেবকে উমিচাঁদের দাওয়া স্বীকার করিতে আজ্ঞা দিয়া, দুই খান প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করিলেন, এক খান শ্বেত বর্ণের, দ্বিতীয় লোহিত বর্ণের। লোহিত বর্ণের পত্রে উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিবার কথা লেখা রহিল, শ্বেত বর্ণের পত্রে সে কথার উল্লেখ রহিল না। ওয়াট্‌সন সাহেব, ক্লাইবের ন্যায়, নিতান্ত ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ছিলেন না। তিনি, প্রতারণাঘটিত লোহিত বর্ণের প্রতিজ্ঞাপত্রে, স্বীয় নাম স্বাক্ষরিত করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু উমিচাঁদ অতিশয় চতুর ও অতিশয় সতর্ক; তিনি, প্রতিজ্ঞাপত্রে ওয়াট্‌সনের নাম স্বাক্ষরিত না দেখিলে, নিঃসন্দেহ সন্দেহ করিবেন। ক্লাইব কোনও কর্ম্ম অঙ্গহীন করিতেন না, এবং, অভিপ্রেত সাধনের নিমিত্ত, সকল কর্ম্মই করিতে পারিতেন। তিনি ওয়াট্‌সন সাহেবের নাম জাল করিলেন। লোহিত বর্ণের পত্র উমিচাঁদকে দেখান গেল, এবং তাহাতেই তাঁহার মন সুস্থ হইল। অনন্তর, মীর জাফরের সহিত এই নিয়ম হইল, ইঙ্গরেজেরা যেমন অগ্রসর হইবেন, তিনি, স্বীয় প্রভুর সৈন্য হইতে আপন সৈন্য পৃথক করিয়া, ইঙ্গরেজদিগের সহিত মিলিত হইবেন।

এই রূপে সমুদয় স্থিরীকৃত হইলে, ক্লাইব সিরাজ উদ্দৌলাকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, আপনি ইঙ্গরেজদিগের অনেক অনিষ্ট করিয়াছেন, সন্ধিপত্রের নিয়মলঙ্ঘন করিয়াছেন, যে যে ক্ষতিপূরণ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা করেন নাই, এবং ইঙ্গরেজদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত, ফরাসিদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। অতএব, আমি স্বয়ং মুরশিদাবাদে যাইতেছি, আপনকার সভার প্রধান প্রধান লোকদিগের উপর ভার দিব, তাঁহারা সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন।

নবাব, এই পত্রের লিখনভঙ্গী দেখিয়া, এবং ক্লাইব স্বয়ং আসিতেছেন ইহা পাঠ করিয়া, অতিশয় ব্যাকুল হইলেন, এবং ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধ অপরিহরণীয় স্থির করিয়া, অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক, কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্লাইবও, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসের আরম্ভেই, আপন সৈন্য লইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি, ১৭ই জুন, কাটোয়াতে উপস্থিত হইলেন, এবং পর দিন তথাকার দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিলেন।

১৯এ জুন, ঘোরতর বর্ষার আরম্ভ হইল। ক্লাইব, নদী পার হইয়া নবাবের সহিত যুদ্ধ করি, কি ফিরিয়া যাই, মনে মনে এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি তৎকাল পর্য্যন্ত মীর জাফরের কোনও উদ্দেশ পাইলেন না, এবং তাঁহার এক খানি পত্রিকাও প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি, স্বীয় সেনাপতিদিগকে সমবেত করিয়া, পরামর্শ করিতে বসিলেন। তাঁহারা সকলেই যুদ্ধের বিষয়ে অসম্মতিপ্রদর্শন করিলেন। ক্লাইবও,

প্রথমতঃ তাঁহাদের সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু, পরিশেষে, অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া, ভাগ্যে যাহা থাকে ভাবিয়া, যুদ্ধপক্ষই অবলম্বন করিলেন। তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন, যদি, এত দূর আসিয়া, এখন ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে, বাঙ্গালাতে ইঙ্গরেজদিগের অভ্যুদয়ের আশা এক বারে উচ্ছিন্ন হইবেক।

২২এ জুন, সূর্য্যোদয় কালে, সৈন্য সকল গঙ্গা পার হইতে আরম্ভ করিল। দুই প্রহর চারিটার সময়, সমুদয় সৈন্য অপর পারে উত্তীর্ণ হইল। তাহারা, অবিশ্রান্ত গমন করিয়া, রাত্রি দুই প্রহর একটার সময়, পলাশির বাগানে উপস্থিত হইল।

প্রভাত হইবা মাত্র, যুদ্ধ আরব্ধ হইল। ক্লাইব, উৎকণ্ঠিত চিত্তে, মীর জাফরের ও তদীয় সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তখন পর্য্যন্ত, তাঁহার ও তদীয় সৈন্যের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহ ও পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র পদাতি সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বয়ং, চাটুকারবর্গে বেষ্টিত হইয়া, সকলের পশ্চাদ্ভাগে তাবুর মধ্যে ছিলেন। মীর মদন নামক এক জন সেনাপতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মীর জাফর, আত্মসৈন্য সহিত, তথায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই।

বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময়, কামানের গোলা লাগিয়া, সেনাপতি মীর মদনের দুই পা উড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ নবাবের তাঁবুতে নীত হইলেন এবং তাঁহার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তদ্দৃষ্টে নবাব যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন, এবং ভৃত্যদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। তখন, তিনি মীর জাফরকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং তাঁহার চরণে স্বীয় উষ্ণীষ স্থাপিত করিয়া, অতিশয় দীনতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, অন্ততঃ আমার মাতামহের অনুরোধে, আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া, এই বিষম বিপদের সময়, সহায়তা কর।

জাফর অঙ্গীকার করিলেন, আমি আত্মধর্ম্ম প্রতিপালন করিব; এবং, তাহার প্রমাণ স্বরূপ, নবাবকে পরামর্শ দিলেন, অদ্য বেলা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, সৈন্য সকল ফিরাইয়া আনুন। যদি জগদীশ্বর কৃপা করেন, কল্য আমরা, সমুদয় সৈন্য একত্র করিয়া, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইব। তদনুসারে, নবাব সেনাপতিদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার আজ্ঞা পাঠাইলেন। নবাবের অপর সেনাপতি মোহনলাল ইঙ্গরেজদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিলেন; কিন্তু, নবাবের এই আজ্ঞা পাইয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক নিবৃত্ত হইলেন। তিনি অকস্মাৎ ক্ষান্ত হওয়াতে, সৈন্যদিগের উৎসাহভঙ্গ হইল। তাহারা, ভঙ্গ

দিয়া, চারি দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং, ক্লাইবের অনায়াসে সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল। যদি মীর জাফর বিশ্বাসঘাতক না হইতেন, এবং ঈদৃশ সময়ে এরূপ প্রতারণা না করিতেন, তাহা হইলে, ক্লাইবের, কোনও ক্রমে, জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল না।

তদনন্তর, সিরাজ উদ্দৌলা, এক উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া, দুই সহস্র অশ্বারোহ সমভিব্যাহারে, সমস্ত রাত্রি গমন করতঃ, পর দিন বেলা ৮টার সময়, মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলেন, এবং উপস্থিত হইয়াই, আপনার প্রধান প্রধান ভৃত্য ও অমাত্যবর্গকে সন্নিধানে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাহারা সকলেই স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিল। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সে সময়ে, তাঁহার শ্বশুর পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

নবাব, সমস্ত দিন, একাকী আপন প্রাসাদে কালযাপন করিলেন; পরিশেষে, নিতান্ত হতাশ হইয়া, রাত্রি তিনটার সময়ে, মহিষীগণ ও কতিপয় প্রিয়পাত্র সমভিব্যাহারে করিয়া, শকটারোহণ পূর্ব্বক, ভগবানগোলায় পলায়ন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, ফরাসি সেনাপতি লা সাহেবের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত, তিনি নৌকারোহণ পূর্ব্বক জলপথে প্রস্থান করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে, তিনি, ঐ সেনাপতিকে পাটনা হইতে আসিতে পত্র লিখিয়াছিলেন।

পলাশির যুদ্ধে ইঙ্গরেজদিগের, হত আহত সমুদয়ে, কেবল কুড়ি জন গোরা ও পঞ্চাশ জন সিপাই নষ্ট হয়। যুদ্ধসমাপ্তির পর, মীর জাফর, ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার রণজয় নিমিত্ত সভাজন ও হর্ষপ্রদর্শন করিলেন। অনন্তর, উভয়ে একত্র হইয়া মুরশিদাবাদ চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, মীর জাফর রাজকীয় প্রাসাদ অধিকার করিলেন।

রাজধানীর প্রধান প্রধান লোক ও প্রধান প্রধান রাজকীয় কর্ম্মচারী সমবেত হইলেন। অবিলম্বে এক দরবার হইল। ক্লাইব, আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, মীর জাফরের কর গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনে বসাইয়া, তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব বলিয়া সম্ভাষণ ও বন্দনা করিলেন। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে, কয়েক জন ইঙ্গরেজ এবং ক্লাইবের দেওয়ান রামচাঁদ ও তাঁহার মুন্সী নবকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া, ধনাগারে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু, তন্মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়ে দুই কোটি টাকার অধিক দেখিতে পাইলেন না।

তৎকালের মুসলমান ইতিহাসলেখক কহেন যে, উহা কেবল বাহ্য ধনাগার মাত্র। এতদ্ভিন্ন, অন্তঃপুরে আর এক ধনাগার ছিল; ক্লাইব, তাহার কিছু মাত্র সন্ধান পান নাই।

Class No... 081
Acc. No. ... 11190
Nabadwip Sadharan Granthagar

ঐ কোষে স্বর্ণ, রজত, ও রত্নে আট কোটি টাকার ন্যূন ছিল না। মীর জাফর, আমির বেগ খাঁ, রামচাঁদ, নবকৃষ্ণ, এই কয় জনে ঐ ধন যথাযোগ্য ভাগ করিয়া লয়েন। এই নির্দ্দেশ নিতান্ত অমূলক বা অসম্ভব বোধ হয় না; কারণ, রামচাঁদ তৎকালে ষাটি টাকা মাত্র মাসিক বেতন পাইতেন; কিন্তু, দশ বৎসর পরে, তিনি এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকার বিষয় রাখিয়া মরেন। মুন্সী নবকৃষ্ণেরও মাসিক বেতন ষাটি টাকার অধিক ছিল না। কিন্তু তিনি, অল্প দিন পরে, মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে, নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। এই ব্যক্তিই, পরিশেষে, রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, রাজা নবকৃষ্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে ইঙ্গরেজেরা সকল সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের জুন মাসে, তাঁহাদের সর্ব্বস্বলুণ্ঠন, বাণিজ্যের উচ্ছেদ, এবং কর্ম্মচারীদিগের প্রাণদণ্ড হয়। বস্তুতঃ, তাঁহারা বাঙ্গালাতে এক বারে সর্ব্ব প্রকারে সম্বন্ধশূন্য হইয়াছিলেন। কিন্তু, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসে, তাঁহারা কেবল আপনাদের কুঠী সকল পুনর্বার অধিকার করিলেন, এমন নহে; আপনাদের বিপক্ষ সিরাজ উদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, এবং অনুগত এক ব্যক্তিকে নবাবী পদ দিলেন; আর, তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসিরা বাঙ্গালা হইতে দূরীকৃত হইলেন।

নবাব কলিকাতা আক্রমণ করাতে, কোম্পানি বাহাদুরের, এবং ইঙ্গরেজ, বাঙ্গালি, ও আরমানি বণিকদিগের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল; সেই ক্ষতির পূরণ স্বরূপ, কোম্পানি বাহাদুর, এক কোটি টাকা পাইলেন; ইঙ্গরেজ বণিকেরা পঞ্চাশ লক্ষ; বাঙ্গালি বণিকেরা বিশ লক্ষ; আরমানি বণিকেরা সাত লক্ষ; এ সমস্ত ভিন্ন, সৈন্যসংক্রান্ত লোকেরা অনেক পারিতোষিক পাইলেন। আর, কোম্পানির যে সকল কর্ম্মচারীরা মীর জাফরকে সিংহাসনে নিবেশিত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বঞ্চিত হইলেন না। ক্লাইব ষোল লক্ষ টাকা পাইলেন; কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বরেরা, কিছু কিছু ন্যূন পরিমাণে, পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। ইহাও নির্দ্ধারিত হইল, পূর্ব্বে ইঙ্গরেজদিগের যে যে অধিকার ছিল, সে সমস্ত বজায় থাকিবেক; মহারাষ্ট্রখাতের অন্তর্গত সমুদয় স্থান ও তাহার বাহ্যে ছয় শত ব্যাম পর্য্যন্ত, ইঙ্গরেজদিগের হইবেক; কলিকাতার দক্ষিণ কুল্পী পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ কোম্পানির জমীদারী হইবেক; আর, ফরাসিরা, কোনও কালে, এ দেশে বাস করিবার অনুমতি পাইবেন না।

এ দিকে, সিরাজ উদ্দৌলা, ভগবানগোলা হইতে রাজমহলে পঁহুছিয়া, আপন স্ত্রী ও কন্যার জন্য অন্ন পাক করিবার নিমিত্ত, এক ফকীরের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে

ঐ ফকীরের উপর তিনি অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ ব্যক্তি তাঁহার অনুসন্ধানকারীদিগকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পঁহুছসংবাদ দিলে, তাহারা আসিয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিল। সপ্তাহ পূর্ব্বে, তিনি ঐ সকল ব্যক্তির সহিত আলাপও করিতেন না; এক্ষণে, অতি দীন বাক্যে, তাহাদের নিকট বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা, তদীয় বিনয়বাক্য শ্রবণে বধির হইয়া, তাঁহার সমস্ত স্বর্ণ ও রত্ন লুটিয়া লইল; এবং তাঁহাকে মুরশিদাবাদে প্রত্যানয়ন করিল।

যৎকালে, তিনি রাজধানীতে আনীত হইলেন, তখন মীর জাফর, অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন করিয়া, তন্দ্রাবেশে ছিলেন; তাঁহার পুত্র পাপাত্মা মীরন, সিরাজ উদ্দৌলার উপস্থিতিসংবাদ শুনিয়া, তাঁহাকে আপন আলয়ের সন্নিধানে রুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিল, এবং দুই ঘণ্টার মধ্যেই, স্বীয় বয়স্যগণের নিকট তাঁহার প্রাণবধের ভার লইবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু, তাহারা একে একে সকলেই অস্বীকার করিল। মহম্মদিবেগ নামক এক ব্যক্তি আলিবর্দ্দি খাঁর নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিল; পরিশেষে সেই দুরাত্মাই এই নিষ্ঠুর ব্যাপারের সমাধানের ভারগ্রহণ করিল। সে ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র, হতভাগ্য নবাব, তাহার আগমনের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, করুণ স্বরে কহিলেন, আমি যে, বিনা অপরাধে, হুসেন কুলি খাঁর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমায় অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক। তিনি এই বাক্য উচ্চারণ করিবা মাত্র, দুরাচার মহম্মদিবেগ তরবারি প্রহার দ্বারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। উপর্য্যুপরি কতিপয় আঘাতের পর, তিনি, হুসেন কুলি খাঁর প্রাণদণ্ডের প্রতিফল পাইলাম, এই বলিয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর, মীরনের আজ্ঞাবহেরা নবাবের মৃত দেহ খণ্ড খণ্ড করিল; এবং, অযত্ন ও অবজ্ঞা পূর্ব্বক, হস্তিপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিয়া, জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়া, গোর দিবার নিমিত্ত লইয়া চলিল। ঐ সময়ে, সকলে লক্ষ্য করিয়াছিল, কোনও কারণ বশতঃ, পথের মধ্যে মাহুতের থামিবার আবশ্যক হওয়াতে, আঠার মাস পূর্ব্বে সিরাজ উদ্দৌলা যে স্থানে হুসেন কুলি খাঁর প্রাণবধ করিয়াছিলেন, ঐ হস্তী ঠিক সেই স্থানে দণ্ডায়মান হয়; এবং, যে ভূভাগে, বিনা অপরাধে, তিনি হুসেনের শোণিতপাত করিয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানে, তাঁহার খণ্ডিত কলেবর হইতে কতিপয় রুধিরবিন্দু নিপতিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

মীর জাফরের প্রভুত্ব এক কালে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, তিন প্রদেশে অব্যাহত রূপে অঙ্গীকৃত হইল। কিন্তু, অতি অল্প কালেই, প্রকাশ পাইল, তাঁহার কিছু মাত্র বিষয়বুদ্ধি নাই। তিনি স্বভাবতঃ নির্বোধ, নিষ্ঠুর, ও অর্থলোভী ছিলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান হিন্দু কর্ম্মচারীরা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবাবদিগের অধিকার কালে, যথেষ্ট ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ, তাঁহাদের সর্ব্বস্বহরণ মনস্থ করিলেন। প্রধান মন্ত্রী রাজা রায় দুর্লভ কেবল বিলক্ষণ ধনবান ছিলেন, এমন নহে ; তাঁহার নিজের ছয় সহস্র সৈন্যও ছিল। মীর জাফর সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিলেন।

মীর জাফরকে সিংহাসনে নিবেশিত করিবার বিষয়ে, রাজা রায় দুর্লভ প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। যখন সিরাজ উদ্দৌলাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত চক্রান্ত হয়, রায় দুর্লভই চক্রান্তকারীদিগের নিকট প্রস্তাব করেন যে, মীর জাফরকে নবাব করা উচিত। তথাপি মীর জাফর, সর্ব্বাগ্রে, রায় দুর্লভের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। ফলতঃ, তাঁহার উপর মীর জাফরের এমন বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার সহিত সিরাজ উদ্দৌলার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বন্ধুতা আছে, এই সন্দেহ করিয়া, সেই অল্পবয়স্ক নিরপরাধ রাজকুমারের প্রাণবধ করিলেন। রায় দুর্লভও, কেবল ইঙ্গরেজদিগের শরণাগত হইয়া, সে যাত্রা পরিত্রাণ পাইলেন।

রাজা রামনারায়ণ, বহুকাল অবধি, বিহারের ডেপুটি গবর্ণর ছিলেন। নবাব মনস্থ করিলেন, তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, তদীয় সমুদয় সম্পত্তি অপহরণ করিবেন, ও আপন ভ্রাতাকে গবর্ণরী পদ দিবেন। ক্লাইবের মতে, মীর জাফরের ভ্রাতা মীর জাফর অপেক্ষাও নির্বোধ ছিলেন। নবাব মেদিনীপুরের গবর্ণর রাজা রাম সিংহের ভ্রাতাকে কারাগারে রুদ্ধ করিলেন ; তাহাতে রাম সিংহও তাঁহার প্রতি ভগ্নস্নেহ হইলেন। পূর্ণিয়ার ডেপুটি গবর্ণর অদল সিংহ, মন্ত্রীদিগের কুমন্ত্রণা অনুসারে, রাজবিদ্রোহে অভ্যুত্থান করিলেন।

এই রূপে, মীর জাফরের সিংহাসনারোহণের পর, পাঁচ মাসের মধ্যে, তিন প্রদেশে তিন বিদ্রোহ ঘটিল। তখন তিনি ব্যাকুল হইয়া, বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত, ক্লাইবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তৎকালে ক্লাইব বাঙ্গালাতে সকলেরই বিশ্বাসভাজন ছিলেন। এই বিশ্বাস অপাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই। তিনি, উপস্থিত তিন বিদ্রোহের শান্তি করিলেন, অথচ এক বিন্দু রক্তপাত হইল না।

নবাব বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করাতে, ক্লাইব, পাটনা যাইবার সময়, মুরশিদাবাদ হইয়া যান। নবাব, ইঙ্গরেজদিগকে যত টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত, তাহার অধিকাংশই পরিশোধিত হয় নাই। ক্লাইব, রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইয়া, নবাবকে জানাইলেন যে, সে সকলের পরিশোধ করিবার কোনও বন্দোবস্ত করিতে হইবেক। নবাব, তদনুসারে, দেয়-পরিশোধ স্বরূপ, বর্দ্ধমান, নদীয়া, হুগলি, এই তিন প্রদেশের রাজস্ব তাঁহাকে নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

এই বিষয়ের নিষ্পত্তি হইলে পর, ক্লাইব ও নবাব, স্ব স্ব সৈন্য লইয়া, পাটনা যাত্রা করিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে, রামনারায়ণ ক্লাইবের শরণাগত হইয়া কহিলেন, যদি ইঙ্গরেজেরা আমায় অভয়দান করেন, তাহা হইলে, আমি নবাবের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিতে পারি। ক্লাইব বিস্তর বুঝাইলে পর, নবাব রামনারায়ণের উপর অক্রোধ হইলেন। অনন্তর, রামনারায়ণ, মীর জাফরের শিবিরে গিয়া, তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন। মীর জাফর, এ যাত্রায়, তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন না। পরে, ক্লাইব ও নবাব, একত্র হইয়া, মুরশিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা রায় দুর্লভ, পূর্ব্বাপর, তাঁহাদের সমভিব্যাহারে ছিলেন। তিনি, মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন, ইঙ্গরেজেরা যাবৎ উপস্থিত আছেন, তত দিনই রক্ষার সম্ভাবনা।

পাটনার ব্যাপার এই রূপে নিষ্পন্ন হওয়াতে, জাফরের পুত্র মীরন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের পিতা পুত্রের এই অভিপ্রায় ছিল, পরাক্রান্ত হিন্দুদিগের দমন ও সর্ব্বস্বহরণ করিবেন। কিন্তু, এ যাত্রায়, তাহা না হইয়া, বরং তাঁহাদের পরাক্রমের দৃঢ়ীকরণ হইল। তাঁহারা উভয়েই, ক্লাইবের এইরূপ ক্ষমতা দর্শনে, অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। মীর জাফর, শুনিতে তিন প্রদেশের নবাব ছিলেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক কিছুই ছিলেন না; ক্লাইবই সকল ছিলেন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে, ইঙ্গরেজদিগকে, নবাবের নিকট স্বপক্ষে একটি অনুকূল কথা বলাইবার নিমিত্ত, টাকা দিয়া যে সকল প্রধান লোকের উপাসনা করিতে হইত, এক্ষণে সেই সকল ব্যক্তিকে ইঙ্গরেজদিগের উপাসনা করিতে হইল। মুসলমানেরা দেখিতে লাগিলেন, চতুর হিন্দুরা, অকর্ম্মণ্য নবাবের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া, ক্লাইবের নিকটেই, সকল বিষয়ে, প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ক্লাইব, ঐ সকল বিষয়ে, এমন বিজ্ঞতা ও বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিতেন যে, যাবৎ তাঁহার হস্তে সকল বিষয়ের কর্ত্তৃত্বভার ছিল, তাবৎ, কোনও অংশে, বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই।

হতভাগ্য দিল্লীশ্বরের পুত্র শাহ আলম, প্রয়াগের ও অযোধ্যার সুবাদারদিগের সহিত সন্ধি করিয়া, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া, বিহারদেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। ঐ দুই সুবাদারের, এই সুযোগে, বাঙ্গালা রাজ্যের কোনও অংশ আত্মসাৎ করিতে পারা যায় কি না, এই চেষ্টা দেখা যেরূপ অভিপ্রেত ছিল, উক্ত রাজকুমারের সাহায্য করা সেরূপ ছিল না। শাহ আলম ক্লাইবকে পত্র লিখিলেন, যদি আপনি আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করেন, তাহা হইলে, আমি আপনাকে, ক্রমে ক্রমে, এক এক প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করিব। কিন্তু ক্লাইব উত্তর দিলেন, আমি মীর জাফরের বিপক্ষতাচরণ করিতে পারিব না। শাহ আলম, সম্রাটের সহিত বিবাদ করিয়া, তদীয় সম্মতি ব্যতিরেকে, বিহারদেশ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত, সম্রাটও ক্লাইবকে এই আজ্ঞাপত্র লিখিলেন, তুমি আমার বিদ্রোহী পুত্রকে দেখিতে পাইলে, রুদ্ধ করিয়া, আমার নিকট পাঠাইবে।

মীর জাফরের সৈন্য সকল, বেতন না পাওয়াতে, অতিশয় অবাধ্য হইয়া ছিল; সুতরাং, সে সৈন্য দ্বারা উল্লিখিত আক্রমণের নিবারণ কোনও মতে সম্ভাবিত ছিল না। এজন্য, তাঁহাকে, উপস্থিত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত, পুনর্বার ক্লাইবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইল। তদনুসারে ক্লাইব, সত্বর হইয়া, ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে, পাটনা যাত্রা করিলেন। কিন্তু, ক্লাইবের উপস্থিতির পূর্ব্বেই, এই ব্যাপার এক প্রকার নিষ্পন্ন হইয়াছিল। রাজকুমার ও প্রয়াগের সুবাদার, নয় দিবস পাটনা অবরোধ করিয়াছিলেন। ঐ স্থান তাঁহাদের হস্তগত হইতে পারিত; কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন, ইঙ্গরেজেরা আসিতেছেন, এবং অযোধ্যার সুবাদার, প্রয়াগের সুবাদারের অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ পাইয়া, বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক, তাঁহার রাজধানী অধিকার করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া, প্রয়াগের সুবাদার, আপনার উপায় আপনি চিন্তা করুন এই বলিয়া, রাজকুমারের নিকট বিদায় লইয়া, স্বীয় রাজ্যের রক্ষার নিমিত্ত, প্রস্থান করিলেন। এই উপলক্ষে যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। রাজকুমারের সৈন্যেরা অনতিবিলম্বে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল; কেবল তিন শত ব্যক্তি তাঁহার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রহিল। পরিশেষে, তাঁহার এমন দুরবস্থা ঘটিয়াছিল যে, তিনি ক্লাইবের নিকট ভিক্ষার্থে লোক প্রেরণ করেন। ক্লাইব, বদান্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, রাজকুমারকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দেন।

মীর জাফর, এই রূপে উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ, ক্লাইবকে ওমরা উপাধি দিলেন, এবং, কোম্পানিকে নবাব সরকারে কলিকাতার জমীদারীর

যে রাজস্ব দিতে হইত, তাহা তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ দান করিলেন। নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ রাজস্ব বার্ষিক তিন লক্ষ টাকার ন্যূন ছিল না।

এই সকল ঘটনার কিছু দিন পরে, মীর জাফর, কলিকাতায় আসিয়া, ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং তিনিও, যৎপরোনাস্তি সমাদর পূর্ব্বক, তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। তিনি তথায় থাকিতে থাকিতে, ওলন্দাজদিগের সাত খান যুদ্ধজাহাজ নদীমুখে আসিয়া নঙ্গর করিল। ঐ সাত জাহাজে পঞ্চদশ শত সৈন্য ছিল। অতি ত্বরায় ব্যক্ত হইল, ঐ সকল জাহাজ নবাবের সম্মতি ব্যতিরেকে আইসে নাই। ইঙ্গরেজদিগকে দমনে রাখিতে পারে, এরূপ এক দল য়ুরোপীয় সৈন্য আনাইবার নিমিত্ত, তিনি, কিছু দিন অবধি, চুঁচুড়াবাসী ওলন্দাজদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন। খোজাবাজীদ নামক কাশ্মীর-দেশীয় বণিক এই সকল কুমন্ত্রণার সাধক হইয়াছিলেন।

খোজাবাজীদ আলিবর্দ্দি খাঁর সবিশেষ অনুগ্রহপাত্র ছিলেন। লবণব্যবসায় তাঁহার একচাটিয়া ছিল। তিনি এমন ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন যে, সহস্র মুদ্রার ন্যূনে তদীয় দৈনন্দিন ব্যয়ের নির্ব্বাহ হইত না। একদা তিনি নবাবকে পঞ্চদশ লক্ষ টাকা উপহার দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তিনি মুরশিদাবাদে ফরাসিদিগের এজেন্ট ছিলেন; পরে, চন্দন নগরের পরাজয় দ্বারা তাঁহাদের অধিকার উচ্ছিন্ন হইলে, ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে আইসেন।

সিরাজ উদ্দৌলা তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু, উক্ত নবাবকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত ইঙ্গরেজদিগকে আহ্বান করিবার বিষয়ে, তিনিই প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন। রাজবিপ্লবের পর, তিনি দেখিলেন যে ইঙ্গরেজদিগের নিকট যে সকল আশা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইল না; এজন্য, তাঁহাদের দমন করিবার নিমিত্ত, বহুসংখ্যক ওলন্দাজী সৈন্যের আনয়ন বিষয়ে যত্নবান হইয়াছিলেন।

তৎকালে চুঁচুড়ার কৌন্সিলে দুই পক্ষ ছিল। গবর্ণর বিসদম সাহেব এক পক্ষের প্রধান। ইনি ক্লাইবের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নিতান্ত বাসনা, কোনও রূপে সন্ধিভঙ্গ না হয়। বর্ণেট নামক এক ব্যক্তি অপর পক্ষের প্রধান। এই পক্ষের লোকেরা অতিশয় উদ্ধত ছিলেন। তাঁহাদের মত অনুসারে, চুঁচুড়ার সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইত। ইতঃপূর্ব্বে, ইঙ্গরেজেরা, আপনাদের মঙ্গলের নিমিত্ত, ওলন্দাজদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন যে, আপনারা এই নদীতে স্বজাতীয় নাবিক রাখিতে পারিবেন না। ওলন্দাজেরা, বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, বটেবিয়াতে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে মনে

আশা করিয়াছিলেন, এ দেশে এক্ষণে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, এই সুযোগে আপনাদের অনেক ইষ্টসাধন করিতে পারা যাইবেক।

এই সৈন্যের উপস্থিতিসংবাদ অবগত হইয়া, ক্লাইব, অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। তৎকালে, ওলন্দাজদিগের সহিত ইঙ্গরেজদের সন্ধি ছিল। আর, তাঁহাদের যত য়ুরোপীয় সৈন্য থাকে, ইঙ্গরেজদিগের তাহার তৃতীয়াংশের অধিক ছিল না। যাহা হউক, ক্লাইব, স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ পরাক্রম ও অকুতোভয়তা সহকারে, কার্য্য করিতে লাগিলেন।

ক্লাইব, বাঙ্গালাতে ফরাসিদিগের প্রাধান্যলোপ করিয়া, মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন, ওলন্দাজদিগকেও প্রবল হইতে দিবেন না। এক্ষণে, তিনি মীর জাফরকে কহিলেন, আপনি ওলন্দাজী সৈন্যদিগকে প্রস্থান করিতে আজ্ঞাপ্রদান করুন। নবাব কহিলেন, আমি স্বয়ং হুগলীতে গিয়া এ বিষয়ের শেষ করিব। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া, তিনি, ক্লাইবকে পত্র লিখিলেন, আমি ওলন্দাজদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছি; প্রস্থানের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলেই, তাহাদের সমুদয় জাহাজ চলিয়া যাইবেক।

ক্লাইব, এই চাতুরীর মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, স্থির করিলেন, ওলন্দাজী জাহাজ সকল আর অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নহে; অতএব, কলিকাতার দক্ষিণবর্ত্তী টানা নামক স্থানে যে গড় ছিল, তাহা দৃঢ়ীভূত করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তিনি নিশ্চয় করিয়াছিলেন, অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। ওলন্দাজেরা, দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইয়া, অবিলম্বে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইলেন। অনন্তর, তাঁহারা কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া, সাত শত য়ুরোপীয় ও আট শত মালাই সৈন্য, ভূমিতে অবতীর্ণ করিলেন। ঐ সকল সৈন্য, স্থলপথে, গঙ্গার পশ্চিম পার দিয়া, চুঁচুড়া অভিমুখে চলিল। ক্লাইব, ওলন্দাজদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, চুঁচুড়া ও চন্দন নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত, পূর্ব্বেই কর্ণেল ফোর্ড সাহেবকে স্বল্প সৈন্য সহিত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ওলন্দাজী সৈন্য, ক্রমে অগ্রসর হইয়া, চুঁচুড়ার এক ক্রোশ দক্ষিণে ছাউনি করিল। কর্ণেল ফোর্ড জানিতেন, উভয় জাতির পরস্পর সন্ধি আছে; এজন্য, সহসা তাঁহাদিগকে আক্রমণ না করিয়া, স্পষ্ট অনুমতির নিমিত্ত, কলিকাতার কৌন্সিলে পত্র লিখিলেন। ক্লাইব তাস খেলিতেছেন, এমন সময়ে ফোর্ড সাহেবের পত্র উপস্থিত হইল। তিনি, খেলা হইতে না উঠিয়াই, পেন্সিল দিয়া এই উত্তর লিখিলেন, ভ্রাতঃ! অবিলম্বে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর; কল্য আমি কৌন্সিলের অনুমতি পাঠাইব। ফোর্ড, এই আদেশ প্রাপ্তি মাত্র, আক্রমণ করিয়া, আধ ঘণ্টার মধ্যেই, ওলন্দাজদিগকে পরাস্ত করিলেন। তাঁহাদের যে

সকল জাহাজ নদী মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, ঐ সময়ে তৎসমুদায়ও ইঙ্গরেজদিগের হস্তে পতিত হইল। এই রূপে ওলন্দাজদিগের ঐ মহোদ্যোগ পরিশেষে ধূমশেষ হইয়া গেল।

এই যুদ্ধের অব্যবহিত পর ক্ষণেই, রাজকুমার মীরন, ছয় সাত সহস্র অশ্বারোহ সৈন্য সহিত, চুঁচুড়ায় উপস্থিত হইলেন। ওলন্দাজেরা জয়ী হইলে, তিনি তাঁহাদের সহিত যোগ দিতেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু এক্ষণে, অগত্যা, ইঙ্গরেজদের সহিত মিলিত হইয়া, ওলন্দাজদিগকে আক্রমণ করিলেন। কর্ণেল ফোর্ড, যুদ্ধসমাপ্তির অব্যবহিত পরেই, চুঁচুড়া অবরোধ করিলেন। ঐ নগর ত্বরায় ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইত; কিন্তু ওলন্দাজেরা ক্লাইবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাতে, তিনি উক্ত নগর অধিকার করিলেন না। অনন্তর, তাঁহারা যুদ্ধের সমুদয় ব্যয় ধরিয়া দিতে স্বীকার করাতে, তিনি তাঁহাদের জাহাজ সকলও ছাড়িয়া দিলেন।

ক্লাইব, ক্রমাগত তিন বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া, শারীরিক সাতিশয় অপটু হইয়াছিলেন। এজন্য, এই সকল ঘটনার অবসানেই, ১৭৬০ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারিতে, ধনে মানে পূর্ণ হইয়া, ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। গবর্ণমেণ্টের ভার বান্সিটার্ট সাহেবের হস্তে ন্যস্ত হইল।

বাঙ্গালা দেশ যে এক বারে নিরুপদ্রব হইবেক, তাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। বৃদ্ধ নবাব মীর জাফর নিজপুত্র মীরনের হস্তে রাজ্যশাসনের ভারসমর্পণ করিলেন। যুবরাজ রাজপুরুষদিগের সহিত সাতিশয় সাহঙ্কার ব্যবহার ও প্রজাগণের উপর অসহ্য অত্যাচার আরম্ভ করাতে, সকলেই তাঁহার শাসনে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে এরূপ নিষ্ঠুর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন যে, সকলে সিরাজ উদ্দৌলার কুক্রিয়া সকল বিস্মৃত হইয়া গেল।

সম্রাটের পুত্র শাহ আলম, সর্ব্বসাধারণের ঈদৃশ অসন্তোষ দর্শনে সাহসী হইয়া, দ্বিতীয় বার বিহার আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। পূর্ণিয়ার গবর্ণর, কাদিম হোসেন খাঁ, স্বীয় সৈন্য লইয়া, তাঁহার সহিত যোগ দিবার নিমিত্ত, প্রস্তুত হইলেন। শাহ আলম, কর্ম্মনাশা পার হইয়া, বিহারের সীমায় পদার্পণ মাত্র, সংবাদ পাইলেন, সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী প্রসিদ্ধ ক্রুর ইমাদ উল্‌মুলুক সম্রাটের প্রাণবধ করিয়াছে। এই দুর্ঘটনা হওয়াতে, শাহ আলম ভারতবর্ষের সম্রাট হইলেন, এবং অযোধ্যার সুবাদারকে সাম্রাজ্যের সর্ব্বাধিকারিপদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তিনি নামমাত্রে সম্রাট হইলেন; তাঁহার পরাক্রমও ছিল না, প্রজাও ছিল না; তৎকালে, তাঁহার রাজধানী পর্য্যন্ত বিপক্ষের হস্তগত ছিল; এবং তিনিও নিজে নিজ রাজ্যে এক প্রকার পলায়িত স্বরূপ ছিলেন।

তিনি পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলে, পরাক্রান্ত রামনারায়ণ, নগররক্ষার এক প্রকার উদ্যোগ করিয়া, সাহায্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত, মুরশিদাবাদে পত্র লিখিলেন। কর্ণেল কালিয়ড তৎকালে সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন; তিনি, ইংলণ্ডীয় সৈন্য লইয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন; এবং মীরনও, স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে, তাঁহার অনুগামী হইলেন।

মীরন, ইতঃপূর্ব্বে, দুই নিজ কর্ম্মকারকের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন, এবং স্বহস্তে দুই ভোগ্যা কামিনীর মস্তকচ্ছেদন করেন। আলিবর্দ্দি খাঁর দুই কন্যা, ঘেসিতি বেগম ও আমান বেগম, আপন আপন স্বামী নিবাইশ মহম্মদ ও সায়দ অহম্মদের মৃত্যুর পর, গুপ্ত ভাবে ঢাকায় বাস করিতেছিলেন। মীরন, এই যুদ্ধযাত্রা কালে, তাঁহাদের প্রাণবধ করিতে আজ্ঞাপ্রেরণ করিলেন। ঢাকার গবর্ণর, এই নিষ্ঠুর ব্যাপারের সমাধানে অসম্মত হওয়াতে, তিনি আপন এক ভৃত্যকে এই আজ্ঞা দিয়া পাঠাইলেন যে, তাহাদিগকে, মুরশিদাবাদে আনয়নচ্ছলে, নৌকায় আরোহণ করাইয়া, পথের মধ্যে নৌকা সমেত জলমগ্ন করিবে।

এই নিদেশ প্রকৃত প্রস্তাবেই প্রতিপালিত হইল। হত্যাকারীরা, ডুবাইয়া দিবার নিমিত্ত, নৌকার ছিপি খুলিবার উপক্রম করিলে, কনিষ্ঠা ভগিনী করুণ স্বরে কহিলেন, হে সর্ব্বশক্তিমন জগদীশ্বর! আমরা উভয়েই পাপীয়সী ও অপরাধিনী বটে, কিন্তু মীরনের কখনও কোনও অপরাধ করি নাই; প্রত্যুত, আমরাই তাঁহার এই সমস্ত আধিপত্যের মূল।

মীরন, প্রস্থান কালে, স্বীয় স্মরণপুস্তকে এই অভিপ্রায়ে তিন শত ব্যক্তির নাম লিখিয়াছিলেন যে, প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ড করিবেন। কিন্তু আর তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে হইল না।

কর্ণেল কালিয়ড রামনারায়ণকে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন, যাবৎ আমি উপস্থিত না হই, আপনি, কোনও ক্রমে, সম্রাটের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না। কিন্তু তিনি, এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, নগর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক, সম্রাটের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইলেন। সুতরাং, পাটনা নিতান্ত অশরণ হইল। সম্রাট, এক উদ্যমেই, ঐ নগর অধিকার করিতে পারিতেন; কিন্তু, অগ্রে তাহার চেষ্টা না করিয়া, দেশলুণ্ঠনেই সকল সময় নষ্ট করিলেন। ঐ সময় মধ্যে, কালিয়ড, স্বীয় সমুদয় সৈন্য সহিত, উপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে সম্রাটের সৈন্য আক্রমণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু মীরন, ফেব্রুয়ারির দ্বাবিংশ দিবসের পূর্ব্বে গ্রহ সকল অনুকূল নহেন, এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করাতে, প্রস্তাবিত আক্রমণ স্থগিত রহিল।

২০এ, সম্রাট, তাঁহাদের উভয়ের সৈন্য এক কালে আক্রমণ করিলেন। মীরনের পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহ সহসা ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু কর্ণেল কালিয়ড, দৃঢ়তা ও অকুতোভয়তা সহকারে, সম্রাটের সৈন্য আক্রমণ করিয়া, অবিলম্বে পরাজিত করিলেন। শাহ আলম, সেই রাত্রিতেই, শিবিরভঙ্গ করিয়া, রণক্ষেত্রের পাঁচ ক্রোশ অন্তরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর, তিনি, স্বীয় সেনাপতির পরামর্শ অনুসারে, গিরিমার্গ দ্বারা অতর্কিত রূপে গমন করিয়া, সহসা মুরশিদাবাদ অধিকার করিবার আশয়ে, প্রস্থান করিলেন।

এই প্রয়াণ অতি ত্বরা পূর্ব্বক সম্পাদিত হইল। কিন্তু মীরন, জানিতে পারিয়া, দ্রুতগতি পোত দ্বারা, আপন পিতার নিকট এই সম্ভাবিত বিপদের সংবাদ প্রেরণ করিলেন। অল্প কাল মধ্যেই, সম্রাট, মুরশিদাবাদের পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে, পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইলেন; কিন্তু, সত্বর আক্রমণ না করিয়া, জনপদ মধ্যে অনর্থক কালহরণ করিতে লাগিলেন। এই অবকাশে কর্ণেল কালিয়ডও আসিয়া পঁহুছিলেন। উভয় সৈন্য পরস্পর দৃষ্টিগোচর স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিল। ইঙ্গরেজেরা যুদ্ধদানে উদ্যত হইলেন; কিন্তু সম্রাট, সহসা অসম্ভব ত্রাসযুক্ত হইয়া, পাটনা প্রতিগমন পূর্ব্বক, ঐ নগর দৃঢ় রূপে অবরোধ করিলেন। ঐ সময়ে, পূর্ণিয়ার গবর্ণর কাদিম হোসেন খাঁও, তাঁহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত, স্বীয় সৈন্য সহিত যাত্রা করিলেন।

সম্রাট, ক্রমাগত নয় দিবস, পাটনা আক্রমণ করিলেন। প্রথমতঃ নিশ্চিত বোধ হইয়াছিল, উক্ত নগর অবিলম্বে তাঁহার হস্তগত হইবেক। কিন্তু, কাপ্তেন নক্স অত্যল্প সৈন্য সহিত সহসা পাটনায় উপস্থিত হওয়াতে, সে আশঙ্কা দূর হইল। তিনি, কর্ণেল কালিয়ড কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, বর্দ্ধমান হইতে ত্রয়োদশ দিবসে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং রাত্রিতে, বিপক্ষের শিবির পরীক্ষা করিয়া, পর দিন, তাহাদের মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রার সময়, আক্রমণ করিলেন। সম্রাটের সেনা সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইল। তখন তিনি, আপন শিবিরে অগ্নিদান করিয়া, পলায়ন করিলেন।

দুই এক দিন পরে, কাদিম হোসেন খাঁ, যোড়শ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে হাজীপুরে পঁহুছিয়া, পাটনা আক্রমণের উপক্রম করিলেন। কিন্তু কাপ্তেন নক্স, সহস্রের অনধিক সৈন্য মাত্র সহিত গঙ্গা পার হইয়া, তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিলেন। এই জয়লাভকে অসাধারণ সাহসের কার্য্য বলিতে হইবেক। এই জয়লাভ দর্শনে, এতদ্দেশীয় লোকেরা ইঙ্গরেজদিগকে মহাপরাক্রান্ত নিশ্চয় করিলেন। এই যুদ্ধে, রাজা

সিতাব রায় এমন অসাধারণ সাহসিকতা প্রদর্শন করেন যে, তদ্দর্শনে ইঙ্গরেজেরা, তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরাজয়ের পর, পূর্ণিয়ার গবর্ণর, সম্রাটের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত, প্রস্থান করিলেন। কর্ণেল কালিয়ড ও মীরন, উভয়ে একত্র হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বর্ষার আরম্ভ হইল; তথাপি তাঁহারা তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলেন না। ১৭৬০ খৃঃ অব্দের ২রা জুলাই রজনীতে অতিশয় দুর্য্যোগ হইল। মীরন, আপন পটমণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া, গল্প শুনিতেছিলেন; দৈবাৎ, ঐ সময়ে, অশনিপাত দ্বারা, তাঁহার ও তাঁহার দুই জন পরিচারকের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইল। কর্ণেল কালিয়ড, এই দুর্ঘটনা প্রযুক্ত, কাদিম হোসেনের অনুসরণে বিরত হইলেন, এবং পাটনা প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, বর্ষার অনুরোধে তথায় শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

মীরন নিতান্ত দুরাচার, কিন্তু নিজ পিতার রাজত্বের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ ছিলেন। তৎকালের মুসলমান ইতিহাসলেখক কহেন, নির্ব্বোধ ইন্দ্রিয়পরায়ণ বৃদ্ধ নবাবের যে কিছু বুদ্ধি ও বিবেচনা ছিল, এক্ষণে তাহা এক বারে লোপ পাইল। অতঃপর রাজকার্য্যে অত্যন্ত গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। সেনাগণ, পূর্ব্বতন বেতন নিমিত্ত, রাজভবন অবরোধ করিয়া, বিসংবাদে উদ্যত হইল। তখন, নবাবের জামাতা, মীর কাসিম, তাহাদের পুরোবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, স্বধন দ্বারা তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিব। এই বলিয়া, তিনি তাহাদিগকে আপাততঃ ক্ষান্ত করিলেন।

নবাব মীর কাসিমকে, দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, কলিকাতায় পাঠাইলেন। তথায়, বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে, তাঁহার বুদ্ধি ও ক্ষমতা বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়। তৎকালে, এই দুই সাহেবের মত অনুসারেই, কোম্পানির এতদ্দেশীয় সমুদয় বিষয়কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইত। দ্বিতীয় বার দূত প্রেরণ আবশ্যক হওয়াতে, মীর কাসিম পুনর্ব্বার প্রেরিত হয়েন। এই রূপে, দুই বার, মীর কাসিমের বুদ্ধি ও ক্ষমতা দেখিয়া, গবর্ণর সাহেবের অন্তঃকরণে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, কেবল এই ব্যক্তি অধুনা বাঙ্গালার রাজকার্য্যনির্ব্বাহে সমর্থ। তদনুসারে, তিনি মীর কাসিমকে তিন প্রদেশের ডেপুটি নাজিমী পদ প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। মীর কাসিম সম্মত হইলেন। অনন্তর, বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস, উভয়ে, এক দল সৈন্য সহিত মুরশিদাবাদ গমন করিয়া, মীর জাফরের নিকট ঐ প্রস্তাব করিলে, তিনি তদ্বিষয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছাপ্রদর্শন করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এরূপ হইলে, সমুদয় ক্ষমতা অবিলম্বে জামাতার হস্তে যাইবেক, আমি আপন সভামণ্ডপে পুত্তলিকা প্রায় হইব।

বান্সিটার্ট সাহেব, নবাবের অনিচ্ছা দেখিয়া, দোলায়মানচিত্ত হইলেন। মীর কাসিম এই বলিয়া ভয় দেখাইলেন, আমি সম্রাটের পক্ষে যাইব। তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, এত কাণ্ড করিয়া, কখনই মুরশিদাবাদে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন না। তখন, বান্সিটার্ট সাহেব, দৃঢ়তা সহকারে কার্য্য করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, ইংলণ্ডীয় সৈন্যদিগকে রাজভবন অধিকার করিতে আদেশ দিলেন। তদ্দর্শনে শঙ্কিত হইয়া, মীর জাফর অগত্যা সম্মত হইলেন।

অনন্তর, মুরশিদাবাদ ও কলিকাতা, এ উভয়ের অন্যতর স্থানে, বৃদ্ধ নবাবকে এক বাসস্থান দিবার প্রস্তাব হইল। নবাব বিবেচনা করিলেন, যদি আমি মুরশিদাবাদে থাকি, তাহা হইলে, যেখানে এত কাল আধিপত্য করিলাম, তথায় সাক্ষিগোপাল হইয়া থাকিতে হইবেক, এবং জামাতৃকৃত পরিভব সহ্য করিতে হইবেক। অতএব, আমার কলিকাতায় যাওয়াই শ্রেয়ঃকল্প। তিনি, এক সামান্য নর্ত্তকীকে আপন প্রণয়িনী করিয়াছিলেন, এবং তাহারই আজ্ঞাকারী ছিলেন। ঐ কামিনী উত্তর কালে মণিবেগম নামে সবিশেষ প্রসিদ্ধ হন। মুসলমান পুরাবৃত্তলেখক কহেন, ঐ রমণী ও মীর জাফর, প্রস্থানের পূর্ব্বে, অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক, পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবাবদিগের সঞ্চিত মহামূল্য রত্ন সকল হস্তগত করিয়া, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

১৭৬০ খৃঃ অব্দের ৪ঠা অক্টোবর, ইঙ্গরেজেরা মীর কাসিমকে বাঙ্গালা ও বিহারের সুবাদার করিলেন। তিনি, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, কোম্পানি বাহাদুরকে বর্দ্ধমান প্রদেশের অধিকার প্রদান করিলেন, এবং কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বরদিগকে বিংশতি লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিলেন। সেই টাকা তাঁহারা সকলে যথাযোগ্য অংশ করিয়া লইলেন।

মীর কাসিম অতিশয় বুদ্ধিশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, ইঙ্গরেজদিগকে এবং মীর জাফরের ও নিজের সৈন্য ও কর্ম্মচারীদিগকে যত টাকা দিতে হইবেক, প্রথমতঃ তাহার হিসাব প্রস্তুত করিলেন, তৎপরে সেই সকল পরিশোধ করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি, সকল বিষয়ে ব্যয়ের সঙ্কোচ করিয়া আনিলেন; অভিনিবেশ পূর্ব্বক সমুদয় হিসাব দেখিতে লাগিলেন; এবং, মীর জাফরের শিথিল শাসনকালে, রাজপুরুষেরা সুযোগ পাইয়া যত টাকা অপহরণ করিয়াছিলেন,

অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে, সেই সকল টাকা আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন। তিনি, জমীদারদিগের নিকট হইতে, কেবল বাকী আদায় করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, সমুদয় জমীদারীর নূতন বন্দোবস্তও করিলেন। তাঁহার অধিকারের পূর্ব্বে, দুই প্রদেশের রাজস্ব বার্ষিক ১৪২৪৫০০০ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল, তিনি বৃদ্ধি করিয়া ২৫৬২৪০০০ টাকা করিলেন। এই সকল উপায় দ্বারা তাঁহার ধনাগার অনতিবিলম্বে পরিপূর্ণ হইল। তখন, তিনি সমস্ত পূর্ব্বতন দেয়ের পরিশোধ করিলেন। নিয়মিত রূপে বেতন দেওয়াতে, তদীয় সৈন্য সকল বিলক্ষণ বশীভূত রহিল।

ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে রাজ্যাধিকার প্রদান করেন; কিন্তু, ইঙ্গরেজদিগের অধীনতা হইতে আপনাকে মুক্ত করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যদিও আমি সর্ব্বসম্মত নবাব বটে, বাস্তবিক সমুদয় ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ইঙ্গরেজদিগের হস্তেই রহিয়াছে। আর, তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বলপ্রকাশ ব্যতিরেকে, কখনই, ইঙ্গরেজদিগের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিবেন না; অতএব, স্বীয় সৈন্যের শুদ্ধি ও বৃদ্ধি বিষয়ে তৎপর হইলেন। যে সকল সৈন্য অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল, তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিলেন; সৈন্যদিগকে, ইঙ্গরেজী রীতি অনুসারে, শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং এক আরমানিকে সৈন্যের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।

এই ব্যক্তি পারস্যের অন্তর্গত ইস্পাহান নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার নাম গর্গিন খাঁ। ইনি অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ও বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। গর্গিন, প্রথমতঃ, এক জন সামান্য বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন; কিন্তু যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধিনৈপুণ্য থাকাতে, মীর কাসিম তাঁহাকে সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও, সাতিশয় অধ্যবসায় সহকারে, স্বীয় স্বামীকে ইঙ্গরেজদিগের অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি কামান ও বন্দুক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং গোলন্দাজদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষিত সৈন্য সকল এমন উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল যে, বাঙ্গালাতে কখনও কোনও রাজার সেরূপ ছিল না।

মীর কাসিম, ইঙ্গরেজদিগের অগোচরে আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া, মুঙ্গেরে রাজধানী করিলেন। ঐ স্থানে তাঁহার আরমানি সেনাপতি বন্দুক ও কামানের কারখানা স্থাপিত করিলেন। বন্দুকের নির্ম্মাণকৌশলের নিমিত্ত, ঐ নগরের অদ্যাপি যে প্রতিষ্ঠা আছে, গর্গিন খাঁ তাহার আদিকারণ। তৎকালে, গর্গিনের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের অধিক ছিল না।

সম্রাট শাহ আলম, তৎকাল পর্য্যন্ত, বিহারের পর্য্যন্তদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অতএব, ১৭৬০ খৃঃ অব্দের বর্ষা শেষ হইবা মাত্র, মেজর কার্ণাক, সৈন্য সহিত যাত্রা করিয়া, তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিলেন। যুদ্ধের পর, কার্ণাক সাহেব, সন্ধি প্রস্তাব করিয়া, রাজা সিতাব রায়কে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। সম্রাট তাহাতে সম্মত হইলে, ইংলণ্ডীয় সেনাপতি, তদীয় শিবিরে গমন পূর্ব্বক, তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন।

মীর কাসিম, সম্রাটের সহিত ইংরেজদিগের সন্ধিবার্ত্তা শ্রবণে, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং আপনার পক্ষে কোনও অপকার না ঘটে, এই নিমিত্ত সত্বর পাটনা গমন করিলেন। মেজর কার্ণাক মীর কাসিমকে, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি, কোনও ক্রমে, সম্রাটের শিবিরে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে, এই নির্দ্ধারিত হইল, উভয়েই, ইঙ্গরেজদিগের কুঠিতে আসিয়া, পরস্পর সাক্ষাৎ করিবেন।

উপস্থিত কার্য্যের নির্ব্বাহের নিমিত্ত, এক সিংহাসন প্রস্তুত হইল। সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাট তদুপরি উপবেশন করিলেন। মীর কাসিম, সমুচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন; সম্রাট তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার, ও উড়িষ্যার সুবাদারী প্রদান করিলে, তিনি প্রতি বৎসর চতুর্বিংশতি লক্ষ টাকা করদান স্বীকার করিলেন। তৎপরে, সম্রাট দিল্লী যাত্রা করিলেন। কার্ণাক সাহেব, কর্ম্মনাশার তীর পর্য্যন্ত, তাঁহার অনুগমন করিলেন। সম্রাট, কার্ণাকের নিকট বিদায় লইবার সময়, প্রস্তাব করিলেন, ইঙ্গরেজেরা যখন প্রার্থনা করিবেন, তখনই আমি তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, এই তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রদান করিব। ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে, উড়িষ্যার অধিকাংশ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রদত্ত হয়, সুবর্ণরেখার উত্তরবর্ত্তী অংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তদবধি ঐ অংশই উড়িষ্যা নামে উল্লিখিত হইত।

মীর কাসিম, পাটনার গবর্ণর রামনারায়ণ ব্যতিরিক্ত, সমুদয় জমীদারদিগকে সম্পূর্ণ রূপে আপন বশে আনিয়াছিলেন। রামনারায়ণের ধনবান বলিয়া খ্যাতি ছিল; কিন্তু তিনি ইঙ্গরেজদিগের আশ্রয়চ্ছায়াতে সন্নিবিষ্ট ছিলেন। এজন্য, সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া, নবাব কৌশলক্রমে তাঁহার সর্ব্বনাশের উপায় দেখিতে লাগিলেন। রামনারায়ণ তিন বৎসর হিসাব পরিষ্কার করেন নাই। নবাব ইঙ্গরেজদিগকে লিখিলেন, রামনারায়ণের নিকট বাকীর আদায় না হইলে, আমি আপনাদের প্রাপ্যের

পরিশোধ করিতে পারিব না; আর, যাবৎ আপনাদের সৈন্য পাটনাতে থাকিবেক, তাবৎ ঐ বাকীর আদায়ের কোনও সম্ভাবনা নাই।

তৎকালে, কলিকাতার কৌন্সিলে দুই পক্ষ ছিল; এক পক্ষ মীর কাসিমের অনুকূল, অন্য পক্ষ তাঁহার প্রতিকূল; গবর্ণর বান্সিটার্ট সাহেব অনুকূল পক্ষে ছিলেন। মীর কাসিমের প্রস্তাব লইয়া, উভয় পক্ষের বিস্তর বাদানুবাদ হইল। পরিশেষে বান্সিটার্টের পক্ষই প্রবল হইল। এই পক্ষের মত অনুসারে, ইঙ্গরেজেরা পাটনা হইতে আপনাদের সৈন্য উঠাইয়া আনিলেন; সুতরাং, রামনারায়ণ নিতান্ত অসহায় হইলেন; এবং, নবাবও তাঁহাকে রুদ্ধ ও কারাবদ্ধ করিতে কালবিলম্ব করিলেন না। গুপ্ত ধনাগার দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত, তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে অনেক যন্ত্রণা দেওয়া হইল; কিন্তু, গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক ব্যয়ের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক, তদপেক্ষা অধিক টাকা পাওয়া গেল না।

মীর কাসিম, এ পর্য্যন্ত, নির্ব্বিবাদে রাজ্যশাসন করিলেন। পরে তিনি, কোম্পানির কর্ম্মকারকদিগের আত্মম্ভরিতা দোষে, যে রূপে রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন, এক্ষণে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

ভারতবর্ষের যে সকল পণ্য দ্রব্য এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে নীত হইত, তাহার শুল্ক হইতেই রাজস্বের অধিকাংশ উৎপন্ন হইত। এই রূপে রাজস্ব গ্রহণ করা এক প্রকার অসভ্যতার প্রথা বলিতে হইবেক; কারণ, ইহাতে বাণিজ্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। কিন্তু, এই কালে, ইহা বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল: এবং ইঙ্গরেজেরাও, ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে, ইহা রহিত করেন নাই। যখন কোম্পানি বাহাদুর, সালিয়ানা তিন হাজার টাকার পেস্কস দিয়া, বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন, তদবধি তদীয় পণ্য দ্রব্যের মাশুল লাগিত না। কলিকাতার গবর্ণর এক দস্তকে স্বাক্ষর করিতেন; মাশুলঘাটায় তাহা দেখাইলেই, কোম্পানির বস্তু সকল বিনা মাশুলে চলিয়া যাইত।

এই অধিকার কেবল কোম্পানির নিজের বাণিজ্য বিষয়ে ছিল। কিন্তু যখন ইঙ্গরেজেরা অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন, তখন কোম্পানির যাবতীয় কর্ম্মকারকেরা বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। যত দিন ক্লাইব এ দেশে ছিলেন, তাঁহারা সকলেই, দেশীয় বণিকদের ন্যায়, রীতিমত শুল্কপ্রদান করিতেন। পরে যখন তিনি স্বদেশে যাত্রা করিলেন, এবং কৌন্সিলের সাহেবেরা অন্য এক নবাবকে সিংহাসনে বসাইলেন, তখন তাঁহারা, আরও প্রবল হইয়া, বিনা শুল্কেই বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, তৎকালে

তাঁহারা এমন প্রবল হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে কোনও প্রকার বাধা দিতে নবাবের কর্ম্মকারকদিগের সাহস হইত না।

ইঙ্গরেজদের গোমস্তারা, শুল্কবঞ্চন করিবার নিমিত্ত, ইচ্ছা অনুসারে, ইঙ্গরেজী নিশান তুলিত, এবং দেশীয় বণিক ও রাজকীয় কর্ম্মকারকদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিত। ব্যক্তি মাত্রেই, যে কোনও ইঙ্গরেজের স্বাক্ষরিত দস্তক হস্তে করিয়া, আপনাকে কোম্পানি বাহাদুরের তুল্য বোধ করিত। নবাবের লোকেরা কোনও বিষয়ে আপত্তি করিলে, য়ুরোপীয় মহাশয়েরা, সিপাই পাঠাইয়া, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতেন ও কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। শুল্ক না দিয়া কোনও স্থানে কিছু দ্রব্য লইয়া যাইবার ইচ্ছা হইলে, নাবিকেরা নৌকার উপর কোম্পানির নিশান তুলিয়া দিত।

ফলতঃ, এই রূপে, নবাবের পরাক্রম এক কালে লোপ পাইল। দেশীয় বণিকদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। ইঙ্গরেজ মহাত্মারা বিলক্ষণ ধনশালী হইয়া উঠিলেন। নবাবের রাজস্ব অত্যন্ত ন্যূন হইল; কারণ, ইঙ্গরেজেরাই কেবল মাশুল দিতেন না, এমন নহে; যাহারা তাঁহাদের চাকর বলিয়া পরিচয় দিত, তাহারাও, তাঁহাদের নাম করিয়া, মাশুল ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিল। মীর কাসিম, এই সকল অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া, কলিকাতার কৌন্সিলে অনেক বার অভিযোগ করিলেন। পরিশেষে, তিনি এই বলিয়া ভয় দেখাইলেন, আপনারা ইহার নিবারণ না করিলে, আমি রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিব।

বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেব এই সকল অন্যায়ের নিবারণ বিষয়ে অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু, কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বরেরা, ঐ সকল অবৈধ উপায় দ্বারা, উপার্জ্জন করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের সে সকল চেষ্টা বিফল হইল। পরিশেষে, ঐ সকল অবৈধ ব্যবহারের এত বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল যে, কোম্পানির গোমস্তাদিগের নির্দ্ধারিত মূল্যেই, দেশীয় বণিকদিগকে ক্রয় বিক্রয় করিতে হইত। অতঃপর, মীর কাসিম ইঙ্গরেজদিগকে শত্রুমধ্যে পরিগণিত করিলেন; এবং ত্বরায় উভয় পক্ষের পরস্পর যুদ্ধ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল।

ইহার নিবারণার্থে, বান্সিটার্ট সাহেব, স্বয়ং মুঙ্গেরে গিয়া, নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, নবাবও সৌহৃদ্য ভাবে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। পরে, বিষয়কর্ম্মের কথা উত্থাপিত হইলে, মীর কাসিম, কোম্পানির কর্ম্মকারকদিগের অত্যাচার বিষয়ে যৎপরোনাস্তি অসন্তোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক, অনেক অনুযোগ করিলেন। বান্সিটার্ট সাহেব, তাঁহাকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া, প্রস্তাব করিলেন, কি দেশীয় লোক, কি ইঙ্গরেজ,

সকলকেই বস্তুমাত্রের একবিধ মাশুল দিতে হইবেক ; কিন্তু আমার স্বয়ং এরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিবার ক্ষমতা নাই ; অতএব, কলিকাতায় গিয়া, কৌন্সিলের সাহেবদিগকে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করিতে পরামর্শ দিব। নবাব, অত্যন্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক, এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ; কিন্তু কহিলেন, যদি ইহাতেও এই অনিয়মের নিবারণ না হয়, আমি মাশুলের প্রথা এক বারে রহিত করিয়া, কি দেশীয়, কি য়ুরোপীয়, উভয়বিধ বণিকদিগকে সমান করিব।

বান্সিটার্ট সাহেব, কৌন্সিলে এই বিষয়ের প্রস্তাব করিবার নিমিত্ত, সত্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু মীর কাসিম, কৌন্সিলের মতামত পরিজ্ঞান পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, শুল্কসম্পর্কীয় কর্ম্মকারকদিগের নিকট এই আজ্ঞা পাঠাইলেন, তোমরা, ইঙ্গরেজদের নিকট হইতেও, শতকরা নয় টাকার হিসাবে মাশুল আদায় করিবে। ইঙ্গরেজেরা মাশুল দিতে অসম্মত হইলেন এবং নবাবের কর্ম্মকারকদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। মফঃসলের কুঠীর অধ্যক্ষ সাহেবেরা, কর্ম্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া, সত্বর কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। শতকরা নয় টাকা শুল্কের বিষয়ে বান্সিটার্ট সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন, হেষ্টিংস ভিন্ন অন্য সকলেই, অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁহারা সকলেই কহিলেন, কেবল লবণের উপর আমরা শতকরা আড়াই টাকা মাত্র শুল্ক দিব।

মীর কাসিম তৎকালে বাঙ্গালায় ছিলেন না, যুদ্ধযাত্রায় নেপাল গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া শ্রবণ করিলেন, কৌন্সিলের সাহেবেরা মাশুল দিতে অসম্মত হইয়াছেন, এবং তাঁহার কর্ম্মকারকদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন। তখন তিনি, কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব না করিয়া, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার অনুযায়ী কার্য্য করিলেন, অর্থাৎ বাঙ্গালা ও বিহারের মধ্যে, পণ্য দ্রব্যের শুল্ক এক বারে উঠাইয়া দিলেন।

কৌন্সিলের মেম্বরেরা শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইলেন, এবং কহিলেন, নবাবকে, আপন প্রজাদিগের নিকট পূর্ব্বমত শুল্ক লইতে হইবেক এবং ইঙ্গরেজদিগকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে দিতে হইবেক। এ বিষয়ে ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। হেষ্টিংস সাহেব কহিলেন, মীর কাসিম অধীশ্বর রাজা, নিজ প্রজাগণের হিতানুষ্ঠান কেন না করিবেন। ঢাকার কুঠীর অধ্যক্ষ বাট্‌সন সাহেব কহিলেন, এ কথা নবাবের গোমস্তারা বলিলে সাজে, কৌন্সিলের মেম্বরের উপযুক্ত নহে। হেষ্টিংস কহিলেন, পাজী না হইলে, এরূপ কথা মুখে আনে না।

এইরূপ রোষবশ হইয়া, কৌন্সিলের মেম্বরেরা এবংবিধ গুরুতর বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এই নির্দ্ধারিত হইল, দেশীয় লোকের বাণিজ্যেই পূর্ব্ব নিরূপিত শুল্ক থাকে, এই বিষয়ে উপরোধ করিবার নিমিত্ত, আমিয়ট ও হে সাহেব মীর কাসিমের নিকট গমন করুন। তাঁহারা, তথায় পঁহুছিয়া, নবাবের সহিত কয়েক বার সাক্ষাৎ করিলেন। প্রথমতঃ বোধ হইয়াছিল, সকল বিষয়েরই নির্বিবাদে নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক। কিন্তু, পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ এলিস সাহেবের উদ্ধত আচরণ দ্বারা, মীমাংসার আশা এক বারে উচ্ছিন্ন হইল। কোম্পানির সমুদয় কর্ম্মকারকের মধ্যে, এলিস অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ছিলেন। নবাব আমিয়ট সাহেবকে বিদায় দিলেন; কিন্তু তাঁহার যে সকল কর্ম্মকারক কলিকাতায় কয়েদ ছিল, হে সাহেবকে তাহাদের প্রতিভূ স্বরূপ আটক করিয়া রাখিলেন। আমিয়ট সাহেব নবাবের হস্তবহির্ভূত হইয়াছেন বোধ করিয়া, এলিস সাহেব অকস্মাৎ পাটনা আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য সকল সুরাপানে মত্ত ও অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হওয়াতে, নবাবের এক দল বহুসংখ্যক সৈন্য আসিয়া পুনর্বার নগর অধিকার করিল; এলিস ও অন্যান্য য়ুরোপীয়েরা রুদ্ধ ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

মীর কাসিম, পাটনার এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, বোধ করিলেন, এক্ষণে নিঃসন্দেহ ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধ ঘটিবেক। অতএব, তিনি সমস্ত মফঃসল কুঠীর কর্ম্মকারক সাহেবদিগকে রুদ্ধ করিতে ও আমিয়ট সাহেবের কলিকাতা যাওয়া স্থগিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। আমিয়ট সাহেব মুরশিদাবাদে পঁহুছিয়াছেন, এমন সময়ে নগরাধ্যক্ষের নিকট ঐ আদেশ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি ঐ সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সাহেব উক্ত আদেশ অমান্য করাতে, দাঙ্গা উপস্থিত হইল; ঐ দাঙ্গাতে তিনি পঞ্চত্ব পাইলেন। মীর কাসিম, শেঠবংশীয় প্রধান বণিকদিগকে ইঙ্গরেজের অনুগত বলিয়া সন্দেহ করিতেন; এজন্য তাহাদিগকে মুরশিদাবাদ হইতে আনাইয়া মুঙ্গেরে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

আমিয়ট সাহেবের মৃত্যু এবং এলিস সাহেব ও তদীয় সহচরবর্গের কারাবরোধের সংবাদ কলিকাতায় পঁহুছিলে, কৌন্সিলের সাহেবেরা অবিলম্বে যুদ্ধারম্ভ করা নির্দ্ধারিত করিলেন। বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেব, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত, বিস্তর চেষ্টা পাইলেন যে, মীর কাসিম পাটনায় যে কয়েক জন সাহেবকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের যাবৎ উদ্ধার না হয়, অন্ততঃ, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত, ক্ষান্ত থাকা উচিত; কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল। অধিকাংশ মেম্বরের সম্মতি ক্রমে, ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল।

সেই সময়ে, মীর জাফর স্বীকার করিলেন, যদি ইঙ্গরেজেরা পুনর্বার আমাকে নবাব করেন, আমি কেবল দেশীয় লোকদিগের বাণিজ্য বিষয়ে পূর্ব্ব শুল্ক প্রচলিত রাখিব, ইঙ্গরেজদিগকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে দিব। অতএব, কৌন্সিলের সাহেবেরা তাঁহাকেই পুনর্বার সিংহাসনে নিবিষ্ট করা মনস্থ করিলেন। বায়াত্তরিয়া বৃদ্ধ মীর জাফর তৎকালে কুষ্ঠরোগে প্রায় চলৎশক্তিরহিত হইয়াছিলেন, তথাপি, মুরশিদাবাদগামী ইংলণ্ডীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে, পুনর্ব্বার নবাব হইতে চলিলেন।

মীর কাসিম, স্বীয় সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত করিবার নিমিত্ত, অশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক, বাঙ্গালা দেশে, কখনও কোনও রাজার তদ্রূপ উৎকৃষ্ট সৈন্য ছিল না; তাঁহার সেনাপতি গর্গিন খাঁও যুদ্ধবিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তথাপি উপস্থিত যুদ্ধ অল্প দিনেই শেষ হইল। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের ১৯এ জুলাই, কাটোয়াতে নবাবের সৈন্য সকল পরাজিত হইল। মতিঝিলে নবাবের যে সৈন্য ছিল, ইঙ্গরেজেরা, ২৪এ, তাহা পরাজিত করিয়া, মুরশিদাবাদ অধিকার করিলেন। সূতির সন্নিহিত ঘেরিয়া নামক স্থানে, ২রা আগষ্ট, আর এক যুদ্ধ হয়; তাহাতেও মীর কাসিমের সৈন্য পরাজিত হইল। রাজমহলের নিকট, উদয়নালাতে, তাঁহার এক দৃঢ় গড়খাই করা ছিল; নবাবের সৈন্য সকল পলাইয়া তথায় আশ্রয় লইল।

এই সকল যুদ্ধকালে মীর কাসিম মুঙ্গেরে ছিলেন; এক্ষণে উদয়নালার সৈন্য মধ্যে উপস্থিত থাকিতে মনস্থ করিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় যে সমস্ত প্রধান প্রধান লোকদিগকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রস্থানের পূর্ব্বে, তাঁহাদের প্রাণদণ্ড করিলেন। তিনি পাটনার পূর্ব্ব গবর্ণর রাজা রামনারায়ণকে, গলদেশে বালুকাপূর্ণ গোণী বদ্ধ করিয়া, নদীতে নিক্ষিপ্ত করাইলেন; কৃষ্ণদাস প্রভৃতি সমুদয় পুত্র সহিত রাজা রাজবল্লভ, রায়রাইয়াঁ রাজা উমেদ সিংহ, রাজা বনিয়াদ সিংহ, রাজা ফতে সিংহ, ইত্যাদি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিলেন, এবং শেঠবংশীয় দুই জন ধনবান বণিককে, মুঙ্গেরের গড়ের বুরুজ হইতে, গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত করাইলেন। বহু কাল পর্য্যন্ত, নাবিকেরা, ঐ স্থান দিয়া যাতায়াত কালে, উক্ত হতভাগ্যদ্বয়ের বধস্থান দেখাইয়া দিত।

মীর কাসিম, এই হত্যাকাণ্ডের সমাপন করিয়া, উদয়নালাস্থিত সৈন্য সহিত মিলিত হইলেন। অক্টোবরের আরম্ভে, ইঙ্গরেজেরা, নবাবের শিবির আক্রমণ করিয়া, তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। পরাজয়ের দুই এক দিবস পরে, তিনি মুঙ্গেরে প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের যে সৈন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল, তাহার নিবারণ করা

অসাধ্য বোধ করিয়া, সৈন্য সহিত পাটনা প্রস্থান করিলেন। যে কয়েক জন ইঙ্গরেজ তাঁহার হস্তে পড়িয়াছিল, তিনি তাঁহাদিগকেও সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন।

মুঙ্গের পরিত্যাগের পর দিন, তাঁহার সৈন্য রেবাতীরে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে, তাঁহার শিবির মধ্যে, হঠাৎ অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইল। সকল লোকই নদী পার হইয়া পলাইতে উদ্যত। দৃষ্ট হইল, কয়েক ব্যক্তি, এক শব লইয়া, গোর দিতে যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করাতে কহিল, ইহা সৈন্যাধ্যক্ষ গর্গিন খাঁর কলেবর। বিকালে, তিন চারি জন মোগল, তদীয় পটমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার প্রাণবধ করে। তৎকালে, উল্লিখিত ঘটনার এই কারণ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহারা সেনাপতির নিকট বেতন প্রার্থনা করিতে যায়; তিনি তাহাদিগকে হাঁকাইয়া দেওয়াতে, তাহারা তরবারির প্রহারে তাঁহার প্রাণবধ করে। কিন্তু, সে সময়ে তাহাদের কিছুই পাওনা ছিল না। নয় দিবস পূর্ব্বে তাহারা বেতন পাইয়াছিল।

বস্তুতঃ, ইহা এক অলীক কল্পনা মাত্র। এই অশুভ ঘটনার প্রকৃত কারণ এই যে, মীর কাসিম, স্বীয় সেনাপতি গর্গিন খাঁর প্রাণবধ করিবার নিমিত্ত, ছল পূর্ব্বক তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেন। গর্গিনের খোজা পিক্রস নামে এক ভ্রাতা কলিকাতায় থাকিতেন। বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেবের সহিত তাঁহার অতিশয় প্রণয় ছিল। পিক্রস, এই অনুরোধ করিয়া, গোপনে গর্গিনকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তুমি নবাবের কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও; আর, যদি সুযোগ পাও, তাঁহাকে অবরুদ্ধ কর। নবাবের প্রধান চর, এই বিষয়ের সন্ধান পাইয়া, রাত্রি দুই প্রহর একটার সময়ে, আপন প্রভুকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেয় যে, আপনকার সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক। তৎপরে, এক দিবস অতীত না হইতেই, আরমানি সেনাপতি গর্গিন খাঁ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। নবাবের সৈন্য সকল, প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত হইয়াও, প্রতিযুদ্ধেই যে, ইঙ্গরেজদিগের নিকট পরাজিত হয়, গর্গিন খাঁর বিশ্বাসঘাতকতাই তাহার এক মাত্র কারণ।

তদনন্তর, মীর কাসিম সত্বর পাটনা প্রস্থান করিলেন। মুঙ্গের ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইল। তখন নবাব বিবেচনা করিলেন, পাটনাও পরিত্যাগ করিতে হইবেক; এবং, পরিশেষে, দেশত্যাগীও হইতে হইবেক। ইঙ্গরেজদের উপর তাঁহার ক্রোধের ইয়ত্তা ছিল না। তিনি, পাটনা পরিত্যাগের পূর্ব্বে, সমস্ত ইঙ্গরেজ বন্দীদিগের প্রাণদণ্ড নির্দ্ধারিত করিয়া, আপন সেনাপতিদিগকে, বন্দীগৃহে গিয়া, তাহাদের প্রাণবধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহারা উত্তর করিলেন, আমরা ঘাতক নহি যে, বিনা যুদ্ধে প্রাণবধ

করিব। তাহাদের হস্তে অস্ত্র প্রদান করুন, যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহারা এই রূপে অস্বীকার করাতে, নবাব শমরু নামক এক য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীকে তাঁহাদের প্রাণবধের আদেশ দিলেন।

শমরু, পূর্ব্বে, ফরাসিদিগের এক জন সার্জ্জন ছিল, পরে, মীর কাসিমের নিকট নিযুক্ত হয়। সে এই জুগুপ্সিত ব্যাপারের সমাধানের ভারগ্রহণ করিল; এবং, কিয়ৎ-সংখ্যক সৈনিক সহিত, কারাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, গুলি করিয়া, ডাক্তর ফুলর্টন ব্যতিরিক্ত সকলেরই প্রাণবধ করিল। আটচল্লিশ জন ভদ্র ইঙ্গরেজ, ও এক শত পঞ্চাশ জন গোরা, এই রূপে, পাটনায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। শমরু, তৎপরে, অনেক রাজার নিকট কর্ম্ম করে; পরিশেষে, সিরধানার আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। এই হত্যায় যে সকল লোক হত হয়, তন্মধ্যে কৌন্সিলের মেম্বর এলিস, হে, লসিংটন, এই তিন জনও ছিলেন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের ৬ই নবেম্বর, পাটনা নগর ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইল; মীর কাসিম, পলাইয়া, অযোধ্যার সুবাদারের আশ্রয় লইলেন।

এই রূপে, প্রায় চারি মাসে, যুদ্ধের শেষ হইল। পর বৎসর, ২২এ অক্টোবর, ইঙ্গরেজদিগের সেনাপতি, বক্সারে, অযোধ্যার সুবাদারের সৈন্য সকল পরাজিত করিলেন। জয়ের পর উজীরের সহিত যে বন্দোবস্ত হয়, বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত তাহাব কোনও সংস্রব নাই; এজন্য, এ স্থলে সে সকলের উল্লেখ না করিয়া, ইহা কহিলেই পর্য্যাপ্ত হইবেক যে, তিনি প্রথমতঃ মীর কাসিমকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, পরে, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিয়া, তাড়াইয়া দেন।

মীর জাফর, দ্বিতীয় বার বাঙ্গালার সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, দেখিলেন, ইঙ্গরেজ-দিগকে যত টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহার পরিশোধ করা অসাধ্য। তৎকালে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার রোগ ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছিল। তিনি, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, চতুঃসপ্ততি বৎসর বয়সে, মুরশিদাবাদে প্রাণত্যাগ করিলেন।

তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করা দিল্লীর সম্রাটের অধিকার। কিন্তু, তৎকালে, সম্রাটের কোনও ক্ষমতা ছিল না। ইঙ্গরেজদিগের যাহা ইচ্ছা হইল, তাহাই তাঁহারা করিলেন। মণিবেগমের গর্ভজাত নজম উদ্দৌলা নামে মীর জাফরের এক পুত্র ছিল; কলিকাতার কৌন্সিলের সাহেবেরা, অনেক টাকা পাইয়া, তাঁহাকেই নবাব করিলেন। তাঁহার সহিত নূতন বন্দোবস্ত হইল। ইঙ্গরেজেরা দেশরক্ষার ভার আপনাদের হস্তে

৬

লইলেন, এবং নবাবকে, রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত, একজন নায়েব নাজিম নিযুক্ত করিতে কহিলেন।

নবাব অনুরোধ করিলেন, নন্দকুমারকে ঐ পদে নিযুক্ত করা যায়। কিন্তু কৌন্সিলের সাহেবেরা তাহা স্পষ্ট রূপে অস্বীকার করিলেন। অধিকন্তু, বান্সিটার্ট সাহেব, ভাবী গবর্ণরদিগকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত, নন্দকুমারের কুক্রিয়া সকল কৌন্সিলের বহিতে বিশেষ করিয়া লিখিয়া রাখিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁর কুটুম্ব মহম্মদ রেজা খাঁ ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীদিগের কুব্যবহারে যে সকল বিশৃঙ্খলা ঘটে, এবং মীর কাসিম ও উজীরের সহিত যে যুদ্ধ ও পাটনায় যে হত্যা হয়, এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া, ডিরেক্টরেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা এই ভয় করিতে লাগিলেন, পাছে এই নবোপার্জ্জিত রাজ্য হস্তবহির্ভূত হয়; এবং ইহাও বিবেচনা করিলেন, যে ব্যক্তির বুদ্ধি-কৌশলে ও পরাক্রমপ্রভাবে রাজ্যাধিকার লব্ধ হইয়াছে, তিনি ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তি এক্ষণে তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব, তাঁহারা ক্লাইবকে পুনরায় ভারতবর্ষে আসিতে অনুরোধ করিলেন।

তিনি ইংলণ্ডে পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা তাঁহার সমুচিত পুরস্কার করেন নাই, বরং তাঁহার জায়গীর কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তথাপি তিনি, তাঁহাদের অনুরোধে, পুনরায় ভারতবর্ষে আসিতে সম্মত হইলেন। ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে, কার্য্যনির্ব্বাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া, বাঙ্গালার গবর্ণর ও প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন; কহিয়া দিলেন, ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীদিগের নিজ নিজ বাণিজ্য দ্বারাই এত অনর্থ ঘটিতেছে; অতএব তাহা অবশ্য রহিত করিতে হইবেক। আট বৎসরের মধ্যে, তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা, উপর্য্যুপরি কয়েক নবাবকে সিংহাসনে বসাইয়া, দুই কোটির অধিক টাকা উপঢৌকন লইয়াছিলেন। অতএব, তাঁহারা স্থির করিয়া দিলেন, সেরূপ উপঢৌকন রহিত করিতে হইবেক। তাঁহারা আরও আজ্ঞা করিলেন, কি রাজ্যশাসন সংক্রান্ত, কি সেনা সংক্রান্ত, সমস্ত কর্ম্মচারীদিগকে এক এক নিয়মপত্রে নাম স্বাক্ষর ও এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবেক,

চারি হাজার টাকার অধিক উপঢৌকন পাইলে, সরকারী ভাণ্ডারে জমা করিয়া দিবেন, এবং গবর্ণরের অনুমতি ব্যতিরেকে, হাজার টাকার অধিক উপহার লইতে পারিবেন না।

এই সকল উপদেশ দিয়া, ডিরেক্টরেরা ক্লাইবকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। তিনি, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের ৩রা মে, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, ডিরেক্টরেরা, যে সকল আপদের আশঙ্কা করিয়া, উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, সে সমস্ত অতিক্রান্ত হইয়াছে; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, কৌন্সিলের মেম্বরেরাও কোম্পানির মঙ্গলচেষ্টা করেন না। সমুদয় কর্ম্মচারীর অভিপ্রায় এই, যে কোনও উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া, ত্বরায় ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিবেন। সকল বিষয়েই সম্পূর্ণরূপ অবিচার। আর, এতদ্দেশীয় লোকদিগের উপর এত অত্যাচার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল যে, ইঙ্গরেজ এই শব্দ শুনিলে, তাঁহাদের মনে ঘৃণার উদয় হইত। ফলতঃ, তৎকালে, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান ও ভদ্রতার লেশ মাত্র ছিল না।

পূর্ব্ব বৎসর ডিরেক্টরেরা দৃঢ়রূপে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা আর কোনও রূপে উপঢৌকন লইতে পারিবেন না; এই আজ্ঞা উপস্থিত হইবার সময়, বৃদ্ধ নবাব মীর জাফর মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। কৌন্সিলের মেম্বরেরা উক্ত আজ্ঞা কৌন্সিলের পুস্তকে নিবিষ্ট করেন নাই; বরং, মীর জাফরের মৃত্যুর পর, এক ব্যক্তিকে নবাব করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে অনেক উপহার গ্রহণ করেন; সেই পত্রে ডিরেক্টরেরা ইহাও আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগকে নিজ নিজ বাণিজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবেক। কিন্তু, এই স্পষ্ট আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, কৌন্সিলের সাহেবেরা নূতন নবাবের সহিত বন্দোবস্ত করেন, ইঙ্গরেজেরা, পূর্ব্ববৎ, বিনা শুল্কে, বাণিজ্য করিতে পাইবেন।

ক্লাইব, উপস্থিতির অব্যবহিত পরেই, ডিরেক্টরদিগের আজ্ঞা সকল প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। কৌন্সিলের মেম্বরেরা বান্সিটার্ট সাহেবের সহিত যেরূপ বিবাদ করিতেন, তাঁহারও সহিত সেইরূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্লাইব অন্যবিধ পদার্থে নির্ম্মিত। তিনি জিদ করিতে লাগিলেন, সকল ব্যক্তিকেই, আর উপঢৌকন লইব না বলিয়া, নিয়মপত্রে নাম স্বাক্ষর করিতে হইবেক। যাঁহারা অস্বীকার করিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করিলেন। তদ্দর্শনে কেহ কেহ নাম স্বাক্ষর করিলেন। আর, যাঁহারা, অপর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা গৃহপ্রস্থান করিলেন। কিন্তু সকলেই, নির্বিশেষে, তাঁহার বিষম শত্রু হইয়া উঠিলেন।

সমুদয় রাজস্ব যুদ্ধব্যয়েই পর্য্যবসিত হইতেছে, অতএব সন্ধি করা অতি আবশ্যক, এই বিবেচনা করিয়া, ক্লাইব, জুন মাসের চতুর্বিংশ দিবসে, পশ্চিম অঞ্চল যাত্রা করিলেন। নজম উদ্দৌলার সহিত এইরূপ সন্ধি হইল যে, ইঙ্গরেজেরা রাজ্যের সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন; তিনি, আপন ব্যয়নির্ব্বাহের নিমিত্ত, প্রতিবৎসর পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাইবেন; মহম্মদ রেজা খাঁ, রাজা দুর্লভরাম, ও জগৎ শেঠ, এই তিন জনের মত অনুসারে, ঐ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবেক। কিছু দিন পরে, অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি হইল।

এই যাত্রায় যে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে, কোম্পানির নামে তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রাপ্তি সে সকল অপেক্ষা গুরুতর। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সম্রাট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ইঙ্গরেজেরা যখন প্রার্থনা করিবেন, তখনই তিনি তাঁহাদিগকে তিন প্রদেশের দেওয়ানী দিবেন। ক্লাইব, এলাহাবাদে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ঐ প্রতিজ্ঞার পরিপূরণের প্রার্থনা করিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। ১২ই আগষ্ট, সম্রাট কোম্পানি বাহাদুরকে বাঙ্গালা, বিহার, ও উড়িয়্যার দেওয়ানী প্রদান করিলেন; আর, ক্লাইব স্বীকার করিলেন, উৎপন্ন রাজস্ব হইতে সম্রাটকে প্রতিমাসে দুই লক্ষ টাকা দিবেন।

তৎকালে, সম্রাট আপন রাজ্যে পলায়িত স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার রাজকীয় পরিচ্ছদ আদি ছিল না। ইঙ্গরেজদিগের খানা খাইবার দুই মেজ একত্রিত ও কাম্মিক বস্ত্রে মণ্ডিত করিয়া, সিংহাসন প্রস্তুত করা হইল। সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাট, তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া, বার্ষিক দুই কোটি টাকার রাজস্ব সহিত, তিন কোটি প্রজা ইঙ্গরেজদিগের হস্তে সমর্পিত করিলেন। তৎকালীন মুসলমান ইতিহাসলেখক এ বিষয়ে এই ইঙ্গিত করিয়াছেন, পূর্ব্বে, এরূপ গুরুতর ব্যাপারের নির্ব্বাহ কালে, কত অভিজ্ঞ মন্ত্রীর ও কার্য্যদক্ষ দূতের প্রেরণ, এবং কত বাদানুবাদের আবশ্যকতা হইত; কিন্তু, এক্ষণে, ইহা এত স্বল্প সময়ে সম্পন্ন হইল যে, একটা গর্দ্দভের বিক্রয়ও ঐ সময় মধ্যে সম্পন্ন হইয়া উঠে না।

পলাশির যুদ্ধের পর, ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে যে সকল হিতকর ব্যাপার ঘটে, এই বিষয় সে সকল অপেক্ষা গুরুতর। ইঙ্গরেজেরা, ঐ যুদ্ধ দ্বারা, বাস্তবিক এ দেশের প্রভু হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা, এ পর্য্যন্ত, তাঁহাদিগকে সেরূপ মনে করিতেন না; এক্ষণে, সম্রাটের এই দান দ্বারা, তিন প্রদেশের যথার্থ অধিকারী বোধ

করিলেন। তদবধি, মুরশিদাবাদের নবাব সাক্ষিগোপাল হইলেন। ক্লাইব, এই সকল ব্যাপারের সমাধান করিয়া, ৭ই সেপ্টেম্বর, কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

কোম্পানির কর্ম্মচারীরা যে নিজ নিজ বাণিজ্য করিতেন, তদুপলক্ষেই অশেষবিধ অত্যাচার ঘটিত। এজন্য, ডিরেক্টরেরা বারংবার এই আদেশ করেন যে, উহা এক বারে রহিত হয়। কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা, ঐ সকল আদেশ এ পর্য্যন্ত অমান্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্তিম আদেশ কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট ছিল, এবং ক্লাইবও বিবেচনা করিলেন যে, সিবিল কর্ম্মচারীদিগের বেতন অত্যন্ত অল্প; সুতরাং, তাহারা, অবশ্য, গর্হিত উপায় দ্বারা, পোষাইয়া লইবেক। এজন্য, তিনি তাহাদের বাণিজ্য, এক বারে রহিত না করিয়া, ভদ্র রীতি ক্রমে চালাইবার মনন করিলেন।

এই স্থির করিয়া, ক্লাইব, লবণ, গুবাক, তবাক, এই তিন বস্তুর বাণিজ্য ভদ্র রীতি ক্রমে চালাইবার নিমিত্ত, এক সভা স্থাপিত করিলেন। নিয়ম হইল, কোম্পানির ধনাগারে, শতকরা ৩৫৲ টাকার হিসাবে, মাশুল জমা করা যাইবেক, এবং ইহা হইতে যে উপস্বত্ব হইবেক, রাজ্যশাসন সংক্রান্ত ও সেনাসম্পর্কীয় সমুদয় কর্ম্মচারীরা ঐ উপস্বত্বের যথাযোগ্য অংশ পাইবেন। কৌন্সিলের মেম্বরেরা অধিক অংশ পাইবেন, তাঁহাদের নীচের কর্ম্মচারীরা অপেক্ষাকৃত ন্যূন পরিমাণে প্রাপ্ত হইবেন।

ডিরেক্টরদিগের নিকট এই বাণিজ্যপ্রণালীর সংবাদ পাঠাইবার সময়, ক্লাইব তাঁহাদিগকে, গবর্ণরের বেতন বাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত, অনুরোধ করিয়াছিলেন; কারণ, তাহা হইলে, তাঁহার এই বাণিজ্য বিষয়ে কোনও সংস্রব রাখিবার আবশ্যকতা থাকিবেক না। কিন্তু, তাঁহারা, তৎপরে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত, এই সৎ পরামর্শ গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহারা, উক্ত নূতন সভার স্থাপনের সংবাদ শ্রবণ মাত্র, অতি রূঢ় বাক্যে তাহা অস্বীকার করিলেন; ক্লাইব এই সভার স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার যথোচিত তিরস্কার লিখিলেন, এবং এই আদেশ পাঠাইলেন উক্ত সভা রহিত করিতে হইবেক, এবং কোনও সরকারী কর্ম্মচারী বাঙ্গালার বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না।

এ কাল পর্য্যন্ত, সমুদয় রাজস্ব কেবল কাজকার্য্যনির্ব্বাহের ব্যয়ে পর্য্যবসিত হইতেছিল। কোম্পানির শুনিতে অনেক আয় ছিল বটে; কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বদাই ঋণগ্রস্ত ছিলেন। কি য়ুরোপীয়, কি এতদ্দেশীয়, সমুদয় কর্ম্মচারীরা কেবল লুঠ করিত, কিছুই দয়া ভাবিত না। ইংলণ্ডে ক্লাইবকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কোম্পানির এরূপ আয় থাকিতেও, চির কাল এত অপ্রতুল কেন। তাহাতে তিনি এই উত্তর দেন, কোনও

ব্যক্তিকে, কোম্পানি বাহাদুরের নামে, এক বার বিল করিতে দিলেই, সে বিষয় করিয়া লয়।

কিন্তু ব্যয়ের প্রধান কারণ সৈন্য। সৈন্য সকল যাবৎ নবাবের হইয়া যুদ্ধ করিত, তিনি তত দিন তাহাদিগকে ভাতা দিতেন। এই ভাতাকে ডবলবাটা কহা যাইত। এই পারিতোষিক তাহারা এত অধিক দিন পাইয়া আসিয়াছিল যে, পরিশেষে তাহা আপনাদের ন্যায্য প্রাপ্য বোধ করিত। ক্লাইব দেখিলেন, সৈন্যসংক্রান্ত ব্যয়ের লাঘব করিতে না পারিলে, কখনই রাজস্ব বাঁচিতে পারে না। তিনি ইহাও জানিতেন যে, ব্যয়লাঘবের যে কোনও প্রণালী অবলম্বন করিবেন, তাহাতেই আপত্তি উত্থাপিত হইবেক। কিন্তু তিনি অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন; অতএব, এক বারেই এই আজ্ঞা প্রচারিত করিলেন, অদ্যাবধি ডবলবাটা রহিত হইল।

এই ব্যাপার শ্রবণগোচর করিয়া, সেনাসম্পর্কীয় কর্ম্মচারীরা যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা কহিলেন, আমাদের অস্ত্রবলে দেশজয় হইয়াছে; অতএব, ঐ জয় দ্বারা আমাদের উপকার হওয়া সর্ব্বাগ্রে উচিত। কিন্তু ক্লাইবের মন বিচলিত হইবার নহে। তিনি তাঁহাদিগকে কিছু কিছু দিতে ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু ইহাও স্থির করিয়াছিলেন, সৈন্যের ব্যয়লাঘব করা নিতান্ত আবশ্যক। সেনাপতিরা, ক্লাইবকে আপনাদের অভিপ্রায় অনুসারে কর্ম্ম করাইবার নিমিত্ত, চক্রান্ত করিলেন। তাঁহারা, পরস্পর গোপনে পরামর্শ করিয়া, স্থির করিলেন, সকলেই এক দিনে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন।

তদনুসারে, প্রথম ব্রিগেডের সেনাপতিরা সর্ব্বাগ্রে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। ক্লাইব, এই সংবাদ পাইয়া, অতিশয় ব্যাকুল হইলেন; এবং সন্দেহ করিতে লাগিলেন, হয় ত, সমুদয় সৈন্য মধ্যে এইরূপ চক্রান্ত হইয়াছে। তিনি অনেক বার অনেক বিপদে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু এমন দায়ে কখনও ঠেকেন নাই। মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্ব্বার বাঙ্গালা দেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন; এ দিকে, ইঙ্গরেজদিগের সেনা অধ্যক্ষহীনা হইল। কিন্তু ক্লাইব, এরূপ সঙ্কটেও চলচিত্ত না হইয়া, আপন স্বভাবসিদ্ধ সাহস সহকারে, কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি মান্দ্রাজ হইতে সেনাপতি আনিবার আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। বাঙ্গালার যে যে সেনাপতি স্পষ্ট বিদ্রোহী হয়েন নাই, তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন। ক্লাইব, প্রধান প্রধান বিদ্রোহীদিগকে পদচ্যুত করিয়া, ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। এবংবিধ কাঠিন্যপ্রয়োগ দ্বারা, তিনি সৈন্যদিগকে পুনর্ব্বার বশীভূত করিয়া আনিলেন, এবং গবর্ণমেণ্টকেও এই অভূতপূর্ব্ব ঘোরতর আপদ হইতে মুক্ত করিলেন।

ক্লাইব, ভারতবর্ষে আসিয়া, বিংশতি মাসে, কোম্পানির কার্য্যের সুশৃঙ্খলার স্থাপন ও ব্যয়ের লাঘব করিলেন, তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রাপ্তি দ্বারা রাজস্ববৃদ্ধি করিয়া, প্রায় দুই কোটি টাকা বার্ষিক আয় স্থিত করিলেন, এবং সৈন্য মধ্যে যে ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহার শান্তি করিয়া, বিলক্ষণ সুরীতি স্থাপিত করিলেন। তিনি, এই সমস্ত গুরুতর পরিশ্রম দ্বারা, শারীরিক এরূপ ক্লিষ্ট হইলেন যে, স্বদেশে প্রস্থান না করিলে আর চলে না। অতএব, ১৭৬৭ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, তিনি জাহাজে আরোহণ করিলেন।

ইঙ্গরেজেরা তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন। য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীরা এ পর্য্যন্ত বাণিজ্য কার্য্যেই ব্যাপৃত ছিলেন; ভূমির করসংগ্রহ বিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সুবাদারেরা, হিন্দুদিগকে সাতিশয় সহিষ্ণুস্বভাব ও হিসাবে বিলক্ষণ নিপুণ দেখিয়া, এই সকল বিষয়ের ভার তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত রাখিতেন। ইঙ্গরেজেরা এ দেশের তাবৎ বিষয়েই অজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং, তাঁহাদিগকেও সমস্ত ব্যাপারই, পূর্ব্ব রীতি অনুসারে, প্রচলিত রাখিতে হইল। রাজা সিতাব রায়, বিহারের দেওয়ানের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, পাটনায় অবস্থিতি করিলেন; মহম্মদ রেজা খাঁ, বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া, মুরশিদাবাদে রহিলেন। প্রায় সাত বৎসর, এই রূপে রাজশাসন সম্পন্ন হয়। পরে, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, ইঙ্গরেজেরা স্বয়ং সমস্ত কার্য্যের নিবাহ করিতে আরম্ভ করেন।

এই কয় বৎসর, রাজশাসনের কোনও প্রণালী বা শৃঙ্খলা ছিল না। জমীদার ও প্রজাবর্গ, কাহাকে প্রভু বলিয়া মান্য করিবেন, তাহার কিছুই জানিতেন না। সমস্ত রাজ-কার্য্যের নির্ব্বাহের ভার নবাব ও তদীয় অমাত্যবর্গের হস্তে ছিল। কিন্তু ইঙ্গরেজেরা, এ দেশের সর্ব্বত্র, এমন প্রবল হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা, যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিলেও, রাজপুরুষেরা তাঁহাদের শাসন করিতে পারিতেন না। আর, পার্লিমেণ্টের বিধান অনুসারে, কলিকাতার গবর্ণর সাহেবেরও এমন ক্ষমতা ছিল না যে, মহারাষ্ট্রখাতের বহির্ভাগে কোনও ব্যক্তি কোনও অপরাধ করিলে, তাহার দণ্ডবিধান করিতে পারেন। ফলতঃ, ইঙ্গরেজ-দিগের দেওয়ানী প্রাপ্তির পর, সাত বৎসর, সমস্ত দেশে যার পর নাই বিশৃঙ্খলা ও অতি ভয়ানক অত্যাচার ঘটিয়াছিল।

এই রূপে, রাজশাসন বিষয়ে নিরতিশয় বিশৃঙ্খলা ঘটাতে, সমস্ত দেশে ডাকাইতীর ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সকল জিলাই ডাকাইতের দলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; তজ্জন্য, কোনও ধনবান ব্যক্তি নিরাপদে ছিলেন না। ফলতঃ, ডাকাইতীর এত বাড়াবাড়ি

হইয়াছিল যে, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, যখন কোম্পানি বাহাদুর আপন হস্তে রাজশাসনের ভার লইলেন, তখন তাঁহাদিগকে, ডাকাইতীর দমনের নিমিত্ত, অতি কঠিন আইন জারী করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, ডাকাইতকে, তাহার নিজ গ্রামে লইয়া গিয়া, ফাঁসি দেওয়া যাইবেক; তাহার পরিবার, চির কালের নিমিত্ত, রাজকীয় দাস হইবেক; এবং সেই গ্রামের সমুদয় লোককে দণ্ডভাজন হইতে হইবেক।

এই অরাজক সময়েই, অধিকাংশ ভূমি নিষ্কর হয়। সম্রাট বাঙ্গালার সমুদয় রাজস্ব ইঙ্গরেজদিগকে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহা, কলিকাতায় আদায় না হইয়া, মুরশিদাবাদে আদায় হইত। মালের কাছারীও সেই স্থানেই ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁ, রাজা দুর্লভরাম, রাজা কান্ত সিংহ, এই তিন ব্যক্তি বাঙ্গালার রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের নির্বাহ করিতেন। তাঁহারাই সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেন, এবং রাজস্ব আদায় করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতেন। তৎকালে, জমীদারেরা কেবল প্রধান করসংগ্রাহক ছিলেন। তাঁহারা, পূর্ব্বোক্ত তিন মহাপুরুষের ইচ্ছাকৃত অনবধানের গুণে, ইঙ্গরেজদিগের চক্ষু ফুটিবার পূর্ব্বে, প্রায় চল্লিশ লক্ষ বিঘা সরকারী ভূমি ব্রাহ্মণদিগকে নিষ্কর দান করিয়া, গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ টাকা ক্ষতি করেন।

লার্ড ক্লাইবের প্রস্থানের পর, বেরিলষ্ট সাহেব, ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে, বাঙ্গালার গবর্ণর হইলেন। পর বৎসর, ডিরেক্টরেরা, কর্ম্মচারীদিগের লবণ ও অন্যান্য বস্তু বিষয়ক বাণিজ্য রহিত করিবার নিমিত্ত, চূড়ান্ত হুকুম পাঠাইলেন। তাঁহারা এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, দেশীয় বাণিজ্য কেবল দেশীয় লোকেরা করিবেক; কোনও য়ুরোপীয় তাহাতে লিপ্ত থাকিতে পারিবেক না। কিন্তু, য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের বেতন অতি অল্প ছিল; এজন্য, তাঁহারা এরূপও আদেশ করিয়াছিলেন, বেতন ব্যতিরিক্ত, সরকারী খাজানা হইতে, তাহাদিগকে শতকরা আড়াই টাকার হিসাবে দেওয়া যাইবেক; সেই টাকা সমুদায় সিবিল ও মিলিটারি কর্ম্মচারীরা যথাযোগ্য অংশ করিয়া লইবেন।

ক্লাইবের প্রস্থানের পর, কোম্পানির কার্য্য সকল পুনর্ব্বার বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। আয় অনেক ছিল বটে; কিন্তু ব্যয় তদপেক্ষা অধিক হইতে লাগিল। ধনাগারে দিন দিন বিষম অনাটন হইতে আরম্ভ হইল। কলিকাতার গবর্ণর, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে, হিসাব পরিষ্কার করিয়া দেখিলেন, অনেক দেনা হইয়াছে, এবং আরও দেনা না করিলে চলে না। তৎকালে, টাকা সংগ্রহ করিবার এই রীতি ছিল, কোম্পানির য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীরা যে অর্থসঞ্চয় করিতেন, গবর্ণর সাহেব, কলিকাতার ধনাগারে তাহা জমা লইয়া,

লণ্ডন নগরে ডিরেক্টরদিগের উপর সেই টাকার বরাত পাঠাইতেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল পণ্য প্রেরিত হইত, তৎসমুদয়ের বিক্রয় দ্বারা অর্থসংগ্রহ ব্যতিরেকে, ডিরেক্টরদিগের ঐ হুণ্ডীর টাকা দিবার কোনও উপায় ছিল না। কলিকাতার গবর্ণর যথেষ্ট ধার করিতে লাগিলেন; কিন্তু, পূর্ব্ব অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে, পণ্য দ্রব্য পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন; সুতরাং, ঐ সকল হুণ্ডীর টাকা দেওয়া ডিরেক্টরদিগের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। এজন্য, তাঁহারা কলিকাতার গবর্ণরকে এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন, আর এরূপ হুণ্ডী না পাঠাইয়া, এক বৎসর, কলিকাতাতেই টাকা ধার করিয়া, কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

ইহাতে এই ফল হইল যে, সরকারী কর্ম্মচারীরা, ফরাসি, ওলন্দাজ, ও দিনামারদিগের দ্বারা, আপন আপন উপার্জ্জিত অর্থ য়ুরোপে পাঠাইতে লাগিলেন; অর্থাৎ, চন্দন নগর, চুঁচুড়া, ও শ্রীরামপুরের ধনাগারে টাকা জমা করিয়া দিয়া, বিলাতের অন্যান্য কোম্পানির নামে হুণ্ডী লইতে আরম্ভ করিলেন। উক্ত সওদাগরেরা, ঐ সকল টাকায় পণ্য দ্রব্য কিনিয়া, য়ুরোপে পাঠাইতেন; হুণ্ডীর মিয়াদ মধ্যেই, ঐ সমস্ত বস্তু তথায় পঁহুছিত ও বিক্রীত হইত। এই উপায় দ্বারা, ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিকদিগের টাকার অসঙ্গতি নিবন্ধন কোনও ক্লেশ ছিল না; কিন্তু, ইঙ্গরেজ কোম্পানি যৎপরোনাস্তি ক্লেশে পড়িলেন। ডিরেক্টরেরা নিষেধ করিলেও, কলিকাতার গবর্ণর, অগত্যা পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ঋণ করিয়া, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে, ইংলণ্ডে হুণ্ডী পাঠাইলেন; তাহাতে লণ্ডন নগরে কোম্পানির কার্য্য এক বারে উচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠিল।

নজম উদ্দৌলা, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, নবাব হইয়াছিলেন। পর বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইলে, সৈফ উদ্দৌলা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, বসন্তরোগে তাঁহার প্রাণান্ত হইলে, তদীয় ভ্রাতা মোবারিক উদ্দৌলা তৎপদে অধিরোহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বাধিকারীরা, আপন আপন ব্যয়ের নিমিত্ত, যত টাকা পাইতেন, কলিকাতার কৌন্সিলের সাহেবেরা তাঁহাকেও তাহাই দিতেন। কিন্তু ডিরেক্টরেরা, প্রতিবৎসর তাঁহাকে তত না দিয়া, ১৬ লক্ষ টাকা দিবার আদেশ করেন।

১৭৭০ খৃঃ অব্দে, ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হওয়াতে, দেশ শূন্য হইয়া গিয়াছিল। উক্ত দুর্ঘটনার সময়, দরিদ্র লোকেরা যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশভোগ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এইমাত্র কহিলে এক প্রকার বোধগম্য হইতে পারিবেক যে, ঐ দুর্ভিক্ষে দেশের প্রায় তৃতীয় অংশ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। ঐ বৎসরেই, ডিরেক্টরদিগের আদেশ অনুসারে, মুরশিদাবাদে ও পাটনায়, কৌন্সিল অব রেবিনিউ অর্থাৎ রাজস্বসমাজ স্থাপিত হয়।

তাঁহাদের এই কর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা রাজস্ব বিষয়ক তত্ত্বানুসন্ধান ও দাখিলার পরীক্ষা করিবেন। কিন্তু, রাজস্বের কার্য্যনির্বাহ, তৎকাল পর্য্যন্ত, দেশীয় লোকদিগের হস্তে ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁ মুরশিদাবাদে, ও রাজা সিতাব রায় পাটনায়, থাকিয়া পূর্ব্ববৎ কার্য্যনির্বাহ করিতেন। ভূমি সংক্রান্ত সমুদয় কাগজ পত্রে তাঁহাদের সহী ও মোহর চলিত।

বেরিলষ্ট সাহেব, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে, গবর্ণরীপদ পরিত্যাগ করাতে, কার্টিয়র সাহেব তৎপদে অধিরূঢ় হয়েন। কিন্তু, কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের অকর্ম্মণ্যতা প্রযুক্ত, কোম্পানির কার্য্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়া উঠে। ডিরেক্টরেরা, কুরীতিসংশোধন ও ব্যয়লাঘব করিবার নিমিত্ত, কলিকাতার পূর্ব্ব গবর্ণর বান্সিটার্ট, স্ক্রাফটন, কর্ণেল ফোর্ড, এই তিন জনকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু, তাঁহারা যে জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন, অন্তরীপ উত্তীর্ণ হইবার পর, আর উহার কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। সকলে অনুমান করেন, ঐ জাহাজ সমুদয় লোক সহিত সমুদ্রে মগ্ন হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কার্টিয়র সাহেব, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, গবর্ণরী পরিত্যাগ করিলে, ওয়ারন হেষ্টিংস সাহেব তৎপদে অধিরূঢ় হইলেন। হেষ্টিংস, ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে, রাজশাসন সংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, আঠার বৎসর বয়ঃক্রমকালে, এ দেশে আইসেন; এবং, গুরুতর পরিশ্রম সহকারে, এতদ্দেশীয় ভাষা ও রাজনীতি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে, ক্লাইব তাঁহাকে মুরশিদাবাদের রেসিডেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তৎকালে, গবর্ণরের পদ ভিন্ন, ইহা অপেক্ষা সম্মানের কর্ম্ম আর ছিল না। যখন বান্সিটার্ট সাহেব কলিকাতার প্রধান পদ প্রাপ্ত হয়েন, তখন কেবল হেষ্টিংস তাঁহার বিশ্বাসপাত্র ছিলেন। ১৭৬১ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে, হেষ্টিংস কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বর হন। তৎকালে, অন্য সকল মেম্বরই বান্সিটার্ট সাহেবের প্রতিপক্ষ ছিলেন; তিনিই একাকী তাঁহার মতের পোষকতা করিতেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে মান্দ্রাজ কৌন্সিলের দ্বিতীয় পদে অভিষিক্ত করেন; তিনি তথায় নানা সুনিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন; তজ্জন্য, ডিরেক্টরেরা তাঁহার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। এক্ষণে, কলিকাতার গবর্ণরের পদ

শূন্য হওয়াতে, তাঁহারা তাঁহাকে, সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, ঐ পদে অভিষিক্ত করিলেন। তৎকালে, তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

দেশীয় লোকেরা যে রাজস্ব সংক্রান্ত সমুদায় বন্দোবস্ত করেন, ইহাতে ডিরেক্টরেরা অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, আয় ক্রমে অল্প হইতেছে। অতএব, দেওয়ানী প্রাপ্তির সাত বৎসর পরে, তাঁহারা যথার্থ দেওয়ান হওয়া, অর্থাৎ রাজস্বের বন্দোবস্তের ভার আপনাদের হস্তে লইয়া য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী দ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহ করা, মনস্থ করিলেন। এই নূতন নিয়ম হেষ্টিংস সাহেবকে আসিয়াই প্রচলিত করিতে হইল। তিনি ১৩ই এপ্রিল, গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিলেন। ১৪ই মে, কৌন্সিলের সম্মতি ক্রমে, এই ঘোষণা প্রচারিত হইল যে, ইঙ্গরেজেরা স্বয়ং রাজস্বের কার্য্যনির্বাহ করিবেন; যে সকল য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীরা রাজস্বের কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাদের নাম কালেক্টর হইবেক; কিছু কালের নিমিত্ত, সমুদয় জমী ইজারা দেওয়া যাইবেক; আর, কৌন্সিলের চারি জন মেম্বর, প্রত্যেক প্রদেশে গিয়া, সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন। ইঁহারা, প্রথমে কৃষ্ণনগরে গিয়া, কার্য্যারম্ভ করিলেন। পূর্ব্বাধিকারীরা, অত্যন্ত কম নিরিখে, মালগুজারী দিতে চাহিবাতে, তাঁহারা সমুদয় জমী নীলাম করাইতে লাগিলেন। যে জমীদার অথবা তালুকদার ন্যায্য মালগুজারী দিতে সম্মত হইলেন, তিনি আপন বিষয় পূর্ব্ববৎ অধিকার করিতে লাগিলেন; আর, যিনি অত্যন্ত কম দিতে চাহিলেন, তাঁহাকে পেন্‌শন দিয়া, অধিকারচ্যুত করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে অধিকার দেওয়াইলেন। গবর্ণর স্বচক্ষে সমুদয় দেখিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে, মালের কাছারী মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনীত হইল।

এই রূপে রাজস্বকর্ম্মের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়াতে, দেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারী কর্ম্মেরও নিয়মপরিবর্ত্ত আবশ্যক হইল। প্রত্যেক প্রদেশে, এক ফৌজদারী ও এক দেওয়ানী, দুই বিচারালয় সংস্থাপিত হইল। ফৌজদারী আদালতে কালেক্টর সাহেব, কাজী, মুফতি, এই কয় জন একত্র হইয়া বিচার করিতেন। আর, দেওয়ানী আদালতেও, কালেক্টর সাহেব মোকদ্দমা করিতেন, দেওয়ান ও অন্যান্য আমলারা তাঁহার সহকারিতা করিত। মোকদ্দমার আপীল শুনিবার নিমিত্ত, কলিকাতায় দুই বিচারালয় স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে, যে স্থলে দেওয়ানী বিষয়ের বিচার হইত, তাহার নাম সদর দেওয়ানী আদালত, আর যে স্থানে ফৌজদারী বিষয়ের, তাহার নাম নিজামৎ আদালত, রহিল।

এ পর্য্যন্ত, আদালতে যত টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইত, প্রাড়্‌বিবাক তাহার চতুর্থ অংশ পাইতেন, এক্ষণে তাহা রহিত হইল; অধিক জরিমানা রহিত হইয়া গেল;

মহাজনদিগের, স্বেচ্ছাক্রমে খাতককে রুদ্ধ করিয়া, টাকা আদায় করিবার যে ক্ষমতা ছিল, তাহাও নিবারিত হইল; আর, দশ টাকার অনধিক দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ভার পরগণার প্রধান ভূম্যধিকারীর হস্তে অর্পিত হইল। ইঙ্গরেজেরা, আপনাদিগের প্রণালী অনুসারে, বাঙ্গালার শাসন করিবার নিমিত্ত, প্রথমে এই সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন।

ডিরেক্টরেরা স্থির করিয়াছিলেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁর অসৎ আচরণ দ্বারাই, বাঙ্গালার রাজস্বের ক্ষতি হইতেছে। তাঁহার পদপ্রাপ্তির দিবস অবধি, তাঁহারা তাঁহার চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ করিতেন। তাঁহারা ইহাও বিস্মৃত হয়েন নাই যে, যখন তিনি, মীর জাফরের রাজত্বসময়ে, ঢাকার চাকলায় নিযুক্ত ছিলেন; তখন, তথায় তাঁহার অনেক লক্ষ টাকা তহবীল ঘাটি হইয়াছিল। কেহ কেহ তাঁহার নামে এ অভিযোগও করিয়াছিল যে, তিনি, ১৭৭০ খৃঃ অব্দের দারুণ অকালের সময়, অধিকতর লাভের প্রত্যাশায়, সমুদায় শস্য একচাটিয়া করিয়াছিলেন। আর সকলে সন্দেহ করিত, তিনি অনেক রাজস্ব ছাপাইয়া রাখিয়াছিলেন, এবং প্রজাদিগেরও অধিক নিষ্পীড়ন করিয়াছিলেন।

যৎকালে তিনি মুরশিদাবাদে কর্ম্ম করিতেন, তখন বাঙ্গালায় তিনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন; নায়েব সুবাদার ছিলেন; সুতরাং, রাজস্বের সমুদয় বন্দোবস্তের ভার তাঁহার হস্তে ছিল; আর নায়েব নাজিম ছিলেন, সুতরাং, পুলিশেরও সমুদয় ভার তাঁহারই হস্তে ছিল। ডিরেক্টরেরা বুঝিতে পারিলেন, যত দিন তাঁহার হস্তে এরূপ ক্ষমতা থাকিবেক, কোনও ব্যক্তি তাঁহার দোষপ্রকাশে অগ্রসর হইতে পারিবেক না। অতএব, তাঁহারা এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁকে কয়েদ করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় আনিতে, এবং তাঁহার সমুদয় কাগজ পত্র আটক করিতে, হইবেক।

হেষ্টিংস সাহেব গবর্ণরের পদে অধিরূঢ় হইবার দশ দিবস পরেই, ডিরেক্টরদিগের এই আজ্ঞা তাঁহার নিকটে পঁহুছে। যৎকালে ঐ আজ্ঞা পঁহুছিল, তখন অধিক রাত্রি হইয়াছিল; এজন্য, সে দিবস তদনুযায়ী কার্য্য হইল না। পর দিন প্রাতঃকালে, তিনি, মহম্মদ রেজা খাঁকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, মুরশিদাবাদের রেসিডেন্ট মিডিল্টন সাহেবকে পত্র লিখিলেন। তদনুসারে, রেজা খাঁ, সপরিবারে, জলপথে, কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন। মিডিল্টন সাহেব তাঁহার কার্য্যের ভারগ্রহণ করিলেন। রেজা খাঁ চিতপুরে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, অকস্মাৎ এরূপ ঘটিবার কারণ জানাইবার নিমিত্ত, এক জন কৌন্সিলের মেম্বর তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইলেন। আর, হেষ্টিংস সাহেব এইরূপ পত্র লিখিলেন, আমি কোম্পানির ভৃত্য, আমাকে তাঁহাদের

আজ্ঞাপ্রতিপালন করিতে হইয়াছে; নতুবা, আপনকার সহিত আমার যেরূপ সৌহৃদ্য আছে, তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইবেক না, জানিবেন।

বিহারের নায়েব দেওয়ান রাজা সিতাব রায়েরও চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছিল; এজন্য, তিনিও কলিকাতায় আনীত হইলেন। তাঁহার পরীক্ষা অল্প দিনেই সমাপ্ত হইল। পরীক্ষায় তাঁহার কোনও দোষ পাওয়া গেল না; অতএব তিনি মান পূর্ব্বক বিদায় পাইলেন। তৎকালীন মুসলমান ইতিহাসলেখক, সরকারী কার্য্যের নির্ব্বাহ বিষয়ে, তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু ইহাও লিখিয়াছেন, প্রধানপদারূঢ় অন্যান্য লোকের ন্যায়, তিনিও, অন্যায় আচরণ পূর্ব্বক, প্রজাদিগের নিকট অধিক ধন গ্রহণ করিতেন।

অপরাধী বোধ করিয়া কলিকাতায় আনয়ন করাতে, তাঁহার যে অমর্য্যাদা হইয়াছিল, তাহার প্রতিবিধানার্থে, কিছু পারিতোষিক দেওয়া উচিত বোধ হওয়াতে, কৌন্সিলের সাহেবেরা তাঁহাকে এক মর্য্যাদাসূচক পরিচ্ছদ পুরস্কার দিলেন এবং বিহারের রায় রাইয়াঁ করিলেন। কিন্তু, অপরাধিবোধে কলিকাতায় আনয়ন করাতে, তাঁহার যে অপমানবোধ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি এক বারে ভগ্নচিত্ত হইলেন। ইঙ্গরেজেরা, এ পর্য্যন্ত, এতদ্দেশীয় যত লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহারা রাজা সিতাব রায়ের সর্ব্বদা সবিশেষ গৌরব করিতেন। তিনি এরূপ তেজস্বী ছিলেন যে, অপরাধিবোধে অধিকারচ্যুত করা, কয়েদ করিয়া কলিকাতায় আনা, এবং দোষের আশঙ্কা করিয়া পরীক্ষা করা, এই সকল অপমান তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য হইয়াছিল। ফলতঃ, পাটনা প্রতিগমন করিয়া, ঐ মনঃপীড়াতেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্র রাজা কল্যাণ সিংহ তদীয় পদে অভিষিক্ত হইলেন। পাটনা প্রদেশ, উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষাফলের নিমিত্ত, যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, রাজা সিতাব রায়ই তাহার আদিকারণ। তাঁহার উদ্যোগেই, ঐ প্রদেশে, দ্রাক্ষা ও খরমুজের চাস আরব্ধ হয়।

মহম্মদ রেজা খাঁর পরীক্ষায় অনেক সময় লাগিয়াছিল। নন্দকুমার তাঁহার দোষোদ্ঘাটক নিযুক্ত হইলেন। প্রথমতঃ স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল, অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ সপ্রমাণ হইবেক। কিন্তু, দ্বৈবার্ষিক বিবেচনার পর, নির্দ্ধারিত হইল, মহম্মদ রেজা খাঁ নির্দ্দোষ; নির্দ্দোষ হইলেন বটে, কিন্তু আর পূর্ব্ব কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন না।

নিজামতে মহম্মদ রেজা খাঁর যে কর্ম্ম ছিল, তিনি পদচ্যুত হইলে পর, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইল। নবাবকে শিক্ষা দেওয়ার ভার মণিবেগমের হস্তে অর্পিত হইল; আর, সমুদয় ব্যয়ের তত্ত্বাবধানার্থে, হেষ্টিংস সাহেব, নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসকে নিযুক্ত

করিলেন। কৌন্সিলের অধিকাংশ মেম্বর এই নিয়োগ বিষয়ে বিস্তর আপত্তি করিলেন; কহিলেন, গুরুদাস নিতান্ত বালক, তাহাকে নিযুক্ত করায়, তাহার পিতাকে নিযুক্ত করা হইতেছে; কিন্তু, তাহার পিতাকে কখনও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। হেষ্টিংস, তাঁহাদের পরামর্শ না শুনিয়া, গুরুদাসকেই নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে, ইংলণ্ডে কোম্পানির বিষয়কর্ম্ম অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল। ১৭৬৭ সালে লার্ড ক্লাইবের প্রস্থান অবধি, ১৭৭২ সালে হেষ্টিংসের নিয়োগ পর্য্যন্ত, পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষে যেমন ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, ইংলণ্ডে ডিরেক্টরদিগের কার্য্যও তেমনই বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। যৎকালে কোম্পানির দেউলিয়া হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাদৃশ সময়ে ডিরেক্টরেরা মূলধনের অধিকারীদিগকে, শতকরা সাড়ে বার টাকার হিসাবে, মুনফার অংশ দিলেন। যদি তাঁহাদের কার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতি থাকিত, তথাপি তদ্রূপ মুনফা দেওয়া, কোনও মতে, উচিত হইত না। যাহা হউক, এইরূপ পাগলামি করিয়া, ডিরেক্টরেরা দেখিলেন, ধনাগারে এক কপর্দ্দকও সম্বল নাই। তখন তাঁহাদিগকে, ইংলণ্ডের বেঙ্কে, প্রথমতঃ চল্লিশ লক্ষ, তৎপরে আর বিশ লক্ষ, টাকা ধার করিতে হইল। পরিশেষে, রাজমন্ত্রীর নিকটে গিয়া, তাঁহাদিগকে এক কোটি টাকা ধার চাহিতে হইয়াছিল।

এ পর্য্যন্ত, পার্লিমেণ্টের অধ্যক্ষেরা, ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন নাই। কিন্তু, এক্ষণে কোম্পানির বিষয়কর্ম্মের এবম্প্রকার দুরবস্থা প্রকাশিত হওয়াতে, তাঁহারা সমুদায় ব্যাপার আপনাদের হস্তে আনিতে মনন করিলেন। কোম্পানির শাসনে যে সকল অন্যায় আচরণ হইয়াছিল, তাহার পরীক্ষার্থে এক কমিটী নিয়োজিত হইল। ঐ কমিটী বিজ্ঞাপনী প্রদান করিলে, রাজমন্ত্রীরা বুঝিতে পারিলেন, সম্পূর্ণ রূপে নিয়মপরিবর্ত্ত না হইলে, কোম্পানির পরিত্রাণের উপায় নাই। তাঁহারা, সমস্ত দোষের সংশোধনার্থে, পার্লিমেণ্টে নানা প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। ডিরেক্টরেরা তদ্বিষয়ে, যত দূর পারেন, আপত্তি করিলেন; কিন্তু, তাঁহাদের অসদাচরণ এত স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল, ও তাহাতে মনুষ্য মাত্রেরই এমন ঘৃণা জন্মিয়াছিল যে, পার্লিমেণ্টের অধ্যক্ষেরা, তাঁহাদের সমস্ত আপত্তির উল্লঙ্ঘন করিয়া, রাজমন্ত্রীর প্রস্তাবিত প্রণালীরই পোষকতা করিলেন।

অতঃপর, ভারতবর্ষীয় রাজকর্ম্মের সমুদয় প্রণালী, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানেই, পরিবর্ত্তিত হইল। ডিরেক্টর মনোনীত করণের প্রণালীও কিয়ৎ অংশে পরিবর্ত্তিত হইল। ইংলণ্ডে কোম্পানির কার্য্যে যে সমস্ত দোষ ঘটিয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহার অনেক সংশোধন হইল। ইহাও আদিষ্ট হইল যে, প্রতি বৎসর, ছয় জন ডিরেক্টরকে পদ ত্যাগ করিতে

হইবেক, এবং তাঁহাদের পরিবর্ত্তে, আর ছয় জনকে মনোনীত করা যাইবেক। আর, ইহাও আদিষ্ট হইল যে, বাঙ্গালার গবর্ণর ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইবেন, অন্যান্য রাজধানীর রাজনীতিঘটিত যাবতীয় ব্যাপার তাঁহার অধীনে থাকিবেক। গবর্ণর ও কৌন্সিলের মেম্বরদিগের ক্ষমতা বিষয়ে, সর্ব্বদা বিবাদ উপস্থিত হইত; অতএব নিয়ম হইল, গবর্ণর জেনেরল ফোর্ট উইলিয়মের একমাত্র গবর্ণর ও সেনানী হইবেন। গবর্ণর জেনেরল, কৌন্সিলের মেম্বর, ও জজদিগের বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইল। এজন্য, গবর্ণর জেনেরলের আড়াই লক্ষ, ও কৌন্সিলের মেম্বরদিগের আশী হাজার টাকা, বার্ষিক বেতন নির্দ্ধারিত হইল। ইহাও আজ্ঞপ্ত হইল যে, কোম্পানির অথবা রাজার কার্য্যে নিযুক্ত কোনও ব্যক্তি উপঢৌকন লইতে পারিবেন না। আর, ডিরেক্টরদিগের প্রতি আদেশ হইল যে, ভারতবর্ষ হইতে রাজশাসন সংক্রান্ত যে সকল কাগজ পত্র আসিবেক, সে সমুদয় তাঁহারা রাজমন্ত্রিগণের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। বিচারনির্ব্বাহ বিষয়ে, এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল যে, কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট নামে এক বিচারালয় স্থাপিত হইবেক। তথায়, বার্ষিক অশীতি সহস্র মুদ্রা বেতনে, এক জন চীফ জষ্টিস, অর্থাৎ প্রধান বিচারকর্ত্তা, ও ষষ্টি সহস্র মুদ্রা বেতনে, তিন জন পিউনি জজ, অর্থাৎ কনিষ্ঠ বিচারকর্ত্তা থাকিবেন। এই জজেরা কোম্পানির অধীন হইবেন না, রাজা স্বয়ং তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন। আর, ঐ ধর্ম্মাধিকরণে, ইংলণ্ডীয় ব্যবহারসংহিতা অনুসারে, ব্রিটিশ সব্জেক্টদিগের বিবাদ-নিষ্পত্তি করা যাইবেক। পরিশেষে, এই অনুমতি হইল যে, ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্য্যের নির্ব্বাহ বিষয়ে, পার্লিমেণ্টের অধ্যক্ষেরা প্রথম এই যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন, ১৭৭৪ সালে, ১লা আগষ্ট, তদনুযায়ী কার্য্যারম্ভ হইবেক।

হেষ্টিংস সাহেব, বাঙ্গালার রাজকার্য্যনির্ব্বাহ বিষয়ে, সবিশেষ ক্ষমতাপ্রকাশ করিয়াছিলেন; এজন্য, তিনি গবর্ণর জেনেরলের পদ প্রাপ্ত হইলেন। সুপ্রীম কৌন্সিলে তাঁহার সহিত রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনার্থে, চারি জন মেম্বর নিযুক্ত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে, বারওয়েল সাহেব, বহু কাল অবধি, এতদ্দেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; আর, কর্ণেল মন্সন, সর জন ক্লবরিং, ও ফ্রান্সিস সাহেব, এই তিন জন, ইহার পূর্ব্বে, কখনও এ দেশে আইসেন নাই।

হেষ্টিংস, এই তিন নূতন মেম্বরের মান্দ্রাজে পঁহুছিবার সংবাদ শ্রবণ মাত্র, তাঁহাদিগকে এক অনুরাগসূচক পত্র লিখিলেন; তাঁহারা খাজরীতে পঁহুছিলে, কৌন্সিলের প্রধান মেম্বরকে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইলেন, এবং তাঁহার এক জন নিজ পারিষদও,

স্বাগতজিজ্ঞাসার্থে, প্রেরিত হইলেন। কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহাদের যেরূপ সমাদর হইয়াছিল, লার্ড ক্লাইব ও বান্সিটার্ট সাহেবেরও সেরূপ হয় নাই। আসিবা মাত্র, সতরটা সেলামি তোপ হয়, ও তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত, কৌন্সিলের সমুদয় মেম্বর একত্র হন। তথাপি তাঁহাদের মন উঠিল না।

তাঁহারা ডিরেক্টরদিগের নিকট এই অভিযোগ করিয়া পাঠাইলেন, আমরা সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হই নাই; আমাদের সংবর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত, সৈন্য বহিষ্কৃত করা যায় নাই; সেলামি তোপও উপযুক্ত সংখ্যায় হয় নাই; আমাদের সংবর্দ্ধনা, কৌন্সিলগৃহে না করিয়া, হেষ্টিংসের বাটীতে করা হইয়াছিল; আর, আমরা যে নূতন গবর্ণমেণ্টের অবয়ব স্বরূপ আসিয়াছি, উপযুক্ত সমারোহ পূর্ব্বক, তাহার ঘোষণা করা হয় নাই।

২০এ অক্টোবর, কৌন্সিলের প্রথম সভা হইল; কিন্তু বারওয়েল সাহেব তখন পর্য্যন্ত না পঁহুছিবাতে, সে দিবস কেবল নূতন গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা মাত্র হইল; অন্যান্য সমুদয় কর্ম্ম, আগামী সোমবার ২৪এ তারিখে বিবেচনার নিমিত্ত, রহিল। নূতন মেম্বরেরা ভারতবর্ষের কার্য্য কিছুই অবগত ছিলেন না; অতএব, সভার আরম্ভ হইলে, হেষ্টিংস সাহেব কোম্পানির সমুদয় কার্য্য যে অবস্থায় চলিতেছিল, তাহার এক সবিশেষ বিবরণ তাঁহাদের সম্মুখে ধরিলেন। কিন্তু, প্রথম সভাতেই, এমন বিবাদ উপস্থিত হইল যে, ভারতবর্ষের রাজশাসন, তদবধি প্রায় সাত বৎসর পর্য্যন্ত, অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। বারওয়েল সাহেব একাকী গবর্ণর জেনেরলের পক্ষ ছিলেন; অন্য তিন মেম্বর, সকল বিষয়ে, সর্ব্বদা, তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষেই মত দিতেন। তাঁহাদের সংখ্যা অধিক; সুতরাং, গবর্ণর জেনেরল কেবল সাক্ষিগোপাল হইলেন; কারণ, যে স্থলে বহুসংখ্যক ব্যক্তির উপর কোনও বিষয়ের ভার থাকে, তথায় মতভেদ হইলে, অধিকাংশ ব্যক্তির মত অনুসারেই, সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, সমস্ত ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তেই পতিত হইল। তাঁহাদের ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে, হেষ্টিংস এতদ্দেশে যে সকল ঘোরতর অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তৎসমুদায় সবিশেষ অবগত ছিলেন, এবং হেষ্টিংসকে অতি অপকৃষ্ট লোক স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; এজন্য, হেষ্টিংস যাহা কহিতেন, ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়া, এক বারে তাহা অগ্রাহ্য করিতেন; সুতরাং, তাঁহারা যে রাগদ্বেষশূন্য হইয়া কার্য্য করিবেন, তাহার সম্ভাবনা ছিল না।

হেষ্টিংস সাহেব, কিয়ৎ দিবস পূর্ব্বে, মিডিল্টন সাহেবকে লক্ষ্ণৌ রাজধানীতে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এক্ষণে, নূতন মেম্বররা তাঁহাকে, সে কর্ম্ম পরিত্যাগ

করিয়া, কলিকাতায় আসিতে আজ্ঞা দিলেন; আর, হেষ্টিংস সাহেব নবাবের সহিত যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সে সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহার নিকট নূতন বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। হেষ্টিংস তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন, এবং কহিলেন, এরূপ হইলে সর্ব্বত্র প্রকাশ হইবেক যে, গবর্ণমেণ্ট মধ্যে অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় লোকেরা গবর্ণরকে গবর্ণমেণ্টের প্রধান বিবেচনা করিয়া থাকে; এক্ষণে, তাঁহাকে এরূপ ক্ষমতাশূন্য দেখিলে, সহজে বোধ করিতে পারে যে, রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু, ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা, রোষ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

দেশীয় লোকেরা, অল্প কাল মধ্যে, কৌন্সিলের এবংবিধ বিবাদের বিষয় অবগত হইলেন, এবং ইহাও জানিতে পারিলেন, হেষ্টিংস সাহেব এত কাল সকলের প্রধান ছিলেন, এক্ষণে আর তাঁহার কোনও ক্ষমতা নাই। অতএব, যে সকল লোক তৎকৃত কোনও কোনও ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিল, তাহারা, ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয় মেম্বরদিগের নিকট, তাঁহার নামে অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহারাও, আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ সহকারে, তাহাদের অভিযোগ গ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময়েই, বর্দ্ধমানের অধিপতি মৃত তিলকচন্দ্রের বনিতা, স্বীয় তনয়কে সমভিব্যাহারে করিয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তিনি এই আবেদনপত্র প্রদান করিলেন, আমি, রাজার মৃত্যুর পর, কোম্পানির ইঙ্গরেজ ও দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে নয় লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়াছি, তন্মধ্যে হেষ্টিংস সাহেব ১৫০০০৲ টাকা লইয়াছিলেন। হেষ্টিংস বাঙ্গালা ও পারসীতে হিসাব দেখিতে চাহিলেন; কিন্তু রাণী কিছুই দেখাইলেন না। কোনও ব্যক্তিকে সম্মান দান করা এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের প্রধান ব্যক্তির অধিকার ছিল; কিন্তু হেষ্টিংসের বিপক্ষেরা, তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া, আপনারা শিশু রাজাকে খেলাত দিলেন।

অতি শীঘ্র শীঘ্র, হেষ্টিংসের নামে ভূরি ভূরি অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। এক জন এই বলিয়া দরখাস্ত দিল যে, হুগলীর ফৌজদার বৎসরে ৭২০০০৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন; তন্মধ্যে তিনি হেষ্টিংস সাহেবকে ৩৬০০০৲ ও তাঁহার দেওয়ানকে ৪০০০৲ টাকা দেন। আমি বার্ষিক, ৩২০০০৲ টাকা পাইলেই, ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারি। উপস্থিত অভিযোগ গ্রাহ্য করিয়া, সাক্ষ্য লওয়া গেল। হেষ্টিংসের বিপক্ষ মেম্বরেরা কহিলেন, যথেষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। তদনুসারে, ফৌজদার পদচ্যুত হইলেন। অন্য এক ব্যক্তি, ন্যূন বেতনে, ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু অভিযোক্তার কিছুই হইল না।

এক মাস অতীত না হইতেই, আর এই এক অভিযোগ উপস্থিত হইল, মণিবেগম নয় লক্ষ টাকার হিসাব দেন নাই। পীড়াপীড়ি করাতে, বেগম কহিলেন, হেষ্টিংস সাহেব যখন আমাকে নিযুক্ত করিতে আইসেন, আমোদ উপলক্ষে ব্যয় করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা উৎকোচ দিয়াছি। হেষ্টিংস কহিলেন, আমি ঐ টাকা লইয়াছি বটে, কিন্তু সরকারী হিসাবে খরচ করিয়া, কোম্পানির দেড় লক্ষ টাকা বাঁচাইয়াছি। হেষ্টিংস সাহেবের এই হেতুবিন্যাস কাহারও মনোনীত হইল না।

এক্ষণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইল, অভিযোগ করিলেই গ্রাহ্য হইতে পারে। এই সুযোগ দেখিয়া, নন্দকুমার হেষ্টিংসের নামে এই অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লইয়া, মণিবেগমকে ও আমার পুত্র গুরুদাসকে, মুরশিদাবাদে নবাবের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে, নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা প্রস্তাব করিলেন, সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত, নন্দকুমারকে কৌন্সিলের সম্মুখে আনীত করা যাউক। হেষ্টিংস উত্তর করিলেন, আমি যে সভার অধিপতি, তথায় আমার অভিযোক্তাকে আসিতে দিব না; বিশেষতঃ, এমন বিষয়ে অপদার্থ ব্যক্তির ন্যায় সম্মত হইয়া, গবর্ণর জেনেরলের পদের অমর্য্যাদা করিব না; এই সমস্ত ব্যাপার সুপ্রীম কোর্টে প্রেরণ করা যাউক। ইহা কহিয়া, হেষ্টিংস, গাত্রোত্থান করিয়া, কৌন্সিলগৃহ হইতে চলিয়া গেলেন; বারওয়েল সাহেবও তাঁহার অনুগামী হইলেন।

তাঁহাদের প্রস্থানের পর, ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা নন্দকুমারকে কৌন্সিলগৃহে আহ্বান করিলে, তিনি এক পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, মণিবেগম যখন যাহা ঘুস দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে এই পত্র লিখিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে, বেগম গবর্ণমেণ্টে এক পত্র লিখিয়াছিলেন; সর জন ডাইলি সাহেব, নন্দকুমারের পঠিত পত্রের সহিত মিলাইবার নিমিত্ত, ঐ পত্র বাহির করিয়া দিলেন। মোহর মিলিল, হস্তাক্ষরের ঐক্য হইল না। যাহা হউক, কৌন্সিলের মেম্বরেরা নন্দকুমারের অভিযোগ যথার্থ বলিয়া স্থির করিলেন এবং হেষ্টিংসকে ঐ টাকা ফিরিয়া দিতে কহিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কোনও মতে সম্মত হইলেন না।

এই বিষয়ের নিষ্পত্তি না হইতেই, হেষ্টিংস নন্দকুমারের নামে, চক্রান্তকারী বলিয়া, সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। এই অভিযোগের কিছু দিন পরেই, কামাল উদ্দীন নামে এক জন মুসলমান এই অভিযোগ উপস্থিত করিল, নন্দকুমার এক কাগজে আমার নাম জাল করিয়াছেন। সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, উক্ত অভিযোগ গ্রাহ্য করিয়া, নন্দকুমারকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা জজদিগের নিকট

বারংবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, জামীন লইয়া নন্দকুমারকে কারাগার হইতে মুক্ত করিতে হইবেক। কিন্তু জজেরা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা অস্বীকার করিলেন। বিচারের সময় উপস্থিত হইলে, জজেরা ধর্ম্মাসনে অধিষ্ঠান করিলেন; জুরীরা নন্দকুমারকে দোষী নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন; জজেরা নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে, তাঁহার ফাঁসি হইল।

যে দোষে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারে, নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হইল, তাহা যদি তিনি যথার্থই করিয়া থাকেন, সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইবার ছয় বৎসর পূর্ব্বে করিয়াছিলেন; সুতরাং, তৎসংক্রান্ত অভিযোগ, কোনও ক্রমে, সুপ্রীম কোর্টের গ্রাহ্য ও বিচার্য্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ, যে আইন অনুসারে এই সুবিচার হইল, ন্যায়পরায়ণ হইলে, প্রধান জজ সর ইলাইজা ইম্পি, কদাচ উপস্থিত ব্যাপারে, ঐ আইনের মর্ম্ম অনুসারে, কর্ম্ম করিতেন না। কারণ, ঐ আইন ভারতবর্ষীয় লোকদিগের বিষয়ে প্রচলিত হইবেক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ফলতঃ, নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড ন্যায়মার্গ অনুসারে বিহিত হইয়াছে, ইহা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

এতদ্দেশীয় লোকেরা, এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনে, এক বারে হতবুদ্ধি হইলেন। কলিকাতাবাসী ইঙ্গরেজেরা প্রায় সকলেই গবর্ণর জেনেরলের পক্ষ ও তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন; তাঁহারাও, অবিচারে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ ও বিরাগপ্রদর্শন করিয়াছিলেন।

নন্দকুমার এতদ্দেশের এক জন অতি প্রধান লোক ছিলেন। ইঙ্গরেজদিগের সৌভাগ্যদশা উদিত হইবার পূর্ব্বে, তাঁহার এরূপ আধিপত্য ছিল যে, ইঙ্গরেজেরাও, বিপদ পড়িলে, সময়ে সময়ে, তাঁহার আনুগত্য করিতেন ও শরণাগত হইতেন। নন্দকুমার দুরাচার ছিলেন, যথার্থ বটে; কিন্তু, ইম্পি ও হেষ্টিংস তাঁহা অপেক্ষা অধিক দুরাচার, তাহার সন্দেহ নাই।

নন্দকুমার, হেষ্টিংসের নামে, নানা অভিযোগ উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস দেখিলেন, নন্দকুমার জীবিত থাকিতে তাঁহার ভদ্রস্থতা নাই; অতএব, যে কোনও উপায়ে, উঁহার প্রাণবধ করা নিতান্ত আবশ্যক। তদনুসারে, কামাল উদ্দীনকে উপলক্ষ করিয়া, সুপ্রীম কোর্টে পূর্ব্বোক্ত অভিযোগ উপস্থিত করেন। ধর্ম্মাসনারূঢ় ইম্পি, গবর্ণর জেনেরলের পদারূঢ় হেষ্টিংসের পরিতোষার্থে, এক বারেই ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান ও ন্যায় অন্যায় বিবেচনায় শূন্য হইয়া, নন্দকুমারের প্রাণবধ করিলেন। হেষ্টিংস, তিন চারি বৎসর

পরে, এক পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহাতে ইম্পিকৃত এই মহোপকারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল। ঐ পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল, এক সময়ে, ইম্পির আনুকূল্যে, আমার সৌভাগ্য ও সম্ভ্রম রক্ষা পাইয়াছে। এই লিখন দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতে পারে, নন্দকুমার হেষ্টিংসের নামে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, সে সমস্ত অমূলক নহে; আর, সুপ্রীম কোর্টের অবিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড না হইলে, তিনি সে সমুদায় সপ্রমাণও করিয়া দিতেন; সেই ভয়েই হেষ্টিংস, ইম্পির সহিত পরামর্শ করিয়া, নন্দকুমারের প্রাণবধসাধন করেন।

মহম্মদ রেজা খাঁর পরীক্ষার ফলিতার্থের সংবাদ ইংলণ্ডে পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা কহিলেন, আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, মহম্মদ রেজা খাঁ সম্পূর্ণ নিরপরাধ। অতএব, তাঁহারা, নবাবের সাংসারিক কর্ম্ম হইতে গুরুদাসকে বহিষ্কৃত করিয়া, তৎপদে মহম্মদ রেজা খাঁকে নিযুক্ত করিতে আদেশপ্রদান করিলেন।

সুপ্রীম কৌন্সিলের সাহেবেরা দেখিলেন, তাঁহাদের এমন অবসর নাই যে, কলিকাতা সদর নিজামৎ আদালতে স্বয়ং অধ্যক্ষতা করিতে পারেন। এজন্য, পূর্ব্বপ্রণালী অনুসারে, পুনর্ব্বার, ফৌজদারী আদালত ও পুলিসের ভার এক জন দেশীয় লোকের হস্তে সমর্পিত করিতে মানস করিলেন। তদনুসারে, ঐ আদালত কলিকাতা হইতে মুরশিদাবাদে নীত হইল, এবং মহম্মদ রেজা খাঁ তথাকার প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়

ক্রমে ক্রমে রাজস্বের বৃদ্ধি হইতে পারিবেক, এই অভিপ্রায়ে, ১৭৭২ সালে, পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত, জমী সকল ইজারা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম বৎসরেই দৃষ্ট হইল, জমীদারেরা যত কর দিতে সমর্থ, তাহার অধিক ইজারা লইয়াছেন। খাজানা, ক্রমে ক্রমে, বিস্তর বাকী পড়িল। ফলতঃ, এই পাঁচ বৎসরে, এক কোটি আঠার লক্ষ টাকা রেহাই দিয়াও, ইজারদারদিগের নিকট এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব বাকী রহিল; তন্মধ্যে, অধিকাংশেরই আদায় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব, কৌন্সিলের উভয় পক্ষীয়েরাই, নূতন বন্দোবস্তের নিমিত্ত, এক এক প্রণালী প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু ডিরেক্টরেরা উভয়ই অগ্রাহ্য করিলেন। ১৭৭৭ সালে, পাট্টার মিয়াদ গত হইলে, ডিরেক্টরেরা, এক

বৎসরের নিমিত্ত, ইজারা দিতে আজ্ঞা করিলেন। এইরূপ বৎসরে বৎসরে ইজারা দিবার নিয়ম, ১৭৮২ সাল পর্য্যন্ত, প্রবল ছিল।

১৭৭৬ সালে, সেপ্টেম্বর মাসে, কর্ণেল মন্সন সাহেবের মৃত্যু হইল; সুতরাং, তাঁহার পক্ষের দুই জন মেম্বর অবশিষ্ট থাকাতে, হেষ্টিংস সাহেব কৌন্সিলে পুনর্ব্বার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন; কারণ, সমসংখ্য স্থলে, গবর্ণর জেনেরলের মতই বলবৎ হইত।

১৭৭৮ সালের শেষ ভাগে, নবাব মুবারিক উদ্দৌলা, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, এই প্রার্থনায় কলিকাতার কৌন্সিলে পত্র লিখিলেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁ আমার সহিত সর্ব্বদা কর্কশ ব্যবহার করেন; অতএব, ইঁহাকে স্থানান্তরিত করা যায়। তদনুসারে, হেষ্টিংস সাহেবের মতক্রমে, তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, নায়েব সুবাদারের পদ রহিত করা গেল, এবং নবাবের রক্ষণাবেক্ষণ এবং আয় ও ব্যয়ের পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যের ভার মণিবেগমের হস্তে অর্পিত হইল। ডিরেক্টরেরা এই বন্দোবস্তে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং অতি ত্বরায় এই আদেশ পাঠাইলেন, নায়েব সুবাদারের পদ পুনর্ব্বার স্থাপিত করিয়া, তাহাতে মহম্মদ রেজা খাঁকে নিযুক্ত, ও মণিবেগমকে পদচ্যুত, করা যায়।

১৭৭৮ খৃঃ অব্দে, বাঙ্গালা অক্ষরে সর্ব্বপ্রথম এক পুস্তক মুদ্রিত হয়। অসাধারণ-বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন হালহেড সাহেব, সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, এতদ্দেশে আসিয়া, ভাষাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি যেরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে কোনও য়ুরোপীয় সেরূপ শিখিতে পারেন নাই। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, রাজকার্য্যনির্ব্বাহের ভার য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের হস্তে অর্পিত হইলে, হেষ্টিংস সাহেব বিবেচনা করিলেন, এতদ্দেশীয় ব্যবহারশাস্ত্রে তাঁহাদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পরে, তদীয় আদেশে ও আনুকূল্যে, হালহেড সাহেব, হিন্দু ও মুসলমানদিগের সমুদয় ব্যবহারশাস্ত্র দৃষ্টে, ইঙ্গরেজী ভাষাতে এক গ্রন্থ সঙ্কলিত করেন। ঐ গ্রন্থ, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে, মুদ্রিত হয়। তিনি সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে, বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়াছিলেন; এবং বোধ হয়, ইঙ্গরেজদের মধ্যে, তিনিই প্রথমে এই ভাষায় বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে, তিনি বাঙ্গালাভাষায় এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। উহাই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ। তৎকালে রাজধানীতে ছাপার যন্ত্র ছিল না; উক্ত গ্রন্থ হুগলীতে মুদ্রিত হইল। বিখ্যাত চার্লস উইল্কিন্স সাহেব এ দেশের নানা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি অতিশয় শিল্পদক্ষ ও বিলক্ষণ উৎসাহশালী ছিলেন। তিনিই সর্ব্বাগ্রে, স্বহস্তে খুদিয়া ও ঢালিয়া, বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। ঐ অক্ষরে তাঁহার বন্ধু হালহেড সাহেবের ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়।

সুপ্রীম কোর্ট নামক বিচারালয়ের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে, অনেক বৎসর পর্য্যন্ত, দেশের পক্ষে অনেক অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। ঐ বিচারালয়, ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে, স্থাপিত হয়। কোম্পানির রাজশাসনের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক ছিল না। ভারতবর্ষে আসিবার সময়, জজদের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, প্রজাদিগের উপর ঘোরতর অত্যাচার হইতেছে; সুপ্রীম কোর্ট তাহাদের ক্লেশনিবারণের এক মাত্র উপায়। তাঁহারা, চাঁদপাল ঘাটে, জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, দেশীয় লোকেরা রিক্ত পদে গমনাগমন করিতেছে। তখন তাঁহাদের মধ্যে এক জন কহিতে লাগিলেন, দেখ ভাই! প্রজাদের ক্লেশের পরিসীমা নাই; আবশ্যক না হইলে আর সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয় নাই। আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, আমাদের কোর্ট ছয় মাস চলিলেই, এই হতভাগ্যদিগকে জুতা ও মোজা পরাইতে পারিব।

ব্রিটিস সব্জেক্ট, অর্থাৎ ভারতবর্ষবাসী সমুদয় ইঙ্গরেজ, ও মহারাষ্ট্রখাতের অন্তর্বর্ত্তী সমস্ত লোক, ঐ কোর্টের এলাকার মধ্যে ছিলেন। আর ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, যে সকল লোক, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায়, কোম্পানি অথবা ব্রিটিস সব্জেক্টের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেক, তাহারাও ঐ বিচারালয়ের অধীন হইবেক। সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, এই বিধি অবলম্বন করিয়া, এতদ্দেশীয় দূরবর্ত্তী লোকদিগের বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কহিতেন, যে সকল লোক কোম্পানিকে কর দেয়, তাহারাও কোম্পানির চাকর। পার্লিমেণ্টের অত্যন্ত ত্রুটি হইয়া ছিল যে, কোর্টের-ক্ষমতার বিষয় স্পষ্ট রূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দেন নাই। তাঁহারা, এক দেশের মধ্যে, পরস্পরনিরপেক্ষ অথচ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, দুই পরাক্রম স্থাপিত করিয়া, সাতিশয় অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে, উভয় পক্ষের পরস্পর বিবাদানল বিলক্ষণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সুপ্রীম কোর্টের কার্য্যারম্ভ হইবা মাত্র, তথাকার বিচারকেরা আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। যদি কোনও ব্যক্তি, ঐ আদালতে গিয়া, শপথ করিয়া বলিত, অমূক জমীদার আমার টাকা ধারেন, তিনি শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইলেও, তাঁহার নামে তৎক্ষণাৎ পরোয়ানা বাহির হইত, এবং কোনও ওজর না শুনিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া জেলখানায় রাখা যাইত; পরিশেষে, আমি সুপ্রীম কোর্টের অধীন নহি, এই বাক্য বারংবার কহিলেই, সে ব্যক্তি অব্যাহতি পাইতেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার যে ক্ষতি ও অপমান হইত, তাহার কোনও প্রতিবিধান হইত না। এই কুরীতির দোষ, অল্প কাল মধ্যেই, প্রকাশ পাইতে লাগিল। যে সকল প্রজা ইচ্ছা পূর্ব্বক কর দিত না; তাহারা,

জমীদার ও তালুকদারদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কলিকাতায় লইয়া যাইতে দেখিয়া, রাজস্ব দেওয়া এক বারেই রহিত করিল। প্রথম বৎসর, সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, সকল জিলাতেই, এইরূপ পরোয়ানা পাঠাইয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে, দেশ মধ্যে, সমুদয় লোকেরই চিত্তে যৎপরোনাস্তি ত্রাস ও উদ্বেগের সঞ্চার হইল। জমীদারেরা, এই ঘোরতর নূতন বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। যে আইন অনুসারে, তাঁহারা বিচারার্থে কলিকাতায় আনীত হইতেন, তাঁহারা তাহার কিছুই জানিতেন না।

সুপ্রীম কোর্ট, ক্রমে ক্রমে, এরূপ ক্ষমতাবিস্তার করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে রাজস্ব আদায়ের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। তৎকালে রাজস্ব কার্য্যের ভার প্রবিন্সল কোর্ট অর্থাৎ প্রদেশীয় বিচারালয়ের প্রতি অর্পিত ছিল। পূর্ব্বাবধি এই রীতি ছিল, জমীদারেরা করদান বিষয়ে অন্যথাচরণ করিলে, তাঁহাদিগকে কয়েদ করিয়া আদায় করা যাইত। এই পুরাতন নিয়ম, তৎকাল পর্য্যন্ত, প্রবল ও প্রচলিত ছিল। সুপ্রীম কোর্ট এ বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। করদানে অমনোযোগী ব্যক্তিরা এই রূপে কয়েদ হইলে, সকলে তাহাদিগকে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিতে পরামর্শ দিত। তাহারাও, আপীল করিবা মাত্র, জামীন দিয়া খালাস পাইত। জমীদারেরা দেখিলেন, সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত করিলেই, আর কয়েদ থাকিতে হয় না; অতএব, সকলেই কর দেওয়া রহিত করিলেন। এই রূপে রাজস্বসংগ্রহ প্রায় একপ্রকার রহিত হইয়া আসিল।

সুপ্রীম কোর্ট ক্রমে সর্ব্বপ্রকার বিষয়েই হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন। মফঃসলের ভূমিসংক্রান্ত মোকদ্দমাও তথায় উপস্থিত হইতে লাগিল; এবং জজেরাও, জিলা আদালতে কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, ইচ্ছাক্রমে ডিক্রী দিতে ও হুকুম জারী করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে, ইজারদার অঙ্গীকৃত কর দিতে অসম্মত হইলে, তাহার ইজারা বিক্রীত হইত। কিন্তু সে, নূতন ইজারদারকে সুপ্রীম কোর্টে আনিয়া, তাহার সর্ব্বনাশ করিত। জমীদার কোনও বিষয় কিনিলে, যোত্রহীনেরা সুপ্রীম কোর্টে তাঁহার নামে নালিশ করিত, এবং তিনি আইনমতে খাজানা আদায় করিয়াছেন, এই অপরাধে, দণ্ডনীয় ও অবমানিত হইতেন।

সুপ্রীম কোর্ট প্রদেশীয় ফৌজদারী আদালতের উপরেও ক্ষমতাপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল আদালতের কার্য্য মুরশিদাবাদের নবাবের হস্তে রাখিয়াছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের জজেরা কহিলেন, নবাব মুবারিক উদ্দৌলা সাক্ষিগোপাল মাত্র, সে কিসের রাজা, তাহার সমুদয় রাজ্য মধ্যে আমাদের অধিকার। নবাব ইংলণ্ডের

অধিপতির অথবা ইংলণ্ডের আইনের অধীন ছিলেন না; তথাপি সুপ্রীম কোর্ট তাঁহার নামে পরোয়ানা জারী করা ন্যায্য বিবেচনা করিলেন। জজেরা স্পষ্টই বলিতেন, রাজশাসন অথবা রাজস্বকার্য্যের সহিত যে যে বিষয়ের সম্পর্ক আছে, আমরা সে সমুদয়েরই কর্ত্তা; যে ব্যক্তি আমাদের আজ্ঞালঙ্ঘন করিবেক, ইংলণ্ডের আইন অনুসারে, তাহার দণ্ডবিধান করিব। কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের অবিচার ও অত্যাচার হইতে দেশীয় লোকদিগের পরিত্রাণ করিবার জন্য, এই বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে; এত অধিক ক্ষমতাবিশিষ্ট না হইলে, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে না। ফলতঃ, সুপ্রীম কোর্টকে সর্ব্বপ্রধান ও সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টকে অকিঞ্চিৎকর করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

উপরি লিখিত বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ একটি দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা উল্লিখিত হইতেছে।

পাটনানিবাসী এক ধনবান মুসলমান, আপন পত্নী ও ভ্রাতৃপুত্র রাখিয়া, পরলোক-যাত্রা করেন। এইরূপ জনরব হইয়াছিল যে, ধনী ভ্রাতৃপুত্রকে দত্তক পুত্র করিয়া যান। ধনীর পত্নী ও ভ্রাতৃপুত্র উভয়ে, ধনাধিকার বিষয়ে বিবদমান হইয়া, পাটনার প্রবিন্সল কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। জজেরা, কার্য্যনির্ব্বাহের প্রচলিত রীতি অনুসারে, কাজী ও মুফতীকে ভার দেন যে, তাঁহারা, সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়া, মুসলমানদিগের সরা অনুসারে, মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন। তদনুসারে, তাঁহারা অনুসন্ধান দ্বারা, অবগত হইলেন, বাদী ও প্রতিবাদী যে সকল দলীল দেখায়, সে সমুদায় জাল; তাহাদের এক ব্যক্তিও প্রকৃত উত্তরাধিকারী নহে; সুতরাং, ঐ সম্পত্তির বিভাগ সরা অনুসারে করা আবশ্যক। তাঁহারা, তদীয় সমস্ত ধনের চতুর্থ অংশ তাঁহার পত্নীকে দিয়া, অবশিষ্ট বার আনা তাঁহার ভ্রাতাকে দিলেন। এই ভ্রাতার পুত্রকে ধনী দত্তক করিয়া যান।

ঐ অবীরা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিল। এই মোকদ্দমা যে স্পষ্টই সুপ্রীম কোর্টের এলাকার বহির্ভূত, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জজেরা, আপনাদের অধিকারভুক্ত করিবার নিমিত্ত, কহিলেন, মৃত ব্যক্তি সরকারী জমা রাখিত, সুতরাং সে কোম্পানির কর্ম্মকারক; সমুদয় সরকারী কর্ম্মকারকের উপর আমাদের অধিকার আছে। তাঁহারা ইহাও কহিলেন, ইংলণ্ডের আইন অনুসারে, পাটনার প্রবিন্সল জজদিগের এরূপ ক্ষমতা নাই যে, তাঁহারা কোনও মোকদ্দমা, নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত, কাহাকেও সোপর্দ্দ করিতে পারেন। অতএব তাঁহারা স্থির করিলেন, এই মোকদ্দমার সানি তজবীজ আবশ্যক। পরে, তাঁহাদের বিচারে ঐ অবীরার পক্ষে জয় হইল, এবং সে তিন লক্ষ টাকা পাইল।

তাঁহারা এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, এমন নহে; কাজী, মুফতী, ও ধনীর ভ্রাতৃপুত্রকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত, এক জন সারজন পাঠাইলেন; কহিয়া দিলেন, যদি চারি লক্ষ টাকার জামীন দিতে পারে, তবেই ছাড়িবে, নতুবা গ্রেপ্তার করিয়া আনিবে। কাজী আপন কাছারী হইতে বাটী যাইতেছেন, এমন সময়ে, সুপ্রীম কোর্টের লোক তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল।

এইরূপ ব্যাপার দর্শনে প্রজাদের অন্তঃকরণে অবশ্যই বিরুদ্ধ ভাব জন্মিতে পারে; এই নিমিত্ত, প্রবিন্সল কোর্টের জজেরা অতিশয় ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা লোপ পাইল, এবং রাজকার্য্যনির্ব্বাহ এক বারেই রহিত হইল। অনন্তর, আর অধিক অনিষ্ট না ঘটে, এজন্য তাঁহারা তৎকালে কাজীর জামীন হইলেন।

যে যে ব্যক্তি, প্রবিন্সল কোর্টের হুকুম অনুসারে, ঐ মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিলেন, সুপ্রীম কোর্ট তাঁহাদের সকলকেই অপরাধী করিলেন, এবং, সকলকেই রুদ্ধ করিয়া আনিবার নিমিত্ত, সিপাই পাঠাইয়া দিলেন; কাজী বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কলিকাতায় আসিবার কালে, পথি মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল। মুফতীও অন্যূন চারি বৎসর জেলে থাকিলেন; পরিশেষে, পার্লিমেণ্টের আদেশ অনুসারে, মুক্তি পাইলেন। তাঁহাদের অপরাধ এই, তাঁহারা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের সম্পাদন করিয়াছিলেন।

জজেরা, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া, প্রবিন্সল কোর্টের জজের নামেও সুপ্রীম কোর্টে নালিশ উপস্থিত করিয়া, তাঁহার ১৫০০০ টাকা দণ্ড করিলেন; ঐ টাকা কোম্পানির ধনাগার হইতে দত্ত হইল।

সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, ফৌজদারী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি বিষয়ে, যে রূপে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত তাহার এক উত্তম দৃষ্টান্ত। সুপ্রীম কোর্টের এক য়ুরোপীয় উকীল ঢাকায় থাকিতেন। এক জন সামান্য পেয়াদা কোনও কুকর্ম্ম করাতে, ঐ নগরের ফৌজদারী আদালতে তাহার নামে নালিশ হয়। তাহার দোষ সপ্রমাণ হইলে, এই আদেশ হইল, সে ব্যক্তি যাবৎ না আত্মদোষের ক্ষালন করে, তাবৎ তাহারে কারাগারে রুদ্ধ থাকিতে হইবেক।

সকলে, তাহাকে পরামর্শ দিয়া, সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত করাইল। অনন্তর, পেয়াদাকে অকারণে রুদ্ধ করিয়াছে, এই সূত্র ধরিয়া, সুপ্রীম কোর্টের এক জন জজ, ফৌজদারী আদালতের দেওয়ানকে কয়েদ করিয়া আনিবার নিমিত্ত, পরোয়ানা বাহির

করিলেন। ফৌজদার, আপন বন্ধুবর্গ ও আদালতের আমলাগণ লইয়া, বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত য়ুরোপীয় উকীল এক জন বাঙ্গালিকে তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি, বাটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক, তাঁহার দেওয়ানকে কয়েদ করিবার উপক্রম করিল; কিন্তু, সকলে প্রতিবাদী হওয়ায়, তাহাকে আপন মনিবের নিকট ফিরিয়া যাইতে হইল। উকীল, এই বৃত্তান্ত শুনিবা মাত্র, কতকগুলি অস্ত্রধারী পুরুষ সঙ্গে লইয়া, বল পূর্ব্বক ফৌজদারের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যম করিলেন। সেই বাটীতে ফৌজদারের পরিবার থাকিত, এজন্য তিনি তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তাহাতে ভয়ানক দাঙ্গা উপস্থিত হইল। উকীলের এক জন অনুচর, ফৌজদারের পিতার মস্তকে আঘাত করিল; এবং উকীলও নিজে, এক পিস্তল বাহির করিয়া, ফৌজদারের সম্বন্ধীকে গুলি করিলেন; কিন্তু, দৈবযোগে, তাহা মারাত্মক হইল না। সুপ্রীম কোর্টের জজ হাউড সাহেব, এই ব্যাপার শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ ঢাকার সৈন্যাধ্যক্ষকে লিখিয়া পাইলেন, আপনি উকীলের সাহায্য করিবেন; আর ইহাও লিখিলেন, আপনি উকীলকে জানাইবেন, তিনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের যথেষ্ট তুষ্টি জন্মিয়াছে; সুপ্রীম কোর্ট তাঁহার যথোচিত সহায়তা করিবেন। ঢাকার প্রবিন্সল কৌন্সিলের সাহেবেরা গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরকে পত্র লিখিলেন, ফৌজদারী আদালতের সমুদয় কার্য্য এক কালে স্থগিত হইল; এরূপ অত্যাচারের পর, সরকারী কর্ম্মের নির্ব্বাহ করিতে আর লোক পাওয়া দুষ্কর হইবেক। গবর্ণর জেনেরল ও কৌন্সিলের মেম্বরেরা দেখিলেন, সুপ্রীম কোর্ট হইতেই গবর্ণমেণ্টের সমুদয় ক্ষমতা লোপ পাইল। কিন্তু, কোনও প্রকারে, তাঁহাদের সাহস হইল না যে, কোনও প্রতিবিধান করেন। জজেরা বলিতেন, আমরা ইংলণ্ডেশ্বরের নিযুক্ত; কোম্পানির সমুদয় কর্ম্মকারক অপেক্ষা আমাদের ক্ষমতা অনেক অধিক; যে সকল ব্যক্তি আমাদের আজ্ঞালঙ্ঘন করিবেক, তাহাদিগকে রাজবিদ্রোহীর দণ্ড দিব। যাহা হউক, পরিশেষে এমন এক বিষয় ঘটিয়া উঠিল যে, উভয় পক্ষকেই পরস্পর স্পষ্ট বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

কাশিজোড়ার রাজার কলিকাতাস্থ কর্ম্মাধ্যক্ষ কাশীনাথ বাবু, ১৭৭৯ সালের ১৩ই আগষ্ট, রাজার নামে সুপ্রীম কোর্টে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। তাহাতে রাজার উপর এক পরোয়ানা বাহির হইল, এবং তিন লক্ষ টাকার জামীন চাহা গেল। সেই পরোয়ানা এড়াইবার নিমিত্ত, রাজা অন্তর্হিত হওয়াতে, উহা জারী না হইয়া ফিরিয়া আসিল। তদনন্তর, তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি ক্রোক করিবার জন্য, আর এক

পরোয়ানা বাহির হইল। সরিফ সাহেব, ঐ ব্যাপারের সমাধা করিবার নিমিত্ত, এক জন সারজন ও ষাটি জন অস্ত্রধারী পুরুষ পাঠাইয়া দিলেন।

রাজা গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেন, সুপ্রীম কোর্টের লোকেরা আসিয়া আমার লোক জনকে প্রহার ও আঘাত করিয়াছে, বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, জিনিস পত্র লুঠ করিয়াছে, দেবালয় অপবিত্র করিয়াছে, দেবতার অঙ্গ হইতে আভরণ খুলিয়া লইয়াছে, খাজানা আদায় বন্ধ করিয়াছে, এবং রাইয়তদিগকে খাজানা দিতে মানা করিয়াছে।

গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সিলের বৈঠকে এই নির্দ্ধার্য্য করিলেন, অতঃপর সতর্ক হওয়া উচিত; এমন সকল বিষয়েও ক্ষান্ত থাকিলে, রাজশাসনের এক কালে লোপাপত্তি হয়; অনন্তর, রাজাকে সুপ্রীম কোর্টের আজ্ঞাপ্রতিপালন করিতে নিষেধ করিয়া, তিনি মেদিনীপুরের সেনাপতিকে এই আজ্ঞাপত্র লিখিলেন, তুমি সরিফের লোক সকল আটক করিবে। এই আজ্ঞা পঁহুছিতে অধিক বিলম্ব হওয়ায়, তাহাদের দৌরাত্ম্য ও রাজার বাটীলুঠের নিবারণ হইতে পারিল না; কিন্তু ফিরিয়া আসিবার কালে সকলে কয়েদ হইল।

সেই সময়ে গবর্ণর জেনেরল এরূপ আদেশও করিলেন যে, যে সমুদয় জমীদার, তালুকদার, ও চৌধুরী ব্রিটিস সব্‌জেক্ট অথবা বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ নহেন, তাঁহারা যেন সুপ্রীম কোর্টের আজ্ঞাপ্রতিপালন না করেন; আর, প্রদেশীয় সেনাধ্যক্ষদিগকে নিষেধ করিলেন, আপনারা সৈন্য দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের সাহায্য করিবেন না।

সারজন ও তাঁহাদের সঙ্গী লোকদিগের কয়েদ হইবার সংবাদ সুপ্রীম কোর্টে পঁহুছিবা মাত্র, জজেরা, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রথমতঃ কোম্পানির উকীলকে, তুমি সংবাদ দিয়াছ, তাহাতেই আমাদের লোক সকল কয়েদ হইল, এই বলিয়া জেলখানায় পুরিয়া চাবি দিয়া রাখিলেন। পরিশেষে, গবর্ণর জেনেরল ও কৌন্সিলের মেম্বরদিগের নামেও এই বলিয়া সমন করিলেন যে, আপনারা কাশীনাথ বাবুর মোকদ্দমা উপলক্ষে, সুপ্রীম কোর্টের লোকদিগকে রুদ্ধ করিয়া, কোর্টের হুকুম অমান্য করিয়াছেন। কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব স্পষ্ট উত্তর দিলেন, আমরা, আপন পদের ক্ষমতা অনুসারে, যে কর্ম্ম করিয়াছি, সে বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের হুকুম মান্য করিব না। এই ব্যাপার ১৭৮০ সালের মার্চ্চ মাসে ঘটে।

এই সময়ে কলিকাতাবাসী সমুদয় ইঙ্গরেজ ও স্বয়ং গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, সুপ্রীম কোর্টের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রার্থনায়, পার্লিমেণ্টে এক আবেদনপত্র

পাঠাইলেন। এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা হইয়া, নূতন আইন জারী হইল। তাহাতে, সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, সমস্ত দেশের উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইবার নিমিত্ত, যে ঔদ্ধত্য করিতেন, তাহা রহিত হইয়া গেল।

এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বেই, হেষ্টিংস সাহেব জজদিগের বদনে মধুদান করিয়া, সুপ্রীম কোর্টকে ঠাণ্ডা করিয়াছিলেন। তিনি চীফ জষ্টিস সর ইলাইজা ইম্পি সাহেবকে, মাসিক ৫০০০ টাকা বেতন দিয়া, সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ করেন, এবং আফিশের ভাড়া বলিয়া, মাসে ৬০০ টাকা দিতে আরম্ভ করেন; আর, এক জন ছোট জজকে, চুঁচুড়ায় এক নূতন কর্ম্ম দিয়া, বড় মানুষ করিয়া দেন। ইহার পর কিছু কাল, সুপ্রীম কোর্টের কোনও অত্যাচার শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

এই সময়ে, হেষ্টিংস সাহেব, দেশীয় বিচারালয়ের অনেক সুধারা করিলেন; দেওয়ানী মোকদ্দমা শুনিবার নিমিত্ত, নানা জিলাতে দেওয়ানী আদালত স্থাপিত করিলেন; প্রবিন্সল কোর্টে কেবল রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যের ভার রাখিলেন। চীফ জষ্টিস, সদর দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মে বসিয়া, জিলা আদালতের কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে কতকগুলি আইন প্রস্তুত করিলেন। এই রূপে, ক্রমে ক্রমে, নব্বইটি আইন প্রস্তুত হয়। ঐ মূল অবলম্বন করিয়াই, কিয়ৎ কাল পরে, লার্ড কর্ণওয়ালিস দেওয়ানী আইন প্রস্তুত করেন।

সর ইলাইজা ইম্পি সাহেবের সদর দেওয়ানীতে কর্ম্মস্বীকারের সংবাদ ইংলণ্ডে পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা, অত্যন্ত অসন্তোষপ্রদর্শন পূর্ব্বক, ঐ বিষয় অস্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, হেষ্টিংস, কেবল শান্তিরক্ষার্থেই, তদ্বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন। রাজমন্ত্রীরাও, সদর দেওয়ানীতে কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া, সর ইলাইজা ইম্পি সাহেবকে, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিতে আদেশ দিলেন, এবং তিনি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সর গিলবর্ট এলিয়ট সাহেব তাঁহার অভিযোক্তা নিযুক্ত হইলেন। ইনিই, কিছু কাল পরে, লার্ড মিণ্টো নামে, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়াছিলেন।

১৭৮০ সালের ১৯এ জানুয়ারি, কলিকাতায় এক সংবাদপত্র প্রচারিত হইল; তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষে উহা কখনও দৃষ্ট হয় নাই।

হেষ্টিংস সাহেব, ইহার পর চারি বৎসর, বাঙ্গালার কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া, বারাণসী ও অযোধ্যার রাজকার্য্যের বন্দোবস্ত, মহীসূরের রাজা হায়দর আলির সহিত যুদ্ধ, ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশে সন্ধিস্থাপন, ইত্যাদি কার্য্যেই অধিকাংশ ব্যাপৃত রহিলেন। তিনি

অযোধ্যা ও বারাণসীতে যে সমস্ত ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে সমুদয় প্রচারিত হওয়াতে, ইংলণ্ডে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষগণের সম্মতি না হওয়াতে, তিনি স্বপদেই থাকিলেন। হেষ্টিংস, ১৭৮৪ সালের শেষ ভাগে, আর এক বার অযোধ্যাযাত্রা করিলেন। ১৭৮৫ সালের আরম্ভে, তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি আপন পদের উত্তরাধিকারী মেকফর্সন সাহেবের হস্তে ত্রেজরি ও ফোর্ট উইলিয়মের চাবি সমর্পণ করিলেন, এবং, জাহাজে আরোহণ করিয়া, জুন মাসে, ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন।

১৭৮৪ সালে, এই দেশের পরম হিতকারী ক্লীবলণ্ড সাহেবের মৃত্যু হয়। তিনি, অতি অল্প বয়সে, সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, ভারতবর্ষে আইসেন। পঁহুছিবার পরেই, ভাগলপুর অঞ্চলের সমস্ত রাজকার্য্যের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হয়। এই প্রদেশের দক্ষিণ অংশে এক পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহার অধিত্যকাতে অসভ্য পুলিন্দজাতিরা বাস করিত। সন্নিকৃষ্ট জাতিরা সর্ব্বদাই তাহাদের উপর অত্যাচার করিত; তাহারাও, সময়ে সময়ে পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া, অত্যাচারীদিগের সর্ব্বস্বলুণ্ঠন করিত। ক্লীবলণ্ড, তাহাদের অবস্থার সংশোধন বিষয়ে, নিরতিশয় যত্নবান হইয়াছিলেন; এবং যাহাতে তাহারা সুখী হইতে পারে, সাধ্যানুসারে তাহার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার এই প্রয়াস সম্পূর্ণ রূপে সফল হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল; পার্ব্বতীয় অসভ্য পুলিন্দজাতিরাও, সভ্য জাতির ন্যায়, শান্তস্বভাব হইয়া উঠিল।

আবাদ না থাকাতে, ঐ প্রদেশের জল বায়ু অতিশয় পীড়াকর ছিল। তাহাতে ক্লীবলণ্ড সাহেব, শারীরিক অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া, স্বাস্থ্যলাভের প্রত্যাশায়, সমুদ্রযাত্রা করিলেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার উনত্রিংশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম ছিল। ডিরেক্টরেরা তদীয় সদ্‌গুণে এমন প্রীত ছিলেন যে, তাঁহার স্মরণার্থে সমাধিস্তম্ভনির্ম্মাণের আদেশপ্রদান করিলেন। তিনি যে অসভ্য অকিঞ্চন পার্ব্বতীয়দিগকে সভ্য করিয়াছিলেন, তাহারাও অনুমতি লইয়া, তদীয় গুণগ্রামের চিরস্মরণীয়তাসম্পাদনার্থে, এক কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত করিল। এতদ্দেশীয় লোকেরা, ইহার পূর্ব্বে, আর কখনও, কোনও য়ুরোপীয়ের স্মরণার্থে, কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত করেন নাই।

১৭৮৩ সালে, সর উইলিয়ম জোন্স, সুপ্রীম কোর্টের জজ হইয়া, এতদ্দেশে আগমন করেন। তিনি, বিদ্যানুশীলন দ্বারা, স্বদেশে বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার

ভারতবর্ষে আসিবার মুখ্য অভিপ্রায় এই যে, তিনি এতদ্দেশের আচার, ব্যবহার, পুরাবৃত্ত, ও ধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিতে পারিবেন। তিনি, এ দেশে আসিয়াই, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পড়াইবার নিমিত্ত পণ্ডিত পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। তৎকালীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা ম্লেচ্ছজাতিকে পবিত্র সংস্কৃত ভাষা অথবা শাস্ত্রীয় বিষয়ে উপদেশ দিতে সম্মত হইতেন না। অনেক অনুসন্ধানের পর, এক জন উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ বৈদ্য, মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতনে, তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষা শিখাইতে সম্মত হইলেন। সর উইলিয়ম জোন্স, স্বল্প দিনেই, উক্ত ভাষায় এমন ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন যে, অনায়াসে, ইঙ্গরেজীতে শকুন্তলা নাটকের ও মনুসংহিতার অনুবাদ করিতে পারিলেন।

তিনি, ১৭৮৪ সালে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ভাষা, শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধানের অভিপ্রায়ে, কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি নামক এক সভা স্থাপিত করিলেন। যে সকল লোক, এ বিষয়ে, তাঁহার ন্যায়, একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, তাঁহারা এই সোসাইটির মেম্বর হইলেন। হেষ্টিংস সাহেব এই সভার প্রথম অধিপতি হয়েন, এবং, প্রগাঢ় অনুরাগ সহকারে, সভার সভ্যগণের উৎসাহবর্দ্ধন করেন। সর উইলিয়ম জোন্সের তুল্য সর্ব্বগুণাকর ইঙ্গরেজ এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আইসেন নাই। তিনি, এতদ্দেশে, দশ বৎসর বাস করিয়া, উনপঞ্চাশ বর্ষ বয়ঃক্রমে, পরলোকযাত্রা করেন।

১৭৮৩ সালে, কোম্পানির কার্য্যনির্ব্বাহপ্রণালী পার্লিমেণ্টের গোচর হইলে, প্রধান অমাত্য ফক্স সাহেব, ভারতবর্ষীয় রাজশাসন বিষয়ে, এক নূতন প্রণালী প্রস্তুত করিলেন। ঐ প্রণালী স্বীকৃত হইলে, ভারতবর্ষে কোম্পানির কোনও সংস্রব থাকিত না। কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বর তাহাতে সম্মত হইলেন না। প্রধান অমাত্য ফক্স সাহেব পদচ্যুত হইলেন। উইলিয়ম পিট সাহেব, তাঁহার পরিবর্ত্তে, প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর মাত্র। কিন্তু তিনি, রাজকার্য্যনির্ব্বাহ বিষয়ে, অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় রাজশাসনের এক নূতন প্রণালী প্রস্তুত করিলেন। ঐ প্রণালী, পার্লিমেণ্টে ও রাজসমীপে, উভয়ত্রই স্বীকৃত হইল।

এ পর্য্যন্ত, ডিরেক্টরেরাই এতদ্দেশীয় সমস্ত কার্য্যের নির্ব্বাহ করিতেন ; রাজমন্ত্রীরা কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু, ১৭৮৪ সালে, পিট সাহেবের প্রণালী প্রচলিত হইলে, ভারতবর্ষীয় সমস্ত বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত, বোর্ড অব কণ্ট্রোল নামে

এক সমাজ স্থাপিত হইল। রাজা স্বয়ং এই বোর্ডের সমুদয় মেম্বর নিযুক্ত করিতেন। কোম্পানির বাণিজ্য ভিন্ন, ভারতবর্ষীয় সমস্ত বিষয়েই তাঁহাদের হস্তার্পণের অধিকার হইল।

অষ্টম অধ্যায়

হেষ্টিংস সাহেব মেকফর্সন সাহেবের হস্তে গবর্ণমেণ্টের ভারার্পণ করিয়া যান। ডিরেক্টরেরা, তাঁহার প্রস্থানসংবাদ অবগত হইবা মাত্র, লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবকে, গবর্ণর জেনেরল ও কমাণ্ডর ইন চীফ, উভয় পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কর্ণওয়ালিস পুরুষানুক্রমে বড় মানুষের সন্তান, ঐশ্বর্য্যশালী, ও অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন; এবং, পৃথিবীর নানা স্থানে নানা প্রধান প্রধান কর্ম্ম করিয়া, সকল বিষয়েই বিশেষরূপ পারদর্শী হইয়াছিলেন।

তিনি, ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে, ভারতবর্ষে পঁহুছিলেন। যে সকল বিবাদ উপস্থিত থাকাতে, হেষ্টিংস সাহেবের শাসন অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছিল, লার্ড কর্ণওয়ালিসের নামে ও প্রবল প্রতাপে, সে সমুদয়ের সত্বর নিষ্পত্তি হইল। তিনি, সাত বৎসর, নির্ব্বিবাদে, রাজশাসন কার্য্য সম্পন্ন করিলেন; অনন্তর, মহীসূরের অধিপতি হায়দর আলির পুত্র টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন; পরিশেষে, সুলতানের প্রার্থনায়, তাঁহার রাজ্যের অনেক অংশ ও যুদ্ধের সমুদয় ব্যয় লইয়া, সন্ধিস্থাপন করিলেন।

লার্ড কর্ণওয়ালিস, বাঙ্গালা ও বিহারের রাজস্ব বিষয়ে, যে বন্দোবস্ত করেন, তাহা দ্বারাই ভারতবর্ষে তাঁহার নাম বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছে। ডিরেক্টরেরা দেখিলেন, রাজস্বসংগ্রহ বিষয়ে নিত্য নূতন বন্দোবস্ত করাতে, দেশের পক্ষে অনেক অপকার হইতেছে। তাঁহারা বোধ করিলেন, প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল, আমরা দেওয়ানী পাইয়াছি, এত দিনে আমাদের য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীরা, অবশ্যই, ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, রাজা ও প্রজা উভয়েরই হানিকর না হয়, এমন কোনও দীর্ঘকালস্থায়ী ন্যায্য বন্দোবস্ত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের নিতান্ত বাসনা হইয়াছিল, চির কালের নিমিত্ত একবিধ রাজস্ব

নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু লার্ড কর্ণওয়ালিস দেখিলেন, তৎকাল পর্য্যন্ত, এ বিষয়ের কিছুই নিশ্চিত জানিতে পারা যায় নাই; অতএব, অগত্যা, পূর্ব্বপ্রচলিত বার্ষিক বন্দোবস্তই আপাততঃ বজায় রাখিলেন।

ঐ সময়ে, তিনি, কতকগুলি প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া, এই অভিপ্রায়ে, কালেক্টর সাহেবদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা ঐ সকল প্রশ্নের যে উত্তর লিখিবেন, তদ্দ্বারা ভূমির রাজস্ব বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। তাঁহারা যে বিজ্ঞাপনী দিলেন, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর; অতি অকিঞ্চিৎকর বটে; কিন্তু, তৎকালে, তদপেক্ষায় উত্তম পাইবার কোনও আশা ছিল না। অতএব, কর্ণওয়ালিস, আপাততঃ দশ বৎসরের নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিয়া, এই ঘোষণা করিলেন, যদি ডিরেক্টরেরা স্বীকার করেন, তবে ইহাই চিরস্থায়ী করা যাইবেক। অনন্তর, বিখ্যাত সিবিল সরবেণ্ট জন শোর সাহেবের প্রতি, রাজস্ব বিষয়ে, এক নূতন প্রণালী প্রস্তুত করিবার ভার অর্পিত হইল। তিনি উক্ত বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ ও নিপুণ ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ে তাঁহার নিজের মত ছিল না; তথাপি তিনি ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই দশসালা বন্দোবস্তে ইহাই নির্দ্ধারিত হইল, এ পর্য্যন্ত যে সকল জমীদার কেবল রাজস্বসংগ্রহ করিতেছেন; অতঃপর, তাঁহারাই ভূমির স্বামী হইবেন; প্রজারা তাঁহাদের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিবেক।

দেশীয় কর্ম্মচারীরা রাজস্ব সংক্রান্ত প্রায় সমুদায় পুরাতন কাগজপত্র নষ্ট করিয়াছিল; অবশিষ্ট যাহা পাওয়া গেল, সমুদয়ের পরীক্ষা করিয়া, এবং ইতিপূর্ব্বে কয়েক বৎসরে যাহা আদায় হইয়াছিল, তাহার গড় ধরিয়া, কর নির্দ্ধারিত করা গেল। গবর্ণমেণ্ট এরূপও ঘোষণা করিয়া দিলেন, নিষ্কর ভূমির সহিত এ বন্দোবস্তের কোনও সম্পর্ক নাই; কিন্তু আদালতে ঐ সকল ভূমির দলীলের পরীক্ষা করা যাইবেক; যে সকল ভূমির দলীল অকৃত্রিম হইবেক, সে সমুদয় বাহাল থাকিবেক; আর কৃত্রিম বোধ হইলে, তাহা বাতিল করিয়া, ভূমি সকল বাজেয়াপ্ত করা যাইবেক।

এই সমুদয় প্রণালী ডিরেক্টরদিগের সমাজে সমর্পিত হইলে, তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইলেন এবং ঐ বন্দোবস্তই নির্দ্ধারিত ও চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত, কর্ণওয়ালিস সাহেবকে অনুমতি দিলেন। তদনুসারে, ১৭৯৩ সালের ২২এ মার্চ্চ, এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল যে, বাঙ্গালা ও বিহারের রাজস্ব ৩১০৮৯১৫০ টাকা, ও বারাণসীর রাজস্ব ৪০০০৬১৫ টাকা, চির কালের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে, বাঙ্গালা দেশের যে সবিশেষ উপকার দর্শিয়াছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এরূপ না হইয়া, যদি, পূর্ব্বের ন্যায়, রাজস্ব বিষয়ে নিত্য নূতন পরিবর্ত্তের প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে, এ দেশের কখনই মঙ্গল হইত না। কিন্তু ইহাতে দুই অমঙ্গল ঘটিয়াছে; প্রথম এই যে, ভূমি ও ভূমির মূল্য নিশ্চিত না জানিয়া, বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; তাহাতে কোনও কোনও ভূমিতে অত্যন্ত অধিক, কোনও কোনও ভূমিতে অতি সামান্য, কর নির্দ্ধারিত হইয়াছে; দ্বিতীয় এই যে, সমুদয় ভূমি যখন বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া গেল, তখন যে সকল প্রজারা, আবাদ করিয়া, চির কাল, ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিল, নূতন ভূম্যধিকারীদিগের স্বেচ্ছাচার হইতে তাহাদের পরিত্রাণের কোনও বিশিষ্ট উপায় নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই।

১৭৯৩ সালে, বাঙ্গালার শাসন নিমিত্ত আইন প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে যে যে আইন প্রচলিত করা গিয়াছিল, লার্ড কর্ণওয়ালিস সে সমুদয়ের একত্র সঙ্কলন করিলেন, এবং সংশোধন ও অনেক নূতন আইনের যোগ করিয়া, তাহা এক গ্রন্থের আকারে প্রচারিত করিলেন। ইহাই উত্তরকালীন যাবতীয় আইনের মূলস্বরূপ। ১৭৯৩ সালের আইন সকল এরূপ সহজ, ও তাহাতে এরূপ গুণবত্তা প্রকাশিত হইয়াছে যে তৎপ্রণেতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। ঐ সমুদয় আইন দেশীয় কতিপয় ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।

তৎকালে ফরষ্টর সাহেব সর্ব্বাপেক্ষায় উত্তম বাঙ্গালা জানিতেন; তিনি, বাঙ্গালা ভাষায়, ঐ সমুদয় আইনের অনুবাদ করেন। এই সাহেব, কিঞ্চিৎ কাল পরে, বাঙ্গালা ভাষায়, সর্ব্বপ্রথম, এক অভিধান প্রস্তুত করেন। পারসী ভাষায় সবিশেষ নিপুণ এডমনষ্টন সাহেব, ঐ ভাষাতে, আইনের তরজমা করেন। এই অনুবাদ এমন উত্তম হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট, সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে দশ হাজার টাকা পারিতোষিক দেন। এই সমস্ত আইন অনুসারে, বিচারালয়ে যে সকল প্রথা প্রচলিত হয়, তাহা প্রায় চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল থাকে। পরে, দেশীয় লোকদিগকে বিচার সংক্রান্ত উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করা নির্দ্ধারিত হওয়াতে, তাহার কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত হয়।

লার্ড কর্ণওয়ালিস বিচারালয়ে পাঁচ সোপান স্থাপিত করেন। প্রথম, মুন্সেফ ও সদর আমীন; দ্বিতীয়, রেজিষ্টর; তৃতীয়, জিলা জজ; চতুর্থ, প্রবিন্সল কোর্ট; পঞ্চম, সদর দেওয়ানী আদালত। তিনি এই অভিপ্রায়ে সমুদয় সিবিল সরবেণ্টদিগের বেতনবৃদ্ধি করিয়া দিলেন যে, আর তাঁহারা উৎকোচগ্রহণের লোভ করিবেন না। কিন্তু বিচারালয়ের দেশীয়

কর্ম্মচারীদিগের বেতন পূর্ব্ববৎ অতি সামান্যই রহিল। উচ্চপদাভিষিক্ত য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বে কতিপয় শত টাকা মাত্র মাসিক বেতন পাইতেন; কিন্তু, এক্ষণে তাঁহারা অনেক সহস্র টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে, দেশীয় লোকেরা উচ্চ উচ্চ বেতন পাইয়া আসিয়াছিলেন। ফৌজদার বৎসরে যাটি সত্তর হাজার টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইতেন; এক এক সুবার নায়েব দেওয়ান বার্ষিক নয় লক্ষ টাকার ন্যূন বেতন পাইতেন না। কিন্তু, ১৭৯৩ সালে, দেশীয় লোকদিগের অত্যুচ্চ বেতন এক শত টাকার অধিক ছিল না।

লার্ড কর্ণওয়ালিস রাজশাসন দৃঢ়ীভূত করিয়াছেন, এবং, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা, দেশীয় লোকদিগের মঙ্গল করিয়াছেন। দেশীয় লোকেরা, তাঁহার দয়ালুতা ও বিজ্ঞতার নিমিত্ত, যে কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অপাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই। ডিরেক্টরেরা, তাঁহার অসাধারণগুণদর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, ইণ্ডিয়া হৌসে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করেন, এবং, ভারতবর্ষপরিত্যাগদিবস অবধি বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত, তাঁহার বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন।

২৮এ অক্টোবর, সর জন শোর সাহেব গবর্ণর জেনেরলের পদে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি, সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, অতি অল্প বয়সে, ভারতবর্ষে আগমন করেন; কিন্তু, অল্প দিনের মধ্যেই, অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রগাঢ় বিবেচনাশক্তি দ্বারা, বিখ্যাত হইয়া উঠেন। দশসালা বন্দোবস্তের সময়, তিনি রাজস্ব বিষয়ে এক উৎকৃষ্ট পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। ঐ পাণ্ডুলেখ্যে এমন প্রগাঢ় বিদ্যা ও দূরদর্শিতা প্রদর্শিত হয় যে, উহা ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিট সাহেবের সম্মুখে উপনীত হইলে, তিনি তদ্দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হন, এবং, ডিরেক্টরদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পরামর্শ পূর্ব্বক স্থির করেন যে, লার্ড কর্ণওয়ালিসের পরে, ইহাকেই গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিতে হইবেক।

তাঁহার নিয়োগের পর বৎসর, অতি প্রসিদ্ধ বিদ্যাবান্, সুপ্রীম কোর্টের অপক্ষপাতী জজ, সর উইলিয়ম জোন্স, আটচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, কালগ্রাসে পতিত হন। সর জন শোর সাহেবের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ছিল। শোর সাহেব, তদীয় জীবনবৃত্তান্তের সঙ্কলন করিয়া, এক উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রস্তুত ও প্রচারিত করেন।

১৭৯৫ সালে, নবাব মুবারিক উদ্দৌলার মৃত্যু হইলে, তদীয় পুত্র নাজির উলমুলুক মুরশিদাবাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। কিন্তু, তৎকালে, মুরশিদাবাদের নবাব নিযুক্ত করা অতি সামান্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল; অতএব, এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবেক, পিতা যেরূপ মাসহারা পাইতেন, পুত্রও সেইরূপ পাইতে লাগিলেন।

সর জন শোর সাহেব, নির্ব্বিরোধে, পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, কর্ম্মপরিত্যাগের প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার অধিকারকালে, বাঙ্গালা দেশে লিখনোপযুক্ত কোনও ব্যাপার ঘটে নাই। কিন্তু, তদীয় শাসনকাল শেষ হইবার সময়ে, এক ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল। সৈন্যেরা অসন্তোষের চিহ্ন দর্শাইতে লাগিল। ঐ সময়ে, মহীসূরের অধিপতি টিপু সুলতান, সৈন্য দ্বারা আনুকূল্য পাইবার প্রার্থনায়, ফরাসিদিগের নিকট বারংবার আবেদন করিতে লাগিলেন। গত যুদ্ধে ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে যেরূপ খর্ব্ব করিয়াছিলেন, তাহা তিনি, এক নিমিষের নিমিত্তও, ভুলিতে পারেন নাই; অহোরাত্র, কেবল বৈরনির্যাতনের উপায়চিন্তা করিতেন। তিনি এমন আশা করিয়াছিলেন, ফরাসিদিগের সাহায্য লইয়া, ইঙ্গরেজদিগকে এক বারে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিবেন। ডিরেক্টরেরা, এই সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, স্থির করিলেন যে, এমন সময়ে কোনও বিচক্ষণ ক্ষমতাপন্ন লোককে গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান উচিত। অনন্তর, তাঁহারা লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবকে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষীয় রাজশাসনের ভারগ্রহণার্থ অনুরোধ করিলেন; এবং তিনিও তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

কিন্তু, আসিবার সমুদয় আয়োজন হইয়াছে, এমন সময়ে তিনি আয়র্লণ্ডে রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হইলেন। ডিরেক্টরেরা, বিলম্ব না করিয়া, লার্ড ওয়েলেসলিকে গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ইহারই নামান্তর লার্ড মর্নিঙ্গটন। এই লার্ড বাহাদুর লার্ড কর্ণওয়ালিস মহোদয়ের ভ্রাতার নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন; এবং, সবিশেষ অনুরাগ ও পরিশ্রম সহকারে, ভারতবর্ষীয় রাজনীতি বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি, ১৭৯৮ সালের ১৮ই মে, কলিকাতায় পঁহুছিলেন। গোলযোগের সময়ে, যেরূপ দূরদৃষ্টি, পরাক্রম, ও বিজ্ঞতা সহকারে কার্য্য করা আবশ্যক, সে সমুদায়ই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষীয় শাসনকার্য্যের ভারগ্রহণ করিবা মাত্র, ইঙ্গরেজদিগের সাম্রাজ্যবিষয়ক সমস্ত আশঙ্কা এক বারে অন্তর্হিত হইল।

তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, টাকা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; সৈন্য সকল একে অকর্ম্মণ্য, তাহাতে আবার অসন্তুষ্ট হইয়া আছে; উত্তরে সিন্ধিয়া, দক্ষিণে টিপু সুলতান, পূর্ণ শত্রু হইয়া, বিভীষিকা দর্শাইতেছেন; ফরাসিদিগের, দিন দিন, ভারতবর্ষে বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব বাড়িতেছে। তিনি, অতি ত্বরায়, সৈন্য সকল সম্যক্ কর্ম্মণ্য করিয়া তুলিলেন; যে সকল ফরাসিসেনাপতি, বহু সৈন্য সহিত, হায়দরাবাদে বাস করিতেছিলেন,

তাঁহাদিগকে দূরীভূত করিলেন; আর, তাঁহারা যে সকল সৈন্যের সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সমুদয়ের শ্রেণীভঙ্গ করিয়া দিলেন; তাহাদের পরিবর্ত্তে, সেই স্থানে ইঙ্গরেজী সেনা স্থাপিত করিলেন; এবং, এক বারেই, টিপুর সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করিয়া দিলেন। সমুদয় শত্রু মধ্যে, তিনিই অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজের কৌন্সিলের সাহেবেরা, লার্ড ওয়েলেসলির মতের পোষকতা না করিয়া, বরং তাঁহার প্রতিকূলবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তিনি, অবিলম্বে, মান্দ্রাজে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের তাদৃশ ব্যবহারের নিমিত্ত যথোচিত তিরস্কার করিয়া, স্বয়ং সমস্ত বিষয়ের নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; এবং, সত্বর সৈন্যসংগ্রহ করিয়া, ১৭৯৯ খৃঃ অব্দের ২৭এ মার্চ্চ, টিপু সুলতানকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত, সৈন্যপ্রেরণ করিলেন। টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন, মে মাসের চতুর্থ দিবসে, ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইল। এই যুদ্ধে টিপু প্রাণত্যাগ করিলেন। হায়দরপরিবারের রাজ্যাধিকার শেষ হইল। ডিরেক্টরেরা, এই সংগ্রামের সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরকে বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র টাকার পেনশন প্রদান করিলেন।

লার্ড ওয়েলেসলি, সিবিল সরবেণ্টদিগকে দেশীয় ভাষায় নিতান্ত অজ্ঞ দেখিয়া, ১৮০০ খৃঃ অব্দে, কলিকাতায় কালেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। সিবিলেরা ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় পঁহুছিলে, তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে হইত। তাঁহারা যাবৎ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতেন, তাবৎ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। এই বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে, কতিপয় পুস্তক সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইল। এই বিদ্যালয়ের সংস্থাপনসংবাদ ডিরেক্টরদিগের নিকটে পঁহুছিলে, তাঁহারা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু, বহুব্যয়সাধ্য হইয়াছে বলিয়া, সকল বিষয়ের সংক্ষেপ করিতে আজ্ঞাপ্রদান করিলেন।

১৮০৩ খৃঃ অব্দে, লার্ড ওয়েলেসলি বাহাদুরকে সিন্ধিয়া ও হোলকারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এই দুই পরাক্রান্ত রাজা, অল্প দিনেই, পরাজিত ও খর্ব্বীকৃত হইলেন। তাঁহাদের রাজ্যের অনেক অংশ ইঙ্গরেজদিগের সাম্রাজ্যে যোজিত হইল। সেপ্টেম্বর মাসে, ইঙ্গরেজেরা মুসলমানদিগের প্রাচীন রাজধানী দিল্লীনগর প্রথম অধিকার করিলেন। পূর্ব্বে, মহারাষ্ট্রীয়েরা দিল্লীশ্বরের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। এক্ষণে, ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে সম্রাটের পদে পুনঃ স্থাপিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রভুশক্তি রহিল না। তিনি কেবল বার্ষিক পনর লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে নাগপুরের রাজার সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, লার্ড ওয়েলেসলি বাহাদুর, অবিলম্বে, উড়িষ্যায় সৈন্যপ্রেরণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়াতে, ১৮০৩ খৃঃ অব্দে, সেপ্টেম্বরের অষ্টাদশ দিবসে, ইঙ্গরেজদিগের সেনা জগন্নাথের মন্দির অধিকার করিল। তদবধি সমুদয় উড়িষ্যা দেশ পুনরায় বাঙ্গালারাজ্যের অন্তর্ভূত হইল। ৪৮ বৎসর পূর্ব্বে, আলিবর্দ্দি খাঁ, আপন অধিকারের শেষ বৎসরে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে এই দেশ সমর্পণ করেন। ইঙ্গরেজেরা, পুরীর পুরোহিতদিগের প্রতি, অতিশয় দয়া ও সমাদর প্রদর্শন করিলেন এবং পুরী সংক্রান্ত আয় ব্যয় প্রভৃতি তাবৎ ব্যাপারই, পূর্ব্ববৎ, তাঁহাদিগকে আপন বিবেচনা অনুসারে সম্পন্ন করিতে কহিলেন। কিন্তু, তিন বৎসর পরে, ইঙ্গরেজেরা, করবৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে, মন্দিরের অধ্যক্ষতাগ্রহণ, ও নিজের লোক দ্বারা করসংগ্রহ করিতে আরম্ভ, করিলেন। ঐ সংগৃহীত ধনের কিয়দংশ মাত্র দেবসেবায় নিয়োজিত হইত, অবশিষ্ট সমুদয় কোম্পানির ধনাগারে প্রবেশ করিত।

বহুকাল অবধি ব্যবহার ছিল, পিতা মাতা, গঙ্গাসাগরে গিয়া, শিশু সন্তান সাগরজলে নিক্ষিপ্ত করিতেন। তাঁহারা এই কর্ম্ম ধর্ম্মবোধে করিতেন বটে; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার কোনও বিধি নাই। গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, এই নৃশংস ব্যবহার একেবারে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, ১৮০২ সালের ২০এ আগষ্ট, এক আইন জারী করিলেন, ও তাহার পোষকতার নিমিত্ত, গঙ্গাসাগরে এক দল সিপাই পাঠাইয়া দিলেন। তদবধি এই নৃশংস ব্যবহার এক বারে রহিত হইয়া গিয়াছে।

লার্ড ওয়েলেসলি এই মহারাজ্যের প্রায় তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি করেন, এবং, রাজস্ববৃদ্ধি করিয়া, পনর কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা স্থিত করেন। কিন্তু, তিনি নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকাতে, রাজস্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ঋণেরও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। ডিরেক্টরেরা, তাঁহার এরূপ যুদ্ধবিষয়ক অনুরাগ দর্শনে, যৎপরোনাস্তি অসন্তোষপ্রকাশ করিলেন, এবং যাহাতে শান্তিসংস্থাপন পূর্ব্বক রাজশাসন সম্পন্ন হয়, এমন কোনও উপায় অবলম্বন করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ ব্যগ্র হইলেন।

লার্ড ওয়েলেসলি দেখিলেন, আর তাঁহার উপর ডিরেক্টরদিগের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নাই। এজন্য, তিনি, তাঁহাদের লিখিত পত্রের উত্তর লিখিয়া, কর্ম্মপরিত্যাগ করিলেন; এবং, ১৮০৫ খৃঃ অব্দের শেষে, ইংলণ্ডগমনার্থ জাহাজে আরোহণ করিলেন।

ডিরেক্টরেরা, ক্ষতিস্বীকার করিয়াও, শান্তিস্থাপন ও ব্যয়লাঘব করা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবকে পুনর্ব্বার গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিলেন।

তৎকালে তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং, জাহাজে আরোহণ করিয়া, ১৮০৫ খৃঃ অব্দের ৩০এ জুলাই, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি, কালবিলম্ব না করিয়া, ভারতবর্ষীয় ভূপতিদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার নিমিত্ত, পশ্চিম অঞ্চলে গমন করিলেন। কিন্তু তিনি পশ্চিম অভিমুখে যত গমন করিতে লাগিলেন, ততই শারীরিক দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন; পরিশেষে, গাজীপুরে উপস্থিত হইয়া, ঐ বৎসরের ৫ই অক্টোবর, কলেবরপরিত্যাগ করিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা, তাঁহার উপর আপনাদের অনুরাগ দর্শাইবার নিমিত্ত, তাঁহার পুত্রকে চারি লক্ষ টাকা উপহার দিলেন।

কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর সর জর্জ বার্লো সাহেব গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে এই উচ্চ পদে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু রাজমন্ত্রীরা কহিলেন, এই পদে লোক নিযুক্ত করা আমাদের অধিকার। এই বিষয়ে বিস্তর বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। পরিশেষে, লার্ড মিণ্টোকে গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করাতে, সে সমুদয়ের মীমাংসা হইয়া গেল। সর জর্জ বার্লো সাহেবের অধিকারকালে, গবর্ণমেণ্ট শ্রীক্ষেত্রযাত্রী-দিগের নিকট মাসুল আদায়ের, ও মন্দিরের অধ্যক্ষতার, ভার স্বহস্তে লইয়াছিলেন। যাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধির নিমিত্ত, নানা উপায় করা হইয়াছিল। ইহাতে রাজস্বের যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। তৎকালে এই যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, উহা প্রায় ত্রিশ বৎসরের অধিক প্রবল থাকে।

লার্ড মিণ্টো বাহাদুর, ১৮০৭ খৃঃ অব্দের ৩১এ জুলাই, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি, ১৮১৩ খৃঃ অব্দের শেষ পর্য্যন্ত, রাজশাসন সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই সময় মধ্যে, বাঙ্গালা দেশে রাজকার্য্যের কোনও বিশেষ পরিবর্ত্ত হয় নাই; কেবল পঞ্চোত্তরা মাসুল বিষয়ে, পূর্ব্ব অপেক্ষা কঠিন নিয়মে, নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল। লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব, ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে, এই নিয়ম রহিত করিয়া যান; পরে ১৮০১ খৃঃ অব্দে, পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত হয়। এই রূপে রাজস্বের বৃদ্ধি হইল বটে; কিন্তু বাণিজ্যের বিস্তর ব্যাঘাত জন্মিতে, ও প্রজাদের উপর ঘোরতর অত্যাচার হইতে, লাগিল।

১৮১০ খৃঃ অব্দে, ইঙ্গরেজেরা, ফরাসিদিগকে পরাজিত করিয়া, বুর্ব্বোঁ ও মরিশস নামক দুই উপদ্বীপ অধিকার করিলেন, এবং তৎপর বৎসর, ওলন্দাজদিগকে পরাজিত করিয়া, জাবা নামক সমৃদ্ধ উপদ্বীপের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে, কোম্পানি বাহাদুর যে চার্টর অর্থাৎ সনন্দ লইয়াছিলেন, তাহার মিয়াদ পূর্ণ হওয়াতে, ১৮১৩ খৃঃ অব্দে, নূতন চার্টর গৃহীত হইল। এই উপলক্ষে,

এতদ্দেশীয় রাজকার্য্য সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়মের পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। দুই শত বৎসরের অধিক কাল অবধি, ইংলণ্ডের মধ্যে কেবল কোম্পানি বাহাদুরের ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল। কিন্তু, এক্ষণে কোম্পানি বাহাদুর ভারতবর্ষের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজ্যেশ্বরের বাণিজ্য করা উচিত নহে, এই বিবেচনায়, নূতন বন্দোবস্তের সময়, কোম্পানি বাহাদুরের কেবল রাজ্যশাসনের ভার রহিল; আর, অন্যান্য বণিকদিগের বাণিজ্যে অধিকার হইল। পূর্ব্বে, কোম্পানির কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্যান্য য়ুরোপীয়দিগকে, ভারতবর্ষে আসিবার অনুমতি প্রাপ্তি বিষয়ে, যে ক্লেশ পাইতে হইত, তাহা এক বারে নিবারিত হইল। এক্ষণে, ডিরেক্টরেরা যাহাদিগকে অনুমতি দিতে চাহিতেন না, তাহারা, বোর্ড অব কণ্ট্রোল নামক সভাতে আবেদন করিয়া, কৃতকার্য্য হইতে লাগিল।

১৮১৩ খৃঃ অব্দের ৪ঠা অক্টোবর, লার্ড মিণ্টো বাহাদুর, লার্ড ময়রা বাহাদুরের হস্তে ভারতবর্ষীয় রাজশাসনের ভারসমর্পণ করিয়া, ইংলণ্ডযাত্রা করিলেন; কিন্তু, আপন আলয়ে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। পরিশেষে, লার্ড ময়রা বাহাদুরের নাম মারকুইস অব হেষ্টিংস হইয়াছিল।

নবম অধ্যায়

লার্ড হেষ্টিংস, গবর্ণমেণ্টের ভারগ্রহণ করিয়া, দেখিলেন, নেপালীয়েরা, ক্রমে ক্রমে, ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত দেশ আক্রমণ করিয়া আসিতেছেন। সিংহাসনারূঢ় রাজপরিবার, এক শত বৎসরের মধ্যে, নেপালে আধিপত্যস্থাপন করিয়া, ক্রমে ক্রমে রাজ্যের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। লার্ড মিণ্টো বাহাদুরের অধিকারকালে, নানা বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। লার্ড হেষ্টিংস দেখিলেন, নেপালাধিপতির সহিত যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনি, প্রথমতঃ, সন্ধিরক্ষার্থে যথোচিত চেষ্টা করিলেন; কিন্তু, নেপালেশ্বরের অসহনীয় প্রগল্‌ভতা দর্শনে, পরিশেষে, ১৮১৪ খৃঃ অব্দে, তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। প্রথম যুদ্ধে কোনও ফলোদয় হইল না; কিন্তু, ১৮১৫ খৃঃ অব্দের যুদ্ধে, ইঙ্গরেজদিগের সেনাপতি অক্টরলোনি বাহাদুর সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। তখন, আপন রাজ্যের এক বৃহৎ অংশ পণ দিয়া, নেপালাধিপতিকে সন্ধিক্রয় করিতে হইল।

ভারতবর্ষের মধ্যভাগে, পিণ্ডারী নামে প্রসিদ্ধ বহুসংখ্যক অশ্বারোহ দস্যু বাস করিত। অনেক বৎসর অবধি, ঐ অঞ্চলের দেশলুণ্ঠন তাহাদের ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে, তাহারা ইঙ্গরেজদিগের অধিকারমধ্যে প্রবেশ করে। ঐ অঞ্চলের অনেক রাজা তাহাদের সম্পূর্ণ সহায়তা করিতেন। তাহারা, পাঁচ শত ক্রোশের অধিক দেশ ব্যাপিয়া, লুঠ করিত। তাহাদের নিবারণের নিমিত্ত, ইঙ্গরেজদিগকে এক দল সৈন্য রাখিতে হইয়াছিল। তাহাতে প্রতি বৎসর যে খরচ পড়িতে লাগিল, তাহা অত্যন্ত অধিক বোধ হওয়াতে, পরিশেষে ইহাই যুক্তিযুক্ত ও পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল যে, সর্ব্বদা এরূপ করা অপেক্ষা, এক বার এক মহোদ্যোগ করিয়া, তাহাদিগকে নির্মূল করা আবশ্যক।

অনন্তর, লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুর, ডিরেক্টর সমাজের অনুমতি লইয়া, তিন রাজধানী হইতে বহুসংখ্যক সৈন্যের সংগ্রহ করিতে আদেশপ্রদান করিলেন। সংগৃহীত সৈন্য, এই দুর্বৃত্ত দস্যুদিগের বাসস্থান রুদ্ধ করিয়া, একে একে, তাহাদের সকল দলকেই উচ্ছিন্ন করিল।

ইঙ্গরেজদের সেনা, পিণ্ডারীদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত আছে, এমন সময়ে, পেশোয়া, হোলকার, ও নাগপুরের রাজা, ইহারা সকলে, এক কালে, একপরামর্শ হইয়া, এই আশয়ে ইঙ্গরেজদিগের প্রতিকূলবর্ত্তী হইয়া উঠিলেন যে, সকলেই একবিধ যত্ন করিলে, ইঙ্গরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই পরাজিত হইলেন। নাগপুরের রাজা ও পেশোয়া সিংহাসনচ্যুত হইলেন। তাঁহাদের রাজ্যের অধিকাংশ ইঙ্গরেজদিগের অধিকারভুক্ত হইল। উল্লিখিত ব্যাপারের নির্ব্বাহকালে, লার্ড হেষ্টিংসের পঁয়ষট্টি বৎসর বয়ঃক্রম; তথাপি, তাদৃশ গুরুতর কার্য্যের নির্ব্বাহ বিষয়ে যেরূপ বিবেচনা ও উৎসাহের আবশ্যকতা, তাহা তিনি সম্পূর্ণ রূপে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। পিণ্ডারী ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরাক্রম এক বারে লুপ্ত হইল, এবং ইঙ্গরেজেরা ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিলেন।

লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুরের অধিকারের পূর্ব্বে, প্রজাদিগকে বিদ্যাদান করিবার কোনও অনুষ্ঠান হয় নাই। প্রজারা অজ্ঞানকূপে পতিত থাকিলে, কোনও কালে, রাজ্যভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না; এই নিমিত্ত, তাহাদিগকে বিদ্যাদান করা রাজনীতির বিরুদ্ধ বলিয়াই পূর্ব্বে বিবেচিত হইত। কিন্তু লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুর, এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া, কহিলেন, ইঙ্গরেজেরা, প্রজাদের মঙ্গলের নিমিত্তই, ভারতবর্ষে রাজ্যাধিকার স্থাপিত

করিয়াছেন; অতএব, সর্ব্ব প্রযত্নে, প্রজার সভ্যতাসম্পাদন ইঙ্গরেজজাতির অবশ্যকর্ত্তব্য। অনন্তর, তদীয় আদেশ অনুসারে, স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল।

১৮২৩ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, হেষ্টিংস ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি, নয় বৎসর কাল গুরুতর পরিশ্রম করিয়া, কোম্পানির রাজ্য ও রাজস্বের বিলক্ষণ বৃদ্ধি ও ঋণের পরিশোধ করেন। ইহার পূর্ব্বে, ইঙ্গরেজদিগের ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্যের এরূপ সমৃদ্ধি কদাপি দৃষ্ট হয় নাই। ধনাগার ধনে পরিপূর্ণ, এবং, সমস্ত ব্যয়ের সমাধা করিয়া, বৎসরে প্রায় দুই কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল।

অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন রাজমন্ত্রী জর্জ ক্যানিঙ ভারতবর্ষীয় রাজকার্য্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুর কর্ম্মপরিত্যাগ করিলে, তিনিই গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

তাঁহার আসিবার সমুদয় উদ্যোগ হইয়াছে, এমন সময়ে অন্য এক রাজমন্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে, ইংলণ্ডে এক অতি প্রধান পদ শূন্য হইল, এবং ঐ পদে তিনিই নিযুক্ত হইলেন। তখন ডিরেক্টরেরা লার্ড আমহর্ষ্ট বাহাদুরকে, গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিয়া, ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। এই মহোদয়, দশ বৎসর পূর্ব্বে, ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া, চীনদেশের রাজধানী পেকিন নগরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি, ১৮২৩ খৃঃ অব্দের ১লা আগষ্ট, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুরের প্রস্থান অবধি, লার্ড আমহর্ষ্ট বাহাদুরের উপস্থিতি পর্য্যন্ত, কয়েক মাস, কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর জন আদম সাহেব গবর্ণর জেনেরলের কার্য্যনির্ব্বাহ করেন। তাঁহার অধিকারকালে, বিশেষ কার্য্যের মধ্যে, কেবল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার উচ্ছেদ হইয়াছিল।

লার্ড আমহর্ষ্ট বাহাদুর, কলিকাতায় পঁহুছিয়া, দেখিলেন, ব্রহ্মদেশীয়েরা অত্যন্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইঙ্গরেজেরা যে সময়ে বাঙ্গালা দেশে অধিকার-স্থাপন করেন, ব্রহ্ম দেশের তৎকালীন রাজাও, প্রায় সেই সময়েই, তত্রত্য সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি মণিপুর ও আসাম অনায়াসে হস্তগত করেন; এবং, সেই গর্ব্বে উদ্ধত হইয়া, মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে, বাঙ্গালা দেশও হস্তগত করিবেন। তিনি, ইঙ্গরেজদের সহিত সন্ধিসত্ত্বেও, সন্ধির নিয়মলঙ্ঘন করিয়া, কোম্পানির অধিকারভুক্ত কাচার ও আরাকান দেশে স্বীয় সৈন্য পাঠাইয়া দেন। আরাকান উপকূলে, টিকনাফ নদীর শিরোভাগে, শাপুরী নামে যে উপদ্বীপ আছে, ব্রহ্মেশ্বর তাহা আক্রমণ করিয়া, তথায় ইঙ্গরেজদিগের যে অল্পসংখ্যক রক্ষক ছিল, তাহাদের

প্রাণবধ করেন। আরায় দূতপ্রেরণ করিয়া, এরূপ অনুষ্ঠানের হেতুজিজ্ঞাসা করাতে, তিনি সাতিশয় গর্ব্বিত বাক্যে এই উত্তর দেন, ঐ উপদ্বীপ আমার অধিকারে থাকিবেক, ইহার অন্যথা হইলে, আমি বাঙ্গালা আক্রমণ করিব।

এই সমস্ত অত্যাচার দেখিয়া, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, ১৮২৪ খৃঃ অব্দের ৬ই মে, ব্রহ্মাধিপতির সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করিলেন। ইঙ্গরেজেরা, ১১ই মে, ব্রহ্মরাজ্যে সৈন্য উত্তীর্ণ করিয়া, রেঙ্গুনের বন্দর অধিকার করিলেন। তৎপরেই, আসাম, আরাকান, ও মরগুই নামক উপকূল তাঁহাদের হস্তগত হইল। ইঙ্গরেজদিগের সেনা, ক্রমে ক্রমে, আবা রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিল; এবং, প্রয়াণকালে, বহুতর গ্রাম, নগর অধিকার পূর্ব্বক, ব্রহ্মরাজের সেনাদিগকে পদে পদে পরাজিত করিতে লাগিল। ১৮২৬ খৃঃ অব্দের আরম্ভে, ইঙ্গরেজদিগের সেনা অমরপুরের প্রত্যাসন্ন হইলে, রাজা, নিজ রাজধানীর রক্ষার্থে, ইঙ্গরেজদিগের প্রস্তাবিত পণেই, সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। অনন্তর, এক সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইল; ঐ সন্ধিপত্র যান্দাবুসন্ধিপত্র নামে প্রসিদ্ধ। তদ্দ্বারা ব্রহ্মাধিপতি ইঙ্গরেজদিগকে মণিপুর, আসাম, আরাকান, ও সমুদয় মার্ত্তাবান উপকূল ছাড়িয়া দিলেন; এবং, যুদ্ধের ব্যয় ধরিয়া দিবার নিমিত্ত, এক কোটি টাকা দিতে সম্মত হইলেন।

যৎকালে ব্রহ্মদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ হইতেছিল, ঐ সময়ে ভরতপুরের অধিপতি দুর্জ্জনশালের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। তিনি, আপন ভ্রাতা মাধু সিংহের সহিত পরামর্শ করিয়া, নিজ পিতৃব্যপুত্র অপ্রাপ্তব্যবহার বলবন্ত সিংহের হস্ত হইতে রাজ্যাধিকার-গ্রহণ করিবার উদ্যম করিয়াছিলেন। সর চার্লস মেটকাফ সাহেব, দুর্জ্জনশালকে বুঝাইবার জন্য, বিস্তর চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু কোনও ফলোদয় হইল না। তখন স্পষ্ট বোধ হইল, শস্ত্রগ্রহণ ব্যতিরেকে এ বিষয়ের মীমাংসা হইবেক না। বিশেষতঃ, এই স্থান অধিকার করা ইঙ্গরেজেরা অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে, ইঙ্গরেজদিগের সেনাপতি, লার্ড লেক, ঐ স্থান অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে অধিক সেনা ও অনেক সেনাপতির প্রাণবিনাশ হয়। ইঙ্গরেজেরা, এ পর্য্যন্ত, যত দুর্গের অবরোধ করেন, তন্মধ্যে কেবল ভরতপুরের দুর্গই অধিকার করিতে পারেন নাই। ইহাতে, সমস্ত ভারতবর্ষ মধ্যে, এই জনরব হইয়াছিল, ইঙ্গরেজেরা এই দুর্গ কখনই অধিকার করিতে পারিবেন না। উহার চতুর্দ্দিকে, অতি প্রশস্ত মৃণ্ময় প্রাচীরের পাদদেশে, এক বৃহৎ পরিখা ছিল।

তৎকালে অনেক সৈন্য ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলেও, বিংশতি সহস্র সৈন্য ও এক শত কামান ভরতপুরের সম্মুখে অবিলম্বে নীত হইল। ভারতবর্ষীয় সমুদায় লোক,

প্রগাঢ় ঔৎসুক্য সহকারে, এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৩এ ডিসেম্বর, যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৮২৬ খৃঃ অব্দের ১৮ই জানুয়ারি, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, লার্ড কম্বরমীর বাহাদুর, ঐ স্থান অধিকার করিলেন। দুর্জ্জনশাল ইঙ্গরেজদিগের হস্তে পতিত হওয়াতে, তাঁহারা তাঁহাকে এলাহাবাদের দুর্গে রুদ্ধ করিলেন।

১৮২৭ খৃঃ অব্দে, লার্ড আমহর্ষ্ট বাহাদুর, পশ্চিম অঞ্চলে গমন করিয়া, দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। বাদশাহের সহিত, কোম্পানির ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্য বিষয়ে, কথোপকথন উপস্থিত হওয়াতে, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর স্পষ্ট বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, ইঙ্গরেজেরা আর এখন তৈমুরবংশীয়দিগের অধীন নহেন; রাজসিংহাসন এক্ষণে তাঁহাদের হইয়াছে। দিল্লীর রাজপরিবার, এই কথা শুনিয়া, বিষাদসমুদ্রে মগ্ন হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট, অশেষ প্রকারে, অবমানিত হইয়াছিলাম বটে; কিন্তু হিন্দুস্থানের বাদশাহনামের অন্যথা হয় নাই। এক্ষণে, রাজ্যাধিকার চিরকালের নিমিত্ত হস্তবহির্ভূত হইল। ইঙ্গরেজদের এই ব্যবহারে ভারতবর্ষবাসী সমুদয় লোক অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন।

লার্ড আমহর্ষ্ট বাহাদুর, উইলিয়ম বটরওয়ার্থ বেলি সাহেবের হস্তে গবর্ণমেণ্টের ভারার্পণ করিয়া, ১৮২৮ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে, ইংলণ্ডে গমন করিলেন। তাঁহার কর্ম্মপরিত্যাগের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলে, লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, উক্ত পদের নিমিত্ত, ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে, তিনি মান্দ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ডিরেক্টরেরা, কোনও কারণ বশতঃ উদ্ধত হইয়া, অন্যায় করিয়া, তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। এক্ষণে তাঁহারা, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া, ১৮২৭ সালে, গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, তৎকালে ইংলণ্ডে, এই প্রধান পদের নিমিত্ত, তত্তুল্য উপযুক্ত ব্যক্তি অতি অল্প পাওয়া যাইত।

লার্ড বেণ্টিক বাহাদুর, ১৮২৮ সালের ৪ঠা জুলাই, কলিকাতায় পঁহুছিলেন। ছয় বৎসর পূর্ব্বে, লার্ড হেষ্টিংসের অধিকার কালে, ভারতবর্ষের ধনাগার ধনে পরিপূর্ণ হয়; কিন্তু, এই সময়ে, তাহা এক বারে শূন্য হইয়াছিল। আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক অধিক। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন, আমি নিঃসন্দেহ ব্যয়ের লাঘব করিব। তিনি, কলিকাতায় পঁহুছিবার অব্যবহিত পরেই, রাজস্ব বিষয়ে দুই কমিটি স্থাপিত করিলেন। তাঁহাদের উপর এই ভার হইল যে, সিবিল ও মিলিটারি বিষয়ে

যে ব্যয় হইয়া থাকে, তাহার পরীক্ষা করিবেন, এবং তন্মধ্যে কি কমান যাইতে পারে, তাহা দেখাইয়া দিবেন।

তাঁহারা যেরূপ পরামর্শ দিলেন, তদনুসারে, সমুদয় কর্ম্মস্থানে, ব্যয়ের লাঘব করা গেল। এরূপ কর্ম্ম করিলে, কাজে কাজেই, অপ্রিয় হইতে হয়। লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক, ব্যয়লাঘব করিয়া, কোর্টের যে আদেশপ্রতিপালন করিলেন, তাহাতে যাহাদের ক্ষতি হইল, তাহারা তাঁহাকে বিস্তর গালি দিয়াছিল। ফলতঃ, যে রাজকর্ম্মচারীকে রাজ্যের ব্যয়লাঘব করিবার ভারগ্রহণ করিতে হয়, তিনি কখনই, তদানীন্তন লোকের নিকট, সুখ্যাতিলাভের প্রত্যাশা করিতে পারেন না। সকলেই, তাঁহার বিপক্ষ হইয়া, চারি দিকে কোলাহল করিতে লাগিল। তিনি, তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত না হইয়া, কেবল ব্যয়লাঘব ও ঋণ-পরিশোধের উপায় দেখিতে লাগিলেন।

অনেক বৎসর অবধি, গবর্ণমেণ্ট সহগমননিবারণার্থে সবিশেষ উৎসুক হইয়াছিলেন, এবং কত স্ত্রী সহমৃতা হয়, এবং দেশীয় লোকদিগেরই বা তদ্বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায়, ইহার নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, অনেক অনুসন্ধানও হইয়াছিল। রাজপুরুষেরা অনেকেই কহিয়াছিলেন, দেশীয় লোকদিগের এ বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ আছে; ইহা রহিত করিলে অনর্থ ঘটিতে পারে। লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক, কলিকাতায় পঁহুছিয়া, এই বিষয়ে বিশিষ্ট রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, ইহা অনায়াসে রহিত করা যাইতে পারে। কৌন্সিলের সমুদয় সাহেবেরা তাঁহার মতে সম্মত হইলেন। তদনন্তর, ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর, এক আইন জারী হইল; তদনুসারে, ইঙ্গরেজদিগের অধিকার মধ্যে, এই নৃশংস ব্যাপার এক বারে রহিত হইয়া গেল।

কতকগুলি ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি, এই হিতানুষ্ঠানকে অহিত জ্ঞান করিলেন, এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইল বলিয়া, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের নিকট এই প্রার্থনায় আবেদন করিলেন যে, ঐ আইন রদ করা যায়। লার্ড উইলিয়ম, এই ধর্ম্ম রহিত করিবার বহুবিধ প্রবল যুক্তির প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। সেই সময়ে, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায় চৌধুরী প্রভৃতি কতকগুলি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক বাহাদুরকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন; তাহার মর্ম্ম এই, আমরা, শ্রীযুতের এই দয়ার কার্য্যে অনুগৃহীত হইয়া, ধন্যবাদ করিতেছি।

যাঁহারা সহগমনের পক্ষ ছিলেন, তাঁহারা, অবিলম্বে, কলিকাতায় এক ধর্ম্মসভার স্থাপন ও চাঁদা করিয়া অর্থসংগ্রহ করিলেন, এবং, এই বিধি পুনঃ স্থাপিত হয়, এই

প্রার্থনায়, ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট দরখাস্ত দিবার নিমিত্ত, এক জন ইঙ্গরেজ উকীলকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তথাকার রাজমন্ত্রীরা, সহগমনের অনুকূল যুক্তি সকল শ্রবণগোচর করিয়া, পরিশেষে নিবারণপক্ষই দৃঢ় করিলেন। বহু কাল অতীত হইল, সহমরণ রহিত হইয়াছে ; এই দীর্ঘ কাল মধ্যে, প্রজাদিগের অসন্তোষের কোনও লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। ফলতঃ, এক্ষণে এই নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রায় সকলে বিস্মৃত হইয়াছেন। যদি ইহা ইতিহাস-গ্রন্থে উল্লিখিত না থাকে, তাহা হইলে, উত্তরকালীন লোকেরা, এরূপ নৃশংস ব্যবহার কোনও কালে প্রচলিত ছিল, এ বিষয়ে, বোধ হয়, প্রত্যয় করিবেক না।

১৮৩১ সালে, বিচারালয়ের রীতির অনেক পরিবর্ত্ত আরব্ধ হইল। বাঙ্গালিরা, এ পর্য্যন্ত, অতি সামান্য বেতনে নিযুক্ত হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার করিতেন। লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক, দেশীয় লোকদিগের মান সম্ভ্রম বাড়াইবার নিমিত্ত, তাঁহাদিগকে উচ্চ বেতনে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিতে মনন করিলেন। এই বৎসরে, মুন্সেফ ও সদর আমীন-দিগের বেতন ও ক্ষমতার বৃদ্ধি হইল ; এবং, উচ্চতর বেতনে, অতি সম্ভ্রান্ত প্রধান সদর আমীনী পদ নূতন সংস্থাপিত হইল। দেওয়ানী বিষয়ে প্রধান সদর আমীনদিগের যথেষ্ট ক্ষমতা হইল। রেজিষ্টরের পদ ও প্রবিন্সল কোর্ট উঠিয়া গেল ; কেবল দেশীয় বিচারকের ও জিলাজজের পদ, এবং সদরদেওয়ানী আদালত, বজায় থাকিল। ফলিতার্থ এই যে, মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণ ও তাহার নিষ্পত্তি করণের ভার দেশীয় বিচারকদিগের হস্তে অর্পিত হইল ; আর, জিলার ইঙ্গরেজ জজদিগের উপর কেবল আপীল শুনিবার ভার রহিল।

লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক, ফৌজদারী আদালতেও, অনেক সুরীতির স্থাপন করেন। পূর্ব্বে, দায়রার সাহেবেরা ছয় মাসে এক বার আদালত করিতেন ; কিয়ৎ কাল পরে, কমিসনর সাহেবেরা তিন মাসে এক বার। এক্ষণে এই হুকুম হইল, সিবিল ও সেশন জজেরা, প্রতি মাসে, এক এক বার বৈঠক করিবেন। কয়েদী আসামী ও সাক্ষীদিগকে যে অধিক দিন ক্লেশ পাইতে হইত, তাহার অনেক নিবারণ হইল। ফলতঃ, কার্য্যদক্ষ লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক বাহাদুরের অধিকারকালে, যে নানা সুনিয়ম সংস্থাপিত হয়, সে সমুদয়েরই প্রধান উদ্দেশ্য এই, দেশীয় লোকদিগের মান সম্ভ্রম বাড়ে, ও সুশৃঙ্খল রূপে কার্য্যনির্ব্বাহ হয়।

১৮৩১ খৃঃ অব্দে, রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি কোম্পানি সংক্রান্ত অনেক সম্ভ্রান্ত কর্ম্ম করিয়াছিলেন ; সংস্কৃত, আরবী, পারসী, উর্দ্দু, হিব্রু, গ্রীক, লাটিন, ইঙ্গরেজী, ফরাসি, এই নয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও বিলক্ষণ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন,

এবং স্বদেশীয় লোকদিগকে, দেব, দেবীর আরাধনা হইতে বিরত করিয়া, বেদান্ত-প্রতিপাদিত পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির সহিত তাঁহার মতের ঐক্য ছিল না, তাঁহারাও তদীয় বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতেন। রামমোহন রায় এ দেশের এক জন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন, সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, লার্ড আমহর্ষ্ট বাহাদুরের অধিকারকালে, তৈমুরবংশীয়-দিগের সাম্রাজ্যনিবন্ধন প্রাধান্য রহিত হয়। সম্রাট, অপহারিত মর্য্যাদার উদ্ধারবাসনায়, ইংলণ্ডে আপীল করিবার নিশ্চয় করিয়া, রাজা রামমোহন রায়কে উকীল স্থির করেন। পূর্ব্ব কালে, সমুদ্রযাত্রাস্বীকারে, ভারতবর্ষীয়দিগের নিন্দা ও অধর্ম্ম হইত না; ইদানীন্তন সময়ে, কোনও ব্যক্তি জাহাজে গমন করিলে, তাহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু, রাজা রামমোহন রায়, অসঙ্কুচিত চিত্তে, জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক, ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি, তথায় উপস্থিত হইয়া, যার পর নাই সমাদর প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার এই যাত্রার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই। ইংলণ্ডেশ্বর, ত্রিশ বৎসরের বৃত্তিভোগী তৈমুরবংশীয়দিগের আধিপত্যের পুনঃস্থাপন বিষয়ে, সম্মত হইলেন না। কিন্তু, তাঁহাদের যে বৃত্তি নিরূপিত ছিল, রামমোহন রায় তাহার আর তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধির অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি, স্বদেশ-প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই, দেহযাত্রাসংবরণ পূর্ব্বক, ব্রিষ্টল নগরের সন্নিকৃষ্ট সমাধিক্ষেত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছেন।

১৮৩২ সাল অতিশয় দুর্ঘটনার বৎসর। যে সকল সওদাগরের হৌস, ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর, চলিয়া আসিতেছিল, এই বৎসরে সে সকল দেউলিয়া হইতে লাগিল। সর্ব্বপ্রথমে পামর কোম্পানির হৌস, ১৮৩০ সালে, দেউলিয়া হয়। আর পাঁচটার তৎপরে তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত কর্ম্ম চলিয়াছিল; পরিশেষে, তাহারাও দেউলিয়া হইল। এই ব্যাপার ঘটাতে, সর্ব্বসাধারণ লোকের ষোল কোটি টাকা ক্ষতি হয়। তন্মধ্যে, দেউলিয়াদিগের অবশিষ্ট সম্পত্তি হইতে, দুই কোটি টাকাও আদায় হয় নাই।

পূর্ব্ব মিয়াদ অতীত হইলে, ১৮৩৩ সালে, কোম্পানি বাহাদুর পুনর্ব্বার, বিংশতি বৎসরের নিমিত্ত, সনন্দ পাইলেন। এই উপলক্ষে, এতদ্দেশীয় রাজশাসনের অনেক নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইল। কোম্পানিকে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে একবারে নিঃসম্পর্ক হইতে, ও সমুদায় কুঠী বেচিয়া ফেলিতে, হইল। তৎপূর্ব্ব বিশ বৎসর, চীনদেশীয় বাণিজ্যই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল; এক্ষণে, তাহাও ছাড়িয়া দিতে হইল। ফলতঃ, দুই শত তেত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত, তাঁহারা যে বণিগ্‌বৃত্তি করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে একবারে নিঃসম্বন্ধ

হইয়া, রাজশাসন কার্য্যেই ব্যাপৃত হইতে হইল। কলিকাতায় এক বিধিদায়িনী সভার সংস্থাপনের অনুমতি হইল। এই নিয়ম হইল, তাহাতে কৌন্সিলের নিয়মিত মেম্বরেরা, ও কোম্পানির কর্ম্মচারী ভিন্ন আর এক জন মেম্বর, বৈঠক করিবেন। এই নূতন সভার কর্ত্তব্য এই নির্দ্ধারিত হইল, যখন যেরূপ আবশ্যক হইবেক, ভারতবর্ষে তখন তদনুরূপ আইন প্রচলিত করিবেন, এবং সুপ্রীম কোর্টের উপর কর্ত্তৃত্ব ও তথাকার বন্দোবস্ত করিবেন। আর, সমুদয় দেশের জন্য এক আইন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, লা কমিশন নামে এক সভা স্থাপিত হইল। গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, সমুদয় ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান অধিপতি হইলেন; অন্যান্য রাজধানী তাঁহার অধীন হইল। বাঙ্গালার রাজধানী বিভক্ত হইয়া, কলিকাতা ও আগরা, দুই স্বতন্ত্র রাজধানী হইল।

লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক, প্রজাগণের বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে যত্নবান হইয়া, ইঙ্গরেজীশিক্ষায় সবিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন। ১৮১৩ সালে, পার্লিমেণ্টের অনুমতি হয়, প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে, রাজস্ব হইতে, প্রতি বৎসর, লক্ষ টাকা দেওয়া যাইবেক। এই টাকা, প্রায় সমুদায়ই, সংস্কৃত ও আরবী বিদ্যার অনুশীলনে ব্যয়িত হইত। লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক, ইঙ্গরেজী ভাষার অনুশীলনে তদপেক্ষা অধিক উপকার বিবেচনা করিয়া, উক্ত উভয় বিষয়ের ব্যয়সংক্ষেপ, ও স্থানে স্থানে ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় স্থাপন, করিবার অনুমতি দিলেন। তদবধি, এতদ্দেশে, ইঙ্গরেজী ভাষার বিশিষ্টরূপ অনুশীলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক, দেশীয় লোকদিগকে য়ুরোপীয় চিকিৎসা বিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত, কলিকাতায়, মেডিকেল কালেজ নামক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া, দেশের সাতিশয় মঙ্গলবিধান করিয়াছেন। চিকিৎসা বিষয়ে নিপুণ হইবার নিমিত্ত, ছাত্রদিগের যে যে বিদ্যার শিক্ষা আবশ্যক, সে সমুদয়ের পৃথক পৃথক অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

সকল ব্যক্তিই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারিবেক, এই অভিপ্রায়ে, লার্ড উইলিয়ম বেন্টিকের অধিকার সময়ে, সেবিংস বেঙ্ক স্থাপিত হয়। যদর্থে উহা স্থাপিত হয়, সম্পূর্ণ রূপে তাহা সফল হইয়াছে।

লার্ড বেন্টিক বাহাদুর পঞ্চোত্তরা মাসুল বিষয়েও মনোযোগ দিয়াছিলেন। বহু কাল অবধি এই রীতি ছিল, দেশের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে কোনও দ্রব্য লইয়া যাইতে হইলে, মাসুল দিতে হইত; তদনুসারে, কি জলপথ কি স্থলপথ, সর্ব্বত্র এক এক পরমিট স্থাপিত হয়। তথায়, দ্রব্য সকল আটকাইয়া তদারক করিবার নিমিত্ত, অনেক কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। পরমিটের কর্ম্মচারীরা যে স্থলে গবর্ণমেণ্টের মাসুল এক টাকা আদায় করিত,

সেখানে আপনারা নিজে অন্ততঃ দুই টাকা লইত। ফলতঃ, তাহারা প্রজার উপর এমন দারুণ অত্যাচার করিত যে, এ বিষয়ে অধিকৃত এক জন বিচক্ষণ য়ুরোপীয়, যথার্থ বিবেচনা পূর্ব্বক, এই ব্যাপারকে অভিসম্পাত নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

ইঙ্গরেজেরা যখন মুসলমানদের হস্ত হইতে রাজশাসনের ভারগ্রহণ করেন, তখন এই ব্যাপার প্রচলিত ছিল; এবং তাঁহারাও নিজে এ পর্য্যন্ত প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু, বিচক্ষণ লার্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর, এই ব্যাপারকে দেশের বিশেষ ক্ষতিকর বোধ করিয়া, ১৭৮৮ সালে, একবারে রহিত করেন, এবং দেশের মধ্যে যেখানে যত পরমিটঘর ছিল, সমুদয় উঠাইয়া দেন। ইহার তের বৎসর পরে, গবর্ণমেণ্ট, করসংগ্রহের নূতন নূতন পন্থা বহিষ্কৃত করিতে উদ্যত হইয়া, পুনর্ব্বার এই মাস্তুলের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। এক্ষণে, লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, সি ই ট্রিবিলিয়ন সাহেবকে, এই বিষয়ে, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, রিপোর্ট করিতে আজ্ঞা দিলেন; পরে, এই মাস্তুল উঠাইবার সদুপায় স্থির করিবার নিমিত্ত, একটি কমিটি স্থাপিত করিলেন। এই ব্যাপার, উক্ত লাট বাহাদুরের অধিকারকালে, রহিত হয় নাই বটে; কিন্তু তিনি, ইহার প্রথম উদ্যোগী বলিয়া, অশেষ প্রকারে প্রশংসাভাজন হইতে পারেন।

লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, আপন অধিকারের প্রারম্ভ অবধি, এতদ্দেশে, সমুদ্রে ও নদীতে বাষ্পনাবিককর্ম্ম প্রচলিত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। যাহাতে ইংলণ্ডের ও ভারতবর্ষের সংবাদ, মাসে মাসে, উভয়ত্র পঁহুছিতে পারে, তিনি, তাহার যথোচিত চেষ্টা করিতে ক্রুটি করেন নাই। কিন্তু ডিরেক্টরেরা এ বিষয়ে বিস্তর বাধা দিয়াছিলেন। তিনি, বোম্বাই হইতে সুয়েজ পর্য্যন্ত পুলিন্দা লইয়া যাইবার নিমিত্ত, বাষ্পনৌকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত তাঁহারা যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেন। যাহা হউক, লার্ড বেণ্টিক, বাঙ্গালা ও পশ্চিমাঞ্চলের নদ নদীতে, লৌহনির্ম্মিত বাষ্পজাহাজ চালাইবার বিষয়ে, তাঁহাদিগকে সম্মত করিলেন। এই বিষয়, য়ুরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকদিগের পক্ষে, বিলক্ষণ উপকারক হইয়াছে।

১৮৩৫ সালের মার্চ্চ মাসে, লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বাহাদুরের অধিকার সমাপ্ত হয়। তাঁহার অধিকারকালে, ভিন্নদেশীয় নরপতিগণের সহিত যুদ্ধনিবন্ধন কোনও উদ্বেগ ছিল না। এক দিবসের জন্যেও, সন্ধি ও শান্তির ব্যাঘাত ঘটে নাই। তাঁহার অধিকার কাল কেবল প্রজাদিগের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সঙ্কল্পিত হইয়াছিল।

সম্পূর্ণ

জীবনচরিত

[১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দশম সংস্করণ হইতে]

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

জীবনচরিতপাঠে দ্বিবিধ মহোপকার লাভ হয়। প্রথমতঃ, কোন কোন মহাত্মারা অভিপ্রেতসম্পাদনে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত যেরূপ অক্লিষ্ট পরিশ্রম, অবিচলিত উৎসাহ, মহীয়সী সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তর অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কেহ কেহ বহুতর দুর্বিষহ নিগ্রহ ও দারিদ্র্যনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও যে ব্যবসায় হইতে বিচলিত হয়েন নাই, তৎসমুদায় আলোচনা করিলে এক কালে সহস্র উপদেশের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, আনুষঙ্গিক তত্তদ্দেশের তত্তৎকালীন রীতি, নীতি, ইতিহাস ও আচার পরিজ্ঞান হয়। যে বিষয়ের অনুশীলনে এতাদৃশ মহার্থলাভ সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাকে অবশ্যই শিক্ষাকার্য্যের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে।

রবর্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্স, বহুসংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ মহানুভবদিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া, ইঙ্গরেজী ভাষায় যে জীবনচরিতপুস্তক প্রচার করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইলে, এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থিগণের পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে, এই আশয়ে আমি ঐ পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু, সময়াভাব ও অন্যান্য কতিপয় প্রতিবন্ধক বশতঃ, তন্মধ্যে আপাততঃ কেবল কোপর্নিকস, গালিলিয়, নিউটন, হর্শেল, গ্রোশ্যস্, লিনিয়স্, ডুবাল, জেঙ্কিন্স ও জোন্স এই কয়েক মহাত্মার চরিত অনুবাদিত ও প্রচারিত হইল।

ইয়ুরোপীয় পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা সংক্রান্ত অনেক কথার বাঙ্গালা ভাষায় অসঙ্গতি আছে; ঐ অসঙ্গতি পূরণার্থে কোনও কোনও স্থলে দুরূহ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ ও স্থলবিশেষে তত্তৎ কথার অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া তৎপ্রতিরূপ নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হইয়াছে; পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থে পুস্তকের শেষে তাহাদের অর্থ ও ব্যুৎপত্তিক্রম প্রদর্শিত হইল। কিন্তু সঙ্কলিত শব্দ সকল বিশুদ্ধ ও অবিসংবাদিত হইয়াছে কি না সে বিষয়ে আমি অপরিতৃপ্ত রহিলাম।

বাঙ্গালায় ইঙ্গরেজীর অবিকল অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম্ম; ভাষাদ্বয়ের রীতি ও রচনাপ্রণালী পরস্পর নিতান্ত বিপরীত; এই নিমিত্ত, অনুবাদক অত্যন্ত সাবধান ও যত্নবান হইলেও অনুবাদিত গ্রন্থে রীতিবৈলক্ষণ্য, অর্থপ্রতীতির ব্যতিক্রম ও মূলার্থের বৈকল্য ঘটিয়া থাকে। আমি ঐ সমস্ত দোষ অতিক্রম করিবার আশয়ে অনেক স্থলে অবিকল

অনুবাদ করি নাই, তথাপি এই অনুবাদে ঐ সকল দোষের ভূয়সী সম্ভাবনা আছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, এই অনুবাদ বিদ্যার্থিগণের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবেক না। পরিশেষে অবশ্যকর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতাস্বীকারের অন্যথাভাবে অধর্ম্ম জানিয়া, অঙ্গীকার করিতেছি, শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালঙ্কার শ্রীযুত নীলমাধব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জন বিচক্ষণ বন্ধু এ বিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মা

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
২৭এ ভাদ্র। শকাব্দাঃ ১৭৭১।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, জীবনচরিত প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয়, আমার এমন আশা ছিল না, ইহা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইবেক। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ছয় মাসের অনধিককালমধ্যেই প্রথম মুদ্রিত সমুদায় পুস্তক নিঃশেষিত হয়। সমুদায় পুস্তক নিঃশেষিত হয়, কিন্তু গ্রাহকবর্গের আগ্রহনিবৃত্তি হয় নাই। সুতরাং অবিলম্বে পুনর্ম্মুদ্রিত করা অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু নানাহেতুবশতঃ আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত পুনর্ম্মুদ্রিতকরণ স্থগিত রাখিয়াছিলাম।

বাঙ্গালা ভাষায় ইঙ্গরেজী পুস্তকের অনুবাদ করিলে, প্রায় সুস্পষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য হয় না এবং ভাষার রীতির ভূরি ভূরি ব্যতিক্রম ঘটে। আমি ঐ সমস্ত দোষ অতিক্রম করিবার নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলাম এবং আমার পরম বন্ধু শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালঙ্কারও আমার অভিপ্রেতসিদ্ধির নিমিত্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তথাপি মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত দুর্বোধ ও অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল এবং স্থানে স্থানে ভাষায় রীতিরও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।

প্রথম বারের মুদ্রিত সমুদায় পুস্তক নিঃশেষিত হইলে, যখন জীবনচরিত পুনর্ম্মুদ্রিত করিবার কল্পনা হয়, আমি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া স্থির করিয়াছিলাম, পুনর্বার পরিশ্রম করিলেও ইহা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট দোষসমুদায় হইতে মুক্ত হওয়া দুর্ঘট, সুতরাং সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, আর কখনও ইঙ্গরেজী পুস্তকের অনুবাদ করিব না এবং এই পুস্তকও পুনর্ম্মুদ্রিত করিব না। এবং সেই নিমিত্ত বাঙ্গালায় এক নূতন জীবনচরিত পুস্তক সঙ্কলন করিবার বাসনা ও উদ্যোগ করিয়াছিলাম। কিন্তু গত দুই বৎসর কাল বিষয়ান্তরে একান্ত ব্যাপৃত হইয়া এমন অবকাশশূন্য হইয়াছি যে, সে বাসনা সম্পন্ন করিতে পারি নাই এবং ত্বরায় সম্পন্ন করিতে পারিব এরূপ সম্ভাবনাও নাই।

কিন্তু যাবৎ নূতন জীবনচরিত পুস্তক প্রস্তুত না হইতেছে এই পুস্তক পুনর্ম্মুদ্রিত করিলে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবেক না, এই বিবেচনায় পুনর্ম্মুদ্রিত করা আবশ্যক স্থির হওয়াতে, দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। কোনও কোনও অংশ এক বারেই পরিত্যাগ করিয়াছি, স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্ত্ত করিয়াছি, এবং মূলগ্রন্থ বিশদ করিবার আশয়ে মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ টীকাও লিখিয়া দিয়াছি। ফলতঃ, সুস্পষ্ট ও অনায়াসে

বোধগম্য করিবার নিমিত্ত বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি; তথাপি আদ্যোপান্ত সুস্পষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য হইয়াছে কোনও মতেই সম্ভাবিত নহে। যাহা হউক, ইহা অনায়াসে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, জীবনচরিত প্রথম বার যেরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় বারে তদপেক্ষায় অনেক অংশে সুস্পষ্ট হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মা

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
২০এ চৈত্র। শকাব্দাঃ ১৭৭৩।

বলণ্টিন জামিরে ডুবাল

ফ্রান্স রাজ্যে সাম্পেন নামে এক প্রদেশ আছে, ১৬৯৫ খৃঃ অব্দে, ডুবাল ঐ প্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী আর্টনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, সামান্যরূপ কৃষিকর্ম্ম মাত্র অবলম্বন করিয়া, যথাকথঞ্চিৎ পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করিতেন। ডুবালের দশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, তাঁহার পিতা মাতা, আর কতকগুলি পুত্র ও কন্যা রাখিয়া, পরলোকযাত্রা করেন। তাঁহাদের প্রতিপালনের কোনও উপায় ছিল না। সুতরাং ডুবাল অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িলেন। কিন্তু, এইরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াও, মহীয়সী উৎসাহশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে, সমস্ত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া, তিনি অসাধারণ বিদ্যোপার্জ্জনাদি দ্বারা মনুষ্যমণ্ডলীতে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে, তিনি এক কৃষকের আলয়ে পেরুশাবক সকলের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু, বালস্বভাবসুলভ কতিপয় গর্হিতাচারদোষে দূষিত হওয়াতে, অল্প দিনের মধ্যেই, তথা হইতে দূরীকৃত হইলেন। পরিশেষে, ঐ কারণ বশতঃ, তাঁহাকে জন্মভূমিও পরিত্যাগ করিতে হইল।

ডুবাল, ১৭০৯ খৃঃ অব্দের দুঃসহ হেমন্তের উপক্রমে, লোরেন প্রস্থান করিলেন। তিনি পথিমধ্যে বিষম বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলেন। ঐ সময়ে যদি এক কৃষকের আশ্রয় না পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার কোনও অসম্ভাবনা ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে, ঐ ব্যক্তি, তাঁহার তাদৃশদশাদর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, তাঁহাকে আপন মেষশালায় লইয়া গেল। যাবৎ তাঁহার পীড়োপশম না হইল, কৃষক তাঁহাকে মেষপুরীষরাশিতে আকণ্ঠ মগ্ন করিয়া রাখিল এবং অতি কদর্য্য পোড়া রুটি ও জল এই মাত্র পথ্য দিতে লাগিল। এইরূপ চিকিৎসা ও এইরূপ শুশ্রূষাতেও, তিনি সৌভাগ্যক্রমে এই ভয়ানক রোগের আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইলেন, এবং পরিশেষে কোনও সন্নিবেশবাসী যাজকের আশ্রয় পাইয়া, সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

ডুবাল, নান্সির নিকটে এক মেষপালকের গৃহে নিযুক্ত হইয়া তথায় দুই বৎসর অবস্থিতি করিলেন। ঐ সময়েই তিনি ভূয়সী জ্ঞানবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। ডুবাল শৈশবাবধি অতিশয় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। তিনি, শৈশবকালেই, সর্প, ভেক, প্রভৃতি

অনেকবিধ জন্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; এবং প্রতিবেশী ব্যক্তিবর্গকে, এই সকল জন্তুর কিরূপ অবস্থা, ইহারা এ রূপে নির্ম্মিত হইল কেন, ইহাদের সৃষ্টির তাৎপর্য্যই বা কি, এইরূপ বহুবিধ প্রশ্ন দ্বারা সর্ব্বদাই বিরক্ত করিতেন। কিন্তু এই সকল প্রশ্নের যে উত্তর পাইতেন, তাহা যে সন্তোষজনক হইত না, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। সামান্যবুদ্ধি লোকেরা সামান্য বস্তুকে সামান্য জ্ঞানই করিয়া থাকে। কিন্তু অসামান্যবুদ্ধিসম্পন্নেরা কোনও বস্তুকেই সামান্য জ্ঞান করেন না। এই নিমিত্ত, সর্ব্বদা এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, প্রাকৃত লোকেরা, মহানুভাবদিগের বুদ্ধির প্রথম ধার্য্য সকল দেখিয়া, উন্মাদ জ্ঞান করে।

এক দিবস, ডুবাল কোনও পল্লীগ্রামস্থ বালকের হস্তে ঈসপরচিত গল্পের পুস্তক অবলোকন করিলেন। ঐ পুস্তক পশু পক্ষী, সর্প প্রভৃতি নানাবিধ জন্তুর প্রতিমূর্ত্তিতে অলঙ্কৃত ছিল। এ পর্য্যন্ত, ডুবালের বর্ণপরিচয় হয় নাই, সুতরাং পুস্তকে কি লিখিত ছিল তাহার বিন্দুবিসর্গও অনুধাবন করিতে পারিলেন না। যে সকল জন্তু দেখিলেন, উহাদের নাম জানিতে, ও তত্তদ্বিষয়ে ঈসপ কি লিখিয়াছেন তাহা শুনিতে অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া, আপন সমক্ষে সেই পুস্তক পাঠ করিবার নিমিত্ত, স্বীয় সহচরকে অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই বালক কোনও ক্রমেই তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিল না। ফলতঃ, তাঁহাকে সর্ব্বদাই এই রূপে কৌতূহলাক্রান্ত ও পরিশেষে একান্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইতে হইত।

এই রূপে যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি এতাদৃশ ক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকিয়াও, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যত কষ্টসাধ্য হউক না কেন, যে রূপে পারি, লেখা পড়া শিখিব। এইরূপ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া, তিনি, যে কিছু অর্থ তাঁহার হস্তে আসিতে লাগিল, প্রাণপণে তাহা সঞ্চয় করিতে লাগিলেন ; এবং তাহা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া, বয়োধিক বালকদিগের নিকট বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিলেন।

ডুবাল, কিছু দিনের মধ্যেই, অদ্ভুত পরিশ্রম দ্বারা আপন অভিপ্রেত একপ্রকার সিদ্ধ করিয়া, ঘটনাক্রমে এক দিবস একখানি পঞ্জিকা অবলোকন করিলেন। ঐ পঞ্জিকাতে জ্যোতিশ্চক্রের দ্বাদশ রাশি চিত্রিত ছিল। তিনি তদ্দর্শনে অনায়াসেই স্থির করিলেন যে, এই সমুদায় আকাশমণ্ডলস্থিত পদার্থবিশেষের প্রতিমূর্ত্তি হইবেক, সন্দেহ নাই। অনন্তর, তিনি, তৎসমুদায় প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত, এক দৃষ্টিতে নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং সেই সমুদায় দেখিলাম বলিয়া যাবৎ তাঁহার অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রত্যয় না জন্মিল, তাবৎ কোনও মতেই নিবৃত্ত হইলেন না।

কিয়ৎ দিন পরে, তিনি, একদা কোনও মুদ্রাযন্ত্রালয়ের গবাক্ষের নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে, তন্মধ্যে এক ভূগোলচিত্র দেখিতে পাইলেন। উহা পূর্ব্বদৃষ্ট যাবতীয় বস্তু অপেক্ষায় উপাদেয় বোধ হওয়াতে, তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রয় করিয়া লইলেন; এবং কিয়ৎ দিবস পর্য্যন্ত, অবসর পাইলেই, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, কেবল তাহাই পাঠ করিতে লাগিলেন। নাড়ীমণ্ডলস্থিত অংশ সকল অবলোকন করিয়া, তিনি প্রথমতঃ ঐ সমস্তকে ফ্রান্সপ্রচলিত লীগ অর্থাৎ সার্দ্ধ ক্রোশের চিহ্ন অনুমান করিয়াছিলেন। পরন্তু, সাম্পেন হইতে লোরেনে আসিতে ঐরূপ অনেক লীগ অতিক্রম করিতে হইয়াছে, অথচ ভূচিত্রে উভয়ের অন্তর অত্যল্পস্থানব্যাপী লক্ষিত হইতেছে; এই বিবেচনা করিয়া তিনি সেই অনুমান ভ্রান্তিমূলক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। যাহা হউক, এই ভূচিত্র ও অন্য অন্য ভূচিত্র সকল অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া, তিনি ক্রমে ক্রমে কেবল ঐ সকল চিহ্নেরই স্বরূপ ও তাৎপর্য্য সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে নির্দ্ধারিত করিলেন এমন নহে, ভূগোলবিদ্যাসংক্রান্ত প্রায় সমুদয় সংজ্ঞা ও সঙ্কেতের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলেন।

ডুবাল এই রূপে গাঢ়তর অনুরাগ ও অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্যান্য কৃষীবল বালকেরা অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মাইতে আরম্ভ করিল। অতএব, তিনি বিজনস্থানলাভের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন। এক দিবস, ঘটনাক্রমে ডিনিয়ুবরের নিকটে এক আশ্রম দর্শন করিয়া, তিনি এমন প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, অত্রত্য তপস্বী পালিমানের অনুবর্ত্তী হইয়া, ধর্ম্মচিন্তাবিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিব। অনন্তর, তিনি তপস্বী মহাশয়কে আপন প্রার্থনা জানাইলেন। পালিমান অনুগ্রহপ্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থিত বিষয়ে সম্মত হইলেন, এবং আপন অধিকারে যে এক পদ শূন্য ছিল, তাহাতে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই পালিমানের কর্ত্তৃপক্ষ ঐ পদে অন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

লুনিবিলের প্রায় পাদোন ক্রোশ অন্তরে, সেণ্ট এন নামে এক আশ্রম ছিল, তথায় কতকগুলি তপস্বী বাস করিতেন। পালিমান, সাধ্যানুসারে ডুবালের ক্ষোভশান্তি করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে এক অনুরোধপত্রসমেত তাঁহাদের আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সতীর্থ তপস্বীদিগের আজীবনস্বরূপ যে ছয়টি ধেনু ছিল, ডুবালের প্রতি তাঁহারা তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন। বোধ হয়, তপস্বী মহাশয়েরা ডুবাল অপেক্ষা অজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কতকগুলি পুস্তক ছিল, তাঁহারা ডুবালকে তাহা পাঠ করিবার অনুমতি দিলেন। ডুবাল যে যে কঠিন বিষয় স্বয়ং বুঝিতে না পারিতেন, তাহা আশ্রমদর্শনাগত

ব্যক্তিগণের নিকট বুঝিয়া লইতেন। তিনি এখানেও, পূর্ব্বের মত কষ্ট স্বীকার করিয়া, যে কিছু অর্থ বাঁচাইতে পারিতেন, অন্য কোনও বিষয়ে ব্যয় না করিয়া, তদ্দ্বারা কেবল পুস্তক ও ভূচিত্র ক্রয় করিতেন। এই স্থলে, বিস্তরব্যাঘাতসত্ত্বেও, তিনি লিখিতে ও অঙ্ক কষিতে শিখিলেন।

কোনও কোনও ভূচিত্রের নিম্ন ভাগে সম্ভ্রান্ত লোকবিশেষের পরিচ্ছদ চিত্রিত ছিল, তাহাতে গ্রিফিন, উৎক্রোশপক্ষী, লাঙ্গূলদ্বয়োপলক্ষিত কেশরী ও অন্যান্য বিকটাকার অদ্ভুত জন্তু নিরীক্ষণ করিয়া, ডুবাল আশ্রমাগত কোনও ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পৃথিবীতে এবংবিধ জীব আছে কি না। তিনি কহিলেন, কুলাদর্শ নামে এক শাস্ত্র আছে, এই সমস্ত তাহার সঙ্কেত। শ্রবণমাত্র তিনি ঐ শব্দটি লিখিয়া লইলেন, এবং অতি সত্বর নিকটবর্ত্তী নগর হইতে উক্ত বিদ্যার এক পুস্তক ক্রয় করিয়া আনিলেন, এবং অবিলম্বে তদ্বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।

জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলবৃত্তান্তের অনুশীলনে ডুবাল অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই সন্নিহিতবিপিনমধ্যে নির্জন প্রদেশ অন্বেষণ করিয়া লইতেন এবং একাকী তথায় অবস্থিত হইয়া, নির্মল নিদাঘরজনীর অধিকাংশ জ্যোতির্মণ্ডলপর্য্যবেক্ষায় যাপন করিতেন, এবং মস্তকোপরি পরিশোভমান মৌক্তিকময় নভোমণ্ডলের বিষয় সমধিক রূপে জানিতে মনোরথ করিতেন—যেরূপ অবস্থা, মনোরথের অধিক আর কি ঘটিতে পারে। জ্যোতির্গণের বিষয় বিশিষ্ট রূপে জানিতে পারিবেন, এই বাসনায় তিনি অত্যুন্নত ওকবৃক্ষ-শিখরোপরি বন্য দ্রাক্ষা ও উইলোশাখার পরস্পর সংযোজনা করিয়া, সারসকুলায়সন্নিভ একপ্রকার বসিবার স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে ডুবালের যত জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে লাগিল, পুস্তকবিষয়েও তত আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু পুস্তকক্রয়ের যে নির্দ্ধারিত উপায় ছিল, তাহার সেরূপ বৃদ্ধি হইল না। তিনি আয়বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ফাঁদ পাতিয়া বনের জন্তু ধরিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কিয়ৎ কাল এই ব্যবসায় দ্বারা কিছু কিছু লাভও করিতে লাগিলেন। আয়বৃদ্ধিসম্পাদন নিমিত্ত, তিনি কখনও কখনও অত্যন্ত দুঃসাহসিক ব্যাপারেও প্রবৃত্ত হইতে পরাঙ্‌মুখ হইতেন না।

একদা তিনি, কাননমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, বৃক্ষোপরি এক অতি চিক্কণলোমা আরণ্য মার্জ্জার অবলোকন করিলেন। ইহা অনেক উপকারে আসিবে, এই বিবেচনা করিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ বৃক্ষোপরি আরোহণ পূর্ব্বক এক দীর্ঘ যষ্টি দ্বারা মার্জ্জারকে

অধিষ্ঠানশাখা হইতে অবতীর্ণ করাইলেন। বিড়াল দৌড়িতে আরম্ভ করিল। তিনিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। উহা এক তরুকোটরে প্রবেশ করিল, এবং তথা হইতে নিষ্কাশিত করিবামাত্র, তাঁহার হস্তোপরি ঝাঁপিয়া পড়িল। অনন্তর, উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, কুপিত বিড়াল তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে নখরপ্রহার করিল; ডুবাল তথাপি উহাকে টানিতে লাগিলেন। বিড়াল আরও শক্ত করিয়া ধরিল এবং খর নখর দ্বারা চর্ম্মের যত দূর আক্রমণ করিয়াছিল, প্রায় সমুদায় অংশ উঠাইয়া লইল। অনন্তর, ডুবাল নিকটবর্ত্তী বৃক্ষোপরি বারংবার আঘাত করিয়া, মার্জ্জারের প্রাণসংহার করিলেন এবং হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তাহাকে গৃহে আনিলেন; ইহা দ্বারা প্রয়োজনোপযোগী পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিব, এই আহ্লাদে বিড়ালকৃত ক্ষতক্লেশ এক বার মনেও করিলেন না।

ডুবাল বন্য জন্তুর উদ্দেশে সর্ব্বদাই এইরূপ সঙ্কটে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং লুনিবিলে গিয়া সেই সেই পশুর চর্ম্মবিক্রয় দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া, পুস্তক ও ভূচিত্র কিনিয়া আনিতেন।

অবশেষে, এক শুভ ঘটনা হওয়াতে, তিনি অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিলেন। শরৎকালে এক দিবস অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, সম্মুখবর্ত্তী শুষ্ক পর্ণরাশিতে আঘাত করিবামাত্র, তিনি ভূতলে এক উজ্জ্বল বস্তু অবলোকন করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ হস্তে লইয়া দেখিলেন, উহা স্বর্ণময় মুদ্রা, উহাতে উত্তম রূপে তিনটি মুখ উৎকীর্ণ আছে। ডুবাল ইচ্ছা করিলেই ঐ স্বর্ণময় মুদ্রা আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। কিন্তু, তিনি পরের দ্রব্য অপহরণ করা গর্হিত ও অধর্ম্মহেতু বলিয়া জানিতেন; অতএব পর রবিবারে লুনিবিলে গিয়া তত্রত্য ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট নিবেদন করিলেন, মহাশয়! অরণ্য-মধ্যে আমি এক স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছি, আপনি এই ধর্ম্মালয়ে ঘোষণা করিয়া দেন; যে ব্যক্তির হারাইয়াছে, তিনি সেণ্ট এনের আশ্রমে গিয়া, আমার নিকটে আবেদন করিলেই, আপন বস্তু প্রাপ্ত হইবেন।

কয়েক সপ্তাহের পর, ইংলণ্ডদেশীয় ফরষ্টর নামে এক ব্যক্তি অশ্বারোহণে, সেণ্ট এনের আশ্রমদ্বারে উপস্থিত হইয়া, ডুবালের অন্বেষণ করিলেন, এবং ডুবাল উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি এক মুদ্রা পাইয়াছ? ডুবাল কহিলেন, হাঁ মহাশয়। তিনি কহিলেন, আমি তোমার নিকট বড় বাধিত হইলাম, সে আমার মুদ্রা। ডুবাল কহিলেন, অগ্রে আপনি অনুগ্রহ করিয়া, কুলাদর্শানুযায়ী ভাষায় নিজ আভিজাতিক চিহ্ন বর্ণন করুন, তবে আমি আপনাকে মুদ্রা দিব। তখন সেই আগন্তুক কহিলেন, অহে বালক! তুমি পরিহাস করিতেছ কেন, কুলাদর্শের বিষয় তুমি কি বুঝিবে। ডুবাল

কহিলেন, সে যাহা হউক, আমি নিশ্চিত বলিতেছি, আপনি নিজ আভিজাতিক চিহ্নের বর্ণন না করিলে মুদ্রা পাইবেন না।

ডুবালের নির্বন্ধাতিশয়দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, ফরষ্টর, তাঁহার জ্ঞানপরীক্ষার্থে তাঁহাকে নানা বিষয়ে ভূরি ভূরি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; পরিশেষে তৎকৃত উত্তর শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া, নিজ আভিজাতিক চিহ্ন বর্ণন দ্বারা তাঁহার প্রার্থনা সিদ্ধ করিয়া, মুদ্রাগ্রহণ পূর্ব্বক দুই সুবর্ণ পুরস্কার দিলেন; এবং প্রস্থানকালে ডুবালকে, মধ্যে মধ্যে লুনিবিলে গিয়া, সাক্ষাৎ করিতে কহিয়া দিলেন। তদনুসারে, ডুবাল যখন যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, প্রতিবারেই তিনি তাঁহাকে এক এক রজতমুদ্রা দিতেন। এই রূপে ফরষ্টরের নিকট মধ্যে মধ্যে মুদ্রা ও পুস্তক দান পাইয়া, সেণ্ট এনের রাখালের পুস্তকালয়ে চারি শত খণ্ড পুস্তক সংগৃহীত হইল; তন্মধ্যে বিজ্ঞানশাস্ত্র ও পুরাবৃত্ত বিষয়ক অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছিল।

ডুবাল ক্রমে দ্বাবিংশতিবর্ষীয় হইলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত আপনার হীন অবস্থা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা এক দিবসের নিমিত্তেও মনে আনেন নাই। ফলতঃ, এখনও তিনি জ্ঞানব্যতীত সর্ব্ব বিষয়েই রাখাল ছিলেন, এবং জ্ঞানোপার্জ্জন ব্যতীত আর কোনও বিষয়েরই অভিলাষ রাখিতেন না। তিনি প্রতিদিন গোচারণকালে, তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া, আপনার চারি দিকে ভূচিত্র ও পুস্তক সকল বিস্তৃত করিতেন, এবং ধেনুগণের রক্ষণাবেক্ষণবিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ না রাখিয়া, কেবল অধ্যয়নে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন; ধেনু সকল সচ্ছন্দে ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়াইত।

একদা তিনি এই ভাবে অবস্থিত আছেন, এমন সময়ে সহসা এক সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ আসিয়া তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। ডুবালকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ কারুণ্য ও বিস্ময় রসের উদয় হইল। এই মহানুভাব ব্যক্তি লোরেনের রাজকুমারদিগের অধ্যাপক, নাম কৌণ্ট বি ডাম্পিয়র। ইনি ও রাজকুমারগণ এবং অন্য এক অধ্যাপক মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। সকলেই ঐ অরণ্যে পথহারা হন। কৌণ্ট মহাশয়, অসংস্কৃতবিরলকেশ অতিহীনবেশ রাখালের চতুর্দিকে পুস্তক ও ভূচিত্ররাশি প্রসারিত দেখিয়া, এমন চমৎকৃত হইলেন যে, ঐ অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত স্বীয় সহচরদিগকে তথায় আনয়ন করিলেন।

এই রূপে মৃগয়াবেশধারী দেশাধিপতনয় ও তদীয় সহচরেরা, ডুবালকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক, ঐ রাজকুমারদিগের

মধ্যে এক জন পরে মেরিয়া থেরিসার পাণিগ্রহণ করেন এবং জর্ম্মনিরাজ্যের সম্রাট হয়েন।

এই ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া, সকলেই এক কালে মুগ্ধ হইলেন; পরিশেষে যখন কতিপয় প্রশ্ন দ্বারা তাঁহার বিদ্যা ও বিদ্যাগমের উপায় সবিশেষ অবগত হইলেন, তখন তাঁহারা বাকপথাতীত বিস্ময় ও সন্তোষ সাগরে মগ্ন হইলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাজকুমার, তৎক্ষণাৎ কহিলেন, তুমি রাজসংসারে চল, আমি তোমাকে এক উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত করিব। ডুবাল কোনও কোনও পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলেন, রাজসংসারের সংস্রবে মনুষ্যের ধর্ম্মভ্রংশ হয়; এবং নান্সিতেও দেখিয়াছিলেন, বড় মানুষের অনুচরেরা প্রায় লম্পট ও কলহপ্রিয়; অতএব অকপট বাক্যে কহিলেন, আমার রাজসেবায় অভিলাষ নাই; চির কাল অরণ্যে থাকিয়া গোচারণ করিয়া নিরুদ্বেগে জীবনক্ষেপণ করিব; আমি এ অবস্থায় সম্পূর্ণ সুখে আছি; কিন্তু ইহাও কহিলেন, যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার উত্তম উত্তম পুস্তক পাঠ ও সমধিক বিদ্যা ও জ্ঞান লাভের সুযোগ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি আপনকার সমভিব্যাহারে যাইতে প্রস্তুত আছি।

রাজকুমার এই উত্তর শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন; এবং রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, ডুবালের যথানিয়মে সৎপণ্ডিত ও সদুপদেশকের নিকট বিদ্যাধ্যয়নসমাধানের নিমিত্ত, নিজ পিতা ডিউককে সম্মত করিয়া, তাঁহাকে পোণ্টে মোসলের জেসুটদিগের সংস্থাপিত বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

ডুবাল তথায় দুই বৎসর অবস্থিতি করিয়া জ্যোতিষ, ভূগোল, পুরাবৃত্ত ও পৌরাণিক বিষয় সকল সমধিক রূপে অধ্যয়ন করিলেন। তদনন্তর, ১৭১৮ খৃঃ অব্দের শেষভাগে, ডিউকের পারিসযাত্রাকালে, তদীয়সম্মতিক্রমে তৎসমভিব্যাহারে গমন করিলেন, এই অভিপ্রায়ে যে তত্রত্য অধ্যাপকদিগের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। পর বৎসর, তিনি তথা হইতে লুনিবিলে প্রত্যাগমন করিলে, ডিউক মহাশয় তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা বেতনে আপনার পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ও সাত শত মুদ্রা বেতনে বিদ্যালয়ে পুরাবৃত্তের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন, এবং কোনও বিষয়ে কোনও নিয়মে বদ্ধ না করিয়া, সচ্ছন্দে রাজবাটীতে অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিলেন।

তিনি পুরাবৃত্তে যে উপদেশ দিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার এমন সুখ্যাতি হইল যে, অনেকানেক বৈদেশিকেরাও লুনিবিলে আসিয়া তদীয়শিষ্যশ্রেণীতে নিবিষ্ট হইতে লাগিলেন।

ডুবাল স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনীত ও লোকরঞ্জন ছিলেন। আপনার পূর্ব্বতন হীন অবস্থার কথা উত্থাপন হইলে, তিনি তদুপলক্ষে কিঞ্চিন্মাত্র লজ্জিত বা ক্ষুব্ধ না হইয়া, বরং সেই অবস্থায় যে মনের সচ্ছন্দে কালযাপন করিতেন ও ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের উপচয়-সহকারে অন্তঃকরণমধ্যে যে নব নব ভাবোদয় হইত, সেই সমস্ত বর্ণনা করিতে করিতে অপর্য্যাপ্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন।

তিনি প্রথমসংগৃহীত বহুসংখ্যক অর্থ দ্বারা সেণ্ট এনের আশ্রম পুনর্নির্মাণ করিয়া দিলেন এবং তথায় আপনার নিমিত্তে একটি গৃহ নির্মাণ করাইলেন। অনন্তর, তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া, রাজকুমারগণ ও তাঁহাদের অধ্যাপকদিগের সহিত যে রূপে কথোপকথন করিয়াছিলেন, কোনও নিপুণতর চিত্রকর দ্বারা, সেই অবস্থার ব্যঞ্জক এক আলেখ্য প্রস্তুত করাইলেন, এবং ডিউকের সম্মতি লইয়া, স্বপ্রত্যবেক্ষিত পুস্তকালয়ে স্থাপন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে, তিনি জন্মভূমিদর্শনবাসনাপরবশ হইয়া তথায় গমন করিলেন, এবং যে ভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তত্রত্য শিক্ষকের ব্যবহারার্থে প্রশস্ত রূপে নির্মাণ করাইলেন; আর গ্রামস্থ লোকের জলকষ্টনিবারণার্থে নিজ ব্যয়ে অনেক কূপ খনন করাইয়া দিলেন।

১৭৩৮ খৃঃ অব্দে, ডিউকের মৃত্যুর পর, তদীয় উত্তরাধিকারী লোরেনের বিনিময়ে টস্কানির আধিপত্য গ্রহণ করিলে, রাজকীয় পুস্তকালয় ফ্লোরেন্স নগরে নীত হইল। ডুবাল তথায় পূর্ব্ববৎ পুস্তকাধ্যক্ষের কার্য্যনির্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অভিনব প্রভু, হঙ্গরির রাজ্ঞীর পাণিগ্রহণ দ্বারা অত্যুন্নত সম্রাটপদ প্রাপ্ত হইয়া, বিয়েনার পুরাতন ও নূতন টঙ্ক এবং পৃথিবীর অন্যান্যভাগপ্রচলিত সমুদায় টঙ্ক সংগ্রহ করিবার বাসনা করিলেন। ডুবালের টঙ্কবিজ্ঞানবিদ্যাবিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, সম্রাট তাঁহাকে উক্ত টঙ্কালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন; এবং রাজপল্লীমধ্যে রাজকীয় প্রাসাদের অদূরে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ডুবাল প্রায় সপ্তাহে এক দিন মহারাজ ও রাজমহিষীর সহিত আহার করিতেন।

এই রূপে অবস্থার পরিবর্ত্ত হইলেও, তাঁহার স্বভাব ও চরিত্রের কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্ত্ত হইল না। ইয়ুরোপের এক অত্যন্ত বিষয়রসপরায়ণ নগরে থাকিয়াও, তিনি লোরেনের অরণ্যে যেরূপ ঋজুস্বভাব ও বিদ্যোপার্জ্জনে একাগ্রচিত্ত ছিলেন, সেইরূপই রহিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী তাঁহার রমণীয় গুণগ্রামের নিমিত্ত অত্যন্ত প্রীত ও প্রসন্ন ছিলেন, এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহাকে, ১৭৫১ খৃঃ অব্দে, আপন পুত্রের উপাচার্য্যের পদ প্রদান করেন। কিন্তু

তিনি কোনও কারণ বশতঃ এই সম্মানের পদ অস্বীকার করিলেন। রাজসংসারে তাঁহার গতিবিধি এত অল্প ছিল যে, কোনও কোনও রাজকুমারীকে কখনও নয়নগোচর করেন নাই, সুতরাং তিনি তাঁহাদিগকে চিনিতেন না। একদা, এই কথা উত্থাপিত হইলে, কোনও রাজকুমার কহিয়াছিলেন, ডুবাল যে আমার ভগিনীদিগকে জানেন না, ইহাতে আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না, কারণ আমার ভগিনীরা পৌরাণিক পদার্থ নহেন।

এক দিবস, তিনি না বলিয়া সত্বর চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইতেছেন। ডুবাল কহিলেন, গাব্রিলির গান শুনিতে। নরপতি কহিলেন, সে ত ভাল গাইতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিক সে ভাল গাইত, এজন্য ডুবাল উত্তর দিলেন, আমি মহারাজের নিকট বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, এ কথা উচ্চ স্বরে কহিবেন না। রাজা কহিলেন, কেন। ডুবাল কহিলেন, কারণ এই যে, মহারাজের পক্ষে ইহা অত্যন্ত আবশ্যক যে, সকলে আপনকার কথায় বিশ্বাস করে; কিন্তু এই কথায় কোনও ব্যক্তি বিশ্বাস করিবেক না। ফলতঃ, ডুবাল কোনও কালেই প্রসাদাকাঙ্ক্ষী চাটুকার ছিলেন না।

এই মহানুভাব ধর্ম্মাত্মা, জীবনের শেষ দশা সচ্ছন্দে ও সম্মান পূর্ব্বক যাপন করিয়া, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে, একাশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে, কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। যাঁহারা ডুবালকে বিশেষ রূপে জানিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার দেহাত্যয়বার্ত্তাশ্রবণে শোকাভিভূত হইলেন। এম. ডি. রোশ নামক তাঁহার এক বন্ধু, তাঁহার মৃত্যুর পর তল্লিখিত সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া, দুই খণ্ড পুস্তকে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। সরকেশিয়াদেশীয়া এক সুশিক্ষিতা রমণী দ্বিতীয় কাথিরিনের শয়নাগারপরিচারিকা ছিলেন; তাঁহার সহিত ডুবালের জীবনের শেষ ত্রয়োদশ বৎসর যে লেখালেখি চলিয়াছিল সে সমুদায়ও মুদ্রিত হইল। সকলে স্বীকার করেন, তাহাতে উভয় পক্ষেরই অসাধারণ বুদ্ধিনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। বৃদ্ধবয়সে রূপবতী যুবতীদিগকে প্রিয় বিবি বলিয়া সম্ভাষণ করা দূষণাবহ নহে; এই নিমিত্ত তিনি, পূর্ব্বোক্ত রমণী ও অন্যান্য যে যে গুণবতী কামিনীদিগকে ভাল বাসিতেন, সকলকেই উক্ত বাক্যে সম্ভাষণ করিতেন।

এই সকল দেখিয়া যদিও নিশ্চিত বোধ হইতে পারে, ডুবাল কামিনীগণসহবাসে বীতরাগ ছিলেন না; কিন্তু, তাহাদের অধিকতর মনোরঞ্জন হইবে বলিয়া, কখনও পরিচ্ছদপরিপাটীর চেষ্টা করেন নাই। ফলতঃ, অন্তিম কাল পর্য্যন্ত তাঁহার বেশ ও চলন পূর্ব্বের ন্যায় গ্রাম্যই ছিল। তিনি কৃষকদিগের ন্যায় চলিতেন, এবং সর্ব্বদা কৃষ্ণপিঙ্গল বর্ণের

অঙ্গাবরণ, সামান্য পরিধান, ঘন উপকেশ, কৃষ্ণবর্ণ রোমজ চরণাবরণ পরিতেন, এবং লৌহ-কণ্টকাবৃত স্থূল উপানহ ধারণ করিতেন। তিনি যে পরিচ্ছদপরিপাটীবিষয়ে এরূপ অনাদর করিতেন, তাহা কোনও ক্রমেই কৃত্রিম নহে। তাঁহার জীবনের পূর্ব্বাপর অবেক্ষণ করিলে, স্পষ্ট বোধ হয় যে, কেবল নির্মলজ্ঞানালোকসহকৃত ঋজুস্বভাবতা বশতই এরূপ হইত। এই বিষয়ে এক উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই পর্য্যাপ্তহইতে পারিবেক—তাঁহার এক জন কর্ম্মকর ছিল, তিনি তাহাকে ভৃত্য না ভাবিয়া বন্ধুমধ্যে গণনা করিতেন; সে ব্যক্তি বিবাহিত পুরুষ, এজন্য তিনি প্রতিদিন সকাল রাত্রেই, তাহাকে গৃহগমনের অনুমতি দিতেন, এবং তৎপরে যথাকথঞ্চিৎ স্বহস্তেই সামান্যরূপ কিঞ্চিৎ আহার প্রস্তুত করিয়া লইতেন।

ডুবাল, স্বীয় অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় মাত্র সহায় করিয়া, ক্রমে ক্রমে অনেকবিধ জ্ঞানোপার্জ্জন দ্বারা তৎকালীন প্রায় সমস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক বিদ্যাবান হইয়াছিলেন। রাজসংসারে ব্যাপক কাল অবস্থিতি করিলে, মনুষ্যমাত্রেই প্রায় আত্মশ্লাঘা ও দুষ্ক্রিয়াসক্তির পরতন্ত্র হয়; কিন্তু তিনি তথায় অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক যাপন করিয়াছিলেন, তথাপি অতি দীর্ঘ জীবনের অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও, চরিত্রের নির্মলতা-বিষয়ে লোরেনাবস্থানকালের রাখালভাব পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বতন হীন অবস্থার দুঃসহক্লেশপ্রপঞ্চমাত্র অতিক্রান্ত হইয়াছিল; সরলহৃদয়তা, যদৃচ্ছালাভসন্তোষ ও প্রশান্তচিত্ততা, অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত অবিকৃতই ছিল।

গ্রোশ্যস (১)

গ্রোশ্যস, ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে, হলণ্ডের অন্তঃপাতী ডেল্‌ফট নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবকালেই অসাধারণবিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা অত্যন্ত খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, লাটিন ভাষায় কাব্যরচনা করেন; চতুর্দশ বৎসরের সময়, পণ্ডিত-সমাজে গণিত, ব্যবহারসংহিতা ও দর্শনশাস্ত্রের বিচার করিতে পারিতেন; ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে,

(১) ইহার প্রকৃত নাম হুগো গ্রূট্। গ্রূট্শব্দ লাটিন ভাষায় সাধিত হইলে গ্রোশ্যস হয়। ইনি গ্রূট্ অপেক্ষা গ্রোশ্যস নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

হলণ্ডের রাজদূত বর্নিবেণ্টের সমভিব্যাহারে পারিস রাজধানী গমন করেন, তথায় বুদ্ধিনৈপুণ্য ও সুশীলতা দ্বারা ফ্রান্সের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ চতুর্থ হেনরির নিকট ভূয়সী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এবং সর্ব্বত্র অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া পরিগণিত ও প্রশংসিত হয়েন। হলণ্ড-প্রত্যাগমনের পর, তিনি ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন, এবং সতর বৎসর বয়সে, ধর্ম্মাধিকরণে প্রথম বারেই এমন অসাধারণ রূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিলেন যে, তদ্দ্বারা অতি প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, এবং অল্পকালমধ্যে প্রধান ব্যবহারাজীবের পদে অধিরূঢ় হইলেন।

বীরনগরের অধ্যক্ষের মেরি রিজর্সবর্গনাম্নী এক তনয়া ছিল। গ্রোশ্যস, ১৬০৮ খৃঃ অব্দে, ঐ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এই রমণী রমণীয় গুণগ্রাম দ্বারা গ্রোশ্যসের যোগ্যা ছিলেন, এবং গ্রোশ্যসের সহধর্ম্মিণী হওয়াতেই, তাঁহার গুণের সমুচিত সমাদর হইয়াছিল। কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, সকল সময়েই তাঁহারা পরস্পর অবিচলিত সদ্ভাবে ও যৎপরোনাস্তি প্রণয়ে কালযাপন করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই দৃষ্ট হইবেক, নিগৃহীত স্বামীর ক্লেশশান্তিবিষয়ে, ঐ পতিপ্রাণা কামিনীর ঐকান্তিক প্রণয়ের কি পর্য্যন্ত উপযোগিতা হইয়াছিল।

গ্রোশ্যস অত্যন্ত কুৎসিত সময়ে ভূমণ্ডলে আসিয়াছিলেন। ঐ কালে জনসমাজ ধর্ম্ম ও দণ্ডনীতি বিষয়ক বিষম বিসংবাদ দ্বারা সাতিশয় বিসঙ্কুল ছিল। মনুষ্যমাত্রেই ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিবাদে উন্মত্ত, এবং ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের ঔদ্ধত্য ও কলহপ্রিয়তা দ্বারা সৌজন্য ও দয়া দাক্ষিণ্য একান্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। গ্রোশ্যস, আর্ম্মিনিয় সাম্প্রদায়িক (২) ও সর্ব্ব-তন্ত্রপক্ষীয় (৩) ছিলেন। তিনি স্বীয়ব্যবসায়িককার্য্যোপলক্ষে ত্বরায় এমন বিবাদবাগুরাতে পতিত হইলেন যে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিল। তাঁহার তুল্য-মতাবলম্বী পূর্ব্বসহায় বর্নিবেণ্ট অভিদ্রোহাভিযোগে ধর্ম্মাধিকরণে নীত হইলে, তিনি স্বীয় লেখনী ও আধিপত্য দ্বারা তাঁহার যথোচিত সহায়তা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সমুদায় প্রয়াস বিফল হইল। ১৬১৯ খৃঃ অব্দে, বর্নিবেণ্টের প্রাণদণ্ড হইল, এবং গ্রোশ্যস দক্ষিণ

---

(২) খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আর্ম্মিনিয়স্ নামে এক ব্যক্তি এক নূতন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। প্রবর্ত্তকের নামানুসারে ইহার নাম আর্ম্মিনিয় সম্প্রদায় হইয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদিগের সহিত এই নূতন সম্প্রদায়ের অনুযায়ী লোকদিগের অত্যন্ত বিরোধ ছিল।

(৩) যেখানে রাজা নাই সর্ব্বসাধারণ লোকের মতানুসারে যাবতীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহাকে সর্ব্বতন্ত্র বলে। সর্ব্ব—সর্ব্বসাধারণ, তন্ত্র—রাজ্যচিন্তা।

হলণ্ডের অন্তঃপাতী লোবিষ্টিনের দুর্গমধ্যে যাবজ্জীবন কারানিরুদ্ধ হইলেন। এইরূপ দারুণ অবিচারের পর, তাঁহার সর্ব্বস্ব হৃত হইল।

বিচারারম্ভের পূর্ব্বে, গ্রোশ্যস কোনও সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুকা হইয়াও, কোনও ক্রমে তাঁহার নিকটে যাইতে পান নাই; কিন্তু তাঁহার দণ্ডবিধানের পর, কারাবাসসহচরী হইবার প্রার্থনায় ব্যগ্রতাপ্রদর্শন পূর্ব্বক আবেদন করিয়া, তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। গ্রোশ্যস, তাঁহার এইরূপ অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ দর্শনে মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া, এক স্বরচিত লাটিন কাব্যে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা লিখিয়াছেন, এবং তাঁহার সন্নিধানাবস্থানকে কারাবাসক্লেশরূপ অন্ধতমসে সূর্য্যকরোদয়স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হলণ্ডের লোকেরা গ্রোশ্যসের গ্রাসাচ্ছাদননির্বাহার্থে আনুকূল্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী সমুচিতগর্ব্বপ্রদর্শন পূর্ব্বক উত্তর দিলেন, আমার যাহা সংস্থান আছে তদ্দারাই তাঁহার আবশ্যক ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিব, অন্যের আনুকূল্য আবশ্যক নাই। তিনি, স্ত্রীজাতিসুলভবৃথাশোকপরবশ না হইয়া, সাধ্যানুসারে পতিকে সুখী ও সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গ্রোশ্যসের অধ্যয়নানুরাগও এক বিলক্ষণ বিনোদনোপায় হইয়াছিল। বস্তুতঃ, গুণবতীভার্য্যাসহায় ও প্রশস্তপুস্তকমণ্ডলীপরিবৃত ব্যক্তির সাংসারিক সঙ্কটে বিষণ্ণ হইবার বিষয় কি। তথাহি, গ্রোশ্যস, যাবজ্জীবন কারাবাসদণ্ডে নিগৃহীত হইয়াও, নিজ পত্নীর সন্নিধান ও অভিমত অধ্যয়ন দ্বারা প্রফুল্ল চিত্তে কালযাপন করিয়াছিলেন।

কিন্তু, তাঁহার পত্নী তদীয় উদ্ধারসাধনে একান্ত অধ্যবসায়িনী ছিলেন। যাঁহারা অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁহাকে পতিসমভিব্যাহারে কারাগারে বাস করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, বোধ হয়, পতিপ্রাণা কামিনীর বুদ্ধিকৌশলে ও উদেযাগে কি পর্য্যন্ত কার্য্যসাধন হইতে পারে, তাঁহারা তদ্বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। তিনি, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও, এই অভিলষিতসমাধানের উপায়চিন্তনে বিরতা হয়েন নাই; এবং যদ্দারা এতদ্বিষয়ের আনুকূল্য হইবার সম্ভাবনা, তাদৃশ ব্যাপার উপস্থিত হইলে, তদ্বিষয়ে কোনও ক্রমেই উপেক্ষা করিতেন না।

গ্রোশ্যস সন্নিহিতনগরবর্ত্তী বন্ধুবর্গের নিকট হইতে পাঠার্থ পুস্তকানয়নের অনুমতি পাইয়াছিলেন। পাঠসমাপ্তির পর, সেই সকল পুস্তক করণ্ডকমধ্যগত করিয়া প্রতিপ্রেরিত হইত। ঐ সমভিব্যাহারে তাঁহার মলিন বস্ত্রও ক্ষালনার্থে রজকালয়ে যাইত। প্রথমতঃ,

রক্ষকেরা তন্ন তন্ন করিয়া ঐ করণ্ডকের বিষয়ে অনুসন্ধান করিত; কিন্তু কোনও বারেই সন্দেহোদ্বোধক বস্তু দৃষ্টিগোচর না হওয়াতে, ক্রমে শিথিলপ্রযত্ন হয়। গ্রোশ্যসের পত্নী, রক্ষিগণের উত্তরোত্তর অযত্নপ্রাদুর্ভাব দেখিয়া, পতিকে সেই করণ্ডকমধ্যগত করিয়া স্থানান্তরিত করিবার উপায় কল্পনা করিলেন। বায়ুপ্রবেশার্থে তিনি তাহাতে কতিপয় ছিদ্র প্রস্তুত করিলেন; এবং গ্রোশ্যস এইরূপ সংক্ষিপ্ত স্থানে রুদ্ধ হইয়া কত ক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিতে পারেন, ইহাও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি এক দিবস, দুর্গাধ্যক্ষের অসন্নিধানরূপ সুযোগ দেখিয়া, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকটে গিয়া, নিবেদন করিলেন, আমার স্বামী অত্যধিক অধ্যয়ন দ্বারা শরীরপাত করিতেছেন; এজন্য, আমি সমুদায় পুস্তক এক কালে ফিরিয়া দিতে বাসনা করি।

এইরূপ প্রার্থনা দ্বারা তাঁহার সম্মতিলাভ হইলে, নিরূপিত সময়ে গ্রোশ্যস করণ্ডক-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুই জন সৈনিক পুরুষ অধিরোহণী দ্বারা অতি কষ্টে করণ্ডক অবতীর্ণ করিল। ঐ করণ্ডক সমধিকভারাক্রান্ত দেখিয়া, তাহাদের অন্যতর পরিহাস পূর্ব্বক কহিল, ভাই! ইহার ভিতরে অবশ্যই এক আর্ম্মিনিয় আছে। গ্রোশ্যসের পত্নী অব্যাকুল চিত্তে উত্তর করিলেন, হাঁ ইহার মধ্যে অনেক আর্ম্মিনিয় পুস্তক আছে বটে। যাহা হউক, সৈনিক পুরুষ, করণ্ডকের অসম্ভবভারদর্শনে সন্দিহান হইয়া, উচিতবোধে অধ্যক্ষপত্নীর গোচর করিল। কিন্তু তিনি কহিলেন, ইহার মধ্যে বহুসংখ্যক পুস্তক আছে, তাহাতেই এত ভারী হইয়াছে; গ্রোশ্যসের শারীরিকস্বাস্থ্যরক্ষার্থে, তাঁহার পত্নী ঐ সমুদায় পুস্তক এক কালে ফিরিয়া দিবার নিমিত্ত অনুমতি লইয়াছেন।

এক দাসী এই গোপনীয় পরামর্শের মধ্যে ছিল, সে ঐ করণ্ডকের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। করণ্ডক এক বন্ধুর আলয়ে নীত হইলে, গ্রোশ্যস অব্যাহত শরীরে তন্মধ্য হইতে নির্গত হইলেন, রাজমিস্ত্রির বেশপরিগ্রহ ও করে কর্ণিকধারণ পূর্ব্বক, আপণের মধ্য দিয়া গমন করিয়া, নৌকারোহণ করিলেন এবং ব্রাবণ্টে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে শকটযানে এণ্টওয়ের্প প্রস্থান করিলেন। ১৬২১ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে, এই ব্যাপার সম্পন্ন হয়। গ্রোশ্যসের সহধর্ম্মিণীর যত দিন এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় না জন্মিল, গ্রোশ্যস সম্পূর্ণ রূপে বিপক্ষবর্গের ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়াছেন, তাবৎ তিনি সকলের এই বিশ্বাস জন্মাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামী অত্যন্ত রোগাভিভূত হইয়া শয্যাগত আছেন।

কিয়ৎ দিন পরে এই বিষয় প্রকাশ হইলে, তিনি পূর্ব্বাপর সমুদায় স্বীকার করিলেন। তখন দুর্গাধ্যক্ষ ক্রোধে অন্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে দৃঢ় রূপে রুদ্ধ করিয়া যৎপরোনাস্তি

ক্লেশ দিতে লাগিলেন। পরিশেষে, তিনি রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। কতকগুলা পামর প্রস্তাব করিয়াছিল, তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেকেরই অন্তঃকরণে করুণাসঞ্চার হওয়াতে, তাহা অগ্রাহ্য হইল। ফলতঃ, সকলেই তাঁহার বুদ্ধিকৌশল, সহিষ্ণুতা ও পতিপরায়ণতা দর্শনে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

গ্রোশ্যস ফ্রান্সে গিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ দিবস পরে, তাঁহার পরিবারও তাঁহার সহিত সমাগত হইলেন। পারিস রাজধানীতে বাস করা বহুব্যয়সাধ্য; এজন্য গ্রোশ্যস প্রথমতঃ কিছু কাল অর্থের অসঙ্গতিনিবন্ধন অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন। অবশেষে, ফ্রান্সের অধিপতি তাঁহার বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। তিনি অবিশ্রান্ত গ্রন্থরচনা করিতে লাগিলেন; তাঁহার যশঃশশধর, সমুদায় ইয়ুরোপমধ্যে বিদ্যোতমান হইতে লাগিল।

ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী কার্ডিনল রিশিলিয়ু গ্রোশ্যসকে অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া ফ্রান্সের হিতচিন্তাবিষয়ে ব্যাসক্ত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু গ্রোশ্যস, প্রাকৃত জনের ন্যায়, তাঁহার সমুদায় প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে, তিনি তাঁহাকে অধীনতানিবন্ধন বিস্তর ক্লেশ দিয়াছিলেন। গ্রোশ্যস, এই রূপে নিতান্ত হতাদর হইয়া, স্বদেশপ্রত্যাগমনার্থে অতিশয় উৎসুক হইলেন। তদনুসারে, ১৬২৭ খৃঃ অব্দে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যস্থিরীকরণার্থ, হলণ্ড প্রস্থান করিলেন।

গ্রোশ্যস প্রত্যাগমনবিষয়ে প্রাড্‌বিবাকদিগের অনুমতি লাভ করিতে পারিলেন না; কিন্তু তৎকালে দণ্ডনীতিবিষয়ে যে নিয়মপরিবর্ত্ত হইয়াছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া, স্বীয় সহধর্ম্মিণীর উপদেশানুসারে, সাহস পূর্ব্বক রটর্ডাম নগরে উপস্থিত হইলেন। যৎকালে তাঁহার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ হইয়াছিল, তখন তিনি কোনও প্রকারেই অপরাধ-স্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে চাহেন নাই; বিশেষতঃ, এমন দৃঢ় রূপে আত্মপক্ষ রক্ষা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিপক্ষেরা অত্যন্ত অপদস্থ ও অবমানিত হয়; এজন্য তাহারা তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে খড়্গহস্ত হইয়াছিল। কতকগুলি লোকে তাঁহার প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু প্রাড্‌বিবাকেরা এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি গ্রোশ্যসকে রুদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেক সে উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেক। গ্রোশ্যসের জন্মভূমি বলিয়া যে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, তত্রত্য লোকেরা তাঁহার প্রতি এইরূপ নৃশংস ব্যবহার করিল।

তিনি হলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, হম্বর্গ নগরে গিয়া, দুই বৎসর অবস্থিতি করিলেন। তথায় অবস্থানকালে, সুইডেনের রাজ্ঞী ক্রিষ্টিনার অধিকারে বিষয়কর্ম্মস্বীকারে সম্মত হওয়াতে, রাজ্ঞী তাঁহাকে ফ্রান্সের রাজসভায় দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তিনি তথায় দশ বৎসর অবস্থিতি ও কতিপয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিলেন। উক্ত কাল পরেই, নানা-কারণবশতঃ দৌত্যপদ দুরূহ ও কষ্টপ্রদ বোধ হওয়াতে, তিনি বিরক্ত হইয়া কর্ম্মপরিত্যাগ-প্রার্থনায় আবেদন করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। তিনি সুইডেনে প্রত্যাগমন-কালে হলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল, এক্ষণে বিশিষ্টরূপ সমাদর করিল।

তিনি সুইডেনে উপস্থিত হইয়া, ক্রিষ্টিনাকে সমস্ত কাগজ পত্র বুঝাইয়া দিয়া, লুবেকপ্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু পথিমধ্যে অত্যন্ত দুর্যোগ হওয়াতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। পরিশেষে, নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, ঝড় বৃষ্টি না মানিয়া, তিনি এক অনাবৃত শকটে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এই অবিমৃষ্যকারিতাদোষেই তাঁহার আয়ুঃশেষ হইল। রষ্টক পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাঁহাকে বিরত হইতে হইল। তিনি ঐ স্থানেই, ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে, আগষ্টের অষ্টাবিংশ দিবসে, ত্রিষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম কালে, প্রিয়তমা পত্নী এবং ছয় পুত্রের মধ্যে চারিটি রাখিয়া, কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

গ্রোশ্যস নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সকলে স্বীকার করেন, তদীয় গ্রন্থপরম্পরা দ্বারা বিজ্ঞানশাস্ত্রের সুচারুরূপ অনুশীলনের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার সন্দর্ভসমূহের মধ্যে অধিকাংশই নিরবচ্ছিন্ন শব্দবিদ্যাসংক্রান্ত, সুতরাং গ্রীক ও লাটিন ভাষার জ্ঞানসাপেক্ষ। এক্ষণে ঐ দুই ভাষার পূর্ব্ববৎ অনুশীলন নাই, এজন্য তৎসমুদায় অধুনা একপ্রকার অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিয়াছে। আর, ঐ কারণবশতই, তাঁহার আলঙ্কারিক গ্রন্থ সকলও একান্ত উপেক্ষিত হইয়াছে। তিনি লাটিন ভাষায় নৈসর্গিক ও জাতীয় বিধান বিষয়ে সন্ধিবিগ্রহবিধিনামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, অধুনাতন কালে তাহাতেই তাঁহার কীর্ত্তি পৃথ্বীমণ্ডলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দ্বারা ইয়ুরোপীয় অধুনাতন বিধানশাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধিলাভ হইয়াছে।

সর উইলিয়ম জোন্স

উইলিয়ম জোন্স, ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে ২০এ সেপ্‌টেম্বর, লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তৃতীয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃবিয়োগ হয়; স্থতরাং তাঁহার শিক্ষার ভার তাঁহার জননীর উপর বর্ত্তে। এই নারী অসামান্যগুণসম্পন্না ছিলেন। জোন্স অতি শৈশবকালেই অদ্ভুত পরিশ্রম ও প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগের দৃঢ় প্রমাণ দর্শাইয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ আছে, তিন চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালে, যদি তিনি কোনও বিষয় জানিবার অভিলাষে আপন জননীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন, ঐ বুদ্ধিমতী নারী সর্ব্বদাই এই উত্তর দিতেন, পড়িলেই জানিতে পারিবে। জ্ঞানলাভবিষয়ে আগ্রহাতিশয় ও জননীর তাদৃশ উপদেশ এই উভয় কারণে, পুস্তকপাঠবিষয়ে তাঁহার গাঢ় অনুরাগ জন্মে, এবং তাহা বয়োবৃদ্ধিসহকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সপ্তম বৎসরের শেষে, তিনি হারো নগরের পাঠশালায় প্রেরিত হয়েন; এবং ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে, অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তিনি, বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত অন্যান্য ছাত্রবর্গের ন্যায়, বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া, অধ্যয়নবিষয়েই অনুক্ষণ নিমগ্নচিত্ত থাকিতেন, এবং যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ অপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষা করিতেন। বাস্তবিক, তিনি পাঠশালায় এরূপ পরিশ্রমী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন যে, তদ্দৃষ্টে তাঁহার এক অধ্যাপক কহিয়াছিলেন, এই বালক, সালিসবরি প্রান্তরে নগ্ন ও নিঃসহায় পরিত্যক্ত হইলেও, খ্যাতি ও সম্পত্তির পথ প্রাপ্ত হইবেক, সন্দেহ নাই।

এই সময়ে তিনি, প্রায় সর্ব্বদাই, নিদ্রাপ্রতিরোধের নিমিত্ত, কাফি কিংবা চা খাইয়া সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু এইপ্রকার অনুষ্ঠান প্রশংসনীয় নহে; ইহাতে অনায়াসেই রোগ জন্মিতে পারে। জোন্স অবকাশকালে ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। ইহা নির্দিষ্ট আছে, তিনি, কোকলিখিত ব্যবহারশাস্ত্রের সারসংগ্রহ পাঠ করিয়া, তাহাতে এমন ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন যে, স্বীয় জননীর পরিচিত গৃহাগত ব্যবহারদর্শীদিগকে, উক্ত গ্রন্থ হইতে সমুদ্ধৃত ব্যবহারবিষয়ক প্রশ্ন দ্বারা, সর্ব্বদাই প্রীত ও চমৎকৃত করিতেন।

জোন্স ভাষাশিক্ষাবিষয়ে স্বভাবতঃ অতিশয় নিপুণ ও অনুরাগী ছিলেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল ব্যক্তির ভাষাশিক্ষায় বিশেষ অনুরাগ ও নৈপুণ্য থাকে, তাহাদের প্রায় অন্য অন্য বিষয়ে বুদ্ধিপ্রবেশ হয় না। কিন্তু জোন্সের বিষয়ে সেরূপ লক্ষিত হইতেছে না। তিনি প্রয়োজনোপযোগী বহুবিধ জ্ঞানশাস্ত্রে ও সুকুমার বিদ্যাতে বিশিষ্টরূপ

পারদর্শী ছিলেন। অক্‌সফোর্ডে অধ্যয়নকালে, তিনি এসিয়াখণ্ডের ভাষাসমূহশিক্ষাবিষয়ে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছিলেন, এবং আরবির উচ্চারণ শিখাইবার নিমিত্ত, স্বয়ং বেতন দিয়া এলিপোদেশীয় এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। গ্রীক ও লাটিন ভাষাতে তৎপূর্ব্বেই বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের অনধ্যায়কাল উপস্থিত হইলে, তিনি অশ্বারোহণ ও স্বাত্মরক্ষা শিক্ষা করিতেন, ইটালীয়, স্পানিশ, পোর্তুগীস ও ফ্রেঞ্চ ভাষার অত্যুত্তম গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন; এবং ইহার মধ্যেই অবকাশক্রমে নৃত্য, বাদ্য, খড়্গপ্রয়োগ এবং বীণাবাদন শিখিতেন।

ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে, জননীকে বিদ্যালয়ের বেতনদানস্বরূপ ভার হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন, এই আশয়ে তিনি, পূর্ব্বনির্দিষ্ট বহুবিধ অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিয়াও, উক্ত অভিলষিত বৃত্তি প্রাপ্তি বিষয়ে বিশিষ্ট রূপ মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই আকাঙ্ক্ষিত বিষয় সাধনে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে, তিনি লার্ড আলথর্পের শিক্ষকতাকার্য্য স্বীকার করিলেন এবং কিয়ৎ দিবস পরে অভিপ্রেত ছাত্রবৃত্তিও প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে, তাঁহাকে আপন ছাত্রের সহিত জর্ম্মনির অন্তর্বর্ত্তী স্পানামক নগরে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল; এই সুযোগে তিনি জর্ম্মন ভাষা শিক্ষা করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি নাদিরশাহের জীবনবৃত্ত ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদিত করিলেন। এই জীবনবৃত্ত পারসী ভাষায় লিখিত।

কিয়দ্দিনানন্তর, তাঁহাকে আপন ছাত্র ও তদীয় পরিবারের সহিত মহাদ্বীপে গমন করিয়া, ১৭৭০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, অবস্থিতি করিতে হয়। উক্ত অব্দে তাঁহার শিক্ষকতাকর্ম্ম রহিত হওয়াতে, তিনি ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়নার্থে টেম্পলনামক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইলেন। এই রূপে বিষয়কর্ম্মের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াও, তিনি বিদ্যানুশীলন এক বারেই পরিত্যাগ করেন নাই। মধ্যে মধ্যে তিনি নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; তৎসমুদায় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ঐ সমস্ত গ্রন্থে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও মনের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দে, জোন্স বিচারালয়ে ব্যবহারাজীবের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, এবং অবলম্বিত ব্যবসায়ে ত্বরায় বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে বিচারকর্ত্তার পদ বহুকালাবধি তাঁহার প্রার্থনীয় ছিল। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দের মার্চ মাসে, তিনি ঐ চিরপ্রার্থিত পদে নিযুক্ত ও তদুপলক্ষে নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। সুপ্রিম কোর্টের বহুপরিশ্রমসাধ্য কর্ম্মে অত্যন্ত ব্যাপৃত থাকিয়াও, তিনি

পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর প্রযত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সাহিত্যবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই, লণ্ডন নগরের রয়েল সোসাইটী নামক সভাকে আদর্শ করিয়া, স্বীয় অসাধারণ উৎসাহ ও উদ্যোগ দ্বারা এসিয়াটিক সোসাইটী নামক সমাজ স্থাপন করিলেন। যত দিন জীবিত ছিলেন, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত, তিনি তাহার সভাপতির কার্য্যনির্ব্বাহ করেন, এবং প্রতিবৎসর সাতিশয়পরিশ্রমস্বীকার পূর্ব্বক, এতদ্দেশীয় শব্দবিদ্যা ও পূর্ব্বকালীন বিষয় সকলের তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা উক্ত সমাজের কার্য্য উজ্জ্বল ও বিভূষিত করিয়াছিলেন।

অতঃপর, বিচারালয়বন্ধব্যতিরেকে আর তাঁহার অধ্যয়নের অবকাশ ছিল না। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দের দীর্ঘ বন্ধের সময়, তিনি যে রূপে দিবসযাপন করিতেন, তাঁহার কাগজ-পত্রের মধ্যে তাহার বিবরণ দৃষ্ট হইয়াছে; প্রাতঃকালে প্রথমতঃ একখানি পত্র লিখিয়া, কয়েক অধ্যায় বাইবল অধ্যয়ন করিতেন; তৎপরে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র; মধ্যাহ্নকালে ভারতবর্ষের ভূগোলবিবরণ; অপরাহ্লে রোমরাজ্যের পুরাবৃত্ত; পরিশেষে, দুই চারি বাজী শতরঞ্জ খেলিয়া, ও আরিয়ষ্টোর কিয়দংশ পাঠ করিয়া, দিবাবসান করিতেন।

তিনি এতদ্দেশীয় জল ও বায়ুর দোষে শারীরিক অসুস্থ হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ, তাঁহার চক্ষু এমন নিস্তেজঃ হইয়া গেল যে, মধূথবর্ত্তিকার আলোকে লেখা রহিত করিতে হইল। কিন্তু যাবৎ তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র সামর্থ্য থাকিত, কিছুতেই তাঁহার অভিলষিত অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটাইতে পারিত না। পীড়াভিভূত হইয়া শয্যাগত থাকিয়াও, তিনি বিনা সাহায্যে উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। এবং, চিকিৎসকের উপদেশানুসারে, স্বাস্থ্য-প্রতিলাভার্থে যে কিয়ৎ কাল পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল, ঐ সময়ে তিনি গ্রীশ, ইটালি ও ভারতবর্ষীয় দেবতাগণের বিষয়ে এক প্রশস্ত গ্রন্থ রচনা করিলেন। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, তিনি আপন মনকে এমন দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন যে, এইরূপ পরিশ্রম বিশ্রামভূমিতে গণনীয় হইত।

কিয়ৎ দিবস পরে, তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিলেন, এবং পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর প্রযত্ন ও উৎসাহ সহকারে, বিচারালয়ের কার্য্যে ও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। কিছু কাল, তিনি কলিকাতার আড়াই ক্রোশ দূরে ভাগীরথীতীরসন্নিহিত এক ভবনে অবস্থিতি করেন। তথা হইতে তাঁহাকে প্রতিদিন বিচারালয়ে আসিতে হইত। তাঁহার জীবনবৃত্তলেখক সুশীল প্রজ্ঞাবান লার্ড টিনমৌথ কহেন যে, তিনি প্রতিদিন

সূর্য্যাস্তের পর এই স্থানে প্রতিগমন করিতেন; এবং এত প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন যে, পদব্রজে আসিয়া অরুণোদয়কালে কলিকাতার আবাসে উপস্থিত হইতেন। তথায় উপস্থিতির পর ও বিচারালয়ের কার্য্যারম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে সময় থাকিত, তাহা রীতিমত পৃথক পৃথক অধ্যয়নে নিয়োজিত ছিল। এই সময়ে তিনি, রাত্রি চারি পাঁচ দণ্ড থাকিতে শয্যা পরিত্যাগ করিতেন।

বিচারালয়ের কর্ম্মবন্ধ হইলেও, তিনি কর্ম্মে ব্যাসক্ত থাকিতেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দের কর্ম্মবন্ধসময়ে, তিনি কৃষ্ণনগরে অবস্থিতি করেন; তথা হইতে লিখিয়াছিলেন, "আমি এই কুটীরে বাস করিয়া অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছি; এই তিন মাস কর্ম্মবন্ধ উপলক্ষে অবকাশ পাইয়াছি বটে, কিন্তু আমি এক দণ্ডের নিমিত্তেও কর্ম্মশূন্য নহি। অভিমত বিদ্যানুশীলনের সহিত বিষয়কার্য্যের ভূয়িষ্ঠ সম্বন্ধ প্রায় ঘটিয়া উঠে না; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমার পক্ষে তাহা ঘটিয়াছে। এই কুটীরে থাকিয়াও, আমি আরবি ও সংস্কৃত অধ্যয়ন দ্বারা বিচারালয়েরই কার্য্য করিতেছি। এক্ষণে সাহস করিয়া বলিতে পারি, মুসলমান ও হিন্দু ব্যবস্থাদায়কেরা অমূলক ব্যবস্থা দিয়া আর আমাদিগকে ঠকাইতে পারিবেক না।" বাস্তবিক, এইরূপ সার্ব্বক্ষণিক পরিশ্রমে ব্যাসক্ত থাকাতেই, তাঁহার আনন্দে কালযাপন হইয়াছিল।

যে সকল মোকদ্দমা শাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারে নিষ্পত্তি করা আবশ্যক; সে সমুদায়, পণ্ডিত ও মৌলবীদিগের অপেক্ষা না রাখিয়া, অনায়াসে নিষ্পত্তি করিতে পারা যাইবেক, এই অভিপ্রায়ে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের সারসংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ তিনি সমাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু, পরিশেষে অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা তাহার যে সমাধান হইয়াছে, তাহা এই মহানুভাবের পরামর্শ ও প্রাথমিক উদ্যোগ দ্বারাই হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দে, তিনি শকুন্তলানামক সংস্কৃত নাটকের ইঙ্গরেজী ভাষাতে অনুবাদ প্রকাশ করেন। অনন্তর, ১৭৯৪ খৃঃ অব্দের প্রথম ভাগে, মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের ইঙ্গরেজী অনুবাদ প্রচারিত হয়। যে সকল ব্যক্তি ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন আচার ব্যবহার জানিবার বাসনা রাখেন, এই গ্রন্থ তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। পরিশেষে, এই সুবিখ্যাত প্রশংসিত ব্যক্তি, বিচারালয়ের কার্য্যনিষ্পাদন ও বিদ্যানুশীলন বিষয়ে অবিশ্রান্ত অসঙ্গত পরিশ্রম করাতে, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে, কলিকাতাতে তাঁহার যকৃৎ স্ফীত হইল, এবং ঐ রোগেই, উক্ত মাসের সপ্তবিংশ দিবসে, অষ্টচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

সর উইলিয়ম জোন্সের কতিপয় অতি সামান্য নিয়ম নির্দ্ধারিত ছিল; তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ থাকাতেই, তিনি এই সমস্ত গুরুতর কার্য্য নির্বাহে সমর্থ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, বিদ্যানুশীলনের সুযোগ পাইলে কখনও উপেক্ষা করিবেক না। অন্য এক এই যে, অন্যেরা যে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছে, আমিও অবশ্য তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব; এবং সেই নিমিত্তে বাস্তবিক প্রতিবন্ধক দেখিয়া, অথবা প্রতিবন্ধকের সম্ভাবনা করিয়া অভিপ্রেত বিষয় হইতে বিরত হওয়া বিচারসিদ্ধ নহে, বরং তাহার সিদ্ধিবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে হইবেক।

তাঁহার জীবনচরিতলেখক লার্ড টিনমৌথ কহেন, "ইহাও তাঁহার এক নির্দ্ধারিত নিয়ম ছিল, যে সকল ব্যাঘাত অতিক্রম করিতে পারা যায় তদ্দৃষ্টে, বিবেচনা পূর্ব্বক হস্তাপিত ব্যাপারের সমাধানবিষয়ে কোনও ক্রমেই ভগ্নোৎসাহ হওয়া উচিত নহে। এই নিয়ম তিনি কখনও ইচ্ছা পূর্ব্বক লঙ্ঘন করেন নাই। কিন্তু, তিনি যে এক এক কর্ম্মের নিমিত্ত পৃথক পৃথক সময় নিরূপণ করিতেন এবং অতি সাবধান হইয়া সেই সেই নির্দ্ধারিত সময়ে তত্তৎ কর্ম্মের সমাধান করিতেন, আমার বোধে এই মহাফলদায়ক নিয়ম দ্বারাই অব্যাঘাতে ও অনাকুলিত চিত্তে এই সমস্ত বিদ্যায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন"।

সর উইলিয়ম জোন্সের অকালমৃত্যুতে সর্ব্বসাধারণের যেরূপ অসাধারণ মনস্তাপ ও ক্ষতিবোধ হইয়াছে, অতি অল্প লোকের বিষয়ে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষাজ্ঞান-বিষয়ে, বোধ হয়, প্রায় কোনও ব্যক্তিই তাঁহা অপেক্ষা অধিক প্রবীণ ছিলেন না। পুরাবৃত্ত, দর্শনশাস্ত্র, স্মৃতি, ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থ, পদার্থবিদ্যা ও সর্ব্বজাতীয় আচার ব্যবহার বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল; আর, যদি তিনি ভিন্নদেশীয় কাব্যের ভাব লইয়া স্বভাষায় সঙ্কলনে অধিক অনুরক্ত না হইতেন এবং বহুবিস্তৃত বিষয়কর্ম্ম নির্বাহ করিয়া, আপন শক্ত্যনুযায়িনী রচনা বিষয়ে প্রযত্নবান হইবার নিমিত্ত উপযুক্তরূপ অবকাশ পাইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার কবিত্ববিষয়েও অসাধারণখ্যাতিলাভের ভূয়সী সম্ভাবনা ছিল। তিনি পরিবার ও পোষ্যবর্গের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা অতি প্রশংসনীয়। তিনি স্বভাবতঃ বদান্য ও তেজস্বী ছিলেন।

সর উইলিয়ম জোন্সের নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত, ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষেরা সেণ্ট পালের কাথিড্রলে তাঁহার এক কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন; এবং বাঙ্গালাতে এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে, তদীয় সমুদায়

গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ছয় খণ্ড পুস্তকে যে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রশংসনীয় ও অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ। তদ্ব্যতিরিক্ত, ঐ বিধবা নারী আপন ব্যয়ে তাঁহার এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করাইয়া, অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত করিয়াছেন।

লিনিয়স (৪)

সুইডেন রাজ্যের অন্তর্গত স্মিলণ্ড প্রদেশে রাসণ্ট নামে এক গ্রাম আছে। চার্লস লিনিয়স, ১১৭৭ খৃঃ অব্দে, তথায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অতি দীন গ্রামপুরোহিত ছিলেন। লিনিয়স, অত্যন্ত দরিদ্র ও অগণ্য হইয়াও, অলোকসামান্য বুদ্ধিশক্তি, মহোৎসাহশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যা বিষয়ে মনুষ্যসমাজে অগ্রগণ্য হইয়াছেন। অতি শৈশবকালেই প্রকৃতির অনুশীলনে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে; তন্মধ্যে উদ্ভিদবিদ্যার আলোচনায় তিনি সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। বোধ হয়, তিনি বাল্যকালে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পরিভ্রমণে ও প্রকৃতিরূপ প্রকাণ্ড পুস্তকের অধ্যয়নে অধিক রত ছিলেন, পাঠশালার নিরূপিত পুস্তকে তাদৃশ মনোনিবেশ করিতেন না। সুতরাং, তাঁহার প্রথম শিক্ষকেরা তদীয় অনাবেশ দর্শনে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা, তাঁহাদের মুখে পাঠের গতিশ্রবণে বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে উপানৎকারের ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু, পরিশেষে বন্ধুবর্গের সবিশেষ অনুরোধ ও লিনিয়সের নিরতিশয় বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া, চিকিৎসাবিদ্যাশিক্ষার্থে অনুমতি দিলেন; বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তাঁহার, না পুস্তক, না বস্ত্র, না আহারসামগ্রী, কিছুরই সঙ্গতি ছিল না; এমন কি, অভীষ্ট উদ্ভিদবিদ্যার অনুশীলনসমাধানার্থে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে পারিবার নিমিত্ত, জীর্ণ চর্ম্মপাদুকাতে বল্কলের তালী দিয়া লইতে হইত। এরূপ দুরবস্থাতেও তিনি প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

লিনিয়স কেবল যৌবনদশায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এমন সময়ে অপ্সালের বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে এই অভিপ্রায়ে লাপ্লাণ্ডের অতি ভীষণ ভূভাগে পাঠাইবার

(৪) ইহার প্রকৃত নাম লিনি; লিনিশব্দ লাটিনভাষায় সাধিত হইলে, লিনিয়স হয়। ইনি লিনিয়সনামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

নিমিত্ত স্থির করিলেন যে, তিনি তত্রত্য নিসর্গোৎপন্ন বস্তুসমুদায়ের তত্ত্বনির্দ্ধারণ করিয়া আনিবেন। তিনিও, অনুরাগ ও ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, পাথেয়মাত্রপর্য্যাপ্ত বেতনে, উক্তবহুপরিশ্রমসাধ্যব্যাপারসমাধানার্থ ঐ প্রান্তরদেশে প্রস্থান করিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমনের পর, অপ্সালের বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ ও ধাতু বিদ্যা বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। উপদেষ্টব্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার এবং উপদেশপ্রণালীর চমৎকারিত্ব ও অভিনবত্ব প্রযুক্ত ভূরি ভূরি শ্রোতৃসমাগম হইল।

কিন্তু, উদয়োন্মুখী প্রতিভার নিত্যবিদ্বেষিণী ঈর্ষ্যা ত্বরায় তাঁহার অভ্যুদয়াশা উচ্ছিন্ন করিল। ইহা উদ্ভাবিত হইল, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম আছে, কোনও ব্যক্তি অগ্রে উপাধিপত্র প্রাপ্ত না হইলে, তথায় উপদেশ দিতে অধিকারী হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে, লিনিয়সের বিদ্যালয়সম্পর্কীয় কোনও প্রশংসাপত্রাদি ছিল না। এই বিষয় উপলক্ষে, চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তর রোজিনের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। বন্ধুবর্গ মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর, তিনি কতিপয় শিষ্য সহিত অবিলম্বে অপ্সাল হইতে প্রস্থান করিলেন; এবং ধাতু ও উদ্ভিদ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানার্থে ডালিকার্লিয়াপ্রদেশে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

লিনিয়স, ডালিকার্লিয়ার রাজধানী ফহ্লন নগরে উপস্থিত হইয়া, তথাকার প্রধান চিকিৎসক ডাক্তর মোরিয়সের নিকট বিশিষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইলেন। উক্ত ডাক্তর দয়াবান ও বিদ্যাবান ছিলেন। তাঁহার বৃক্ষবাটিকাতে কতকগুলি তরু, লতা ও পুষ্প ছিল, তদ্দর্শনে লিনিয়স অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সমধিকসৌন্দর্য্যাধার আর একটি রমণীয় পুষ্প ছিল, লিনিয়স কখনও কোনও উদ্যানে বা ক্ষেত্রে তাদৃশ মনোহর পুষ্প অবলোকন করেন নাই। ফলতঃ, নবীন উদ্ভিদবেত্তা ডাক্তর মোরিয়সের জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইলেন; এবং সেই নবীনা কামিনীরও অন্তঃকরণে গাঢ়তর অনুরাগ সঞ্চার হইল। লিনিয়স, অন্তঃকরণের অনুরাগ ও ব্যগ্রতার বশবর্ত্তী হইয়া, নবপ্রণয়িনীর জনকসন্নিধানে পাণিগ্রহণের কথা উত্থাপন করিলেন। সুশীল ডাক্তর, এই নবাগত বিদ্বান বাগ্মী যুবা ব্যক্তির ব্যবসায় ও সরল স্বভাব দর্শনে, তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন; কিন্তু, আপন কন্যাকেও অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এবং নবানুরাগপরবশ যুবকজনের মত উদ্ধত ও অবিমৃষ্যকারী ছিলেন না; অতএব বিবেচনা করিলেন, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, এরূপ সহায়সম্পত্তিহীন ও কোনও প্রকার নিয়মিত ব্যবসায় ও বিষয়কর্ম্ম শূন্য অনাথ ব্যক্তিকে জামাতা করিলে কন্যাকে চিরদুঃখিনী করা হয়। অনন্তর,

তিনি তাঁহাকে বিবাহবিষয়ে আর তিন বৎসর অপেক্ষা করিবার নিমিত্ত সম্মত করিয়া, চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নার্থ দৃঢ় রূপে পরামর্শ দিলেন, এবং কহিলেন, ইতিমধ্যে আমি কন্যার বিবাহ দিব না; যদি তুমি এই সময়মধ্যে কিঞ্চিৎ সংস্থান করিতে পার, তাহা হইলে আমি, ক্ষণ কাল বিলম্ব না করিয়া, প্রসন্ন চিত্তে তোমাকে কন্যাদান করিব।

ইহা অপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব হইতে পারে। লিনিয়স, স্বীয় নির্মল জ্ঞানের সহায়তা দ্বারা প্রীতিপ্রসারচঞ্চল চিত্তকে স্থিরীভূত করিয়া, প্রশংসাপত্র লইবার নিমিত্ত, অবিলম্বে লীডন নগর প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের পূর্ব্বে, কুমারী মোরিয়স, বহু দিনের সংগৃহীত ব্যয়াবশিষ্ট এক শত মুদ্রা আনয়ন করিয়া, প্রণয়ব্রতের বরণ ও অকৃত্রিম অনুরাগের দৃঢ়তর প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার চরণে সমর্পণ করিলেন। তিনি, তাঁহার কোমলকরপল্লবমর্দ্দন ও ব্যগ্র চিত্তে বারংবার মুখচুম্বন করিলেন এবং অপরিমেয় প্রণয়রসাস্বাদে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া, অন্তঃকরণমধ্যে তাঁহার অকৃত্রিম ঔদার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে বিদায় হইলেন।

অনেকানেক রসজ্ঞ নায়কেরা, এমন অবস্থায়, মনে মনে কতপ্রকার কল্পনা করিতে করিতে, প্রস্থান করেন; এবং মধ্যে মধ্যে নায়িকার উদ্দেশে বিচ্ছেদবেদনানিবেদনদূতী-স্বরূপ রসবতী গাথা রচনা করিয়া থাকেন; এবং দুর্বিষহবিরহাতিকাতর হইয়া, অনবরত বিলাপ ও পরিতাপ করেন। কিন্তু লিনিয়স সেরূপ নায়ক ছিলেন না। তিনি ইহাই ভাবিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন, ভাল, এক ব্যক্তি আমাকে যথার্থরূপ ভাল বাসে ও আমার ব্যবসায়ের প্রশংসা করে; আমিও, তাহার প্রণয়ের যোগ্য পাত্র হইবার নিমিত্ত, বিদ্যা ও খ্যাতি লাভ বিষয়ে প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ক্রুটি করিব না।

অনন্তর, তিনি লীডন নগরে উপস্থিত হইয়া, সাতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, বোরহেব ও অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ বিখ্যাত পণ্ডিতদিগের নিকট প্রতিপন্ন হইলেন, এবং আমষ্টর্ডাম নগরের অধ্যক্ষের বাটীর চিকিৎসক হইলেন। যে দুই বৎসর এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, ঐ কালে তিনি বহুতর পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে কতিপয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। অনন্তর, তিনি সমধিকবিদ্যালাভপ্রত্যাশায়, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করিলেন। ফলতঃ, তিনি এই সময়ে বিদ্যোপার্জ্জনবিষয়ে যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন, শুনিলে অসম্ভব বোধ হয়। বাস্তবিক, পদার্থবিদ্যাসংক্রান্ত এমন কোনও বিষয় ছিল না যে, তিনি তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, আর তাহা শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই; কিন্তু উদ্ভিদবিদ্যার অনুশীলনেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রত ছিলেন,

এবং ঐ বিদ্যায় এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন যে, উহার লোপ না হইলে, তাঁহার সেই প্রতিষ্ঠার অপক্ষয় সম্ভাবনা নাই।

লিনিয়স, ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে, কিছু দিনের জন্যে পারিস যাত্রা করিলেন। ঐ বৎসরের শেষে, তিনি স্বদেশপ্রত্যাগমন পূর্ব্বক ষ্টকহলম নগরে চিকিৎসাব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। প্রথমে সকলেই তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়াছিল। পরিশেষে, সৌভাগ্যোদয়বশতঃ, রাজ্ঞী ইলিয়োনোরার কাসের চিকিৎসায় কৃতকার্য্য হওয়াতে, তদবধি তিনি তন্নগরের অতি আদরণীয় চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন, এবং সামুদ্রিকসৈন্যসম্পর্কীয় চিকিৎসকের ও রাজকীয় উদ্ভিদবিদের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই রূপে নিয়মিত আয় ব্যবস্থাপিত হইলে, তিনি পরস্পরানুরাগসঞ্চারের পাঁচ বৎসর পরে, সেই প্রিয়তমা কামিনীর পাণিপীড়ন করিলেন।

কিয়ৎ দিবস পরেই, লিনিয়স অপ্সালের বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। ঐ সময়ে, তাঁহার পূর্ব্বশত্রু রোজিন উক্ত বিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হওয়াতে, উভয়ে সদ্ভাব পূর্ব্বক পরস্পরের পদ বিনিময় করিয়া লইলেন। এই রূপে লিনিয়স, চিরপ্রার্থিত উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপকপদে অধিরূঢ় হইয়া, অতি সম্মান পূর্ব্বক ক্রমাগত সপ্তত্রিংশৎ বৎসর উক্ত কার্য্য নির্বাহ করিলেন।

লিনিয়সের উদ্যোগে, কয়েক জন নব্য পণ্ডিত নিসর্গোৎপন্নপদার্থগবেষণার্থ দেশে দেশে প্রেরিত হইলেন। কালম, অসবেক, হসক্বিষ্ট ও লোফ্লিং এই কয়েক ব্যক্তি প্রাকৃত ইতিবৃত্ত বিষয়ে যে নানা আবিষ্ক্রিয়া করিয়া গিয়াছেন, পদার্থবিদ্যার শ্রীবৃদ্ধিবিষয়ে লিনিয়সের যে প্রগাঢ় অনুরাগ ও আগ্রহাতিশয় ছিল, তাহাই তাহার মূল কারণ। ডট্‌নিংহলম নগরে স্থইডেনের রাজমহিষীর যে চিত্রশালিকা ছিল, তিনি তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, লিনিয়সের উপর ভারার্পণ করেন। তিনিও, তদনুসারে, তত্রত্য সমুদায় শঙ্খশম্বুকাদির বিজ্ঞানশাস্ত্রানুযায়ী নূতন শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। বোধ হয়, ১৭৫১ খৃঃ অব্দে, তিনি ফিলসফিয়া বোটানিকা অর্থাৎ উদ্ভিদমীমাংসা নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে, ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে, স্পিশিস প্লাণ্টেরম অর্থাৎ উদ্ভিদসংবিভাগ নামে গ্রন্থ রচিত, ও প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থে তৎকালবিদিত নিখিল তরুগুল্মাদির সবিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ লিনিয়সের অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও অবিনশ্বর।

১৭৫৩ খৃঃ অব্দে, এই মহীয়ান পণ্ডিত, নাইট অব্ দি পোলার ষ্টার, এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। এই মহতী মর্য্যাদা ইহার পূর্ব্বে কখনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয় নাই। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে, তিনি সম্ভ্রান্তলোকশ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইলেন। অন্যান্যদেশীয়

বৈজ্ঞানিক সমাজ হইতেও তিনি বিদ্যাসম্বন্ধ নানা মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। তিনি, ক্রমে ক্রমে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া, অপ্সালসন্নিহিত হামার্বি নগরে এক অট্টালিকা ও ভূম্যধিকার ক্রয় করিয়া, জীবনের শেষ পঞ্চদশ বৎসর প্রায় তথায় অবস্থিতি করেন। ঐ স্থানে তাঁহার প্রাকৃত ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত এক চিত্রশালিকা ছিল, তথায় তিনি উক্তবিদ্যাবিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। পৃথিবীর নানাভাগস্থিত বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ লোক ও অধ্বনীনবর্গের সাহায্যে, তাঁহার ঐ চিত্রশালিকার সর্ব্বদাই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

লিনিয়স, জীবনের অধিকাংশ, শারীরিক সুস্থ ও পটু থাকাতে, অতিশয় উৎসাহ ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক, পদার্থবিদ্যাবিষয়িণী গবেষণা সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের মে মাসে, অপস্মাররোগে আক্রান্ত হইলেন। এজন্য, অধ্যাপনাসংক্রান্ত যে সকল কর্ম্মে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত, তাঁহাকে তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিতে ও বিদ্যানুশীলনে ক্ষান্ত হইতে হইল। অনন্তর, তিনি ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে, দ্বিতীয় বার, কিয়ৎ দিন পরে আর এক বার, ঐ রোগে আক্রান্ত হইলেন। পরিশেষে, ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে, জানুয়ারির একাদশাহে, তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল।

লিনিয়স পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসমূহ ব্যতিরিক্ত ভেষজনির্ণয় এবং রোগনির্ণয় বিষয়ে এক এক প্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি যেরূপ অসাধারণ সাহস, উৎসাহ, পরিশ্রম ও দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমুদায় ইতিবৃত্তমধ্যে অতি অল্প লোকের সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি পদার্থবিদ্যাবিষয়ে যে নানা প্রণালী ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, কালক্রমে তৎসমুদায়ের অন্যথাভাব হইলেও হইতে পারে; কিন্তু, তাঁহা হইতে উক্ত বিদ্যার যে মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। সুইডেনের অধিপতি চতুর্দশ চার্লস, ১৮১৯ খৃঃ অব্দে, লিনিয়সের জন্মভূমিতে তাঁহার এক কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্মাণের আদেশ করিয়াছেন।

তামস জেঙ্কিন্স

এক্ষণে এমন এক অদ্ভুত ব্যাপার লিখিত হইতেছে যে, তাহা দূর দেশে বা অতীত কালে ঘটিলে, তাহাতে বিশ্বাস জন্মাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বর্ণনীয় বিষয় অত্যন্ত সন্নিহিত দেশে ও সন্নিহিত কালে ঘটিয়াছে। সুতরাং কোনও অংশ অপ্রামাণিক বোধ

হইলে, অনায়াসে তাহার প্রামাণ্যসংস্থাপন করা যাইতে পারিবে ; এই নিমিত্ত অসঙ্কুচিত চিত্তে প্রচারিত হইল।

তামস জেঙ্কিন্স আফ্রিকাদেশীয় কোনও রাজার পুত্র। তদীয় আকার কাফরির সমুদায়লক্ষণোপেত ছিল। তাঁহার পিতা বহ্বায়ত গিনি উপকূলের অন্তর্গত লিটিল কেপ মৌণ্ট সংজ্ঞিত স্থান ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী জনপদের অনেকাংশের অধিপতি ছিলেন। এই উপকূলে ব্রিটেনীয় সাংযাত্রিকেরা দাসক্রয়ার্থ সর্ব্বদা যাতায়াত করিত। কাফরিরাজ, শরীরগত কোনও বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত, ব্রিটেনীয় নাবিকদিগের নিকট কুক্কুটাক্ষ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইয়ুরোপীয়েরা, সভ্যতা ও বিদ্যার প্রভাবে, বাণিজ্যবিষয়ে কাফরিজাতি অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া রাজা কুক্কুটাক্ষ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিদ্যানুশীলনার্থে ব্রিটেনে পাঠাইবার নিশ্চয় করিলেন। স্কটলণ্ডের অন্তর্গত হাউয়িকপ্রদেশীয় কাপ্তেন স্বানষ্টন এই উপকূলে আসিয়া, হস্তিদন্ত, স্বর্ণরেণু প্রভৃতি ক্রয় করিতেন। কাফরিরাজ তাঁহার সহিত এই নিয়ম স্থির করিলেন যে, আপনি আমার পুত্রকে স্বদেশে লইয়া গিয়া কতিপয় বৎসরে সুশিক্ষিত করিয়া আনিয়া দিবেন ; আমি এতদ্দেশোৎপন্নপণ্যবিষয়ে আপনকার পক্ষে বিশেষ বিবেচনা করিব।

এই বালক যে অভিপ্রায়ে ও যে প্রকারে স্বানষ্টনের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অন্তঃকরণে কিছু কিছু জাগরূক ছিল। প্রস্থানদিবসে, তাঁহার পিতা মাতা, কতিপয় কৃষ্ণকায় মহামাত্র সমভিব্যাহারে উপকূলসন্নিহিত এক উন্নত হরিত প্রদেশের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। বালক যথাবিধানে পোতবণিকের হস্তে সমর্পিত হইলেন। তাঁহার জননী রোদন করিতে লাগিলেন। স্বানষ্টন ধর্ম্মপ্রমাণ অঙ্গীকার করিলেন, আপনাদের পুত্র যত দূর পারেন বিদ্যা শিখাইয়া কতিপয় বৎসরের পর আনিয়া দিব। অনন্তর, বালক পোতোপরি নীত হইলেন ; পোতপতি যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহার নাম তামস জেঙ্কিন্স রাখিলেন।

স্বানষ্টন, জেঙ্কিন্সকে হাউয়িকে আনয়ন করিয়া, আপন প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনের যথোচিত উপায় দেখিতেছেন, এমন সময়ে দুর্দ্দৈববশতঃ অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এরূপ দুর্দ্দৈব ঘটিলে কি হইবে, তাহার কোনও প্রতিবিধান করা না থাকাতে, জেঙ্কিন্সের কেবল বিদ্যাশিক্ষারই প্রতিবন্ধ উপস্থিত হইল এমন নহে, গ্রাসাচ্ছাদনাদি অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়েও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতে লাগিল। হাউয়িকে টৌন ইননামক পান্থনিবাসের অন্তর্গত এক গৃহে স্বানষ্টনের প্রাণত্যাগ হয়। তথায় জেঙ্কিন্স, স্কটদেশীয়

দুরন্ত হেমন্তের শীতে ম্রিয়মাণ হইয়াও, সাধ্যানুসারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। স্বানষ্টনের মৃত্যুর পর, তিনি শীতে যে পর্য্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। পরিশেষে, সেই স্থানের অধিকারিণী বিবি ব্রৌন তাঁহাকে রন্ধনাগারের রাশীকৃতপ্রজ্বলিত-জ্বলনসন্নিধানে আনয়ন করিলেন। সমুদায় বাটীর মধ্যে, কেবল ঐ স্থান তাঁহার সচ্ছন্দাবাসের যোগ্য ছিল। তিনি বিবি ব্রৌনের এই দয়ার কার্য্য চির কাল স্মরণ করিতেন।

জেঙ্কিন্স সেই পান্থনিবাসে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিলেন। পরে মৃত স্বানষ্টনের অতি নিকট কুটুম্ব টিবিয়টহেডবাসী এক কৃষক, তদীয়সমস্তভারগ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে স্বীয় আবাসে আনয়ন করিলেন। তথায় তিনি শূকরশাবক ও হংসকুক্কুটাদি গ্রাম্য বিহঙ্গমগণের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি নিকৃষ্ট কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। পান্থনিবাস হইতে প্রস্থানকালে, তিনি ইঙ্গরেজীর এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু, এখানে আসিয়া, তিনি অতি ত্বরায় সেই প্রদেশের প্রচলিত ভাষা, উচ্চারণের সমুদায় নিয়ম সহিত, শিক্ষা করিলেন। তিনি স্বানষ্টনের কুটুম্বের বাটীতে যে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কিছু কাল রাখালের কর্ম্ম করেন; তৎপরে, একপ্রকার তৃণ শকটে করিয়া হাউয়িকে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতেন। তিনি এই কর্ম্ম এমন উত্তম রূপে নির্বাহ করিতেন যে, গৃহস্বামী তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন।

জেঙ্কিন্স দৃঢ়কায় হইলে পর, ফলনাসনিবাসী লেডলানামক এক ব্যক্তি, কোনও অনির্ণীত হেতু বশতঃ, তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া, সেই গৃহস্বামীর নিকট প্রার্থনা পূর্ব্বক, তাঁহাকে আপন বাটীতে আনিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণকায় জেঙ্কিন্স ফলনাসে আসিয়া সকল কর্ম্মই করিতে লাগিলেন; কখনও রাখাল হইতেন, কখনও বা মন্দুরার কর্ম্ম করিতেন; ফলতঃ তিনি কর্ম্মমাত্রেই হস্তার্পণ করিতে পারিতেন। তাঁহার বিশেষ কর্ম্ম এই নির্দিষ্ট ছিল, সর্ব্বপ্রকার সংবাদ লইয়া হাউয়িকে যাইতে হইত। অত্যন্ত মেধা থাকাতে, তিনি এই কর্ম্মের বিশেষ উপযুক্ত ছিলেন। অনন্তর, তিনি ঐ লেডলার এক জন প্রকৃত কৃষাণ হইয়া উঠিলেন।

এই সময়েই বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে তাঁহার অনুরাগ জন্মে। তিনি প্রথম কি রূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা পরিজ্ঞাত নহে। বোধ হয়, বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে, তাঁহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা বোধ ছিল; এবং এরূপ অবস্থায় যত দূর হইতে পারে, পিতার মানস পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তিনি নিতান্ত উৎসুক ছিলেন। ইহা সম্ভব বোধ হইতেছে, তিনি লেডলার সন্তানদের অথবা তাঁহার গৃহদাসীদের নিকট প্রথম শিক্ষা আরম্ভ করেন।

লেডলা অতি অল্প দিন মধ্যেই, জেঙ্কিন্সকে বর্ত্তিকার শেষগ্রহণে বিশেষ ব্যগ্র দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। জেঙ্কিন্স, দশা ও বসার অবশেষ সম্মুখে দেখিলেই, তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া মন্দুরার উপরি মঞ্চে লুকাইয়া রাখিতেন। এই সকল লইয়া তিনি কি করেন, এ বিষয়ে সকলের অন্তঃকরণে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। ত্বরায়, তত্রত্য লোক সকল কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া, জেঙ্কিন্স বাসায় গিয়া কি করেন, এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সকলেই দেখিয়া চমৎকৃত হইল যে, ঐ দীন বালক এক পুস্তক ও প্রস্তরফলক লইয়া অক্ষর লিখিতে অভ্যাস করিতেছেন। দৃষ্ট হইল, একটি পুরাতন বীণাযন্ত্রও তাঁহার নিকটে আছে। ঐ যন্ত্রের জন্যে অধঃস্থিত অশ্বদিগকে বহুসংখ্যক রাত্রি নিদ্রাপ্রতিরোধনিবন্ধন অসুখে যাপন করিতে হইত।

এই রূপে বিদ্যানুশীলনে তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ হওয়াতে, লেডলা তাঁহাকে কোনও প্রতিবেশিসংস্থাপিত বৈকালিক পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতে অনুমতি দিলেন। তিনি তথায় অল্পদিনমধ্যে এমন বিদ্যোপার্জ্জন করিলেন যে, সেই প্রদেশের সমুদায় লোক শুনিয়া চমৎকৃত হইল। কখনও কাহারও বোধ ছিল না যে, কাফরিজাতি কোনও কালে বিদ্যার্থী হইতে পারে। যাহা হউক, যদিও তাঁহাকে লেডলার ক্ষেত্রসংক্রান্ত নীচ কর্ম্মেই অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত থাকিতে হইত, তথাপি তিনি অবকাশমতে ক্রমে ক্রমে বিনা সাহায্যে লাটিন ও গ্রীক অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এক বালকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা ছিল। সেই বালক, উক্ত ভাষাদ্বয়ের অধ্যয়নার্থে যে যে পুস্তক আবশ্যক, তাহা তাঁহাকে পাঠ করিতে দিতেন। লেডলারা স্ত্রী পুরুষে তাঁহার ইষ্টসিদ্ধিবিষয়ে যথাশক্তি আনুকূল্য করিতেন; কিন্তু নিকটে লাটিন ও গ্রীক শিক্ষার বিদ্যালয় না থাকাতে, তাঁহারা প্রকৃত রূপে তাঁহার শিক্ষার সদুপায় ও সুযোগ করিয়া দিতে পারেন নাই।

অনেকেই অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, লেডলারা স্ত্রী পুরুষে তাঁহার প্রতি যে সৌজন্য দর্শাইয়াছিলেন, স্বমুখে তাহা বর্ণন করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়কন্দর কৃতজ্ঞতা-প্রবাহে উচ্ছলিত ও নয়নদ্বয় বিগলিত বাষ্পসলিলে প্লাবিত হইত। কিয়ৎ দিন পরে, লাটিন ও গ্রীক ভাষাতে একপ্রকার বোধাধিকার জন্মিলে, তিনি গণিতবিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

জেঙ্কিন্স যে গ্রীক অভিধান ক্রয় করেন, তাহা তাঁহার জীবনচরিতের মধ্যে এক প্রধান ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। হাউয়িকে কতকগুলি পুস্তক বিক্রয় হইবে

শুনিয়া, তিনি পূর্ব্বনির্দিষ্ট বয়স্তের সহিত তথায় গমন করিলেন। তিনি যে বেতন পাইতেন, তাহার মধ্যে ছয় টাকা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। আর, তাঁহার সহচরও স্বীকার করিলেন, যদি পুস্তকবিশেষ ক্রয় করিবার নিমিত্ত আরও কিছু আবশ্যক হয়, আমারও বার আনা সংস্থান আছে, দিতে পারিব। এক্ষণে অধ্যয়নবিষয়ে গ্রীকভাষার অভিধান অত্যন্ত উপযোগী জ্ঞান করিয়া, বিক্রয়সময়ে জেঙ্কিন্স, উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায়, ঐ পুস্তক ক্রয় করিতে উদ্যত হইলেন। যে পুস্তক কেবল বহুজ্ঞ বিদ্যার্থীর প্রয়োজনোপযোগী, অতি হীনবেশ কাফরিকে তৎক্রয়ার্থ প্রতিযোগিতা করিতে দেখিয়া, ব্যক্তিমাত্রেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

জেঙ্কিন্সের সহচরের সহিত মনক্রিফনামক এক ব্যক্তির আলাপ ছিল। তিনি, ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কৌতুকাকুলিত চিত্তে এই অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বালক সবিশেষ সমুদায় নিবেদন করিলেন। তখন মনক্রিফ, তাঁহাদের ছয় টাকা বার আনা মাত্র সংস্থান অবগত হইয়া, কহিলেন, তোমার যত দূর পর্য্যন্ত ইচ্ছা হয় মূল্য ডাকিবে, যাহা অকুলান পড়িবে, আমি তাহার দায়ী রহিলাম। জেঙ্কিন্স, মনক্রিফ মহাশয়ের এই সানুগ্রহ প্রস্তাবের বিষয় অবগত ছিলেন না; সুতরাং তিনি আপনাদের সঙ্গতি পর্য্যন্ত ডাকিয়া নিরাশ হইয়া বিষণ্ণ বদনে ক্ষান্ত হইবামাত্র, তাঁহার সহচর মূল্য ডাকিতে লাগিলেন। দীন কাফরিবালক তদ্দর্শনে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, বয়স্য! কি কর, তুমি ত জান, আমাদের এত মূল্য ও শুল্ক উভয় দিবার সংস্থান নাই। কিন্তু ঐ বালক তাঁহার সেই নিষেধ না মানিয়া পুস্তক ক্রয় করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ হৃষ্ট চিত্তে তদীয় হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার ক্ষোভ নিবারণ করিলেন। মনক্রিফ মহাশয়কে এ বিষয়ে কেবল আট আনা মাত্র সাহায্য করিতে হইয়াছিল। জেঙ্কিন্স আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া পুস্তক লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর তিনি যে উহা সার্থক করিয়াছিলেন, তদুল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

এক্ষণে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কাফরিজাতির বুদ্ধির অদ্ভুত আদর্শস্বরূপ সেই সুবোধ বালকের স্বভাব ও চরিত্র কিরূপ ছিল। ইহাতে এক বারেই এই উত্তর দিতে পারা যায়, যত উৎকৃষ্ট হইতে পারে। জেঙ্কিন্স, স্বভাবতঃ বিনীত, নিরহঙ্কার ও দুষ্ক্রিয়াসক্তিশূন্য ছিলেন। তাঁহার আচরণ এমন অসামান্যসৌজন্যব্যঞ্জক ছিল যে, পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন। বস্তুতঃ, সমুদায় উচ্চ টিবিয়টহেড প্রদেশে তিনি অতিমাত্র লোকরঞ্জন বলিয়া সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন।

তিনি আপন কার্য্য নির্বাহ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র আলস্য বা ঔদাস্য করিতেন না; এজন্য তাঁহার নিয়োগেরা তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন; আর, জ্ঞানোপার্জ্জনবিষয়ে তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব উৎসাহ দর্শনে ব্যক্তিমাত্রেই মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার, স্বদেশভাষার বিন্দুবিসর্গও মনে না থাকাতে, স্কটলণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলের সামান্য কৃষকদিগের সহিত শরীরের বর্ণ ব্যতিরিক্ত কোনও বিষয়ে বিভিন্নতা ছিল না; এই মাত্র বিশেষ যে, তিনি তাহাদের প্রায় সকল অপেক্ষা সমধিকবিদ্যাসম্পন্ন ছিলেন এবং বিদ্যানুশীলনবিষয়ে সাতিশয় আসক্ত হইয়া সময় যাপন করিতেন। খৃষ্টোপদিষ্ট ধর্ম্মে তাঁহার দ্রঢীয়সী শ্রদ্ধা ছিল এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত-প্রত্যেকবিধিপ্রতিপালনে তিনি অত্যন্ত অবহিত ছিলেন। সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে, বোধ হয়, জেঙ্কিন্স অত্যুৎকৃষ্ট উপাদানে নির্মিত। ফলতঃ, তিনি বিদ্যালাভের নিমিত্ত যে অশেষপ্রকার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা গণনা না করিলেও, সর্ব্বত্র আদৃত ও প্রিয় হইতেন, সন্দেহ নাই।

জেঙ্কিন্সের বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, টিবিয়টহেডের পাঠশালায় শিক্ষকের পদ শূন্য হইল; উক্ত কৃষকবহুল জনপদের নিবাসীদিগের শিক্ষার্থে যে পাঠশালা ছিল, ইহা তাহার শাখাস্বরূপ। এ বিষয়ে জেটবর্গের যাজকগণের উপর এই ভারার্পণ হইল যে, তাঁহারা কোনও এক দিন, হাউয়িকে সমাগত হইয়া, কর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদিগের পরীক্ষা করিয়া, অধ্যক্ষবর্গের নিকট বিজ্ঞাপনী প্রদান করিবেন। পরীক্ষাদিবসে ফলনাসের কৃষ্ণকায় কৃষকও, পুস্তকরাশি কক্ষে করিয়া, অতি হীন বেশে তথায় উপস্থিত হইয়া, পরীক্ষাদানের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পরীক্ষকেরা কাফরিকে পরীক্ষাদানার্থ উদ্যত দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন; কিন্তু তাঁহার স্বভাব চরিত্র বিদ্যাদি বিষয়ক প্রশংসাপত্র দর্শনে, অন্যান্য তিন চারি জন কর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদিগের ন্যায়, তাঁহারও যথানিয়মে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইল, অস্বীকার করিতে পারিলেন না। জেঙ্কিন্স পরীক্ষাতে অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষায় এত উৎকৃষ্ট হইলেন যে, পরীক্ষকদিগকে উপস্থিত ব্যাপারে তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষায় উপযুক্ত বলিয়া অধ্যক্ষবর্গের নিকট বিজ্ঞাপনী দিতে হইল। জেঙ্কিন্স জয়লাভ করিয়া, হর্ষোৎফুল্ল লোচনে এই আলোচনা করিতে করিতে, প্রত্যাগমন করিলেন যে, ওক্ষণে আমি যে পদে নিযুক্ত হইব, তাহা পূর্ব্বতন সমুদয় কর্ম্ম অপেক্ষা উত্তম এবং তাহাতে বিদ্যোপার্জ্জনের বিশিষ্টরূপ সুযোগ ও সদুপায় হইবেক।

কিন্তু, কিয়ৎ কালের নিমিত্ত, জেঙ্কিন্সের এই অভ্যুদয়াশা প্রতিহত হইয়া রহিল। পরীক্ষকদিগের বিজ্ঞাপনী যাজকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ

ব্যক্তি, কাফরিকে উপস্থিত কর্ম্মে নিযুক্ত করা অযুক্ত বিবেচনা করিয়া অন্য এক ব্যক্তিকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন। তদনুসারে, তিনি পরীক্ষাদানের সমুদয় ফলে বঞ্চিত হইয়া, জাতি ও অবস্থার অপকর্ষনিমিত্ত এই সমস্ত দুরবস্থা ঘটিতেছে, এই মনস্তাপে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। কিন্তু, যাজকমণ্ডলীর অবিচারে তিনি যেরূপ বিষাদ ও ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে, বর্ত্তমান ব্যাপারের প্রধান উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গ তদনুরূপ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইলেন।

অনন্তর, ডিউক অব বক্লিয়ু প্রভৃতি ভূম্যধিকারীরা, উপস্থিত বিষয়ে বিশিষ্ট রূপে উদ্‌যুক্ত হইয়া, বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, পরীক্ষোত্তীর্ণ জেঙ্কিন্সকে নিযুক্ত করিতে হইবেক এবং এ পর্য্যন্ত যাজকমণ্ডলীর নিযুক্ত শিক্ষক যত বেতন পাইয়াছেন, ইঁহাকে তাহা ধরিয়া দিতে হইবেক। তদনন্তর, অতি ত্বরায় এক কর্ম্মকারের পুরাণ বিপণিতে স্থান নিরূপণ করিয়া, তাঁহারা জেঙ্কিন্সকে শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত করিলেন। তদ্দর্শনে, সমুদয় বালক ও তাহাদের পিতা মাতারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই, সমুদয় ছাত্র পূর্ব্ব পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া জেঙ্কিন্সের নিকটে অধ্যয়ন করিতে লাগিল। জেঙ্কিন্স কিয়ৎ দিন পূর্ব্বে, শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু অল্প কালেই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এক্ষণে তিনি এমন বেতন পাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে আবশ্যক ব্যয় নির্বাহ হইয়া, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল।

তিনি অতি ত্বরায় এক জন উৎকৃষ্ট শিক্ষক হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে, তাঁহার বন্ধুবর্গ আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইলেন; তাঁহার প্রতিপক্ষ যাজকমণ্ডলীর মুখ মলিন হইল। তিনি শিক্ষা দিবার অত্যুৎকৃষ্ট ও ফলোপধায়ক প্রণালী জানিতেন; কোনও প্রকার কার্কশ্য প্রকাশ না করিয়া, কেবল কৌশলবলে কার্য্যনির্বাহ করাতে, স্বীয় ছাত্রবর্গের সাতিশয় প্রিয় ও নিয়োগ্যগণের অত্যন্ত সমাদরণীয় ছিলেন। সপ্তাহে পাঁচ দিন পাঠশালার কার্য্য করিতেন, এবং এই কয়েক দিবস স্বয়ং যাহা শিক্ষা করিতেন, প্রতিশনিবার অবাধে হাউয়িকে গমন করিয়া, তত্রত্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের নিকট পরিচয় দিয়া আসিতেন। ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে, তিনি শিক্ষক হইয়াও স্বয়ং শিক্ষা করিতে বিরত ও নিরুৎসাহ হয়েন নাই।

এই রূপে, দুই এক বৎসর পাঠশালার কার্য্যসম্পাদন করিলে, জেঙ্কিন্সের দুই শত মুদ্রার সংস্থান হইল। তখন তিনি প্রতিনিধি দিয়া, শীত কয়েক মাস কোনও প্রধান বিদ্যালয়ে থাকিয়া, লাটিন, গ্রীক ও গণিত বিদ্যা বিশিষ্ট রূপে অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত,

অভিলাষী হইলেন। তিনি পাঠশালায় অধ্যক্ষবর্গের অত্যন্ত আদরণীয় ছিলেন; অতএব তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তখন তিনি, উপস্থিত ব্যাপারে সৎপরামর্শ লইবার নিমিত্ত, তাঁহার দয়ালু বন্ধু মনক্রিফ মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই দয়াবান ব্যক্তি তাঁহার গ্রীক অভিধান ক্রয়কালে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তৎপরেও আর আর অনেক উপকার করেন।

মনক্রিফ পরিচয়দিবসাবধি জেঙ্কিন্সকে অদ্ভুতপদার্থমধ্যে গণনা করিতেন; এক্ষণে, তাঁহার এই অভিনব প্রস্তাব শ্রবণে আরও চমৎকৃত হইলেন; এবং সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সংস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া, সবিশেষ অবগত হইয়া কহিলেন, শুন জেঙ্কিন্স! ইহাতে কোনও রূপেই তোমার অভিপ্রেত সিদ্ধ হইতে পারে না। যাহা সঞ্চয় করিয়াছ, তদ্দ্বারা শুল্কদাননির্ব্বাহ হওয়াই কঠিন। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু, ঐ বদান্য বন্ধু, তাঁহার ক্ষোভশান্তি করিবার নিমিত্ত, তাঁহার হস্তে এক অনুমতিপত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, এডিনবরা নগরে অমুক বণিককে লিখিলাম, অতিরিক্ত যখন যাহা আবশ্যক হইবেক, তাঁহার নিকট চাহিয়া লইবে।

জেঙ্কিন্স অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, এডিনবরা প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ তিনি লাটিনের অধ্যাপকের নিকটে গিয়া, তাঁহার শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইবার নিমিত্ত প্রবেশিকা প্রার্থনা করাতে, তিনি তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, আপাততঃ কয়েক মুহূর্ত্ত অবাক হইয়া রহিলেন; অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি লাটিনের কিছু শিখিয়াছ কি না। জেঙ্কিন্স বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, আমি বহু কাল লাটিন অধ্যয়ন করিয়াছি; এক্ষণে উক্ত ভাষায় সম্পূর্ণরূপ জ্ঞানলাভের আশয়ে এই স্থানে আসিয়াছি। উক্ত অধ্যাপক, জেঙ্কিন্স যাহা কহিলেন তাহা যথার্থ নিশ্চয় করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে এক প্রবেশিকা প্রদান করিলেন, কিন্তু বদান্যতাপ্রদর্শন পূর্ব্বক নিয়মিত শুল্ক গ্রহণ করিলেন না।

অনন্তর, জেঙ্কিন্স অন্য দুই অধ্যাপকের নিকট প্রার্থনা করাতে, তাঁহারাও উভয়ে প্রথমতঃ চমৎকৃত হইলেন; পরিশেষে তাঁহাকে শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে নিবেশিত করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল এক ব্যক্তি শুল্ক গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই রূপে তিন শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়া, শীত কয়েক মাস তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক, অভিলাষানুরূপ অধ্যয়ন সমাধান করিলেন, অথচ পরম দয়ালু মনক্রিফ মহাশয়ের অনুমতিপত্রের উপর অধিক নির্ভর করিতে হইল না। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, টিবিয়টহেডে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, তিনি পুনর্বার যথানিয়মে পাঠশালার কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই অদ্ভুত আখ্যানের শেষ ভাগ, যে রূপে উপসংহৃত হইলে, সকলের মনোরঞ্জন হইত, সেরূপ হয় নাই। বোধ হয়, কোনও লোকহিতৈষী সমাজের সাহায্যে জেঙ্কিন্সের স্বদেশে প্রতিপ্রেরিত হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলে তিনি তথায় পৈতৃক প্রজাগণের সভ্যতাসম্পাদন ও তাহাদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিতে পারিতেন।

কিয়ৎ কাল অতীত হইল, প্রতিবেশবাসী কোনও সদাশয় ব্যক্তি, সদভিপ্রায়-প্রণোদিত হইয়া, ঔপনিবেশিক দাসমণ্ডলীর উপযুক্ত ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া, জেঙ্কিন্সকে খৃষ্টধর্ম্মসঞ্চারিণী সভার নিকট বলিয়া দেন। উক্ত সভার অধ্যক্ষেরা জেঙ্কিন্সকে সম্মত করিয়া উপদেশকতার ভার দিয়া, মরিশস দ্বীপে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই নিয়োগ তাঁহার পক্ষে কোনও রূপেই উপযুক্ত হয় নাই।

নিকলাস কোপর্নিকস

পূর্ব্ব কালে কাল্ডিয়া, ইজিপ্ট, গ্রাস, ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানা জনপদে জ্যোতির্বিদ্যার বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল; কিন্তু খৃষ্টীয় শাকের ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে, জ্যোতির্মণ্ডলীর বিষয় বিশুদ্ধ রূপে বিদিত হয় নাই। পূর্ব্বকালীন পণ্ডিতগণের এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, পৃথিবী স্থির ও অন্তরীক্ষবিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্কসমুদায়ের মধ্যস্থিত; চন্দ্র, শুক্র, মঙ্গল, সূর্য্য, অন্যান্য গ্রহগণ ও নক্ষত্রমণ্ডল তাহার চতুর্দিকে এক এক মণ্ডলাকার পথে পরিভ্রমণ করে; তাহাদের দূরত্ব ও বেগের বিভিন্নতা প্রযুক্ত, দিবসে ও রজনীতে নভোমণ্ডলের বিচিত্র আকার দেখিতে পাওয়া যায়। এই মত বহু কাল পর্য্যন্ত প্রবল ও প্রচলিত ছিল।

খৃষ্টীয়শাকপ্রারম্ভের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, এনাক্সিমেণ্ডর, পিথাগোরস প্রভৃতি গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতগণের মনে অনতিপরিস্ফুট রূপে এই উদয় হইয়াছিল যে, সূর্য্য অচল পদার্থ; পৃথিবী একটি গ্রহ, অন্যান্য গ্রহবৎ যথানিয়মে সূর্য্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। তাঁহারা সাহস পূর্ব্বক আপনাদের এই বিশুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকাল-প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত সম্পূর্ণ বিসংবাদিতা প্রযুক্ত, সর্ব্বসাধারণ লোকে যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ প্রদর্শন করাতে, বদ্ধমূল করিতে পারেন নাই।

চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালিদেশে বিদ্যানুশীলনের পুনরারম্ভ হইলে (৫) তত্রত্য যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আদর হইতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে যে মত প্রচলিত ছিল, তাহা অরিষ্টটল, টলেমি ও অপরাপর প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণের অনুমোদিত প্রণালী অপেক্ষা বিশুদ্ধ ছিল না। তাহাতে এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন ছিল, সূর্য্য ও গ্রহমণ্ডল ভূমণ্ডলের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। যাহা হউক, পরিশেষে, এনাক্‌সিমেণ্ডর ও পিথাগোরসের বিশুদ্ধ মত পুনরুজ্জীবিত হইবার শুভ সময় উপস্থিত হইল।

যে অধুনাতন পণ্ডিত পূর্ব্বনির্দিষ্ট বিলুপ্তপ্রায় বিশুদ্ধ মত পুনরুজ্জীবিত করেন, তাঁহার নাম নিকলাস কোপর্নিকস। তিনি ১৪১৭ খৃঃ অব্দে, ফেব্রুয়ারির উনবিংশ দিবসে, বিষ্টুলানদীর তীরবর্ত্তী থরননগরে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত স্থান এক্ষণে প্রুসিয়ার রাজার অধিকারের অন্তর্গত। জর্ম্মনির অন্তঃপাতী ওয়েষ্টফেলিয়াপ্রদেশ কোপর্নিকসের পিতার জন্মভূমি। তিনি থরননগরে চিকিৎসকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তথায় বাস করেন। তৎপরে, প্রায় দশ বৎসর অতীত হইলে, কোপর্নিকসের জন্ম হয়।

কোপর্নিকস বাল্যকালে ক্রাকোর বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু গণিত, পরিপ্রেক্ষিত, জ্যোতিষ ও চিত্রকর্ম্ম এই কয়েক বিদ্যায় স্বভাবতঃ অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। শৈশবকালেই জ্যোতিষবিষয়ে বিশিষ্টরূপপ্রতিপত্তিলাভার্থে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া, তিনি ইটালির অন্তর্বর্ত্তী বলগ্না নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। সকলে অনুমান করেন, তাঁহার অধ্যাপক ডোমিনিক মেরিয়া পৃথিবীর মেরুদণ্ড-পরিবর্ত্তবিষয়ে যে আবিষ্ক্রিয়া করেন, তদ্দ্বারাই তৎকালপ্রচলিত জ্যোতির্বিদ্যা ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া তাঁহার প্রথম উদ্বোধ হয়। অনন্তর, বলগ্না হইতে রোমনগরী প্রস্থান করিয়া, তিনি তথায় কিয়ৎ দিবস সুচারু রূপে গণিতশাস্ত্রের শিক্ষকতাকার্য্য সম্পাদন করিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, কোপর্নিকস স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার মাতুল অম্মিলণ্ডের বিশপ অর্থাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন; তিনি তাঁহাকে ফ্রায়নবর্গের প্রধান দেবালয়ের যাজকপদে নিযুক্ত করিলেন। সেই সময়ে থরননগরের লোকেরাও তাঁহাকে আপনাদের এক দেবালয়ে দ্বিতীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদে নিরূপিত করেন। এক্ষণে তিনি এই

(৫) পূর্ব্বকালে ইয়ুরোপের মধ্যে গ্রীকদেশে ও রোমরাজ্যে বিদ্যার বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল। পরে রোমরাজ্যের উচ্ছেদ হইলে, ক্রমে ক্রমে বিদ্যানুশীলনের লোপ হইয়া যায়। অনন্তর, এই সময়ে ইটালিদেশে পুনর্বার বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হয়।

সঙ্কল্প করিলেন, দেবালয়সংক্রান্ত কর্ম্ম, বিনা বেতনে দরিদ্র লোকের চিকিৎসা, অভিলষিত বিদ্যার অনুশীলন এই তিন বিষয় অবলম্বন করিয়া জীবনক্ষেপণ করিব। প্রধান দেবালয়ের অদূরবর্ত্তী এক উন্নত ভূভাগের উপর ফ্রায়নবর্গের যাজকদিগের নিমিত্ত যে সমস্ত বাসস্থান নিয়োজিত ছিল, তথা হইতে অত্যুৎকৃষ্ট রূপে গ্রহনক্ষত্রাদির পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়। কোপর্নিকস তাহার অন্যতম স্থানে অবস্থিতি করিলেন।

অনুমান হয়, ১৫০৭ খৃঃ অব্দে, পিথাগোরসের মত অভ্রান্ত বলিয়া কোপর্নিকসের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। কিন্তু তৎকালীন লোকের যেরূপ সংস্কার ছিল, উক্ত মত তাহার নিতান্ত বিপরীত। এ নিমিত্ত, তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, এই মতের অবলম্বন অথবা প্রচার বিষয়ে সাবধান হইতে হইবেক। তৎকালে দূরবীক্ষণের সৃষ্টি হয় নাই। তদ্ভিন্ন, গণিতবিদ্যাসংক্রান্ত আর যে সকল যন্ত্র ছিল, তাহাও অত্যন্ত অপকৃষ্ট ও অকর্ম্মণ্য। কোপর্নিকস পর্য্যবেক্ষণসাধননিমিত্ত যে দুইটি যন্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহা দেবদারুকাষ্ঠে অতি সামান্য রূপে নির্ম্মিত ও পরিমাণচিহ্নস্থলে মসীরেখায় অঙ্কিত। এই মাত্র উপকরণ সম্পন্ন হইয়া, স্বাবলম্বিত মত প্রমাণসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, যে সমস্ত গবেষণা আবশ্যক, কয়েক বৎসর তিনি তৎসম্পাদনবিষয়ে মনোনিবেশ করেন। পরিশেষে, ১৫৩০ খৃঃ অব্দে, তিনি এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে এই নূতন প্রণালী বিশিষ্ট রূপে ব্যাখ্যাত হইল।

অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিকতরজ্ঞানালোকসম্পন্ন বহুসংখ্যক বিদ্বান ব্যক্তি পূর্ব্বাবধি কোপর্নিকসের মত অবগত ছিলেন; এক্ষণে, তাঁহারা সমুচিত সমাদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা গ্রাহ্য করিলেন। এতদ্ভিন্ন সমুদায় লোক ও ধর্ম্মোপদেশকগণ অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ও কুসংস্কারাবিষ্ট ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মিবার বিষয় কি।

পূর্ব্বকালীন লোকেরা বিচারের সময় চিরাগত কতিপয় নির্ধারিত নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন; সুতরাং স্বয়ং তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারিতেন না, এবং অন্যে সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিলেও, তাহা স্বীকার করিয়া লইতেন না। তৎকালীন লোকদিগের এই রীতি ছিল, পূর্ব্বাচার্য্যেরা যাহা নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, কোনও বিষয়, তাহার বিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধবৎ আভাসমান হইলে, তাঁহারা শুনিতে চাহিতেন না। বস্তুতঃ, তাঁহারা কেবল প্রমাণপ্রয়োগেরই বিধেয় ছিলেন, তত্ত্বনির্ণয়নিমিত্ত স্বয়ং অনুধ্যান বা বিবেচনা করিতেন না। ইহাতে এই ফল জন্মিয়াছিল, নির্ম্মলমনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অভিজ্ঞতা বা অনুসন্ধান দ্বারা যে নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিতেন তাহা, চিরসেবিত মতের বিসংবাদী বলিয়া, অবজ্ঞারূপ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইত। এই এক সিদ্ধান্ত তাঁহাদের বিশ্বাসক্ষেত্রে বদ্ধমূল

হইয়া ছিল যে, পৃথিবী অচলা ও অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বের কেন্দ্রভূতা। এই মত পূর্ব্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা প্রামাণিক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন, বহুকালাবধি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, এবং বস্তু সকল স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ যেরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহার সহিতও অবিরুদ্ধ; বিশেষতঃ তৎকালীন ইয়ুরোপীয় লোকেরা বোধ করিতেন, বায়বলেরও স্থানে স্থানে উহার পোষকতা আছে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, কোপর্নিকস সেই অনেক বৎসরের আয়াসসম্পাদিত গ্রন্থ সহসা প্রচার করিতে পারিলেন না।

পরিশেষে, রেটিকস নামে তাঁহার এক বান্ধব, সংক্ষেপে তদীয় গ্রন্থের মর্ম্মসঙ্কলন পূর্ব্বক, সাহস করিয়া, ১৫৪০ খৃঃ অব্দে, এক ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন; কিন্তু তাহাতে স্বীয় নাম নির্দেশ করিলেন না। ইহাতে কেহ বিদ্বেষ প্রদর্শন না করাতে, ঐ ব্যক্তিই পর বৎসর আপন নাম সমেত উক্ত পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিলেন। উভয় বারেই এই মত কোপর্নিকসের বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। সেই সময়ে ইরাস্মস রেন্‌হোল্‌ড্‌নামক এক পণ্ডিত একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন। তাহাতে তিনি, এই নূতন মতের ভূয়সী প্রশংসা লিখিয়া, তৎপ্রবর্ত্তককে দ্বিতীয় টলেমি বলিয়া নির্দেশ করেন। সর্ব্বদা এরূপ ঘটিয়া থাকে, কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভ্রান্তিপ্রবর্ত্তকের সহিত তুল্যমূল্য করিয়া নির্দ্দেশ করিলেই, তত্ত্বপ্রদর্শকের যথেষ্ট প্রশংসা করা হয়।

তখন কোপর্নিকস, আত্মীয়বর্গের প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া, আপন গ্রন্থ প্রচার করিতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে, নরস্বর্গবাসী কতিপয় পণ্ডিতের অধ্যক্ষতায়, তন্নগরস্থ যন্ত্রে গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে লাগিল। তৎকালে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; জীবিত থাকিয়া আপন গ্রন্থ প্রচারিত দেখা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। গ্রন্থ মুদ্রিত হইবামাত্র, তাঁহার বন্ধু রেটিকস একখানি পুস্তক পাঠাইয়া দিলেন। ঐ পুস্তক, তদীয় তনুত্যাগের কয়েক দণ্ডমাত্র পূর্ব্বে, তাঁহার নিকট পঁহুছিল। সুতরাং তিনি, গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া জানিয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি, ১৫৪৩ খৃঃ অব্দে, মে মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এই রূপে, কোপর্নিকসের মত ভূমণ্ডলে প্রচারিত হইল। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার মৃত্যু হইয়াছিল এই বলিয়াই হউক, কিংবা তাদৃশ প্রগাঢ় গ্রন্থ সচরাচর সকলের বুদ্ধিগম্য হইবার বিষয় নহে সুতরাং তদ্দারা সাধারণ লোকের বুদ্ধিব্যতিক্রম বা মতপরিবর্ত্তের সম্ভাবনা নাই এই বোধ করিয়াই হউক, অথবা অন্য কোনও অনির্ণীত হেতু বশতই হউক, কোনও সমাজ বা সম্প্রদায়ের লোক তদ্বিষয়ে বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন নাই।

গালিলিয় (৬)

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, কোপর্নিকসের পরলোকযাত্রার চল্লিশ বৎসর পরে, ইয়ুরোপের অতিপ্রধান জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রেহি, ক্রমাগত ত্রিংশৎ বৎসর, জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন, তথাপি কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। যাহা হউক, অনন্তর যে ইটালিদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া, তাহার যথোচিত পোষকতা করেন, এক্ষণে সঙ্ক্ষেপে তদীয় চরিত লিপিবদ্ধ হইতেছে।

ইটালির অন্তঃপাতী পিসানগরে, ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে, গালিলিয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা টস্কানিদেশের এক জন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন, কিন্তু তাদৃশ ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন না। তিনি গালিলিয়কে, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত, সেই নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত করেন। পঠদ্দশাতেই, অরিষ্টটলের দর্শনশাস্ত্র নিতান্ত যুক্তিবহির্ভূত বলিয়া, তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল; সুতরাং তদবধি তিনি তন্মতের ঘোরতর প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। গণিতশাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ প্রতিপত্তি হওয়াতে, ১৫৮৯ খৃঃ অব্দে, তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত বিদ্যার অধ্যাপকপদে অধিরূঢ় হইলেন। তখন তিনি, সেই অযথাভূত দর্শনশাস্ত্রের অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত, প্রকৃতির নিয়ম সকল প্রদর্শন করাইতে আরম্ভ করিলেন। একদা, সমবেতবহুসংখ্যকদর্শকসমক্ষে, তিনি তত্রত্য প্রধান দেবালয়ের উপরি ভাগে বারংবার পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন, গুরুত্ব পতননিয়ামক নহে (৭)। ইহাতে অরিষ্টটলেব মতাবলম্বীরা তাঁহার এমন বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন যে, দুই বৎসর পরে তাঁহাকে অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হইল।

---

(৬) ইঁহার প্রকৃত নাম গালিলিয় গালিলি, কিন্তু ইনি গালিলিয় বলিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

(৭) অজ্ঞ লোকেরা বোধ করিয়া থাকে, বস্তুর গুরুত্ব অর্থাৎ ভার আছে বলিয়া উহা ভূতলে পতিত হয়, আর যাহার গুরুত্ব যত অধিক তাহা তত শীঘ্র পতিত হয়। পূর্ব্ব কালে অরিষ্টটল প্রভৃতি অতি প্রধান ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এই মত প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছিলেন; এবং আমাদের দেশের নৈয়ায়িকদিগেরও এই মত। কিন্তু ইহা ভ্রান্তিমূলক, প্রকৃতির নিয়মানুগত নহে। পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আছে, সেই শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বস্তু সকল ভূতলে পতিত হইয়া থাকে, বস্তুব ভাবের গৌরব ও লাঘব অগ্র পশ্চাৎ পতিত হইবার নিয়ামক নহে। তবে যে গুরু বস্তু শীঘ্র ও লঘু বস্তু বিলম্বে পতিত হইতে দেখা যায়, সে সকল বায়ুর প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, নিবাত স্থানে গুরু ও লঘু বস্তু, যুগপৎ পরিত্যক্ত হইলে, যুগপৎ ভূতলে পতিত হয়।

এই রূপে পিসানগর হইতে অপসারিত হইয়া, গালিলিয় বিষয়কর্ম্মশূন্য হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইটালির প্রদেশান্তরীয় লোকেরা, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া, ১৫৯২ খৃঃ অব্দে, তাঁহাকে পেডুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করিলেন। এই স্থলে তিনি সুচারু রূপে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইয়ুরোপের দূরতরপ্রদেশ হইতেও শিষ্যমণ্ডলী উপস্থিত হইতে লাগিল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সর্ব্বত্র লাটিনভাষাতেই উপদেশ দিতেন; গালিলিয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া ইটালীয় ভাষায় আরম্ভ করিলেন। তৎকালে এই নূতন প্রণালী অবলম্বন করাও একপ্রকার সাহসের কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

পেডুয়াতে অষ্টাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়া, তিনি পদার্থবিদ্যাসংক্রান্ত যে সকল নূতন নূতন নিয়ম উদ্ভাবিত করেন, তাহা তৎকালপ্রচলিত মতের নিতান্ত বিপরীত। তথাপি তিনি, অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিত চিত্তে, শিষ্যদিগকে আনুষঙ্গিক সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

জেন্সননামক এক জন ওলন্দাজ এক অভিনব যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা অবলোকন করিলে দূরবর্ত্তী পদার্থ সকল সন্নিহিত বোধ হয়। গালিলিয় ঐ রূপ যন্ত্রের উদ্ভাবনবিষয়ে প্রস্তুতপ্রায় হইয়াছিলেন; এক্ষণে, ১৬০৯ খৃঃ অব্দে, তিনি শুনিবামাত্র, উহা কি কি উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং এক দিবসও বিলম্ব না করিয়া, তদপেক্ষা অনেক অংশে উত্তম তথাবিধ এক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। এই রূপে দূরবীক্ষণের সৃষ্টি হইল। ইহা পদার্থবিদ্যাসংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্র অপেক্ষা অধিক উপকারক।

গালিলিয়, এই দৃষ্টিপোষক নলাকার নূতন যন্ত্র নভোমণ্ডলে প্রয়োগ করিয়া, দেখিতে পাইলেন, চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ অত্যন্ত বন্ধুর; সূর্য্যমণ্ডল সময়ে সময়ে কলঙ্কিত লক্ষ্য হয়; ছায়াপথ সূক্ষ্মতারকাস্তবকমাত্র; বৃহস্পতি পারিপার্শ্বিকচতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত; শুক্রগ্রহের, চন্দ্রের ন্যায়, হ্রাস বৃদ্ধি আছে; শনৈশ্চরের উভয় পার্শ্বে পক্ষাকার কোনও পদার্থ আছে। ঐ পক্ষ এক্ষণে অঙ্গুরীয় বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

বোধ হয়, গালিলিয় বহুকালাবধি মনে করিতেন, নভস্তলস্থিত বস্তু সকল যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, বাস্তবিক সেরূপ নহে। কিন্তু কোনও কালে যে এই গূঢ় তত্ত্বের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিবেন, তাঁহার এমন আশা ছিল না। এক্ষণে, এই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া, তাঁহার অন্তঃকরণ কি অভূতপূর্ব্ব চমৎকার ও অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, তাহা কোনও রূপেই অনুভব করিতে পারা যায় না।

১৬১১ খৃঃ অব্দে, যখন তিনি এই সকল বিষয়ের গবেষণাতে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে টস্কানির অধীশ্বরের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, পিসাপ্রত্যাগমন পূর্ব্বক, সমধিক বেতনে গণিতাধ্যাপকের পদ পুনর্গ্রহণ করেন; সুতরাং তাঁহার উদ্ভাবিত বিষয় সকল ঐ নগরে প্রথম প্রচারিত হইল। কোপর্নিকস কেবল দৈবগত্যা যে সকল নিগ্রহ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে গালিলিয়কে তৎসমুদায় বিলক্ষণ রূপে ভোগ করিতে হইল। তৎকালে তিনি এক গ্রন্থ প্রচার করেন; তাহাতে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন, আমি যাহা যাহা উদ্ভাবিত করিয়াছি, তদ্দ্বারা কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালীর যথার্থতা সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহাতে এই ঘটিল যে, যাজকেরা তাঁহার নামে ধর্ম্মবিপ্লাবক বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করাতে, ১৬১৫ খৃঃ অব্দে, তাঁহাকে রোমনগরীয় ধর্ম্মসভার (৮) সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইল। সভাধ্যক্ষেরা তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞাশৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন, আর আমি এরূপ সজ্ঝাতক মত কদাচ মুখে আনিব না। ইহাও নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু সত্যাসত্যের নিশ্চয় নাই, সভাধ্যক্ষেরা এই উপলক্ষে তাঁহাকে পাঁচ মাস কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন; আর, টস্কানির অধীশ্বর এ বিষয়ে হস্তার্পণ না করিলে, তাঁহাকে আরও গুরুতর নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত।

গালিলিয় ধর্ম্মসভার অগ্রে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইয়া রহিলেন; কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যার যে যথার্থ মত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার অনুশীলনে বিরত হইলেন না। পরিশেষে, তিনি কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালীর সবিস্তর বিবরণ ভূমণ্ডলে প্রচার করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন; কিন্তু কুসংস্কারাবিষ্ট বিপক্ষবর্গের বিদ্বেষভয়ে স্পষ্ট রূপে আত্মমত ব্যক্ত না করিয়া, কৌশল করিয়া, তিন জনের কথোপকথনাত্মক এক গ্রন্থ লিখিলেন। তাহাতে প্রথম ব্যক্তি কোপর্নিকসের মত রক্ষা করিতেছে; দ্বিতীয় ব্যক্তি টলেমি ও অরিষ্টটলের; তৃতীয় ব্যক্তি উভয়পক্ষ-প্রদর্শিত যুক্তি ও তর্কের এ রূপে বলাবল বিবেচনা করিতেছে যে, উপস্থিত বিষয় আপাততঃ অনির্ণয়াত্মক বোধ হয়। কিন্তু অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কোপর্নিকসের পক্ষে প্রদর্শিত যুক্তির প্রবলতাবিষয়ে ভ্রান্তি হইবার বিষয় নাই।

(৮) ধর্ম্মবিদ্বেষী নাস্তিকদেব পরীক্ষা ও দণ্ডবিধানার্থক সভা। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের এক সম্প্রদায় আছে, উহার নাম রোমান কাথলিক। ইয়ুরোপের অন্তঃপাতী যে সকল দেশ এই সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী, তন্মধ্যে কোনও কোনও দেশে খৃষ্টীয় শাকের দ্বাদশ শতাব্দীতে এই ধর্ম্মাধিকরণ স্থাপিত হয়। ইহা স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা বায়বলের বিরুদ্ধ মত অবলম্বন অথবা প্রচার করিবেক এই ধর্ম্মাধিকরণে তাহাদের পরীক্ষা ও দণ্ডবিধান হইবেক। তাহা হইলেই বায়বলবিদ্বেষী নাস্তিকদের উচ্ছেদ হইয়া যাইবেক।

তৎকালে গালিলিয়ের বয়ঃক্রম ছষট্টি বৎসর, তথাপি স্বয়ং সেই গ্রন্থ লইয়া, ১৬৩০ খৃঃ অব্দে, রোমনগরে গমন করিলেন। তিনি ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের অসম্ভাবনীয় অনুগ্রহোদয় সহকারে গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে অনুমতি পাইলেন। কিন্তু, উক্ত পুস্তক রোম ও ফ্লোরেন্স নগরে প্রচারিত হইবামাত্র, অরিষ্টটলের মতাবলম্বীরা এক কালে চারি দিক হইতে আক্রমণ করিল; তন্মধ্যে পিসার দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপক্ষতা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সমুদায় কার্ডিনল (৯), মঙ্ক (১০) ও গণিতজ্ঞগণের উপর গালিলিয়ের গ্রন্থ পরীক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইল। তাঁহারা, অসন্দিগ্ধ চিত্তে সেই গ্রন্থকে ঘোরতর ধর্ম্মবিপ্লাবক স্থির করিয়া, তাঁহাকে রোমনগরে ধর্ম্মসভার অগ্রে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

গালিলিয় তৎকালে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রতিপোষক বন্ধু দ্বিতীয় কস্মো পরলোক যাত্রা করাতে, নিতান্ত নিঃসহায় হইয়াছিলেন; সুতরাং, এই সমস্ত অসম্ভাবিত বিপৎপাত তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল। বিপক্ষেরা যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করাতে, ১৬৩৩ খৃঃ অব্দের শীতকালে, তাঁহাকে রোমনগরে গমন করিতে হইল। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কয়েক মাস তথায় অবস্থিতির পর, বিচারকর্ত্তাদিগের সম্মুখে নীত হইলে, তাঁহারা এই দণ্ডবিধান করিলেন, তোমাকে আমাদের সম্মুখে আঁঠু পাড়িয়া ও বায়বল স্পর্শ করিয়া কহিতে হইবেক, আমি পৃথিবীর গতি প্রভৃতি যাহা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি সে সমুদায় অস্বর্গ্য, অশ্রদ্ধেয়, ধর্ম্মবিদ্বিষ্ট ও ভ্রান্তিমূলক। গালিলিয়, সেই বিষম সময়ে মনের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে না পারিয়া, যথোক্ত প্রকারে পূর্ব্বনির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিলেন। কিন্তু গাত্রোত্থান করিবামাত্র, আন্তরিক দৃঢ় প্রত্যয়ের বিপরীত কর্ম্ম করিলাম, এই ভাবিয়া

(৯) রোমানকাথলিক সম্প্রদায়ের সর্ব্বাধ্যক্ষকে পোপ কহে। পোপের নীচের পদের লোকদের পদবী কার্ডিনল। কার্ডিনলেরা পোপের মন্ত্রিস্বরূপ। পোপের মৃত্যু হইলে, কার্ডিনলেরা আপনাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া ঐ সর্ব্বপ্রধান পদে অধিরূঢ় করেন।

(১০) খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যাহারা সাংসারিক বিষয় হইতে বিরত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মে একান্ত রত হয়, তাহাদিগকে মঙ্ক কহে। মঙ্কেরা সচরাচর মঠে থাকেন। কতকগুলি মঙ্ক ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বকালীন ঋষিদিগের ন্যায় অরণ্য প্রভৃতি বিজন প্রদেশে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করেন; আর কতকগুলি মঙ্ক এরূপ আছেন যে, তাঁহাদের নির্দ্ধারিত বাসস্থান নাই; তাঁহারা সন্ন্যাসীদের মত যাবজ্জীবন পদব্রজে পর্য্যটন করেন।

মনোমধ্যে ঘৃণারোষসহকৃত যৎপরোনাস্তি অনুতাপ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি পৃথিবীতে পদাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, ইহা এখনও চলিতেছে। বিচারকর্ত্তারা, গালিলিয়ের নাস্তিক্যবুদ্ধির পুনঃসঞ্চার দেখিয়া, এই উৎকট দণ্ড বিধান করিলেন, তোমাকে যাবজ্জীবন কারাগারে থাকিতে হইবেক এবং তিন বৎসর প্রতিসপ্তাহে অনুতাপসূচক সপ্ত স্তুতি পাঠ করিতে হইবেক। তাঁহার গ্রন্থ এক বারেই প্রতিষিদ্ধ ও তাঁহার মত একান্ত অশ্রদ্ধিত হইল।

এই রূপে গালিলিয়ের প্রতি কারাগারাধিবাসের আদেশ হইলে, কোনও কোনও বিচারকর্ত্তারা বিবেচনা করিলেন, তিনি যেরূপ বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে কোনও ক্রমেই এরূপ কঠিন দণ্ড সহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব তাঁহারা, অনুকম্পাপ্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়া, ফ্লোরেন্সসন্নিহিত কোনও নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিতে আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। এই রূপে কারানিরুদ্ধ হইয়া, তিনি পদার্থবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা কালহরণ করিতে লাগিলেন।

গালিলিয় তৎকালে নেত্ররোগে অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন ; একটি চক্ষু এক বারে নষ্ট হইয়া যায়, দ্বিতীয়ও প্রায় অকর্ম্মণ্য হয় ; তথাপি, ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে, চন্দ্রের তুলামান প্রকাশ করেন। শেষ দশায় তিনি অন্ধতা, বধিরতা, নিদ্রার অভাব ও সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনী বেদনাতে অত্যন্ত অভিভূত ও বিকল হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার মন তৎকাল পর্য্যন্ত অনলস ও কর্ম্মণ্য ছিল। তিনি, ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে, স্বয়ং লিখিয়াছেন, আমি অন্ধদশাতে এক বার বিশ্বরচনাসংক্রান্ত এক বিষয় অনুধ্যান করি, আর বার আর বিষয় ; আর যত যত্ন করি, কোনও রূপেই অস্থির চিত্তকে স্থির করিতে পারি না ; এই সার্ব্বক্ষণিক চিত্তব্যাসঙ্গ দ্বারা আমার এক বারে নিদ্রার উচ্ছেদ হইয়াছে।

এই অবস্থাতে, ক্রমশঃ ক্ষয়কারী জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া, গালিলিয়, অষ্টসপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম কালে, ১৬৪২ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার কলেবর ফ্লোরেন্সনগরের এক দেবালয়ে সমাহিত হইল। কিয়ৎ কাল পরে, তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করা উচিত বিবেচনা করিয়া, তত্রত্য লোকেরা, ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে, উক্ত স্থানে এক পরমশোভন কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছেন।

সর আইজাক নিউটন

যে বৎসর গালিলিয় কলেবর পরিত্যাগ করেন, সেই বৎসরে আইজাক নিউটনের জন্ম হয়। এই মহাপুরুষ, লিঙ্কলনসায়রের অন্তঃপাতী কোল্টর্সওয়ার্থনামক গ্রামে, ১৬৪২ খৃঃ অব্দের ২৫এ ডিসেম্বর, শরীরপরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না, কেবল যৎকিঞ্চিৎ ভূমি কর্ষণ দ্বারা জীবিকাসম্পাদন করিতেন। বোধ হয়, নিউটন কোপর্নিকসের ও গালিলিয়ের উদ্ভাবিত বিষয় সমূহের প্রামাণ্যসংস্থাপনার্থেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি, প্রথমতঃ মাতৃসন্নিধানে কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া, দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, গ্রন্থামনগরের লাটিন পাঠশালায় প্রেরিত হন। তথায় শিল্পবিষয়ক নব নব কৌশল প্রকাশ দ্বারা, তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধির লক্ষণ প্রদর্শিত হয়। ঐ সকল শিল্পকৌশল দর্শনে তত্রত্য লোকেরা চমৎকৃত হইয়াছিল। পাঠশালার সকল বালকই, বিরামের অবসর পাইলে, খেলায় আসক্ত হইত; কিন্তু তিনি সেই সময়ে নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট্ট প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্মাণ করিতেন। একদা, তিনি একটা পুরাণ বাক্স লইয়া জলের ঘড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘড়ীর শঙ্কু, বাক্সমধ্য হইতে অনবরতবিনির্গতজলবিন্দুপাত দ্বারা নিমগ্নকাষ্ঠখণ্ডপ্রতিঘাতে, পরিচালিত হইত; বেলাববোধনার্থ তাহাতে একটি প্রকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।

নিউটন পাঠশালা হইতে বহির্গত হইলে, ইহাই স্থির হইয়াছিল, তাঁহাকে কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবেক। কিন্তু অতি ত্বরায় ব্যক্ত হইল, তিনি ওরূপ পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপারে কোনও ক্রমে সমর্থ নহেন। সর্ব্বদা এরূপ দেখা যাইত, যে সময়ে তাঁহাকে পশুরক্ষণ ও ভৃত্যগণের প্রত্যবেক্ষণ করিতে হইবেক, তখনও তিনি নিশ্চিন্ত মনে তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া অধ্যয়ন করিতেন। কৃষিলব্ধদ্রব্যজাতবিক্রয়ার্থে গ্রন্থামের আপণে প্রেরিত হইলে, তিনি স্বসমভিব্যাহারী বৃদ্ধ ভৃত্যের উপর সমস্তকার্য্যনির্বাহের ভার সমর্পণ করিয়া, পরিশুষ্ক তৃণরাশির উপর উপবেশন পূর্ব্বক, গণিতবিষয়ক প্রশ্ন সমাধান করিতেন। জননী, বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে তাঁহার এইরূপ স্বাভাবিক অতি প্রগাঢ় অনুরাগ দর্শনে সমুৎসুকা হইয়া, পুনর্ব্বার আর কয়েক মাসের নিমিত্ত, তাঁহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। পরে, ১৬৬০ খৃঃ অব্দের ৫ই জুন, তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্ত্তী ত্রিনীতিনামক বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থিরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

নিউটন পরিশ্রম, প্রজ্ঞা, সুশীলতা ও অহমিকাশূন্য আচরণ দ্বারা আইজাক বারো প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গের অনুগৃহীত ও সহাধ্যায়িগণের প্রশংসাভূমি ও প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি, কেম্ব্রিজে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রথমতঃ সণ্ডর্সনরচিত ন্যায়শাস্ত্র, কেপ্লরপ্রণীত দৃষ্টিবিজ্ঞাপন, ওয়ালিসলিখিত অস্থিতপাটীগণিত এই কয়েক গ্রন্থ পাঠ করেন; সাতিশয়-পরিশ্রমসহকারে ডেকার্টরচিত রেখাগণিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন; আর, তৎকালে নক্ষত্রবিদ্যার কিছু কিছু চর্চ্চা থাকাতে, তাহারও অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি ইউক্লিডের গ্রন্থ অত্যল্পমাত্র পাঠ করেন। এরূপ প্রসিদ্ধি আছে তিনি, প্রাচীন গণিতজ্ঞদিগের গ্রন্থ উত্তম রূপে পাঠ করা হয় নাই বলিয়া, উত্তর কালে অনুতাপ করিয়াছিলেন।

নিউটন, কেম্ব্রিজে অধ্যয়নকালে, আলোকপদার্থের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ অত্যন্ত যত্নবান হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে এই বিষয়ে লোকের অত্যল্প জ্ঞান ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ডেকার্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, অন্তরীক্ষব্যাপী স্থিতিস্থাপকগুণোপেত অতিবিরল পদার্থবিশেষের সঞ্চালনবিশেষ দ্বারা আলোকের উৎপত্তি হয়। নিউটন এই মত খণ্ডন করিলেন। তিনি, অন্ধকারাবৃতগৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, বহুকোণবিশিষ্ট একখণ্ড কাচ লইয়া, কপাটের ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা তদুপরি সূর্য্যের কিরণ পাতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাইলেন, আলোক কাচের মধ্য দিয়া গমন করিয়া এ প্রকার ভঙ্গুর হইয়াছে যে, ভিত্তির উপর সপ্তবিধ বিভিন্ন বর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্তর, অসাধারণকৌশল পূর্ব্বক অশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া, তিনি এই কয়েক মহোপকারক বিষয় নির্দ্ধারিত করিলেন—আলোকপদার্থ কিরণাত্মক; ঐ সকল কিরণকে বিভক্ত করিয়া অণু করা যাইতে পারে; শুক্ল আলোকের প্রত্যেক কিরণে রক্ত, পীত, নীল এই তিন মূলীভূত কিরণ আছে; এই ত্রিবিধ কিরণ অপেক্ষাকৃত ন্যূনাধিক ভঙ্গুর হইয়া থাকে। নিউটনের এই অসাধারণ অভিনব আবিষ্ক্রিয়াকে দৃষ্টিবিজ্ঞানশাস্ত্রের মূলসূত্রস্বরূপ গণনা করিতে হইবেক।

১৬৬৫ খৃঃ অব্দে, কেম্ব্রিজনগরে ঘোরতর মারীভয় উপস্থিত হওয়াতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্রকে স্থানত্যাগ করিতে হইয়াছিল। নিউটনও ঐ সময়ে আত্মরক্ষার্থে আপন আলয়ে পলায়ন করিলেন। তথায় পুস্তকালয়ের অসদ্ভাবপ্রযুক্ত ইচ্ছানুরূপ পুস্তক পাঠ করিতে পাইতেন না; এবং পণ্ডিতবর্গের অসন্নিধানপ্রযুক্ত শাস্ত্রীয় আলাপেরও সুযোগ ছিল না, তথাপি তিনি ঐ সময়ে গুরুত্বের নিয়ম অর্থাৎ বস্তুমাত্রের ভূতলাভিমুখে পাত-প্রবণতার বিষয় প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মহীয়সী আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা, নিউটনের

অনধ্যায় বৎসর সকল, তাঁহার জীবনের শ্লাঘ্যতম ভাগ ও বিজ্ঞানশাস্ত্রীয় ইতিবৃত্তের চিরস্মরণীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

এক দিবস, তিনি উপবনমধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দৈবযোগে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী আতাবৃক্ষ হইতে এক ফল পতিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি তৎক্ষণাৎ বস্তুমাত্রের পতননিয়ামকসাধারণকারণবিষয়িণী পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর, তিনি এই বিষয় পুনর্বার আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে কারণ বশতঃ আতা ভূতলে পতিত হইল, সেই কারণেই চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী স্ব স্ব কক্ষে ব্যবস্থাপিত আছে, এবং তাহাই পরমাদ্ভুতশক্তিসহকারে অতি সহজে সমুদয় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি নিয়মিত করিতেছে। এই রূপে গুরুত্বের নিয়ম আবিষ্কৃত হইল। এই নিয়মের জ্ঞান দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যার মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

নিউটন, ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে, কেম্ব্রিজে প্রত্যাগমন করিয়া, ত্রিনীতি বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। দুই বৎসর পরে, তাঁহার বন্ধু ডাক্তর বারো গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপকপদ পরিত্যাগ করিলে, তিনি তাহাতে নিযুক্ত হইলেন। তিনি দৃষ্টিবিজ্ঞানবিষয়ে যে সকল অভিনব মহৎ নিয়ম প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ কিছু কাল ঐ সমস্ত লইয়াই অধিকাংশ উপদেশ প্রদান করিলেন। আলোক ও বর্ণ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকাতে, আপনার নূতন মত এমন স্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, শ্রোতৃবর্গ সন্তুষ্ট চিত্তে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

১৬৭১ খৃঃ অব্দে, রএল সোসাইটী (১১) নামক রাজকীয় সমাজের ফেলো অর্থাৎ সহযোগী হইলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধি আছে, অন্যান্য সহযোগীর ন্যায় সভার ব্যয়নির্বাহার্থে প্রতিসপ্তাহে রীতিমত এক এক সিলিং দিতে অসমর্থ হওয়াতে তাঁহাকে অগত্যা অদানের অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। তৎকালে বিদ্যালয়ের বৃত্তি ও অধ্যাপকের বেতন এতদ্ব্যতিরিক্ত তাঁহার আর কোনও প্রকার অর্থাগম ছিল না; আর, পৈতৃক বিষয় হইতে যে কিছু কিছু উৎপন্ন হইত, তাহা তাঁহার জননী ও অন্যান্য পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনেই

(১১) ইংলণ্ডের অধীশ্বর দ্বিতীয় চার্লস, পদার্থবিদ্যার উন্নতিনিমিত্ত, সপ্তদশ শতাব্দীতে, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডননগরে এই সমাজ স্থাপন করেন। এই সমাজের লোকদিগকে ফেলো বলে। যাঁহারা অসাধারণ বিদ্যাসম্পন্ন, তাঁহারাই এই সমাজের ফেলো হইতে পারেন। সমুদায়ে সমাজের ফেলো একুশ জন; তন্মধ্যে এক জন সভাপতি, এক জন সহকারী সভাপতি, এক জন ধনাধ্যক্ষ, দুই জন সম্পাদক। এই রাজকীয় সমাজ দ্বারা পদার্থবিদ্যাসংক্রান্ত নানা বিষয়ে অশেষবিধ মহোপকার জন্মিয়াছে।

পর্য্যবসিত হইত। তাঁহার ভোগতৃষ্ণা এত অল্প ছিল যে, আবশ্যক পুস্তকের ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ক্রয় এবং অন্যের দারিদ্র্যদুঃখবিমোচন এই উভয় সম্পন্ন হইলেই সন্তুষ্ট হইতেন, এতদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ে অর্থাভাব জন্য ক্ষুণ্নমনা হইতেন না।

১৬৮৩ খৃঃ অব্দেঃ, তিনি প্রিন্সিপিয়ানামক অতি প্রধান গ্রন্থ রচনা করিলেন। ঐ পুস্তকে গণিতশাস্ত্রানুসারে পদার্থবিদ্যার মীমাংসা করা হইয়াছে। ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে, যখন রাজবিপ্লব ঘটে, কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ের প্রতিরূপ হইয়া, পার্লিমেণ্ট (১২) নামক সমাজে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, সকলে তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিল; এবং ১৭০১ খৃঃ অব্দেও ঐ মর্য্যাদার পদ পুনর্বার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির যথার্থ উপকার ও পুরস্কার করিবার ক্ষমতা ছিল, নিউটনের অসাধারণ গুণ তাঁহাদের গোচর হওয়াতে, তিনি তদীয় আনুকূল্যবলে টাঁকশালের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান-বিষয়ে অত্যন্ত সহিষ্ণুতা ও সবিশেষ নৈপুণ্য থাকাতে, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষায় ঐ পদের উপযুক্ত ছিলেন। নিউটন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্বত্র সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর, নিউটন বহুতর প্রশংসা ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। লিবনিজ-নামক এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, নিউটনের নব নব আবিষ্ক্রিয়া নিবন্ধন অসাধারণ সম্মান দর্শনে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তদ্বিলোপবাসনায় তাঁহার নিকট এক প্রশ্ন প্রেরণ করেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, নিউটন কোনও রূপেই ইহার সমাধান করিতে পারিবেন না, তাহা হইলেই তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবেক। নিউটন টাঁকশালের সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সায়াহ্নে ঐ প্রশ্ন পাইলেন এবং শয়নের পূর্ব্বেই তাহার সমাধান করিয়া রাখিলেন। তৎপরে আর কোনও ব্যক্তি কখনও নিউটনের কীর্ত্তিবিলোপের চেষ্টা করেন

(১২) ইংলণ্ডের রাজকার্য্য কেবল রাজার ইচ্ছানুসারে সম্পন্ন হয় না; রাজা এই সমাজের মতানুসারে যাবতীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রথম শ্রেণীতে দেশের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোক থাকেন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে সামান্য লোকেরা। এক এক প্রদেশের সামান্য লোকেরা আপনাদের এক এক জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। ইংলণ্ডের যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও এই সমাজে এক এক জন প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়া থাকেন। সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং সামান্য লোকদিগের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োজিত প্রতিনিধিরা রাজকীয় আদেশানুসারে সময়ে সময়ে এই সমাজে সমাগত হইয়া রাজকার্য্য চিন্তা করিয়া থাকেন। ইহারা যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করেন, রাজার অনুমোদিত হইলে, সমুদায় রাজ্যমধ্যে সেই নিয়ম প্রচলিত হয়।

নাই। ১৭০৫ খৃঃ অব্দে, ইংলণ্ডেশ্বরী এন, নিউটনের মানবর্দ্ধনার্থে, তাঁহাকে নাইট (১৩) উপাধি প্রদান করেন।

নিউটন উদারস্বভাবতা প্রযুক্ত সামান্য সামান্য লৌকিক ব্যাপারেও সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং তাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, সমুচিত সমাদর করিতেন; কথোপকথনকালে কখনও আত্ম-প্রাধান্য প্রখ্যাপন করিতেন না। তিনি স্বভাবতঃ সুশীল, সরল ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন; এই নিমিত্ত সকল ব্যক্তি তাঁহার সহবাসবাসনা করিত। লোকের সর্ব্বদা যাতায়াত দ্বারা তাঁহার মহার্হ সময়ের অপক্ষয় হইত, তথাপি তিনি কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্ত ভাব প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের নিয়ম এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্যে বিশেষ সময় নিরূপিত থাকাতে, অধ্যয়ন ও গ্রন্থরচনার নিমিত্ত তাঁহার সময়াল্পতানিবন্ধন কোনও ক্ষোভ থাকিত না। তিনি অবসর পাইলে হস্তে লেখনী ও সম্মুখে পুস্তক লইয়া বসিতেন।

নিউটন অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। তিনি কহিতেন, যাঁহারা জীবদ্দশায় দান না করেন, তাঁহাদের দান দানই নয়। অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে তদীয় অদ্ভুত ধীশক্তির কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। আহারনিয়ম, সার্ব্বকালিক প্রফুল্লচিত্ততা ও স্বাভাবিক শরীরপটুতা প্রযুক্ত জরা তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, নাতিস্থূলকায় ছিলেন। তাঁহার নয়নে সজীবতা, তীক্ষ্ণতা, ও বুদ্ধিমত্তা স্পষ্ট প্রকাশ পাইত। দেখিলেই তাঁহার আকৃতি সজীবতা ও দয়ালুতাতে পরিপূর্ণ বোধ হইত। অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শনশক্তি অব্যাহত ছিল। কেশ সকল শেষ বয়সে তুষারের ন্যায় শুভ্র হইয়াছিল। চরম দশাতে তাঁহার অসহ্য দৈহিক যাতনা ঘটে। কিন্তু তিনি স্বভাবসিদ্ধ-সহিষ্ণুতাপ্রভাবে তাহাতে নিতান্ত কাতর হয়েন নাই। অনন্তর, ১৭২৭ খৃঃ অব্দের ২০এ মার্চ্চ, চতুরশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

(১৩) বহু কাল পূর্ব্বে, ইয়ুরোপে যে সকল ব্যক্তি কোনও সৈন্যসংক্রান্ত পদে অধিরূঢ় হইত, তাহাদিগকে নাইট বলিত। যাহারা প্রধানবংশজাত ও ঐশ্বর্য্যশালী লোকের সন্তান, তাহারাই নাইট হইত। এই নিমিত্ত উহা এক্ষণে সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা সূচক উপাধি হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা অসাধারণগুণ-সম্পন্ন অথবা ক্ষমতাপন্ন, তাঁহারাই অধুনা রাজপ্রসাদে এই মর্য্যাদার উপাধি পাইয়া থাকেন। এই উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিরা আনুষঙ্গিক সর এই উপাধিও প্রাপ্ত হয়েন। এই উপাধি নাইটদের নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা; সর আইজাক নিউটন, সর উইলিয়ম হর্শেল, সর উইলিয়ম জোন্স ইত্যাদি।

নিউটনের চরিত্র সাধারণ লোকের চরিত্রের ন্যায় নহে। উহা এমন সুন্দর যে, চরিতাখ্যায়ক ব্যক্তি লিখিতে লিখিতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। আর, যে উপায়ে তিনি মনুষ্যমণ্ডলীতে অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে, মহোপকার ও মহার্থ লাভ হইতে পারে। নিউটন অত্যুৎকৃষ্টবুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তদপেক্ষায় ন্যূনবুদ্ধিরাও তদীয়জীবনবৃত্তপাঠে পদে পদে উপদেশ লাভ করিতে পারেন। তিনি অলৌকিক বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে গ্রহগণের গতি, ধূমকেতুগণের কক্ষ, সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। নিউটন আলোক ও বর্ণ এই দুই পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে এই বিষয় কোনও ব্যক্তির মনেও উদিত হয় নাই। তিনি সাতিশয় পরিশ্রম ও দক্ষতা সহকারে অদ্ভুত বিশ্বরচনার যথার্থ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আর, তাঁহার সমুদয় গবেষণা দ্বারাই সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা, প্রজ্ঞা ও অনুকম্পা প্রকাশ পাইয়াছে।

ঈদৃশলোকোত্তরবুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন হইয়াও, তিনি স্বভাবতঃ এমন বিনীত ছিলেন যে, আপন বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান করিতেন না। তাঁহার এই এক সুপ্রসিদ্ধ কথা ধরাতলে জাগরূক আছে, আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি, জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

সর উইলিয়ম হর্শেল

কোপর্নিকসের সময়াবধি টাইকো ব্রেহি, কেপ্লর, হিগিন্স, নিউটন, হেলি, ডিলাইল, লেলণ্ড ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদবর্গের প্রযত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যার ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইয়া আসিতেছিল। পরে, যে চিরস্মরণীয় মহানুভাবের আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা উক্ত বিদ্যার এক কালে ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হয়, এক্ষণে তদীয় জীবনবৃত্ত লিখিত হইতেছে।

উইলিয়ম হর্শেল, ১৭৩৮ খৃঃ অব্দের ১৫ই নবেম্বর, হানোবরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা চারি সহোদর; তন্মধ্যে তিনি দ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার পিতা তূর্য্যাজীবব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন। সুতরাং, তাঁহারাও চারি সহোদরে, উত্তর কালে ঐ ব্যবসায়ে ব্রতী হইবার নিমিত্ত, তাহাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে বিদ্যানুশীলনবিষয়ে হর্শেলের সবিশেষ অনুরাগ প্রকাশ হওয়াতে, তদীয় পিতা তাঁহাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত

এক শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁহার নিকট ন্যায়, নীতি ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথমপাঠ্য গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া, উক্ত দুরূহ বিদ্যাত্রিতয়ে একপ্রকার ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু পিতা মাতার অসঙ্গতি ও অন্যান্য কতিপয় প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত, ত্বরায় তাঁহার বিদ্যানুশীলনের ব্যাঘাত জন্মিল। তিনি চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সৈনিকদলসংক্রান্ত বাদ্যকরসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ১৭৫৭, অথবা ১৭৫৯, খৃঃ অব্দে ঐ সৈনিক দল সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তাঁহার পিতাও সেই সঙ্গে ইংলণ্ড গমন করিয়াছিলেন; তিনি কতিপয়মাসান্তে স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন; কিন্তু হর্শেল, ইংলণ্ডে থাকিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত, পিতার সম্মতি লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপ অনেকানেক ধীসমৃদ্ধ বৈদেশিকেরা স্বদেশপরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে বাস করিয়া থাকেন।

হর্শেল কোন সময়ে ও কি প্রকারে উক্ত সৈনিকদলসংক্রান্ত সম্প্রদায় পরিত্যাগ করেন, তাহার নির্ণয় নাই। কিন্তু তাঁহাকে যে, প্রথমতঃ কিয়ৎ কাল দুঃসহক্লেশপরম্পরায় কালযাপন করিতে ও ইঙ্গরেজী ভাষায় বিশিষ্টরূপ জ্ঞান না থাকাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইতে হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। পরিশেষে, সৌভাগ্যক্রমে অরল অব ডার্লিংটনের অনুগ্রহোদয় হওয়াতে, তিনি তাঁহাকে এক সৈনিক বাদ্যকরসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষতা ও উপদেশকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পরে, এই কর্ম্ম সমাধান করিয়া, তিনি ইয়র্কসায়ারে তূর্য্যাচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিলেন। তিনি অবসরকালে প্রধান প্রধান নগরে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতে এবং দেবালয়সম্পর্কীয় তূর্য্যাজীবসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষের প্রতিনিধি হইয়া তদীয় কার্য্যনির্বাহ করিতে লাগিলেন।

হর্শেল, এবংবিধ অনিন্দিত পথ অবলম্বন করিয়া, অন্নচিন্তায় একান্ত ব্যাসক্ত হইয়াও, আর আর চিন্তা এক বারে পরিত্যাগ করেন নাই। বিষয়কর্ম্মে অবসর পাইলে, তিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া, আগ্রহাতিশয়সহকারে, ইঙ্গরেজী ও ইটালিক ভাষার অনুশীলন এবং বিনা সাহায্যে লাটিন ও গ্রীক ভাষা অভ্যাস করিতেন। তৎকালে, তিনি এই মুখ্য অভিপ্রায়ে উক্ত সমস্ত বিদ্যার অনুশীলন করিতেন যে, উহা নিজ ব্যবসায়িকী বিদ্যার আলোচনাবিষয়ে বিশেষ উপযোগিনী হইবেক; এবং উত্তর কালেও, এই উদ্দেশে, ডাক্তর রবর্ট স্মিথরচিত তূর্য্যবিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, সন্দেহ নাই। তৎকালে ইঙ্গরেজী ভাষাতে তূর্য্যবিদ্যাবিষয়ে যত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, উহা তাহার মধ্যে এক অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

কিন্তু, এই পুস্তকের অনুশীলন অনতিবিলম্বে তাঁহার বর্ত্তমানব্যবসায় পরিত্যাগের এবং অত্যুন্নতব্যবসায়ান্তরাবলম্বনের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, গণিতবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন না হইলে, ডাক্তর স্মিথের গ্রন্থের অনুশীলনে বিশেষ উপকার দর্শিবে না; অতএব স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ ও অধ্যবসায় সহকারে, এই নূতন বিদ্যার অনুশীলনে নিবিষ্টমনা হইলেন; এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাহাতে এমন আসক্ত হইয়া উঠিলেন যে, অবসর পাইলে, অন্যান্য যে যে বিষয়ের আলোচনা করিতেন, সে সমুদায় এই অনুরোধে এক বারে পরিত্যক্ত হইল।

ইতিপূর্ব্বে, হর্শেল বেট্সনামক এক ব্যক্তির নিকট বিশিষ্টরূপ পরিচিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে, তাঁহার প্রযত্নে ও আনুকূল্যে, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে, হালিফাক্সের দেবালয়ে তূর্য্যাজীবের পদে নিযুক্ত হইলেন। পর বৎসর, সামান্যরূপ তূর্য্যকর্ম্মের অনুরোধে, স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত, বাথনগরে গমন করিলেন। তথায়, অসাধারণনৈপুণ্যপ্রকাশ দ্বারা শুশ্রূষুদিগকে পরম পরিতোষ প্রদান করাতে, সেই নগরের এক দেবালয়ে তূর্য্যাজীবের পদ প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি তিনি সেই স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিলেন।

হর্শেল এক্ষণে যে পদে নিযুক্ত হইলেন, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। এতদ্ব্যতিরিক্ত, রঙ্গভূমি ও অন্যান্য স্থানে তূর্য্যপ্রয়োগ ও শিষ্যমণ্ডলীকে শিক্ষাপ্রদানাদির উত্তমরূপ অবকাশ ও সুযোগ ছিল। অতএব, অর্থোপার্জ্জন যদি তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে, তিনি অবলম্বিত ব্যবসায় দ্বারা বিলক্ষণ সঙ্গতি করিতে পারিতেন। যাহা হউক, এই রূপে কর্ম্মের বাহুল্য হইলেও, বিদ্যানুশীলনবিষয়ে তাঁহার যে গাঢ়তর অনুরাগ ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হইল না। প্রত্যহ, তূর্য্যবিষয়ে ক্রমাগত দ্বাদশ অথবা চতুর্দ্দশ হোরা পরিশ্রম করিয়া, তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইতেন; কিন্তু তৎপরে, এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম না করিয়া, পুনর্বার বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র গণিতবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করিতেন।

এই রূপে তিনি ক্রমে ক্রমে রেখাগণিতে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন এবং তখন আপনাকে পদার্থবিদ্যার অনুশীলনে সমর্থ জ্ঞান করিলেন। পদার্থবিদ্যার নানা শাখার মধ্যে, জ্যোতিষ ও দৃষ্টিবিজ্ঞান এই দুই বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ জন্মে। ঐ সময়ে, জ্যোতিষসংক্রান্ত কতিপয় অভিনব আবিষ্ক্রিয়া দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে অত্যন্ত কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইল। তদনুসারে, তিনি অবকাশকালে উক্তবিদ্যাবিষয়ক গবেষণাতে মনোনিবেশ করিলেন।

গ্রহমণ্ডলীবিষয়ক যে যে অদ্ভুত ব্যাপার পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত, তিনি কোনও প্রতিবেশবাসীর সন্নিধান হইতে একটি

দ্বিপাদপ্রমিত দূরবীক্ষণ চাহিয়া আনিলেন। তদ্দর্শনে অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, ক্রয় করিবার বাসনায়, তিনি অবিলম্বে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডননগর হইতে তদপেক্ষায় অনেক বড় একটা আনাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিনি যত অনুমান করিয়াছিলেন ও তাঁহার যত দিবার সঙ্গতি ছিল, তাহার মূল্য তদপেক্ষায় অনেক অধিক হইবাতে ক্রয় করিতে পারিলেন না; সুতরাং যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ পাইলেন; ক্ষোভ পাইলেন বটে, কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হইলেন না—তৎক্ষণাৎ সেই অক্রেয় দূরবীক্ষণের তুল্যবলদূরবীক্ষণান্তরনির্মাণ স্বহস্তেই আরম্ভ করিলেন। এই বিষয়ে বারংবার বিফলপ্রযত্ন হইয়াও, তিনি পরিশেষে চরিতার্থতা লাভ করিলেন। প্রযত্নবৈফল্য দ্বারা, তাঁহার উৎসাহভঙ্গ না ঘটিয়া, উৎসাহের উত্তেজনাই হইত।

যে পথে হর্শেলের প্রতিভা দেদীপ্যমান হইবেক, এক্ষণে তিনি সেই পথের পথিক হইলেন। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে, তিনি স্বহস্তনির্মিত প্রাতিফলিক পাঞ্চপাদিক দূরবীক্ষণ দ্বারা শনৈশ্চরগ্রহ নিরীক্ষণ করিয়া অনির্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। দূরবীক্ষণনির্মাণ ও জ্যোতিষসংক্রান্ত আবিষ্ক্রিয়াবিষয়ে যে এতাবতী সাধীয়সী সিদ্ধিপরম্পরা ঘটিয়াছে, এই তার সূত্রপাত হইল। অতঃপর হর্শেল, বিদ্যানুশীলন বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর অনুরাগসম্পন্ন হইয়া, সমধিকসময়লাভবাসনায়, অর্থলাভপ্রতিরোধ স্বীকার করিয়াও, স্বীয় ব্যবসায়িক কর্ম্ম ও শিষ্যসংখ্যার ক্রমে ক্রমে সঙ্কোচ করিয়া আনিলেন; এবং সর্ব্ব প্রথম যাদৃশ যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন, অবকাশকালে ব্যাপারান্তরবিরহিত হইয়া, তদপেক্ষায় অধিকশক্তিকযন্ত্রনির্মাণে ব্যাপৃত রহিলেন। এই রূপে, অচির কালের মধ্যে, সপ্ত, দশ ও বিংশতি পাদ আধিশ্রয়ণিকব্যবধিবিশিষ্ট কতিপয় দূরবীক্ষণ নির্মিত হইল।

এই সকল যন্ত্রের মুকুরনির্মাণে তিনি অক্লিষ্ট অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সাপ্তপাদিক দূরবীক্ষণের জন্যে মনোমত একখানি মুকুর প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, তিনি ক্রমে ক্রমে অন্যূন দুইশতখান গঠন ও একে একে তৎপরীক্ষণ অবিরক্ত চিত্তে করিয়াছিলেন। যখন তিনি মুকুরনির্মাণে বসিতেন, ক্রমাগত দ্বাদশ চতুর্দশ হোরা পরিশ্রম করিতেন, মধ্যে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে বিরত হইতেন না। অন্য কথা দূরে থাকুক, আহারানুরোধেও প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে হস্তোত্তোলন করিতেন না। ঐ কালে তাঁহার সহোদরা যৎকিঞ্চিৎ যাহা মুখে তুলিয়া দিতেন, তন্মাত্র আহার হইত। তিনি এই আশঙ্কা করিতেন, কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া মধ্যে ক্ষণমাত্র ভঙ্গ দিলে, সম্যক্ সমাধানের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে।

মুকুরনির্মাণবিষয়ে প্রচলিত নিয়মের নিতান্ত অনুবর্ত্তী না হইয়া, তিনি স্বীয় বুদ্ধিকৌশলেই অধিকাংশ সম্পাদন করিতেন।

হর্শেল, ১৭৮১ খৃঃ অব্দের ১৩ই মার্চ্চ, যে নূতন গ্রহের আবিষ্ক্রিয়া করেন, বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা তদ্দ্বারা লোকসমাজে সমধিক বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি ক্রমাগত প্রায় দেড় বৎসর রীতিমত নভোমণ্ডলের পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন। দৈবযোগে, উল্লিখিত দিবসের সায়ংসময়ে, সেই স্বহস্তনির্মিত অত্যুৎকৃষ্ট সাপ্তপাদিক প্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ নভোমণ্ডলৈকদেশে প্রয়োগ করিয়া এক নক্ষত্র দেখিতে পাইলেন। বোধ হইল, তৎসন্নিহিত সমুদায় নক্ষত্র অপেক্ষা তাহার প্রভা স্থিরতর। উক্ত হেতু প্রযুক্ত ও তদীয় আকারগত অন্যান্য বৈলক্ষণ্য দর্শনে সংশয়ান হইয়া, তিনি সবিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করিলেন। কতিপয় হোরার পর পুনর্বার পর্য্যবেক্ষণ করাতে উহা স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে ইহা স্পষ্ট অনুভব করিয়া, তিনি সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পর দিন, এই বিষয়ে অনেক সন্দেহ দূর হইল। প্রথমতঃ, তাঁহার অন্তঃকরণে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে যাহা দেখিয়াছি, ইহা সেই নক্ষত্র কি না। কিন্তু ক্রমাগত আর কয়েক দিবস পর্য্যবেক্ষণ করাতে, তদ্বিষয়ক সমুদায় দ্বৈধ অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর, তিনি এই সমুদায় ব্যাপার রাজকীয় জ্যোতির্বিদ ডাক্তর মাস্কিলিনের গোচর করিলেন। তিনি আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহা নূতন ধূমকেতু না হইয়া যায় না। কিন্তু আর কয়েক মাস ক্রমিক পর্য্যবেক্ষণ করাতে, এই ভ্রান্তি নিরাকৃত হইল; তখন স্পষ্ট বোধ হইল, উহা এক অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব নূতন গ্রহ, ধূমকেতু নহে। আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী যে সৌর জগতের অন্তর্গত, এই নূতন গ্রহও তদন্তর্বর্ত্তী (১৪)। তৎকালে তৃতীয় জর্জ ইংলণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন। হর্শেল তাঁহার মর্য্যাদা নিমিত্ত

(১৪) সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতির মতে পৃথিবী স্থিরা, আর সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহগণ তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু অধুনাতন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা যে অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত মতের নিতান্ত বিপরীত। তাঁহাদের মতে সূর্য্য সকলের কেন্দ্র, গ্রহগণ তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে; সূর্য্য গ্রহমধ্যে পরিগণিত নহে; যাহারা সূর্য্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে তাহারাই গ্রহ। পৃথিবীও বুধ, শুক্র প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় যথানিয়মে সূর্য্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে; এই নিমিত্ত উহাও গ্রহমধ্যে পরিগণিত। আর যাহারা কোনও গ্রহের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগকে উপগ্রহ ও সেই সেই গ্রহের পারিপার্শ্বিক বলে। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, এই নিমিত্ত চন্দ্র স্বতন্ত্র গ্রহ নহে, উহা

তদীয়নামানুসারে স্বাবিষ্কৃত নক্ষত্রের নাম জর্জিয়ম্ সাইডস অর্থাৎ জর্জনক্ষত্র রাখিলেন। কিন্তু ইয়ুরোপের প্রদেশান্তরীয় জ্যোতির্বিদেরা ইহার য়ুরেনস এই নাম নির্দেশ করিয়াছেন; আর আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে এই গ্রহকে হর্শেলও বলিয়া থাকেন। অনন্তর হর্শেল ক্রমে ক্রমে স্বাবিষ্কৃত নূতন গ্রহের ছয় পারিপার্শ্বিক অর্থাৎ চন্দ্র প্রকাশ করিলেন।

জর্জিয়ম্ সাইডসের আবিষ্ক্রিয়াবার্ত্তা প্রচার হইলে, হর্শেলের নাম এক বারে জগদ্বিখ্যাত হইল। কয়েক মাসের মধ্যেই, ইংলণ্ডেশ্বর এই অভিপ্রায়ে তাঁহার বার্ষিক ত্রিসহস্র মুদ্রা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন যে, তিনি বাথনগরীর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে, বিদ্যানুশীলনে রত থাকিতে পারিবেন। হর্শেল, তদনুসারে ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, উইণ্ডসরসন্নিহিত স্লোনামক স্থানে অবস্থিতি নিরূপণ করিলেন। অতঃপর, তিনি অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল পদার্থবিদ্যার অনুশীলনে রত হইলেন। বাস্তবিকও, ক্রমাগত দূরবীক্ষণ নির্মাণ ও নভোমণ্ডলীপর্য্যবেক্ষণ দ্বারাই, তিনি জীবনের শেষ ভাগ যাপন করিয়াছিলেন।

যে নূতন গ্রহের আবিষ্ক্রিয়া নির্দিষ্ট হইল, তিনি তদ্ব্যতিরিক্ত নানাবিধ মহোপকারক অভিনব আবিষ্ক্রিয়া ও অতর্কিতচর বহুতর নিপুণ প্রগাঢ় কল্পনা দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যার বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষায় অধিকায়ত ও অধিকশক্তিক প্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ নিমাণবিষয়ে কতিপয় মহোপকারিণী সুবিধা প্রদর্শন করেন। তিনি স্লোনামক স্থানে, ইংলণ্ডেশ্বরের নিমিত্ত চত্বারিংশৎপাদদীর্ঘ যে দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহৎ। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দের শেষে, তিনি এই অতি-বৃহৎ নল নিমাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে, ১৭৮৯ খৃঃ অব্দের ২৭এ আগষ্ট, উহা

এক উপগ্রহ, পৃথিবীগ্রহের পারিপার্শ্বিকমাত্র। এক সূর্য্য ও তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণকারী যাবতীয় গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতুগণ লইয়া এক সৌর জগৎ হয়। সূর্য্য সকলের কেন্দ্র; আর বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বেষ্টা, পল্লস, জ্নো, অস্ট্রিয়া, হীবি, আইরিস, ফ্লোরা, ডায়েনা, বৃহস্পতি, শনৈশ্চর, য়ুরেনস ও নেপচুন প্রভৃতি গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। পৃথিবীর একমাত্র পারিপার্শ্বিক, বৃহস্পতির চারি, শনৈশ্চরের আট, য়ুরেনসের ছয়, নেপচুনের এ পর্য্যন্ত একটিমাত্র বিজ্ঞাত হইয়াছে। অনুমান হয়, এই সৌর জগতে বহুসহস্র ধূমকেতু আছে। গ্রহ উপগ্রহ গণ নিজে তেজোময় নহে, তেজোময় সূর্য্যের আলোক পাত দ্বারা ঐরূপ প্রতীয়মান হয়। জ্যোতির্বিদেরা ইহা প্রায় একপ্রকার স্থির করিয়াছেন, যে সকল নক্ষত্রের প্রভা চঞ্চল তাহারা এক এক সূর্য্য, নিজে তেজোময় এবং এক এক জগতের কেন্দ্রভূত। এই অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বমধ্যে আমাদের এই সৌর জগতের ন্যায় কত জগৎ আছে, তাহার ইয়ত্তা করা কাহারও সাধ্য নহে।

এক যন্ত্রোপরি সন্নিবেশিত হইয়া ব্যবহারযোগ্য হইল। ঐ যন্ত্র অতিশয় জটিল বটে, কিন্তু প্রগাঢ়তর বুদ্ধিকৌশলে সম্পাদিত। উহা দ্বারা ঐ নলের সঞ্চালনাদি ক্রিয়া নিয়মিত হইত। শনৈশ্চরের ষষ্ঠ পারিপার্শ্বিক বলিয়া যাহাকে সকলে অনুমান করিত, সন্নিবেশ-দিবসেই সেই দূরবীক্ষণ দ্বারা উহা উদ্ভাবিত হইল। কিয়দ্দিনানন্তর ঐ নল দ্বারা শনৈশ্চরের সপ্তম পারিপার্শ্বিকও আবিষ্কৃত হইল। এক্ষণে ঐ নল স্বস্থান হইতে অপসারিত হইয়াছে এবং তৎপরিবর্তে হর্শেলের সুবিখ্যাত পুত্রের হস্তবিনির্মিত অত্যুৎকৃষ্ট অন্য এক দূরবীক্ষণ তথায় স্থাপিত হইয়াছে। উহা দৈর্ঘ্যে পূর্ব্ব যন্ত্রের অর্দ্ধেকের অধিক নহে।

ইহা নির্দিষ্ট আছে, এই প্রধান জ্যোতির্বিদ স্বাভিলষিত বিদ্যার আলোচনাবিষয়ে এমন অনুরক্ত ছিলেন যে, অনেক বৎসর পর্য্যন্ত নক্ষত্রদর্শনযোগ্য কালে তখনও শয্যারূঢ় থাকিতেন না; কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতে নিজ উদ্যানে অনাবৃত প্রদেশে প্রায় একাকী অবস্থিত হইয়া সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ সমাধান করেন। তিনি এই সমস্ত গবেষণা দ্বারা দূরতরবর্ত্তী নক্ষত্রসমূহের ভাব অবগত হইয়া, তদ্বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ স্বাভিপ্রায়-সহিত পত্রারূঢ় করিয়া প্রচার করেন।

হর্শেল তৎকালজীবী প্রধান প্রধান জ্যোতির্জ্ঞবর্গের মধ্যে গণনীয় হইয়াছিলেন এবং পণ্ডিতসমাজে ও রাজসন্নিধানে যথেষ্ট মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে, যুবরাজ চতুর্থ জর্জ তাঁহাকে নাইট উপাধি প্রদান করেন। হর্শেল, প্রথমে সেনাসম্পর্কীয় তূর্য্যসম্প্রদায়নিযুক্ত এক দরিদ্র বালকমাত্র ছিলেন; কিন্তু বহুমঙ্গলহেতুভূত জ্যোতির্বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধিবিষয়ে দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত গরীয়সী আয়াসপরম্পরা স্বীকার করাতে, পরিশেষে এই রূপে পুরস্কৃত হইলেন। হর্শেল, মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণে ক্ষান্ত হয়েন নাই; অনন্তর, ১৮২২ খৃঃ অব্দে, আগষ্ট মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে, ত্র্যশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, লোকযাত্রা সংবরণ করিলেন। তিনি, যথেষ্ট বয়স ও যথেষ্ট মান প্রাপ্ত হইয়া, এবং পরিবারের নিমিত্ত অপ্রমিত সম্পত্তি রাখিয়া, তনুত্যাগ করিয়াছেন। ঐ পরিবার, তদীয় অপ্রমিত ধনসম্পত্তির ন্যায়, তদীয় অদ্ভুত ধীসম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

দুরূহ ও সঙ্কলিত নূতন শব্দের অর্থ

অংশ, (Degree) অক্ষাংশ। ভূগোলবেত্তারা বিষুবরেখার উত্তর দক্ষিণ অথবা পূর্ব্ব পশ্চিম ভূভাগ ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করেন, ইহার এক এক ভাগ এক এক অক্ষাংশ।

অযথাভূত, (Perverted) যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ নহে। অযথাভূত দর্শনশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্রের যাহা উদ্দেশ্য তাহা প্রতিপন্ন না করিয়া তদ্বিপরীতার্থপ্রতিপাদক।

অস্থিত পাটীগণিত, (Arithmetic of Infinites) একপ্রকার অঙ্কশাস্ত্র।

আধিশ্রয়ণিক ব্যবধি, (Focal Distance) অধিশ্রয়ণ অগ্নিস্থান, চুল্লী। আলোকের কিরণ সকল দূরবীক্ষণের মুকুরের মধ্য দিয়া গমন করিয়া যে স্থানে মিলিত হয়, তাহাকে অধিশ্রয়ণ কহা যায়। মুকুরের সর্ব্বাপেক্ষায় উচ্চ ভাগ ও অধিশ্রয়ণ এই উভয়ের অন্তরকে আধিশ্রয়ণিক ব্যবধি কহে।

আভিজাতিক চিহ্ন, (অভিজাত কুল, বংশ) কুলপরিচায়ক চিহ্ন।

আবিষ্ক্রিয়া, (Discovery) অপ্রকাশিত অথবা অপরিজ্ঞাত বিষয়ের উদ্ভাবন।

উদ্ভিদবিদ্যা, (Botany) উদ্ভিদ, তরুগুল্মাদি। তরুগুল্মাদির অবয়বসংস্থান, প্রত্যেক অবয়বের কার্য্য, উৎপত্তিস্থান, জাতিবিভাগ ইত্যাদি যে শাস্ত্রে নির্ণীত আছে।

উপকূল, (Coast) বেলাভূমি, সমুদ্রসন্নিহিত ভূভাগ।

ঔপনিবেশিক, (Colonial) উপনিবেশ, কোনও দূরদেশে কৃষিকর্ম্ম ও বাস করিবার নিমিত্ত জন্মভূমি হইতে যে সকল লোক লইয়া যাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধীয় ঔপনিবেশিক।

কক্ষ, (Orbit) গ্রহগণের পরিভ্রমণপথ।

কীর্ত্তিস্তম্ভ, (Monument) ঘটনাবিশেষের স্মরণার্থে অথবা ব্যক্তিবিশেষের নাম ও কীর্ত্তি রক্ষার্থে নির্মিত স্তম্ভাদি।

কুলাদর্শ, (Heraldry) বংশাবলী ও বংশপরিচায়ক চিহ্ন বিষয়ক শাস্ত্র।

কুসংস্কার, (Prejudice) সমুচিত বিবেচনা না করিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হয়।

কেন্দ্র, (Centre) ঠিক মধ্যস্থান।

গণিত, (Mathematics) পরিমাণ ও অঙ্কবিষয়ক শাস্ত্র।

গবেষণা, (Research) কোনও বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান।

গ্রহনীহারিকা, (Planetary Nebulae) যে সকল নীহারিকা গ্রহের লক্ষণাক্রান্ত বোধ হয়।

চরণাবরণ, (Stocking) মোজা।

চরিতাখ্যায়ক, (Biographer) যে ব্যক্তি কোনও লোকের জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে।

চিত্রশালিকা, (Museum) চিত্র অদ্ভুত বস্তু, শালিকা আলয়। যে স্থানে প্রাকৃত ইতিবৃত্ত, পদার্থমীমাংসা ও সাহিত্যবিদ্যা সংক্রান্ত এবং শিল্পসাধিত কৌতূহলোদ্বোধক বস্তু সকল স্থাপিত থাকে।

ছায়াপথ, (Milky Way) নভোমণ্ডলে দৃশ্যমান জ্যোতির্ময় তিরশ্চীন পথ।

জলোচ্ছ্বাস, (Tide) [জল-উচ্ছ্বাস] জলের স্ফীততা, জোয়ার।

জাতীয় বিধান, (National Law) বিভিন্নজাতীয় লোকদিগের পরস্পরব্যবহারব্যবস্থাপক শাস্ত্র।

জ্যোতির্বিদ্যা, (Astronomy) গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি দিব্য পদার্থের স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণকাল, গ্রহণ, শৃঙ্খলা, অন্তর ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা নিরূপক শাস্ত্র।

জ্যোতিষ্ক, (Heavenly Bodies) গ্রহনক্ষত্রাদি।

টঙ্কবিজ্ঞান, (Numismatics) টঙ্ক মুদ্রা, টাকা। নানাদেশীয় ও নানাকালীন টঙ্ক পরিজ্ঞানার্থক বিদ্যা।

তুলামান, (Libration) তুলাদণ্ডে পরিমাণকরণ। চন্দ্রের তুলামানশব্দে চন্দ্রমণ্ডলবৃত্তিপরীবর্ত্ত। এই পরীবর্ত্ত দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলের প্রান্তসন্নিহিত কোনও কোনও অংশের পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়।

তূর্য্যাচার্য্য, তূর্য্য (Music) বাদ্য, আচার্য্য উপদেশক। যে ব্যক্তি বাদ্যবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন।

তূর্য্যাজীব, (Musician) তূর্য্য বাদ্য, আজীব জীবিকা। বাদ্যব্যবসায়ী।

দূরবীক্ষণ, (Telescope) দূর-বীক্ষণ। দূরস্থিতবস্তুদর্শনার্থ নলাকার যন্ত্র, দূরবীণ।

দৃষ্টিবিজ্ঞান, (Optics) আলোক ও দর্শন বিষয়ক বিদ্যা।

দ্বিপাদপ্রমিত, যাহার পরিমাণ দুই (Foot) পা।

দেবালয়, (Church) দেব ঈশ্বর, আলয় স্থান। ঈশ্বরের উপাসনার স্থান, গির্জ্জা।

ধাতুবিদ্যা, (Mineralogy) ধাতু ভূগর্ভে স্বয়মুৎপন্ন নির্জীব পদার্থ, যেমন স্বর্ণ, প্রস্তর, পারদ, লবণ, অঙ্গার প্রভৃতি; এতদ্বিষয়ক বিদ্যা।

নক্ষত্রবিদ্যা, (Astrology) গ্রহ নক্ষত্রাদির স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে শুভাশুভনির্বচন ও ভবিষ্যসংসূচন বিদ্যা।

নাড়ীমণ্ডল, (Equator) বিষুবরেখা। সূর্য্য এই রেখায় উপস্থিত হইলে, দিন ও রাত্রি সমান হয়।

নীহারিকা, (Nebula) নীহার কুজ্ঝটিকা। যে সকল নক্ষত্র চক্ষুর গোচর নয়, দূরবীক্ষণ দ্বারা অবলোকন করিলে, কুজ্ঝটিকাবৎ প্রতীয়মান হয়, তৎসমুদায়ের নাম নীহারিকা।

নৈসর্গিক বিধান, (Natural Law) নৈসর্গিক স্বাভাবিক, বিধান নিয়ম, ব্যবস্থা। মানবজাতির ঐশিক-নিয়মানুযায়ী পরস্পর ব্যবহার ব্যবস্থাপক শাস্ত্র। যথা; কেহ কাহারও হিংসা করিবেক না ইত্যাদি।

নৈহারিক নক্ষত্র, (Nebulous Stars) যে সকল নীহারিকা নক্ষত্রের লক্ষণাক্রান্ত বোধ হয়।

পদার্থবিদ্যা, (Natural Philosophy) বিশ্বান্তর্গত সমস্ত পদার্থের তত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্র।

পরিপ্রেক্ষিত, (Perspective) পরি সর্ব্বতোভাবে, প্রেক্ষিত দর্শন। বস্তু সকল বাস্তিক সত্তাকালে যেরূপ প্রতীয়মান হয়, আলেখ্যে তাহাদের তদনুরূপবিন্যাসনিয়ামক বিদ্যা।

পর্য্যবেক্ষণ, (Observation) [পরি-অবেক্ষণ] অভিনিবেশ পূর্ব্বক অবলোকন।

পাঞ্চপাদিক, যাহার পরিমাণ পাঁচ (Foot) পা।

পাটীগণিত, (Arithmetic) অঙ্কবিদ্যা।

পান্থনিবাস, (Inn) পথিকদিগের অবস্থিতি করিবার স্থান ; যে স্থানে নবাগত ব্যক্তিরা ভাটকপ্রদান পূর্ব্বক আপাততঃ অবস্থিতি করে।

পারিপার্শ্বিক, (Satellite) পার্শ্ববর্ত্তী, পার্শ্বচর ; উপগ্রহ, কোনও বৃহৎ গ্রহের চতুর্দিকে ভ্রমণকারী ক্ষুদ্র গ্রহ। যথা ; পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক চন্দ্র।

পুরাগত, পৌরাণিক } পূর্ব্বতনকালীন।

প্রকৃতি, (Nature) ঈশ্বরসৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের সাধারণ সংজ্ঞা।

প্রতিপোষক, (Patron) সহায়, আনুকূল্যকারী।

প্রতিভা, (Genius) অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি।

প্রবেশিকা, (Ticket) যাহা দেখাইলে প্রবেশ করিতে পাওয়া যায় ; টিকিট।

প্রস্তরফলক, (Slate) শেলেট।

প্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ, (Reflecting Telescope) আলোকের কিরণ সকল যে দূরবীক্ষণের মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া সরলরেখায় গমন পূর্ব্বক প্রতিবিম্ব স্বরূপে পরিণত হয়।

প্রাকৃত ইতিবৃত্ত, (Natural History) প্রকৃতিবিষয়ক বৃত্তান্ত, অর্থাৎ পৃথিবী ও তদুৎপন্ন বস্তুসমুদায়ের বিবরণ। জন্তুবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যাসকল প্রাকৃত ইতিবৃত্তের অন্তর্গত।

বন্ধুর, (Rough) উচ নীচ, আবুড়া খাবুড়া।

মনোবিজ্ঞান, (Metaphysics) মন বুদ্ধি প্রভৃতি নির্ণায়ক শাস্ত্র।

মণ্ডল, (State) প্রদেশ, রাজ্য।

মধূত্থবর্ত্তিকা, মোমবাতি।

মেরুদণ্ড, (Axis) ভূগোলের অন্তর্গত উভয়কেন্দ্রভেদী কাল্পনিক সরল রেখা। এই রেখা অবলম্বন করিয়া পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে দৈনন্দিন পরিভ্রমণ করে।

রঙ্গভূমি, (Theatre) যেখানে নাটকের অভিনয় হয়।

রাজবিপ্লব, (Revolution) রাজ্যশাসনের প্রচলিত প্রণালীর পরিবর্ত্তন।

রোমীয় সম্প্রদায়, (Romish Church) রোমনগরীয় ধর্ম্মালয়ের মতানুযায়ী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোক।

বিজ্ঞান, (Science) পদার্থের তত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্র, যথা জ্যোতির্বিদ্যা।

বিজ্ঞাপনী, (Report) বাক্য অথবা লিপি দ্বারা কোনও বিষয় বিদিত করা।

বিধানশাস্ত্র, (Law) ব্যবস্থাশাস্ত্র।

বিমিশ্র গণিত, (Mixed Mathematics) যাহাতে পদার্থসম্বন্ধ রাশি নিরূপণ করা হয়।

বিশপ, (Bishop) ধর্ম্মবিষয়ক অধ্যক্ষ।

বিশুদ্ধ গণিত, (Pure Mathematics) যাহাতে পদার্থের সহিত কোনও সম্বন্ধ না রাখিয়া কেবল রাশির নিরূপণ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়, (University) [বিশ্ব-বিদ্যা-আলয়] সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার আলোচনাস্থান।

ব্যবহারদর্শী, ধর্ম্মাধিকরণের বিধিজ্ঞ। ধর্ম্মাধিকরণ আদালত।

ব্যবহারসংহিতা, (Law) ব্যবস্থাশাস্ত্র, আইন।

ব্যবহারাজীব, (Lawyer) ব্যবহার মোকদ্দমা, আজীব জীবিকা; যাহারা বাদী প্রতিবাদীর প্রাতানধিস্বরূপ হইয়া মোকদ্দমাসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য নির্বাহ করে; উকীল ইত্যাদি।

শঙ্কু, (Index) ঘড়ির কাঁটা।

শঙ্কুপট্ট, (Dial-Plate) দণ্ডপলাদিচিহ্নিত শঙ্কুদণ্ডের আধার।

শতাব্দী, (Century) শতবৎসরাত্মক কাল; সংবৎ ১৯০১ অবধি ২০০০ পর্য্যন্ত কাল এক শতাব্দী; তদনুসারে ইহা কহা যাইতে পারে, এক্ষণে বিক্রমাদিত্যের বিংশ শতাব্দী চলিতেছে।

শিলিং, (Shilling) আধ টাকা।

সুকুমার বিদ্যা, (Polite Learning) সাহিত্য প্রভৃতি বিদ্যা।

স্থিতিস্থাপক, (Elasticity) আকুঞ্চন, প্রসারণ, অভিঘাতাদি করিলেও বস্তু সকল যে নৈসর্গিকগুণপ্রভাবে পুনর্বার পূর্ব্ব ভাব প্রাপ্ত হয়।

স্বাত্মরক্ষা, (Fencing) আক্রমণ অথবা আত্মরক্ষার্থে তরবারিপ্রয়োগবিষয়ক নৈপুণ্যসাধনবিদ্যা।

সম্পূর্ণ

বোধোদয়

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত পঞ্চাধিকশততম সংস্করণ হইতে]

বিজ্ঞাপন

বোধোদয় নানা ইঙ্গরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল ; পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে। যে কয়টি বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি, তৎপাঠে, অমূলক কল্পিত গল্পের পাঠ অপেক্ষা, অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালক বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, এই আশয়ে অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি ; কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। মধ্যে মধ্যে, অগত্যা, যে যে অপ্রচলিত দুরূহ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থে, পুস্তকের শেষে, সেই সকল শব্দের অর্থ লিখিত হইল। এক্ষণে, বোধোদয় সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে, শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা।
২০এ চৈত্র। সংবৎ ১৯০৭।

একোনাশীতিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

ত্রিপুরা জিলার অন্তঃপাতী রূপসা গ্রামে যে রীডিং ক্লব অর্থাৎ পাঠগোষ্ঠী আছে, উহার কার্য্যদর্শী শ্রীযুত মহম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহম্মদ মহাশয়, বোধোদয়ের কতিপয় স্থল অসংলগ্ন দেখিয়া, পত্র দ্বারা আমায় জানাইয়াছিলেন। তৎপরে, কলিকাতাবাসী শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন ঘোষ ডাক্তর মহাশয়ও দুই তিনটি অসংলগ্ন স্থল দেখাইয়া দেন। ইহাতে আমি সাতিশয় উপকৃত ও সবিশেষ অনুগৃহীত হইয়াছি। তাঁহাদের প্রদর্শিত স্থল সকল সংশোধিত হইয়াছে। তাঁহারা এরূপ অনুগ্রহপ্রদর্শন না করিলে, ঐ সকল স্থল পূর্ব্ববৎ অসংলগ্নই থাকিত। এতদ্ব্যতিরিক্ত, আবশ্যক বোধে, কোনও কোনও স্থল কিয়ৎ অংশে পরিবর্ত্তিত, কোনও কোনও স্থল কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা।
২২শে পৌষ। সংবৎ ১৯৩৯।

ষণ্ণবতিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই পুস্তকের তাম্রপ্রকরণে নির্দ্দিষ্ট ছিল, "তিন ভাগ দস্তা ও এক ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, পিত্তল হয়।" শ্রীমন্তসওদাগরপত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েরা, বর্ত্তমান সালের ১৫শে জ্যৈষ্ঠের পত্রিকাতে প্রদর্শিত করিয়াছেন, উপরি নির্দ্দিষ্ট স্থলে, "এক ভাগ তামা" এই নির্দ্দেশটি ভুল। "এক ভাগ তামা" ইহার পরিবর্ত্তে, "চারি ভাগ তামা" এরূপ নির্দ্দেশ হওয়া উচিত। তদনুসারে, ঐ স্থল সংশোধিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, রঙ্গপ্রকরণে, "তামা মিশ্রিত করিলে, উত্তম কাঁসা প্রস্তুত হয়," এতন্মাত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল, তামা ও রাঙের অংশ নির্দ্দিষ্ট ছিল না। উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা, এই ন্যূনতারও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তদনুসারে, এই ন্যূনতারও পরিহার করা গিয়াছে। সম্পাদক মহাশয়েরা, এই ভুল ও এই ন্যূনতার প্রদর্শন করাতে, আমি অতিশয় উপকৃত ও অনুগৃহীত হইয়াছি, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা।

২৫শে ভাদ্র ১২৯৩ সাল।

পদার্থ

আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, সে সমুদয়কে পদার্থ বলে। পদার্থ ত্রিবিধ, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ। যে সকল বস্তুর জীবন আছে এবং ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে, উহারা চেতন পদার্থ; যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি। যে সকল বস্তুর জীবন নাই, যেখানে রাখ, সেই খানে থাকে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, উহাদিগকে অচেতন পদার্থ কহে; যেমন ধাতু, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি। যে সকল বস্তু ভূমিতে জন্মে, উহারা উদ্ভিদ পদার্থ; যেমন তরু, লতা, তৃণ ইত্যাদি।

ঈশ্বর

ঈশ্বর কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত, ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলে। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা।

চেতন পদার্থ

সমুদয় চেতন পদার্থের সাধারণ নাম জন্তু। জন্তুগণ, মুখ দ্বারা আহারের গ্রহণ, এবং মুখ ও নাসিকা দ্বারা বায়ুর আকর্ষণ করিয়া, প্রাণধারণ করে। আহার দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়, তাহাতেই উহারা বাঁচিয়া থাকে। আহার না পাইলে, শরীর শুষ্ক হইতে থাকে, এবং অল্প দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ ঘটে।

প্রায় সকল জন্তুর পাঁচ ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা, তাহারা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, ও স্পর্শ করিতে পারে।

পুত্তলিকার চক্ষু আছে, দেখিতে পায় না; মুখ আছে, খাইতে পারে না; নাসিকা আছে, গন্ধ পায় না; হস্ত আছে, কোনও কর্ম্ম করিতে পারে না; কর্ণ আছে, কিছু শুনিতে পায় না; চরণ আছে, চলিতে পারে না। ইহার কারণ এই, পুত্তলিকা অচেতন পদার্থ, উহার চেতনা নাই। ঈশ্বর কেবল জন্তুদিগকে চেতনা দিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কোনও ব্যক্তির চেতনা দিবার ক্ষমতা নাই। দেখ, মনুষ্যেরা পুত্তলিকার মুখ, চোক, নাক, কান, হাত, পা সমুদয় গড়িতে পারে, এবং উহাকে ইচ্ছামত বেশ ভূষাও পরাইতে পারে, কিন্তু চেতনা দিতে পারে না; উহা অচেতন পদার্থই থাকে; দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না, চলিতেও পারে না, বলিতেও পারে না।

পৃথিবীর সকল স্থানেই নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জন্তু আছে; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি স্থলচর, অর্থাৎ কেবল স্থলে থাকে; কতকগুলি জলচর, অর্থাৎ কেবল জলে থাকে; আর কতকগুলি স্থল ও জল উভয় স্থানেই থাকে, উহাদিগকে উভচর বলা যাইতে পারে।

যাবতীয় জন্তুর মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বপ্রধান। আর সমুদয় জন্তু মনুষ্য অপেক্ষায় নিকৃষ্ট। তাহারা, কোনও ক্রমে, বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে মনুষ্যের তুল্য নহে।

যে সকল জন্তুর শরীরের চর্ম্ম রোমশ, অর্থাৎ রোমে আবৃত, এবং যাহারা চারি পায়ে চলে, তাহাদিগকে পশু বলে; যেমন গো, অশ্ব, গর্দ্দভ, ছাগল, মেষ, মহিষ, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। পশুর চারি পা, এ জন্য পশুদিগকে চতুষ্পদ জন্তু বলে। কতকগুলি পশুর পায়ে খুর আছে; যেমন গো, অশ্ব, মেষ, মহিষ, ছাগল, গর্দ্দভ প্রভৃতির: কোনও কোনও পশুর খুর অখণ্ডিত, অর্থাৎ জোড়া; যেমন ঘোড়ার। কতকগুলির খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত; যেমন গো, মেষ, ছাগল প্রভৃতির। কোনও কোনও পশুর পায়ে খুর নাই, নখর আছে; যেমন বিড়াল, কুকুর, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির। কোনও কোনও পশুর লোম অনেক কাজে লাগে। মেষের লোমে কম্বল, বনাত প্রভৃতি প্রস্তুত হয়; তিব্বৎদেশীয় ছাগলের লোমে শাল হয়।

জন্তুর মধ্যে পক্ষিজাতি দেখিতে অতি সুন্দর। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ পালকে ঢাকা। পক্ষীর দুই পাশে দুটি পক্ষ অর্থাৎ ডানা আছে; উহা দ্বারা উড়িতে পারে, অনেক দূর গেলেও ক্লেশবোধ হয় না। পক্ষীর দুটি পা আছে; তাহা দ্বারা চলিতে পারে, এবং বৃক্ষের

শাখায় বসিতে পারে। কোনও কোনও পক্ষী অতিশয় ক্ষুদ্র; যেমন চড়ুই, বাবুই ইত্যাদি। পক্ষীরা, খড়, কুটা, তৃণ প্রভৃতির আহরণ করিয়া, অতি পরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসা প্রস্তুত করে। কাক, কোকিল, পারাবত প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষীর আকার কিছু বৃহৎ। হংস, সারস প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষী জলে খেলা করে ও সাঁতার দিতে ভাল বাসে; ইহারা জলচর পক্ষী। সকল পক্ষী আপন আপন বাসায় ডিম পাড়ে। কিছু দিন ডানায় ঢাকিয়া গরমে রাখিলে, ডিমের ভিতর হইতে ছানা বাহির হয়। ইহাকেই ডিমে তা দেওয়া ও ডিম ফুটান কহে।

মৎস্য একপ্রকার জন্তু। ইহারা জলে থাকে। মৎস্যের শরীর ছালে আচ্ছাদিত। ঐ ছালের উপর মসৃণ, চিক্কণ শল্ক অর্থাৎ আঁইস আছে। বুয়াল, মাগুর প্রভৃতি কতকগুলি মৎস্যের ছালে আঁইস নাই। মৎস্যের দুই পাশে যে পাখনা আছে, তাহার বলে জলে ভাসে। মৎস্যেরা অতি বেগে সাঁতার দিতে পারে, এবং জলের ভিতর দিয়া গিয়া, কীট ও অন্য অন্য ভক্ষ্য বস্তু ধরে।

আর একপ্রকার জন্তু আছে, তাহাদিগকে সরীসৃপ কহে; যেমন সাপ, গোসাপ, টিকটিকি, গিরগিটি, বেঙ ইত্যাদি।

সর্প প্রভৃতি কতকগুলি সরীসৃপের পা নাই, বুকে ভর দিয়া চলে। সর্পের শরীরের চর্ম্ম অতি মসৃণ ও চিক্কণ। ভেক, কচ্ছপ, গোসাপ, টিকটিকি প্রভৃতি কতকগুলি সরীসৃপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে; উহারা তাহা দ্বারা চলে। ভেকজাতি অতি নিরীহ। কৌতুক ও আমোদের নিমিত্ত, উহাদিগকে ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে। কেহ কেহ এমন নিষ্ঠুর যে, ভেক দেখিলেই ডেলা মারে ও যষ্টিপ্রহার করে।

পতঙ্গজাতি একপ্রকার জন্তু। পতঙ্গ নানাবিধ। গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে ফড়িঙ, মশা, মাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি বহুবিধ পতঙ্গ উড়িয়া বেড়ায়। কোনও কোনও পতঙ্গজাতি, সময়ে সময়ে, অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়া উঠে। পতঙ্গগণ পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি জন্তুর আহার।

কীট অতি ক্ষুদ্র জন্তু। কীট নানাবিধ। উকুন, ছারপোকা, পিপীলিকা, উই, ঘুণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু কীটজাতি।

এ সমস্ত ভিন্ন আরও অনেকবিধ জন্তু আছে। তাহারা এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ ব্যতিরেকে, কেবল চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা, স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে, জলে ও স্থলে অবস্থিতি করে।

সমস্ত জগৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রাণিসমূহে পরিবৃত। অবশ্যই কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, সমস্ত প্রাণী সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য কি, অনেক স্থলে, তাহার নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

জগতে কত জীব আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু, সৃষ্টিকর্ত্তার কি অপার মহিমা! তিনি সমস্ত জীবের প্রতিদিনের পর্য্যাপ্ত আহারের যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন।

অধিকাংশ জন্তু লতা, পাতা, ফল, মূল, ঘাস খাইয়া প্রাণধারণ করে। কতকগুলি জন্তু, আপন অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল জন্তুর প্রাণবধ করিয়া, তাহাদের মাংস খায়। উহাদিগকে শ্বাপদ অর্থাৎ শিকারি জন্তু বলে।

অশ্ব, গো, গর্দ্দভ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু লোকালয়ে থাকে, এবং মানুষে যাহা দেয়, তাহাই খাইয়া প্রাণধারণ করে। এই সকল জন্তুকে গ্রাম্য পশু বলে। গ্রাম্য পশুরা অতি শান্তস্বভাব, মনুষ্যের অনেক উপকারে আইসে।

কোন জন্তু কোন শ্রেণীতে নিবিষ্ট, কাহার কি নাম, বিশেষ রূপে জানা অতি আবশ্যক। কোনও জন্তুকেই অযথা নামে ডাকা উচিত নহে; যাহার যে নাম, তাহাকে সেই নামে ডাকা কর্ত্তব্য। কোনও কোনও ব্যক্তি ফড়িঙকে পশু বলে; কিন্তু ফড়িঙ পশু নয়, পতঙ্গ। যে সকল জন্তুর চারি পা, তাহাদিগকে চতুষ্পদ বলে। পক্ষী চতুষ্পদ নহে, কারণ উহার দুটি বই পা নাই; এজন্য, উহাকে, চতুষ্পদ না বলিয়া, দ্বিপদ বলা উচিত।

ঈশ্বর, কি অভিপ্রায়ে, কোন জন্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নহি; এজন্য, কতকগুলিকে পূজ্য ও পবিত্র জ্ঞান করি, আর কতকগুলিকে ঘৃণা করি। কিন্তু ইহা অন্যায় ও ভ্রান্তিমূলক। বিশ্বকর্ত্তা ঈশ্বরের সন্নিধানে, সকল জন্তুই সমান। অতএব, আমাদেরও ঐরূপ জ্ঞান করা উচিত।

পশুদের মধ্যে পদমর্য্যাদা নাই। লোকে সিংহকে মৃগেন্দ্র অর্থাৎ পশুর রাজা বলে। কিন্তু, উহা কদাচ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। সকল পশু অপেক্ষা সিংহের সাহস ও বিক্রম অধিক; এই নিমিত্ত, মনুষ্যেরা উহাকে ঐ উপাধি দিয়াছে; নচেৎ, সিংহ, অন্য অন্য পশু অপেক্ষা, কোনও মতে উৎকৃষ্ট নহে।

মানবজাতি

মানবজাতি, বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে, সকল জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি আছে ; এজন্য, সর্ব্ববিধ জন্তুর উপর আধিপত্য করে। মানুষ, পশুর ন্যায়, চারি পায়ে চলে না, দুই পায়ের উপর ভর দিয়া, সোজা হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের দুই হাত, দুই পা। দুই হাত দিয়া, ইচ্ছামত সকল কর্ম্ম করিতে পারে। দুই পা দিয়া, ইচ্ছামত সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারে। মানুষ, দুই হস্ত দ্বারা, আহারসামগ্রীর আহরণ করে, গৃহসামগ্রী ও পরিধানবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লয়, এবং গৃহনির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে বাস করে। গৃহের মধ্যে বাস করে, এজন্য মানুষকে রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতিতে ক্লেশ পাইতে হয় না।

মনুষ্যজাতি একাকী থাকিতে ভাল বাসে না। তাহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গের মধ্যগত ও প্রতিবেশিমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া বাস করে। এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও কোনও ব্যক্তি, লোকালয় ছাড়িয়া, অরণ্যে বাস করে ; কিন্তু তাদৃশ লোক অতি বিরল। অধিকাংশ লোকই, গ্রামে ও নগরে, পরস্পরের নিকট, বাটীনির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করে। যেখানে অল্প লোক বাস করে, তাহার নাম গ্রাম। যেখানে বহুসংখ্যক লোকের বাস, তাহাকে নগর বলে। যে নগরে রাজার বাস, অথবা রাজকীয় প্রধান স্থান থাকে, তাহাকে রাজধানী বলে ; যেমন কলিকাতা বাঙ্গালা দেশের রাজধানী।

মনুষ্যেরা গ্রামে ও নগরে, একত্র হইয়া, বাস করে। ইহার তাৎপর্য্য এই, তাহাদের পরস্পর সাহায্য হইতে পারিবেক, ও পরস্পর দেখা শুনা ও কথাবার্ত্তায় সুখে কালযাপন হইবেক। যে লোক যে দেশে বাস করে, তাহাকে সে দেশের নিবাসী বলে। দেশের সমস্ত নিবাসী লোক লইয়া একজাতি হয়। পৃথিবীতে নানা দেশ ও নানা জাতি আছে।

লোক মাত্রেরই জন্মভূমিঘটিত এক এক উপাধি থাকে ; ঐ উপাধি দ্বারা, তাহাদিগকে অন্যদেশীয় লোক হইতে পৃথক বলিয়া জানা যায়। বাঙ্গালা দেশে আমাদের নিবাস ; এ নিমিত্ত, আমাদিগকে বাঙ্গালি বলে। এইরূপ, উড়িষ্যা দেশের নিবাসী লোকদিগকে উড়িয়া বলে ; মিথিলার নিবাসীদিগকে মৈথিল ; ইংলণ্ডের নিবাসীদিগকে ইঙ্গরেজ।

জন্তু সকল, দিনের বেলায় আপন আপন কর্ম্ম করে, রাত্রিকালে নিদ্রা যায়। নিদ্রা যাইবার সময়, তাহারা শয়ন করে ও নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে। অশ্ব প্রভৃতি কতকগুলি

জন্তু দাঁড়াইয়া নিদ্রা যায়। শশ প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু, চক্ষু না মুদিয়া, নিদ্রা যাইতে পারে।

আমরা, নিদ্রা যাইবার সময়, কখনও কখনও স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা মাত্র, কার্য্যকারক নহে। জন্তু সকল যখন নিদ্রা যায়, তখন উহাদিগকে নিদ্রিত বলে; যখন, নিদ্রা না যাইয়া, জাগিয়া থাকে, তখন উহাদিগকে জাগরিত বলে।

মনুষ্য ভিন্ন সকল জন্তুই কাঁচা বস্তু খাইয়া থাকে। ছাগ, গো, মহিষ প্রভৃতি জন্তু সকল মাঠের কাঁচা ঘাস খায়। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদেরা, কোনও জন্তু মারিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার কাঁচা মাংস খাইয়া ফেলে। পক্ষিগণ, জিয়ন্ত কীট পতঙ্গ ধরিয়া, তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করে। মনুষ্যেরা কাঁচা বস্তু খায় না, খাইলে পরিপাক হয় না, পীড়াদায়ক হয়। তাহারা প্রায় সকল বস্তুই, অগ্নিতে পাক করিয়া, খায়। ভাল পাক করা হইলে, ভক্ষ্য বস্তু সুস্বাদ ও শরীরের পুষ্টিকর হয়।

জন্তুগণ যখন, সচ্ছন্দ শরীরে, আহার বিহার করিয়া বেড়ায়, তখন তাহাদিগকে সুস্থ বলা যায়। আর, যখন তাহাদের পীড়া হয়, সচ্ছন্দে আহার বিহার করিতে পারে না, সর্ব্বদা শুইয়া থাকে, ঐ সময়ে তাহাদিগকে অসুস্থ বলে। মনুষ্যের পীড়া হইবার অধিক সম্ভাবনা। পীড়া হইলে, চিকিৎসকেরা, ঔষধ, পথ্য প্রভৃতির যে ব্যবস্থা করেন, সকলেরই, ঐ ব্যবস্থা অনুসারে, চলা উচিত ও আবশ্যক। যাহারা ঐ ব্যবস্থা অনুসারে চলে, তাহারা অধিক ক্লেশ পায় না, ত্বরায় রোগমুক্ত ও সুস্থ হইয়া উঠে। যাহারা চিকিৎসকের ব্যবস্থায় অবহেলা করে, তাহারা বিস্তর ক্লেশ পায়, এবং অনেকে মরিয়া যায়।

কোনও কোনও জন্তু অধিক কাল বাঁচে, কোনও কোনও জন্তু অল্প কাল বাঁচে। হস্তী প্রায় এক শত বৎসর বাঁচে। ঘোড়া প্রায় কুড়ি বৎসর বাঁচে। কুকুর প্রায় চৌদ্দ পনর বৎসর বাঁচে। অধিকাংশ কীট পতঙ্গ প্রায় এক বৎসরের অধিক বাঁচে না। কোনও কোনও কীট এক ঘণ্টা মাত্র বাঁচে। অতি ক্ষুদ্রজাতীয় মশা, সূর্য্যের আলোকে অল্প কাল মাত্র খেলা করিয়া, ভূতলে পড়ে ও প্রাণত্যাগ করে। মনুষ্যজাতি, প্রায় সমুদায় জন্তু অপেক্ষা, অধিক কাল বাঁচে।

মরণের অবধারিত কাল নাই। অনেকে প্রায় ষাটি বৎসরের মধ্যে মরিয়া যায়। যাহারা সত্তর, আশি, নব্বই, অথবা এক শত বৎসর বাঁচে, তাঁহাদিগকে লোকে দীর্ঘজীবী বলে। কিন্তু অনেকেই শৈশব কালে মরিয়া যায়। এক্ষণে যাহারা নিতান্ত শিশু আছে, তাহারাও, তাহাদের পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহীর ন্যায়, বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত

বাঁচিতে পারে, কিন্তু চিরজীবী হইবেক না। কেহই অমর নহে, সকলকেই মরিতে হইবেক।

জন্তু সকল মরিলে, তাহাদের শরীরে প্রাণ ও চেতনা থাকে না। তখন উহারা আর, পূর্ব্বের মত, দেখিতে, শুনিতে, চলিতে, বলিতে কিছুই পারে না; কেবল অচেতন স্পন্দহীন জড় পদার্থ মাত্র পড়িয়া থাকে। মৃত শরীর বিশ্রী ও বিবর্ণ হইয়া যায়, দেখিলে অত্যন্ত দুঃখ জন্মে; এজন্য, লোকে অবিলম্বে তাহা দগ্ধ করে। কোনও কোনও জাতি দাহ করে না, মাটিতে পুতিয়া ফেলে।

মনুষ্য শৈশব কালে অতি অজ্ঞ থাকে; ক্রমে ক্রমে যত বড় হয়, উপদেশ পাইয়া, নানা বিষয় শিখিতে আরম্ভ করে। আমরা এই যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, ইহা কত বড়, ইহার আকার কেমন, শিশুরা তাহার কিছুই জানে না। অধিক কি, তাহাদের কি নাম, কোন হাত ডান, কোন হাত বাঁ, শিখাইয়া না দিলে, ইহাও জানিতে পারে না।

বালকেরা সকল বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষার্থে পাঠশালায় পাঠান যায়। যাহারা বাল্যকালে যত্ন পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করে, তাহারা মনের সুখে কালযাপন করে। আর, যাহারা, বিদ্যাভ্যাসে আলস্য ও অবহেলা করিয়া, কেবল খেলিয়া বেড়ায়, তাহারা মূর্খ হয় ও যাবজ্জীবন দুঃখ পায়।

ইন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্ববিধ জ্ঞান জন্মে। ইন্দ্রিয় না থাকিলে, আমরা কোনও বিষয়ে কিছু মাত্র জানিতে পারিতাম না। মনুষ্যের পাঁচ ইন্দ্রিয়। সেই পাঁচ ইন্দ্রিয় এই; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। চক্ষু দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে দর্শন বলে; কর্ণ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে শ্রবণ; নাসিকা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আঘ্রাণ; জিহ্বা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আস্বাদন; ত্বক দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে স্পর্শ বলে।

চক্ষু

চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। চক্ষু দ্বারা সকল বস্তুর দর্শন নিষ্পন্ন হয়। চক্ষু না থাকিলে, কোন বস্তুর কেমন আকার, কোন বস্তু সাদা, কোন বস্তু কাল, কিছুই জানিতে পারিতাম

না। যেখানে আলোক থাকে, সেখানে চক্ষুতে দেখা যায়; যেখানে গাঢ় অন্ধকার, কিছুই আলোক নাই, সেখানে কিছুই দেখা যায় না। রাত্রিকালে, চন্দ্র ও নক্ষত্র দ্বারা, অতি অল্প আলোক হয়; এ নিমিত্ত, বড় স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। দিনের বেলায়, সূর্য্যের আলোক থাকে; এজন্য, অতি সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিলে, বিলক্ষণ আলোক হয়; তখন উত্তম দেখিতে পাওয়া যায়।

চক্ষু অতি কোমল পদার্থ, অল্পেই নষ্ট হইতে পারে; এজন্য, চক্ষুর উপর দুই খানি আবরণ আছে। ঐ আবরণকে চক্ষুর পাতা বলে। চক্ষুতে আঘাত লাগিবার, অথবা কিছু পড়িবার, আশঙ্কা হইলে, আমরা পাতা দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া ফেলি। চক্ষুর পাতার ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোম আছে, তাহাতেও চক্ষুর অনেক রক্ষা হয়। ঐ রোমের নাম পক্ষ্ম। পক্ষ্ম আছে বলিয়া, চক্ষুতে ধূলা, কুটা, কীট প্রভৃতি পড়িতে পায় না, এবং সূর্য্যের উত্তাপ অধিক লাগে না।

যাহার দুই চক্ষু নাই, সে অন্ধ। অন্ধ কিছুই দেখিতে পায় না। সে কোথাও যাইতে পারে না। যাইতে হইলে, এক জন তাহার হাত ধরিয়া লইয়া যায়; নতুবা সে পড়িয়া মরে। অন্ধ হওয়া বড় ক্লেশ। যাহার এক চক্ষু নাই, তাহাকে কাণা বলে। কাণা এক চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায়। কাণাকে, অন্ধের মত, ক্লেশ পাইতে হয় না।

অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগে যে গোলাকৃতি অংশ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, ঐ অংশ কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। উহার পশ্চাতে, পর পর, কাচের ন্যায় স্বচ্ছ আর তিনটি অংশ আছে। তৎপরে আর একটি অংশ আছে; উহা কোমল পাতলা পদার্থ। স্নায়ু দ্বারা, মস্তিষ্কের সহিত, এই কোমল পাতলা পদার্থের যোগ আছে। আমরা যে বস্তু দেখি, সে বস্তু হইতে আলোক আসিয়া, ঐ সকল স্বচ্ছ অংশ ভেদ করিয়া, অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তখন, ঐ কোমল পাতলা পদার্থের উপর সেই বস্তুর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি আবির্ভূত হয়; এবং স্নায়ু দ্বারা, মস্তিষ্কের সহিত ঐ কোমল পাতলা পদার্থের যোগ আছে বলিয়া, দর্শনজ্ঞান জন্মে।

কর্ণ

কর্ণ দ্বারা সকল শব্দের শ্রবণ হয়; এ নিমিত্ত, কর্ণকে শ্রবণেন্দ্রিয় বলে। কর্ণ না থাকিলে, আমরা কিছুই শুনিতে পাইতাম না। শব্দ সকল প্রথমতঃ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। কর্ণকুহরে, পটহের মত, যে অতি পাতলা এক খণ্ড চর্ম্ম আছে, তাহাতে ঐ সকল শব্দের প্রতিঘাত হয়, এবং তাহাতেই শ্রবণজ্ঞান নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কোনও কোনও

লোক এমন দুর্ভাগ্য যে, তাহাদের শ্রবণশক্তি নাই; তাহাদিগকে বধির অর্থাৎ কালা বলে; কেহ কিছু কহিলে, অথবা কোনও শব্দ করিলে, কালারা শুনিতে পায় না।

নাসিকা

নাসিকাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলে। নাসিকা দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। নাসিকা না থাকিলে, কি ভাল, কি মন্দ, কোনও গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যাইত না। নাসিকারন্ধ্রের অভ্যন্তরে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সঞ্চারিত আছে। ঐ সকল স্নায়ু দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। যে গন্ধের আঘ্রাণে মনে প্রীতি জন্মে, তাহাকে সুগন্ধ ও সৌরভ বলে। যে গন্ধের আঘ্রাণে অসুখ ও ঘৃণাবোধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ বলে। চন্দন ও গোলাপের গন্ধ সুগন্ধ। কোনও বস্তু পচিলে যে গন্ধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ বলে।

জিহ্বা

জিহ্বা দ্বারা সকল বস্তুর আস্বাদ পাওয়া যায়; এজন্য জিহ্বাকে রসনেন্দ্রিয় বলে। রসন শব্দের অর্থ আস্বাদন। জিহ্বার অন্য এক নাম রসনা। জিহ্বা না থাকিলে, আমরা কোনও বস্তুর আস্বাদ বুঝিতে পারিতাম না। জিহ্বার অগ্রভাগে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সম্বদ্ধ আছে। মুখের ভিতর কোনও বস্তু দিলে, ঐ সকল স্নায়ু দ্বারা তাহার স্বাদগ্রহ হয়।

বস্তুর আস্বাদ নানাবিধ। গুড়ের আস্বাদ মিষ্ট। তেঁতুল অম্ল বোধ হয়। নিম ও চিরতা তিক্ত লাগে। যাহা খাইতে ভাল লাগে, তাহাকে সুস্বাদ বলে; যাহা মন্দ লাগে, তাহাকে বিস্বাদ বলে। কোনও কোনও বস্তুর কিছুই আস্বাদ নাই; মুখে দিলে না অম্ল, না মিষ্ট, না তিক্ত, না কটু, কিছুই বোধ হয় না; যেমন গঁদ, চুয়ান জল ইত্যাদি।

ত্বক

ত্বক স্পর্শেন্দ্রিয়। ত্বক দ্বারা স্পর্শজ্ঞান জন্মে। ত্বক সকল শরীর ব্যাপিয়া আছে, এবং সমস্ত ত্বকেই স্নায়ু সঞ্চারিত আছে; এজন্য শরীরের সকল অংশেই স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু, সকল অঙ্গ অপেক্ষা, হস্তই স্পর্শজ্ঞানের প্রধান সাধন। অঙ্গুলির অগ্রভাগে যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু আছে, তাহা দ্বারা অতি উত্তম স্পর্শজ্ঞান হয়। অন্ধকারে যখন দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন, হস্ত ও অন্য অন্য অবয়ব দ্বারা স্পর্শ করিয়া,

প্রায় সকল বস্তু জানিতে পারা যায়। বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা উহার অনুভব হয়।

এই পাঁচ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের পথ স্বরূপ। ইন্দ্রিয়পথ দ্বারা আমাদের মনে জ্ঞানের সঞ্চার হয়। ইন্দ্রিয়বিহীন হইলে, আমরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকিতাম। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিনিয়োগ দ্বারা অভিজ্ঞতা জন্মে। অভিজ্ঞতা জন্মিলে, ভাল, মন্দ, হিত, অহিত, এই সমস্ত বিবেচনা করিবার শক্তি হয়। অতএব, ইন্দ্রিয় মনুষ্যের পক্ষে অশেষ প্রকারে উপকারক।

মনুষ্যের ন্যায়, পশু, পক্ষী, ও অন্য অন্য জন্তুরও এই সকল ইন্দ্রিয় আছে। কিন্তু, তাহাদের কোনও কোনও ইন্দ্রিয়, মনুষ্যের অপেক্ষা, অধিক প্রবল। বিড়ালের শ্রবণশক্তি অনেক অধিক। কোনও কোনও কুকুরজাতির ঘ্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল। এরূপ হইবার তাৎপর্য্য এই যে, বিড়ালের শ্রবণশক্তি অধিক না হইলে, অন্ধকারময় স্থানে মূষিক প্রভৃতির সঞ্চার বুঝিতে পারিত না। কোনও কোনও কুকুরজাতি, পলায়িত পশুর গাত্রগন্ধের আঘ্রাণ অনুসারে, তাহার অন্বেষণ করিয়া লয়। ঘ্রাণশক্তি এত অধিক না হইলে, তাহারা সহজে শিকার করিতে পারিত না। কোনও কোনও কুকুরজাতি, আঘ্রাণ দ্বারা শিকার না করিয়া, দৃষ্টি দ্বারা শিকার করে। ইহাদের দর্শনশক্তি অতিশয় প্রবল। যে পশুর অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, উহা অধিক দূরবর্ত্তী হইলেও ইহারা দেখিতে পায়। যেখানে অল্প অন্ধকার, সেখানে বিড়াল, মনুষ্য অপেক্ষা, অনেক ভাল দেখিতে পায়। কিন্তু যেখানে ঘোর অন্ধকার, কিছু মাত্র আলোক নাই, সেখানে বিড়াল, মনুষ্য অপেক্ষা, অধিক দেখিতে পায় না।

এইরূপ, যে জন্তুর যে ইন্দ্রিয়ের যেরূপ শক্তি আবশ্যক, ঈশ্বর তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। তিনি কাহারও কোনও বিষয়ে ন্যূনতা রাখেন নাই।

বাক্যকথন—ভাষা

মনুষ্যেরা, মুখ দ্বারা শব্দের উচ্চারণ করিয়া, মনের ভাব ব্যক্ত করে। শব্দের উচ্চারণ বিষয়ে জিহ্বাই প্রধান সাধন। শব্দের উচ্চারণকে কথা কহা বলে, এবং উচ্চারিত শব্দের নাম ভাষা। যে শক্তি দ্বারা শব্দের উচ্চারণ নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে বাকশক্তি বলে।

পশু, পক্ষী, ও অন্য অন্য জন্তুদিগের বাকশক্তি নাই। তাহাদের মনে, কখনও কখনও, কোনও কোনও ভাবের উদয় হয় বটে; কিন্তু উহারা, মনুষ্যের মত কথা কহিয়া, তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না; কেবল একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ ও চীৎকার করে। মেষ, মহিষ, গো, গর্দ্দভ, কুকুর, বিড়াল, ছাগল, পক্ষী, ভেক প্রভৃতি জন্তু সকল এক এক প্রকার শব্দ করে। ঐ সকল শব্দ দ্বারা তাহারা হর্ষ, বিষাদ, রোষ, অভিলাষ প্রভৃতি মনের ভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু সে সকল অব্যক্ত শব্দ, বুঝিতে পারা যায় না; এজন্য, ঐ সকল শব্দকে ভাষা বলে না; শুক প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষীকে শিখাইলে, উহারা, মনুষ্যের মত, স্পষ্ট শব্দের উচ্চারণ করিতে পারে; কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারে না; যাহা শিখে, বারংবার তাহারই উচ্চারণ করিতে থাকে।

চিন্তা ও বাকশক্তির অভাবে, পশু, পক্ষী, ও আর আর জন্তুদিগকে, মনুষ্য অপেক্ষা, অনেক হীন অবস্থায় থাকিতে হইয়াছে। তাহাদের কোথায় জন্ম, কত বয়স, কি নাম, কাহার কি অবস্থা, ইত্যাদি কোনও বিষয় পরস্পর জানাইতে পারে না; সুতরাং, তাহারা পরস্পর শিক্ষা দিতে অক্ষম, এবং আপনাদিগকে সুখী ও সচ্ছন্দ করিবার নিমিত্ত, কোনও উপায় করিতেও সমর্থ নয়। ফলতঃ, মনুষ্য ভিন্ন আর সকল জন্তুকেই, চিরকাল, এই হীন অবস্থায় থাকিতে হইবেক; এবং মনুষ্যেরা অনায়াসে তাহাদিগকে পরাভূত ও বশীভূত করিতে পারিবেক।

আমাদের বাকশক্তি ও চিন্তাশক্তি উভয়ই আছে। মনে যে বিষয়ের চিন্তা করি, জিহ্বা দ্বারা তাহার উচ্চারণ করিতে পারি। জিহ্বা ও কণ্ঠনালী এ উভয়কে বাগিন্দ্রিয় বলে। জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ সম্পন্ন হয়, কণ্ঠনালী দ্বারা শব্দ নির্গত হয়। কোনও কোনও লোক এমন হতভাগ্য যে, কথা কহিতে পারে না; উহাদিগকে মূক অর্থাৎ বোবা বলে।

সকল ব্যক্তিই অতি শৈশব কালে কথা কহিতে শিখে। প্রথম কথা কহিতে শিখা সজাতীয় লোকের নিকটে হয়; এ নিমিত্ত, প্রথমশিক্ষিত ভাষাকে জাতিভাষা বলে।

সকলেরই স্পষ্টরূপে কথা বলিতে চেষ্টা করা উচিত; তাহা হইলে সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। আর, যখন যাহা বলিবে, সত্য বই মিথ্যা বলিবে না। মিথ্যা বলা বড় দোষ; মিথ্যা বলিলে কেহ বিশ্বাস করে না; সকলেই ঘৃণা করে। কি বালক কি বৃদ্ধ, কি ধনবান কি দরিদ্র, কাহারও অশ্লীল ও অসাধু ভাষা মুখে আনা উচিত নহে। কি ছোট, কি বড়, সকলকেই প্রিয় ও মিষ্ট বাক্য বলা উচিত। রূঢ় ও কর্কশ বাক্য বলিয়া, কাহারও মনে বেদনা দেওয়া উচিত নহে।

সকল দেশেরই ভাষা পৃথক পৃথক। না শিখিলে, এক দেশের লোক অন্যদেশীয় লোকের ভাষা বুঝিতে পারে না। আমরা যে ভাষা বলি, তাহাকে বাঙ্গালা বলে। কাশী অঞ্চলের লোকে যে ভাষা বলে, তাহাকে হিন্দী বলে। পারস দেশের লোকের ভাষা পারসী। আরব দেশের ভাষা আরবী। হিন্দী ভাষাতে আরবী ও পারসী কথা মিশ্রিত হইয়া, এক ভাষা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে উর্দ্দু বলে। উর্দ্দুকে স্বতন্ত্র ভাষা বলা যাইতে পারে না। কতকগুলি আরবী ও পারসী কথা ভিন্ন, উহা সর্ব্ব প্রকারেই হিন্দী। ইংলণ্ডীয় লোকের অর্থাৎ ইঙ্গরেজদিগের ভাষা ইঙ্গরেজী।

ইঙ্গরেজেরা এক্ষণে আমাদের দেশের রাজা, সুতরাং ইঙ্গরেজী আমাদের রাজভাষা। এ নিমিত্ত, সকলে আগ্রহ পূর্ব্বক ইঙ্গরেজী শিখে। কিন্তু, অগ্রে জাতিভাষা না শিখিয়া, পরের ভাষা শিখা কোনও মতে উচিত নহে।

পূর্ব্ব কালে, ভারতবর্ষে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম সংস্কৃত। সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। এ ভাষা এখন আর চলিত ভাষা নহে। কিন্তু ইহাতে অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ আছে। সংস্কৃত ভাল না জানিলে, হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে না।

কাল

প্রভাত ও সন্ধ্যা কাহাকে বলে, তাহা সকলেই জানে। যখন আমরা শয্যা হইতে উঠি, সূর্য্যের উদয় হয়, ঐ সময়কে প্রভাত বলে। যখন সূর্য্য অস্ত যায়, অন্ধকার হইতে আরম্ভ হয়, ঐ সময়কে সন্ধ্যা বলে। প্রভাত অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাকে দিবাভাগ বলে; আর, সন্ধ্যা অবধি প্রভাত পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাকে রাত্রি বলে। দিবাভাগে সকল জীব জাগরিত থাকে ও আপন আপন কর্ম্ম করে। রাত্রিকালে সকলে আরাম করে ও নিদ্রা যায়। দিবাভাগের প্রথম ভাগকে পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্য ভাগকে মধ্যাহ্ন, শেষ ভাগকে অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন বলে।

দিবা ও রাত্রি এই দুয়ে এক দিবস হয়; অর্থাৎ, এক প্রভাত অবধি আর এক প্রভাত পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাকে দিবস বলে। দিবসকে যাটি ভাগ করিলে, ঐ এক এক ভাগকে এক এক দণ্ড বলে। আড়াই দণ্ডে এক হোরা; তিন হোরাতে, অর্থাৎ সাড়ে সাত দণ্ডে,

এক প্রহর; আট প্রহরে এক দিবস; পনর দিবসে এক পক্ষ হয়। দুই পক্ষ, শুক্ল ও কৃষ্ণ। যখন চন্দ্রের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহাকে শুক্ল পক্ষ বলে। আর, যখন চন্দ্রের হ্রাস হইতে থাকে, তাহাকে কৃষ্ণ পক্ষ বলে। দুই পক্ষে, অর্থাৎ ত্রিশ দিনে, এক মাস হয়। দুই মাসে এক ঋতু। সমুদয়ে ছয় ঋতু; সেই ছয় ঋতু এই; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, এই দুই মাস গ্রীষ্ম ঋতু; আষাঢ় ও শ্রাবণ, এই দুই মাস বর্ষা ঋতু; ভাদ্র ও আশ্বিন, এই দুই মাস শরৎ ঋতু; কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ, এই দুই মাস হেমন্ত ঋতু; পৌষ ও মাঘ, এই দুই মাস শীত ঋতু; ফাল্গুন ও চৈত্র, এই দুই মাস বসন্ত ঋতু। ছয় ঋতুতে, অর্থাৎ বার মাসে, এক বৎসর হয়।

সচরাচর সকলে বলে, ত্রিশ দিনে এক মাস হয়। কিন্তু সকল মাস সমান হয় না। কোনও মাস আটাশ দিনে, কোনও মাস উনত্রিশ দিনে, কোনও মাস ত্রিশ দিনে, কোনও মাস একত্রিশ দিনে, কোনও মাস বত্রিশ দিনে হয়। এই ন্যূনাধিক্য বশতঃ, বৎসরে তিন শত পঁয়ষট্টি দিন হইয়া থাকে। সকল মাস ত্রিশ দিনে হইলে, তিন শত ষাটি দিনে বৎসর হইত। পূর্ব্বকালের লোকেরা তিন শত ষাটি দিনে বৎসরের গণনা করিতেন। সে অনুসারে, অদ্যাপি সামান্য লোকে তিন শত ষাটি দিনে বৎসর বলে। মাসের শেষ দিবসকে সংক্রান্তি বলে। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে, বৎসর সমাপ্ত হয়। বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে, নূতন বৎসরের আরম্ভ হয়। চির কালই, বৎসরের পর বৎসর আসিতেছে ও যাইতেছে। এইরূপ এক শত বৎসরে এক শতাব্দী হয়।

কোনও সুপ্রসিদ্ধ রাজার অধিকার, অথবা কোনও সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা, অবলম্বন করিয়া, বৎসরের গণনা আরব্ধ হইয়া থাকে। এই রূপে যে বৎসরের গণনা করা যায়, তাহাকে শাক বলে। আমাদের দেশে তিন শাক প্রচলিত, সংবৎ, শকাব্দাঃ, সাল। বিক্রমাদিত্য নামে এক অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন; তিনি যে শাক প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম সংবৎ। আর, শালিবাহন রাজা যে শাক প্রচলিত করেন, তাহার নাম শকাব্দাঃ। বিক্রমাদিত্যের উনবিংশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে বিংশ শতাব্দী চলিতেছে। শালিবাহনের অষ্টাদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে উনবিংশ শতাব্দী চলিতেছে। মুসলমানেরা, মহম্মদের মক্কা হইতে পলায়নের দিবস অবধি, এক শাকের গণনা করেন, উহার নাম হিজিরা। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট আকবর, হিজিরা নামের পরিবর্ত্তে, ঐ শাককে ইলাহী নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। উহাই বাঙ্গালাদেশে সাল নামে প্রচলিত হইয়াছে। এক্ষণে, আমাদের দেশে, বিষয় কর্ম্মে, সকল শাক অপেক্ষা, সাল

অধিক প্রচলিত। এই শাকের দ্বাদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে ত্রয়োদশ শতাব্দী চলিতেছে। এইরূপ, ইঙ্গরেজ, ফরাসি, জর্ম্মন প্রভৃতি য়ুরোপীয় জাতিরা, য়িশু খ্রিষ্টের জন্ম অবধি, এক শাকের গণনা করেন; উহাকে খ্রিষ্টীয় শাক বলে। খ্রিষ্টীয় শাকের অষ্টাদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে উনবিংশ শতাব্দী চলিতেছে।

গণন—অঙ্ক

বস্তুর সংখ্যা করিবার ও মূল্য বলিবার নিমিত্ত, গণনা জানা অতিশয় আবশ্যক। সচরাচর, সকলে কয়েকটি কথা দ্বারা গণনা করিয়া থাকে। যথা—এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ ইত্যাদি। কিন্তু যখন পুস্তকে, অথবা অন্য কোনও স্থানে, কেহ কোনও বস্তুর সংখ্যাপাত করে, তখন সে ব্যক্তি, এক, দুই ইত্যাদি শব্দ না লিখিয়া, উহাদের স্থলে এক এক অঙ্কপাত করে। ঐ ঐ অঙ্ক দ্বারা সেই সেই শব্দের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

অঙ্ক সমুদয়ে দশটি মাত্র। উহাদের আকার ও নাম এই—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০
এক	দুই	তিন	চারি	পাঁচ	ছয়	সাত	আট	নয়	শূন্য

যেমন, বর্ণমালার কয়েকটি অক্ষরের পরস্পর যোজনা দ্বারা, সকল বিষয় লিখিতে পারা যায়; সেইরূপ, কেবল এই কয়টি অক্ষরের পরস্পর যোগে, কি ছোট, কি বড়, সকল সংখ্যাই লিখা যায়।

অন্তিম ০ অঙ্ককে শূন্য বলে, অর্থাৎ উহা কিছুই নয়। অন্য নয়টি অঙ্কের আশ্রয় ব্যতিরেকে, কেবল উহা দ্বারা কোনও সংখ্যার বোধ হয় না। কিন্তু, ১ এই অঙ্কের পর বসাইলে, অর্থাৎ এইরূপ ১০ লিখিলে, দশ হয়; ২ এই অঙ্কের পর বসাইলে, ২০ কুড়ি হয়; ৩ এই অঙ্কের পর, ৩০ ত্রিশ; ৪ এই অঙ্কের পর, ৪০ চল্লিশ; ৫ এই অঙ্কের পর, ৫০ পঞ্চাশ ইত্যাদি। যদি ১ এই অঙ্কের পর দুই শূন্য বসান যায়, অর্থাৎ এইরূপ ১০০ লিখা যায়, তবে তাহাতে এক শত বুঝায়। ১ লিখিয়া তিন শূন্য বসাইলে, অর্থাৎ এইরূপ ১০০০ লিখিলে, সহস্র বুঝায়।

১, ৩, ৫, ৭, ৯ ইত্যাদি অঙ্ককে বিষম অঙ্ক বলে। আর, ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ইত্যাদি অঙ্ককে সম অঙ্ক বলে।

অঙ্ক দ্বারা যখন কেবল সংখ্যার বোধ হয়, তখন উহাদিগকে সংখ্যাবাচক বলে। সংখ্যাবাচক শব্দের নাম ও আকার নিম্নে দর্শিত হইতেছে।

১ এক	২৭ সাতাশ	৫৩ তিপ্পান্ন
২ দুই	২৮ আটাশ	৫৪ চুয়ান্ন
৩ তিন	২৯ উনত্রিশ	৫৫ পঞ্চান্ন
৪ চারি	৩০ ত্রিশ	৫৬ ছাপ্পান্ন
৫ পাঁচ	৩১ একত্রিশ	৫৭ সাতান্ন
৬ ছয়	৩২ বত্রিশ	৫৮ আটান্ন
৭ সাত	৩৩ তেত্রিশ	৫৯ উনষাটি
৮ আট	৩৪ চৌত্রিশ	৬০ ষাটি
৯ নয়	৩৫ পঁয়ত্রিশ	৬১ একষট্টি
১০ দশ	৩৬ ছত্রিশ	৬২ বাষট্টি
১১ এগার	৩৭ সাঁইত্রিশ	৬৩ তেষট্টি
১২ বার	৩৮ আটত্রিশ	৬৪ চৌষট্টি
১৩ তের	৩৯ উনচল্লিশ	৬৫ পঁয়ষট্টি
১৪ চৌদ্দ	৪০ চল্লিশ	৬৬ ছষট্টি
১৫ পনর	৪১ একচল্লিশ	৬৭ সাতষট্টি
১৬ ষোল	৪২ বিয়াল্লিশ	৬৮ আটষট্টি
১৭ সতর	৪৩ তিতাল্লিশ	৬৯ উনসত্তর
১৮ আঠার	৪৪ চুয়াল্লিশ	৭০ সত্তর
১৯ উনিশ	৪৫ পঁয়তাল্লিশ	৭১ একাত্তর
২০ কুড়ি, বিশ	৪৬ ছচল্লিশ	৭২ বায়াত্তর
২১ একুশ	৪৭ সাতচল্লিশ	৭৩ তিয়াত্তর
২২ বাইশ	৪৮ আটচল্লিশ	৭৪ চুয়াত্তর
২৩ তেইশ	৪৯ উনপঞ্চাশ	৭৫ পঁচাত্তর
২৪ চব্বিশ	৫০ পঞ্চাশ	৭৬ ছিয়াত্তর
২৫ পঁচিশ	৫১ একান্ন	৭৭ সাতাত্তর
২৬ ছাব্বিশ	৫২ বায়ান্ন	৭৮ আটাত্তর

৭৯ উনআশি	৮৮ অষ্টাশি	৯৭ সাতনব্বই
৮০ আশি	৮৯ উননব্বই	৯৮ আটনব্বই
৮১ একাশি	৯০ নব্বই	৯৯ নিরনব্বই
৮২ বিরাশি	৯১ একনব্বই	১০০ শত
৮৩ তিরাশি	৯২ বিরনব্বই	১০০০ সহস্র
৮৪ চুরাশি	৯৩ তিরনব্বই	১০০০০ অযুত
৮৫ পঁচাশি	৯৪ চুরনব্বই	১০০০০০ লক্ষ
৮৬ ছিয়াশি	৯৫ পঁচনব্বই	১০০০০০০ নিযুত
৮৭ সাতাশি	৯৬ ছিয়নব্বই	১০০০০০০০ কোটি

দশ শতে এক সহস্র, দশ সহস্রে এক অযুত, দশ অযুতে এক লক্ষ, দশ লক্ষে এক নিযুত, দশ নিযুতে এক কোটি হয়। ইহা ভিন্ন অর্বুদ, বৃন্দ, খর্ব্ব প্রভৃতি আরও কতকগুলি সংখ্যা আছে, সে সকলের সচরাচর ব্যবহার নাই।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ইত্যাদি অঙ্ক যেমন এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ইত্যাদি সংখ্যার বাচক হয়, সেইরূপ, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ইত্যাদি পূরণেরও বাচক হইয়া থাকে। যাহা দ্বারা কোনও সংখ্যা পূর্ণ হয়, তাহাকে পূরণ বলে। যে অঙ্ক দ্বারা সেই পূরণের বোধ হয়, তাহাকে পূরণবাচক বলে। যদি দুই রেখা । । লিখা যায়, তবে শেষেরটিকে দ্বিতীয়, অর্থাৎ দুই সংখ্যার পূরণ, বলিতে হইবেক, আর আগেরটিকে প্রথম; কারণ, শেষের রেখাটি না লিখিলে, দুই সংখ্যা পূর্ণ হয় না; আর, আগের রেখাটি না থাকিলে, এক সংখ্যা সম্পন্ন হয় না। এইরূপ, তিন রেখা । । । লিখিলে, শেষেরটিকে তৃতীয় অর্থাৎ তিন সংখ্যার পূরণ বলিতে হইবেক; কারণ, শেষের রেখাটি না থাকিলে, তিন সংখ্যা পূর্ণ হয় না। চারি রেখা ।।।। লিখিলে, শেষেরটিকে চতুর্থ রেখা, পাঁচ রেখা ।।।।। লিখিলে, শেষেরটিকে পঞ্চম রেখা বলা যায়; কারণ, শেষের দুই রেখা না থাকিলে, চারি ও পাঁচ সংখ্যা পূর্ণ হয় না।

১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি অঙ্ক যখন পূরণ অর্থে লিখিত হয়, তখন ঐ ঐ অঙ্কের শেষে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ইত্যাদি পূরণবাচক শব্দের শেষ অক্ষরের যোগ করিয়া দেওয়া উচিত; তাহা হইলে, অর্থবোধের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না; যেমন, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ইত্যাদি। এইরূপ, অঙ্কের শেষে ম প্রভৃতি অক্ষর যোজিত থাকিলে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বুঝাইবেক। ঐ ঐ অক্ষরের যোগ না থাকিলে, এক, দুই, তিন, চারি;

কি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ; ইহার স্পষ্ট বোধ হওয়া দুর্ঘট। যদি কেহ এরূপ লিখে, "আমি চৈত্র মাসের ৩ দিবসে এই কর্ম্ম করিয়াছিলাম," তাহা হইলে, তিন দিবসে, অথবা তৃতীয় দিবসে, ইহা নিশ্চিত বুঝা যাইবেক না। কেহ এরূপ বুঝিবেক, ঐ কর্ম্ম করিতে তিন দিবস লাগিয়াছিল ; কেহ বোধ করিবেক, মাসের তৃতীয় দিবসে ঐ কর্ম্ম করা হইয়াছিল। ফলতঃ, যে লিখিয়াছিল, তাহার অভিপ্রায় কি, ইহার নির্ণয় হওয়া কঠিন। কিন্তু, ৩ এই অঙ্কের পর যদি য় এই অক্ষরের যোগ থাকে, তবে আর কোনও সংশয় থাকে না, কেবল তৃতীয় বুঝাইবেক।

পূরণবাচক অঙ্ক লিখিবার ধারা

প্রথম	নবম	সপ্তদশ	পঞ্চবিংশ
১ম	৯ম	১৭শ	২৫শ
দ্বিতীয়	দশম	অষ্টাদশ	ষড়্বিংশ
২য়	১০ম	১৮শ	২৬শ
তৃতীয়	একাদশ	ঊনবিংশ	সপ্তবিংশ
৩য়	১১শ	১৯শ	২৭শ
চতুর্থ	দ্বাদশ	বিংশ	অষ্টাবিংশ
৪র্থ	১২শ	২০শ	২৮শ
পঞ্চম	ত্রয়োদশ	একবিংশ	ঊনত্রিংশ
৫ম	১৩শ	২১শ	২৯শ
ষষ্ঠ	চতুর্দ্দশ	দ্বাবিংশ	ত্রিংশ
৬ষ্ঠ	১৪শ	২২শ	৩০শ
সপ্তম	পঞ্চদশ	ত্রয়োবিংশ	একত্রিংশ
৭ম	১৫শ	২৩শ	৩১শ
অষ্টম	ষোড়শ	চতুর্বিংশ	দ্বাত্রিংশ
৮ম	১৬শ	২৪শ	৩২শ

ইত্যাদি।

মাসের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ইত্যাদি দিবস বুঝাইতে হইলে, ১, ২, ৩, ইত্যাদি অঙ্কের পর পহিলা, দোসরা, তেসরা ইত্যাদি শব্দের শেষ অক্ষর যোগ করা আবশ্যক। যথা,

পহিলা	নয়ই	সতরই	পঁচিশে
১লা	৯ই	১৭ই	২৫শে
দোসরা	দশই	আঠারই	ছাব্বিশে
২রা	১০ই	১৮ই	২৬শে
তেসরা	এগারই	উনিশে	সাতাশে
৩রা	১১ই	১৯শে	২৭শে
চৌঠা	বারই	বিশে	আটাশে
৪ঠা	১২ই	২০শে	২৮শে
পাঁচই	তেরই	একুশে	উনত্রিশে
৫ই	১৩ই	২১শে	২৯শে
ছয়ই	চৌদ্দই	বাইশে	ত্রিশে
৬ই	১৪ই	২২শে	৩০শে
সাতই	পনরই	তেইশে	একত্রিশে
৭ই	১৫ই	২৩শে	৩১শে
আটই	ষোলই	চব্বিশে	বত্রিশে
৮ই	১৬ই	২৪শে	৩২শে

বর্ণ

নানা বর্ণের বস্তু দেখিলে, নয়নের যেরূপ প্রীতি জন্মে, সর্ব্বদা এক বর্ণের বস্তু দেখিলে, সেরূপ হয় না, বরং বিরক্তিই জন্মে। এ জন্য, জগতের যাবতীয় পদার্থ, এক বর্ণের না হইয়া, নানা বর্ণের হইয়াছে। সকল বর্ণ অপেক্ষা, হরিত বর্ণ অধিক মনোরম, ও অধিক ক্ষণ দেখিতে পারা যায়; এজন্য, জগতে, অন্য অন্য বর্ণের বস্তু অপেক্ষা, হরিত বর্ণের বস্তুই অধিক।

কি স্বাভাবিক, কি কৃত্রিম, সকল পদার্থেই নানাবিধ বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে যত বর্ণ আছে, সকলই তিনটি মাত্র মূল বর্ণ হইতে উৎপন্ন। সেই তিন মূল বর্ণ এই; নীল, পীত, লোহিত। এই তিন মূল বর্ণকে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মিশ্রিত করা যায়, তত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল উৎপন্ন বর্ণকে মিশ্র বর্ণ বলে। মিশ্র বর্ণের

মধ্যে, হরিত, পাটল, ধূমল, এই তিনটি প্রধান। নীল ও পীত, এই দুই মূল বর্ণ মিশ্রিত করিলে, হরিত বর্ণ উৎপন্ন হয়। পীত ও লোহিত, এই দুই মূল বর্ণ মিশ্রিত করিলে, পাটল বর্ণ হয়। নীল ও লোহিত, এই দুই মূল বর্ণ মিশ্রিত করিলে, ধূমল বর্ণ হয়। তদ্ভিন্ন, কপিশ, ধূসর, পিঙ্গল ইত্যাদি নানা মিশ্র বর্ণ আছে। সে সকলও তিন মূল বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়।

শুক্ল ও কৃষ্ণ, সচরাচর, বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণ নহে। অমুক বস্তু শুক্ল, অমুক বস্তু কৃষ্ণ, ইহা বলিলে, সেই সেই বস্তুতে সর্ব্ব বর্ণের অসদ্ভাব, অর্থাৎ কোনও বর্ণ নাই, ইহাই প্রতীয়মান হইবেক। কার্পাস সূত্রে নির্ম্মিত ধৌত বস্ত্র শুক্লের উত্তম উদাহরণস্থল ; রাত্রিকালীন প্রগাঢ় অন্ধকার কৃষ্ণের উত্তম দৃষ্টান্ত।

রামধনু ও ময়ূরপুচ্ছে এক কালে নানা বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও, গগনমণ্ডলে, ধনুকের মত, নানা বর্ণের অতি সুন্দর যে বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে লোকে রামধনু বলে। বৃষ্টিকালীন জলবিন্দুসমূহে সূর্য্যেব কিরণ পড়িয়া, ঐরূপ নানা বর্ণের পরম সুন্দর ধনুকের আকার উৎপন্ন হয়। রামধনুতে, তিন মূল বর্ণ ও চারি মিশ্র বর্ণ, সমুদয়ে সাত বর্ণ থাকে। ধনুকের উপরি ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া, যথাক্রমে লোহিত, পাটল, পীত, হরিত, নীল, ধূমল, বায়লেট, এই সকল বর্ণ শোভা পায়। সূর্য্যের বিপরীত দিকে রামধনুর উদয় হইয়া থাকে।

বস্তুর আকার ও পরিমাণ

সকল বস্তুরই আকার ভিন্ন ভিন্ন। কোনও কোনও বস্তু বড়, কোনও কোনও বস্তু ছোট। ঘটী অপেক্ষা কলসী বড় ; বিড়াল অপেক্ষা গরু বড় ; শিশু অপেক্ষা যুবা বড়। সকল বস্তুরই আকারে দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ, এই তিন গুণ আছে। বস্তুর লম্বা দিকের পরিমাণকে দৈর্ঘ্য, দুই পার্শ্বের পরিমাণকে বিস্তার, দুই পৃষ্ঠের পরিমাণকে বেধ, বলে। পুস্তকের উপরি ভাগ হইতে নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম দৈর্ঘ্য ; এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম বিস্তার ; এক পৃষ্ঠ হইতে অপর পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম বেধ।

বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপা যাইতে পারে। আমরা কাপড়ের দৈর্ঘ্য মাপিতে পারি। এক স্থান হইতে আর এক স্থান কত দূর, তাহাও মাপা যায়। আমরা হস্ত দ্বারা সকল বস্তু মাপিয়া থাকি। কনুই অবধি মধ্যম অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এক হাত। সকলের হাত সমান নহে; এ নিমিত্ত, হাতের নিরূপিত পরিমাণ আছে। যথা, ৮ যবোদরে এক অঙ্গুল, ২৪ অঙ্গুলে ১ হাত। যবোদর শব্দে যবের মধ্যভাগ। আটটি যব সারি সারি রাখিলে, উহাদের মধ্যভাগের যে পরিমাণ, তাহাকে অঙ্গুল বলে। এইরূপ ২৪ অঙ্গুলে, অর্থাৎ ১৯২ যবোদরে, এক হাত হয়। ৪ হাতে ১ ধনু; ২০০০ ধনুতে, অর্থাৎ ৮০০০ হাতে, ১ ক্রোশ হয়; ৪ ক্রোশে ১ যোজন।

লোকে বস্তুর দৈর্ঘ্য যেরূপে মাপে, বস্তুর উচ্চতাও সেই রূপে মাপা যায়। আমরা দেওয়াল, খুটি, কপাট, গাছ, ইত্যাদির উচ্চতা মাপিতে পারি। বস্তুর উপরের দিকের যে দৈর্ঘ্য, তাহাকে উচ্চতা বলে। বস্তুর নীচের দিকের যে দৈর্ঘ্য, তাহার নাম গভীরতা। দৈর্ঘ্য যেরূপে মাপা যায়, গভীরতাও সেই রূপে মাপা যাইতে পারে। কোনও কোনও কূপের গভীরতা ১০, ১২ হাত; কোনও কোনও পুষ্করিণীর গভীরতা ২০, ২৫ হাত।

কোনও কোনও বস্তু, কোনও কোনও বস্তু অপেক্ষা, অধিক ভারী। ক্ষুদ্র পুস্তক অপেক্ষা, বৃহৎ পুস্তক অধিক ভারী। সমান আকারের এক খণ্ড কাষ্ঠ অপেক্ষা, এক খণ্ড লৌহ অধিক ভারী। অনেক বস্তু ওজনে বিক্রীত হয়। বস্তুর ভারের পরিমাণকে ওজন কহে। সেই পরিমাণ এই—

১ টাকার যত ভার, তাহা ১ তোলা;
৫ তোলায় ১ ছটাক;
৪ ছটাকে ১ পোয়া;
৪ পোয়ায় ১ সের;
৪০ সেরে ১ মণ।

[ধাতু

আমরা সর্ব্বদা যে সকল বস্তু ব্যবহার করি, উহাদের অধিকাংশই ধাতু। থালা, ঘটী, বাটী, গাড়ু, পিলসুজ, ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ ইত্যাদি বস্তু ও নানাবিধ অলঙ্কার, এ সমুদয় ধাতুনির্ম্মিত।

অন্য অন্য বস্তু অপেক্ষা, ধাতুর ভার অধিক। অধিকাংশ ধাতু কঠিন, ঘা মারিলে সহসা ভাঙ্গে না। ধাতু আগুনে গলান যায়। প্রায় সকল ধাতুকে পিটিয়া, অতি পাতলা সরু তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কোনও কোনও ধাতু এমন ভারসহ যে, সরু তারে ভারী বস্তু ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না।

ধাতু আকরে পাওয়া যায়। আকরে বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র দুই প্রকার ধাতু থাকে। ধাতু যখন স্বভাবতঃ নির্দ্দোষ হয়, তখন উহাকে বিশুদ্ধ বলা যায়; আর যখন অন্য অন্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত থাকে, তখন উহাকে বিমিশ্র বলে। স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, সীস, তাম্র, লৌহ, রঙ্গ, দস্তা, এই আটটি প্রধান ধাতু।

স্বর্ণ

গলাইলে স্বর্ণের ভার কমিয়া যায় না ও ব্যত্যয় হয় না; এজন্য স্বর্ণকে উৎকৃষ্ট ধাতু বলে। স্বর্ণ জল অপেক্ষা উনিশ গুণ ভারী। সর্ষপ প্রমাণ স্বর্ণকে পিটিয়া দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে নয় অঙ্গুল পাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে; এবং ঐ পরিমাণের স্বর্ণে ২৩৫ হাত তার প্রস্তুত হইতে পারে। স্বর্ণ এমন ভারসহ যে, এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৫ মণ ৩৪ সের ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না।

স্বর্ণ স্বভাবতঃ অতিশয় উজ্জ্বল, দেখিতে অতি সুন্দর, মলিন হয় না; এজন্য লোকে উহাতে অলঙ্কার গড়ায়। স্বর্ণের মূল্য প্রায় সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক। এ দেশে স্বর্ণে যে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহাকে মোহর বলে। ইংলণ্ডে সচরাচর যে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার নাম সভরিন্; ইহাকেই এদেশের লোকে গিনি বলিয়া থাকে।

বিশুদ্ধ স্বর্ণের বর্ণ কাঁচা হরিদ্রার মত। বিশুদ্ধ স্বর্ণ অপেক্ষাকৃত নরম; এজন্য সচরাচর উহাতে ব্যবহারোপযোগী কোনও দ্রব্য প্রস্তুত হয় না। ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে, উহার সহিত অল্প তামা ও রূপা মিশ্রিত করিয়া দৃঢ় করিয়া লইতে হয়। এইরূপ তামা ও রূপা মিশ্রিত করাকে খাদ দেওয়া বলে।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রদেশেই স্বর্ণের আকর আছে; কিন্তু কালিফর্ণিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও য়ুরাল পর্ব্বতেই অধিক।

রৌপ্য

রৌপ্য, জল অপেক্ষা প্রায় এগার গুণ ভারী। রৌপ্য শুক্ল ও উজ্জ্বল। স্বর্ণে যেরূপ পাতলা পাত ও সরু তার হয়, ইহাতেও প্রায় সেইরূপ হইতে পারে। রৌপ্য এমন

ভারসহ যে, এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৪ মণ ১১ সের ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রদেশেই রৌপ্যের আকর আছে; কিন্তু আমেরিকা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

রূপাতে টাকা, আধুলি, সিকি, তুয়ানি নির্ম্মিত হয়। রূপাতে নানাবিধ অলঙ্কার গড়ায়, এবং ঘটী বাটী প্রভৃতিও নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

পারদ

পারদ, রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল। এই ধাতু জল অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দগুণ ভারী। ইহা আর আর ধাতুর মত কঠিন নহে; জলের ন্যায় তরল; যাবতীয় তরল দ্রব্য অপেক্ষা অধিক ভারী; সর্ব্বদা দ্রব অবস্থায় থাকে; কিন্তু মেরুসন্নিহিত দেশে লইয়া গেলে জমিয়া যায়। তখন অন্য অন্য ধাতুর ন্যায়, ইহাতেও সরু তার ও পাতলা পাত প্রস্তুত হইতে পারে; এবং ঘা মারিলে ইহা সহসা ভাঙ্গিয়া যায় না।

স্পর্শ করিলে, পারদ স্বভাবতঃ সমস্ত তরল দ্রব্য অপেক্ষা শীতল বোধ হয়; কিন্তু অগ্নির উত্তাপ দিলে, সহজেই উষ্ণ হইয়া উঠে। পারদকে অনায়াসেই অংসখ্য খণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ঐ সকল খণ্ড গোলাকার হয়।

ভারতবর্ষ, চীন, তিব্বৎ, সিংহল, জাপান, স্পেন, অষ্ট্রিয়া, বাভেরিয়া, পেরু, মেক্সিকো, এই সকল দেশে পারদের আকর আছে।

সীস

সীস, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু অপেক্ষা নরম; জল অপেক্ষা এগারগুণ ভারী। সীসের ভার, রৌপ্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। ইহা অল্প উত্তাপে গলে; অত্যন্ত অধিক উত্তাপ দিলে উড়িয়া যায়। জল বা অনাবৃত স্থলে ফেলিয়া রাখিলে, সীসের অধিক] ভাবপরিবর্ত্ত হয় না, উপরের উজ্জ্বলতা মাত্র নষ্ট হইয়া যায়।

ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড, জর্ম্মনি, ফ্রান্স ও আমেরিকা, এই সকল দেশে অপর্য্যাপ্ত সীস পাওয়া যায়। হিমালয় পর্ব্বতে ও তিব্বৎ দেশেও, সীসের আকর আছে।

সীস কাগজের উপর টানিলে, ধূসর বর্ণ রেখা পড়ে। সীসেতে পেন্সিল প্রস্তুত হয়। অধিকাংশ সীসেতে গোলা ও গুলি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কিছু শক্ত ও উত্তম রূপে

গোলাকার করিবার নিমিত্ত, ইহাতে হরিতাল মিশ্রিত করে। রসাঞ্জন মিশ্রিত করিলে, সীসেতে ছাপিবার অক্ষর নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

তাম্র

এই ধাতু, জল অপেক্ষা, আট গুণ ভারী। ইহা লালবর্ণ, উজ্জ্বল, দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাকে পিটিয়া যেমন পাত করা যায়, তার তেমন হয় না। তাম্র, সকল ধাতু অপেক্ষা, অতি গম্ভীরশব্দজনক; লৌহ অপেক্ষা, অনেক সহজে গলান যায়। এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৩ মণ ১৫ সের ভার ঝুলাইলেও, ছিঁড়িয়া যায় না।

তাম্রে পয়সা প্রস্তুত হয়। তামার পাত করিয়া জাহাজের তলা মুড়িয়া দেয়; তাহাতে জাহাজ শীঘ্র চলে ও শঙ্খ শম্বূক প্রভৃতি জাহাজের তলভেদ করিতে পারে না। অনেকে তামাতে পাকস্থালী, জলপাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করে।

তিন ভাগ দস্তা ও চারি ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, পিত্তল হয়। পিত্তল দেখিতে অতি সুন্দর; অনেক প্রয়োজনে লাগে। তামায় যত শীঘ্র মরিচা ধরে, পিতলে তত শীঘ্র ধরে না। পিতলে থালা, ঘটী, বাটী, কলসী, ইত্যাদি নানা বস্তু প্রস্তুত করে।

সুইডন, সাক্সনি, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, পেরু, মেক্সিকো, চীন, জাপান, নেপাল, আগ্রা, আজমীর প্রভৃতি দেশে তাম্রের আকর আছে।

লৌহ

লৌহ, সকল ধাতু অপেক্ষা, অধিক কার্য্যোপযোগী। এই ধাতুতে লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, কাস্তিয়া প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের যন্ত্র সকল নির্ম্মিত হয়। ছুরি, কাঁচি, কুড়াল, খন্তা, কাটারি, চাবি, কুলুপ, শিকল, পেরেক, ছুঁচ, হাতা, বেড়ি, কড়া, হাতুড়ি, ইত্যাদি যে সকল বস্তু সর্ব্বদা প্রয়োজনে লাগে, সে সমুদয় লৌহে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

লৌহ, জল অপেক্ষা, সাত আট গুণ ভারী। ইহা, রঙ্গ ভিন্ন, আর সকল ধাতু অপেক্ষা লঘু। লোহাতে মানুষের চুলের সমান সরু তার হইতে পারে। ইহা সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক ভারসহ; এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৬ মণ ১৭ সের ভারী বস্তু ঝুলাইলেও, ছিঁড়িয়া যায় না।

লৌহ, সকল ধাতু অপেক্ষা, অধিক পাওয়া যায়, এবং সকল দেশেই ইহার আকর আছে। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইডন, রুশিয়া, এই কয় দেশে অধিক।

রঙ্গ

রঙ্গ, অর্থাৎ রাঙ, শুক্লবর্ণ ও উজ্জ্বল ; জল অপেক্ষা সাত গুণ ভারী ; পূর্ব্বোক্ত সকল ধাতু অপেক্ষা লঘু ; রুপা অপেক্ষা নরম ; সীস অপেক্ষা কঠিন।

ইংলণ্ড, জর্ম্মনি, চিলি, মেক্সিকো, বঙ্কদ্বীপ, এই কয় স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রঙ্গ জন্মে।

এই ধাতুতে বাক্স, পেটারা, কৌটা প্রভৃতি অনেক দ্রব্য নির্ম্মিত হয়। দুই ভাগ রাঙ ও সাত ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, উত্তম কাঁসা প্রস্তুত হয়।

ক্রয়—বিক্রয়—মুদ্রা

যাহাদের যে বস্তু অধিক থাকে, তাহারা সে বস্তু আপনাদের আবশ্যক মত রাখিয়া, অতিরিক্ত অংশ বেচিয়া ফেলে। আর, যাহাদের যে বস্তুর অপ্রতুল থাকে, তাহারা সেই বস্তু অন্য লোকের নিকট হইতে কিনিয়া লয়। লোকে মুদ্রা দিয়া আবশ্যক বস্তু কিনিয়া থাকে। যদি মুদ্রা চলিত না হইত, তাহা হইলে. নিজের কোনও বস্তুর সহিত বিনিময় করিয়া, অন্যের নিকট হইতে আবশ্যক বস্তু লইতে হইত। কিন্তু তাহাতে অনেক অসুবিধা ঘটিত।

কোনও বস্তু কিনিতে হইলে, যত মুদ্রা দিতে হয়, উহাকে ঐ বস্তুর মূল্য বলে। বস্তুর মূল্য সকল সময়ে সমান থাকে না ; কখনও অধিক হয়, কখনও অল্প হয়। যখন যে বস্তু অধিক মূল্যে কিনিতে হয়, তখন তাহাকে মহার্ঘ ও অক্রেয় বলে। আর, যখন যে বস্তু অল্প মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাকে সুলভ ও সস্তা বলে।

মুদ্রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতুখণ্ড। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, এই ত্রিবিধ ধাতুতে মুদ্রা নির্ম্মিত হয়। এই সকল ধাতু দুষ্প্রাপ্য ; এ নিমিত্ত, ইহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করে। দেশের রাজা ভিন্ন আর কোনও ব্যক্তির মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অধিকার নাই। রাজাও স্বহস্তে মুদ্রা প্রস্তুত করেন না। মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, লোক নিযুক্ত করা থাকে। রাজা স্বর্ণ, রৌপ্য, ও তাম্রের যোগাড় করিয়া দেন ; নিযুক্ত ভৃত্যেরা তাহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করে। যে স্থানে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, ঐ স্থানকে টাকশাল বলে। কলিকাতা রাজধানীতে একটি টাকশাল আছে।

টাকশালের লোকেরা হস্ত দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করে না। মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, তথায় নানাবিধ কল আছে। টাকার উপর যে মুখ ও যে সকল অক্ষর মুদ্রিত থাকে, তাহা ঐ কলে প্রস্তুত হয়। ঐ মুখ ও ঐ অক্ষর, হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত হইলে, তত পরিষ্কৃত হইত না। কোন রাজার অধিকারে, কোন বৎসরে, ঐ মুদ্রা প্রথম প্রস্তুত ও প্রচলিত হইল, এবং ঐ মুদ্রার মূল্য কত, ঐ সকল অক্ষরে এই সমুদয় লিখিত থাকে। আর, ঐ মুখও রাজার মুখের প্রতিকৃতি।

সকল দেশেই নানাবিধ মুদ্রা প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত, তন্মধ্যে পয়সা তাম্রনির্ম্মিত; দুআনি, সিকি, আধুলি, টাকা রৌপ্যনির্ম্মিত। আর, ঐরূপ সিকি, আধুলি, টাকা স্বর্ণনির্ম্মিতও আছে। স্বর্ণনির্ম্মিত টাকাকে সুবর্ণ ও মোহর বলে।

[৪ পয়সায়	১ আনা;
৮ পয়সায়	১ দুআনি;
৪ আনায়	১ সিকি;
৮ আনায়	১ আধুলি;
১৬ আনায়	১ টাকা।

সিকি, পয়সা অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্তু এক সিকির মূল্য ১৬ পয়সা; ইহার কারণ এই যে, রৌপ্য তাম্র অপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য; এজন্য রৌপ্যের মূল্য তাম্র অপেক্ষা এত অধিক। স্বর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য; এজন্য স্বর্ণের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পূর্ব্বে এক মোহরের মূল্য ১৬৲ টাকা অথবা ১০২৪ পয়সা ছিল; কিন্তু এক্ষণে উহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। যদি রৌপ্য ও স্বর্ণের মুদ্রা এত দুষ্প্রাপ্য না হইত, সকলে অনায়াসে পাইতে পারিত, তাহা হইলে মুদ্রার এত গৌরব হইত না। দুষ্প্রাপ্য হওয়াতেই উহার এত মূল্য ও এত গৌরব হইয়াছে।

হীরক

যত প্রকার উৎকৃষ্ট প্রস্তর আছে, হীরকের জ্যোতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। হীরক আকরে জন্মে। পৃথিবীর সকল প্রদেশে হীরকের আকর নাই। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গোলকুণ্ডা প্রভৃতি কতিপয় স্থানে, দক্ষিণ আমেরিকার অন্তঃপাতী ব্রেজীল রাজ্যে,

রুষিয়ার অন্তর্বর্ত্তী য়ূরাল পর্ব্বতে, এবং আফ্রিকার দক্ষিণ বিভাগে হীরকের আকর আছে। আকর হইতে তুলিবার সময় হীরা অতিশয় মলিন থাকে, পরে পরিষ্কৃত করিয়া লয়।

এ পর্য্যন্ত যত বস্তু জানা গিয়াছে, হীরা সকল অপেক্ষা কঠিন। হীরার গুঁড়া ব্যতিরেকে, আর কিছুতেই উহা পরিষ্কৃত করিতে পারা যায় না। বিশুদ্ধ হীরক অতি পরিষ্কৃত, জলের ন্যায় নির্ম্মল। ঐরূপ হীরাই অতি সুন্দর ও প্রশংসনীয়। তদ্ভিন্ন, রক্ত, পীত, নীল, হরিত প্রভৃতি নানা বর্ণের হীরা আছে। বর্ণ যত গাঢ় হয়, হীরার মূল্য তত অধিক] হয়। কিন্তু, বর্ণহীন নির্ম্মল হীরা সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মহামূল্য। আকার, বর্ণ, নির্ম্মলতা অনুসারে, মূল্যের তারতম্য হয়।

হীরার মূল্য এত অধিক যে, শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। পোর্ত্তুগালের রাজার নিকট এক হীরা আছে; তাহার মূল্য ৫৬৪৪৮০০০ পাঁচ কোটি, চৌষট্টি লক্ষ, আটচল্লিশ সহস্র টাকা। আমাদের দেশে কোহিনুর নামে এক উৎকৃষ্ট হীরা ছিল। সচরাচর সকলে বলে, উহার মূল্য ৩৫০০০০০০ তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এক্ষণে, এই মহামূল্য হীরা ইংলণ্ডে আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, হীরা অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। ঔজ্জ্বল্য ব্যতিরিক্ত উহার আর কোনও গুণ নাই; কাচ কাটা বই, আর কোনও বিশেষ প্রয়োজনে আইসে না। এরূপ প্রস্তরের এক খণ্ড গৃহে রাখিবার নিমিত্ত, এরূপ অর্থব্যয় করা কেবল মনের অহঙ্কারপ্রদর্শন ও মূঢ়তাপ্রকাশ মাত্র।

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, এই মহামূল্য প্রস্তর ও কয়লা, দুই এক পদার্থ। কিছু দিন হইল, দেপ্রেও নামক এক ফরাসিদেশীয় পণ্ডিত, অনেক যত্ন, পরিশ্রম, ও অনুসন্ধানের পর, কয়লাতে হীরা প্রস্তুত করিয়াছেন। পূর্ব্বে, কেহ কখনও হীরা গলাইতে পারে নাই; কিন্তু তিনি, বিদ্যার বলে ও বুদ্ধির কৌশলে, তাহাতেও কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

হীরকের ন্যায়, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি আরও বহুবিধ মহামূল্য প্রস্তর আছে। শোভা ও মূল্য বিষয়ে, উহারা হীরক অপেক্ষা অনেক ন্যূন। হীরক, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি মহামূল্য প্রস্তর সকলকে মণি ও রত্ন বলে।

কাচ

কাচ অতি কঠিন, নির্ম্মল, মসৃণ পদার্থ, এবং অতিশয় ভঙ্গপ্রবণ, অর্থাৎ অনায়াসে ভাঙ্গিয়া যায়। কাচ স্বচ্ছ, এ নিমিত্ত, উহার ভিতর দিয়া, দেখিতে পাওয়া যায়। ঘরের মধ্যে থাকিয়া, জানালা ও কপাট বন্ধ করিলে, অন্ধকার হয়, বাহিরের কোনও বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সাসি বদ্ধ করিলে, পূর্ব্বের মত আলোক থাকে, ও বাহিরের বস্তু দেখা যায়। তাহার কারণ এই, সাসি কাচে নিৰ্ম্মিত; সূর্য্যের আভা, কাচের ভিতর দিয়া, আসিতে পারে, কিন্তু কাষ্ঠের ভিতর দিয়া, আসিতে পারে না।

বালুকা ও একপ্রকার ক্ষার, এই দুই বস্তু একত্রিত করিয়া, অগ্নির উৎকট উত্তাপ লাগাইলে, গলিয়া উভয়ে মিলিয়া যায়, এবং শীতল হইলে কাচ হয়। বালুকা যেরূপ পরিষ্কার থাকে, কাচ সেই অনুসারে পরিষ্কার হয়। কাচে লাল, সবুজ, হরিদ্রা প্রভৃতি রঙ করে; রঙ করিলে, অতি সুন্দর দেখায়।

কাচ অনেক প্রয়োজনে লাগে। সাসি, আরসি, সিসি, বোতল, গেলাস, ঝাড়, লণ্ঠন, ইত্যাদি নানা বস্তু কাচে প্রস্তুত হয়।

কাচ কোনও অস্ত্রে কাটা যায় না, কেবল হীরাতে কাটে। হীরার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ কাচের উপর দিয়া টানিয়া গেলে, একটি দাগ পড়ে। তার পর জোর দিলেই, দাগে দাগে ভাঙ্গিয়া যায়। যদি হীরার অগ্রভাগ স্বভাবতঃ সূক্ষ্ম থাকে, তবেই তাহাতে কাচ কাটা যায়। যদি হীরা ভাঙ্গিয়া, অথবা আর কোনও প্রকারে উহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিয়া, লওয়া যায়; তাহাতে কাচের গায়ে আঁচড় মাত্র লাগে, কাটিবার মত দাগ বসে না।

কাচ প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রথমে কি প্রকারে প্রকাশিত হয়, তাহার নির্ণয় করা অসাধ্য। এরূপ জনশ্রুতি আছে, ফিনিশিয়া দেশীয় কতকগুলি বণিক জলপথে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলেন। সিরিয়া দেশে উপস্থিত হইলে, ঝড় তুফানে তাঁহাদিগকে সমুদ্রের তীরে লইয়া ফেলে। বণিকেরা, তীরে উঠিয়া, বালির উপর পাক করিতে আরম্ভ করেন। সমুদ্রের তীরে কেলি নামে এক প্রকার চারা গাছ ছিল; উহার কাষ্ঠে তাঁহারা আগুন জ্বালিয়াছিলেন। বালি ও কেলির ক্ষার মিশ্রিত হইয়া অগ্নির উত্তাপে গলিয়া, কাচ হইয়াছিল। উহা দেখিয়া, ঐ বণিকেরা কাচ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিলেন।

যে রূপে, যে দেশে, কাচের প্রথম উৎপত্তি হউক, উহা বহু কাল অবধি প্রচলিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কাচের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মিসর দেশেও, তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, কাচের ব্যবহার ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

জল—নদী—সমুদ্র

জল অতি তরল বস্তু, স্রোত বহিয়া যায়, এবং এক পাত্র হইতে আর এক পাত্রে ঢালিতে পারা যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ জলে মগ্ন। যে জলরাশি পৃথিবীকে বেষ্টিত করিয়া আছে, তাহার নাম সমুদ্র।

সমুদ্রের জল এত লোণা ও এমন বিস্বাদ যে, কেহ পান করিতে পারে না। সমুদ্রের জল সকল স্থানে সমান লোণা নহে; কোনও স্থানে অল্প লোণা, কোনও স্থানে অধিক। সমুদ্রের উপরিভাগের জল বৃষ্টি ও নদীর জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়; এজন্য, ভিতরের জল যত লোণা, উপরের জল তত নয়। উত্তর সমুদ্র অপেক্ষা, দক্ষিণ সমুদ্রের জল অধিক লোণা।

অল্প পরিমাণে সমুদ্রের জল লইয়া পরীক্ষা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে কোনও বর্ণ নাই। কিন্তু সমুদ্রের রাশীকৃত জল নীলবর্ণ দেখায়। নীলবর্ণ দেখায় কেন, তাহার কারণ এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই।

সমুদ্র কত গভীর, এ পর্য্যন্ত, তাহার নির্ণয় হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গভীর, সেখানেও আড়াই ক্রোশের বড় অধিক হইবেক না। অনেকে সমুদ্রের জল মাপিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেহ ৩১২০ হাত, কেহ ৪৮০০ হাত, কেহ ১৮৪০০ হাত, দীর্ঘ মানরজ্জু সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনও রজ্জুই তলস্পর্শ করিতে পারে নাই; সুতরাং, সমুদ্রের জলের ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। লাপ্লাসনামক ফরাসিদেশীয় অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়াছেন, এক্ষণে সমুদ্রে যত জল আছে, যদি আর তাহার চতুর্থ ভাগ অধিক হয়, তবে সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত হইয়া যায়; আর, যদি তাহার চতুর্থ ভাগ ন্যূন হয়, তাহা হইলে, সমুদয় নদী, খাল প্রভৃতি শুকাইয়া যায়।

যথানিয়মে প্রতিদিন সমুদ্রের জলের যে হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, উহাকে জুয়ার ও ভাটা বলে। অর্থাৎ, সমুদ্রের জল যে সহসা স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাকে জুয়ার বলে; আর, ঐ

জল পুনরায় যে ক্রমে ক্রমে অল্প হইতে থাকে, তাহাকে ভাটা বলে। সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে এই অদ্ভুত ঘটনা হয়।

লোকে জাহাজে চড়িয়া, সমুদ্রের উপর দিয়া, এক দেশ হইতে অন্য দেশে যায়। যদি জাহাজ ঝড় ও তুফানে পড়ে, অথবা পাহাড়ে কিংবা চড়ায় লাগে, তাহা হইলে বড় বিপদ; জাহাজের সমস্ত লোকের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে।

সমুদ্র এত বিস্তৃত যে, কতক দূর গেলে, আর তীর দেখা যায় না, অথচ জাহাজের লোক পথহারা হয় না। তাহার কারণ এই, জাহাজে কম্পাস নামে একটি যন্ত্র থাকে; ঐ যন্ত্রে একটি সূচী আছে; জাহাজ যে মুখে যাউক না কেন, সেই সূচী সর্ব্বদা উত্তর মুখে থাকে; তাহা দেখিয়া, নাবিকেরা দিঙ্‌নির্ণয় করে।

প্রাতঃকালে যে দিকে সূর্য্যের উদয় হয়, উহাকে পূর্ব্ব দিক বলে; যে দিকে সূর্য্য অস্ত যায়, তাহাকে পশ্চিম দিক বলে। পূর্ব্ব দিকে ডানি হাত করিয়া দাঁড়াইলে, সম্মুখে উত্তর, ও পশ্চাতে দক্ষিণ, দিক হয়। এই পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ লক্ষ্য করিয়া, লোকে, কি স্থলপথে, কি জলপথে, পৃথিবীর সকল স্থানে যাতায়াত করে।

নদীর ও অন্য অন্য স্রোতের জল সুস্বাদ, সমুদ্রের জলের ন্যায় বিস্বাদ ও লবণময় নহে। যাবতীয় নদীর উৎপত্তি স্থান প্রস্রবণ। গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যত বড় বড় নদী আছে, সকলেরই এক এক প্রস্রবণ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ষাকালে সর্ব্বদা বৃষ্টি হয়; এজন্য, ঐ সময়ে, সকল নদীর প্রবাহের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সমস্ত প্রধান প্রধান নদীর জল সমুদ্রে পড়ে। কিন্তু তাহাতে সমুদ্রে জলের বৃদ্ধি হয় না। কারণ, নদীপাত দ্বারা সমুদ্রের যত জল বাড়ে, ঐ পরিমাণে সমুদ্রের জল, সর্ব্বদা, কুজ্ঝটিকা ও বাষ্প হইয়া আকাশে উঠে। ঐ সমস্ত বাষ্পে মেঘ হয়। মেঘ সকল, যথাকালে, জল হইয়া ভূতলে পতিত হয়। সেই জল দ্বারা, পুনরায়, নদীর প্রবাহের বৃদ্ধি হয়।

সমুদ্র ও নদীতে নানা প্রকার মৎস্য ও জলজন্তু আছে।

উদ্ভিদ

যে সকল বস্তু ভূমিতে জন্মে, উহাদিগকে উদ্ভিদ বলে ; যেমন তৃণ, লতা, বৃক্ষ ইত্যাদি। উদ্ভিদ সকল যখন বাড়িতে থাকে, তখন উহাদিগকে জীবিত বলা যায় ; আর, যখন শুকাইয়া যায়, আর বাড়ে না, তখন উহাদিগকে মৃত বলে। উদ্ভিদের জীবন আছে বটে, কিন্তু, জন্তুগণের ন্যায়, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না। উহারা, যেখানে জন্মে, সেই খানে থাকে ; এ নিমিত্ত, উহাদিগকে স্থাবর বলে।

উদ্ভিদ সকল, মূল দ্বারা, ভূমি হইতে রসের আকর্ষণ করে। ঐ আকৃষ্ট রস মূল হইতে স্কন্ধদেশে উঠে ; তৎপরে, ক্রমে ক্রমে, সমস্ত শাখা, প্রশাখা, ও পত্রে প্রবেশ করে। এই রূপে, ভূমির রস উদ্ভিদের সর্ব্ব অবয়বে সঞ্চারিত হয় ; তাহাতেই উহারা জীবিত থাকে ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদ যদি সূর্য্যের উত্তাপ না পায়, তাহা হইলে বাড়িতে পারে না। শীত কালে রসের সঞ্চার রুদ্ধ হয় ; এজন্য, পত্র সকল শুষ্ক ও পতিত হয়। বসন্ত কাল উপস্থিত হইলে, পুনর্ব্বার রসের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয় ; তখন নূতন পত্র নির্গত হইতে থাকে।

বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি উদ্ভিদগণের অবয়ব সকল ছালে আচ্ছাদিত। অবয়ব সকল ছালে আচ্ছাদিত বলিয়া, উদ্ভিদে আঘাত লাগে না, [এবং পুষ্টি বিষয়েও আনুকূল্য হয়। যদি ছাল অত্যন্ত আঘাত পায়, তাহা হইলে উদ্ভিদ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং ক্রমে শুকাইয়া যায়।

প্রায় সমস্ত উদ্ভিদের ফলের মধ্যে বীজ জন্মে। সেই বীজ ভূমিতে রোপিলে, তাহা হইতে নূতন উদ্ভিদের উদ্ভব হয়। কতকগুলি উদ্ভিদ এরূপ আছে যে, উহাদের শাখা, অথবা মূলের কিয়দংশ ভূমিতে রোপিয়া দিলে, নূতন উদ্ভিদ জন্মে।

উদ্ভিদ, মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপায়। আমরা কি অন্ন, কি বস্ত্র, কি বাসগৃহ, সমুদয়ই উদ্ভিদ হইতে লাভ করি। ফল, মূল, পত্র, পুষ্প প্রভৃতি আমাদের আহার ; কাষ্ঠাদি দ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি রন্ধন করি ; তূলা হইতে সূত্র প্রস্তুত করিয়া লই ; এবং তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকি।

জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদের আয়তন এবং আকারের বিলক্ষণ তারতম্য আছে। আফ্রিকা-দেশস্থ বাওবাব বৃক্ষের কাণ্ড এরূপ স্থূল যে, তাহার বল্কল খুলিয়া লইয়া তাঁবু প্রস্তুত করিলে তন্মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ ব্যক্তি অবলীলাক্রমে শয়ন করিতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে

দেবদারু জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ, তিন শত হস্তেরও অধিক উচ্চ হইয়া থাকে। ভূমি হইতে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাত পর্য্যন্ত তাহার কোনও শাখা প্রশাখা থাকে না; অতএব তাহার গুঁড়িই ত্রিতল গৃহের অপেক্ষা উচ্চ। আমাদের দেশেও শাল, বট প্রভৃতি নানাবিধ প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে। বটবৃক্ষ তাদৃশ উচ্চ না হইলেও, আয়তনে অতি বৃহৎ হইয়া থাকে। গুজরাট প্রদেশে একটি বটবৃক্ষ ছিল; তিন চারি সহস্র লোক তাহার ছায়ায় বিশ্রাম করিতে পারিত।

এক দিকে যেরূপ বৃহদাকার বৃক্ষ আছে, অপর দিকে সেইরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি উদ্ভিদও দেখিতে পাওয়া যায়। ছত্রক বা কোঁড়ক জাতীয় কোনও কোনও উদ্ভিদ এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্ষাকালে পুস্তকে যে ছাতা পড়ে, তাহা এই জাতীয় উদ্ভিদ। কোনও কোনও কোঁড়ক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়; উহাদিগকে বেঙের ছাতা বলে।

আম, কাঁটাল, জাম, আতা, পিয়ারা, বাদাম, দাড়িম ইত্যাদি নানাবিধ মিষ্ট ও সুস্বাদ ফল বৃক্ষে জন্মে। যেখানে এই সকল ফলের বৃক্ষ অনেক থাকে, তাহাকে উদ্যান বলে। যেখানে বহু পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করা যায়, তাহাকে পুষ্পোদ্যান কহে।

কতকগুলি বৃক্ষের ছালে আমাদের অনেক উপকার হয়। স্পেন দেশে কর্ক নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। উহার বল্কল এরূপ স্থূল, কোমল ও রন্ধ্রশূন্য যে তদ্দ্বারা শিশি, বোতল প্রভৃতির ছিপি নির্ম্মিত হয়। আমেরিকার পেরু প্রদেশস্থ সিঙ্কোনা নামক বৃক্ষের ত্বক্ সিদ্ধ করিলে যে ক্বাথ হয়, তাহা হইতে কুইনাইন উৎপন্ন হয়। ইদানীং দার্জ্জিলিঙ্ অঞ্চলে সিঙ্কোনার চাষ হইতেছে। পাট ও শণ গাছের ছালের তন্তু হইতে চট্ রজ্জু প্রভৃতি প্রস্তুত হয়; তিসির ছাল হইতে যে সূক্ষ্ম তন্তু বাহির হয়, তাহাতে লিনেন্, কেম্ব্রিক ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বস্ত্রের বয়ন হইয়া থাকে।

অসুখের সময়, রোগীকে যে এরোরুট পথ্য দেওয়া হয়, তাহা হরিদ্রাজাতীয় এক প্রকার বৃক্ষের মূল হইতে উৎপন্ন। কোনও কোনও বৃক্ষের মূলদেশে কচুর ন্যায় এক প্রকার পদার্থ জন্মে, ঐ পদার্থকে কন্দ বলে; যেমন আলু, পলাণ্ডু, ওল, মানকচু, শালগম ইত্যাদি।

অনেকে প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে, চা খাইয়া থাকেন। ঐ চা, এক প্রকার গুল্মের শুষ্ক পত্র কিয়ৎক্ষণ উষ্ণ জলে রাখিয়া দিলে, প্রস্তুত হয়। চীন, জাপান, আসাম, দার্জিলিঙ্ প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে, ঐ গুল্মের চাষ হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে নীলের চাষ হয়। উহার গাছ জলে পচাইলে, এক প্রকার নীলবর্ণ পদার্থ বাহির হয়; ঐ পদার্থ পৃথক্ করিয়া লইয়া শুষ্ক করিলেই, নীলবড়ি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোনও কোনও বৃক্ষের নির্য্যাস বা আঠা অনেক প্রয়োজনে লাগে। কাগজ হইতে পেন্‌সিল বা কালির দাগ উঠাইবার জন্য যে রবর ব্যবহৃত হয়, তাহা বটগাছের ন্যায় এক-প্রকার বৃহৎ গাছের আঠা মাত্র। ধুনা, টার্পিন তৈল, খদির, হিঙ্গ, কর্পূর, গঁদ ইত্যাদি সমুদয়ই বৃক্ষনির্য্যাস হইতে উৎপন্ন। পোস্ত গাছের ফল চিরিয়া দিলে যে রস নির্গত হয়, তাহা হইতে অহিফেন বা আফিম প্রস্তুত হয়।

সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে তালজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে, উহার মজ্জা হইতে সাগুদানা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পরিশ্রম—অধিকার

আমরা চারিদিকে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই, ঐ সকল বস্তু কোনও না কোনও লোকের হইবে। যে বস্তু যাহার, সে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া উহা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিনা পরিশ্রমে কেহ কোন বস্তু পাইতে পারে না, ভিক্ষা করিলে, পরিশ্রম ব্যতিরেকে, কোনও কোনও বস্তু পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ভিক্ষা করা ভদ্র লোকের কর্ম্ম নয়। যে ভিক্ষা করে, সে নিতান্ত নিস্তেজ ও নীচাশয়, এবং সকল লোকের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাজন হয়।

যদি কোনও ব্যক্তি কখনও পরিশ্রম না করিত, তাহা হইলে গৃহনির্ম্মাণ ও কৃষিকর্ম্ম সম্পন্ন হইত না, খাদ্যসামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্র ও পাঠ্য-পুস্তক, কিছুই পাওয়া যাইত না, সকল লোক দুঃখে কালযাপন করিত; পৃথিবী এক্ষণে, অপেক্ষাকৃত যেরূপ সুখের স্থান হইয়াছে, সেরূপ কদাচ হইত না।

পরিশ্রম না করিলে কেহ কখনও ধনবান্ হইতে পারে না। কেহ কেহ পৈতৃক বিষয় পাইয়া ধনবান্ হয়, যথার্থ বটে; কিন্তু তাহারা পরিশ্রম না করুক, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা, অর্থাৎ পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পরিশ্রম দ্বারা ঐ ধন উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বিনা পরিশ্রমে এরূপ ধনলাভ অল্প লোকের ঘটে; সুতরাং সেই কয়জন ভিন্ন, সকল লোককেই পরিশ্রম করিতে হয়।

লোকে পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। অর্থ না হইলে সংসারযাত্রা সম্পন্ন হয় না। অন্ন, বস্ত্র, গৃহ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু অর্থসাধ্য। যদি অতঃপর আর কেহ পরিশ্রম না করে, তবে যে সকল আহারসামগ্রী প্রস্তুত আছে, অল্প কালের মধ্যে তাহা ফুরাইয়া

যাইবে ; সমস্ত বস্ত্র, ক্রমে ক্রমে ছিন্ন হইবে এবং আর আর যে সকল বস্তু আছে, সমস্তই কালক্রমে শেষ হইবে। তাহা হইলে সকল লোককে, নানা কষ্ট পাইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

বালকেরা পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে সমর্থ নহে। তাহারা যতদিন কর্ম্মক্ষম না হয়, পিতা মাতা তাহাদের প্রতিপালন করেন। অতএব, যখন পিতা মাতা বৃদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করিতে অক্ষম হন, তখন তাঁহাদের প্রতিপালন করা পুত্রদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম ; না করিলে ঘোরতর অধর্ম্ম হয়।

বালকগণের উচিত, বাল্যকাল অবধি পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করে ; তাহা হইলে বড় হইয়া অনায়াসে সকল কর্ম্ম করিতে পারিবে, স্বয়ং অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবে না, এবং বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতিপালন করিতেও পারগ হইবে। কোনও কোনও বালক এমন হতভাগ্য যে, সর্ব্বদা অলস হইয়া সময় নষ্ট করিতে ভালবাসে ; পরিশ্রম করিতে হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। তাহারা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস, এবং বড় হইয়া ধনোপার্জ্জন, কিছুই করিতে পারে না, সুতরাং যাবজ্জীবন ক্লেশ পায়, এবং চিরকাল পরের গলগ্রহ হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া যে বস্তু উপার্জ্জন করে, অথবা অন্যের দত্ত যে বস্তু প্রাপ্ত হয়, সে বস্তু তাহার। সে ভিন্ন অন্যের তাহা লইবার অধিকার নাই। যে বস্তু যাহার, তাহা তাহারই থাকা উচিত। লোকে জানে, আমি পরিশ্রম করিয়া যে বস্তু উপার্জ্জন করিব, তাহা আমারই থাকিবে, অন্যে লইতে পারিবে না ; এজন্যই তাহার পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু সে যদি জানিত, আমার পরিশ্রমের ধন অন্যে লইবে, তাহা হইলে তাহার কখনও পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হইত না।

যদি কেহ অন্যের বস্তু লইতে বাঞ্ছা করে, ঐ বস্তু তাহার নিকট চাহিয়া অথবা কিনিয়া লওয়া উচিত ; অজ্ঞাতসারে অথবা বলপূর্ব্বক, কিংবা প্রতারণা করিয়া লওয়া উচিত নহে। এরূপ করিয়া লইলে, অপহরণ করা হয়।

যদি কাহারও কোন দ্রব্য হারায়, তাহা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেওয়া উচিত ; আপনার হইল মনে করিয়া লুকাইয়া রাখিলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। দেখ, ধরা পড়িলে চোরকে কত নিগ্রহভোগ করিতে হয় ; তাহার কত অপমান ; সে সকলের ঘৃণাস্পদ হয় ; চোর বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না ; কেহ তাহার সহিত আলাপ করিতে চাহে না। অতএব, প্রাণান্তেও পরের দ্রব্যে হস্তার্পণ করা উচিত নহে।

কতকগুলি সাধারণ বস্তু আছে; তাহাতে সকল লোকের সমান অধিকার; সকলেই বিনা পরিশ্রমে পাইতে পারে। বায়ু, সূর্য্যের আলোক, বৃষ্টি ও নদীর জল, এ সমস্ত, ও এরূপ আর আর বস্তুতে সকল লোকেরই সমান অধিকার। এতদ্ভিন্ন আর কোনও বস্তু পাইবার বাঞ্ছা করিলে, অবশ্য পরিশ্রম করিতে হইবে; বিনা পরিশ্রমে তাহা পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

দুরূহ শব্দের অর্থ

অণুবীক্ষণ—চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র বস্তু সকল যে যন্ত্র দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়।

অভিজ্ঞতা—অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান জন্মে।

অশ্লীল—কুৎসিত, ঘৃণাকর, লজ্জাজনক।

কপিশ—মেটিয়া।

কলাই—কোনও ধাতু গলাইয়া অন্য কোনও ধাতুনির্ম্মিত পাত্র প্রভৃতিতে মাখাইয়া দেওয়া। সাধারণতঃ রঙ্গ ও দস্তা গলাইয়া কলাই করা হইয়া থাকে।

ধূমল—বেগুনিয়া।

ধূসর—পাঁশুটিয়া।

নীলকান্ত—নীলবর্ণের মণি।

পটহ—ঢাক।

পাটল—পাটকিলে।

পদ্মরাগ—লোহিতবর্ণের মণি।

পিঙ্গল—পীতের আভাযুক্ত গাঢ় নীল।

প্রস্রবণ—নির্ঝর, ঝরণা, পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে যে জল নিম্নে পতিত হয়।

মরকত—হরিতবর্ণের মণি।

মসৃণ—যাহার উপরিভাগ এমন সমান যে, স্পর্শ করিলে কোনও মতে উচ্চনীচ বোধ হয় না।

মস্তিষ্ক—মস্তকের ভিতর ঘৃতের মত যে কোমল বস্তু থাকে; ইদানীন্তন য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা মস্তিষ্ককে মন ও বুদ্ধির স্থান বলেন।

মেরু—পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তদ্বয়। এই দুই স্থান অত্যন্ত হিমপ্রধান; এজন্য তথায় দ্রব দ্রব্য জমিয়া যায়।

লোহিত—লাল।

ভায়লেট—ঈষৎ লালের আভাযুক্ত গাঢ় নীল।

বিনিময়—বদল।

বিনিয়োগ—প্রয়োগ, কোনও বিষয়ে নিয়োজিতকরণ।

সাল ও হিজিরা—হিজিরার ৯৬৩ অব্দে সম্রাট্ আকবর ঐ শাককে ইলাহী নামে প্রবর্ত্তিত করেন। হিজিরার বৎসর চান্দ্রমাস অনুসারে পরিগণিত, ইলাহীর বৎসর সৌরমাস অনুসারে পরিগণিত। চান্দ্রমাস অনুসারে পরিগণিত বৎসর ৩৫৪ দিন, ২১ দণ্ড, ৩৫ পলে, আর সৌরমাস অনুসারে পরিগণিত বৎসর ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩২ পলে হয়। ইলাহী প্রবর্ত্তনের সময় হইতে চান্দ্রমাসের

অনুযায়ী গণনা অনুসারে ৩৫৫ বৎসর, আর সৌরমাসের অনুসারে ৩৪৫ বৎসর হইয়াছে। সুতরাং, এক্ষণে হিজিরার অব্দ ১৩৩১ ; ইলাহীর অব্দ ১৩১৯। সাল ইলাহীর নামান্তর মাত্র।

স্নায়ু—সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত সূত্রবৎ পদার্থসমূহ। মস্তিষ্কের সহিত এই সকল পদার্থের যোগ আছে। এইজন্য কোনও বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর হইলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে।

হরিত—সবুজ।

হোরা—ইংরেজী এক ঘণ্টা, আড়াই দণ্ড কাল।]

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ ও সাহিত্যবিষয়ক বইগুলির তাঁহার জীবিতকালের সংস্করণ বহু কষ্টে সংগ্রহ করা গিয়াছে, কিন্তু শিক্ষাবিষয়ক সকল বইয়ের পুরাতন অর্থাৎ তাঁহার জীবিতকালের সংস্করণ বহু চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করা যায় নাই। শিশুরা এই সকল বই পড়িবার জন্য সংগ্রহ করিয়াছে এবং পড়িতে পড়িতে ছিঁড়িয়াছে অথবা পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, কোনও লাইব্রেরিই এই সকল পুস্তক সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করে নাই। 'বোধোদয়' একখণ্ড আমরা ছেঁড়া অবস্থায় পাইয়াছি, সব পাতা নাই। যে যে স্থান নাই, পরবর্ত্তী রিসিভারের সংস্করণ হইতে সেগুলি [ ] চিহ্নের মধ্যে মুদ্রিত হইল।

সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা

[১৯০৮ সংবতে মুদ্রিত প্রথম সংস্করণ হইতে]

বিজ্ঞাপন

কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজে, সাহিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, বিদ্যার্থিগণ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আদ্যন্ত এবং ধাতুপাঠ, অমরকোষ ও ভট্টিকাব্যের কিয়দংশ পাঠ করিয়া থাকে। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হয়; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় তাদৃশী ব্যুৎপত্তি জন্মে না। এই নিমিত্ত, ছাত্রেরা, যখন সাহিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে, উত্তম উত্তম কাব্যের প্রকৃতরূপে অর্থ বোধ ও ভাবগ্রহ করিতে পারে না। বাস্তবিক, ব্যাকরণ শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ও অগ্রে সহজ সহজ গ্রন্থ পাঠ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ প্রবিষ্ট না হইলে, কোন ক্রমেই উৎকৃষ্ট কাব্য নাটকাদি গ্রন্থের অধ্যয়নে অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ধাতুপাঠ, অমরকোষ ও ভট্টিকাব্যের কিয়দংশ মাত্র পাঠ করিয়া ব্যাকরণ শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ও সংস্কৃত ভাষায় অধিকারী হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও দুরূহ; অল্পবয়স্ক বালকদিগের বুদ্ধিগম্য হইবার বিষয় নহে। যাহারা প্রথম অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে তাহারা গ্রন্থের অর্থ বুঝিতে ও তাৎপর্য্য গ্রহ করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হয় না; অধ্যাপকের মুখে যাহা শুনে তাহাই কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে। বিশেষতঃ, বিলক্ষণ রূপে আদ্যন্ত মুগ্ধবোধ পাঠ করিলেও সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি জন্মে না। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে ব্যাকরণের সমুদায় বিষয় লিখিত হয় নাই। অনেক স্থলে এরূপে লিখিত হইয়াছে যে সহজে তাৎপর্য্য গ্রহ হওয়া দুর্ঘট। সেই সেই স্থলে টীকাকারদিগের সাহায্য আবশ্যক। কিন্তু যে সকল মহাশয়েরা মুগ্ধবোধের টীকা লিখিয়াছেন, দুর্ভাগ্য ক্রমে, তাঁহারা ব্যাকরণ শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। সুতরাং ব্যাকরণের যথার্থমতগ্রহ বিরহে, অনেক স্থলেই, স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা দ্বারা অসম্বদ্ধ অপ্রামাণিক অর্থ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

মুগ্ধবোধ ব্যবসায়িরা মুগ্ধবোধ শব্দের দুই প্রকার ব্যুৎপত্তি করিয়া থাকেন*। তদনুসারে এই দুই অর্থ নিষ্পন্ন হয়। এক অর্থ এই যে, মুগ্ধবোধ পাঠে ব্যাকরণে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মে। দ্বিতীয় এই যে, এই গ্রন্থ পাঠ করিলে মূঢ় জনেরও সম্যক্ ব্যাকরণ জ্ঞান জন্মে। কিন্তু এই দুই কথাই অলীক ও অপ্রামাণিক। মুগ্ধবোধব্যবসায়িরা, ব্যাকরণ

* মুগ্ধঃ সুন্দরমূঢ়য়োরিতি বিশ্বপ্রকাশঃ। মুগ্ধঃ সুন্দরো বোধোজ্ঞানং ভবত্যস্মাদিতি, মুগ্ধান্ মূঢ়ান্ বোধয়তীতি বা মুগ্ধবোধম্॥

মাত্র পাঠ করিয়া, ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতে পারেন না; এবং অত্যন্ত সুবুদ্ধি না হইলে মুগ্ধবোধে বোধাধিকার হয় না। ফলতঃ মুগ্ধবোধের অধ্যয়নে ও অধ্যাপনে যাদৃশ পরিশ্রম ও কষ্ট, কোন ক্রমেই তদনুযায়ি ফল লাভ হয় না।

ধাতুপাঠ ও অমরকোষ, সম্যক্ রূপে অর্থ সঙ্কলন পূর্ব্বক, আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারিলে অন্যান্য শাস্ত্রের অধ্যয়ন কালে শব্দার্থ পরিজ্ঞান বিষয়ে কিছু কিছু আনুকূল্য হয় যথার্থ বটে; কিন্তু ঐ দুই গ্রন্থ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিতে যেরূপ আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, ঐ আনুকূল্যে তদনুরূপ উপকার বোধ হয় না। বরং, ঐ গ্রন্থ দ্বয় কণ্ঠস্থ করিতে যে সময় যায় ও যে পরিশ্রম হয় সেই সময় ও সেই পরিশ্রম, বিবেচনা পূর্ব্বক বিষয় বিশেষে নিযোজিত হইলে, তদপেক্ষা অনেক অংশে সমধিক ফলোপধায়ক হইতে পারে।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়েরা মুগ্ধবোধ, ধাতুপাঠ, অমরকোষ এই গ্রন্থ ত্রিতয়ের পাঠনা রহিত করিয়া সিদ্ধান্তকৌমুদী অধ্যয়নের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় যত ব্যাকরণ আছে, সিদ্ধান্তকৌমুদী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সিদ্ধান্তকৌমুদী আদ্যন্ত পাঠ হইলে, ব্যাকরণের অবশ্যজ্ঞেয় কোন কথাই অপরিজ্ঞাত থাকে না।

ব্যাকরণ পাঠ না হইলে সংস্কৃত ভাষায় অধিকার হয় না। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সুতরাং, যাহারা প্রথম ব্যাকরণ পাঠ করিতে আরম্ভ করে তাহারা অধীয়মান গ্রন্থের অর্থ বোধ ও তাৎপর্য্য গ্রহ করিতে পারে না। এই নিমিত্ত, সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিতে এত সময় নষ্ট ও এত কষ্ট হয়। বিশেষতঃ সংস্কৃত কালেজে যাহারা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে তাহারা নিতান্ত শিশু; শিশুগণের পক্ষে সংস্কৃত ভাষা লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ কোন ক্রমেই সহজ ও সুসাধ্য নয়। যাঁহারা ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন করেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে অত্যন্ত উৎসুক ও অত্যন্ত অভিলাষী হইয়া থাকেন। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ অত্যন্ত দুরূহ ও অত্যন্ত নীরস বলিয়া সাহস করিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। বস্তুতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত ভাষা উভয়ের পরস্পর সাপেক্ষতা থাকাতেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা এরূপ দুরূহ হইয়া রহিয়াছে।

অতএব, প্রথমেই সংস্কৃত ভাষা লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ, এবং ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়াই একবারে রঘুবংশ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্য, পড়িতে আরম্ভ করা কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর বোধ না হওয়াতে, শিক্ষাসমাজের সম্মতিক্রমে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে; ছাত্রেরা, প্রথমতঃ, অতি সরল বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত সংস্কৃত ব্যাকরণ, ও অতি সহজ

সংস্কৃত গ্রন্থ, পাঠ করিবেক; তৎপরে, সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ বোধাধিকার জন্মিলে, সিদ্ধান্তকৌমুদী ও রঘুবংশাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেক। তদনুসারে সরল বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ সঙ্কলন ও দুই তিন খানি সহজ সংস্কৃত পুস্তক প্রস্তুত করা অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, প্রথম পাঠার্থে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা নামে এই পুস্তক প্রস্তুত ও প্রচারিত হইল।

এই গ্রন্থে অল্পবয়স্ক বালকদিগের প্রথম শিক্ষোপযোগি স্থূল স্থূল বিষয় সকল সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জন্মিবেক না যথার্থ বটে কিন্তু উপদেশসাপেক্ষ হইয়া সহজ সহজ সংস্কৃত গ্রন্থ সকল সহজে অধ্যয়ন করিবার ক্ষমতা জন্মিবেক, সন্দেহ নাই। এবং ইহাই এই পুস্তক প্রস্তুত করিবার মুখ্য তাৎপর্য্য। প্রায় সমুদায় সংস্কৃত গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত; বাস্তবিকও যাবতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরেই মুদ্রিত ও অনুশীলিত হওয়া উচিত। এই নিমিত্ত বালকদিগের দেবনাগর অক্ষর পরিচয় অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই পুস্তকের শেষে, সহজে উক্ত অক্ষর পরিচয়ের উপায় বিধান করা গিয়াছে। আর হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার, বেণীসংহার এই কয়েক গ্রন্থ হইতে বালকদিগের পাঠোপযোগি অংশ সকল সঙ্কলন করিয়া ঋজুপাঠ নামে তিন খানি পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত মুগ্ধবোধ অথবা লঘুকৌমুদীতে ব্যাকরণের যত বিষয় লিখিত আছে, সেই সমুদায় বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলন করিয়া অতি ত্বরায় ব্যাকরণকৌমুদী নামে আর এক খানি পুস্তক প্রস্তুত করা যাইবেক।

সংস্কৃত কালেজে প্রথম প্রবিষ্ট ছাত্রেরা প্রথম বৎসরে অগ্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা পাঠ করিয়া ঋজুপাঠের প্রথম ভাগ পাঠ করিবেক। দ্বিতীয় বৎসর, ব্যাকরণ-কৌমুদী ও ঋজুপাঠের দ্বিতীয় ভাগ। এই সকল পাঠ করিয়া, ব্যাকরণে এক প্রকার ব্যুৎপত্তি জন্মিলে, এবং সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ প্রবেশ হইলে, তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে সিদ্ধান্তকৌমুদী, ঋজুপাঠের তৃতীয় ভাগ এবং রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব পাঠ করিবেক। এইরূপে চারি পাঁচ বৎসরে ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও সংস্কৃত ভাষাতেও বিলক্ষণ বোধাধিকার জন্মিতে পারিবেক।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

সংবৎ ১৯০৮। ১লা অগ্রহায়ণ।

উপক্রমণিকা

বর্ণমালা

১। অ ই উ, ক খ গ ইত্যাদি এক একটীকে বর্ণ ও অক্ষর বলে। বর্ণ সমুদায়ে পঞ্চাশটী। তন্মধ্যে ষোলটী স্বর, চৌত্রিশটী হল্। এই পঞ্চাশটী অক্ষরকে বর্ণমালা বলে।

স্বরবর্ণ

২। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ। এই ষোলটী স্বর। ইহার মধ্যে অ ই উ ঋ ঌ এই পাঁচটী হ্রস্ব। আ ঈ ঊ ৠ ৡ এ ঐ ও ঔ এই নয়টী দীর্ঘ। অবশিষ্ট দুইটীর মধ্যে প্রথমকারটী অনুস্বার শেষেরটী বিসর্গ। এক বিন্দু অর্থাৎ ং ইহার নাম অনুস্বার; দুই বিন্দু অর্থাৎ ঃ ইহার নাম বিসর্গ। অন্য স্বর বর্ণের সহিত যোগ না করিলে অনুস্বার ও বিসর্গ এই দুয়ের উচ্চারণ হয় না; এই নিমিত্ত অকারের সহিত যোগ করিয়া লিখিত হইয়াছে।

হল্ বর্ণ

৩। ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম, য র ল ব, শ ষ স হ, ক্ষ। এই চৌত্রিশটী হল্। তন্মধ্যে ক খ গ ঘ ঙ, কবর্গ; চ ছ জ ঝ ঞ, চবর্গ; ট ঠ ড ঢ ণ, টবর্গ; ত থ দ ধ ন, তবর্গ; প ফ ব ভ ম, পবর্গ। য র ল ব, শ ষ স হ, ক্ষ এই নয় বর্ণের বর্গ বিভাগ নাই। তন্মধ্যে য র ল ব ইহাদিগকে অন্তস্থ বর্ণ বলে। শ ষ স হ ইহাদের নাম উষ্মবর্ণ। ক আর মূর্দ্ধন্য ষ এই দুই বর্ণে মিলিত হইয়া ক্ষ হয়; এই নিমিত্ত অনেকে ইহাকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করে না।

৪। অগ্রে কিম্বা পরে এক স্বর না থাকিলে হল্ বর্ণের উচ্চারণ হয় না। যথা ইক্। পূর্ব্বে ই আছে বলিয়া ক্ উচ্চারণ করা গেল। অথবা পরে ই থাকিলেও ক্ উচ্চারণ করা যায়; যথা কি। এইরূপ ঋক্, কৃ। যখন হল্ বর্ণ স্বরের সহিত মিলিত না

থাকে তখন উহার নীচে ্ এই চিহ্ন থাকে। যদি এই চিহ্ন অথবা ই উ ইত্যাদি স্বর মিলিত না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবেক তাহাতে অ যুক্ত আছে। যেমন ক খ ইত্যাদি।

৫। হল্ বর্ণের মধ্যে স্বর না থাকিলে দুই তিন হল্ বর্ণ একত্র মিলিত হয়। এইরূপে দুই অথবা তিন হল্ বর্ণ মিলিত হইলে তাহাকে সংযুক্ত বর্ণ কহে। যথা ক্ম স্ব ক্ষ্ম্য ইত্যাদি। ক্ র মিলিত হইয়া ক্র হইয়াছে; কিন্তু যদি ক্ এই বর্ণের পর অ থাকিত তাহা হইলে ক্র না হইয়া কর হইত।

বর্ণের উচ্চারণ স্থান নিয়ম

৬। অ আ ক খ গ ঘ ঙ হ, ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে কণ্ঠ্য বর্ণ বলে।

৭। ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য শ, ইহাদের উচ্চারণ স্থান তালু; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে তালব্য বর্ণ কহে।

৮। ঋ ৠ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ, ইহাদের উচ্চারণ স্থান মূর্দ্ধা অর্থাৎ মস্তক; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে মূর্দ্ধন্য বর্ণ কহে।

৯। ঌ ৡ ত থ দ ধ ন ল স, ইহাদের উচ্চারণ স্থান দন্ত; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে দন্ত্য বর্ণ বলে।

১০। উ ঊ প ফ ব ভ ম, ইহাদের উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে ওষ্ঠ্য বর্ণ বলে।

১১। এ ঐ, ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে কণ্ঠতালব্য বর্ণ কহে।

১২। ও ঔ, ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ বলে।

১৩। অন্তস্থ ব, ইহার উচ্চারণ স্থান দন্ত ও ওষ্ঠ; এই নিমিত্ত ইহাকে দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ বলে।

১৪। আমাদিগের দেশে দুই ন ণ, দুই ব ব, ও তিন শ ষ স, এক প্রকার উচ্চারণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা অশুদ্ধ; সেরূপ উচ্চারণ করা কদাপি উচিত নহে। বর্গ্য ব দুই ওষ্ঠ সংযোগ করিয়া উচ্চারণ করা যায়। কিন্তু অন্তস্থ ব উপরের দন্ত ও নীচের ওষ্ঠ

সংযোগ করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। এইরূপ যাহার যে উচ্চারণ স্থান, তাহা বিবেচনা করিয়া উচ্চারণ করা উচিত। য, এই বর্ণকে বর্গ্য জ ন্যায় উচ্চারণ করিয়া থাকে; তাহাও অশুদ্ধ। ইঅ এই দুই বর্ণ শীঘ্র উচ্চারণ করিলে যেরূপ হয়, অন্তস্থ য কে সেই রূপ উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। খ্ এই অক্ষরে য যোগ করিলে যেরূপ উচ্চারণ হয়, ক্ষ এই বর্ণেরও সেইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে; তাহাও অশুদ্ধ। ক্ ও মূর্দ্ধন্য ষ্ এই দুই বর্ণ শীঘ্র উচ্চারণ করিলে যেরূপ হয়, সেই প্রকার উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য।

১৫। ড, এই অক্ষরের উচ্চারণ দুই প্রকার। যেমন ডমরু, ও বড়িশ। শব্দের আরম্ভে থাকিলে অথবা অন্য হল্ বর্ণের সহিত সংযুক্ত হইলে ডমরুর মত উচ্চারণ হয়। যথা ডামর, ডিম্ব, দণ্ড। আর মধ্যে কিম্বা অন্তে থাকিলে নিবিড়ের মত উচ্চারণ হয়। যেমন দাড়িম, নিবিড়, দেবরাড়্, তুরাষাড়্। ডর ন্যায় ঢরও দুই প্রকার উচ্চারণ। যথা ঢক্কা, দৃঢ়।

সন্ধি প্রকরণ

স্বরসন্ধি

১৬। যদি অকারের পর অকার থাকে, তাহা হইলে দুই অকারে মিলিয়া আকার হয়; আকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, শশ—অঙ্কঃ, শশাঙ্কঃ; উত্তম—অঙ্গম্, উত্তমাঙ্গম্; অদ্য—অবধি, অদ্যাবধি।

১৭। যদি অকারের পর আকার থাকে, তাহা হইলে অকার ও আকারে মিলিয়া আকার হয়; আকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, রত্ন—আকরঃ, রত্নাকরঃ; দেব—আলয়ঃ, দেবালয়ঃ; কুশ—আসনম্, কুশাসনম্।

১৮। যদি আকারের পর আকার কিম্বা অকার থাকে, তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়; আকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, মহা—আশয়ঃ, মহাশয়ঃ; গদা—আঘাতঃ, গদাঘাতঃ; দয়া—অর্ণবঃ, দয়ার্ণবঃ; মহা—অর্ঘঃ, মহার্ঘঃ।

১৯। যদি হ্রস্ব ইকারের পর ই কিম্বা ঈ থাকে, তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ঈকার হয়; ঈকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, গিরি—ইন্দ্রঃ, গিরীন্দ্রঃ; অতি—ইব, অতীব; হরি—ঈশ্বরঃ, হরীশ্বরঃ; ক্ষিতি—ঈশঃ, ক্ষিতীশঃ।

২০। যদি দীর্ঘ ঈকারের পর ই কিম্বা ঈ থাকে, তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ঈ হয়; ঈকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, মহী—ইন্দ্রঃ, মহীন্দ্রঃ; লক্ষ্মী—ঈশঃ, লক্ষ্মীশঃ।

২১। যদি হ্রস্ব উকারের পর হ্রস্ব উ থাকে, তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ঊ হয়; ঊ পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, মধু—উৎসবঃ, মধূৎসবঃ; বিধু—উদয়ঃ, বিধূদয়ঃ।

২২। যদি অকারের পর ই কিম্বা ঈ থাকে, তাহা হইলে অকারের সহিত মিলিয়া এ হয়; একার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, দেব—ইন্দ্রঃ, দেবেন্দ্রঃ; পূর্ণ—ইন্দুঃ, পূর্ণেন্দুঃ; গণ—ঈশঃ, গণেশঃ; অব—ঈক্ষণম্, অবেক্ষণম্।

২৩। যদি আকারের পর ই কিম্বা ঈ থাকে, তাহা হইলে আকারের সহিত মিলিয়া এ হয়; একার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, মহা—ইন্দ্রঃ, মহেন্দ্রঃ; মহা—ঈশ্বরঃ, মহেশ্বরঃ।

২৪। যদি অকারের পর উ কিংবা ঊ থাকে, তাহা হইলে অকারের সহিত মিলিয়া ও হয়; ওকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, নীল—উৎপলম্, নীলোৎপলম্; সূর্য্য—উদয়ঃ, সূর্য্যোদয়ঃ; এক—ঊনবিংশতিঃ, একোনবিংশতিঃ।

২৫। যদি আকারের পর উ কিম্বা ঊ থাকে, তাহা হইলে আকারের সহিত মিলিয়া ও হয়; ওকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, গঙ্গা—উদকম্, গঙ্গোদকম্; মহা—ঊর্ম্মিঃ, মহোর্ম্মিঃ।

২৬। যদি অকার কিম্বা আকারের পর ঋ থাকে, তাহা হইলে অকার ও আকারের সহিত মিলিয়া অর্ হয়; অ পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়; র পর বর্ণের মস্তকে যায়। যথা, দেব—ঋষিঃ, দেবর্ষিঃ; হিম—ঋতুঃ, হিমর্ত্তুঃ; মহা—ঋষিঃ, মহর্ষিঃ।

২৭। যদি অকার কিম্বা আকারের পর এ কিম্বা ঐ থাকে, তাহা হইলে অকার ও আকারের সহিত ঐ হয়; ঐকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, অদ্য—এব, অদ্যৈব; এক—একম্, একৈকম্; সদা—এব, সদৈব; তথা—এতৎ, তথৈতৎ। মত—ঐক্যম্, মতৈক্যম্; মহা—ঐরাবতঃ, মহৈরাবতঃ।

২৮। যদি অকার কিম্বা আকারের পর ও অথবা ঔ থাকে, তাহা হইলে অকার ও আকারের সহিত ঔ হয়; ঔকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, জল—ওঘঃ, জলৌঘঃ; মহা—ওষধিঃ, মহৌষধিঃ; চিত্ত—ঔদার্য্যম্, চিত্তৌদার্য্যম্; মহা—ঔৎসুক্যম্, মহৌৎসুক্যম্।

২৯। যদি অ আ উ এ পরে থাকে, তাহা হইলে ই এবং ঈ য হয়; য পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, যদি—অপি, যদ্যপি; ইতি—আদি, ইত্যাদি; অভি—উদয়ঃ, অভ্যুদয়ঃ; প্রতি—একম্, প্রত্যেকম্। নদী—অম্বু, নদ্যম্বু; সখী—আগতা, সখ্যাগতা।

৩০। যদি অ আ ই এ পরে থাকে, তাহা হইলে উকার স্থানে ব হয়; ব পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, অনু—অর্থঃ, অন্বর্থঃ; সু—আগতম্, স্বাগতম্; অনু—ইতঃ, অন্বিতঃ; অনু—এষণম্, অন্বেষণম্।

৩১। যদি অকার কিম্বা আকার পরে থাকে, তাহা হইলে ঋকার স্থানে র হয়; র পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, পিতৃ—অনুমতিঃ, পিত্রনুমতিঃ; পিতৃ—আলয়ঃ, পিত্রালয়ঃ।

৩২। যদি অ আ ই ঈ উ এ পরে থাকে, তাহা হইলে ঔকার স্থানে আব্ হয়। যথা, রবৌ—অস্তমিতে, রবাবস্তমিতে; গুরৌ—আগতে, গুরাবাগতে; গতৌ—ইমৌ, গতাবিমৌ; তৌ—ঈশ্বরৌ, তাবীশ্বরৌ; বিধৌ—উদিতে, বিধাবুদিতে; প্রস্থিতৌ—এতৌ, প্রস্থিতাবেতৌ।

৩৩। যদি একার কিম্বা ওকারের পর অকার থাকে তাহার লোপ হয়। যথা, প্রভো—অনুগৃহাণ, প্রভোঽনুগৃহাণ; সখে—অবধেহি, সখেঽবধেহি।

হল্ সন্ধি

৩৪। যদি চ পরে থাকে, তাহা হইলে ত স্থানে চ হয়; আর যদি জ পরে থাকে, তাহা হইলে ত স্থানে জ হয়। যথা, উৎ—চারণম্, উচ্চারণম্; সৎ—চিদানন্দঃ, সচ্চিদানন্দঃ; সৎ—জনঃ, সজ্জনঃ; তৎ—জন্যম্, তজ্জন্যম্।

৩৫। যদি ল পরে থাকে, তাহা হইলে ত এবং ন স্থানে ল হয়। যথা, এতৎ—লিখিতম্, এতল্লিখিতম্; বলবান্—লোকঃ, বলবাল্লোকঃ।

৩৬। যদি হল্ বর্ণ পরে থাকে, তাহা হইলে পদের অন্তস্থিত ম্ অনুস্বার হয়। যথা বনম্—গচ্ছ, বনংগচ্ছ; ধনম্—গৃহাণ, ধনংগৃহাণ।

৩৭। যদি স্বরবর্ণ পরে থাকে, তাহা হইলে পদের অন্তেস্থিত নকারে দ্বিত্ব হয়। যথা, হসন্—আগতঃ, হসন্নাগতঃ; পশ্যন্—এতি, পশ্যন্নেতি। কিন্তু যদি ঐ ন্ দীর্ঘ স্বরের পর থাকে, তাহা হইলে দ্বিত্ব হয় না। যথা, মহান্—আগ্রহঃ, মহানাগ্রহঃ; গুরূন্—অর্চ্চয়, গুরূনর্চ্চয়।

৩৮। যদি স্বরবর্ণের পর ছ থাকে, তাহা হইলে ঐ ছ চ্ছ হয়। যথা, গৃহ—ছিদ্রম্, গৃহচ্ছিদ্রম্; বৃক্ষ—ছায়া, বৃক্ষচ্ছায়া।

৩৯। যদি তকারের পর তালব্য শ থাকে, তাহা হইলে ত স্থানে চ ও শ স্থানে ছ হয়। যথা, উৎ—শলিতম্, উচ্ছলিতম্; এতৎ—শয়নম্, এতচ্ছয়নম্।

৪০। যদি পদের অন্তে স্থিত দন্ত্য নকারের পর চ থাকে, তাহা হইলে দুয়ের মধ্যে শ হয়, এবং ন স্থানে অনুস্বার হয়। যথা, হসন্—চলতি, হসংশ্চলতি; দীপ্তিমান্—চন্দ্রঃ, দীপ্তিমাংশ্চন্দ্রঃ।

৪১। যদি পদের অন্তে স্থিত দন্ত্য নকারের পর ত থাকে, তাহা হইলে দুয়ের মধ্যে দন্ত্য স হয়, এবং ন স্থানে অনুস্বার হয়। যথা, মহান্—তরুঃ, মহাংস্তরুঃ; হসন্—তরতি, হসংস্তরতি।

৪২। যদি দন্ত্য ন কিম্বা ম পরে থাকে, তাহা হইলে ক্ স্থানে ঙ্ এবং ত্ স্থানে ন্ হয়। যথা, দিক্—নাগঃ, দিঙ্নাগঃ; অবাক্—মুখঃ, অবাঙ্মুখঃ; জগৎ—নাথঃ, জগন্নাথঃ; তৎ—মনস্কঃ, তন্মনস্কঃ।

৪৩। যদি স্বরবর্ণ ও হব্* পরে থাকে, তাহা হইলে ক্ স্থানে গ্ হয় এবং ত্ স্থানে দ্ হয়। যথা, দিক্—অন্তঃ, দিগন্তঃ; বাক্—দানম্, বাগ্দানম্। সৎ—আশয়ঃ, সদাশয়ঃ; মহৎ—ভয়ম্, মহদ্ভয়ম্।

বিসর্গসন্ধি

৪৪। যদি চ কিম্বা ছ পরে থাকে, তাহা হইলে বিসর্গ স্থানে তালব্য শ হয়; শ চকার ও ছকারে যুক্ত হয়। যথা, পূর্ণঃ—চন্দ্রঃ, পূর্ণশ্চন্দ্রঃ; জ্যোতিঃ—চক্রম্, জ্যোতিশ্চক্রম্; মনঃ—ছলম্, মনশ্ছলম্; রবেঃ—ছবিঃ, রবেশ্ছবিঃ।

৪৫। যদি ট পরে থাকে, তাহা হইলে বিসর্গ স্থানে মূর্দ্ধন্য ষ হয়; ষ টকারে যুক্ত হয়। যথা, ধনুঃ—টঙ্কারঃ, ধনুষ্টঙ্কারঃ।

৪৬। যদি ত পরে থাকে, তাহা হইলে বিসর্গ স্থানে দন্ত্য স হয়; স তকারে যুক্ত হয়। যথা, দীর্ঘঃ—তরুঃ, দীর্ঘস্তরুঃ; ভুবঃ—তলম্, ভুবস্তলম্।

৪৭। যদি অকার কিম্বা হব্ পরে থাকে, তাহা হইলে অকারের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে উ হয়। যথা, ঘটঃ—অয়ম্, ঘটোঽয়ম্; অশ্বঃ—ধাবতি, অশ্বোধাবতি।

৪৮। যদি অকার ভিন্ন স্বর বর্ণ পরে থাকে, তাহা হইলে অকারের পরস্থিত বিসর্গের লোপ হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না। যথা, ঘটঃ—ইব, ঘটইব; গজঃ—এষঃ, গজএষঃ।

* হ য ব র ল, ঞ ণ ন ঙ ম, ঝ ঢ ধ ঘ ভ, জ ড় দ গ ব।

৪৯। যদি স্বর বর্ণ ও হব্ পরে থাকে, তাহা হইলে আকারের পরস্থিত বিসর্গের লোপ হয়। যথা, দ্বিজাঃ—আগতাঃ, দ্বিজা আগতাঃ; দ্বিজাঃ—গতাঃ, দ্বিজা গতাঃ।

৫০। যদি অকার ভিন্ন স্বর ও হল্ বর্ণ পরে থাকে, তাহা হইলে সঃ এষঃ এই দুয়ের বিসর্গের লোপ হয়। যথা, সঃ—আগতঃ, স আগতঃ; এষঃ—মানুষঃ, এষ মানুষঃ।

৫১। যদি স্বর বর্ণ অথবা হব্ পরে থাকে, তাহা হইলে ভোঃ এই পদের বিসর্গের লোপ হয়। যথা, ভোঃ—ঈশান, ভো ঈশান; ভোঃ—ব্রাহ্মণ, ভো ব্রাহ্মণ; ভোঃ—মিত্র, ভো মিত্র।

৫২। যদি স্বর বর্ণ অথবা হব্ পরে থাকে, তাহা হইলে ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ এই কয়েক বর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে র হয়; র পর বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, গতিঃ—ইয়ম্, গতিরিয়ম্; শ্রীঃ—এষা, শ্রীরেষা; পিতুঃ—বাক্যম্, পিতুর্বাক্যম্; বধূঃ—ইয়ম্, বধূরিয়ম্; কবেঃ—বাণী, কবের্ব্বাণী; পরৈঃ—বিবাদঃ, পরৈর্ব্বিবাদঃ; প্রভোঃ—আজ্ঞা, প্রভোরাজ্ঞা; গৌঃ—অয়ম্, গৌরয়ম্।

৫৩। যদি স্বর বর্ণ অথবা হব্ পরে থাকে, তাহা হইলে প্রাতঃ ভ্রাতঃ মাতঃ পিতঃ ইত্যাদি কতকগুলির বিসর্গ স্থানে র হয়। যথা, প্রাতঃ—এব, প্রাতরেব; ভ্রাতঃ—আগচ্ছ, ভ্রাতরাগচ্ছ; মাতঃ—দেহি, মাতর্দ্দেহি; পিতঃ—গৃহাণ, পিতর্গৃহাণ।

সুবন্তপ্রকরণ

৫৪। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী এই সাত বিভক্তি। শব্দের উত্তর এই সাত বিভক্তি হয়। এই বিভক্তি যুক্ত হইলে শব্দকে সুবন্ত ও পদ বলা যায়।

৫৫। এক এক বিভক্তির তিন তিন বচন, একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন। শব্দে একবচনের বিভক্তি যোগ করিলে একটী বস্তু বুঝায়; দ্বিবচনের বিভক্তি যোগ করিলে দুটী বস্তু বুঝায়; বহুবচনের বিভক্তি যোগ করিলে অনেক বস্তু বুঝায়। যেমন, ঘটশব্দের প্রথমার একবচনে ঘটঃ, দ্বিবচনে ঘটৌ, বহুবচনে ঘটাঃ। ঘটঃ বলিলে একটী ঘট বুঝায়; ঘটৌ বলিলে দুটী ঘট বুঝায়; ঘটাঃ বলিলে অনেক ঘট বুঝায়। বহুবচনে তিন অবধি পরার্দ্ধপর্য্যন্ত সকল সংখ্যাই বুঝায়।

৫৬। কোন্ শব্দে কোন্ বিভক্তি যোগ করিলে কেমন পদ হয় তাহা ক্রমে লিখিত হইতেছে। সম্বোধনেও প্রথমা বিভক্তি; কিন্তু একবচনে কিছু বিভিন্নতা আছে। এই নিমিত্ত সম্বোধনের রূপ পৃথক্ লিখিত হইবেক। যেখানে পৃথক্ না লেখা যাইবেক সেখানে কোন ভেদ নাই বুঝিতে হইবেক।

স্বরান্তশব্দ

পুংলিঙ্গ

অকারান্ত—ঘটশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ঘটঃ	ঘটৌ	ঘটাঃ
দ্বিতীয়া	ঘটম্	ঘটৌ	ঘটান্
তৃতীয়া	ঘটেন	ঘটাভ্যাম্	ঘটৈঃ
চতুর্থী	ঘটায়	ঘটাভ্যাম্	ঘটেভ্যঃ
পঞ্চমী	ঘটাৎ	ঘটাভ্যাম্	ঘটেভ্যঃ
ষষ্ঠী	ঘটস্য	ঘটয়োঃ	ঘটানাম্
সপ্তমী	ঘটে	ঘটয়োঃ	ঘটেষু
সম্বোধন	ঘট	ঘটৌ	ঘটাঃ

প্রায় সমুদায় অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ ঘট শব্দের ন্যায়।

ইকারান্ত—অগ্নিশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	অগ্নিঃ	অগ্নী	অগ্নয়ঃ
দ্বিতীয়া	অগ্নিম্	অগ্নী	অগ্নীন্
তৃতীয়া	অগ্নিনা	অগ্নিভ্যাম্	অগ্নিভিঃ
চতুর্থী	অগ্নয়ে	অগ্নিভ্যাম্	অগ্নিভ্যঃ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
পঞ্চমী	অগ্নেঃ	অগ্নিভ্যাম্	অগ্নিভ্যঃ
ষষ্ঠী	অগ্নেঃ	অগ্ন্যোঃ	অগ্নীনাম্
সপ্তমী	অগ্নৌ	অগ্ন্যোঃ	অগ্নিষু
সম্বোধন	অগ্নে	অগ্নী	অগ্নয়ঃ

সখি পতি ভিন্ন প্রায় সমুদায় ইকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ অগ্নিশব্দের ন্যায়

সখিশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সখা	সখায়ৌ	সখায়ঃ
দ্বিতীয়া	সখায়ম্	সখায়ৌ	সখীন্
তৃতীয়া	সখ্যা	সখিভ্যাম্	সখিভিঃ
চতুর্থী	সখ্যে	সখিভ্যাম্	সখিভ্যঃ
পঞ্চমী	সখ্যুঃ	সখিভ্যাম্	সখিভ্যঃ
ষষ্ঠী	সখ্যুঃ	সখ্যোঃ	সখীনাম্
সপ্তমী	সখ্যৌ	সখ্যোঃ	সখিষু
সম্বোধন	সখে	সখায়ৌ	সখায়ঃ

পতিশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	পতিঃ	পতী	পতয়ঃ
দ্বিতীয়া	পতিম্	পতী	পতীন্
তৃতীয়া	পত্যা	পতিভ্যাম্	পতিভিঃ
চতুর্থী	পত্যে	পতিভ্যাম্	পতিভ্যঃ
পঞ্চমী	পত্যুঃ	পতিভ্যাম্	পতিভ্যঃ
ষষ্ঠী	পত্যুঃ	পত্যোঃ	পতীনাম্
সপ্তমী	পত্যৌ	পত্যোঃ	পতিষু
সম্বোধন	পতে	পতী	পতয়ঃ

ঈকারান্ত—সুধীশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সুধীঃ	সুধিয়ৌ	সুধিয়ঃ
দ্বিতীয়া	সুধিয়ম	সুধিয়ৌ	সুধিয়ঃ
তৃতীয়া	সুধিয়া	সুধীভ্যাম্	সুধীভিঃ
চতুর্থী	সুধিয়ে	সুধীভ্যাম্	সুধীভ্যঃ
পঞ্চমী	সুধিয়ঃ	সুধীভ্যাম্	সুধীভ্যঃ
ষষ্ঠী	সুধিয়ঃ	সুধিয়োঃ	সুধিয়াম্
সপ্তমী	সুধিয়ি	সুধিয়োঃ	সুধীষু

অনেক পুংলিঙ্গ ঈকারান্ত শব্দ সুধী শব্দের ন্যায়।

উকারান্ত—সাধুশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সাধুঃ	সাধূ	সাধবঃ
দ্বিতীয়া	সাধুম্	সাধূ	সাধূন্
তৃতীয়া	সাধুনা	সাধুভ্যাম্	সাধুভিঃ
চতুর্থী	সাধবে	সাধুভ্যাম্	সাধুভ্যঃ
পঞ্চমী	সাধোঃ	সাধুভ্যাম্	সাধুভ্যঃ
ষষ্ঠী	সাধোঃ	সাধ্বোঃ	সাধূনাম্
সপ্তমী	সাধৌ	সাধ্বোঃ	সাধুষু
সম্বোধন	সাধো	সাধূ	সাধবঃ

প্রায় সমুদায় পুংলিঙ্গ উকারান্ত শব্দ সাধু শব্দের ন্যায়।

ঋকারান্ত—দাতৃশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	দাতা	দাতারৌ	দাতারঃ
দ্বিতীয়া	দাতারম্	দাতারৌ	দাতৄন্

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
তৃতীয়া	দাত্রা	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভিঃ
চতুর্থী	দাত্রে	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভ্যঃ
পঞ্চমী	দাতুঃ	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভ্যঃ
ষষ্ঠী	দাতুঃ	দাত্রোঃ	দাতৄণাম্
সপ্তমী	দাতরি	দাত্রোঃ	দাতৃষু
সম্বোধন	দাতঃ	দাতারৌ	দাতারঃ

পিতৃ ভ্রাতৃ জামাতৃ প্রভৃতি কয়েকটি ভিন্ন সমুদায় ঋকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ দাতৃ শব্দের ন্যায়।

পিতৃশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	পিতা	পিতরৌ	পিতরঃ
দ্বিতীয়া	পিতরম্	পিতরৌ	
সম্বোধন	পিতঃ	পিতরৌ	পিতরঃ

এতৎ ভিন্ন সকল বিভক্তিতেই দাতৃ শব্দের ন্যায়।

ভ্রাতৃ ও জামাতৃ শব্দ অবিকল পিতৃশব্দের ন্যায়।

ওকারান্ত—গোশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	গৌঃ	গাবৌ	গাবঃ
দ্বিতীয়া	গাম্	গাবৌ	গাঃ
তৃতীয়া	গবা	গোভ্যাম্	গোভিঃ
চতুর্থী	গবে	গোভ্যাম্	গোভ্যঃ
পঞ্চমী	গোঃ	গোভ্যাম্	গোভ্যঃ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
ষষ্ঠী	গোঃ	গবোঃ	গবাম্
সপ্তমী	গবি	গবোঃ	গোষু

সমুদায় পুংলিঙ্গ ওকারান্ত শব্দ এইরূপ।

স্ত্রীলিঙ্গ

আকারান্ত—বিদ্যাশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	বিদ্যা	বিদ্যে	বিদ্যাঃ
দ্বিতীয়া	বিদ্যাম্	বিদ্যে	বিদ্যাঃ
তৃতীয়া	বিদ্যয়া	বিদ্যাভ্যাম্	বিদ্যাভিঃ
চতুর্থী	বিদ্যায়ৈ	বিদ্যাভ্যাম্	বিদ্যাভ্যঃ
পঞ্চমী	বিদ্যায়াঃ	বিদ্যাভ্যাম্	বিদ্যাভ্যঃ
ষষ্ঠী	বিদ্যায়াঃ	বিদ্যয়োঃ	বিদ্যানাম্
সপ্তমী	বিদ্যায়াম্	বিদ্যয়োঃ	বিদ্যাসু
সম্বোধন	বিদ্যে	বিদ্যে	বিদ্যাঃ

প্রায় সমুদায় আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ এইরূপ।

ইকারান্ত—মতিশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মতিঃ	মতী	মতয়ঃ
দ্বিতীয়া	মতিম্	মতী	মতীঃ
তৃতীয়া	মত্যা	মতিভ্যাম্	মতিভিঃ
চতুর্থী	মত্যৈ, মতয়ে	মতিভ্যাম্	মতিভ্যঃ
পঞ্চমী	মত্যাঃ, মতেঃ	মতিভ্যাম্	মতিভ্যঃ
ষষ্ঠী	মত্যাঃ, মতেঃ	মত্যোঃ	মতীনাম্

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
সপ্তমী	মত্যাম্, মতৌ	মত্যোঃ	মতিষু
সম্বোধন	মতে	মতী	মতয়ঃ

প্রায় সমুদায় ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ এইরূপ।

ঈকারান্ত—নদীশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	নদী	নদ্যৌ	নদ্যঃ
দ্বিতীয়া	নদীম্	নদ্যৌ	নদীঃ
তৃতীয়া	নদ্যা	নদীভ্যাম্	নদীভিঃ
চতুর্থী	নদ্যৈ	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
পঞ্চমী	নদ্যাঃ	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
ষষ্ঠী	নদ্যাঃ	নদ্যোঃ	নদীনাম্
সপ্তমী	নদ্যাম্	নদ্যোঃ	নদীষু
সম্বোধন	নদি	নদ্যৌ	নদ্যঃ

শ্রীশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	শ্রীঃ	শ্রিয়ৌ	শ্রিয়ঃ
দ্বিতীয়া	শ্রিয়ম্	শ্রিয়ৌ	শ্রিয়ঃ
তৃতীয়া	শ্রিয়া	শ্রীভ্যাম্	শ্রীভিঃ
চতুর্থী	শ্রিয়ৈ, শ্রিয়ে	শ্রীভ্যাম্	শ্রীভ্যঃ
পঞ্চমী	শ্রিয়াঃ, শ্রিয়ঃ	শ্রীভ্যাম্	শ্রীভ্যঃ
ষষ্ঠী	শ্রিয়াঃ, শ্রিয়ঃ	শ্রিয়োঃ	শ্রীণাম্, শ্রিয়াম্
সপ্তমী	শ্রিয়াম্, শ্রিয়ি	শ্রিয়োঃ	শ্রীষু

দীর্ঘ ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের মধ্যে কতকগুলি নদী শব্দের মত কতকগুলি শ্রীশব্দের মত।

উকারান্ত—ধেনুশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ধেনুঃ	ধেনূ	ধেনবঃ
দ্বিতীয়া	ধেনুম্	ধেনূ	ধেনূঃ
তৃতীয়া	ধেন্বা	ধেনুভ্যাম্	ধেনুভিঃ
চতুর্থী	ধেন্বৈ, ধেনবে	ধেনুভ্যাম্	ধেনুভ্যঃ
পঞ্চমী	ধেন্বাঃ, ধেনোঃ	ধেনুভ্যাম্	ধেনুভ্যঃ
ষষ্ঠী	ধেন্বাঃ, ধেনোঃ	ধেন্বোঃ	ধেনূনাম্
সপ্তমী	ধেন্বাম্, ধেনৌ	ধেন্বোঃ	ধেনুষু
সম্বোধন	ধেনো		

সমুদায় হ্রস্ব উকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের এই রূপ।

ঊকারান্ত—বধূশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	বধূঃ	বধ্বৌ	বধ্বঃ
দ্বিতীয়া	বধূম্	বধ্বৌ	বধূঃ
তৃতীয়া	বধ্বা	বধূভ্যাম্	বধূভিঃ
চতুর্থী	বধ্বৈ	বধূভ্যাম্	বধূভ্যঃ
পঞ্চমী	বধ্বাঃ	বধূভ্যাম্	বধূভ্যঃ
ষষ্ঠী	বধ্বাঃ	বধ্বোঃ	বধূনাম্
সপ্তমী	বধ্বাম্	বধ্বোঃ	বধূষু
সম্বোধন	বধু		

ভ্রূশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ভ্রূঃ	ভ্রুবৌ	ভ্রুবঃ
দ্বিতীয়া	ভ্রুবম্	ভ্রুবৌ	ভ্রুবঃ
তৃতীয়া	ভ্রুবা	ভ্রূভ্যাম্	ভ্রূভিঃ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
চতুর্থী	ভ্রুবে	ভ্রূভ্যাম্	ভ্রূভ্যঃ
পঞ্চমী	ভ্রুবঃ	ভ্রূভ্যাম্	ভ্রূভ্যঃ
ষষ্ঠী	ভ্রুবঃ	ভ্রুবোঃ	ভ্রুবাম্
সপ্তমী	ভ্রুবি	ভ্রুবোঃ	ভ্রূষু

দীর্ঘ উকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের মধ্যে কতকগুলি বধূ শব্দের মত কতকগুলি ভ্রূ শব্দের ন্যায়।

ঋকারান্ত—মাতৃশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মাতা	মাতরৌ	মাতরঃ
দ্বিতীয়া	মাতরম্	মাতরৌ	মাতৄঃ
তৃতীয়া	মাত্রা	মাতৃভ্যাম্	মাতৃভিঃ
চতুর্থী	মাত্রে	মাতৃভ্যাম্	মাতৃভ্যঃ
পঞ্চমী	মাতুঃ	মাতৃভ্যাম্	মাতৃভ্যঃ
ষষ্ঠী	মাতুঃ	মাত্রোঃ	মাতৄণাম্
সপ্তমী	মাতরি	মাত্রোঃ	মাতৃষু
সম্বোধন	মাতঃ		

স্বসৃশব্দ ভিন্ন সমুদায় ঋকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের এই রূপ।

স্বসৃশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	স্বসা	স্বসারৌ	স্বসারঃ
দ্বিতীয়া	স্বসারম্	স্বসারৌ	

এ ভিন্ন আর সকল বিভক্তিতেই মাতৃশব্দের তুল্য

ক্লীবলিঙ্গ

অকারান্ত—ফলশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ফলম্	ফলে	ফলানি
দ্বিতীয়া	ফলম্	ফলে	ফলানি
সম্বোধন	ফল		

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গ অকারান্ত শব্দের তুল্য। প্রায় সমুদায় অকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের এই রূপ।

ইকারান্ত—বারিশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	বারি	বারিণী	বারীণি
দ্বিতীয়া	বারি	বারিণী	বারীণি
তৃতীয়া	বারিণা	বারিভ্যাম্	বারিভিঃ
চতুর্থী	বারিণে	বারিভ্যাম্	বারিভ্যঃ
পঞ্চমী	বারিণঃ	বারিভ্যাম্	বারিভ্যঃ
ষষ্ঠী	বারিণঃ	বারিণোঃ	বারীণাম্
সপ্তমী	বারিণি	বারিণোঃ	বারিষু

দধি প্রভৃতি কয়েক শব্দ ভিন্ন প্রায় সমুদায় হ্রস্ব ইকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের এই রূপ।

দধিশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	দধি	দধিনী	দধীনি
দ্বিতীয়া	দধি	দধিনী	দধীনি
তৃতীয়া	দধ্না	দধিভ্যাম্	দধিভিঃ
চতুর্থী	দধ্নে	দধিভ্যাম্	দধিভ্যঃ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
পঞ্চমী	দধ্নঃ	দধিভ্যাম্	দধিভ্যঃ
ষষ্ঠী	দধ্নঃ	দধ্নোঃ	দধ্নাম্
সপ্তমী	দধ্নি, দধনি	দধ্নোঃ	দধিষু

অক্ষি অস্থি ও সক্‌থি শব্দ অবিকল এইরূপ।

উকারান্ত—মধুশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মধু	মধুনী	মধূনি
দ্বিতীয়া	মধু	মধুনী	মধূনি
তৃতীয়া	মধুনা	মধুভ্যাম্	মধুভিঃ
চতুর্থী	মধুনে	মধুভ্যাম্	মধুভ্যঃ
পঞ্চমী	মধুনঃ	মধুভ্যাম্	মধুভ্যঃ
ষষ্ঠী	মধুনঃ	মধুনোঃ	মধূনাম্
সপ্তমী	মধুনি	মধুনোঃ	মধুষু

প্রায় সমুদায় হ্রস্ব উকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের এই রূপ

হলন্তশব্দ

পুংলিঙ্গ

জকারান্ত—দেবরাজ্‌শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	দেবরাট্, দেবরাড্	দেবরাজৌ	দেবরাজঃ
দ্বিতীয়া	দেবরাজম্	দেবরাজৌ	দেবরাজঃ
তৃতীয়া	দেবরাজা	দেবরাড্ভ্যাম্	দেবরাডভিঃ
চতুর্থী	দেবরাজে	দেবরাড্ভ্যাম্	দেবরাড্ভ্যঃ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
পঞ্চমী	দেবরাজঃ	দেবরাড্‌ভ্যাম্	দেবরাড্‌ভ্যঃ
	দেবরাজঃ	দেবরাজোঃ	দেবরাজাম্
সপ্তমী	দেবরাজি	দেবরাজোঃ	দেবরাট্‌সু

প্রায় সমুদায় জকারান্ত শব্দ দেবরাজ্ শব্দের ন্যায়।

তকারান্ত—শ্রীমৎশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	শ্রীমান্	শ্রীমন্তৌ	শ্রীমন্তঃ
দ্বিতীয়া	শ্রীমন্তম্	শ্রীমন্তৌ	শ্রীমতঃ
তৃতীয়া	শ্রীমতা	শ্রীমদ্ভ্যাম্	শ্রীমদ্ভিঃ
চতুর্থী	শ্রীমতে	শ্রীমদ্ভ্যাম্	শ্রীমদ্ভ্যঃ
পঞ্চমী	শ্রীমতঃ	শ্রীমদ্ভ্যাম্	শ্রীমদ্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	শ্রীমতঃ	শ্রীমতোঃ	শ্রীমতাম্
সপ্তমী	শ্রীমতি	শ্রীমতোঃ	শ্রীমৎসু
সম্বোধন	শ্রীমন্		

ধাবৎশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ধাবন্	ধাবন্তৌ	ধাবন্তঃ
দ্বিতীয়া	ধাবন্তম্	ধাবন্তৌ	ধাবতঃ
তৃতীয়া	ধাবতা	ধাবদ্ভ্যাম্	ধাবদ্ভিঃ
চতুর্থী	ধাবতে	ধাবদ্ভ্যাম্	ধাবদ্ভ্যঃ
পঞ্চমী	ধাবতঃ	ধাবদ্ভ্যাম্	ধাবদ্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	ধাবতঃ	ধাবতোঃ	ধাবতাম্
সপ্তমী	ধাবতি	ধাবতোঃ	ধাবৎসু

তকারান্ত শব্দের মধ্যে কতকগুলি শ্রীমৎ শব্দের ন্যায় কতকগুলি ধাবৎ শব্দের ন্যায়। ভবৎ শব্দ ধাবৎ শব্দের তুল্য; কিন্তু যখন তুমি অর্থে প্রয়োগ হয় তখন শ্রীমৎ শব্দের ন্যায়। মহৎ শব্দ ধাবৎ শব্দের তুল্য কেবল প্রথমা ও দ্বিতীয়াতে বিশেষ আছে।

মহৎশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মহান্	মহান্তৌ	মহান্ত
দ্বিতীয়া	মহান্তম্	মহান্তৌ	

নকারান্ত—লঘিমন্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	লঘিমা	লঘিমানৌ	লঘিমানঃ
দ্বিতীয়া	লঘিমানম্	লঘিমানৌ	লঘিম্নঃ
তৃতীয়া	লঘিম্না	লঘিমভ্যাম্	লঘিমভি
চতুর্থী	লঘিম্নে	লঘিমভ্যাম্	লঘিমভ্য
পঞ্চমী	লঘিম্নঃ	লঘিমভ্যাম্	লঘিমভ্যঃ
ষষ্ঠী	লঘিম্নঃ	লঘিম্নোঃ	লঘিম্নাম্
সপ্তমী	লঘিম্নি, লঘিমনি	লঘিম্নোঃ	লঘিমসু
সম্বোধন	লঘিমন		

যজ্বন্ যুবন্ প্রভৃতি কতকগুলি ভিন্ন প্রায় সমুদায় নকারান্ত শব্দ লঘিমন্ শব্দের ন্যায়।

যজ্বন্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যজ্বা	যজ্বানৌ	যজ্বান
দ্বিতীয়া	যজ্বানম্	যজ্বানৌ	যজ্বনঃ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
তৃতীয়া	যজ্বনা	যজ্বভ্যাম্	যজ্বভিঃ
চতুর্থী	যজ্বনে	যজ্বভ্যাম্	যজ্বভ্যঃ
পঞ্চমী	যজ্বনঃ	যজ্বভ্যাম্	যজ্বভ্যঃ
ষষ্ঠী	যজ্বনঃ	যজ্বনোঃ	যজ্বনাম্
সপ্তমী	যজ্বনি	যজ্বনোঃ	যজ্বসু
সম্বোধন	যজ্বন		

যত নকারান্ত শব্দের নকারের পূর্ব্বে ম এবং ব সংযুক্ত বর্ণ থাকে প্রায় সেই সমুদায় শব্দ যজ্বন্ শব্দের ন্যায়।

যুবন্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যুবা	যুবানৌ	যুবানঃ
দ্বিতীয়া	যুবানম্	যুবানৌ	যূনঃ
তৃতীয়া	যূনা	যুবভ্যাম্	যুবভিঃ
চতুর্থী	যূনে	যুবভ্যাম্	যুবভ্যঃ
পঞ্চমী	যূনঃ	যুবভ্যাম্	যুবভ্যঃ
ষষ্ঠী	যূনঃ	যূনোঃ	যূনাম
সপ্তমী	যূনি	যূনোঃ	যুবসু
সম্বোধন	যুবন্		

রাজন্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	রাজা	রাজানৌ	রাজানঃ
দ্বিতীয়া	রাজানম্	রাজানৌ	রাজ্ঞঃ
তৃতীয়া	রাজ্ঞা	রাজভ্যাম্	রাজভিঃ
চতুর্থী	রাজ্ঞে	রাজভ্যাম	রাজভ্যঃ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
পঞ্চমী	রাজ্ঞঃ	রাজভ্যাম্	রাজভ্যঃ
ষষ্ঠী	রাজ্ঞঃ	রাজ্ঞোঃ	রাজ্ঞাম্
সপ্তমী	রাজ্ঞি, রাজনি	রাজ্ঞোঃ	রাজসু
সম্বোধন	রাজন		

গুণিন্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	গুণী	গুণিনৌ	গুণিনঃ
দ্বিতীয়া	গুণিনম্	গুণিনৌ	গুণিনঃ
তৃতীয়া	গুণিনা	গুণিভ্যাম্	গুণিভিঃ
চতুর্থী	গুণিনে	গুণিভ্যাম্	গুণিভ্যঃ
পঞ্চমী	গুণিনঃ	গুণিভ্যাম্	গুণিভ্যঃ
ষষ্ঠী	গুণিনঃ	গুণিনোঃ	গুণিনাম্
সপ্তমী	গুণিনি	গুণিনোঃ	গুণিষু
সম্বোধন	গুণিন		

প্রায় সমুদায় ইন্ ভাগান্ত শব্দ গুণিন্ শব্দের ন্যায়

পথিন্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	পন্থাঃ	পন্থানৌ	পন্থানঃ
দ্বিতীয়া	পন্থানম্	পন্থানৌ	পথঃ
তৃতীয়া	পথা	পথিভ্যাম্	পথিভিঃ
চতুর্থী	পথে	পথিভ্যাম্	পথিভ্যঃ
পঞ্চমী	পথঃ	পথিভ্যাম্	পথিভ্যঃ
ষষ্ঠী	পথঃ	পথোঃ	পথাম্
সপ্তমী	পথি	পথোঃ	

সকারান্ত—বেধস্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	বেধাঃ	বেধসৌ	বেধসঃ
দ্বিতীয়া	বেধসম্	বেধসৌ	বেধসঃ
তৃতীয়া	বেধসা	বেধোভ্যাম্	বেধোভিঃ
চতুর্থী	বেধসে	বেধোভ্যাম্	বেধোভ্যঃ
পঞ্চমী	বেধসঃ	বেধোভ্যাম্	বেধোভ্যঃ
ষষ্ঠী	বেধসঃ	বেধসোঃ	বেধসাম্
সপ্তমী	বেধসি	বেধসোঃ	বেধঃসু
সম্বোধন	বেধঃ		

বিদ্বস্ পুম্স্ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ভিন্ন প্রায় সমুদায় দন্ত্য সকারান্ত শব্দ এইরূপ

বিদ্বস্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	বিদ্বান্	বিদ্বাংসৌ	বিদ্বাংসঃ
দ্বিতীয়া	বিদ্বাংসম্	বিদ্বাংসৌ	বিদুষঃ
তৃতীয়া	বিদুষা	বিদ্বদ্ভ্যাম্	বিদ্বদ্ভিঃ
চতুর্থী	বিদুষে	বিদ্বদ্ভ্যাম্	বিদ্বদ্ভ্যঃ
পঞ্চমী	বিদুষঃ	বিদ্বদ্ভ্যাম্	বিদ্বদ্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	বিদুষঃ	বিদুষোঃ	বিদুষাম্
সপ্তমী	বিদুষি	বিদুষোঃ	বিদ্বৎসু
সম্বোধন	বিদ্বন্		

যাবতীয় বস্ ভাগান্ত শব্দ বিদ্বস্ শব্দের তুল্য।

পুম্স্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	পুমান্	পুমাংসৌ	পুমাংসঃ
দ্বিতীয়া	পুমাংসম্	পুমাংসৌ	পুংসঃ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
তৃতীয়া	পুংসা	পুংভ্যাম্	পুংভিঃ
চতুর্থী	পুংসে	পুংভ্যাম্	পুংভ্যঃ
পঞ্চমী	পুংসঃ	পুংভ্যাম্	পুংভ্যঃ
ষষ্ঠী	পুংসঃ	পুংসোঃ	পুংসাম্
সপ্তমী	পুংসি	পুংসোঃ	পুংসু
সম্বোধন	পুমন্		

হকারান্ত—তুরাসাহ্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	তুরাষাট্ / তুরাষাড্	তুরাসাহৌ	তুরাসাহঃ
দ্বিতীয়া	তুরাসাহম্	তুরাসাহৌ	তুরাসাহঃ
তৃতীয়া	তুরাসাহা	তুরাষাড্ভ্যাম্	তুরাষাড্ভি
চতুর্থী	তুরাসাহে	তুরাষাড্ভ্যাম্	তুরাষাড্ভ্যঃ
পঞ্চমী	তুরাসাহঃ	তুরাষাড্ভ্যাম্	তুরাষাড্ভ্য
ষষ্ঠী	তুরাসাহঃ	তুরাসাহোঃ	তুরাসাহাম্
সপ্তমী	তুরাসাহি	তুরাসাহোঃ	তুরাষাট্সু / তুরাষাড্সু

স্ত্রীলিঙ্গ

চকারান্ত—বাচ্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	বাক্	বাচৌ	বাচঃ
দ্বিতীয়া	বাচম্	বাচৌ	বাচঃ
তৃতীয়া	বাচা	বাগ্ভ্যাম্	বাগ্ভিঃ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
চতুর্থী	বাচে	বাগ্‌ভ্যাম্	বাগ্‌ভ্যঃ
পঞ্চমী	বাচঃ	বাগ্‌ভ্যাম্	বাগ্‌ভ্যঃ
ষষ্ঠী	বাচঃ	বাচোঃ	বাচাম্
সপ্তমী	বাচি	বাচোঃ	বাক্ষু

অন্য অন্য শব্দের সহিত যোগ করিলে বাচ্ শব্দ পুংলিঙ্গও হয়। তখনও এইরূপ।

দকারান্ত--আপদ্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	আপৎ	আপদৌ	আপদঃ
দ্বিতীয়া	আপদম্	আপদৌ	আপদঃ
তৃতীয়া	আপদা	আপদ্ভ্যাম্	আপদ্ভিঃ
চতুর্থী	আপদে	আপদ্ভ্যাম্	আপদ্ভ্যঃ
পঞ্চমী	আপদঃ	আপদ্ভ্যাম্	আপদ্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	আপদঃ	আপদোঃ	আপদাম্
সপ্তমী	আপদি	আপদোঃ	আপৎসু

অন্য অন্য শব্দের সহিত যোগ করিলে আপদ্ শব্দ পুংলিঙ্গও হয়। তখনও এইরূপ
প্রায় সমুদায় পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ দকারান্ত শব্দ আপদ্ শব্দের ন্যায়।

পকারান্ত—অপ্ শব্দ

অপ্ শব্দ কেবল বহুবনে হয়

	বহুবচন
প্রথমা	আপঃ
দ্বিতীয়া	অপঃ
তৃতীয়া	অদ্ভিঃ
চতুর্থী	অদ্ভ্যঃ

	বহুবচন
পঞ্চমী	অদ্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	অপাম্
সপ্তমী	অপ্সু

ক্লীবলিঙ্গ

তকারান্ত—শ্রীমৎ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	শ্রীমৎ	শ্রীমতী	শ্রীমন্তি
দ্বিতীয়া	শ্রীমৎ	শ্রীমতী	শ্রীমন্তি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের মত। প্রায় সমুদায় তকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ শ্রীমৎ শব্দের ন্যায়।

মহৎ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মহৎ	মহতী	মহান্তি
দ্বিতীয়া	মহৎ	মহতী	মহান্তি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের ন্যায়।

নকারান্ত—ধামন্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ধাম	ধাম্নী, ধামনী	ধামানি
দ্বিতীয়া	ধাম	ধাম্নী, ধামনী	ধামানি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গ লঘিমন্ শব্দের তুল্য। প্রায় সমুদায় নকারান্ত শব্দ এইরূপ।

কর্ম্মন্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কর্ম্ম	কর্ম্মণী	কর্ম্মাণি
দ্বিতীয়া	কর্ম্ম	কর্ম্মণী	কর্ম্মাণি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গ যজ্বন্ শব্দের ন্যায়

অহন্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	অহঃ	অহ্নী, অহনী	অহানি
দ্বিতীয়া	অহঃ	অহ্নী, অহনী	অহানি
তৃতীয়া	অহ্না	অহোভ্যাম্	অহোভি
চতুর্থী	অহ্নে	অহোভ্যাম্	অহোভ্য
পঞ্চমী	অহ্নঃ	অহোভ্যাম্	অহোভ্য
ষষ্ঠী	অহ্নঃ	অহ্নোঃ	অহ্নাম্
সপ্তমী	অহ্নি, অহনি	অহ্নোঃ	অহঃসু

সকারান্ত—পয়স শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	পয়ঃ	পয়সী	পয়াংসি
দ্বিতীয়া	পয়ঃ	পয়সী	পয়াংসি

আর আর বিভক্তিতে বেধস্ শব্দের ন্যায়। প্রায় সমুদায় সকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ এইরূপ।

ধনুস্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ধনুঃ	ধনুষী	ধনূংষি
দ্বিতীয়া	ধনুঃ	ধনুষী	ধনূংষি

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
তৃতীয়া	ধনুষা	ধনুর্ভ্যাম্	ধনুর্ভিঃ
চতুর্থী	ধনুষে	ধনুর্ভ্যাম্	ধনুর্ভ্যঃ
পঞ্চমী	ধনুষঃ	ধনুর্ভ্যাম্	ধনুর্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	ধনুষঃ	ধনুষোঃ	ধনুষাম্
সপ্তমী	ধনুষি	ধনুষোঃ	ধনুঃষু

সর্ব্বনাম

সর্ব্বশব্দ

পুংলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সর্ব্বঃ	সর্ব্বৌ	সর্ব্বে
দ্বিতীয়া	সর্ব্বম্	সর্ব্বৌ	সর্ব্বান্
তৃতীয়া	সর্ব্বেণ	সর্ব্বাভ্যাম্	সর্ব্বৈঃ
চতুর্থী	সর্ব্বস্মৈ	সর্ব্বাভ্যাম্	সর্ব্বেভ্যঃ
পঞ্চমী	সর্ব্বস্মাৎ	সর্ব্বাভ্যাম্	সর্ব্বেভ্যঃ
ষষ্ঠী	সর্ব্বস্য	সর্ব্বয়োঃ	সর্ব্বেষাম্
সপ্তমী	সর্ব্বস্মিন্	সর্ব্বয়োঃ	সর্ব্বেষু

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সর্ব্বম্	সর্ব্বে	সর্ব্বাণি
দ্বিতীয়া	সর্ব্বম্	সর্ব্বে	সর্ব্বাণি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের মত।

	একবচন	দ্বিবচন	বহুচবন
প্রথমা	সর্ব্বা	সর্ব্বে	সর্ব্বাঃ
দ্বিতীয়া	সর্ব্বাম্	সর্ব্বে	সর্ব্বাঃ
তৃতীয়া	সর্ব্বয়া	সর্ব্বাভ্যাম্	সর্ব্বাভিঃ
চতুর্থী	সর্ব্বস্যৈ	সর্ব্বাভ্যাম্	সর্ব্বাভ্যঃ
পঞ্চমী	সর্ব্বস্যাঃ	সর্ব্বাভ্যাম্	সর্ব্বাভ্যঃ
ষষ্ঠী	সর্ব্বস্যাঃ	সর্ব্বয়োঃ	সর্ব্বাসাম্
সপ্তমী	সর্ব্বস্যাম্	সর্ব্বয়োঃ	সর্ব্বাসু

অন্য শব্দ ঠিক্ সর্ব্ব শব্দের মত কেবল ক্লীবলিঙ্গে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচনে অন্যৎ এই পদ হয়।

পূর্ব্ব শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	পূর্বঃ	পূর্বৌ	পূর্বে, পূর্বা
দ্বিতীয়া	পূর্বম্	পূর্বৌ	পূর্বান্
তৃতীয়া	পূর্বেণ	পূর্বাভ্যাম্	পূর্বৈঃ
চতুর্থী	পূর্বস্মৈ	পূর্বাভ্যাম্	পূর্বেভ্যঃ
পঞ্চমী	পূর্বস্মাৎ, পূর্বাৎ	পূর্বাভ্যাম্	পূর্বেভ্যঃ
ষষ্ঠী	পূর্বস্য	পূর্বয়োঃ	পূর্বেষাম্
সপ্তমী	পূর্বস্মিন্, পূর্বে	পূর্বয়োঃ	পূর্বেষু

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	পূর্বম্	পূর্বে	পূর্বাণি
দ্বিতীয়া	পূর্বম্	পূর্বে	পূর্বাণি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের মত। স্ত্রীলিঙ্গে ঠিক্ সর্ব্ব শব্দের ন্যায় কোন ভেদ নাই। পর, অপর, দক্ষিণ, উত্তর প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ পূর্ব্বশব্দের তুল্য।

অস্মদ্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	অহম্	আবাম্	বয়ম্
দ্বিতীয়া	মাম্, মা	আবাম্, নৌ	অস্মান্, নঃ
তৃতীয়া	ময়া	আবাভ্যাম্	অস্মাভিঃ
চতুর্থী	মহ্যম্, মে	আবাভ্যাম্, নৌ	অস্মভ্যম্, ন
পঞ্চমী	মৎ	আবাভ্যাম্	অস্মৎ
ষষ্ঠী	মম, মে	আবয়োঃ, নৌ	অস্মাকম্, ন
সপ্তমী	ময়ি	আবয়োঃ	অস্মাসু

তিন লিঙ্গেই সমান কোন ভেদ নাই।

যুষ্মদ্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ত্বম্	যুবাম্	যূয়ম্
দ্বিতীয়া	ত্বাম্, ত্বা	যুবাম্, বাম্	যুষ্মান্, বঃ
তৃতীয়া	ত্বয়া	যুবাভ্যাম্	যুষ্মাভিঃ
চতুর্থী	তুভ্যম্, তে	যুবাভ্যাম্, বাম্	যুষ্মভ্যম্, বঃ
পঞ্চমী	ত্বৎ	যুবাভ্যাম্	যুষ্মৎ
ষষ্ঠী	তব, তে	যুবয়োঃ, বাম্	যুষ্মাকম্, বঃ
সপ্তমী	ত্বয়ি	যুবয়োঃ	যুষ্মাসু

তিন লিঙ্গেই সমান কোন ভেদ নাই

ইদম্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	অয়ম্	ইমৌ	ইমে
দ্বিতীয়া	ইমম্	ইমৌ	ইমান্
তৃতীয়া	অনেন	আভ্যাম্	এভিঃ
চতুর্থী	অস্মৈ	আভ্যাম্	এভ্যঃ
পঞ্চমী	অস্মাৎ	আভ্যাম্	এভ্যঃ
ষষ্ঠী	অস্য	অনয়োঃ	এষাম্
সপ্তমী	অস্মিন্	অনয়োঃ	এষু

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ইদম্	ইমে	ইমানি
দ্বিতীয়া	ইদম্	ইমে	ইমানি

আর আর বিভক্তিতে ঠিক্ পুংলিঙ্গের মত।

স্ত্রীলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ইয়ম্	ইমে	ইমাঃ
দ্বিতীয়া	ইমাম্	ইমে	ইমাঃ
তৃতীয়া	অনয়া	আভ্যাম্	আভিঃ
চতুর্থী	অস্যৈ	আভ্যাম্	আভ্যঃ
পঞ্চমী	অস্যাঃ	আভ্যাম্	আভ্যঃ
ষষ্ঠী	অস্যাঃ	অনয়োঃ	আসাম্
সপ্তমী	অস্যাম্	অনয়োঃ	আসু

কিম্ শব্দ

পুংলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কঃ	কৌ	কে
দ্বিতীয়া	কম্	কৌ	কান্
তৃতীয়া	কেন	কাভ্যাম্	কৈঃ
চতুর্থী	কস্মৈ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
পঞ্চমী	কস্মাৎ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
ষষ্ঠী	কস্য	কয়োঃ	কেষাম
সপ্তমী	কস্মিন	কয়োঃ	কেষু

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কিম্	কে	কানি
দ্বিতীয়া	কিম্	কে	কানি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের মত।

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কা	কে	কাঃ
দ্বিতীয়া	কাম্	কে	কাঃ
তৃতীয়া	কয়া	কাভ্যাম্	কাভিঃ
চতুর্থী	কস্যৈ	কাভ্যাম্	কাভ্যঃ
পঞ্চমী	কস্যাঃ	কাভ্যাম্	কাভ্যঃ
ষষ্ঠী	কস্যাঃ	কয়োঃ	কাসাম্
সপ্তমী	কস্যাম্	কয়োঃ	কাসু

যদ্ শব্দ

পুংলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যঃ	যৌ	যে
দ্বিতীয়া	যম্	যৌ	যান্
তৃতীয়া	যেন	যাভ্যাম্	যৈঃ
চতুর্থী	যস্মৈ	যাভ্যাম্	যেভ্যঃ
পঞ্চমী	যস্মাৎ	যাভ্যাম্	যেভ্যঃ
ষষ্ঠী	যস্য	যয়োঃ	যেষাম্
সপ্তমী	যস্মিন্	যয়োঃ	যেষু

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যৎ	যে	যানি
দ্বিতীয়া	যৎ	যে	যানি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের মত।

স্ত্রীলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যা	যে	যাঃ
দ্বিতীয়া	যাম্	যে	যাঃ
তৃতীয়া	যয়া	যাভ্যাম্	যাভিঃ
চতুর্থী	যস্যৈ	যাভ্যাম্	যাভ্যঃ
পঞ্চমী	যস্যাঃ	যাভ্যাম্	যাভ্যঃ
ষষ্ঠী	যস্যাঃ	যয়োঃ	যাসাম্
সপ্তমী	যস্যাম্	যয়োঃ	যাসু

তদ শব্দ

পুংলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সঃ	তৌ	তে
দ্বিতীয়া	তম্	তৌ	তান্
তৃতীয়া	তেন	তাভ্যাম্	তৈঃ
চতুর্থী	তস্মৈ	তাভ্যাম্	তেভ্যঃ
পঞ্চমী	তস্মাৎ	তাভ্যাম্	তেভ্যঃ
ষষ্ঠী	তস্য	তয়োঃ	তেষাম্
সপ্তমী	তস্মিন্	তয়োঃ	তেষু

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	তৎ	তে	তানি
দ্বিতীয়া	তৎ	তে	তানি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের মত।

স্ত্রীলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সা	তে	তাঃ
দ্বিতীয়া	তাম্	তে	তাঃ
তৃতীয়া	তয়া	তাভ্যাম্	তাভিঃ
চতুর্থী	তস্যৈ	তাভ্যাম্	তাভ্যঃ
পঞ্চমী	তস্যাঃ	তাভ্যাম্	তাভ্যঃ
ষষ্ঠী	তস্যাঃ	তয়োঃ	তাসাম্
সপ্তমী	তস্যাম্	তয়োঃ	তাসু

এতদ্ শব্দ অবিকল তদ্ শব্দের ন্যায় কেবল একার মাত্র অধিক। আর পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার একবচনে মূর্দ্ধন্য ষ হইবেক। যথা, এষঃ এষা।

অদস্ শব্দ

পুংলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	অসৌ	অমূ	অমী
দ্বিতীয়া	অমুম্	অমূ	অমূন্
তৃতীয়া	অমুনা	অমূভ্যাম্	অমীভিঃ
চতুর্থী	অমুষ্মৈ	অমূভ্যাম্	অমীভ্যঃ
পঞ্চমী	অমুষ্মাৎ	অমূভ্যাম্	অমীভ্যঃ
ষষ্ঠী	অমুষ্য	অমুয়োঃ	অমীষাম্
সপ্তমী	অমুষ্মিন্	অমুয়োঃ	অমীষু

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	অদঃ	অমূ	অমূনি
দ্বিতীয়া	অদঃ	অমূ	অমূনি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের মত।

স্ত্রীলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	অসৌ	অমূ	অমূঃ
দ্বিতীয়া	অমূম্	অমূ	অমূঃ
তৃতীয়া	অমুয়া	অমূভ্যাম্	অমূভিঃ
চতুর্থী	অমুষ্যৈ	অমূভ্যাম্	অমূভ্যঃ
পঞ্চমী	অমুষ্যাঃ	অমূভ্যাম্	অমূভ্যঃ
ষষ্ঠী	অমুষ্যাঃ	অমুয়োঃ	অমূষাম্
সপ্তমী	অমুষ্যাম্	অমুয়োঃ	অমূষু

সংখ্যাবাচক

এক শব্দ

এক শব্দ তিন লিঙ্গেই সর্ব্ব শব্দের তুল্য কোন ভেদ নাই।

দ্বিশব্দ—দ্বিবচনান্ত

	পুংলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
	দ্বিবচন	দ্বিবচন
প্রথমা	দ্বৌ	দ্বে
দ্বিতীয়া	দ্বৌ	দ্বে
তৃতীয়া	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
চতুর্থী	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
পঞ্চমী	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
ষষ্ঠী	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ
সপ্তমী	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ

স্ত্রীলিঙ্গে ঠিক্ ক্লীবলিঙ্গের ন্যায়।

ত্রিশব্দ—বহুবচনান্ত

	পুংলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
	বহুবচন	বহুবচন	বহুবচন
প্রথমা	ত্রয়ঃ	ত্রীণি	তিস্রঃ
দ্বিতীয়া	ত্রীন্	ত্রীণি	তিস্রঃ
তৃতীয়া	ত্রিভিঃ	ত্রিভিঃ	তিসৃভিঃ
চতুর্থী	ত্রিভ্যঃ	ত্রিভ্যঃ	তিসৃভ্যঃ
পঞ্চমী	ত্রিভ্যঃ	ত্রিভ্যঃ	তিসৃভ্যঃ
ষষ্ঠী	ত্রয়াণাম্	ত্রয়াণাম্	তিসৃণাম্
সপ্তমী	ত্রিষু	ত্রিষু	তিসৃষু

চতুর্ শব্দ—বহুবচনান্ত

	পুংলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
	বহুবচন	বহুবচন	বহুবচন
প্রথমা	চত্বারঃ	চত্বারি	চতস্রঃ
দ্বিতীয়া	চতুরঃ	চত্বারি	চতস্রঃ
তৃতীয়া	চতুর্ভিঃ	চতুর্ভিঃ	চতসৃভিঃ
চতুর্থী	চতুর্ভ্যঃ	চতুর্ভ্যঃ	চতসৃভ্যঃ
পঞ্চমী	চতুর্ভ্যঃ	চতুর্ভ্যঃ	চতসৃভ্যঃ
ষষ্ঠী	চতুর্ণাম্	চতুর্ণাম্	চতসৃণাম্
সপ্তমী	চতুর্ষু	চতুর্ষু	চতসৃষু

ষষ্ শব্দ—বহুবচনান্ত

প্র	দ্বি	তৃ	চ	প	ষ	স
ষট্	ষট্	ষড্‌ভিঃ	ষড্‌ভ্যঃ	ষড্‌ভ্যঃ	ষণ্ণাম্	ষট্‌সু

তিন লিঙ্গেই এইরূপ।

অষ্টন্ শব্দ—বহুবচনান্ত

	বহুবচন
প্রথমা	অষ্টৌ, অষ্ট
দ্বিতীয়া	অষ্টৌ, অষ্ট
তৃতীয়া	অষ্টাভিঃ, অষ্টভিঃ
চতুর্থী	অষ্টাভ্যঃ, অষ্টভ্যঃ
পঞ্চমী	অষ্টাভ্যঃ, অষ্টভ্যঃ
ষষ্ঠী	অষ্টানাম্
সপ্তমী	অষ্টাসু, অষ্টসু

তিন লিঙ্গেই সমান।

পঞ্চন্ শব্দ—বহুবচনান্ত

প্রথমা	পঞ্চ
দ্বিতীয়া	পঞ্চ
তৃতীয়া	পঞ্চভিঃ
চতুর্থী	পঞ্চভ্যঃ
পঞ্চমী	পঞ্চভ্যঃ
ষষ্ঠী	পঞ্চানাম্
সপ্তমী	পঞ্চসু

সপ্তন্, নবন্, দশন্ প্রভৃতি সমুদায় নকারান্ত সংখ্যাবাচক শব্দ পঞ্চন্ শব্দের তুল্য

অব্যয় শব্দ

কতকগুলি শব্দ এরূপ আছে যে তাহাদের উত্তর বিভক্তি থাকে না। সুতরাং যেমন শব্দ তেমনই থাকে কোন পরিবর্ত্ত হয় না। এই সকল শব্দকে অব্যয় বলে। যথা, প্রাতঃ, উচ্চৈঃ, ধিক্। প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ। যদি ক্রিয়ার সহিত যোগ হয় তাহা হইলে প্র অবধি আ পর্য্যন্ত কুড়িটী অব্যয়কে উপসর্গ বলা যায়।

কারক

কারক ছয় প্রকার; কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ।

কর্ত্তা

যে করে সে কর্ত্তা; কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা, দেবদত্তো গচ্ছতি, দেবদত্ত গমন করিতেছে। বালকো রোদিতি, বালক রোদন করিতেছে। মৃগো ধাবতি, মৃগ দৌড়িতেছে; মৃগৌ ধাবতঃ, দুই মৃগ দৌড়িতেছে; মৃগাঃ ধাবন্তি, অনেক মৃগ দৌড়িতেছে।

কর্ম্ম

যাহা করা যায়, যাহা দেখা যায়, যাহা খাওয়া যায়, যাহা পান করা যায়, দান করা যায়, স্পর্শ করা যায় ইত্যাদিকে কর্ম্মকারক বলে। কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, পাকং করোতি, পাক করিতেছে। পূজাং করোতি, পূজা করিতেছে। চন্দ্রং পশ্যতি, চন্দ্র দেখিতেছে। মুখং পশ্যতি, মুখ দেখিতেছে। অন্নং ভুঙ্‌ক্তে, অন্ন খাইতেছে। দুগ্ধং পিবতি, দুগ্ধ পান করিতেছে। ধনং দদাতি, ধন দান করিতেছে। গাত্রং স্পৃশতি, গাত্র স্পর্শ করিতেছে। শত্রুং জয়তি, শত্রু জয় করিতেছে। শাস্ত্রম্‌ অধীতে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে। পুষ্পং চিনোতি, পুষ্প চয়ন করিতেছে। গুরুং পৃচ্ছতি, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। গ্রামং গচ্ছতি, গ্রামে যাইতেছে ইত্যাদি।

করণ

যাহা দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় তাহাকে করণ কারক বলে। করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, হস্তেন গৃহ্লাতি, হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতেছে। চক্ষুষা পশ্যতি, চক্ষুঃ দ্বারা দেখিতেছে। দন্তেন চর্ব্বয়তি, দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করিতেছে। দণ্ডেন তাড়য়তি, দণ্ড দ্বারা তাড়ন করিতেছে। জলেন অগ্নিং নির্ব্বাপয়তি, জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ করিতেছে।

সম্প্রদান

যাহাকে দান করা যায় তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে। সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা, দরিদ্রায় ধনং দীয়তাম্‌, দ্ররিদ্রকে ধন দাও। দীনেভ্যঃ অন্নং দেহি, দীনজনদিগকে অন্ন দাও। মহ্যং পুস্তকং দেহি, আমাকে পুস্তক দাও।

অপাদান

যাহা হইতে কোন বস্তু বা ব্যক্তি, চলিত, ভীত ও গৃহীত হয় তাহাকে অপাদানকারক বলে। অপাদানকারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, বৃক্ষাৎ পত্রং পততি, বৃক্ষ হইতে পত্র পতিত হইতেছে। ব্যাঘ্রাৎ বিভেতি, ব্যাঘ্র হইতে ভীত হইতেছে। সরোবরাৎ জলং গৃহ্লাতি, সরোবর হইতে জল গ্রহণ করিতেছে।

অধিকরণ

অধিকরণকারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। অধিকরণ দুই প্রকার; কাল ও আধার। যে সময়ে কোন কর্ম্ম হয় অথবা কোন কর্ম্ম করা যায় তাহাকে কালাধিকরণ কহে। যথা, বর্ষাসু বৃষ্টি র্ভবতি, বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়। সায়ংকালে সূর্য্যোঽস্তংযাতি, সায়ংকালে সূর্য্য অস্ত যায়। রাত্রৌ চন্দ্র উদেতি, রাত্রিকালে চন্দ্র উদয় হয়। যাহার ভিতরে অথবা উপরে কোন বস্তু বা ব্যক্তি থাকে তাহাকে আধারাধিকরণ কহে। যথা, গৃহে তিষ্ঠতি, গৃহের ভিতর আছে। নদ্যাং স্নাতি, নদীতে স্নান করিতেছে। শয্যায়াং শেতে, শয্যায় শয়ন করিয়া আছে।

সম্বন্ধ

সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, মম হস্তঃ, আমার হাত। তব পুত্রঃ, তোমার পুত্র। নদ্যাঃ জলম্, নদীর জল। বৃক্ষস্য শাখা, বৃক্ষের শাখা। কোকিলস্য কলরবঃ, কোকিলের কলরব। প্রভোরাদেশঃ, প্রভুর আদেশ।

সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা, হে পিতঃ, হে ভ্রাতরৌ, হে পুত্রাঃ ইত্যাদি।

যে স্থলে কর্ম্ম পদ ক্রিয়া পদ প্রভৃতি না থাকে, কেবল কোন বস্তু বা ব্যক্তি বুঝাইবার নিমিত্ত শব্দ প্রয়োগ করা যায়, সেখানে সেই শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা, বৃক্ষঃ, নদী, পুষ্পম্, জলম্, নরঃ, মহিষঃ, রাজা, গৃহম্, পুস্তকম্, অন্নম্, বস্ত্রম্ ইত্যাদি।

ধিক্ প্রতি ইত্যাদি কতকগুলি শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, পাপিনং ধিক্, পাপিকে ধিক্। কৃপণং ধিক্, কৃপণকে ধিক্। প্রভো মাং প্রতি সদয়োভব, হে প্রভো আমার প্রতি সদয় হও। দীনং প্রতি দয়া উচিতা, দীনের প্রতি দয়া করা উচিত।

ক্রিয়ার বিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, শীঘ্রং গচ্ছতি, শীঘ্র যাইতেছে। সত্বরং ধাবতি, সত্বর যাইতেছে। মধুরং হসতি, মধুর হাসিতেছে।

সহ, সার্দ্ধম্, অলম্ ইত্যাদি কতকগুলি শব্দের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, রামোলক্ষ্মণেন সহ বনং জগাম, রাম লক্ষ্মণের সহিত বনে গিয়াছিলেন। কেনাপি সার্দ্ধং বিরোধো ন কর্ত্তব্যঃ, কাহারও সহিত বিরোধ করা কর্ত্তব্য নহে। বিবাদেন অলম্, বিবাদে প্রয়োজন নাই।

নিমিত্ত অর্থে ও নমঃ শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা, জ্ঞানায় অধ্যয়নম্, জ্ঞানের নিমিত্ত অধ্যয়ন। সুখায় ধনোপার্জ্জনম্, সুখের নিমিত্ত ধনোপার্জ্জন। পরোপকারায় সতাং জীবনম্, পরোপকারের নিমিত্ত সাধুদিগের জীবন। গুরবে নমঃ, গুরুকে প্রণাম। পিত্রে নমঃ, পিতাকে প্রণাম।

হেতু ও অপেক্ষা অর্থ বুঝিতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, হর্ষাৎ নৃত্যতি, হর্ষ হেতু নৃত্য করিতেছে। দুঃখাৎ রোদিতি, দুঃখ হেতু রোদন করিতেছে। ধনাৎ বিদ্যা গরীয়সী, ধন অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব অধিক।

অন্য, পৃথক্ ইত্যাদি কতকগুলি শব্দের যোগে পঞ্চমী হয়। যথা, মিত্রাদন্যঃ কঃ পরিত্রাতুং সমর্থঃ, মিত্র ভিন্ন অন্য কে পরিত্রাণ করিতে পারে। ইদম্ অস্মাৎ পৃথক্, ইহা হইতে ইহা পৃথক্।

বিনা শব্দের যোগে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও পঞ্চমী হয়। যথা, বিদ্যাং বিনা বৃথা জীবনম্, বিদ্যা বিনা বৃথা জীবন। যত্নেন বিনা কিমপি ন সিদ্ধ্যতি, বিনা যত্নে কিছুই সিদ্ধ হয় না। পাপাৎ বিনা দুঃখং ন ভবতি, পাপ না করিলে দুঃখ হয় না।

ঋতে শব্দের যোগে দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী হয়। যথা, শ্রমম্ ঋতে বিদ্যা ন ভবতি, শ্রম না করিলে বিদ্যা হয় না। ধর্ম্মাৎ ঋতে সুখং ন ভবতি, ধর্ম্ম ব্যতিরেকে সুখ হয় না।

সম, তুল্য, সমান, সদৃশ ইত্যাদি শব্দের যোগে তৃতীয়া ও ষষ্ঠী হয়। যথা, বিদ্যয়া সমং ধনং নাস্তি, বিদ্যার সমান ধন নাই। বিনয়স্য তুল্যো গুণো নাস্তি, বিনয়ের তুল্য গুণ নাই।

বিশেষ্য বিশেষণ

যাহা দ্বারা কেবল কোন বস্তু বা ব্যক্তি বোধ হয় তাহাকে বিশেষ্য পদ কহে। যথা, গৃহম্, জলম্, বৃক্ষঃ, লতা, নৌকা, বস্ত্রম্, পুস্তকম্, পৃথিবী, চন্দ্রঃ, সূর্য্যঃ, নক্ষত্রম্, পুরুষঃ, শিশুঃ ইত্যাদি।

যাহা দ্বারা বিশেষ্যের গুণ ও অবস্থা প্রকাশ হয় তাহাকে বিশেষণ পদ কহে। বিশেষণ পদ প্রায় বিশেষ্যের পূর্ব্বে থাকে। যথা, নূতনং গৃহম্। নির্ম্মলং জলম্। ফলবান্ বৃক্ষঃ। পুষ্পিতা লতা। ভগ্না নৌকা। ছিন্নং বস্ত্রম্। উত্তমং পুস্তকম্। গোলাকারা

পৃথিবী। শীতলঃ চন্দ্রঃ। প্রদীপ্তঃ সূর্য্যঃ। উজ্জ্বলং নক্ষত্রম্। ধার্ম্মিকঃ পুরুষঃ। সুশীলঃ শিশুঃ।

কতকগুলি বিশেষ্য শব্দ পুংলিঙ্গ, কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ, কতকগুলি ক্লীবলিঙ্গ হয়। বিশেষণ শব্দের স্বতন্ত্র কোন লিঙ্গ হয় না। বিশেষ্য শব্দের যে লিঙ্গ, বিশেষণ শব্দেরও সেই লিঙ্গ হয়। যথা, সুন্দরঃ শিশুঃ, সুন্দরী কন্যা, সুন্দরং গৃহম্। উজ্জ্বলঃ চন্দ্রঃ, উজ্জ্বলং নক্ষত্রম্, উজ্জ্বলা দীপশিখা। বুদ্ধিমান্ পুরুষঃ, বুদ্ধিমতী স্ত্রী। নির্ম্মলা বুদ্ধিঃ, নির্ম্মলং জলম্।

বিশেষ্য পদ যে বচনের, বিশেষণ পদও সেই বচনের হয়; অর্থাৎ বিশেষ্য পদ একবচনান্ত হইলে বিশেষণ পদও একবচনান্ত হয়। বিশেষ্য পদ দ্বিবচনান্ত হইলে বিশেষণ পদও দ্বিবচনান্ত হয়। বিশেষ্য পদ বহুবচনান্ত হইলে বিশেষণ পদও বহুবচনান্ত হয়। যথা, বলবান্ সিংহঃ, বলবন্তৌ সিংহৌ, বলবন্তঃ সিংহাঃ। বেগবতী নদী, বেগবত্যৌ নদ্যৌ, বেগবত্যঃ নদ্যঃ। নিবিড়ং বনম্, নিবিড়ে বনে, নিবিড়ানি বনানি।

বিশেষ্য পদের যে বিভক্তি বিশেষণ পদেও সেই বিভক্তি হয়। যথা, সুন্দরঃ শিশুঃ। সুন্দরং শিশুম্। সুন্দরেণ শিশুনা। সুন্দরায় শিশবে। সুন্দরাৎ শিশোঃ। সুন্দরস্য শিশোঃ। সুন্দরে শিশৌ। নির্ম্মলং জলম্। নির্ম্মলেন জলেন। নির্ম্মলস্য জলস্য। নির্ম্মলে জলে।

তিঙন্ত প্রকরণ

ভূ, স্থা, গম, দৃশ, প্রভৃতিকে ধাতু বলে। এক এক ধাতুতে এক এক ক্রিয়া বুঝায়। ধাতুর উত্তর নানা বিভক্তি হয়। ঐ সকল বিভক্তির নাম তিঙ্। এই নিমিত্ত ক্রিয়াবাচক পদকে তিঙন্ত বলে।

ক্রিয়া তিন কালে হয়; বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ। যাহা উপস্থিত আছে তাহাকে বর্ত্তমান কাল বলে। যথা, পশ্যতি, দেখিতেছে; পশ্যামি, দেখিতেছি; করোতি, করিতেছে; করোমি, করিতেছি। যাহা গত হইয়াছে তাহাকে অতীত কাল বলে। যথা, দদর্শ, দেখিল, দেখিয়াছে, দেখিয়াছিল; চকার, করিল, করিয়াছে, করিয়াছিল। আর যাহা পরে হইবেক তাহাকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যথা, গমিষ্যামি, যাইব; করিষ্যামি, করিব।

ক্রিয়ার তিন বচন; একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন। একবচনে এক জনের ক্রিয়া বুঝায়; দ্বিবচনে দুজনের ক্রিয়া বুঝায়; বহুবচনে অনেক জনের ক্রিয়া বুঝায়। যথা, গচ্ছামি,

আমি যাইতেছি; গচ্ছাবঃ, আমরা দুজন যাইতেছি; গচ্ছামঃ, আমরা অনেকে যাইতেছি। গমিষ্যতি, এক জন যাইবে; গমিষ্যতঃ, দুজন যাইবে; গমিষ্যন্তি, অনেক জন যাইবে।

প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, ও উত্তম পুরুষে ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি হয়; সুতরাং ক্রিয়াবাচক পদ সকলের রূপ ভিন্ন ভিন্ন। যুষ্মদ্ শব্দে মধ্যম পুরুষ বুঝায়; অস্মদ্ শব্দে উত্তম পুরুষ; তদ্ভিন্ন সমুদায় প্রথম পুরুষ। যথা, ত্বং গচ্ছসি, তুমি যাইতেছ। অহং গচ্ছামি, আমি যাইতেছি। রাজা গচ্ছতি, রাজা যাইতেছেন। শিশু র্গচ্ছতি, শিশু যাইতেছে। অশ্বো গচ্ছতি, অশ্ব যাইতেছে।

ধাতু অনেক। তন্মধ্যে কোন কোন ধাতুর উত্তর নব্বইটী বিভক্তি হয়; কোন কোন ধাতুর উত্তর এক শত আশী। সুতরাং সকল ধাতুর সকল বিভক্তিতে উদাহরণ দেখাইতে গেলে অনেক বাহুল্য হয়। অতএব স্থূল জ্ঞানার্থে কোন কোন ধাতুর কোন কোন বিভক্তিতে উদাহরণ দেখান যাইতেছে।

জিধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	জয়তি	জয়তঃ	জয়ন্তি
মধ্যম	জয়সি	জয়থঃ	জয়থ
উত্তম	জয়ামি	জয়াবঃ	জয়ামঃ

অতীত কাল

প্রথম	অজয়ৎ	অজয়তাম্	অজয়ন্
মধ্যম	অজয়ঃ	অজয়তম্	অজয়ত
উত্তম	অজয়ম্	অজয়াব	অজয়াম

ভবিষ্যৎ কাল

প্রথম	জেষ্যতি	জেষ্যতঃ	জেষ্যন্তি
মধ্যম	জেষ্যসি	জেষ্যথঃ	জেষ্যথ
উত্তম	জেষ্যামি	জেষ্যাবঃ	জেষ্যামঃ

স্থাধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	তিষ্ঠতি	তিষ্ঠতঃ	তিষ্ঠন্তি
মধ্যম	তিষ্ঠসি	তিষ্ঠথঃ	তিষ্ঠথ
উত্তম	তিষ্ঠামি	তিষ্ঠাবঃ	তিষ্ঠাম
প্রথম	তিষ্ঠতু	তিষ্ঠতাম্	তিষ্ঠন্তু
মধ্যম	তিষ্ঠ	তিষ্ঠতম্	তিষ্ঠত
উত্তম	তিষ্ঠানি	তিষ্ঠাব	তিষ্ঠাম

দৃশধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	পশ্যতি	পশ্যতঃ	পশ্যন্তি
মধ্যম	পশ্যসি	পশ্যথঃ	পশ্যথ
উত্তম	পশ্যামি	পশ্যাবঃ	পশ্যামঃ
প্রথম	পশ্যতু	পশ্যতাম্	পশ্যন্তু
মধ্যম	পশ্য	পশ্যতম্	পশ্যত
উত্তম	পশ্যানি	পশ্যাব	পশ্যাম

অতীত কাল

প্রথম	দদর্শ	দদৃশতুঃ	দদৃশুঃ
মধ্যম	দদর্শিথ, দদ্রষ্ঠ	দদৃশথুঃ	দদৃশ
উত্তম	দদর্শ	দদৃশিব	দদৃশিম

ভবিষ্যৎ কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	দ্রক্ষ্যতি	দ্রক্ষ্যতঃ	দ্রক্ষ্যন্তি
মধ্যম	দ্রক্ষ্যসি	দ্রক্ষ্যথঃ	দ্রক্ষ্যথ
উত্তম	দ্রক্ষ্যামি	দ্রক্ষ্যাবঃ	দ্রক্ষ্যামঃ

গমধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	গচ্ছতি	গচ্ছতঃ	গচ্ছন্তি
মধ্যম	গচ্ছসি	গচ্ছথঃ	গচ্ছথ
উত্তম	গচ্ছামি	গচ্ছাবঃ	গচ্ছামঃ
প্রথম	গচ্ছতু	গচ্ছতাম্	গচ্ছন্তু
মধ্যম	গচ্ছ	গচ্ছতম্	গচ্ছত
উত্তম	গচ্ছানি	গচ্ছাব	গচ্ছাম

অতীত কাল

প্রথম	জগাম	জগ্মতুঃ	জগ্মুঃ
মধ্যম	জগমিথ, জগন্থ	জগ্মথুঃ	জগ্ম
উত্তম	জগাম, জগম	জগ্মিব	জগ্মিম

ভবিষ্যৎ কাল

প্রথম	গমিষ্যতি	গমিষ্যতঃ	গমিষ্যন্তি
মধ্যম	গমিষ্যসি	গমিষ্যথঃ	গমিষ্যথ
উত্তম	গমিষ্যামি	গমিষ্যাবঃ	গমিষ্যামঃ

শ্রুধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	শৃণোতি	শৃণুতঃ	শৃণ্বন্তি
মধ্যম	শৃণোষি	শৃণুথঃ	শৃণুথ
উত্তম	শৃণোমি	শৃণ্বঃ,শৃণুবঃ	শৃণ্মঃ,শৃণুমঃ
প্রথম	শৃণোতু	শৃণুতাম্	শৃণ্বন্তু
মধ্যম	শৃণু	শৃণুতম্	শৃণুত
উত্তম	শৃণবানি	শৃণবাব	শৃণবাম

অতীত কাল

প্রথম	শুশ্রাব	শুশ্রুবতুঃ	শুশ্রুবুঃ
মধ্যম	শুশ্রোথ	শুশ্রুবথুঃ	শুশ্রুব
উত্তম	শুশ্রাব, শুশ্রব	শুশ্রুব	শুশ্রুম

ভবিষ্যৎ কাল

প্রথম	শ্রোষ্যতি	শ্রোষ্যতঃ	শ্রোষ্যন্তি
মধ্যম	শ্রোষ্যসি	শ্রোষ্যথঃ	শ্রোষ্যথ
উত্তম	শ্রোষ্যামি	শ্রোষ্যাবঃ	শ্রোষ্যামঃ

বৃতধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	বর্ত্ততে	বর্ত্তেতে	বর্ত্তন্তে
মধ্যম	বর্ত্তসে	বর্ত্তেথে	বর্ত্তধ্বে
উত্তম	বর্ত্তে	বর্ত্তাবহে	বর্ত্তামহে

সদধাতু

বৰ্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	সীদতি	সীদতঃ	সীদন্তি
মধ্যম	সীদসি	সীদথঃ	সীদথ
উত্তম	সীদামি	সীদাবঃ	সীদামঃ

যাধাতু

বৰ্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	যাতি	যাতঃ	যান্তি
মধ্যম	যাসি	যাথঃ	যাথ
উত্তম	যামি	যাবঃ	যামঃ

ভবিষ্যৎ কাল

প্রথম	যাস্যতি	যাস্যতঃ	যাস্যন্তি
মধ্যম	যাস্যসি	যাস্যথঃ	যাস্যথ
উত্তম	যাস্যামি	যাস্যাবঃ	যাস্যামঃ

অসধাতু

বৰ্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	অস্তি	স্তঃ	সন্তি
মধ্যম	অসি	স্থঃ	স্থ
উত্তম	অস্মি	স্বঃ	স্মঃ

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	স্যাৎ	স্যাতাম্	স্যুঃ
মধ্যম	স্যাঃ	স্যাতম্	স্যাত
উত্তম	স্যাম্	স্যাব	স্যাম
প্রথম	অস্তু	স্তাম্	সন্তু
মধ্যম	এধি	স্তম্	স্ত
উত্তম	অসানি	অসাব	অসাম

অতীত কাল

প্রথম	আসীৎ	আস্তাম্	আসন্
মধ্যম	আসীঃ	আস্তম্	আস্ত
উত্তম	আসম্	আস্ব	আস্ম

ইধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	এতি	ইতঃ	যন্তি
মধ্যম	এষি	ইথঃ	ইথ
উত্তম	এমি	ইবঃ	ইমঃ
প্রথম	এতু	ইতাম্	যন্তু
মধ্যম	ইহি	ইতম্	ইত
উত্তম	অয়ানি	অয়াব	অয়াম

ভবিষ্যৎ কাল

প্রথম	এষ্যতি	এষ্যতঃ	এষ্যন্তি
মধ্যম	এষ্যসি	এষ্যথঃ	এষ্যথ
উত্তম	এষ্যামি	এষ্যাবঃ	এষ্যামঃ

রুদধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	রোদিতি	রুদিতঃ	রুদন্তি
মধ্যম	রোদিষি	রুদিথঃ	রুদিথ
উত্তম	রোদিমি	রুদিবঃ	রুদিমঃ

শীধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	শেতে	শয়াতে	শেরতে
মধ্যম	শেষে	শয়াথে	শেধ্বে
উত্তম	শয়ে	শেবহে	শেমহে

ব্রূধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	আহ, ব্রবীতি	আহতুঃ, ব্রূতঃ	আহুঃ, ব্রুবন্তি
মধ্যম	আত্থ, ব্রবীষি	আহথুঃ, ব্রূথঃ	ব্রূথ
উত্তম	ব্রবীমি	ব্রূবঃ	ব্রূমঃ

দাধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	দদাতি	দত্তঃ	দদতি
মধ্যম	দদাসি	দত্থঃ	দত্থ
উত্তম	দদামি	দদ্বঃ	দদ্মঃ

অতীত কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	দদৌ	দদতুঃ	দদুঃ
মধ্যম	দদিথ, দদাথ	দদথুঃ	দদ
উত্তম	দদৌ	দদিব	দদিম

ভবিষ্যৎ কাল

প্রথম	দাস্যতি	দাস্যতঃ	দাস্যন্তি
মধ্যম	দাস্যসি	দাস্যথঃ	দাস্যথ
উত্তম	দাস্যামি	দাস্যাবঃ	দাস্যামঃ

জনধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	জায়তে	জায়েতে	জায়ন্তে
মধ্যম	জায়সে	জায়েথে	জায়ধ্বে
উত্তম	জায়ে	জায়াবহে	জায়ামহে

মুচধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	মুঞ্চতি	মুঞ্চতঃ	মুঞ্চন্তি
মধ্যম	মুঞ্চসি	মুঞ্চথঃ	মুঞ্চথ
উত্তম	মুঞ্চামি	মুঞ্চাবঃ	মুঞ্চামঃ
প্রথম	মুঞ্চতু	মুঞ্চতাম্	মুঞ্চন্তু
মধ্যম	মুঞ্চ	মুঞ্চতম্	মুঞ্চত
উত্তম	মুঞ্চানি	মুঞ্চাব	মুঞ্চাম

কৃধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	করোতি	কুরুতঃ	কুর্ব্বন্তি
মধ্যম	করোষি	কুরুথঃ	কুরুথ
উত্তম	করোমি	কুর্ব্বঃ	কুর্ম্মঃ
প্রথম	কুর্য্যাৎ	কুর্য্যাতাম্	কুর্য্যুঃ
মধ্যম	কুর্য্যাঃ	কুর্য্যাতম্	কুর্য্যাত
উত্তম	কুর্য্যাম্	কুর্য্যাব	কুর্য্যাম
প্রথম	করোতু	কুরুতাম্	কুর্ব্বন্তু
মধ্যম	কুরু	কুরুতম্	কুরুত
উত্তম	করবাণি	করবাব	করবাম

অতীত কাল

প্রথম	অকরোৎ	অকুরুতাম্	অকুর্ব্বন্
মধ্যম	অকরোঃ	অকুরুতম্	অকুরুত
উত্তম	অকরবম্	অকুর্ব্ব	অকুর্ম্ম
প্রথম	চকার	চক্রতুঃ	চক্রুঃ
মধ্যম	চকর্থ	চক্রথুঃ	চক্র
উত্তম	চকার, চকর	চকৃব	চকৃম

ভবিষ্যৎ কাল

প্রথম	করিষ্যতি	করিষ্যতঃ	করিষ্যন্তি
মধ্যম	করিষ্যসি	করিষ্যথঃ	করিষ্যথ
উত্তম	করিষ্যামি	করিষ্যাবঃ	করিষ্যামঃ

জ্ঞাধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	জানাতি	জানীতঃ	জানন্তি
মধ্যম	জানাসি	জানীথঃ	জানীথ
উত্তম	জানামি	জানীবঃ	জানীমঃ

ভবিষ্যৎ কাল

প্রথম	জ্ঞাস্যতি	জ্ঞাস্যতঃ	জ্ঞাস্যন্তি
মধ্যম	জ্ঞাস্যসি	জ্ঞাস্যথঃ	জ্ঞাস্যথ
উত্তম	জ্ঞাস্যামি	জ্ঞাস্যাবঃ	জ্ঞাস্যামঃ

গ্রহধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	গৃহ্নাতি	গৃহ্নীতঃ	গৃহ্নন্তি
মধ্যম	গৃহ্নাসি	গৃহ্নীথঃ	গৃহ্নীথ
উত্তম	গৃহ্নামি	গৃহ্নীবঃ	গৃহ্নীমঃ
প্রথম	গৃহ্নাতু	গৃহ্নীতাম্	গৃহ্নন্তু
মধ্যম	গৃহাণ	গৃহ্নীতম্	গৃহ্নীত
উত্তম	গৃহ্নানি	গৃহ্নাব	গৃহ্নাম

অতীত কাল

প্রথম	জগ্রাহ	জগৃহতুঃ	জগৃহুঃ
মধ্যম	জগ্রহিথ	জগৃহথুঃ	জগৃহ
উত্তম	জগ্রাহ, জগ্রহ	জগৃহিব	জগৃহিম

ভূধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	ভবতি	ভবতঃ	ভবন্তি
মধ্যম	ভবসি	ভবথঃ	ভবথ
উত্তম	ভবামি	ভবাবঃ	ভবামঃ
প্রথম	ভবেৎ	ভবেতাম্	ভবেয়ুঃ
মধ্যম	ভবেঃ	ভবেতম্	ভবেত
উত্তম	ভবেয়ম্	ভবেব	ভবেম
প্রথম	ভবতু	ভবতাম্	ভবন্তু
মধ্যম	ভব	ভবতম্	ভবত
উত্তম	ভবানি	ভবাব	ভবাম

অতীত কাল

প্রথম	অভবৎ	অভবতাম্	অভবন্
মধ্যম	অভবঃ	অভবতম্	অভবত
উত্তম	অভবম্	অভবাব	অভবাম
প্রথম	অভূৎ	অভূতাম্	অভূবন্
মধ্যম	অভূঃ	অভূতম্	অভূত
উত্তম	অভূবম্	অভূব	অভূম
প্রথম	বভূব	বভূবতুঃ	বভূবুঃ
মধ্যম	বভূবিথ	বভূবথুঃ	বভূব
উত্তম	বভূব	বভূবিব	বভূবিম

ভবিষ্যৎ কাল

প্রথম	ভবিষ্যতি	ভবিষ্যতঃ	ভবিষ্যন্তি
মধ্যম	ভবিষ্যসি	ভবিষ্যথঃ	ভবিষ্যথ
উত্তম	ভবিষ্যামি	ভবিষ্যাবঃ	ভবিষ্যামঃ

সকর্ম্মক ক্রিয়া

যে ক্রিয়ার সহিত কর্ম্ম পদ থাকে তাহাকে সকর্ম্মক অর্থাৎ কর্ম্মযুক্ত ক্রিয়া কহে। গুরুঃ শিষ্যম্ উপদিশতি, গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন। রামঃ রাবণং জঘান, রাম রাবণ বধ করিয়াছিলেন।

অকর্ম্মক ক্রিয়া

যে সকল ক্রিয়ার কর্ম্মপদ আবশ্যক করে না তাহাকে অকর্ম্মক অর্থাৎ কর্ম্মশূন্য ক্রিয়া কহে। যথা, অহং তিষ্ঠামি, আমি আছি। শিশুঃ শেতে, শিশু শুইয়া আছে। অশ্বো ধাবতি, অশ্ব দৌড়িতেছে। নদী বর্দ্ধতে, নদী বাড়িতেছে।

কর্ত্তৃবাচ্য

যেখানে কর্ত্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি ও কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় তাহাকে কর্ত্তৃবাচ্য প্রয়োগ বলে। যথা, কুম্ভকারঃ ঘটং করোতি, কুম্ভকার ঘট গড়িতেছে। দেবদত্তঃ গ্রামং গচ্ছতি, দেবদত্ত গ্রামে যাইতেছে। শিশুঃ পুস্তকং পঠতি, শিশু পুস্তক পড়িতেছে। অশ্বঃ জলং পিবতি, অশ্ব জল খাইতেছে।

কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তার যে বচন ক্রিয়াতেও সেই বচন হয়; অর্থাৎ কর্ত্তা একবচনের হইলে ক্রিয়াতে একবচন; কর্ত্তা দ্বিবচনের হইলে ক্রিয়াতে দ্বিবচন; কর্ত্তা বহুবচনের হইলে ক্রিয়াতে বহুবচন। যথা, কুম্ভকারঃ ঘটং করোতি। কুম্ভকারৌ ঘটং কুরুতঃ। কুম্ভকারাঃ ঘটং কুর্ব্বন্তি। শিশুঃ পুস্তকং পঠতি। শিশূ পুস্তকং পঠতঃ। শিশবঃ পুস্তকং পঠন্তি।

কর্ম্মবাচ্য

যে স্থলে কর্ত্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি ও কর্ম্মকারকে প্রথমা বিভক্তি হয় তাহাকে কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগ বলে। যথা, কুম্ভকারেণ ঘটঃ ক্রিয়তে, কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণ করিতেছে। শিষ্যেণ গুরুঃ পৃচ্ছ্যতে, শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। ময়া চন্দ্রো দৃশ্যতে, আমি চন্দ্র দেখিতেছি।

কর্ত্তৃবাচ্যে যেমন কর্ত্তৃকারকের বচনানুসারে ক্রিয়ার বচন হয়, কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগে সেরূপ নহে। কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্মের যে বচন ক্রিয়ার সেই বচন হয়; অর্থাৎ কর্ম্ম একবচনের হইলে ক্রিয়ার একবচন; কর্ম্ম দ্বিবচনের হইলে ক্রিয়ার দ্বিবচন; কর্ম্ম বহুবচনের হইলে ক্রিয়ার বহুবচন। যথা, কুম্ভকারেণ ঘটঃ ক্রিয়তে, কুম্ভকারেণ ঘটৌ ক্রিয়েতে, কুম্ভকারেণ ঘটাঃ ক্রিয়ন্তে। শিষ্যেণ গুরুঃ পৃচ্ছ্যতে, শিষ্যেণ গুরূ পৃচ্ছ্যেতে, শিষ্যেণ গুরবঃ পৃচ্ছ্যন্তে।

ভাববাচ্য

যেখানে কর্ত্তৃকারকে তৃতীয়া হয়, কিন্তু কর্ম্ম পদ না থাকে, তাহাকে ভাববাচ্য প্রয়োগ বলে। ভাববাচ্যের ক্রিয়া সর্ব্বদাই একবচনান্ত হয়। যথা, ময়া স্থীয়তে, আমি আছি। আবাভ্যাং স্থীয়তে, আমরা দুজন আছি। অস্মাভিঃ স্থীয়তে, আমরা অনেকে আছি।

কৃদন্ত

ধাতুর উত্তর কতকগুলি প্রত্যয় হয়। সেই সকল প্রত্যয়কে কৃৎ বলে। কৃৎ প্রত্যয় নানা; তন্মধ্যে তুম্, ক্ত্বা, য, এই তিনের বিষয় লিখিত হইতেছে।

নিমিত্ত অর্থ বুঝিতে ধাতুর উত্তর তুম্ প্রত্যয় হয়। যথা, দাধাতু—তুম্, দাতুম্; দিবার নিমিত্ত। স্থাধাতু—তুম্, স্থাতুম্; থাকিবার নিমিত্ত। পাধাতু—তুম্, পাতুম্; পান করিবার নিমিত্ত। হনধাতু—তুম্, হন্তুম্; বধ করিবার নিমিত্ত। গমধাতু—তুম্, গন্তুম; যাইবার নিমিত্ত। গ্রহধাতু—তুম্, গ্রহীতুম্; গ্রহণ করিবার নিমিত্ত। কৃধাতু—তুম্, কর্ত্তুম্; করিবার নিমিত্ত। বচধাতু—তুম্, বক্তুম্; বলিবার নিমিত্ত। জিধাতু—তুম্, জেতুম্; জয় করিবার নিমিত্ত। দৃশধাতু—তুম্, দ্রষ্টুম্; দেখিবার নিমিত্ত। জ্ঞাধাতু—তুম্, জ্ঞাতুম্; জানিবার নিমিত্ত। চিন্তিধাতু—তুম্, চিন্তয়িতুম্; চিন্তা করিবার নিমিত্ত। ভুজধাতু—তুম্, ভোক্তুম্; খাইবার নিমিত্ত ইত্যাদি।

অনন্তর অর্থে ধাতুর উত্তর ক্ত্বা প্রত্যয় হয়। যথা, কৃধাতু—ক্ত্বা, কৃত্বা; করিয়া, করণানন্তর। জিধাতু—ক্ত্বা, জিত্বা; জয় করিয়া, জয়ানন্তর। গমধাতু—ক্ত্বা, গত্বা; যাইয়া, গমনানন্তর। ভুজধাতু—ক্ত্বা, ভুক্ত্বা; খাইয়া, ভোজনানন্তর। দৃশধাতু—ক্ত্বা, দৃষ্ট্বা; দেখিয়া, দর্শনানন্তর। দাধাতু—ক্ত্বা, দত্ত্বা; দিয়া, দানানন্তর। পাধাতু—ক্ত্বা,

পান করিয়া, পানানন্তর। চিন্তিধাতু—ত্বা, চিন্তয়িত্বা ; চিন্তা করিয়া, চিন্তানন্তর। বচধাতু —ত্বা, উক্ত্বা ; বলিয়া, কথনানন্তর। গ্রহধাতু—ত্বা, গৃহীত্বা ; লইয়া, গ্রহণানন্তর ইত্যাদি।

যদি ধাতুর পূর্ব্বে উপসর্গ থাকে তাহা হইলে তাহার উত্তর অনন্তর অর্থে য প্রত্যয় হয়। যথা, আ—দাধাতু—য, আদায় ; গ্রহণ করিয়া, গ্রহণানন্তর। আ—গমধাতু—য, আগম্য, আগত্য ; আসিয়া, আগমনানন্তর। আ—হনধাতু—য, আহত্য ; আঘাত করিয়া, আঘাতানন্তর। বি—জিধাতু—য, বিজিত্য ; জয় করিয়া, জয়ানন্তর। সং—স্মৃধাতু—য, সংস্মৃত্য ; স্মরণ করিয়া, স্মরণানন্তর। প্র—নমধাতু—য, প্রণম্য, প্রণত্য ; প্রণাম করিয়া, প্রণামানন্তর। আ—কৃষধাতু—য, আকৃষ্য ; আকর্ষণ করিয়া, আকর্ষণানন্তর।

সমাস

বিভক্তিহীন শব্দকে নাম কহে। ঐ নাম বিভক্তিযুক্ত হইলে তাহাকে পদ বলা যায়। বৃক্ষ, গিরি, পশু, ভ্রাতৃ এই সকল শব্দে বিভক্তি যোগ হয় নাই ; ইহাদিগকে এই অবস্থায় নাম বলে। বৃক্ষঃ, বৃক্ষৌ, বৃক্ষাঃ ; গিরিঃ, গিরী, গিরয়ঃ ; পশুঃ, পশূ, পশবঃ ; ভ্রাতা, ভ্রাতরৌ, ভ্রাতরঃ ; এই সকল শব্দ বিভক্তিযুক্ত হইয়াছে, অতএব ইহাদিগকে এক্ষণে নাম না বলিয়া পদ বলে।

প্রত্যেক পদের অন্তেই এক এক বিভক্তি আছে। কিন্তু কখন কখন দুই তিন পদ একত্র করা যায় ; তখন কেবল শেষের পদটিতেই বিভক্তি থাকে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদে বিভক্তি থাকে না। যথা, সুশীলবালকঃ। পূর্ব্বে সুশীলঃ বালকঃ এই রূপ ছিল ; কিন্তু দুই পদ একত্র যোগ করাতে সুশীলবালকঃ হইল। যোগ হইল বলিয়া, সুশীল পদে বিভক্তি নাই ; বালক পদ শেষে আছে বলিয়া কেবল তাহাতেই বিভক্তি রহিল। এইরূপ দুই অথবা অনেক পদ একত্র যোগ করাকে সমাস কহে। সমাস ছয় প্রকার ; কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব।

কর্ম্মধারয়

বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের যে সমাস তাহার নাম কর্ম্মধারয়। যথা, উন্নতঃ তরুঃ, উন্নততরুঃ। নীলম্ উৎপলম্, নীলোৎপলম্। গভীরঃ কূপঃ, গভীরকূপঃ। সুন্দরঃ পুরুষঃ, সুন্দরপুরুষঃ।

যদি বিশেষণ ও বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তাহা হইলে বিশেষণ শব্দ পুংলিঙ্গের মত হইয়া যায়; অর্থাৎ আকার ঈকার প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গের যে চিহ্ন তাহা থাকে না। যথা, দীর্ঘা যষ্টিঃ, দীর্ঘযষ্টিঃ। জীর্ণা তরিঃ, জীর্ণতরিঃ। সতী প্রবৃত্তিঃ, সৎপ্রবৃত্তিঃ।

তৎপুরুষ

যেখানে পূর্ব্বপদ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী ইহার মধ্যে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়, আর পর পদ প্রথমা বিভক্তিযুক্ত, তাহাকে তৎপুরুষ সমাস কহে। যথা, গৃহং গতঃ, গৃহগতঃ। লোভেন জিতঃ, লোভজিতঃ। ধনায় লোভঃ, ধনলোভঃ। সর্পাৎ ভয়ম্, সর্পভয়ম্। বৃক্ষস্য শাখা, বৃক্ষশাখা। পুরুষেষু উত্তমঃ, পুরুষোত্তম ।

দ্বন্দ্ব

পরস্পর বিশেষ্য বিশেষণ নয় এরূপ প্রথমা বিভক্তি যুক্ত দুই অথবা বহু পদের যে সমাস তাহার নাম দ্বন্দ্ব। যদি দুই পদে দ্বন্দ্ব সমাস হয়, তাহা হইলে শেষের পদ দ্বিবচনান্ত হয়। আর বহু পদে দ্বন্দ্ব হইলে শেষের পদ বহুবচনান্ত হয়। শেষের শব্দের যে লিঙ্গ দ্বন্দ্ব সমাস করিলে সেই লিঙ্গ থাকে। যথা, রামঃ লক্ষ্মণঃ, রামলক্ষ্মণৌ। ভীমঃ অর্জ্জুনঃ, ভীমার্জ্জুনৌ। নদী পর্ব্বতঃ, নদীপর্ব্বতৌ। ফলং পুষ্পং, ফলপুষ্পে। কন্দঃ মূলং ফলং, কন্দমূলফলানি। রূপং রসঃ গন্ধঃ স্পর্শঃ শব্দঃ, রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাঃ। ইহার নাম ইতরেতর দ্বন্দ্ব।

কখন কখন দ্বন্দ্ব সমাস করিলে শেষের শব্দ, যে লিঙ্গের হউক না কেন, ক্লীবলিঙ্গ ও একবচনান্ত হইয়া যায়। ইহাকে সমাহার দ্বন্দ্ব কহে। যথা, হংসঃ কোকিলঃ, হংসকোকিলম্। পাণী পাদৌ, পাণিপাদম্।

বহুব্রীহি

যে কয়েক পদে সমাস করা যায় সেই কয়েক পদের যে অর্থ, তাহা না বুঝাইয়া অন্য বস্তু বা ব্যক্তি যেখানে বুঝায়, তাহাকে বহুব্রীহি সমাস কহে। সমাস কালে বহুব্রীহিতে যদ্ শব্দের এক পদ থাকে। যথা, দীর্ঘৌ বাহূ যস্য, দীর্ঘবাহুঃ। এই স্থলে দীর্ঘ দুই বাহু না বুঝাইয়া দীর্ঘবাহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বুঝাইল। নির্ম্মলং জলং যস্যাঃ, নির্ম্মলজলা নদী। নির্ম্মল জল না বুঝাইয়া নির্ম্মল জল বিশিষ্ট নদী বুঝাইল।

যদি দুই স্ত্রীলিঙ্গ পদে বহুব্রীহি সমাস হয় তাহা হইলে প্রায় পূর্ব্বপদ পুংলিঙ্গ হইয়া যায়; অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন আকার ঈকারাদি থাকে না। যথা, নির্ম্মলা মতির্যস্য, নির্ম্মলমতিঃ। মৃদ্বী গতির্যস্য, মৃদুগতিঃ।

দ্বিগু

যাহাতে পূর্ব্বপদ এক দ্বি ত্রি ইত্যাদি সংখ্যা বাচক শব্দ ও যাহাতে সমাহার থাকে অর্থাৎ এক কালে অনেক বস্তু বোধ হয় উহাকে সমাহার দ্বিগু বলে। সমাহার ভিন্ন অন্য অর্থেও দ্বিগু হয়। সমাহার দ্বিগু করিলে কোন কোন স্থলে স্ত্রীলিঙ্গ ও ঈ হয়; কোন কোন স্থলে ক্লীবলিঙ্গ হয়। যথা, ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ, ত্রিলোকী। এস্থলে স্ত্রীলিঙ্গ ও ঈ হইল। ত্রিলোকী কহিলে এক কালে তিন লোকের বোধ হয়। ত্রয়াণাং ভুবনানাং সমাহারঃ, ত্রিভুবনম্।

অব্যয়ীভাব

সামীপ্য, বীপ্সা, অনতিক্রম, অভাব, পর্য্যন্ত ইত্যাদি অর্থে যে সমাস হয় তাহার নাম অব্যয়ীভাব। যে কয়েক পদে সমাস হয় তন্মধ্যে প্রথম পদ অব্যয়শব্দ। সমাস করিলে, শেষের শব্দ যদি অকারান্ত হয়, তাহার রূপ পঞ্চমী ভিন্ন সকল বিভক্তিতেই অকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের প্রথমার একবচনের ন্যায় হয়; আর তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র অব্যয় শব্দের ন্যায় হয়, অর্থাৎ কোন বিভক্তির চিহ্ন থাকে না। যথা, কূলস্য সমীপে, উপকূলম্। গৃহে গৃহে, প্রতিগৃহম্। শক্তিমনতিক্রম্য, যথাশক্তি। বিঘ্নস্য অভাবঃ, নির্ব্বিঘ্নম্। সমুদ্র-পর্য্যন্তম্, আসমুদ্রম্।

বর্ণপরিচয়

প্রথম ভাগ

[১৯৩২ সংবতে মুদ্রিত ষষ্টিতম সংস্করণ হইতে]

সম্পাদকীয় মন্তব্য

বর্ণমালা-শিক্ষার্থী বালকবালিকাদের জন্য এ 'বর্ণপরিচয়' এই গ্রন্থাবলীমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইতেছে না ; 'উপক্রমণিকা'ও ব্যাকরণ-শিক্ষার্থীর সাহায্যের জন্য গ্রন্থাবলীতে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। এই দুই ব্যাপারে তিনি যে নূতনত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা প্রদর্শনের জন্যই এগুলি গ্রন্থাবলীভুক্ত করা হইল।

পুরাতন 'বর্ণপরিচয়' আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যে সংস্করণ হইতে 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ ছাপা হইল, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজস্ব লিখিত সংস্করণের যে হুবহু পুনর্মুদ্রণ ভূমিকায় এরূপ উল্লিখিত আছে। সম্পূর্ণ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া আমরা এই সংস্করণের পাঠই গ্রহণ করিলাম।

বিজ্ঞাপন

বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। বহুকাল অবধি, বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ ৯কার ও দীর্ঘ ৯কারের প্রয়োগ নাই; এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর, সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনুস্বর ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না; এজন্য, ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর, চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণস্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে। ড, ঢ, য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্যে অথবা পদের অন্তে থাকিলে, ড়, ঢ়, য় হয়; ইহারা অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়ের পরস্পর ভেদ আছে, তখন উহাদিগকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করাই উচিত; এই নিমিত্ত, উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়, সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ; এজন্য, অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কলিকাতা, সংস্কৃত কালেজ।
১লা বৈশাখ, সংবৎ ১৯১২।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

ষষ্টিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

আবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই সংস্করণে কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সুতরাং সেই সেই অংশে, পূর্ব্বতন সংস্করণের সহিত অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবে।

প্রায় সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, বালকেরা অ, আ, এই দুই বর্ণ স্থলে স্বরের অ, স্বরের আ, বলিয়া থাকে। যাহাতে তাহারা, সেরূপ না বলিয়া, কেবল অ, আ, এইরূপ বলে, তদ্রূপ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক।

যে সকল শব্দের অন্ত্য বর্ণে আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ এই সকল স্বরবর্ণের যোগ নাই, উহাদের অধিকাংশ হলন্ত, কতকগুলি অকারান্ত, উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা, হলন্ত—কর, খল, ঘট, জল, পথ, রস, বন ইত্যাদি। অকারান্ত—ছোট, বড়, ভাল, ঘৃত, তৃণ, মৃগ

ইত্যাদি। কিন্তু অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই বৈলক্ষণ্যের অনুসরণ না করিয়া, তাদৃশ শব্দ মাত্রেই অকারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। বর্ণযোজনার উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে গুলি অকারান্ত উচ্চারিত হয়, উহাদের পার্শ্বদেশে * এইরূপ চিহ্ন যোজিত হইল। যে সকল শব্দের পার্শ্বদেশে তদ্রূপ চিহ্ন নাই, উহারা হলন্ত উচ্চারিত হইবে।

বাঙ্গালা ভাষায় তকারের ত, ৎ, এই দ্বিবিধ কলেবর প্রচলিত আছে; দ্বিতীয় কলেবরের নাম খণ্ড তকার। ঈষৎ, জগৎ, মহৎ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময়, খণ্ড তকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খণ্ড তকারের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষার শেষভাগে তকারের দুই কলেবর প্রদর্শিত হইল।

কর্ম্মাটাড়,
১লা পৌষ, সংবৎ ১৯৩২।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

স্বরবর্ণ

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ

অজগর আনারস ইঁদুর ঈগল উট ঊষা
ঋষি লিচু একতারা ঐরাবত ওল ঔষধ

বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা

অ এ ঋ ই ও ঌ ঐ উ ঔ ঈ আ ঊ

ব্যঞ্জন বর্ণ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ ড় ঢ় য় ং ৎ ঃ ঁ

কোকিল খরগোষ গরু ঘোড়া বেঙ চাঁদ ছাগল জাহাজ ঝাঁকামুটে
তানপুরা টিয়া ঠাকুরমা ডাব ঢাক হরিণ তাল থানা দাঁত ধনুক
নৌকা পেঁচা ফড়িং বাঘ ভোঁদড় মহিষ যাঁতিকল রথ লাটিম বুলবুলি
শেয়াল ষাঁড় সিংহ হনুমান য়াক সং

বর্ণপরিচয়ের পরাক্ষা

ব র ক ধ ঝ জ য য় ষ ঘ ম স খ থ ফ চ ঠ ঢ ঢ় ট
গ ল শ হ ছ ড ড় ঙ ত ভ ঞ দ প ণ ন ব ং ঃ ঁ ৎ

বর্ণযোজনা

কর	ঘট	নখ	পথ	ভয়	বন
খল	জল	দশ	ফল	রস	শঠ
অচল	অপর	অবশ	আদর	আসন	ঈষৎ
অধম	অলস	অসৎ	আলয়	ইতর	ঔষধ
কপট	জগৎ	ধবল	মরণ	লবণ	শকট
গরল	দশম	নয়ন	রজক	বসন	সরল

আকারযোগ

আ া

ক আ কা ম আ মা

উদাহরণ

কাক	ঘাস	দান	পাঠ	মাস	বাস
গান	তাল	নাম	ভাগ	লাভ	শাক
ঘটা	কথা	দয়া	তারা	ভাষা	রাজা
লতা	সভা	জবা	দাতা	মালা	শাখা
কারণ	সাহস	কপাট	কাপাস	বাচাল	ভাবনা
বালক	অগাধ	সমান	পাষাণ	তাড়না	যাতনা

ইকারযোগ

ই ি

ক ই কি ব ই বি

উদাহরণ

তিল হিম গতি দধি রবি নিধি
দিন মণি যদি তরি গিরি লিপি

কিরণ নিকট হরিণ অগতি অশনি শিশির
দিবস কঠিন মলিন অবধি নিবিড় বিহিত

ঈকারযোগ

ঈ ী

ক ঈ কী ত ঈ তী

উদাহরণ

কীট তীর নীল ঘটী ধনী বলী
গীত ধীর শীত নদী জয়ী শশী

জীবন নীরস শীতল গভীর শরীর অলীক তরণী রজনী পদবী

উকারযোগ

উ ু

ক উ কু স উ সু

উদাহরণ

কুল তুষ মুখ লঘু কটু মধু
ঘুণ বুধ সুখ ঋজু ঋতু তনু

কুশল মুখর সুলভ আকুল চতুর মধুর অলঘু অপটু অতনু

উকারযোগ

উ ূ

ক ঊ কূ   দ ঊ দূ

উদাহরণ

কূপ গূঢ় দূর ধূম ভূত মূঢ় শূল স্তূপ

নূতন পূরণ ভূষণ শূকর ময়ূর মসূর অকূল অপূপ

ঋকারযোগ

ঋ ৃ

ক ঋ কৃ   ত ঋ তৃ

উদাহরণ

কৃশ* গৃহ* ঘৃত* তৃণ* দৃঢ়* ধৃত* নৃপ* মৃগ*

কৃপণ পৃথক বৃহৎ

অকৃত* আদৃত* অনৃত* অমৃত* আবৃত* মসৃণ*

একারযোগ

এ ে

ক এ কে   দ এ দে

উদাহরণ

কেশ খেদ তেজ দেশ ভেক মেঘ বেশ শেষ

কেবল চেতন ছেদন পেচক মেলক লেখক বেতন শেখর সেবক

আদেশ অনেক অপেয়* অভেদ আবেশ অশেষ

ঐকারযোগ

ঐ ৈ

ক ঐ কৈ দ ঐ দৈ

উদাহরণ

জৈন তৈল দৈব* বৈধ* শৈল* হৈম*

কৈতব ধৈবত ভৈরব বৈভব শৈশব সৈকত

ওকারযোগ

ও ো

ক ও কো দ ও দো

উদাহরণ

কোণ গোল চোর দোষ বোধ ভোগ রোগ লোভ শোক

কোমল গোপন ভোজন মোদক রোদন লোচন

চকোর কঠোর কপোত অবোধ আমোদ অশোক

ঔকারযোগ

ঔ ৌ

ক ঔ কৌ   প ঔ পৌ

উদাহরণ

কৌল গৌর তৌল ধৌত* পৌষ মৌন* লৌহ* শৌচ

কৌশল গৌরব যৌবন সৌরভ

মিশ্র উদাহরণ

সাধু শিখা শোভা রীতি নীতি নাড়ী রাশি
পূজা বেণু বায়ু নৌকা সুখী ভূমি খেলা
ধেনু লীলা সেবা রিপু ধাতু কৃপা সীমা
নাভি ঘৃণা মেধা তালু বীণা পীড়া হানি

বিকার বিনাশ পৃথিবী বিচার একাকী মৃগয়া দুরাশা
আকৃতি কোকিল শৃগাল কৌতুক বালিকা নিরীহ* পিপাসা
মানুষ বিড়াল নিষেধ নীরোগ দয়ালু সোপান মেধাবী

মিশ্র উদাহরণ

অধিকার সমুদায় পরিণাম বিপরীত পরিশোধ অনুতাপ পরিবার
পরিহাস অনুরাগ অনুপায় অভিলাষ আলোচনা নিবারণ কৌতূহল
পুরাতন অবিচার পরিতোষ অনুমান অভিমান অনুযোগ বিবেচনা

অনুধাবন পরিবেশন অনধিকার নিরপরাধ অনুশোচনা
অকুতোভয় অনুশীলন অনুমোদন অবিবেচনা অভিনিবেশ
নিরভিমান পরিদেবনা পারলৌকিক পারিতোষিক

অনুস্বারযোগ

ং

অ ং অং   ব ং বং

উদাহরণ

অংশ* বংশ* হংস* মাংস* সিংহ* হিংসা

দংশন সংশয় সংযোগ সংসার বিংশতি মীমাংসা

বিসর্গযোগ

ঃ

ক ঃ কঃ   ন ঃ নঃ

উদাহরণ

দুঃখ* দুঃখী দুঃখিত দুঃশীল নিঃশেষ নিঃসৃত*

দুঃসময় দুঃসাহস অধঃপাত মনঃপূত* নিঃসহায় পুনঃপুনঃ

চন্দ্রবিন্দুযোগ

ঁ

কা ঁ কাঁ   চা ঁ চাঁ

উদাহরণ

চাঁদ দাঁত পাঁচ ফাঁদ বাঁক হাঁস কাঁচা চাঁপা তাঁবা

কাঁটাল পাঁকাল কাঁসারি সাঁখারি

বর্ণ বিশেষে উ ঊ ঋ যোগের বিশেষ

গ উ গু

উদাহরণ

গুড়	গুণ	অগুণ	বিগুণ	গুহা	গুণবান

র উ রু

উদাহরণ

রুচি	রুধির	তরু	করুণা	অরুণ	নিরুপায়

শ উ শু

উদাহরণ

শুক	শুচি	পশু	শিশু	অশুভ*	কিংশুক

হ উ হু

উদাহরণ

বহু	বাহু	রাহু	আহুতি	বহুমান	হুতাশন

র ঊ রূ

উদাহরণ

রূঢ়	রূপ	সরূপ	নিরূপণ	আরূঢ়*	অপরূপ

হ ঋ হৃ

উদাহরণ

হৃত*	হৃদয়	সুহৃৎ	সহৃদয়	আহৃত*	অপহৃত*

১ পাঠ

বড় গাছ। ভাল জল। লাল ফুল। ছোট পাতা।

২ পাঠ

পথ ছাড়। জল খাও। হাত ধর। বাড়ী যাও।

৩ পাঠ

কথা কয়। জল পড়ে। মেঘ ডাকে। হাত নাড়ে। খেলা করে।

৪ পাঠ

কি পড়। কোথা যাও। ধীরে চল। কাছে এস। বই আন।

৫ পাঠ

নূতন ঘটী। পুরাণ বাটী। কাল পাথর। সাদা কাপড়। শীতল জল।

৬ পাঠ

বাহিরে যাও। ভিতরে এস। কপাট খোল। কাগজ রাখ। কলম দাও।

৭ পাঠ

আমি যাইব। তোমরা যাও। আমরা যাইতেছি।
সে আসিবে। তিনি গিয়াছেন। তাহারা আসিতেছে।

৮ পাঠ

কাক ডাকিতেছে। পাখী উড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে।
গরু চরিতেছে। জল পড়িতেছে। ফল ঝুলিতেছে।

৯ পাঠ

আমি মুখ ধুইয়াছি।
রাখাল কাপড় পরিতেছে।
ভুবন কাপড় পরিয়াছে।
গোপালের পড়িবার বই নাই।
মাধব কখন পড়িতে গিয়াছে।
যাদব এখনও শুইয়া আছে।
রাখাল সারাদিন খেলা করে।

১০ পাঠ

রাম, তুমি হাসিতেছ কেন।
নবীন কেন বসিয়া আছে।
আমি আজ পড়িতে যাইব না।
তিনি এখানে কখন আসিবেন।
আমরা কাল সকালে যাইব।
তুমি একলা কোথায় যাইতেছ।
তোমরা এখানে কি করিতেছ।

১১ পাঠ

তুমি কখন পড়িতে যাইবে।
যদু কাল সকালে আসিবে।
তোমার গৌণ হইল কেন।
আমি আজ বিকালে যাইব।
কাল আমরা পড়িতে যাই নাই।
আজ আমি তোমাদের বাড়ী যাইব
কাল রাম আমাদের বাড়ী আসিবে।

১২ পাঠ

কখনও মিছা কথা কহিও না।
কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না।
কাহাকেও গালি দিও না।
ঘরে গিয়া উৎপাত করিও না।
রোদের সময় দৌড়াদৌড়ি করিও না
পড়িবার সময় গোল করিও না।
সারা দিন খেলা করিও না।

১৩ পাঠ

তারক ভাল পড়িতে পারে।
ঈশান কিছুই পড়িতে পারে না।
কৈলাস কাল পড়া বলিতে পারে নাই।
আজ অসুখ হইয়াছে, পড়িতে যাইব না।
কাল জল হইয়াছিল, পথে কাদা হইয়াছে।
তুমি দৌড়িয়া যাও কেন, পড়িয়া যাইবে।
উমেশ ছুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে।

১৪ পাঠ

আর রাতি নাই। ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিব না। উঠিয়া মুখ ধুই। মুখ ধুইয়া কাপড় পরি। কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি। ভাল করিয়া না পড়িলে, পড়া বলিতে পারিব না। পড়া বলিতে না পারিলে, গুরু মহাশয় রাগ করিবেন; নূতন পড়া দিবেন না।

১৫ পাঠ

বেলা হইল। পড়িতে চল। আমার কাপড় পরা হইয়াছে। তুমি কাপড় পর। আমার বই লইয়াছি। তোমার বই কোথায়। এস যাই, আর দেরি করিব না। কাল আমরা সকলের শেষে গিয়াছিলাম; সব পড়া শুনিতে পাই নাই।

১৬ পাঠ

দেখ রাম, কাল তুমি, পড়িবার সময়, বড় গোল করিয়াছিলে। পড়িবার সময় গোল করিলে, ভাল পড়া হয় না; কেহ শুনিতে পায় না। তোমাকে বারণ করিতেছি, আর কখনও পড়িবার সময় গোল করিও না।

১৭ পাঠ

নবীন কাল তুমি, বাড়ী যাইবার সময়, পথে ভুবনকে গালি দিয়াছিলে। তুমি ছেলে মানুষ, জান না, কাহাকেও গালি দেওয়া ভাল নয়। আর যদি তুমি কাহাকেও গালি দাও, আমি সকলকে বলিয়া দিব, কেহ তোমার সহিত কথা কহিবে না।

১৮ পাঠ

গিরিশ, কাল তুমি পড়িতে এস নাই কেন। শুনিলাম, কোনও কাজ ছিল না, মিছামিছি কামাই করিয়াছ; সারা দিন খেলা করিয়াছ; রোদে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছ; বাড়ীতে অনেক উৎপাত করিয়াছ। আজ তোমাকে কিছু বলিলাম না। দেখিও, আর যেন কখনও এরূপ না হয়।

১৯ পাঠ

গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন, সে তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভাল খাব, ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না।

গোপাল আপনার ছোট ভাই ভগিনী গুলিকে বড় ভাল বাসে। সে কখনও তাদের সহিত ঝগড়া করে না, তাদের গায় হাত তুলে না। এ কারণে, তার পিতা মাতা তাকে অতিশয় ভাল বাসেন।

গোপাল যখন পড়িতে যায়, পথে খেলা করে না; সকলের আগে পাঠশালায় যায়; পাঠাশালায় গিয়া, আপনার জায়গায় বসে; আপনার জায়গায় বসিয়া, বই খুলিয়া পড়িতে থাকে; যখন গুরু মহাশয় নূতন পড়া দেন, মন দিয়া শুনে।

খেলিবার ছুটী হইলে, যখন সকল বালক খেলিতে থাকে, গোপালও খেলা করে। আর আর বালকেরা, খেলিবার সময়, ঝগড়া করে, মারামারি করে। গোপাল তেমন নয়। সে এক দিনও, কাহারও সহিত, ঝগড়া বা মারামারি করে না।

পাঠশালার ছুটী হইলে, বাড়ী গিয়া, গোপাল পড়িবার বইখানি আগে ভাল জায়গায় রাখিয়া দেয়; পরে, কাপড় ছাড়িয়া, হাত পা মুখ ধোয়। গোপালের মা যা

কিছু খাবার দেন, গোপাল তাই খায়; খাইয়া, আপনার ছোট ভাই ভগিনীগুলি লইয়া, খানিক খেলা করে।

গোপাল কখনও লেখা পড়ায় অবহেলা করে না। সে পাঠশালায় যাহা পড়িয়া আইসে, বাড়ীতে তাহা ভাল করিয়া পড়ে; পুরাণ পড়াগুলি দুবেলা আগাগোড়া দেখে। পড়া বলিবার সময়, সে সকলের চেয়ে ভাল বলিতে পারে।

গোপালকে যে দেখে, সেই ভালবাসে। সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত।

২০ পাঠ

গোপাল যেমন সুবোধ, রাখাল তেমন নয়। সে বাপ মার কথা শুনে না; যা খুসী তাই করে; সারা দিন উৎপাত করে; ছোট ভাই ভগিনী গুলির সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে। এ কারণে, তার পিতা মাতা তাকে দেখিতে পারেন না।

রাখাল, পড়িতে যাইবার সময়, পথে খেলা করে; মিছামিছি দেরি করিয়া, সকলের শেষে পাঠশালায় যায়। আর আর বালকেরা পাঠশালায় গিয়া পড়িতে বসে। রাখালও দেখাদেখি বই খুলিয়া বসে; বই খুলিয়া হাতে করিয়া থাকে, এক বারও পড়ে না।

লেখা পড়ায় রাখালের বড় অমনোযোগ। সে এক দিনও মন দিয়া পড়ে না; এবং এক দিনও ভাল পড়া বলিতে পারে না। গুরু মহাশয় যখন নূতন পড়া দেন, সে তাহাতে মন দেয় না, কেবল এদিকে ওদিকে চাহিয়া থাকে।

খেলিবার ছুটী হইলে, রাখাল বড় খুসী। খেলিতে পাইলে, সে আর কিছুই চায় না। খেলিবার সময়, সে সকলের সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে; এ কারণে গুরুমহাশয় তাহাকে সতত গালাগালি দেন।

ছুটী হইলে, বাড়ীতে গিয়া, রাখাল পড়িবার বই কোথায় ফেলে, কিছুই ঠিকানা থাকে না। কোনও দিন পাঠশালায় ফেলিয়া আইসে; কোনও দিন পথে হারাইয়া আইসে। রাখালের পিতা, এক মাসের ভিতর, চারিবার বই কিনিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এবার বই হারাইলে, আর কিনিয়া দিবেন না।

রাখালকে কেহ ভাল বাসে না। কোন বালকেরই রাখালের মত হওয়া উচিত নয়। যে রাখালের মত হইবে, সে লেখা পড়া শিখিতে পারিবে না।

২১ পাঠ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
এক	দুই	তিন	চারি	পাঁচ	ছয়	সাত	আট	নয়	দশ

সম্পূর্ণ

বর্ণপরিচয়

দ্বিতীয় ভাগ

[১৯৩৩ সংবতে মুদ্রিত দ্বিষষ্টিতম সংস্করণ হইতে]

সম্পাদকীয় মন্তব্য

বর্ণমালা-শিক্ষার্থী বালকবালিকাদের জন্য এ 'বর্ণপরিচয়' এই গ্রন্থাবলীমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইতেছে না; 'উপক্রমণিকা'ও ব্যাকারণ-শিক্ষার্থীর সাহায্যের জন্য গ্রন্থাবলীতে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। এই দুই ব্যাপারে তিনি যে নূতনত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা প্রদর্শনের জন্যই এগুলি গ্রন্থাবলীভুক্ত করা হইল।

পুরাতন 'বর্ণপরিচয়' আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যে সংস্করণ হইতে 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ ছাপা হইল, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজস্ব লিখিত সংস্করণের যে হুবহু পুনর্মুদ্রণ ভূমিকায় এরূপ উল্লিখিত আছে। সম্পূর্ণ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা এই সংস্করণের পাঠই গ্রহণ করিলাম।

বিজ্ঞাপন

বালকদিগের সংযুক্তবর্ণপরিচয় এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সংযুক্ত বর্ণের উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণবিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে, গুরু শিষ্য উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষাবিষয়েও আনুসঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক।

ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগ শিক্ষা করিতে গেলে, অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটী পাঠ দেওয়া গিয়াছে। অল্পবয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়, এরূপ বিষয় লইয়া ঐ সকল পাঠ অতি সরল ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছে। শিক্ষক মহাশয়েরা উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য স্ব স্ব ছাত্রদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
১লা আষাঢ়, সংবৎ ১৯১২।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

দ্বিষষ্টিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে, কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত এবং চারিটী নূতন পাঠ সঙ্কলিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষভাগে শিশুশিক্ষা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা নিষ্কাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা।
সংবৎ ১৯৩৩।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

সংযুক্ত বর্ণ

য ফলা

য ্য

ক	য	ক্য	ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য।
খ	য	খ্য	মুখ্য, অখ্যাতি, উপাখ্যান।
গ	য	গ্য	ভাগ্য, যোগ্য, আরোগ্য।
চ	য	চ্য	বাচ্য, বিবেচ্য, পদচ্যুত।
জ	য	জ্য	রাজ্য, বিভাজ্য, জ্যোতিষ।
ট	য	ট্য	নাট্য, কাপট্য, নৈকট্য।
ঠ	য	ঠ্য	লাঠ্য।
ড	য	ড্য	জাড্য, তাড্যমান।
ঢ	য	ঢ্য	আঢ্য, ধনাঢ্য।
ণ	য	ণ্য	পুণ্য, অরণ্য, লাবণ্য।
ত	য	ত্য	নিত্য, সত্য, হত্যা, মৃত্যু।
থ	য	থ্য	তথ্য, পথ্য, মিথ্যা।
দ	য	দ্য	অদ্য, বাদ্য, বিদ্যা, বিদ্যুৎ।
ধ	য	ধ্য	ধ্যাতব্য, ধ্যান।
ন	য	ন্য	অন্য, ধন্য, শূন্য, অন্যায়।
প	য	প্য	রৌপ্য, আলাপ্য, আপ্যায়িত।
ভ	য	ভ্য	লভ্য, সভ্য, অভ্যাস।
ম	য	ম্য	রম্য, অগম্য, বৈষম্য।
য	য	য্য	অজয্য, আতিশয্য, শয্যা।
ল	য	ল্য	বাল্য, তুল্য, মূল্য, কল্যাণ।
ব	য	ব্য	নব্য, দিব্য, তালব্য, অব্যাহতি।
শ	য	শ্য	অবশ্য, আবশ্যক, শ্যামল।

ষ য ষ্য দূষ্য, পোষ্য, শিষ্য।
স য স্য নস্য, শস্য, আলস্য, ঔদাস্য।
হ য হ্য সহ্য, বাহ্য, লেহ্য।

প্রথম পাঠ

১। কখনও কাহাকেও কুবাক্য কহিও না। কুবাক্য কহা বড় দোষ। যে কুবাক্য কহে, কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না।

২। বাল্যকালে মন দিয়া লেখা পড়া শিখিবে। লেখা পড়া শিখিলে, সকলে তোমায় ভাল বাসিবে। যে লেখা পড়ায় আলস্য করে, কেহ তাহাকে ভাল বাসে না। তুমি কখনও লেখা পড়ায় আলস্য করিও না।

৩। সদা সত্য কথা কহিবে। যে সত্য কথা কয়, সকলে তাহাকে ভাল বাসে। যে মিথ্যা কথা কয়, কেহ তাহাকে ভাল বাসে না, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। তুমি কখনও মিথ্যা কথা কহিও না।

৪। নিত্য যাহা পড়িবে, নিত্য তাহা অভ্যাস করিবে। কল্য অভ্যাস করিব বলিয়া, রাখিয়া দিবে না। যাহা রাখিয়া দিবে, আর তাহা অভ্যাস করিতে পারিবে না।

৫। কদাচ পিতা মাতার অবাধ্য হইও না। তাঁহারা যখন যাহা বলিবেন, তাহা করিবে। কদাচ তাহার অন্যথা করিও না। পিতা মাতার কথা না শুনিলে, তাঁহারা তোমায় ভাল বাসিবেন না।

৬। অবোধ বালকেরা সারাদিন খেলিয়া বেড়ায়, লেখা পড়ায় মন দেয় না। এজন্য তাহারা চির কাল দুঃখ পায়। যাহারা মন দিয়া লেখা পড়া শিখে, তাহারা চিরকাল সুখে থাকে।

র ফলা

র ্র

ক র ক্র বক্র, বিক্রয়, ক্রূর, ক্রোধ।
গ র গ্র অগ্র, গ্রহণ, গ্রাম, অগ্রিম।

ঘ	র	ঘ্র	শীঘ্র, ঘ্রাণ, আঘ্রাণ।
জ	র	জ্র	বজ্র, বজ্রপাত, বজ্রাঘাত।
ত	র	ত্র	গাত্র, মিত্র, ত্রাস, কৃত্রিম।
দ	র	দ্র	রৌদ্র, নিদ্রা, হরিদ্রা, মুদ্রিত।
ধ	র	ধ্র	গৃধ্র, ধ্রিয়মাণ।
প	র	প্র	প্রণয়, প্রাণ, প্রীতি, প্রেরণ।
ভ	র	ভ্র	শুভ্র, ভ্রমণ, ভ্রাতা, ভ্রূকুটি।
ম	র	ম্র	আম্র, তাম্র, নম্র, সম্রাট।
ব	র	ব্র	ব্রণ, ব্রত, ব্রীড়া।
শ	র	শ্র	শ্রম, বিশ্রাম, আশ্রিত, শ্রীমান
স	র	স্র	সহস্র, সংস্রব, স্রাব, স্রোত।
হ	র	হ্র	হ্রদ, হ্রাস, হ্রিয়মান।

দ্বিতীয় পাঠ

১। শ্রম না করিলে, লেখা পড়া হয় না। যে বালক শ্রম করে, সেই লেখা পড়া শিখিতে পারে। শ্রম কর, তুমিও লেখা পড়া শিখিতে পারিবে।

২। পরের দ্রব্যে হাত দিও না। না বলিয়া, পরের দ্রব্য লইলে, চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে, চোর বলিয়া, তাহাকে সকলে ঘৃণা করে। চোরকে কেহ কখনও প্রত্যয় করে না।

৩। যে বালক প্রত্যহ মন দিয়া লেখা পড়া শিখে, সে সকলের প্রিয় হয়। যদি তুমি প্রতিদিন মন দিয়া লেখা পড়া শিখ, সকলে তোমায় ভাল বাসিবে।

৪। কখনও কাহারও সহিত কলহ করিও না। কলহ করা বড় দোষ। যে সতত সকলের সহিত কলহ করে, তাহার সহিত কাহারও প্রণয় থাকে না। সকলেই তাহার শত্রু হয়।

৫। যখন পড়িতে বসিবে, অন্য দিকে মন দিবে না। অন্য দিকে মন দিলে, শীঘ্র অভ্যাস করিতে পারিবে না। অধিক দিন মনে থাকিবে না। পড়া বলিবার সময়, ভাল বলিতে পারিবে না।

৬। যে চুরি করে, মিথ্যা কথা কয়, ঝগড়া করে, গালাগালি দেয়, মারামারি করে, তাহাকে অভদ্র বলে। তুমি কদাচ অভদ্র হইও না। অভদ্র বালকের সংস্রবে থাকিও না। যদি তুমি অভদ্র হও, কিংবা অভদ্র বালকের সংস্রবে থাক, কেহ তোমাকে কাছে বসিতে দিবে না, তোমার সহিত কথা কহিবে না, সকলেই তোমায় ঘৃণা করিবে।

ল ফলা

ল ্ল

ক	ল	ক্ল	শুক্ল, ক্লীব, ক্লেশ।
গ	ল	গ্ল	গ্লপিত, গ্লানি।
প	ল	প্ল	বিপ্লব, প্লাবন, প্লীহা।
ম	ল	ম্ল	অম্ল, ম্লান, অম্লান।
ল	ল	ল্ল	পল্লব, উল্লাস, ভল্লুক, কল্লোল।
শ	ল	শ্ল	শ্লাঘা, অশ্লীল, শ্লোক, শ্লেষ।
হ	ল	হ্ল	আহ্লাদ, আহ্লাদিত।

ব ফলা

ক	ব	ক্ব	পক্ব, অপক্ব, পরিপক্ব।
জ	ব	জ্ব	জ্বর, জ্বলিত, জ্বালা।
ট	ব	ট্ব	খট্বা, খট্বিকা।
ত	ব	ত্ব	ত্বরা, সত্বর, মমত্ব, রাজত্ব।
দ	ব	দ্ব	দ্বার, দ্বিজ, দ্বীপ, দ্বেষ।
ধ	ব	ধ্ব	ধ্বনি, ধ্বংস, সাধ্বী।
ন	ব	ন্ব	অন্বয়, অন্বিত, অন্বেষণ।
ল	ব	ল্ব	বিল্ব, পল্বব।
শ	ব	শ্ব	অশ্ব, নিশ্বাস, আশ্বিন, শ্বেত

স ব স্ব স্বভাব, আস্বাদ, তেজস্বী।

হ ব হ্ব বিহ্বল, জিহ্বা, আহ্বান।

তৃতীয় পাঠ

সুশীল বালক

১। সুশীল বালক পিতা মাতাকে অতিশয় ভালবাসে। তাঁহারা যে উপদেশ দেন, তাহা মনে করিয়া রাখে, কখনও ভুলিয়া যায় না। তাঁহারা যখন যে কাজ করিতে বলেন, সত্বর তাহা করে, যে কাজ করিতে নিষেধ করেন, কদাচ তাহা করে না।

২। সে মন দিয়া লেখাপড়া করে, কখনও অবহেলা করে না। সে সতত এই ভাবে, লেখা পড়া না শিখিলে, চিরকাল দুঃখ পাইব।

৩। সে আপন ভ্রাতা ও ভগিনী দিগকে বড় ভাল বাসে, কদাচ তাহাদের সহিত ঝগড়া করে না, তাহাদের গায়ে হাত তুলে না, খাবার দ্রব্য পাইলে, তাহাদিগকে না দিয়া, একাকী খায় না।

৪। সে কখনও মিথ্যা কথা কয় না। সে জানে, যাহারা মিথ্যা কথা কয়, কেহ তাহাদিগকে ভালবাসে না, কেহ তাহাদের কথায় বিশ্বাস করে না, সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করে।

৫। সে কখনও অন্যায় কাজ করে না। যদি দৈবাৎ করে, তাহার পিতা মাতা ধমকাইলে, রাগ করে না। সে এই মনে করে, অন্যায় কাজ করিয়াছিলাম, এজন্য পিতা মাতা ধমকাইলেন, আর কখনও এমন কাজ করিব না।

৬। সে কখনও কাহাকেও কটু বাক্য বলে না, কুকথা মুখে আনে না, কাহারও সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে না, যাহাতে কাহারও মনে ক্লেশ হয়, কদাচ এমন কাজ করে না।

৭। সে কখনও পরের দ্রব্যে হাত দেয় না। সে জানে, পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ, যাহারা চুরি করে, সকলে তাহাদিগকে ঘৃণা করে।

৮। সে কখনও আলস্যে কাল কাটায় না। যে সময়ের যে কাজ, মন দিয়া তাহা করে। সে লেখা পড়ার সময়, লেখা পড়া না করিয়া, খেলা করিয়া বেড়ায় না।

৯। সে কখনও দুঃশীল বালকদিগের সহিত বেড়ায় না, তাহাদের সহিত খেলা করে না। সে মনে করে, দুঃশীলদিগের সহিত বেড়াইলে ও খেলা করিলে, আমিও দুঃশীল হইয়া যাইব।

১০। সে যখন বিদ্যালয়ে থাকে, গুরু মহাশয় যে সময়ে যাহা করিতে বলেন, প্রফুল্ল মনে তাহা করে, কদাচ তাহার অন্যথা করে না। সে কখনও তাঁহার কথার অবাধ্য হয় না, এজন্য তিনি তাহাকে ভালবাসেন।

ণ ফলা

ণ ্ণ

ণ ণ ণ্ণ নিষণ্ণ, বিষণ্ণ, ষণ্ণবতি।
ষ ণ ষ্ণ কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, সহিষ্ণু।
হ ণ হ্ণ পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ।

ন ফলা

গ ন গ্ন ভগ্ন, মগ্ন, অগ্নি, আগ্নেয়।
ঘ ন ঘ্ন বিঘ্ন, কৃতঘ্ন, বিষঘ্ন।
ত ন ত্ন যত্ন, রত্ন, রত্নাকর।
ন ন ন্ন অন্ন, ভিন্ন, অবসন্ন, সন্নিধান
ম ন ম্ন নিম্ন, নিম্নগা, আম্নায়।
স ন স্ন স্নপিত, স্নান, স্নেহ।
হ ন হ্ন চিহ্ন, নিহ্নব, বহ্নি, আহ্নিক।

ম ফলা

ম ্ম

ক ম ক্ম রুক্ম, রুক্মিণী।
গ ম গ্ম তিগ্ম, বাগ্মী।

ঙ	ম	ঙ্ম	বাঙ্ময়, পরাঙ্মুখ।
ট	ম	ট্ম	কুট্মল, কুট্মমিত।
ণ	ম	ণ্ম	মৃণ্ময়, হিরণ্ময়।
ত	ম	ত্ম	আত্মজ, দুরাত্মা, আত্মীয়।
দ	ম	দ্ম	পদ্ম, ছদ্মবেশ, পদ্মিনী।
ধ	ম	ধ্ম	আধ্মাত, আধ্মান।
ন	ম	ন্ম	জন্ম, উন্মাদ, উন্মূলিত।
ম	ম	ম্ম	সম্মত, সম্মান, সম্মুখ।
ল	ম	ল্ম	গুল্ম, শাল্মলী, উল্মুক।
শ	ম	শ্ম	শ্মশান, রশ্মি, কাশ্মীর।
ষ	ম	ষ্ম	উষ্ম, উষ্মাগম।
স	ম	স্ম	ভস্ম, স্মরণ, অকস্মাৎ, বিস্মৃত
হ	ম	হ্ম	জিহ্ম, জিহ্মগ, জিহ্মিত।

চতুর্থ পাঠ

যাদব

যাদব নামে একটি বালক ছিল, তাহার বয়স আট বৎসর। যাদবের পিতা প্রত্যহ তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। লেখা পড়ায় যাদবের যত্ন ছিল না। সে এক দিনও বিদ্যালয়ে যাইত না; পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইত।

বিদ্যালয়ের ছুটী হইলে, সকল বালক যখন বাড়ী যায়, যাদবও সেই সময়ে বাড়ী যাইত। তাহার পিতা মাতা মনে করিতেন, যাদব বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিয়া আসিল। এই রূপে, প্রতিদিন সে বাপ মাকে ফাঁকি দিত।

এক দিন যাদব দেখিল, ভুবন নামে একটী বালক পড়িতে যাইতেছে। তাহাকে কহিল, ভুবন! আজ তুমি পাঠশালায় যাইও না। এস দুজনে মিলিয়া খেলা করি। পাঠশালার ছুটী হইলে, যখন সকলে বাড়ী যাইবে, আমরাও সেই সময়ে বাড়ী যাইব।

ভুবন কহিল, না ভাই, আমি খেলা করিব না। সারাদিন খেলা করিলে, পড়া হবে না। কাল পাঠশালায় গেলে, গুরু মহাশয় ধমকাইবেন, বাবা শুনিলে রাগ করিবেন। আমি আর দেরি করিব না, পাঠশালায় যাই। এই বলিয়া ভুবন চলিয়া গেল।

আর একদিন যাদব দেখিল, অভয় নামে একটি বালক পড়িতে যাইতেছে। তাহাকে কহিল, অভয়! আজ পড়িতে যাইও না। এস দুজনে খেলা করি।

অভয় কহিল, না ভাই, তুমি বড় খারাপ ছোকরা, তুমি এক দিনও পড়িতে যাও না। তোমার সহিত খেলা করিলে, আমিও তোমার মত খারাপ হইয়া যাইব। তোমার মত পথে পথে খেলিয়া বেড়াইলে, লেখা পড়া কিছুই হবে না। কাল গুরু মহাশয় বলিয়াছেন, ছেলেবেলায় মন দিয়া লেখা পড়া না করিলে, চিরকাল দুঃখ পায়।

এই বলিয়া অভয় চলিয়া যায়। যাদব টানাটানি করিতে লাগিল। অভয় তাহার হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া গেল। কহিল, আজ আমি তোমার সব কথা গুরু মহাশয়কে বলিয়া দিব।

অভয় বিদ্যালয়ে গিয়া গুরু মহাশয়কে যাদবের কথা বলিয়া দিল। গুরু মহাশয় যাদবের পিতার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, তোমার ছেলে এক দিনও পড়িতে আইসে না। পথে পথে প্রতিদিন খেলিয়া বেড়ায়। আপনিও পড়িতে আইসে না, এবং অন্য অন্য বালককেও আসিতে দেয় না।

যাদবের পিতা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধ করিলেন, তাহাকে অনেক ধমকাইলেন, বই কাগজ কলম যা কিছু দিয়াছিলেন, সব কাড়িয়া লইলেন। সেই অবধি, তিনি যাদবকে ভাল বাসিতেন না, কাছে আসিতে দিতেন না, সম্মুখে আসিলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন।

রেফ

র ˊ

র	ক	র্ক	তর্ক, কর্কশ, শর্করা।
র	খ	র্খ	মূর্খ, মূর্খতা।
র	গ	র্গ	দুর্গম, নির্গত, বিসর্গ।
র	ঘ	র্ঘ	দীর্ঘ, মহার্ঘ, দুর্ঘট, নির্ঘাত

র	জ	র্জ	নির্জন, দুর্জন, নির্জীব।
র	ঝ	র্ঝ	ঝর্ঝর, নির্ঝর।
র	ণ	র্ণ	কর্ণ, বর্ণ, নির্ণয়, নির্ণীত।
র	থ	র্থ	অর্থ, সার্থক, সমর্থ, অর্থাৎ।
র	দ	র্দ	নির্দয়, দুর্দৈব, নির্দোষ।
র	ধ	র্ধ	নির্ধন, নির্ধূম, নির্ধৌত।
র	ন	র্ন	দুর্নয়, দুর্নাম, দুর্নিবার।
র	প	র্প	সর্প, কার্পাস, অর্পিত, কর্পূর
র	ব	র্ব	দুর্বল, নির্বোধ।
র	ভ	র্ভ	নির্ভয়, নির্ভর, দুর্ভাবনা।
র	ল	র্ল	দুর্লভ, নির্লেপ, নির্লোভ।
র	শ	র্শ	দর্শন, পরামর্শ, দর্শিত।
র	ষ	র্ষ	হর্ষ, বিমর্ষ, বর্ষা, বার্ষিক।
র	হ	র্হ	বর্হ, গর্হিত।

পঞ্চম পাঠ

নবীন

নবীন নামে একটী বালক ছিল। তাহার বয়ঃক্রম নয় বৎসর। সে খেলা করিতে এত ভাল বাসিত যে, সারা দিন পথে পথে খেলিয়া বেড়াইত, একবারও লেখা পড়ায় মন দিত না। এজন্য সে কিছুই শিখিতে পারিত না। গুরু মহাশয় প্রতিদিন তাহাকে ধমকাইতেন। ধমকের ভয়ে সে আর বিদ্যালয়ে যাইত না।

এক দিন, নবীন দেখিল, একটী বালক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইতেছে, তাহাকে কহিল, অহে ভাই, এস দুজনে খানিক খেলা করি।

সে বলিল, আমি পড়িতে যাইতেছি, এখন খেলিতে পারিব না। পড়িবার সময় খেলা করিলে, লেখা পড়া শিখিতে পারিব না। বাবা আমাকে পড়িবার সময় পড়িতে, ও খেলিবার সময় খেলিতে, বলিয়া দিয়াছেন। আমি যে সময়ের যে কাজ, সে সময়ে

সে কাজ করি। এজন্যে বাবা আমাকে ভাল বাসেন। আমি তাঁর কাছে যখন যা চাই, তাই দেন। যদি আমি এখন, পড়িতে না গিয়া, তোমার সহিত খেলা করি, বাবা আমাকে আর ভাল বাসিবেন না। তিনি বলিয়াছেন, লেখা পড়ায় অবহেলা করিয়া, সারাদিন খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়। অতএব, আমি চলিলাম। এই বলিয়া সে সত্বর চলিয়া গেল।

নবীন খানিক দূরে গিয়া দেখিল, একটি বালক, চলিয়া যাইতেছে। তাহাকে কহিল, ভাই, তুমি কোথায় যাইতেছ? সে বলিল, বাবা আমাকে এক জিনিস আনিতে পাঠাইয়াছেন। তখন নবীন কহিল, তুমি পরে জিনিস আনিতে যাইবে। এখন এস, দুজনে মিলিয়া খানিক খেলা করি।

ঐ বালক বলিল, না ভাই, এখন আমি খেলিতে পারিব না। বাবা যে কাজ করিতে বলিয়াছেন, আগে তাহা করিব। বাবা কহিয়াছেন, কাজে অযত্ন করা ভাল নয়। আমি কাজের সময় কাজ করি, খেলার সময় খেলা করি। কাজের সময়, কাজ না করিয়া, খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইব। আমি কখনও কাজে অমনোযোগ করি না। যে সময়ের যে কাজ, সে সময়ে সে কাজ করি। আমি তোমার কথা শুনিয়া কাজে অবহেলা করিব না।

এই কথা শুনিয়া, নবীন সেখান হইতে চলিয়া গেল। খানিক গিয়া, এক রাখালকে দেখিয়া কহিল, আয় না ভাই, দুজনে মিলিয়া খেলা করি। রাখাল কহিল, আমি গরু চরাইতে যাইতেছি, এখন খেলা করিতে পারিব না। খেলা করিলে, গরু চরান হইবে না। প্রভু রাগ করিবেন, গালাগালি দিবেন। আমি কাজে অযত্ন করিব না। কাজের সময় কাজ করিব, খেলার সময় খেলা করিব। বাবা এক দিন বলিয়াছেন, কাজের সময় কাজ না করিয়া সারাদিন খেলিয়া বেড়াইলে, চির কাল দুঃখ পাইতে হয়। তুমি যাও, এখন আমি খেলা করিব না।

এই রূপে, ক্রমে ক্রমে তিন জনের কথা শুনিয়া, নবীন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, সকলেই কাজের সময় কাজ করে। এক জনও, কাজে অবহেলা করিয়া, সারাদিন খেলিয়া বেড়ায় না। কেবল আমিই সারাদিন খেলা করিয়া বেড়াই। সকলেই বলিল, কাজের সময় কাজ না করিয়া, খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়। এজন্য, তারা সারাদিন খেলা করিয়া বেড়ায় না। আমি যদি, লেখা পড়ার সময়, লেখা পড়া না করিয়া, কেবল খেলিয়া বেড়াই, তা হলে, আমি চির কাল দুঃখ পাইব। বাবা জানিতে

পারিলে, আর আমায় ভাল বাসিবেন না, মারিবেন, গালাগালি দিবেন, কখন কিছু চাহিলে, দিবেন না। আর আমি লেখা পড়ায় অবহেলা করিব না। আজ অবধি, লেখা পড়ার সময় লেখা পড়া করিব।

এই ভাবিয়া, সেই দিন অবধি, নবীন লেখা পড়ায় মনোযোগ করিল। তার পর, আর সে সারাদিন খেলা করিয়া বেড়াইত না। কিছু দিনের মধ্যেই, নবীন অনেক শিখিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া সকলে নবীনের প্রশংসা করিতে লাগিল। এইরূপে লেখা পড়ায় যত্ন হওয়াতে, নবীন ক্রমে ক্রমে অনেক বিদ্যা শিখিয়াছিল।

মিশ্র সংযোগ—দুই অক্ষরে

ক	ক	ক্ক	চিক্কণ, ধিক্কার, কুক্কুট।
ক	ত	ক্ত	রক্ত, শক্ত, বক্তা, ভক্তি।
ক	ষ	ক্ষ	ভক্ষণ, লক্ষণ, পরীক্ষা, রক্ষিত।
গ	ধ	গ্ধ	দগ্ধ, দুগ্ধ, মুগ্ধ।
ঙ	ক	ঙ্ক	অঙ্ক, শঙ্কা, অঙ্কুর, সঙ্কেত।
ঙ	খ	ঙ্খ	শঙ্খ, শৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খল।
ঙ	গ	ঙ্গ	অঙ্গ, অঙ্গার, সঙ্গীত, অঙ্গুলি।
ঙ	ঘ	ঙ্ঘ	লঙ্ঘন, জঙ্ঘা, লঙ্ঘিত।
চ	চ	চ্চ	উচ্চ, উচ্চারণ, উচ্চৈঃ।
চ	ছ	চ্ছ	তুচ্ছ, আচ্ছাদন, বিচ্ছেদ।
চ	ঞ	চ্ঞ	যাচ্ঞা।
জ	জ	জ্জ	কজ্জল, লজ্জা, লজ্জিত।
জ	ঝ	জ্ঝ	কুজ্ঝটিকা।
জ	ঞ	জ্ঞ	বিজ্ঞ, আজ্ঞা, অজ্ঞান, অজ্ঞেয়।
ঞ	চ	ঞ্চ	চঞ্চল, সঞ্চার, বঞ্চিত।
ঞ	ছ	ঞ্ছ	লাঞ্ছনা, বাঞ্ছা, বাঞ্ছিত।
ঞ	জ	ঞ্জ	অঞ্জলি, পঞ্জিকা, সঞ্জীবন।
ট	ট	ট্ট	অট্টহাস, অট্টালিকা।

ড়	গ	ড়্গ	খড়্গ, খড়্গাঘাত।
ণ	ট	ণ্ট	কণ্টক, বণ্টন।
ণ	ঠ	ণ্ঠ	কণ্ঠ, উৎকণ্ঠা, কুণ্ঠিত।
ণ	ড	ণ্ড	খণ্ড, চণ্ডাল, পণ্ডিত, গণ্ডুষ।
ত	ত	ত্ত	উত্তম, উত্তাপ, আবৃত্তি, উত্তেজনা।
ত	থ	ত্থ	উত্থান, উত্থাপন, উত্থিত।
দ	গ	দ্গ	মুদ্গর, উদ্গার, মদ্গুর।
দ	ঘ	দ্ঘ	উদ্ঘাটন, উদ্ঘাটিত।
দ	দ	দ্দ	উদ্দীপন, উদ্দেশ।
দ	ধ	দ্ধ	বদ্ধ, বুদ্ধি, উদ্ধত।
দ	ভ	দ্ভ	উদ্ভব, উদ্ভিদ, অদ্ভুত।
ন	ত	ন্ত	দন্ত, চিন্তা, সন্তোষ।
ন	থ	ন্থ	মন্থন, পন্থা।
ন	দ	ন্দ	আনন্দ, মন্দির, সিন্দূর, সন্দেহ।
ন	ধ	ন্ধ	অন্ধ, সন্ধান, অভিসন্ধি, বন্ধু।
প	ত	প্ত	তপ্ত, লিপ্ত, তৃপ্তি, দীপ্তি।
ব	জ	ব্জ	অব্জ, কুব্জ।
ব	দ	ব্দ	শব্দ, শব্দায়মান, শাব্দিক।
ব	ধ	ব্ধ	লব্ধ, লুব্ধ, আরব্ধ।
ম	প	ম্প	কম্প, সম্পদ, সম্পাদন।
ম	ফ	ম্ফ	লম্ফ, গুম্ফিত।
ম	ব	ম্ব	কম্বল, বিলম্ব, সম্বোধন।
ম	ভ	ম্ভ	আরম্ভ, রম্ভা, গম্ভীর, সম্ভোগ।
ল	ক	ল্ক	শল্ক, বল্কল, উল্কা।
ল	গ	ল্গ	বল্গা, ফাল্গুন।
ল	প	ল্প	অল্প, কল্পনা, কল্পিত।
শ	চ	শ্চ	নিশ্চয়, পশ্চাৎ, পশ্চিম।
শ	ছ	শ্ছ	শিরশ্ছেদ।

ষ	ক	ষ্ক	শুষ্ক, পরিষ্কার, আবিষ্কৃত।
ষ	ট	ষ্ট	কষ্ট, দুষ্ট, অষ্টাহ, সমষ্টি।
ষ	ঠ	ষ্ঠ	কনিষ্ঠ, অনুষ্ঠান, নিষ্ঠুর।
ষ	প	ষ্প	পুষ্প, নিষ্পাদন, নিষ্পীড়ন।
ষ	ফ	ষ্ফ	নিষ্ফল, নিষ্ফলতা।
স	ক	স্ক	তস্কর, নমস্কার, পুরস্কৃত।
স	খ	স্খ	স্খলন, স্খলিত।
স	ত	স্ত	হস্ত, নিস্তার, আস্তিক, নিস্তেজ।
স	থ	স্থ	সুস্থ, স্থান, অস্থি, স্থূল।
স	প	স্প	বাস্প, আস্পদ, পরস্পর।
স	ফ	স্ফ	স্ফটিক, আস্ফালন, স্ফীত।

ষষ্ঠ পাঠ

মাধব

মাধব নামে একটি বালক ছিল। তাহার বয়স দশ বৎসর। তাহার পিতা তাহাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে দিয়াছিলেন। সে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাইত এবং মন দিয়া লেখা পড়া শিখিত; কখনও কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করিত না; এজন্য সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত।

এ সকল গুণ থাকিলে কি হয়, মাধবের একটী মহৎ দোষ ছিল। সে পরের দ্রব্য লইতে বড় ভালবাসিত। সুযোগ পাইলেই, কোনও দিন কোনও বালকের পুস্তক লইত, কোনও দিন কোনও বালকের কলম লইত, কোনও দিন কোনও বালকের কাগজ লইত, কোনও দিন কোনও বালকের ছুরি লইত। এইরূপে প্রায় প্রতিদিন এক এক বালকের এক এক দ্রব্য অপহরণ করিত।

মাধব যে বালকের কোনও দ্রব্য চুরি করিত, সে শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে গিয়া কহিত, মহাশয়! আমার অমুক দ্রব্য কে লইয়াছে। মাধব চুরি করিয়া এমন লুকাইয়া

রাখিত যে, শিক্ষক মহাশয়, অনেক চেষ্টা করিয়াও, তাহার সন্ধান করিতে পারিতেন না। কে চুরি করিয়াছে স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি সকল বালককেই তিরস্কার করিতেন।

প্রত্যহ গালাগালি খাইয়া, কয়েকটি বালক পরামর্শ করিল, আজ অবধি আমরা সতর্ক থাকিব, দেখিব কে চুরি করে। দুই তিন দিনের মধ্যেই, তাহারা মাধবকে চোর বলিয়া ধরিয়া দিল। মাধব সে দিন এক বালকের এক খানি পুস্তক লইয়াছিল। শিক্ষক মহাশয় চোর বলিয়া তাহাকে গালাগালি দিতে লাগিলেন। তখন মাধব বলিল, আমি চুরি করি নাই, ভুলিয়া লইয়াছিলাম। শিক্ষক মহাশয় সে দিন তাহাকে ক্ষমা করিলেন, কহিয়া দিলেন, তুমি আর কখনও কাহারও দ্রব্যে হস্তার্পণ করিও না। মাধব বলিল, আমি আর কখনও কাহারও কোনও দ্রব্যে হাত দিব না।

দুই তিন দিন কাহারও কোনও দ্রব্য হারাইল না। পরে পুনরায় বিদ্যালয়ের বালকদিগের দ্রব্য হারাইতে লাগিল। মাধব পুনরায় চোর বলিয়া ধরা পড়িল। সে বারেও শিক্ষক মহাশয় তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং অনেক বুঝাইয়া কহিয়া দিলেন, যদি তুমি পুনরায় চুরি কর, তোমাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। সে কহিল, আমি আর কখনও চুরি করিব না। আর চুরি করিব না বলিয়া, সে শিক্ষক মহাশয়ের নিকট প্রতিজ্ঞা করিল বটে, কিন্তু, কয়েক দিন পরে পুনরায় চুরি করিল এবং চোর বলিয়া ধরা পড়িল।

এই রূপে বারংবার চুরি করাতে, শিক্ষক মহাশয় তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তাহার পিতা, এই সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার ও প্রহার করিলেন। কিছু দিন পরে, তিনি তাহাকে আর এক বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন। সে সেখানেও চুরি করিতে লাগিল। সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় বিস্তর ভর্ৎসনা ও প্রহার করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, তাহার পিতার মনে অতিশয় ঘৃণা হইল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। বাল্যকাল অবধি চুরি অভ্যাস করিয়া, মাধব আর সে অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিল না। ক্রমে ক্রমে যত বড় হইতে লাগিল, ততই তাহার ঐ প্রবৃত্তি বাড়িতে লাগিল। সে সুযোগ পাইলেই, কাহারও বাটীতে প্রবেশ করিয়া, চুরি করিত। এ জন্য, যে দেখিত, সেই তাহাকে ঘৃণা করিত। কেহ তাহাকে বিশ্বাস করিত না। কাহারও বাটীতে গেলে, সে তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিত।

মাধবের দুঃখের সীমা ছিল না। সে খাইতে না পাইয়া, পেটের জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া, দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইত, তথাপি তাহার প্রতি কাহারও স্নেহ বা দয়া হইত না।

মিশ্র সংযোগ—তিন অক্ষরে

ক	ষ	ণ	ক্ষ্ণ	তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণতা।
ক	ষ	ম	ক্ষ্ম	সূক্ষ্ম, যক্ষ্মা, লক্ষ্মা।
ঙ	ক	ষ	ঙ্ক্ষ	আকাঙ্ক্ষা, সঙ্ক্ষেপ।
জ	জ	ব	জ্জ্ব	উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতা।
ত	ত	র	ত্ত্র	পুত্ত্র, ছত্ত্র, ছাত্ত্র।
ত	ত	ব	ত্ত্ব	তত্ত্ব, মহত্ত্ব, সাত্ত্বিক।
ত	ম	য	ত্ম্য	দৌরাত্ম্য, মাহাত্ম্য।
ন	ত	র	ন্ত্র	মন্ত্র, যন্ত্র, তান্ত্রিক, মন্ত্রী।
ন	ত	ব	ন্ত্ব	সান্ত্বনা।
ন	দ	র	ন্দ্র	চন্দ্র, তন্দ্রা, ইন্দ্রিয়।
ন	ধ	য	ন্ধ্য	বিন্ধ্য, বন্ধ্যা, সন্ধ্যা।
ন	ন	য	ন্ন্য	সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী।
ম	প	র	ম্প্র	সম্প্রতি, সম্প্রদায়, সম্প্রীত।
ম	ভ	র	ম্ভ্র	সম্ভ্রম, অসম্ভ্রম।
র	চ	চ	র্চ্চ	অর্চ্চনা, চর্চ্চা, অর্চ্চিত।
র	চ	ছ	র্চ্ছ	মূর্চ্ছনা, মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছিত।
র	জ	জ	র্জ্জ	গর্জ্জন, উপার্জ্জন, বর্জ্জিত।
র	দ	দ	র্দ্দ	কর্দ্দম, দুর্দ্দিন, নির্দ্দেশ।
র	দ	ধ	র্দ্ধ	অর্দ্ধ, অর্দ্ধাশন, নির্দ্ধারিত।
র	ম	ম	র্ম্ম	কর্ম্ম, ধর্ম্ম, নির্ম্মাণ, নির্ম্মূল।
র	য	য	র্য্য	কার্য্য, ধৈর্য্য, মর্য্যাদা।
র	ব	ব	র্ব্ব	খর্ব্ব, পর্ব্বাহ, গর্ব্বিত।

র	শ	ব	র্শ্ব	পার্শ্ব, পারিপার্শ্বিক।
ষ	ট	র	ষ্ট্র	উষ্ট্র, রাষ্ট্র।
ষ	প	র	ষ্প্র	নিষ্প্রয়োজন, দুষ্প্রবেশ।
স	ত	র	স্ত্র	অস্ত্র, বস্ত্র, শাস্ত্র, স্ত্রী।

সপ্তম পাঠ

রাম

রাম বড় সুবোধ। সে কদাচ পিতা মাতার কথার অবাধ্য হয় না। তাঁহারা রামকে যখন যাহা করিতে বলেন, সে তৎক্ষণাৎ তাহা করে, কদাচ তাহার অন্যথা করে না। তাঁহারা যাহা করিতে একবার নিষেধ করেন, সে আর কখনও তাহা করে না। এজন্য তাহার পিতা মাতা তাহাকে অতিশয় ভাল বাসেন।

রাম আপন ভাই ভগিনী গুলির উপর অত্যন্ত সদয়। বড় ভাই ও বড় ভগিনীদিগের কথা শুনে, কখনও তাঁহাদের অনাদর করে না। ছোট ভাই ও ছোট ভগিনীদিগকে অতিশয় ভাল বাসে, কখনও তাহাদিগকে বিরক্ত করে না, তাহাদের গায়ে হাত তুলে না।

রাম যে সকল সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে খেলা করে, তাহাদের সকলকেই আপন ভ্রাতার ন্যায় ভাল বাসে, কদাচ তাহাদের সহিত ঝগড়া বা মারামারি করে না। যাহাতে তাহারা অসন্তুষ্ট হয়, কদাচ সেরূপ কর্ম্ম করে না, যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হয়, সর্ব্বদা সেইরূপ কর্ম্ম করে। এজন্য, তাহারা সকলেই রামকে অত্যন্ত ভাল বাসে। রামকে দেখিলে তাহাদের বড় আহ্লাদ হয়।

লেখা পড়ায় রামের বড় যত্ন। সে কখনও সে বিষয়ে উপেক্ষা করে না। সে আপন শিক্ষকদিগকে অতিশয় ভক্তি করে। তাঁহারা যখন যে উপদেশ দেন, মন দিয়া শুনে, কদাচ তাহা বিস্মৃত হয় না।

রাম কখনও কোনও মন্দ কর্ম্ম করে না। দৈবাৎ যদি করে, একবার বারণ করিলে, আর কখনও সেরূপ করে না। যদি তাহার পিতা মাতা অথবা শিক্ষক বলেন, রাম তুমি

বড় মন্দ কর্ম্ম করিয়াছ ; সে বলে, আমি না বুঝিয়া করিয়াছি, আর কখনও এমন কর্ম্ম করিব না, এবার আমায় মাপ করুন। তার পর রাম আর কদাচ তেমন কর্ম্ম করে না।

যাহা শুনিলে লোকের মনে ক্লেশ হয়, রাম কখনও কাহাকেও সেরূপ কথা বলে না ; সে কখনও কানাকে কানা, বা খোঁড়াকে খোঁড়া, বলিয়া ডাকে না। কানাকে কানা বা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিলে, তাহারা বড় দুঃখিত হয়। এজন্য, কাহারও ওরূপ বলা উচিত নয়। রামের মুখে কেহ কখনও কটু, অপ্রিয়, বা অশ্লীল কথা শুনিতে পায় না।

অষ্টম পাঠ

পিতা মাতা

দেখ বালকগণ! পৃথিবীতে পিতা মাতা অপেক্ষা বড় কেহ নাই। মাতা গর্ভে ধরিয়াছেন। পিতা জন্ম দিয়াছেন। তাঁহারা কত যত্নে, কত কষ্টে, তোমাদের লালন পালন করিয়াছেন। তাঁহারা সেরূপ যত্ন ও সেরূপ কষ্ট না করিলে, তোমাদের প্রাণরক্ষা হইত না।

তাঁহারা তোমাদিগকে যেরূপ ভাল বাসেন, পৃথিবীতে আর কেহ তোমাদিগকে সেরূপ ভাল বাসেন না। কিসে তোমাদের সুখ ও আহ্লাদ হয়, তাঁহারা সর্ব্বদা সে চেষ্টা করেন। তোমাদের সুখ ও আহ্লাদ দেখিলে, তাঁহাদের যেরূপ সুখ ও আহ্লাদ হয়, আর কাহারও সেরূপ হয় না।

তাঁহারা তোমাদের উপর যত সদয়, আর কেহ সেরূপ নহেন। যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয়, সে বিষয়ে তাঁহারা সতত কত যত্ন করেন। তোমাদের বিদ্যা হইলে, চির কাল সুখে থাকিতে পারিবে, এজন্য তোমাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন। তোমরা মন দিয়া লেখা পড়া শিখিলে, তাঁহাদের কত আহ্লাদ হয়।

তাঁহারা, দয়া করিয়া, তোমাদিগকে খাওয়া পরা না দিলে, তোমাদের ক্লেশের সীমা থাকিত না। উপাদেয় বস্তু পাইলে, আপনারা না খাইয়া, তোমাদিগকে দেন। ভাল বস্ত্র পরিলে, তোমরা আহ্লাদিত হও, এজন্য তোমাদিগকে ভাল বস্ত্র কিনিয়া দেন।

তোমাদের পীড়া হইলে, তাঁহাদের মনে কত কষ্ট ও কত দুর্ভাবনা হয়। তোমাদের পীড়াশান্তির নিমিত্ত, কত চেষ্টা ও কত যত্ন করেন। যাবৎ তোমরা সুস্থ হইয়া না উঠ,

তাবৎ তাঁহারা স্থির ও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তোমরা সুস্থ হইয়া উঠিলে, তাঁহাদের আহ্লাদের সীমা থাকে না।

অতএব, তোমরা কদাচ পিতা মাতার অবাধ্য হইবে না। তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা করিবে; যাহা নিষেধ করেন, তাহা কখনও করিবে না। যাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন, সর্ব্বদা সে চেষ্টা করিবে। যাহাতে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হন, কদাচ তাহা করিবে না। যাহারা এইরূপে চলে, তাহাদিগকে সু সন্তান বলে। সু সন্তান হইলে, পিতা মাতার সুখের ও আহ্লাদের সীমা থাকে না।

নবম পাঠ

সুরেন্দ্র

সুরেন্দ্র! আমার কাছে এস। তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিব। এই কথা শুনিয়া, সুরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, আমি শুনিলাম, তুমি, পুষ্করিণীর পাড়ে দাঁড়াইয়া, ডেলা ছুড়িতেছিলে; ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমায় জিজ্ঞাসা করি, ঐ কথা যথার্থ কি না।

সুরেন্দ্র বলিল, হাঁ মহাশয়! যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সত্য; আমি ডেলা ছুড়িতেছিলাম। ডেলা ছুড়িলে কোনও দোষ হয়, আমি তাহা মনে করি নাই। গাছের ডালে একটী পাখী বসিয়াছিল তাহাকে মারিবার জন্য, ডেলা ছুড়িয়াছিলাম।

এই কথা শুনিয়া শিক্ষক কহিলেন, সুরেন্দ্র! তুমি অতি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ। পাখী তোমার কোনও ক্ষতি করে নাই; কি জন্যে তাহাকে ডেলা মারিতে গেলে। যদি তাহার গায়ে ডেলা লাগিয়া থাকে, সে কত কষ্ট পাইয়াছে। যদি আর কেহ ডেলা ছুড়ে, আর ঐ ডেলা তোমার গায়ে লাগে, তোমার কত কষ্ট হয়। তোমায় বারণ করিতেছি, তুমি পাখী বা আর কোনও জন্তুকে কখনও ডেলা মারিও না।

সুরেন্দ্র শুনিয়া অতিশয় লজ্জিত হইল এবং কহিল, মহাশয়! আমি আর কখনও কোনও জন্তুকে ডেলা মারিব না। অনেক বালক ঐরূপ করে, তাহা দেখিয়া, আমিও ঐরূপ করিয়াছিলাম, এখন বুঝিতে পারিলাম, ডেলা ছোড়া ভাল নয়।

তখন শিক্ষক কহিলেন, তোমার এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু তুমি, যে পাখীকে লক্ষ্য করিয়া, ডেলা ছুড়িয়াছিলে, উহার গায়ে ঐ ডেলা লাগে নাই। নিকটে একটি বালক দাঁড়াইয়া ছিল, ডেলা তাহার মাথায় লাগিয়া রক্তপাত হইয়াছে। চক্ষুতে লাগিলে সে এ জন্মের মত, অন্ধ হইয়া যাইত। বালকটি কাতর হইয়া কত রোদন করিতেছে। অতএব দেখ, ডেলা ছোড়ায় কত দোষ।

সুরেন্দ্র শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং আমি বড় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পরে কহিল, মহাশয়! না বুঝিয়া, আমি এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। আপনকার সমক্ষে বলিতেছি, আর কখনও এমন কর্ম্ম করিব না। এবার আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

শিক্ষক শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, সুরেন্দ্র! তুমি যে দোষ করিয়া স্বীকার করিলে, এবং আর কখনও ওরূপ দোষ করিবে না বলিলে, ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। দেখিও, ডেলা ছোড়া ভাল নয়, এ কথা যেন ভুলিয়া না যাও।

দশম পাঠ

চুরি করা কদাচ উচিত নয়

না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে, তাহাকে চোর বলে। চোরকে কেহ বিশ্বাস করে না। চুরি করিয়া ধরা পড়িলে, চোরের দুর্গতির সীমা থাকে না। বালকগণের উচিত, কখনও চুরি না করে। পিতা মাতা প্রভৃতির কর্ত্তব্য, পুত্র প্রভৃতিকে কাহারও কোনও দ্রব্য চুরি করিতে দেখিলে, তাহাদের শাসন করেন এবং চুরি করিলে কি দোষ হয়, তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন।

একদা, একটি বালক, বিদ্যালয় হইতে, অন্য এক বালকের এক খানি পুস্তক চুরি করিয়া আনিয়াছিল। অতি শৈশব কালে, ঐ বালকের পিতা মাতার মৃত্যু হয়। তাহার মাসী লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি, তাহার হস্তে ঐ পুস্তক খানি দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভুবন! তুমি এই পুস্তক কোথায় পাইলে। সে কহিল, বিদ্যালয়ের এক বালকের পুস্তক। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভুবন ঐ পুস্তক খানি চুরি করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু

তিনি পুস্তক ফিরিয়া দিতে বলিলেন না, এবং ভুবনের শাসন, বা ভুবনকে চুরি করিতে নিষেধ, করিলেন না।

ইহাতে ভুবনের সাহস বাড়িয়া গেল। যত দিন বিদ্যালয়ে ছিল, সুযোগ পাইলেই, চুরি করিত। এইরূপে, ক্রমে ক্রমে সে বিলক্ষণ চোর হইয়া উঠিল। সকলেই জানিতে পারিল, ভুবন বড় চোর হইয়াছে। কাহারও কোনও দ্রব্য হারাইলে, সকলে তাহাকেই সন্দেহ করিত। যদি ভুবন অন্য লোকের বাটীতে যাইত, পাছে সে কিছু চুরি করে, এই ভয়ে তাহারা অত্যন্ত সতর্ক হইত, এবং যথোচিত তিরস্কার ও প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিত।

কিছু কাল পরে, ভুবন চোর বলিয়া ধরা পড়িল। সে বহু কাল চোর হইয়াছে এবং অনেকের অনেক দ্রব্য চুরি করিয়াছে, তাহা প্রমাণ হইল। বিচারকর্ত্তা ভুবনের ফাঁসির আজ্ঞা দিলেন। তখন ভুবনের চৈতন্য হইল। যে স্থানে অপরাধীদের ফাঁসী হয়, তথায় লইয়া গেলে পর, ভুবন রাজপুরুষদিগকে কহিল, তোমরা দয়া করিয়া, এ জন্মের মত, এক বার আমার মাসীর সঙ্গে দেখা করাও।

ভুবনের মাসী ঐ স্থানে আনীত হইলেন এবং ভুবনকে দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, তাহার নিকটে গেলেন। ভুবন কহিল, মাসি! এখন আর কাঁদিলে কি হইবে। নিকটে এস, কানে কানে তোমায় একটি কথা বলিব। মাসী নিকটে গেলে পর, ভুবন তাঁহার কানের নিকটে মুখ লইয়া গেল এবং জোরে কামড়াইয়া, দাঁত দিয়া তাঁহার একটী কান কাটিয়া লইল। পরে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, মাসি! তুমিই আমার এই ফাঁসির কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই, এজন্য তোমার এই পুরস্কার হইল।

সম্পূর্ণ

কথামালা

[১৯৪১ সংবতে মুদ্রিত চতুশ্চত্বারিংশ সংস্করণ হইতে]

বিজ্ঞাপন

রাজা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, গ্রীসদেশে ঈসপ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি, কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্পের রচনা করিয়া, আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গল্প ইঙ্গরেজি প্রভৃতি নানা য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, এবং, য়ুরোপের সর্ব্ব প্রদেশেই, অদ্যাপি, আদর পূর্ব্বক, পঠিত হইয়া থাকে। গল্পগুলি অতি মনোহর; পাঠ করিলে, বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে, এবং আনুষঙ্গিক সদুপদেশলাভ হয়। এই নিমিত্ত, শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত উইলিয়ম গর্ডন ইয়ঙ্ মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুসারে, আমি ঐ সকল গল্পের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু, এতদ্দেশীয় পাঠকবর্গের পক্ষে, সকল গল্পগুলি তাদৃশ মনোহর বোধ হইবেক না; এজন্য, ৬৮টি মাত্র, আপাততঃ, অনুবাদিত ও প্রচারিত হইল। শ্রীযুক্ত রেবেরেণ্ড টামস জেম্‌স, ঈসপরচিত গল্পের ইঙ্গরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া, যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, অনুবাদিত গল্পগুলি সেই পুস্তক হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
সংবৎ ১৯১২।

সপ্তত্রিংশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে, অশ্ব ও অশ্বপাল, বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসক, কুক্কুরদষ্ট মনুষ্য, পথিকগণ ও বটবৃক্ষ, কুঠার ও জলদেবতা, দুঃখী বৃদ্ধ ও যম, এই ছয়টি গল্প নূতন অনুবাদিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণে, সমুদয়ে গল্পের সংখ্যা ৭৪টি হইল। পুস্তকের আদ্যোপান্ত, সবিশেষ যত্ন সহকারে, সংশোধিত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা।
১লা বৈশাখ। সংবৎ ১৯৩৯।

বাঘ ও বক

একদা, এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিছুতেই হাড় বাহির করিতে পারিল না; যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, চারি দিকে দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। সে যে জন্তুকে সম্মুখে দেখে, তাহাকেই বলে, ভাই হে! যদি তুমি, আমার গলা হইতে, হাড় বাহির করিয়া দাও, তাহা হইলে, আমি তোমায় বিলক্ষণ পুরস্কার দি, এবং, চির কালের জন্যে, তোমার কেনা হইয়া থাকি। কোনও জন্তুই সম্মত হইল না।

অবশেষে, এক বক, পুরস্কারের লোভে, সম্মত হইল, এবং, বাঘের মুখের ভিতর, আপন লম্বা ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়া, অনেক যত্নে, ঐ হাড় বাহির করিয়া আনিল। বাঘ সুস্থ হইল। বক পুরস্কারের কথা উত্থাপিত করিবা মাত্র, সে, দাঁত কড়মড় ও চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, কহিল, অরে নির্ব্বোধ! তুই বাঘের মুখে ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলি। তুই যে নির্বিঘ্নে ঠোঁট বাহির করিয়া লইয়াছিস, তাহাই ভাগ্য করিয়া না মানিয়া, আবার পুরস্কার চাহিতেছিস। যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, আমার সম্মুখ হইতে যা; নতুবা, এখনই তোর ঘাড় ভাঙ্গিব। বক শুনিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অসতের সহিত ব্যবহার করা ভাল নয়।

দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছ

এক স্থানে, কতক গুলি ময়ূরপুচ্ছ পড়িয়া ছিল। এক দাঁড়কাক, দেখিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিল, যদি আমি এই ময়ূরপুচ্ছ গুলি আপন পাখায় বসাইয়া দি, তাহা হইলে, আমিও ময়ূরের মত সুশ্রী হইব। এই ভাবিয়া, দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছ গুলি আপন পাখায় বসাইয়া দিল, এবং, দাঁড়কাকদের নিকটে গিয়া, তোরা অতি নীচ ও অতি বিশ্রী, আর আমি তোদের সঙ্গে থাকিব না; এই বলিয়া, গালাগালি দিয়া, ময়ূরের দলে মিলিতে গেল।

ময়ূরগণ, দেখিবা মাত্র, তাহাকে দাঁড়কাক বলিয়া বুঝিতে পারিল; সকলে মিলিয়া, তাহার পাখা হইতে, একটি একটি করিয়া, ময়ূরপুচ্ছ গুলি তুলিয়া লইল; এবং, তাহাকে নিতান্ত অপদার্থ স্থির করিয়া, এত ঠোকরাইতে আরম্ভ করিল যে, দাঁড়কাক, জ্বালায় অস্থির হইয়া, পলায়ন করিল। অনন্তর, সে পুনরায় আপন দলে মিলিতে গেল। তখন, দাঁড়কাকেরা উপহাস করিয়া কহিল, অরে নির্ব্বোধ! তুই ময়ূরপুচ্ছ পাইয়া, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, আমাদিগকে ঘৃণা করিয়া ও গালাগালি দিয়া, ময়ূরের দলে মিলিতে গিয়াছিলি; সেখানে অপদস্থ হইয়া, আবার আমাদের দলে মিলিতে আসিয়াছিস। তুই অতি নির্লজ্জ। এই রূপে, যথোচিত তিরস্কার করিয়া, তাহারা সেই নির্ব্বোধ দাঁড়কাককে তাড়াইয়া দিল।

যাহার যে অবস্থা, সে যদি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে, তাহাকে কাহারও নিকট অপদস্থ ও অবমানিত হইতে হয় না।

শিকারি কুকুর

এক ব্যক্তির একটি অতি উত্তম শিকারি কুকুর ছিল। তিনি যখন শিকার করিতে যাইতেন, কুকুরটি সঙ্গে থাকিত। ঐ কুকুরের বিলক্ষণ বল ছিল; শিকারের সময়, কোনও জন্তুকে দেখাইয়া দিলে, সে সেই জন্তুর ঘাড়ে এমন কামড়াইয়া ধরিত যে, উহা আর পলাইতে পারিত না। যত দিন তাহার শরীরে বল ছিল, সে, এই রূপে, আপন প্রভুর যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল।

কালক্রমে, ঐ কুকুর, বৃদ্ধ হইয়া, অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এই সময়ে, তাহার প্রভু, এক দিন, তাহাকে সঙ্গে লইয়া, শিকার করিতে গেলেন। এক শূকর, তাঁহার সম্মুখ হইতে, দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল। শিকারি ব্যক্তি ইঙ্গিত করিবা মাত্র, কুকুর, প্রাণপণে দৌড়িয়া গিয়া, শূকরের ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল; কিন্তু, পূর্ব্বের মত বল ছিল না, এজন্য, ধরিয়া রাখিতে পারিল না; শূকর অনায়াসে ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

শিকারি ব্যক্তি, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, কুকুরকে তিরস্কার ও প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কুকুর কহিল, মহাশয়! বিনা অপরাধে, আমায় তিরস্কার ও প্রহার করেন কেন। মনে করিয়া দেখুন, যত দিন আমার বল ছিল, প্রাণপণে, আপনকার কত

উপকার করিয়াছি; এক্ষণে, বৃদ্ধ হইয়া, নিতান্ত দুর্ব্বল ও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া, তিরস্কার ও প্রহার করা উচিত নহে।

অশ্ব ও অশ্বপাল

রীতিমত আহার পাইলে, এবং শরীর রীতিমত মার্জিত ও মর্দ্দিত হইলে, অশ্বগণ বিলক্ষণ বলবান হয়, এবং সুশ্রী ও চিক্কণ দেখায়। কিন্তু, রীতিমত আহার না দিলে, মার্জনে ও মর্দ্দনে কোনও ফল হয় না। কোনও অশ্বপাল, প্রত্যহ, অশ্বের আহারদ্রব্যের কিয়ৎ অংশ বেচিয়া, বিলক্ষণ লাভ করিত। অশ্ব, রীতিমত আহার না পাইয়া, দিন দিন দুর্ব্বল হইতে লাগিল। দুষ্ট অশ্বপাল, লাভের লোভে, অশ্বের আহারদ্রব্য প্রত্যহ চুরি করিত, বটে; কিন্তু, মার্জন ও মর্দ্দন বিষয়ে, তাহার কিছুমাত্র আলস্য ছিল না; বরং, সচরাচর সকলে, যত বার ও যত ক্ষণ, মার্জন ও মর্দ্দন করে, সে তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষণ ও অধিক বার করিত। দুর্ব্বল শরীরে অধিক মার্জন ও মর্দ্দন করাতে, অশ্বের বিলক্ষণ ক্লেশ হইতে লাগিল। এজন্য, অশ্ব, অতিশয় বিরক্ত হইয়া, এক দিন, অশ্বপালকে বলিল, ভাই হে, যদি, আমাকে সুশ্রী ও সবল করিবার নিমিত্ত, তোমার বাস্তবিক অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে, রীতিমত আহার দিতে আরম্ভ কর। রীতিমত আহার না দিলে, কেবল মার্জন ও মর্দ্দন দ্বারা, তুমি সে অভিপ্রায়, কোনও কালে, সম্পন্ন করিতে পারিবে না।

সর্প ও কৃষক

শীত কালে, এক কৃষক, অতি প্রত্যূষে, ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে যাইতেছিল; দেখিতে পাইল, এক সর্প, হিমে আচ্ছন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া, পথের ধারে পড়িয়া আছে। দেখিয়া, তাহার অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইল। তখন সে ঐ সর্পকে উঠাইয়া লইল, এবং, বাটীতে আনিয়া, আগুনে সেকিয়া, কিছু আহার দিয়া, তাহাকে সজীব করিল। সর্প, এই রূপে সজীব হইয়া উঠিয়া, পুনরায় আপন স্বভাব প্রাপ্ত হইল, এবং, কৃষকের শিশু সন্তানকে সম্মুখে পাইয়া, দংশন করিতে উদ্যত হইল।

কৃষক দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিল, অরে ক্রূর! তুই অতি কৃতঘ্ন। তোর প্রাণ নষ্ট হইতেছিল দেখিয়া, দয়া করিয়া, গৃহে আনিয়া, আমি তোরে প্রাণদান দিলাম ; তুই, সে সকল ভুলিয়া গিয়া, আমার পুত্রকে দংশন করিতে উদ্যত হইলি। বুঝিলাম, যাহার যে স্বভাব, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। যাহা হউক, তোর যেমন কর্ম্ম, তার উপযুক্ত ফল পা। এই বলিয়া, কুপিত কৃষক, হস্তস্থিত কুঠার দ্বারা, সর্পের মস্তকে এমন প্রহার করিল যে, এক আঘাতেই তাহার প্রাণত্যাগ হইল।

কুকুর ও প্রতিবিম্ব

এক কুকুর, মাংসের এক খণ্ড মুখে করিয়া, নদী পার হইতেছিল। নদীর নির্ম্মল জলে, তাহার যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল, সেই প্রতিবিম্বকে অন্য কুকুর স্থির করিয়া, সে মনে মনে বিবেচনা করিল, এই কুকুরের মুখে যে মাংসখণ্ড আছে, কাড়িয়া লই ; তাহা হইলে, আমার দুই খণ্ড মাংস হইবেক।

এইরূপ লোভে পড়িয়া, মুখ বিস্তৃত করিয়া, কুকুর যেমন অলীক মাংসখণ্ড ধরিতে গেল, অমনি, উহার মুখস্থিত মাংসখণ্ড, জলে পড়িয়া, স্রোতে ভাসিয়া গেল। তখন সে, হতবুদ্ধি হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ, স্তব্ধ হইয়া রহিল ; অনন্তর, এই বলিতে বলিতে, নদী পার হইয়া চলিয়া গেল, যাহারা, লোভের বশীভূত হইয়া, কল্পিত লাভের প্রত্যাশায়, ধাবমান হয়, তাহাদের এই দশাই ঘটে।

ব্যাঘ্র ও মেষশাবক

এক ব্যাঘ্র, পর্ব্বতের ঝরনায় জলপান করিতে করিতে, দেখিতে পাইল, কিছু দূরে, নীচের দিকে, এক মেষশাবক জলপান করিতেছে। সে, দেখিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, এই মেষশাবকের প্রাণসংহার করিয়া, আজকার আহার সম্পন্ন করি ; কিন্তু, বিনা দোষে, এক জনের প্রাণবধ করা ভাল দেখায় না, অতএব, একটা দোষ দেখাইয়া, অপরাধী করিয়া, উহার প্রাণবধ করিব।

এই স্থির করিয়া, ব্যাঘ্র, সত্বর গমনে, মেষশাবকের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, অরে দুরাত্মন্! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে, আমি জলপান করিতেছি দেখিয়াও, তুই জল ঘোলা করিতেছিস। মেষশাবক, শুনিয়া, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, সে কি মহাশয়! আমি, কেমন করিয়া, আপনকার পান করিবার জল ঘোলা করিলাম। আমি নীচে জলপান করিতেছি, আপনি উপরে জলপান করিতেছেন। নীচের জল ঘোলা করিলেও, উপরের জল ঘোলা হইতে পারে না।

বাঘ কহিল, সে যাহা হউক, তুই, এক বৎসর পূর্ব্বে, আমার অনেক নিন্দা করিয়াছিলি; আজ তোরে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিব। মেষশাবক কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন; এক বৎসর পূর্ব্বে, আমার জন্মই হয় নাই; সুতরাং, তৎকালে আমি আপনকার নিন্দা করিয়াছি, ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে। বাঘ কহিল, হাঁ সত্য বটে; সে তুই নহিস, তোর বাপ আমার নিন্দা করিয়াছিল। তুই কর, আর তোর বাপ করুক, একই কথা; আর আমি তোর কোনও ওজর শুনিতে চাহি না। এই বলিয়া, বাঘ ঐ অসহায়, দুর্ব্বল মেষশাবকের প্রাণসংহার করিল।

দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নাই।

আমি অপরাধী নহি, বা এরূপ করা অন্যায়, ইহা কহিয়া, প্রবল ব্যক্তির অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

মাছি ও মধুর কলসী

এক দোকানে মধুর কলসী উলটিয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে চারি দিকে মধু ছড়াইয়া যায়। মধুর গন্ধ পাইয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে, মাছি আসিয়া সেই মধু খাইতে লাগিল। যতক্ষণ এক ফোঁটা মধু পড়িয়া রহিল, তাহারা ঐ স্থান হইতে নড়িল না। অধিক ক্ষণ তথায় থাকাতে, ক্রমে ক্রমে, সমুদয় মাছির পা মধুতে জড়াইয়া গেল; মাছি সকল আর, কোনও মতে, উড়িতে পারিল না; এবং, আর যে উড়িয়া যাইতে পারিবেক, তাহারও প্রত্যাশা রহিল না। তখন তাহারা, আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়া, আক্ষেপ করিয়া, কহিতে লাগিল, আমরা কি নির্বোধ; ক্ষণিক সুখের জন্যে, প্রাণ হারাইলাম।

সিংহ ও ইঁদুর

এক সিংহ, পর্ব্বতের গুহায়, নিদ্রা যাইতেছিল। দৈবাৎ, একটা ইঁদুর, সেই দিক দিয়া যাইতে যাইতে, সিংহের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। প্রবিষ্ট হইবা মাত্র, সিংহের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরে, ইঁদুর নির্গত হইলে, সিংহ, ঈষৎ কুপিত হইয়া, নখরের প্রহার দ্বারা, তাহার প্রাণসংহারে উদ্যত হইল। ইঁদুর, প্রাণভয়ে কাতর হইয়া, বিনয় করিয়া, কহিল, মহারাজ! আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিয়া, আমায় প্রাণদান করুন। আপনি সমস্ত পশুর রাজা; আমার মত ক্ষুদ্র পশুর প্রাণবধ করিলে, আপনকার কলঙ্ক আছে। সিংহ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিল, এবং, দয়া করিয়া, ইঁদুরকে ছাড়িয়া দিল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে, সিংহ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, এক শিকারির জালে পড়িল; বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিছুতেই জাল ছাড়াইতে পারিল না। পরিশেষে, প্রাণরক্ষা বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া, সে এমন ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিল যে, সমস্ত অরণ্য কম্পিত হইয়া উঠিল।

সিংহ, ইতঃপূর্ব্বে, যে ইঁদুরের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, সে ঐ স্থানের অনতিদূরে বাস করিত। এক্ষণে সে, পূর্ব্ব প্রাণদাতার স্বর চিনিতে পারিয়া, সত্বর সেই স্থানে উপস্থিত হইল, তাহার এই বিপদ দেখিয়া, ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না করিয়া, জাল কাটিতে আরম্ভ করিল, এবং, অল্প ক্ষণের মধ্যেই, সিংহকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল।

কাহারও উপর দয়াপ্রকাশ করিলে, তাহা প্রায় নিষ্ফল হয় না।

যে যত ক্ষুদ্র প্রাণী হউক না কেন, উপকৃত হইলে, কখনও না কখনও, প্রত্যুপকার করিতে পারে।

কুকুর, কুক্কুট ও শৃগাল

এক কুকুর ও এক কুক্কুট, উভয়ের অতিশয় প্রণয় ছিল। এক দিন, উভয়ে মিলিয়া বেড়াইতে গেল। এক অরণ্যের মধ্যে রাত্রি উপস্থিত হইল। রাত্রিযাপন করিবার নিমিত্ত, কুক্কুট এক বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করিল, কুকুর সেই বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়া রহিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। কুক্কুটদের স্বভাব এই, প্রভাত কালে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া থাকে। কুক্কুট শব্দ করিবা মাত্র, এক শৃগাল, শুনিতে পাইয়া, মনে মনে স্থির করিল, কোনও সুযোগে, আজ, এই কুক্কুটের প্রাণ নষ্ট করিয়া, মাংসভক্ষণ করিব। এই স্থির করিয়া, সেই বৃক্ষের নিকটে গিয়া, ধূর্ত্ত শৃগাল কুক্কুটকে সম্বোধিয়া কহিল, ভাই! তুমি কি সৎ পক্ষী; সকলের কেমন উপকারক। আমি, তোমার স্বর শুনিতে পাইয়া, প্রফুল্ল হইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে, বৃক্ষের শাখা হইতে নামিয়া আইস; দুজনে মিলিয়া, খানিক, আমোদ আহ্লাদ করি।

কুক্কুট, শৃগালের ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে ঐ ধূর্ত্ততার প্রতিফল দিবার নিমিত্ত, কহিল, ভাই শৃগাল! তুমি, বৃক্ষের তলে আসিয়া, খানিক অপেক্ষা কর, আমি নামিয়া যাইতেছি। শৃগাল শুনিয়া, হৃষ্ট চিত্তে, যেমন বৃক্ষের তলে আসিল, অমনি কুকুর তাহাকে আক্রমণ করিল, এবং, দন্তাঘাতে ও নখরপ্রহারে, তাহার সর্ব্ব শরীর বিদীর্ণ করিয়া, প্রাণসংহার করিল।

পরের মন্দ চেষ্টায় ফাঁদ পাতিলে, আপনাকেই সেই ফাঁদে পড়িতে হয়।

ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর

এক স্থূলকায় পালিত কুকুরের সহিত, এক ক্ষুধার্ত্ত শীর্ণকায় ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ হইল। প্রথম আলাপের পর, ব্যাঘ্র কুকুরকে কহিল, ভাল ভাই! জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তুমি, কেমন করিয়া, এমন সবল ও স্থূলকায় হইলে; প্রতিদিন কিরূপ আহার কর, এবং, কি রূপেই বা, প্রতিদিনের আহার পাও। আমি, অহোরাত্র, আহারের চেষ্টায় ফিরিয়াও, উদর পূরিয়া, আহার করিতে পাই না; কোনও কোনও দিন, উপবাসীও থাকিতে হয়। এইরূপ আহারের কষ্টে, এমন শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।

কুকুর কহিল, আমি যা করি, তুমি যদি তাই করিতে পার, আমার মত আহার পাও। ব্যাঘ্র কহিল, সত্য না কি; আচ্ছা, ভাই! তোমায় কি করিতে হয়, বল। কুকুর কহিল, আর কিছুই নয়; রাত্রিতে, প্রভুর বাটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, এই মাত্র। ব্যাঘ্র কহিল, আমিও করিতে সম্মত আছি। আমি, আহারের চেষ্টায়, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে, অতিশয় কষ্ট পাই। আর এ ক্লেশ সহ্য হয় না। যদি,

রৌদ্র ও বৃষ্টির সময়, গৃহের মধ্যে থাকিতে পাই, এবং, ক্ষুধার সময়, পেট ভরিয়া খাইতে পাই, তাহা হইলে, বাঁচিয়া যাই। ব্যাঘ্রের দুঃখের কথা শুনিয়া, কুকুর কহিল, তবে আমার সঙ্গে আইস। আমি, প্রভুকে বলিয়া, তোমার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

ব্যাঘ্র কুকুরের সঙ্গে চলিল। খানিক গিয়া, বাঘ কুকুরের ঘাড়ে একটা দাগ দেখিতে পাইল, এবং, কিসের দাগ জানিবার নিমিত্ত, অতিশয় ব্যগ্র হইয়া, কুকুরকে জিজ্ঞাসিল, ভাই! তোমার ঘাড়ে ও কিসের দাগ। কুকুর কহিল, ও কিছুই নয়। ব্যাঘ্র কহিল, না ভাই! বল বল, আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। কুকুর কহিল, আমি বলিতেছি, ও কিছুই নয়; বোধ হয়, গলবন্ধের দাগ। বাঘ কহিল, গলবন্ধ কেন? কুকুর কহিল, ঐ গলবন্ধে শিকলি দিয়া, দিনের বেলায়, আমায় বাঁধিয়া রাখে।

বাঘ, শুনিয়া, চমকিয়া উঠিল, এবং কহিল, শিকলিতে বাঁধিয়া রাখে। তবে তুমি, যখন যেখানে ইচ্ছা, যাইতে পার না। কুকুর কহিল, তা কেন, দিনের বেলায় বাঁধা থাকি বটে; কিন্তু, রাত্রিতে যখন ছাড়িয়া দেয়, তখন আমি, যেখানে ইচ্ছা, যাইতে পারি। তদ্ভিন্ন, প্রভুর ভৃত্যেরা কত আদর ও কত যত্ন করে, ভাল আহার দেয়, স্নান করাইয়া দেয়। প্রভুও, কখনও কখনও, আদর করিয়া, আমার গায় হাত বুলাইয়া দেন। দেখ দেখি, কেমন সুখে থাকি। বাঘ কহিল, ভাই হে! তোমার সুখ তোমারই থাকুক, আমার অমন সুখে কাজ নাই। নিতান্ত পরাধীন হইয়া, রাজভোগে থাকা অপেক্ষা, স্বাধীন থাকিয়া, আহারের ক্লেশ পাওয়া সহস্র গুণে ভাল। আর আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। এই বলিয়া বাঘ চলিয়া গেল।

খরগস ও কচ্ছপ

কচ্ছপ স্বভাবতঃ অতি আস্তে চলে; এজন্য, এক খরগস কোনও কচ্ছপকে উপহাস করিতে লাগিল। কচ্ছপ, খরগসের উপহাসবাক্য শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া কহিল, ভাল, ভাই! কথায় কাজ নাই, দিন স্থির কর; ঐ দিনে, দুজনে এক সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিব; দেখা যাবে, কে আগে নিরূপিত স্থানে পঁহুছিতে পারে। খরগস কহিল, অন্য দিনের আবশ্যক কি; আইস, আজই দেখা যাউক; এখনই বুঝা যাইবেক, কে কত চলিতে পারে।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, উভয়ে, এক কালে, এক স্থান হইতে, চলিতে আরম্ভ করিল। কচ্ছপ আস্তে আস্তে চলিত বটে; কিন্তু, চলিতে আরম্ভ করিয়া, এক বারও না থামিয়া, অবাধে চলিতে লাগিল। খরগস অতি দ্রুত চলিতে পারিত; এজন্য, মনে করিল, কচ্ছপ যত চলুক না কেন, আমি আগে পঁহুছিতে পারিব। এই স্থির করিয়া, খানিক দূর গিয়া, শ্রমবোধ হওয়াতে, সে নিদ্রা গেল; নিদ্রাভঙ্গের পর, নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখিল, কচ্ছপ তাহার অনেক পূর্ব্বে পঁহুছিয়াছে।

কচ্ছপ ও ঈগল পক্ষী

পক্ষীরা অনায়াসে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু আমি পারি না; ইহা ভাবিয়া, এক কচ্ছপ অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং মনে মনে অনেক আন্দোলন করিয়া, স্থির করিল, যদি কেহ আমায়, এক বার, আকাশে উঠাইয়া দেয়, তাহা হইলে, আমিও, পক্ষীদের মত, সচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়াইতে পারি। অনন্তর, সে এক ঈগল পক্ষীর নিকটে গিয়া কহিল, ভাই! যদি তুমি, দয়া করিয়া, আমায় একটি বার আকাশে উঠাইয়া দাও, তাহা হইলে, সমুদ্রের গর্ভে যত রত্ন আছে, সমুদয় উদ্ধৃত করিয়া তোমায় দি। আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে, আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে।

ঈগল, কচ্ছপের অভিলাষ ও প্রার্থনা শুনিয়া, কহিল, শুন কচ্ছপ! তুমি যে মানস করিয়াছ, তাহা সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। ভূচর জন্তু, কখনও, খেচরের ন্যায়, আকাশে উড়িতে পারে না। তুমি এ অভিপ্রায় ছাড়িয়া দাও। আমি যদি তোমায় আকাশে উঠাইয়া দি, তুমি তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইবে, এবং, হয় ত, ঐ পড়াতেই, তোমার প্রাণত্যাগ ঘটিবেক। কচ্ছপ ক্ষান্ত হইল না, কহিল, তুমি আমায় উঠাইয়া দাও; আমি উড়িতে পারি, উড়িব; না উড়িতে পারি, পড়িয়া মরিব; তোমায় সে ভাবনা করিতে হইবেক না। এই বলিয়া, কচ্ছপ অতিশয় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তখন ঈগল, ঈষৎ হাস্য করিয়া, কচ্ছপকে লইয়া, অনেক ঊর্দ্ধে উঠিল, এবং, তবে তুমি উড়িতে আরম্ভ কর, এই বলিয়া, উহাকে ছাড়িয়া দিল। ছাড়িয়া দিবা মাত্র, কচ্ছপ এক পাহাড়ের উপর পড়িল, এবং, যেমন পড়িল, তাহার সর্ব্ব শরীর চূর্ণ হইয়া গেল।

অহঙ্কার করিলেই পড়িতে হয়।

নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ।

রাখাল ও ব্যাঘ্র

এক রাখাল কোনও মাঠে গরু চরাইত। ঐ মাঠের নিকটবর্ত্তী বনে বাঘ থাকিত। রাখাল, তামাসা দেখিবার নিমিত্ত, মধ্যে মধ্যে, বাঘ আসিয়াছে বলিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে, চীৎকার করিত। নিকটস্থ লোকেরা, বাঘ আসিয়াছে শুনিয়া, অতিশয় ব্যস্ত হইয়া, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত, তথায় উপস্থিত হইত। রাখাল, দাঁড়াইয়া, খিল খিল করিয়া হাসিত। আগত লোকেরা, অপ্রস্তুত হইয়া, চলিয়া যাইত।

অবশেষে, এক দিন, সত্য সত্যই, বাঘ আসিয়া তাহার পালের গরু আক্রমণ করিল। তখন রাখাল, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, বাঘ আসিয়াছে বলিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে, চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু, সে দিন, এক প্রাণীও, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত, উপস্থিত হইল না। সকলেই মনে করিল, ধূর্ত্ত রাখাল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত, বাঘ আসিয়াছে বলিয়া, আমাদের সঙ্গে তামাসা করিতেছে। বাঘ ইচ্ছামত পালের গরু নষ্ট করিল, এবং, অবশেষে, রাখালের প্রাণসংহার করিয়া চলিয়া গেল। নির্ব্বোধ রাখাল, সকলকে এই উপদেশ দিয়া, প্রাণত্যাগ করিল যে, মিথ্যাবাদীরা সত্য কহিলেও, কেহ বিশ্বাস করে না।

শৃগাল ও কৃষক

ব্যাধগণে ও তাহাদের কুকুরে তাড়াতাড়ি করাতে, এক শৃগাল, অতি দ্রুত দৌড়িয়া গিয়া, কোনও কৃষকের নিকট উপস্থিত হইল, এবং কহিল, ভাই! যদি তুমি কৃপা করিয়া আশ্রয় দাও, তবে, এ যাত্রা, আমার পরিত্রাণ হয়। কৃষক কহিল, তোমার ভয় নাই, আমার কুটীরে লুকাইয়া থাক। এই বলিয়া, সে আপন কুটীর দেখাইয়া দিল। শৃগাল, কুটীরে প্রবেশ করিয়া, এক কোণে লুকাইয়া রহিল। ব্যাধেরাও, অবিলম্বে, তথায় উপস্থিত হইয়া, কৃষককে জিজ্ঞাসিল, অহে ভাই! এ দিকে একটা শিয়াল আসিয়াছিল, কোন দিকে গেল, বলিতে পার। সে, কিছুই না বলিয়া, কুটীরের দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিল। তাহারা, কৃষকের সঙ্কেত বুঝিতে না পারিয়া, চলিয়া গেল।

ব্যাধেরা প্রস্থান করিলে পর, শৃগাল, কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া, চুপে চুপে চলিয়া যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া, কৃষক, ভর্ৎসনা করিয়া, শৃগালকে কহিল, যা হউক, ভাই!

তুমি বড় ভদ্র ; আমি, বিপদের সময়, আশ্রয় দিয়া, তোমার প্রাণরক্ষা করিলাম। কিন্তু, তুমি, যাইবার সময়, আমায় একটা কথার সম্ভাষণও করিলে না। শৃগাল কহিল, ভাই হে! তুমি কথায় যেমন ভদ্রতা করিয়াছিলে, যদি অঙ্গুলিতেও সেইরূপ ভদ্রতা করিতে, তাহা হইলে, আমিও, তোমার নিকট বিদায় না লইয়া, কদাচ, কুটীর হইতে চলিয়া যাইতাম না।

এক কথায় যত মন্দ হয়, এক ইঙ্গিতেও তত মন্দ হইতে পারে।

কাক ও জলের কলসী

এক তৃষ্ণার্ত্ত কাক, দূর হইতে, জলের কলসী দেখিতে পাইয়া, আহ্লাদিত হইয়া, ঐ কলসীর নিকটে উপস্থিত হইল, এবং, জলপান করিবার নিমিত্ত, নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া, কলসীর ভিতর ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিল ; কিন্তু, কলসীতে জল অনেক নীচে ছিল, এজন্য, কোনও মতে, পান করিতে পারিল না। তখন সে, প্রথমে, কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা পাইল ; পরে, কলসী উলটাইয়া দিয়া, জলপান করিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু, বলের অল্পতা প্রযুক্ত, তাহার কোনও চেষ্টাই সফল হইল না। অবশেষে, কতকগুলি নুড়ি সেই খানে পড়িয়া আছে দেখিয়া, এক একটি করিয়া, সমুদয় নুড়ি গুলি কলসীর ভিতরে ফেলিল। তলায় নুড়ি পড়াতে, জল কলসীর মুখের গোড়ায় উঠিল ; তখন কাক, ইচ্ছামত জলপান করিয়া, তৃষ্ণার নিবারণ করিল।

বলে যাহা সম্পন্ন না হয়, কৌশলে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে।
কাজ আটকাইলে বুদ্ধি যোগায়।

একচক্ষু হরিণ

এক একচক্ষু হরিণ, সতত, নদীর তীরে চরিয়া বেড়াইত। নদীর দিকে ব্যাধ আসিবার আশঙ্কা নাই, এই স্থির করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, স্থলের দিকে ব্যাধ আসিবার ভয়ে, সতত সেই দিকে দৃষ্টি রাখিত। দৈবযোগে, এক দিবস, কোনও ব্যাধ নৌকায়

চড়িয়া যাইতেছিল। সে, দূর হইতে, ঐ হরিণকে চরিতে দেখিয়া, উহাকে লক্ষ্য করিয়া, শরনিক্ষেপ করিল। হরিণ, মনে মনে এই ভাবিয়া, প্রাণত্যাগ করিল, আমি, যে দিকে বিপদের আশঙ্কা করিয়া, সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতাম, সে দিকে বিপদের কোনও কারণ উপস্থিত হইল না; কিন্তু, যে দিকে বিপদের আশঙ্কা নাই ভাবিয়া, নির্ভাবনায় ছিলাম, সেই দিক হইতেই, শত্রু আসিয়া আমার প্রাণসংহার করিল।

উদর ও অন্য অন্য অবয়ব

কোনও সময়ে, হস্ত, পদ প্রভৃতি অবয়ব সকল মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল, দেখ, ভাই সকল! আমরা নিয়ত পরিশ্রম করি; কিন্তু, উদর কখনও পরিশ্রম করে না। সে, সর্ব্ব ক্ষণ, নিশ্চিন্ত রহিয়াছে; আমরা, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, তাহার পরিচর্য্যা করিতেছি। যে, নিয়ত, আলস্যে কালহরণ করিবেক, আমরা কেন তাহার পরিচর্য্যা করিব। অতএব, আইস, সকলে প্রতিজ্ঞা করি, আজ অবধি, আমরা আর উদরের সাহায্য করিব না।

এই চক্রান্ত করিয়া, তাহারা পরিশ্রম ছাড়িয়া দিল। পা আর আহারস্থানে যায় না; হাত আর মুখে আহার তুলিয়া দেয় না; মুখ আর আহারের গ্রহণ করে না; দন্ত আর ভক্ষ্য বস্তুর চর্ব্বণ করে না। উদরকে জব্দ করিবার চেষ্টায়, দুই চারি দিন এইরূপ করিলে, শরীর শুষ্ক হইয়া আসিল; অবয়ব সকল এত নিস্তেজ হইয়া পড়িল যে, আর নাড়িবার শক্তি রহিল না। তখন তাহারা বুঝিতে পারিল, যদিও উদর পরিশ্রম করে না বটে, কিন্তু উদর প্রধান অবয়ব; উদরের পরিচর্য্যার জন্যে, পরিশ্রম না করিলে, সকলকেই দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইতে হইবেক। আমরা, পরিশ্রম করিয়া, কেবল উদরের সাহায্য করি, এমন নহে। উদরের পক্ষে, যেমন অন্য অন্য অবয়বের সহায়তা আবশ্যক, অন্য অন্য অবয়বের পক্ষেও, সেইরূপ উদরের সহায়তা আবশ্যক। যদি সুস্থ থাকা আবশ্যক হয়, সকল অবয়বকেই স্ব স্ব নিয়মিত কর্ম্ম করিতে হইবেক, নতুবা কাহারও ভদ্রস্থতা নাই।

দুই পথিক ও ভালুক

দুই বন্ধুতে মিলিয়া পথে ভ্রমণ করিতেছিল। দৈবযোগে, সেই সময়ে, তথায় এক ভালুক উপস্থিত হইল। বন্ধুদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি, ভালুক দেখিয়া, অতিশয় ভয় পাইয়া, নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে আরোহণ করিল; কিন্তু, বন্ধুর কি দশা ঘটিল, তাহা এক বারও ভাবিল না। দ্বিতীয় ব্যক্তি, আর কোনও উপায় না দেখিয়া, এবং, একাকী ভালুকের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসাধ্য ভাবিয়া, মৃতবৎ ভূতলে পড়িয়া রহিল। কারণ, সে পূর্ব্বে শুনিয়াছিল, ভালুক মরা মানুষ ছোঁয় না।

ভালুক আসিয়া তাহার নাক, কান, মুখ, চোক, বুক পরীক্ষা করিল, এবং, তাহাকে মৃত নিশ্চয় করিয়া, চলিয়া গেল। ভালুক চলিয়া গেলে পর, প্রথম ব্যক্তি, বৃক্ষ হইতে নামিয়া, বন্ধুর নিকটে গিয়া, জিজ্ঞাসিল, ভাই! ভালুক তোমায় কি বলিয়া গেল। আমি দেখিলাম, সে, তোমার কানের কাছে, অনেক ক্ষণ, মুখ রাখিয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, ভালুক আমায় এই কথা বলিয়া গেল, যে বন্ধু, বিপদের সময়, ফেলিয়া পলায়, আর কখনও তাহাকে বিশ্বাস করিও না।

সিংহ, গর্দ্দভ ও শৃগালের শিকার

এক সিংহ, এক গর্দ্দভ, এক শৃগাল, এই তিনে মিলিয়া শিকার করিতে গিয়াছিল। শিকার সমাপ্ত হইলে পর, তাহারা, যথাযোগ্য ভাগ করিয়া লইয়া, ইচ্ছামত আহার করিবার মানস করিল। সিংহ গর্দ্দভকে ভাগ করিতে আজ্ঞা দিল। তদনুসারে, গর্দ্দভ, তিন ভাগ সমান করিয়া, স্বীয় সহচরদিগকে এক এক ভাগ লইতে বলিল। সিংহ, অতিশয় কুপিত হইয়া, নখরপ্রহার দ্বারা, গর্দ্দভকে তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

পরে, সিংহ শৃগালকে ভাগ করিতে বলিল। শৃগাল অতি ধূর্ত্ত, গর্দ্দভের ন্যায় নির্ব্বোধ নহে। সে, সিংহের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, সিংহের ভাগে সমুদয় রাখিয়া, আপন ভাগে কিঞ্চিৎ মাত্র রাখিল। তখন, সিংহ সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, সখে! কে তোমায় এরূপ ন্যায্য ভাগ করিতে শিখাইল? শৃগাল কহিল, যখন গর্দ্দভের দশা স্বচক্ষে দেখিলাম, তখন আর অপর শিক্ষার প্রয়োজন কি।

খরগস ও শিকারি কুকুর

কোনও জঙ্গলে, এক শিকারি কুকুর, একটি খরগসকে ধরিবার নিমিত্ত, তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। খরগস, প্রাণের ভয়ে, এত দ্রুত দৌড়িতে লাগিল যে, কুকুর, অতি বেগে দৌড়িয়াও, তাহাকে ধরিতে পারিল না; খরগস, এক বারে, দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল। এক রাখাল এই তামাসা দেখিতেছিল; সে উপহাস করিয়া কহিল, কি আশ্চর্য্য! খরগস, অতি ক্ষীণ জন্তু হইয়াও, কুকুরকে বেগে পরাভব করিল। ইহা শুনিয়া, কুকুর কহিল, ভাই হে! প্রাণের ভয়ে দৌড়ন, আর আহারের চেষ্টায় দৌড়ন, এ উভয়ের কত অন্তর, তা তুমি জান না।

কৃষক ও কৃষকের পুত্রগণ

এক কৃষক কৃষিকর্ম্মের কৌশল সকল বিলক্ষণ অবগত ছিল। সে, মৃত্যুর পূর্ব্ব ক্ষণে, ঐ সকল কৌশল শিখাইবার নিমিত্ত, পুত্রদিগকে কহিল, হে পুত্রগণ! আমি এক্ষণে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতেছি। আমার যে কিছু সংস্থান আছে, অমুক অমুক ভূমিতে অনুসন্ধান করিলে, পাইবে। পুত্রেরা মনে করিল, ঐ সকল ভূমির অভ্যন্তরে, পিতার গুপ্ত ধন স্থাপিত আছে।

কৃষকের মৃত্যুর পর, তাহারা, গুপ্ত ধনের লোভে, সেই সকল ভূমির অতিশয় খনন করিল। এই রূপে, যার পর নাই পরিশ্রম করিয়া, তাহারা গুপ্ত ধন কিছু পাইল না বটে; কিন্তু, ঐ সকল ভূমির অতিশয় খনন করাতে, সে বৎসর এত শস্য জন্মিল যে, গুপ্ত ধন না পাইয়াও, তাহারা পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইল।

নেকড়ে বাঘ ও মেষের পাল

কোনও স্থানে কতকগুলি মেষ চরিত। কতিপয় বলবান কুকুর তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। ঐ সকল কুকুরের ভয়ে, নেকড়ে বাঘ মেষদিগকে আক্রমণ করিতে

পারিত না। একদা, বাঘেরা পরামর্শ করিল, এই সকল কুকুর থাকিতে, আমরা কিছুই করিতে পারিব না। কৌশল করিয়া, ইহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে, আমাদের সুবিধা নাই। অতএব যাহাতে ইহারা মেষগণের নিকট হইতে যায়, এমন কোনও উপায় করা আবশ্যক।

এই স্থির করিয়া, তাহারা মেষগণের নিকট বলিয়া পাঠাইল, আইস, আমরা অতঃপর সন্ধি করি। কেন, চির কাল, পরস্পর বিবাদ করিয়া মরি। যে সকল কুকুর তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাহারাই সমস্ত বিবাদের মূল। তাহারা অনবরত চীৎকার করে, তাহাতেই আমাদের বিষম কোপ জন্মে। তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দাও; তাহা হইলে, চির কাল, আমাদের পরস্পর সদ্ভাব থাকিবেক। নির্ব্বোধ মেষগণ, এই কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া, কুকুরদিগকে বিদায় করিয়া দিল। এইরূপে, তাহারা রক্ষকশূন্য হওয়াতে, বাঘেরা, নিরুদ্বেগে, তাহাদের প্রাণসংহার করিয়া, ইচ্ছামত উদরপূর্ত্তি করিল।

শত্রুর কথায় ভুলিয়া, হিতৈষী বন্ধুকে দূর করিয়া দিলে, নিশ্চিত বিপদ ঘটে।

লাঙ্গূলহীন শৃগাল

কোনও সময়ে, এক শৃগাল ফাঁদে পড়িয়াছিল। যাহারা ফাঁদ পাতিয়াছিল, তাহারা তাহার প্রাণবধের উদ্যম করিল; কিন্তু, তাহার কাতরতা দেখিয়া, প্রাণে না মারিয়া, লাঙ্গূল কাটিয়া, ছাড়িয়া দিল। শৃগাল, লাঙ্গূল দিয়া, প্রাণ বাঁচাইল বটে; কিন্তু, লাঙ্গূল না থাকাতে, স্বজাতির নিকট যে অপমানবোধ হইবেক, তাহা ভাবিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, লাঙ্গূল যাওয়া অপেক্ষা, আমার প্রাণ যাওয়া ভাল ছিল।

পরিশেষে, এই অপমান শুধরিয়া লইবার জন্য, সকল শৃগালকে একত্র করিয়া, সে কহিতে লাগিল, দেখ, ভাই সকল! আমার ইচ্ছা এই, তোমরা সকলে, আমার মত, স্ব স্ব লাঙ্গূল কাটিয়া ফেল। লাঙ্গূল না থাকাতে, আমি যেরূপ সচ্ছন্দ শরীরে বেড়িয়া বেড়াইতেছি, তোমরা কেহই তাহা অনুভব করিতে পারিতেছ না। যদি পরীক্ষা করিয়া না দেখিতাম, বোধ করি, আমিও কখনও বিশ্বাস করিতাম না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, লাঙ্গূল থাকিলে, অতি কদর্য্য দেখায়, পদে পদে, যার পর নাই অসুবিধা ঘটে। ফলকথা এই, লাঙ্গূল রাখায়, অনর্থক ভার বহিয়া বেড়ান মাত্র লাভ। আমার আশ্চর্য্য বোধ

হইতেছে যে, আমরা এত দিন লাঙ্গূল রাখিয়াছি কেন। হে বন্ধুগণ! আমি স্বয়ং, যার পর নাই, উপকার বোধ করিয়াছি; এজন্য, তোমাদিগকে পরামর্শ দিতেছি, তোমরাও, আমার মত, আপন আপন লাঙ্গূল কাটিয়া ফেল। লাঙ্গূল না থাকায় কত আরাম, এখনই বুঝিতে পারিবে।

এই প্রস্তাব শুনিয়া, এক বৃদ্ধ শৃগাল, অগ্রসর হইয়া, লাঙ্গূলহীন শৃগালকে কহিল, ভাই হে! যদি তোমার লাঙ্গূল ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে, তুমি, কদাচ, আমাদিগকে লাঙ্গূল কাটিয়া ফেলিতে পরামর্শ দিতে না।

বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসক

এক বৃদ্ধা নারীর চক্ষু নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল; এজন্য, তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেন না। নিকটে এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। বৃদ্ধা তাঁহার নিকটে গিয়া কহিলেন, কবিরাজ মহাশয়! আমার চক্ষুর দোষ জন্মিয়াছে, আমি কিছুই দেখিতে পাই না; আপনি আমার চক্ষু ভাল করিয়া দেন; আমি আপনাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিব; কিন্তু, ভাল করিতে না পারিলে, আপনি কিছুই পাইবেন না।

চিকিৎসক, বৃদ্ধার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, পর দিন, প্রাতঃকালে, তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধার গৃহ নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ দেখিয়া, চিকিৎসকের অতিশয় লোভ জন্মিল। তিনি স্থির করিলেন, প্রতিদিন, ইহাকে দেখিতে আসিব, এবং এক একটি দ্রব্য লইয়া যাইব। এজন্য, যাহাতে শীঘ্র তাহার পীড়ার শান্তি হইতে পারে, সেরূপ ঔষধ না দিয়া, কিছুদিন গোলমাল করিয়া কাটাইলেন। পরে, একে একে সমস্ত দ্রব্য লইয়া গিয়া, তিনি রীতিমত ঔষধ দিতে আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধার চক্ষু, অল্প দিনেই, পূর্ব্ববৎ, নির্দ্দোষ হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার গৃহে যে নানাবিধ দ্রব্য ছিল, তাহার একটিও নাই; অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন, চিকিৎসক, একে একে, সমুদয় লইয়া গিয়াছেন।

এক দিন, চিকিৎসক বৃদ্ধাকে কহিলেন, আমার চিকিৎসায় তোমার পীড়ার শান্তি হইয়াছে। পীড়ার শান্তি হইলে, আমায় পুরস্কার দিবে, বলিয়াছিলে; এক্ষণে, প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিয়া, সন্তুষ্ট করিয়া, আমায় বিদায় কর। বৃদ্ধা, চিকিৎসকের আচরণে, অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; এজন্য, কোনও উত্তর দিলেন না। চিকিৎসক, বারংবার চাহিয়াও,

পুরস্কার না পাইয়া, বৃদ্ধার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ করিলেন। বৃদ্ধা বিচারকদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ; এবং, চিকিৎসককে স্পষ্ট বাক্যে চোর না বলিয়া, কৌশল করিয়া বলিলেন, কবিরাজ মহাশয় যাহা কহিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে। আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যদি আমার চক্ষু পূর্ব্ববৎ হয়, কোনও দোষ না থাকে, তবে উঁহাকে পুরস্কার দিব। উনি কহিতেছেন, আমার চক্ষু নির্দ্দোষ হইয়াছে ; কিন্তু, আমি যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আমার চক্ষু এখনও নির্দ্দোষ হয় নাই। কারণ, যখন আমার চক্ষুর দোষ জন্মে নাই, আমার গৃহে যে নানাবিধ দ্রব্য ছিল, সে সমস্ত দেখিতে পাইতাম। পরে, চক্ষুর দোষ জন্মিলে, সে সকল দেখিতে পাই নাই ; এখনও, সে সব দেখিতে পাইতেছি না। ইহাতে, উঁহার চিকিৎসায়, আমার চক্ষু নির্দ্দোষ হইয়াছে, আমার সেরূপ বোধ হইতেছে না। এক্ষণে, আপনাদের বিচারে, যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন।

বিচারকেরা, বৃদ্ধার উত্তরবাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, হাস্যমুখে, তাঁহাকে বিদায় দিলেন, এবং, যথোচিত তিরস্কার করিয়া, চিকিৎসককে, বিচারালয় হইতে, চলিয়া যাইতে বলিলেন।

শশকগণ ও ভেকগণ

শশকজাতি অতি ক্ষীণজীবী ও নিতান্ত ভীরুস্বভাব জন্তু। প্রবল জন্তুগণ, দেখিতে পাইলেই, তাহাদের প্রাণবধ করিয়া, মাংস ভক্ষণ করে। এই দৌরাত্ম্য বশতঃ, তাহাদিগকে, প্রাণভয়ে, সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হয়। এজন্য, এক দিন, তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিয়া প্রাণধারণ করা অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। অতএব, যেরূপে হউক, অদ্যই আমরা প্রাণত্যাগ করিব।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, নিকটবর্ত্তী হ্রদে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবার মানসে, সকলে মিলিয়া তথায় উপস্থিত হইল। কতকগুলি ভেক সেই হ্রদের তীরে বসিয়াছিল ; তাহারা, শশকগণ নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র, ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, জলে লাফাইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া, সকলের অগ্রসর শশক স্বীয় সহচরদিগকে কহিল, দেখ, বন্ধুগণ! আমরা যত ভয় পাইয়াছি, যত নিরুপায় ভাবিয়াছি, তত করা উচিত নয়। তোমরা, এখানে আসিয়া, কতকগুলি প্রাণী দেখিলে ; ইহারা আমাদের অপেক্ষাও ক্ষীণজীবী ও ভীরুস্বভাব।

তোমার অবস্থা যত মন্দ হউক না কেন, অন্যের অবস্থা এত মন্দ আছে যে, তাহার সহিত তুলনা করিলে, তোমার অবস্থা অনেক ভাল বোধ হইবেক।

কৃষক ও সারস

কতকগুলি বক, প্রতিদিন, ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিয়া যাইত। তাহা দেখিয়া, কৃষক, বক ধরিবার নিমিত্ত, ক্ষেত্রে জাল পাতিয়া রাখিল। পরে, সে জাল তদারক করিতে গিয়া দেখিল, কতকগুলি বক জালে পড়িয়া আছে, এবং একটি সারসও, সেই সঙ্গে, জালে পড়িয়াছে। তখন সারস কৃষককে কহিল, ভাই কৃষক! আমি বক নহি; আমি তোমার শস্য নষ্ট করি নাই; আমায় ছাড়িয়া দাও। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার কোনও অপরাধ নাই। যত পক্ষী আছে, আমি সে সকল অপেক্ষা অধিক ধর্ম্মপরায়ণ। আমি, কখনও, কাহারও কোনও অনিষ্ট করি না। আমি বৃদ্ধ পিতা মাতার, যার পর নাই, সম্মান করি, এবং, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, প্রাণপণে তাঁহাদের ভরণ পোষণ করি। তখন কৃষক কহিল, শুন সারস! তুমি যে সকল কথা বলিলে, সে সকলই যথার্থ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু, যাহারা আমার শস্য নষ্ট করে, তুমি তাহাদের সঙ্গে ধরা পড়িয়াছ। এজন্য, তোমায়, তাহাদের সঙ্গে, শাস্তিভোগ করিতে হইবেক।

অসৎসঙ্গের অশেষ দোষ। যথার্থ সাধুদিগকেও, সঙ্গদোষে, বিপদে পড়িতে হয়।

গৃহস্থ ও তাহার পুত্রগণ

এক গৃহস্থ ব্যক্তির কতিপয় পুত্র ছিল। ঐ পুত্রদের পরস্পর সদ্ভাব ছিল না। তাহারা সতত বিবাদ করিত। গৃহস্থ সর্ব্বদাই তাহাদিগকে বুঝাইতেন; কিন্তু, তাহারা তাঁহার কথা শুনিত না। তখন তিনি এই স্থির করিলেন, কেবল কথায় না বলিয়া, দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইলে, ইহারা বিবাদে ক্ষান্ত হইতে পারে। অনন্তর, তিনি পুত্রদিগকে আপন নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং কতকগুলি কঞ্চি আনিয়া আটি বাঁধিতে বলিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ সেইরূপ করিলে, তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কহিলেন, বাপু! এই কঞ্চির আটিটি ভাঙ্গিয়া ফেল। সে, দুই হাতে দুই পাশ ধরিয়া, মাজখানে পা দিয়া, ভাঙ্গিবার বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিন্তু কিছুতেই ভাঙ্গিতে পারিল না।

এইরূপে, গৃহস্থ, একে একে, সকল পুত্রকেই সেই কঞ্চির আটি ভাঙ্গিতে বলিলেন। সকলেই চেষ্টা পাইল, কেহই ভাঙ্গিতে পারিল না। তখন তিনি এক পুত্রকে, কঞ্চির আটি

খুলিয়া, এক গাছা হস্তে লইয়া, ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বলিলেন। সে তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন গৃহস্থ পুত্রদিগকে কহিলেন, দেখ বৎসগণ! এইরূপ, যত দিন তোমরা, পরস্পর সদ্ভাবে, এক সঙ্গে থাকিবে, তত দিন, শত্রুপক্ষ তোমাদের কিছুই করিতে পারিবেক না। কিন্তু, পরস্পর বিবাদ করিয়া, পৃথক হইলেই, তোমরা উচ্ছিন্ন হইবে।

অশ্ব ও অশ্বারোহী

এক অশ্ব একাকী এক মাঠে চরিয়া বেড়াইত। কিছু দিন পরে, এক হরিণ, সেই মাঠে আসিয়া, চরিতে আরম্ভ করিল, এবং, ইচ্ছামত ঘাস খাইয়া, অবশিষ্ট ঘাস নষ্ট করিয়া ফেলিতে লাগিল। তাহাতে, অশ্বের আহার বিষয়ে, অতিশয় অসুবিধা ঘটিল। অশ্ব হরিণকে জব্দ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না। অবশেষে, সে এক মনুষ্যকে নিকটে দেখিয়া কহিল, ভাই! এই হরিণ আমার বড় অপকার করিতেছে, ইহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে হইবেক। যদি এ বিষয়ে সাহায্য কর, তাহা হইলে, আমার যথেষ্ট উপকার হয়। তখন মনুষ্য কহিল, ইহার ভাবনা কি। তুমি আমায়, তোমার মুখে লাগাম দিয়া, পিঠে উঠিতে দাও, তাহা হইলেই, আমি অস্ত্র লইয়া তোমার শত্রুর দমন করিতে পারিব। অশ্ব সম্মত হইল। মনুষ্য তৎক্ষণাৎ তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিল; কিন্তু, হরিণের দমন করিতে না গিয়া, অশ্বকে আপন আলয়ে লইয়া গেল। তদবধি, অশ্বগণ মনুষ্যজাতির বাহন হইল।

নেকড়ে বাঘ ও মেষ

কোনও সময়ে, এক নেকড়ে বাঘকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল। ঐ কামড়ের ঘা, ক্রমে ক্রমে, এত বাড়িয়া উঠিল যে, বাঘ আর নড়িতে পারে না; সুতরাং, তাহার আহার বন্ধ হইল। এক দিন, সে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়া আছে, এমন সময়ে, এক মেষ তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। তাহাকে দেখিয়া, নেকড়ে অতি কাতর বাক্যে কহিল, ভাই হে! কয়েক দিন অবধি, আমি চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়া আছি; ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছি, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। তুমি, কৃপা করিয়া, এই খাল হইতে জল আনিয়া দাও, আমি আহারের জোগাড় করিয়া লইব। মেষ কহিল, আমি তোমার

অভিসন্ধি বুঝিয়াছি; জল দিবার নিমিত্ত নিকটে গেলেই, তুমি, আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া, আহারের জোগাড় করিয়া লইবে।

কুক্কুরদষ্ট মনুষ্য

এক ব্যক্তিকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল। সে, অতিশয় ভয় পাইয়া, যাহাকে সম্মুখে দেখে, তাহাকেই বলে, ভাই! আমায় কুকুরে কামড়াইয়াছে; যদি কিছু ঔষধ জান, আমায় দাও। তাহার এই কথা শুনিয়া, কোনও ব্যক্তি কহিল, যদি ভাল হইতে চাও, আমি যা বলি, তা কর। সে কহিল, যদি ভাল হইতে পারি, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। তখন ঐ ব্যক্তি বলিল, কুকুরের কামড়ে যে ক্ষত হইয়াছে, ঐ ক্ষতের রক্তে রুটির টুকরা ডুবাইয়া, যে কুকুর কামড়াইয়াছে, তাহাকে খাইতে দাও; তাহা হইলেই, তুমি নিঃসন্দেহ ভাল হইবে। কুক্কুরদষ্ট ব্যক্তি, শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, কহিল, ভাই! যদি তোমার এই পরামর্শ অনুসারে চলি, তাহা হইলে, এই নগরে যত কুকুর আছে, তাহারা সকলেই, রক্তমাখা রুটির লোভে, আমায় কামড়াইতে আরম্ভ করিবেক।

পথিকগণ ও বটবৃক্ষ

একদা, গ্রীষ্ম কালে, কতিপয় পথিক, মধ্যাহ্ন সময়ের রৌদ্রে, অতিশয় তাপিত ও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। নিকটে একটি বট গাছ দেখিতে পাইয়া, তাহারা উহার তলে উপস্থিত হইল, এবং, শীতল ছায়ায় বসিয়া, বিশ্রাম করিতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণের মধ্যেই, তাহাদের শরীর শীতল, ও ক্লান্তি দূর হইল। তখন তাহারা নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এক জন, কিয়ৎ ক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, কহিল, দেখ ভাই! এ গাছ কোনও কাজের নয়; না ইহাতে ভাল ফুল হয়, না ইহাতে ভাল ফল হয়। বলিতে কি, ইহা মানুষের কোনও উপকারে লাগে না। এই কথা শুনিয়া, বটবৃক্ষ কহিল, মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ; যে সময়ে, আমার আশ্রয় লইয়া, উপকার ভোগ করিতেছে, সেই সময়েই, আমি মানুষের কোনও উপকারে লাগি না বলিয়া, অম্লান মুখে আমায় গালি দিতেছে।

কুঠার ও জলদেবতা

এক দুঃখী, নদীর তীরে, গাছ কাটিতেছিল। হঠাৎ, কুঠার খানি, তাহার হাত হইতে ফস্কিয়া গিয়া, নদীর জলে পড়িয়া গেল। কুঠার খানি জন্মের মত হারাইলাম, এই ভাবিয়া, সেই দুঃখী অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং, হায় কি হইল বলিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে, রোদন করিতে লাগিল। তাহার রোদন শুনিয়া, সেই নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অতিশয় দয়া হইল। তিনি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি, কি জন্যে, এত রোদন করিতেছ? সে সমুদয় নিবেদন করিলে, জলদেবতা তৎক্ষণাৎ নদীতে মগ্ন হইলেন, এবং, এক স্বর্ণময় কুঠার হস্তে করিয়া, তাহার নিকটে আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কি তোমার কুঠার? সে কহিল, না মহাশয়! এ আমার কুঠার নয়। তখন তিনি, পুনরায়, জলে মগ্ন হইলেন, এবং, এক রজতময় কুঠার হস্তে লইয়া, তাহার সম্মুখে আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কি তোমার কুঠার? সে কহিল, না মহাশয়! ইহাও আমার কুঠার নয়। তিনি, পুনরায়, জলে মগ্ন হইলেন, এবং, তাহার লৌহময় কুঠার খানি হস্তে লইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, এই কি তোমার কুঠার? সে, আপন কুঠার দেখিয়া, যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া কহিল, হাঁ মহাশয়! এই আমার কুঠার। আমি অতি দুঃখী; আর আমি কুঠার পাইব, আমার সে আশা ছিল না; কেবল আপনকার অনুগ্রহে পাইলাম; আপনি আমায়, জন্মের মত, কিনিয়া রাখিলেন।

জলদেবতা, প্রথমতঃ, তাহার নিজের কুঠার খানি তাহার হস্তে দিলেন; পরে, তুমি নির্লোভ, সত্যনিষ্ঠ, ও ধর্ম্মপরায়ণ; এজন্য, তোমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; এই বলিয়া, তাহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ, সেই স্বর্ণময় ও রজতময় কুঠার দুই খানি তাহাকে দিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। সেই দুঃখী ব্যক্তি, অবাক হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল; অনন্তর, গৃহে গিয়া, প্রতিবেশীদের নিকট, এই বৃত্তান্তের সবিশেষ বর্ণন করিল। সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া, এক ব্যক্তির অতিশয় লোভ জন্মিল। সে পর দিন, প্রাতঃকালে, কুঠার হস্তে লইয়া, নদীর তীরে উপস্থিত হইল, এবং, গাছের গোড়ায় দুই তিন কোপ মারিয়া, যেন হঠাৎ হাত হইতে ফস্কিয়া গেল, এইরূপ ভান করিয়া, কুঠার খানি জলে ফেলিয়া দিল, এবং, হায় কি হইল বলিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে লাগিল।

জলদেবতা, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, রোদনের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। সে, সমস্ত কহিয়া, অতিশয় শোক ও দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল।

জলদেবতা, পূর্ব্ববৎ, জলে মগ্ন হইয়া, এক স্বর্ণময় কুঠার হস্তে লইয়া, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, এই কি তোমার কুঠার? স্বর্ণময় কুঠার দেখিয়া, সেই লোভী, এই আমার কুঠার বলিয়া, ব্যগ্র হইয়া, কুঠার ধরিতে গেল। তাহাকে, এইরূপ লোভী ও মিথ্যাবাদী দেখিয়া, জলদেবতা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, তুই অতি লোভী, অতি অভদ্র, ও মিথ্যাবাদী; তুই এ কুঠার পাইবার যোগ্য পাত্র নহিস। এই ভর্ৎসনা করিয়া, সেই স্বর্ণময় কুঠার খানি জলে ফেলিয়া দিয়া, জলদেবতা অন্তর্হিত হইলেন। সে, হতবুদ্ধি হইয়া, নদীর তীরে বসিয়া, গালে হাত দিয়া, ভাবিতে লাগিল; অনন্তর, আমার যেমন কর্ম্ম, তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম, এই বলিয়া, বিষণ্ণ মনে চলিয়া গেল।

সিংহ ও অন্য অন্য জন্তুর শিকার

সিংহ ও আর কতিপয় জন্তু মিলিয়া শিকার করিতে গিয়াছিল। তাহারা, নানা বনে ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে, এক বৃহৎ হরিণ শিকার করিল। ভাগের সময় উপস্থিত হইলে, সিংহ কহিল, তোমাদিগকে ব্যস্ত হইতে হইবেক না; আমি যথাযোগ্য ভাগ করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া, সেই হরিণকে সমান তিন অংশে বিভক্ত করিয়া, সিংহ কহিল, দেখ, প্রথম ভাগ আমি লইব, কারণ, আমি সকল পশুর রাজা; আর, আমি শিকারে যে পরিশ্রম করিয়াছি, সেই পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ, দ্বিতীয় ভাগ লইব; তৃতীয় ভাগের বিষয়ে আমার বক্তব্য এই, যাহার ক্ষমতা থাকে সে লউক। অন্য অন্য পশুরা, সিংহের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল, প্রবল লোকেরা স্বার্থপর ও বিবেচনাশূন্য হইলে, দুর্ব্বলের পক্ষে এইরূপ বিচারই হইয়া থাকে।

কুকুর ও অশ্বগণ

এক কুকুর অশ্বগণের আহারস্থানে শয়ন করিয়া থাকিত। অশ্বগণ আহার করিতে গেলে, সে ভয়ানক চীৎকার করিত, এবং, দংশন করিতে উদ্যত হইয়া, তাহাদিগকে

তাড়াইয়া দিত। এক দিন, এক অশ্ব কহিল, দেখ, এই হতভাগা কুকুর কেমন দুর্বৃত্ত! আহারের দ্রব্যের উপর শয়ন করিয়া থাকিবেক; আপনিও আহার করিবেক না, এবং, যাহারা ঐ আহার করিয়া প্রাণধারণ করিবেক, তাহাদিগকেও আহার করিতে দিবেক না।

বৃষ ও মশক

এক মশক, কোনও বৃষের মস্তকের উপর কিয়ৎ ক্ষণ উড়িয়া, অবশেষে তাহার শৃঙ্গের উপর বসিল, এবং মনে ভাবিল, হয় ত বৃষ আমার ভারে কাতর হইয়াছে। তখন তাহাকে কহিল, ভাই হে! যদি আমার ভার তোমার অসহ্য হইয়া থাকে, বল, আমি এখনই উড়িয়া যাইতেছি; আমি তোমায় ক্লেশ দিতে চাহি না। ইহা শুনিয়া, বৃষ কহিল, তুমি সে জন্য উদ্বিগ্ন হইও না। তুমি থাক বা যাও, আমার পক্ষে দুই সমান। তুমি এত ক্ষুদ্র যে, তুমি আমার শৃঙ্গে বসিয়াছ, এ পর্য্যন্ত আমার সে অনুভবই হয় নাই।

মন যত ক্ষুদ্র, আত্মশ্লাঘা তত অধিক হয়।

মৃণ্ময় ও কাংস্যময় পাত্র

এক মৃণ্ময় পাত্র ও এক কাংস্য পাত্র নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। কাংস্যপাত্র মৃণ্ময়পাত্রকে কহিল, অহে মৃণ্ময় পাত্র! তুমি আমার নিকটে থাক, তাহা হইলে, আমি তোমার রক্ষা করিতে পারিব। তখন মৃণ্ময় পাত্র কহিল, তুমি যে এরূপ প্রস্তাব করিলে, তাহাতে আমি অতিশয় উপকৃত হইলাম। কিন্তু, আমি, যে আশঙ্কায়, তোমার তফাতে থাকিতেছি, তোমার নিকটে গেলে, আমার তাহাই ঘটিবেক। তুমি অনুগ্রহ করিয়া, তফাতে থাকিলেই, আমার মঙ্গল। কারণ, আমরা উভয়ে একত্র হইলে, আমারই সর্ব্বনাশ। তোমার আঘাত লাগিলে, আমিই ভাঙ্গিয়া যাইব।

প্রবল প্রতিবেশীর নিকটে থাকা পরামর্শসিদ্ধ নহে; বিবাদ উপস্থিত হইলে, দুর্ব্বলের সর্ব্বনাশ।

রোগী ও চিকিৎসক

কোনও চিকিৎসক, কিছু দিন, এক রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন। সেই চিকিৎসকের হস্তেই, ঐ রোগীর মৃত্যু হয়। তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়, চিকিৎসক, তাহার আত্মীয়গণের নিকটে উপস্থিত হইয়া, আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, আহা! যদি এই ব্যক্তি আহারাদির নিয়ম করিয়া চলিতেন, সর্ব্বদা সকল বিষয়ে অত্যাচার না করিতেন, তাহা হইলে, ইঁহার অকালে মৃত্যু ঘটিত না। তখন মৃত ব্যক্তির এক আত্মীয় কহিলেন, কবিরাজ মহাশয়! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে। কিন্তু, এক্ষণে, আপনকার এ উপদেশের কোনও ফল দেখিতেছি না। যখন সে ব্যক্তি জীবিত ছিলেন, এবং, আপনকার উপদেশ অনুসারে, চলিতে পারিতেন, তখন তাঁহাকে এরূপ উপদেশ দেওয়া উচিত ছিল।

সময় বহিয়া গেলে উপদেশ দেওয়া বৃথা।

ইঁদুরের পরামর্শ

ইঁদুর সকল, বিড়ালের উপদ্রবে, নিতান্ত বিব্রত হইয়া, সকলে একত্র হইয়া, কিসে পরিত্রাণ হয়, এই পরামর্শ করিতে বসিল। যাহার মনে যাহা উপস্থিত হইল, সে তাহাই কহিতে লাগিল; কিন্তু, কোনও প্রস্তাবই পরামর্শসিদ্ধ বোধ হইল না। পরিশেষে, এক বুদ্ধিমান ইঁদুর কহিল, বিড়ালের গলায় একটা ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া যাউক। ঘণ্টার শব্দ হইলে, আমরা বুঝিতে পারিব, বিড়াল আমাদিগকে খাইতে আসিতেছে; তাহা হইলেই, আমরা সাবধান হইতে পারিব।

এই প্রস্তাব শুনিয়া, সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল; এবং, সকলের মতে, উহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। এক বৃদ্ধ ইঁদুর, এ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে বলিল, অমুক যাহা কহিলেন, তাহা বিলক্ষণ বুদ্ধির কথা বটে; এবং, সেরূপ করিতে পারিলে, আমাদের ইষ্টসিদ্ধিও হইতে পারে। কিন্তু, আমি এই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাদের মধ্যে কে, সাহস করিয়া, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিতে যাইবেক। ইহা শুনিয়া, পরস্পর মুখ চাহিয়া, সকলে হতবুদ্ধি ও স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কোনও বিষয়ের প্রস্তাব করা সহজ, কিন্তু নির্ব্বাহ করিয়া উঠা কঠিন।

সিংহ ও মহিষ

একদা, এক সিংহ ও এক মহিষ, পিপাসায় কাতর হইয়া, এক সময়ে, এক খালে, জলপান করিতে গিয়াছিল। উভয়ে সাক্ষাৎ হওয়াতে, কে আগে জলপান করিবেক, এই বিষয় লইয়া, পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল। উভয়েই প্রতিজ্ঞা করিল, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, তথাপি বিপক্ষকে অগ্রে জলপান করিতে দিব না; সুতরাং, উভয়ের যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠিল।

এই সময়ে তাহারা, ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, দেখিতে পাইল, কতকগুলি কাক ও শকুনি তাহাদের মস্তকের উপর উড়িতেছে; দেখিয়া বুঝিতে পারিল, যুদ্ধে যাহার প্রাণত্যাগ হইবেক, তাহার মাংস খাইবেক বলিয়া, উহারা উড়িয়া বেড়াইতেছে। তখন তাহাদের বুদ্ধির উদয় হইল; এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, আইস ভাই। ক্ষান্ত হই, আর বিবাদে কাজ নাই। অনর্থক বিবাদ করিয়া, কাক ও শকুনির আহার হওয়া অপেক্ষা, সুহৃদ্ভাবে জলপান করিয়া চলিয়া যাওয়া ভাল।

চোর ও কুকুর

এক চোর, কোনও গৃহস্থের বাটীতে, চুরি করিতে গিয়াছিল। এক কুকুর, সমস্ত রাত্রি, ঐ গৃহস্থের বাটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিত। চোর, ঐ কুকুরকে দেখিয়া, মনে ভাবিল, ইহার মুখ বন্ধ না করিলে, চীৎকার করিয়া, গৃহস্থকে জাগাইয়া দিবেক; তাহা হইলে, আর আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক না। অতএব, অগ্রে ইহার মুখ বন্ধ করা আবশ্যক।

এই বিবেচনা করিয়া, চোর কুকুরের সম্মুখে মাংসের টুকরা ফেলিয়া দিতে লাগিল। তখন কুকুর কহিল, প্রথমেই, তোমায় দেখিয়া, আমার মনে নানা সন্দেহ জন্মিয়াছিল; এক্ষণে, তোমার কার্য্য দেখিয়া, আমার নিশ্চিত বোধ হইল, তুমি কদাচ ভদ্র লোক নহ। তোমার অভিসন্ধি এই, আমার মুখ বন্ধ করিয়া, গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিবে। অতএব, যদি ভাল চাও, এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও।

যাহারা উৎকোচ দিতে উদ্যত হয়, তাহারা কদাচ ভদ্র নয়; তাহাদের মনে অবশ্যই মন্দ অভিপ্রায় থাকে।

সারসী ও তাহার শিশু সন্তান

এক সারসী, শিশু সন্তানগুলি লইয়া, কোনও ক্ষেত্রে বাস করিত। ঐ ক্ষেত্রের শস্য সকল পাকিয়া উঠিলে, সারসী বুঝিতে পারিল, অতঃপর, কৃষকেরা শস্য কাটিতে আরম্ভ করিবেক। এই নিমিত্ত, প্রতিদিন, আহারের অন্বেষণে বাহিরে যাইবার সময়, সে শিশু সন্তানদিগকে বলিয়া যাইত, তোমরা, আমার আসিবার পূর্ব্বে, যাহা কিছু শুনিবে, আমি আসিবা মাত্র, সে সমুদয় অবিকল আমায় বলিবে।

এক দিন, সারসী বাসা হইতে বহির্গত হইয়াছে, এমন সময়ে, ক্ষেত্রস্বামী, শস্য কাটিবার সময় হইয়াছে কি না, বিবেচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত, তথায় উপস্থিত হইল, এবং চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, শস্য সকল পাকিয়া উঠিয়াছে, আর কাটিতে বিলম্ব করা উচিত নয়। অমুক অমুক প্রতিবেশীর উপর ভার দি, তাহারা কাটিয়া দিবেক। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সারসী বাসায় আসিলে, তাহার সন্তানেরা ঐ সকল কথা জানাইল, এবং কহিল, মা! তুমি আমাদিগকে শীঘ্র স্থানান্তরে লইয়া যাও। আর তুমি, আমাদিগকে এখানে রাখিয়া, বাহিরে যাইও না। যাহারা শস্য কাটিতে আসিবেক, তাহারা, দেখিলেই, আমাদের প্রাণবধ করিবেক। সারসী কহিল, বাছা সকল! তোমরা এখনই ভয় পাইতেছ কেন। ক্ষেত্রস্বামী যদি, প্রতিবেশীদিগের উপর ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত থাকে, তাহা হইলে, শস্য কাটিতে আসিবার অনেক বিলম্ব আছে।

পর দিবস, ক্ষেত্রস্বামী পুনরায় উপস্থিত হইল; দেখিল, যাহাদের উপর ভার দিয়াছিল, তাহারা শস্য কাটিতে আইসে নাই। কিন্তু, শস্য সকল সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিয়াছিল; অতঃপর না কাটিলে, হানি হইতে পারে; এই নিমিত্ত, সে কহিল, আর সময় নষ্ট করা হয় না; প্রতিবেশীদিগের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, বিস্তর ক্ষতি হইবেক। আর তাহাদের ভরসায় না থাকিয়া, আপন ভাই বন্ধু দিগকে বলি, তাহারা সত্বর কাটিয়া দিবেক। এই বলিয়া, সে আপন পুত্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, তুমি তোমার খুড়াদিগকে আমার নাম করিয়া বলিবে, যেন তাহারা, সকল কর্ম্ম রাখিয়া, কাল সকালে আসিয়া, শস্য কাটিতে আরম্ভ করে। এই বলিয়া, ক্ষেত্রস্বামী চলিয়া গেল।

সারসশিশুগণ শুনিয়া অতিশয় ভীত হইল, এবং, সারসী আসিবা মাত্র, কাতর বাক্যে কহিতে লাগিল, মা! আজ ক্ষেত্রস্বামী আসিয়া এই এই কথা বলিয়া গিয়াছে। তুমি

আমাদের একটা উপায় কর। কাল তুমি, আমাদিগকে এখানে ফেলিয়া, যাইতে পারিবে না। যদি যাও, আসিয়া আর আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না। সারসী, শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, কহিল, যদি এই কথা মাত্র শুনিয়া থাক, তাহা হইলে, ভয়ের বিষয় নাই। যদি ক্ষেত্রস্বামী, ভাই বন্ধু দিগের উপর ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত থাকে, তাহা হইলে, শস্য কাটিতে আসিবার, এখনও, অনেক বিলম্ব আছে। তাহাদেরও শস্য পাকিয়া উঠিয়াছে। তাহারা, আগে আপনাদের শস্য না কাটিয়া, কখনও, ইহার শস্য কাটিতে আসিবেক না। কিন্তু, ক্ষেত্রস্বামী, কাল সকালে আসিয়া, যাহা কহিবেক, তাহা মন দিয়া শুনিও, এবং আমি আসিলে, বলিতে ভুলিও না।

পর দিন, প্রত্যূষে, সারসী আহারের অন্বেষণে বহির্গত হইলে, ক্ষেত্রস্বামী তথায় উপস্থিত হইল; দেখিল, কেহই শস্য কাটিতে আইসে নাই; আর, শস্য সকল অধিক পাকিয়াছিল, এজন্য, ঝরিয়া ভূমিতে পড়িতেছে। তখন সে, বিরক্ত হইয়া, আপন পুত্রকে কহিল, দেখ, আর প্রতিবেশীর, অথবা ভাই বন্ধুর, মুখ চাহিয়া থাকা উচিত নহে। আজ রাত্রিতে তুমি, যত জন পাও, ঠিকা লোক স্থির করিয়া রাখিবে। কাল সকালে, তাহাদিগকে লইয়া, আপনারাই কাটিতে আরম্ভ করিব; নতুবা বিস্তর ক্ষতি হইবেক।

সারসী, বাসায় আসিয়া, এই সমস্ত কথা শুনিয়া কহিল, অতঃপর, আর এখানে থাকা হয় না; এখন অন্যত্র যাওয়া কর্ত্তব্য। যখন কেহ, অন্যের উপর ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত না থাকিয়া, স্বয়ং আপন কর্ম্মে মন দেয়, তখন ইহা স্থির জানা উচিত যে, সে যথার্থ ই ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করা মনস্থ করিয়াছে।

পথিক ও কুঠার

দুই পথিক এক পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন, সম্মুখে একখান কুঠার দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ, তাহা ভূমি হইতে উঠাইয়া লইল, এবং আপন সহচরকে কহিল, দেখ ভাই। আমি কেমন সুন্দর কুঠার পাইয়াছি। তখন সে কহিল, ও কি ভাই। এ কেমন কথা; আমি পাইলাম বলিতেছ কেন; আমরা উভয়ে পাইলাম, বল। উভয়ে এক সঙ্গে যাইতেছি, যাহা পাওয়া গেল, উভয়েরই হওয়া উচিত। অপর ব্যক্তি কহিল, না ভাই। তাহা হইলে অন্যায় হয়। তুমি কি জান না, যে যা পায়, তারই

তা হয়। এই কুঠার আমি পাইয়াছি, আমারই হওয়া উচিত; আমি তোমাকে ইহার অংশ দিব কেন। সে শুনিয়া নিরস্ত হইল।

এই সময়ে, যাহাদের কুঠার হারাইয়াছিল, তাহারা, খুজিতে খুজিতে, সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং, পথিকের হস্তে কুঠার দেখিয়া, তাহাকে চোর বলিয়া ধরিল। তখন সে স্বীয় সহচরকে কহিল, হায়! আমরা মারা পড়িলাম। তাহার সহচর কহিল, ও কেমন কথা; এখন, আমরা মারা পড়িলাম, বল কেন, আমি মারা পড়িলাম, বল। যাহাকে লাভের অংশ দিতে চাহ নাই, তাহাকে বিপদের অংশভাগী করিতে যাওয়া অন্যায়।

ঈগল ও দাঁড়কাক

এক পাহাড়ের নিম্ন দেশে, কতকগুলি মেষ চরিতেছিল। এক ঈগল পক্ষী, পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া, ছোঁ মারিয়া, এক মেষশাবক লইয়া, পুনরায় পাহাড়ের উপর উঠিল। ইহা দেখিয়া, এক দাঁড়কাক ভাবিল, আমিও কেন, ঐরূপ ছোঁ মারিয়া, একটা মেষ অথবা মেষশাবক লই না। ঈগল যদি পারিল, আমি না পারিব কেন? এই স্থির করিয়া, সে যেমন এক মেষের উপর ছোঁ মারিল, অমনি সেই মেষের লোমে তাহার পায়ের নখর জড়াইয়া গেল।

দাঁড়কাক, এই রূপে বদ্ধ হইয়া, ঝট্‌পট্ ও প্রাণভয়ে কা কা করিতে লাগিল। মেষপালক, আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত, এই ব্যাপার দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে, তথায় উপস্থিত হইল, এবং সেই নির্বোধ দাঁড়কাককে ধরিয়া, তাহার পাখা কাটিয়া দিল। পরে সে, সায়ংকালে, ঐ দাঁড়কাক গৃহে লইয়া গেল। মেষপালকের শিশু সন্তানেরা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা! তুমি আমাদের জন্যে ও কি পাখী আনিয়াছ? মেষপালক কহিল, যদি তোমরা উহাকে জিজ্ঞাসা কর, ও বলিবেক, আমি ঈগল পক্ষী; কিন্তু, আমি উহাকে দাঁড়কাক বলিয়া আনিয়াছি।

দুঃখী বৃদ্ধ ও যম

এক বৃদ্ধ অতি দুঃখী ছিল। তাহার জীবিকানির্ব্বাহের কোনও উপায় ছিল না। সে, বনে কাঠ কাটিয়া, সেই কাঠ বেচিয়া, অতি কষ্টে দিনপাত করিত। গ্রীষ্ম কালে, এক

দিন, মধ্যাহ্ন সময়ে, সে, কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া, বন হইতে আসিতেছে। ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে; তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে; প্রখর রৌদ্রে সর্ব্ব শরীর দগ্ধপ্রায় ও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছে; পথের তপ্ত ধূলি ও বালুকাতে, দুই পা পুড়িয়া যাইতেছে। অবশেষে, নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, কাঠের বোঝা ফেলিয়া, সে এক বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, সে মনে মনে কহিতে লাগিল, এরূপ ক্লেশভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা, মরিয়া যাওয়া ভাল; কেনই বা আমার মরণ হয় না; আমার মত হতভাগ্য লোকের মরণ হইলেই মঙ্গল।

মনের দুঃখে, এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, সেই চিরদুঃখী, যমকে সম্বোধিয়া, কহিতে লাগিল, যম! তুমি আমায় ভুলিয়া আছ কেন? শীঘ্র আসিয়া, আমায় লইয়া যাও; তাহা হইলেই আমার নিষ্কৃতি হয়; আর আমি ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না। তাহার কথা সমাপ্ত না হইতেই, যম আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সে, তাঁহার বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া, ভয় পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে, কি জন্যে এখানে আসিলেন? তিনি কহিলেন, আমি যম, তুমি আমায় ডাকিতেছিলে, তাই আসিয়াছি; এখন, কি জন্যে আমায় ডাকিতেছিলে, বল। তখন সে কহিল, মহাশয়! যদি আসিয়াছেন, তবে দয়া করিয়া, কাঠের বোঝাটি আমার মাথায় উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে, আমার যথেষ্ট উপকার হয়। যম, শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, অন্তর্হিত হইলেন।

পক্ষী ও শাকুনিক

এক শাকুনিক, ফাঁদ পাতিয়া, এক পক্ষী ধরিয়াছিল। পক্ষী, প্রাণনাশ উপস্থিত দেখিয়া, কাতর হইয়া, বিনয়বাক্যে শাকুনিককে কহিতে লাগিল, ভাই! তুমি, দয়া করিয়া, আমায় ছাড়িয়া দাও। আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি, আমায় ছাড়িয়া দিলে, আমি অন্য অন্য পক্ষীদিগকে, ভুলাইয়া আনিয়া, তোমার ফাঁদে ফেলিয়া দিব। বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি, এক পক্ষীর পরিবর্ত্তে, কত পক্ষী পাইবে। শাকুনিক কহিল, না, আমি তোমায় ছাড়িয়া দিব না। যে, আপন মঙ্গলের নিমিত্ত, সজাতীয় ও আত্মীয় দিগের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাহার মৃত্যু হইলেই, পৃথিবীর মঙ্গল।

সিংহ, শৃগাল ও গর্দ্দভ

এক গর্দ্দভ ও এক শৃগাল, উভয়ে মিলিয়া, শিকার করিতে যাইতেছিল। কিয়ৎ দূর গিয়া, তাহারা দেখিতে পাইল, কিঞ্চিৎ অন্তরে এক সিংহ বসিয়া আছে। শৃগাল, এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, সত্বর সিংহের নিকটবর্ত্তী হইল, এবং, আস্তে আস্তে, কহিতে লাগিল, মহারাজ! যদি আপনি, কৃপা করিয়া, আমায় প্রাণদান দেন, তাহা হইলে, আমি গর্দ্দভকে আপনকার হস্তগত করিয়া দি। সিংহ সম্মত হইল। শৃগাল, কৌশল করিয়া, গর্দ্দভকে সিংহের হস্তগত করিয়া দিল। সিংহ, গর্দ্দভকে হস্তগত করিয়া লইয়া, শৃগালের প্রাণবধ করিয়া, সে দিনের আহার সম্পন্ন করিল, গর্দ্দভকে, পর দিনের আহারের জন্যে, রাখিয়া দিল।

পরের মন্দ করিতে গেলে, আপনার মন্দ আগে হয়।

হরিণ ও দ্রাক্ষালতা

ব্যাধগণে তাড়াতাড়ি করাতে, এক হরিণ, প্রাণভয়ে পলাইয়া, দ্রাক্ষাবনের মধ্যে লুকাইয়া রহিল, এবং, ব্যাধেরা আর আমার সন্ধান পাইবেক না, এই স্থির করিয়া, সচ্ছন্দ মনে, দ্রাক্ষালতা খাইতে আরম্ভ করিল। ব্যাধগণ, হরিণের বিষয়ে নিরাশ হইয়া, ঐ দ্রাক্ষাবনের ধার দিয়া, চলিয়া যাইতেছিল। তাহারা, লতাভক্ষণের শব্দ শুনিয়া, বনের দিকে মুখ ফিরাইল, এবং, ঐ স্থানে হরিণ আছে, এই অনুমান করিয়া, শরনিক্ষেপ করিল। সেই শরের আঘাতে, হরিণের মৃত্যু হইল। হরিণ, এই কয়টি কথা বলিয়া, প্রাণত্যাগ করিল যে, যাহারা, বিপদের সময়, আমায় আশ্রয় দিয়াছিল, আমি যে তাহাদের অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার সমুচিত প্রতিফল পাইলাম।

কৃপণ

এক কৃপণের কিছু সম্পত্তি ছিল। সর্ব্বদা তাহার এই ভয় ও ভাবনা হইত, পাছে চোরে ও দস্যুতে অপহরণ করে। এজন্য, সে বিবেচনা করিল, যাহাতে কেহ সন্ধান না

পায়, ও চুরি করিতে না পারে, এরূপ কোনও ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে, সে সর্ব্বস্ব বেচিয়া ফেলিল, এবং, এক তাল সোনা কিনিয়া, কোনও নিভৃত স্থানে, মাটিতে পুতিয়া রাখিল। কিন্তু, এরূপ করিয়াও, সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না; প্রতিদিন, অবাধে, এক এক বার, সেই স্থানে গিয়া, দেখিয়া আসিত, কেহ, সন্ধান পাইয়া, লইয়া গিয়াছে কি না।

কৃপণ প্রত্যহ এইরূপ করাতে, তাহার ভৃত্যের মনে এই সন্দেহ জন্মিল, হয় ত, ঐ স্থানে প্রভুর গুপ্ত ধন আছে; নতুবা, উনি, প্রতিদিন, এক এক বার, ওখানে যান কেন? পরে, এক দিন, সুযোগ পাইয়া, সেই স্থান খুড়িয়া, সে সোনার তাল লইয়া পলায়ন করিল। পর দিন, যথাকালে, কৃপণ ঐ স্থানে গিয়া দেখিল, কেহ, গর্ত্ত খুড়িয়া, সোনার তাল লইয়া গিয়াছে। তখন সে মাথা কুড়িয়া, চুল ছিঁড়িয়া, হাহাকার করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে, রোদন করিতে লাগিল।

এক প্রতিবেশী, তাহাকে শোকে অভিভূত ও নিতান্ত কাতর দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসিল, এবং, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, কহিল, ভাই! তুমি, অকারণে, রোদন করিতেছ কেন? এক খণ্ড প্রস্তর ঐ স্থানে রাখিয়া দাও; মনে কর, তোমার সোনার তাল পূর্ব্বের মত পোতা আছে। কারণ, যখন স্থির করিয়াছিলে, ভোগ করিবে না, তখন এক তাল সোনা পোতা থাকিলেও যে ফল, আর এক খান পাথর পোতা থাকিলেও সেই ফল। অর্থের ভোগ না করিলে, অর্থ থাকা না থাকা দুই সমান।

সিংহ, ভালুক ও শৃগাল

কোনও স্থানে, মৃত হরিণশিশু পতিত দেখিয়া, এক সিংহ ও এক ভালুক, উভয়েই কহিতে লাগিল, এ হরিণশিশু আমার। ক্রমে বিবাদ উপস্থিত হইয়া, উভয়ের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনেক ক্ষণ যুদ্ধ হওয়াতে, উভয়েই অতিশয় ক্লান্ত ও নিতান্ত নির্জীব হইয়া পড়িল; উভয়েরই আর নড়িবার ক্ষমতা রহিল না। এই সুযোগ পাইয়া, এক শৃগাল আসিয়া, মৃত হরিণশিশু মুখে করিয়া, নির্বিঘ্নে চলিয়া গেল। তখন তাহারা উভয়ে, আক্ষেপ করিয়া, কহিতে লাগিল, আমরা অতি নির্বোধ, সর্ব্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া, এবং নিতান্ত নির্জীব হইয়া, এক ধূর্ত্তের আহারের যোগাড় করিয়া দিলাম।

পীড়িত সিংহ

এক সিংহ, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া, আর শিকার করিতে পারিত না; সুতরাং, তাহার আহারবন্ধ হইয়া আসিল। তখন সে, পর্ব্বতের গুহার মধ্যে থাকিয়া, এই কথা রটাইয়া দিল, সিংহ অতিশয় পীড়িত হইয়াছে; চলিতে পারে না, উঠিতে পারে না, কথা কহিতে পারে না। এই সংবাদ, নিকটস্থ পশুদের মধ্যে, প্রচারিত হইলে, তাহারা, একে একে, সিংহকে দেখিতে যাইতে লাগিল। সিংহ নিতান্ত নিস্তেজ হইয়াছে ভাবিয়া, যেমন কোনও পশু নিকটে যায়, অমনি সিংহ, তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া, সচ্ছন্দে আহার করে।

এই রূপে কয়েক দিন গত হইলে, এক শৃগাল, সিংহকে দেখিবার নিমিত্ত, গুহার দ্বারে উপস্থিত হইল। সিংহ যথার্থই পীড়িত হইয়াছে, অথবা ছল করিয়া, নিকটে পাইয়া, পশুগণের প্রাণবধ করিতেছে, এ বিষয়ে শৃগালের সম্পূর্ণ সন্দেহ ছিল। এজন্য, সে গুহায় প্রবেশ করিয়া, সিংহের নিতান্ত নিকটে না গিয়া, কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! আপনি কেমন আছেন? সিংহ, শৃগালকে দেখিয়া, অতিশয় আহ্লাদপ্রকাশ করিয়া, কহিল, কে ও, আমার পরম বন্ধু শৃগাল! আইস, ভাই! আইস; আমি ভাবিতেছিলাম, ক্রমে ক্রমে, সকল বন্ধুই আমায় দেখিতে আসিল, পরম বন্ধু শৃগাল আসিল না কেন? যাহা হউক, ভাই! তুমি যে আসিয়াছ, ইহাতে, যার পর নাই, আহ্লাদিত হইলাম। যদি, ভাই! আসিয়াছ, দূরে দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? নিকটে আইস, দুটা মিষ্ট কথা বল, আমার কর্ণ শীতল হউক। দেখ, ভাই! আমার শেষ দশা উপস্থিত; আর অধিক দিন বাঁচিব না।

শুনিয়া, শৃগাল কহিল, মহারাজ! প্রার্থনা করি, শীঘ্র সুস্থ হউন। কিন্তু, আমায় ক্ষমা করিবেন, আমি আর অধিক নিকটে যাইতে, অথবা অধিক ক্ষণ এখানে থাকিতে, পারিব না। বলিতে কি, মহারাজ! পদচিহ্ন দেখিয়া, স্পষ্ট বোধ হইতেছে, অনেক পশু এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু, প্রবেশ করিয়া, কেহ পুনরায় বহির্গত হইয়াছে, কোনও ক্রমে, সেরূপ প্রতীতি হইতেছে না। ইহাতে, আমার অন্তঃকরণে, অতিশয় আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। আর আমার এখানে থাকিতে সাহস হইতেছে না; আমি চলিলাম। এই বলিয়া, শৃগাল পলায়ন করিল।

সিংহ ও তিন বৃষ

তিন বৃষের পরস্পর অতিশয় সম্প্রীতি ছিল। তাহারা নিয়ত, এক মাঠে, এক সঙ্গে, চরিয়া বেড়াইত। এক সিংহ সর্ব্বদাই এই ইচ্ছা করিত, এই তিন বৃষের প্রাণবধ করিয়া, মাংস ভক্ষণ করিব। কিন্তু, উহারা এমন বলবান যে, তিন একত্র থাকিলে, সিংহ, আক্রমণ করিয়া, কিছু করিতে পারে না। এজন্য, সে মনে মনে বিবেচনা করিল, যাহাতে ইহারা পৃথক পৃথক চরে, এমন কোনও উপায় করি। পরে, কৌশল করিয়া, সে উহাদের মধ্যে এমন বিরোধ ঘটাইয়া দিল যে, তিনের আর পরস্পর মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত রহিল না। তখন তাহারা, পরস্পর দূরে, পৃথক পৃথক স্থানে, চরিতে আরম্ভ করিল। সিংহও, এই সুযোগ পাইয়া, একে একে, তিনের প্রাণসংহার করিয়া, ইচ্ছামত আহার করিল।

বন্ধুদিগের পরস্পর বিরোধ শত্রুর আনন্দের নিমিত্ত।

শৃগাল ও সারস

এক দিবস, এক শৃগাল এক সারসকে বলিল, ভাই! কাল তোমায় আমার আলয়ে আহার করিতে হইবেক। সারস সম্মত, ও পর দিন, যথাকালে, শৃগালের আলয়ে উপস্থিত, হইল। উপহাস করিয়া, আমোদ করিবার নিমিত্ত, শৃগাল, অন্য কোনও আয়োজন না করিয়া, থালায় কিঞ্চিৎ ঝোল ঢালিয়া, সারসকে আহার করিতে বলিল, এবং আপনিও আহার করিতে বসিল। শৃগাল, জিহ্বা দ্বারা, অনায়াসেই, থালার ঝোল চাটিয়া খাইতে লাগিল। কিন্তু, সারসের ঠোঁট অতিশয় সরু ও লম্বা; সুতরাং, সে কিছুই আহার করিতে পারিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আহারে বসিবার সময়, তাহার যেরূপ ক্ষুধা ছিল, সেইরূপই রহিল, কিছুমাত্র নিবৃত্ত হইল না।

সারসকে আহারে বিরত দেখিয়া, শৃগাল ক্ষোভপ্রকাশ করিয়া কাহল, ভাই! তুমি ভাল করিয়া আহার করিলে না; ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। বোধ করি, আহারের দ্রব্য সুস্বাদ হয় নাই, তাই ভাল করিয়া আহার করিলে না। সারস শুনিয়া, উপহাস বুঝিতে পারিয়া, তখন কোনও উক্তি করিল না; কিন্তু, শৃগালকে জব্দ করিবার

নিমিত্ত, যাইবার সময় কহিল, ভাই! কাল তোমায়, আমার ওখানে গিয়া, আহার করিতে হইবেক। শৃগাল সম্মত হইল।

পর দিন, যথাকালে, শৃগাল সারসের আলয়ে উপস্থিত হইলে, সারস, এক গলাসরু পাত্রে আহার সামগ্রী রাখিয়া, শৃগালের সম্মুখে ধরিল, এবং আইস, ভাই! ভোজন করি, এই বলিয়া, আহার করিতে বসিল। সারস, আপন সরু লম্বা ঠোঁট, অনায়াসে, পাত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া, আহার করিতে লাগিল। কিন্তু, শৃগাল, কোনও মতে, পাত্রের মধ্যে মুখ প্রবিষ্ট করিতে পারিল না; কেবল, ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া, সেই পাত্রের গাত্র চাটিতে লাগিল। পরে, আহার সমাপ্ত হইলে, বিরক্তিপ্রকাশ না করিয়া, সে এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, আমি, কোনও মতে, সারসকে দোষ দিতে পারি না। আমি যে পথে চলিয়াছিলাম, সারসও সেই পথে চলিয়াছে।

সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ

এক গর্দ্দভ, সিংহের চর্ম্মে সর্ব্ব শরীর আবৃত করিয়া, মনে ভাবিল, অতঃপর আমায় সকলেই সিংহ মনে করিবেক, কেহই গর্দ্দভ বলিয়া বুঝিতে পারিবেক না। অতএব, আজ অবধি, আমি এই বনে, সিংহের ন্যায়, আধিপত্য করিব। এই স্থির করিয়া, কোনও জন্তুকে সম্মুখে দেখিলেই, সে চীৎকার ও লম্ফ ঝম্ফ করিয়া ভয় দেখায়। নির্ব্বোধ জন্তুরা, তাহাকে সিংহ মনে করিয়া, ভয়ে পলাইয়া যায়। এক দিবস, এক শৃগালকে ঐ রূপে ভয় দেখাইলে, সে কহিল, অরে গর্দ্দভ! আমার কাছে তোর চালাকি খাটিবেক না। আমি যদি তোর স্বর না চিনিতাম, তাহা হইলে, সিংহ ভাবিয়া, ভয় পাইতাম।

টাক ও পরচুলা

এক ব্যক্তির মস্তকের সমুদয় চুল উঠিয়া গিয়াছিল। সকলকার কাছে, সেরূপ মাথা দেখাইতে, বড় লজ্জা হইত; এজন্য, সে সর্ব্বদা পরচুলা পরিয়া থাকিত। এক দিন সে, তিন চারি জন বন্ধুর সহিত, ঘোড়ায় চড়িয়া, বেড়াইতে গিয়াছিল। ঘোড়া বেগে

দৌড়িতে আরম্ভ করিলে, ঐ ব্যক্তির পরচুলা, বাতাসে উড়িয়া, ভূমিতে পড়িয়া গেল; সুতরাং, তাহার টাক বাহির হইয়া পড়িল। তাহার সহচরেরা, এই ব্যাপার দেখিয়া, হাস্যসংবরণ করিতে পারিল না। সে ব্যক্তিও, তাহাদের সঙ্গে, হাস্য করিতে লাগিল, এবং কহিল, যখন আমার আপনার চুল মাথায় রহিল না, তখন পরের চুল আটকাইয়া রাখিতে পারিব, এরূপ প্রত্যাশা করা অন্যায়।

ঘোটকের ছায়া

এক ব্যক্তির একটি ঘোড়া ছিল। সে, ঐ ঘোড়া ভাড়া দিয়া, জীবিকানির্ব্বাহ করিত। গ্রীষ্ম কালে, এক দিন, কোনও ব্যক্তি, চলিয়া যাইতে যাইতে, অতিশয় ক্লান্ত হইয়া, ঐ ঘোড়া ভাড়া করিল। মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে, সে ব্যক্তি ঘোড়া হইতে নামিয়া, খানিক বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত, ঘোড়ার ছায়ায় বসিল। তাহাকে ঘোড়ার ছায়ায় বসিতে দেখিয়া, যাহার ঘোড়া, সে কহিল, ভাল, তুমি ঘোড়ার ছায়ায় বসিবে কেন? ঘোড়া তোমার নয়; এ আমার ঘোড়া, আমি উহার ছায়ায় বসিব, তোমায় কখনও বসিতে দিব না। তখন সে ব্যক্তি কহিল, আমি, সমস্ত দিনের জন্যে, ঘোড়া ভাড়া করিয়াছি; কেন তুমি আমায় উহার ছায়ায় বসিতে দিবে না? অপর ব্যক্তি কহিল, তোমাকে ঘোড়াই ভাড়া দিয়াছি, ঘোড়ার ছায়া ত ভাড়া দি নাই। এই রূপে, ক্রমে ক্রমে, বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, উভয়ে, ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া, মারামারি করিতে লাগিল। এই সুযোগে, ঘোড়া বেগে দৌড়িয়া পলায়ন করিল, আর উহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

অশ্ব ও গর্দ্দভ

এক ব্যক্তির একটি অশ্ব ও একটি গর্দ্দভ ছিল। সে, কোনও স্থানে যাইবার সময়, সমুদয় দ্রব্য সামগ্রী গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চাপাইয়া দিত, অশ্ব বহু মূল্যের বস্তু বলিয়া, তাহার উপর কোনও ভার চাপাইত না। এক দিবস, সমুদয় ভার বহিয়া যাইতে যাইতে, গর্দ্দভের পীড়া উপস্থিত হইল। পীড়ার যাতনা ও ভারের আধিক্য বশতঃ, গর্দ্দভ, অতিশয় কাতর হইয়া, অশ্বকে কহিল, দেখ, ভাই! আমি আর এত ভার বহিতে পারিতেছি না; যদি

তুমি, দয়া করিয়া, কিয়ৎ অংশ লও, তাহা হইলে, আমার অনেক পরিত্রাণ হয়, নতুবা আমি মারা পড়ি। অশ্ব কহিল, তুমি ভার বহিতে পার না পার, আমার কি; আমায় তুমি বিরক্ত করিও না; আমি, কখনও, তোমার ভারের অংশ লইব না।

গর্দ্দভ আর কিছুই বলিল না; কিন্তু, খানিক দূর গিয়া, যেমন মুখ থুবড়িয়া পড়িল, অমনি তাহার প্রাণত্যাগ হইল। তখন ঐ ব্যক্তি সেই সমুদয় ভার অশ্বের পৃষ্ঠে চাপাইল, এবং, ঐ ভারের সঙ্গে, মরা গর্দ্দভটিও চাপাইয়া দিল। তখন অশ্ব, সমুদয় ভার ও মরা গর্দ্দভ, উভয়ই বহিতে হইল দেখিয়া, আক্ষেপ করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, আমার যেমন দুষ্ট স্বভাব, তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম। তখন যদি এই ভারের অংশ লইতাম, তাহা হইলে, এখন আমায় সমুদায় ভার ও মরা গর্দ্দভ বহিতে হইত না।

লবণবাহী বলদ

এক ব্যক্তি লবণের ব্যবসায় করিত। কোনও স্থানে লবণ সস্তা বিক্রীত হইতেছে শুনিয়া, সে তথায় উপস্থিত হইল, এবং কিছু লবণ কিনিয়া, বলদের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া, লইয়া চলিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে, সে যত বোঝাই করিত, এ বারে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বোঝাই করিয়াছিল; এজন্য, বলদ অতিশয় কাতর হইয়াছিল।

পথের ধারে এক নালা ছিল। ঐ নালায় অনেক জল থাকিত। নালার উপর এক সাঁক ছিল। সেই সাঁকর উপর দিয়া, সকলে যাতায়াত করিত। বলদ, ইচ্ছা করিয়া, সেই সাঁকর উপর হইতে, নালায় পড়িয়া গেল। নালায় পড়িয়া যাওয়াতে, অধিকাংশ লবণ, জল লাগিয়া, গলিয়া গেল। বলদের ভারের অনেক লাঘব হইল; তখন সে, অকাতরে, চলিয়া যাইতে লাগিল।

ঐ ব্যক্তি, আর এক দিবস, সেই বলদ লইয়া, লবণ কিনিতে গিয়াছিল। সে দিবসও ঐ বলদের পৃষ্ঠে অধিক ভার চাপাইল; বলদও পুনরায়, ছল করিয়া, ঐ নালায় পড়িয়া গেল। এই রূপে, দুই দিন, অতিশয় ক্ষতি হইলে, ব্যবসায়ী ব্যক্তি বুঝিতে পারিল, বলদ, কেবল দুষ্টতা করিয়া আমার ক্ষতি করিতেছে; অতএব, ইহাকে দুষ্টতার প্রতিফল দিতে হইল। এই স্থির করিয়া, সে ব্যক্তি ঐ বলদ লইয়া, তূল কিনিতে গেল; এবং, তূল কিনিয়া, বলদের পৃষ্ঠে চাপাইয়া, লইয়া চলিল। বলদ, পূর্ব্ববৎ, ভার কমাইবার অভিপ্রায়ে, নালায় পড়িয়া গেল।

ব্যবসায়ী ব্যক্তি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে, লবণ গলিয়া যাইবার ভয়ে, যত শীঘ্র পারে, বলদকে উঠাইত ; এ বারে, অনেক বিলম্ব করিয়া উঠাইল। অনেক বিলম্ব হওয়াতে, তূল ভিজিয়া অতিশয় ভারী হইল। সে, সমুদয় ভিজা তূল বলদের পৃষ্ঠে চাপাইয়া, লইয়া চলিল। সুতরাং, সে দিবস, নালায় পড়িবার পূর্ব্বে, বলদকে যত ভার বহিতে হইয়াছিল, নালায় পড়িয়া, তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক ভার বহিতে হইল।

সকল সময়ে এক ফিকির খাটে না।

হরিণ

এক হরিণ খালে জলপান করিতে গিয়াছিল। জলপান করিবার সময়ে, জলে তাহার শরীরের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল। সেই প্রতিবিম্বে দৃষ্টিপাত করিয়া, হরিণ কহিল, আমার শৃঙ্গ যেমন দৃঢ়, তেমনই সুন্দর ; কিন্তু, আমার পা দেখিতে অতি কদর্য্য ও অকর্ম্মণ্য। হরিণ, এই রূপে, আপন অবয়বের দোষ ও গুণের বিবেচনা করিতেছে, এমন সময়ে, ব্যাধেরা আসিয়া তাড়া করিল। সে, প্রাণভয়ে, এত বেগে পলায়িতে লাগিল যে, ব্যাধেরা অনেক পশ্চাতে পড়িল। কিন্তু, জঙ্গলে প্রবেশ করিবা মাত্র, তাহার শৃঙ্গ লতায় এমন জড়াইয়া গেল যে, আর সে পলায়ন করিতে পারিল না। তখন ব্যাধেরা আসিয়া তাহার প্রাণবধ করিল। হরিণ, এই বলিয়া, প্রাণত্যাগ করিল যে, আমি, যে অবয়বকে কদর্য্য ও অকর্ম্মণ্য স্থির করিয়া, অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, উহা আমায় শত্রুহস্ত হইতে বাঁচাইয়াছিল ; কিন্তু, যে অবয়বকে দৃঢ় ও সুন্দর বোধ করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, তাহাই আমার প্রাণনাশের হেতু হইল।

জ্যোতির্ব্বেত্তা

এক জ্যোতির্ব্বেত্তা, প্রতিদিন, রাত্রিতে নক্ষত্রদর্শন করিতেন। এক দিন তিনি, আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া, নিবিষ্ট মনে নক্ষত্র দেখিতে দেখিতে, পথে চলিয়া যাইতেছিলেন ; সম্মুখে এক কূপ ছিল, দেখিতে না পাইয়া, তাহাতে পড়িয়া গেলেন। তিনি, কূপে পতিত হইয়া, নিতান্ত কাতর স্বরে, এই বলিয়া লোকদিগকে ডাকিতে লাগিলেন, ভাই রে! কে

কোথায় আছ, সত্বর আসিয়া, কূপ হইতে উঠাইয়া, আমার প্রাণরক্ষা কর। এক ব্যক্তি, নিকট দিয়া, চলিয়া যাইতেছিলেন; তিনি, তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া, কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং, পড়িয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসিয়া, সমস্ত অবগত হইয়া, কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! তুমি যে পথে চলিয়া যাও, সেই পথের কোথায় কি আছে, তাহা জানিতে পার না; কিন্তু, আকাশের কোথায় কি আছে, তাহা জানিবার জন্যে ব্যস্ত হইয়াছিলে।

বালকগণ ও ভেকসমূহ

কতকগুলি বালক, এক পুষ্করিণীর ধারে, খেলা করিতেছিল। খেলা করিতে করিতে, তাহারা দেখিতে পাইল, জলে কতকগুলি ভেক ভাসিয়া রহিয়াছে। তাহারা, ভেকদিগকে লক্ষ্য করিয়া, ডেলা ছুড়িতে আরম্ভ করিল। ডেলা লাগিয়া, কয়েকটি ভেক মরিয়া গেল। তখন একটি ভেক বালকদিগকে কহিল, অহে বালকগণ! তোমরা এ নিষ্ঠুর খেলা ছাড়িয়া দাও। ডেলা ছোড়া তোমাদের পক্ষে খেলা বটে; কিন্তু, আমাদের পক্ষে প্রাণনাশক হইতেছে।

বাঘ ও ছাগল

এক বাঘ, পাহাড়ের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে, দেখিতে পাইল, একটি ছাগল, ঐ পাহাড়ের অতি উচ্চ স্থানে, চরিতেছে। ঐ স্থানে উঠিয়া, ছাগলের প্রাণসংহার করিয়া, তদীয় রক্ত ও মাংস খাওয়া বাঘের পক্ষে সহজ নহে; এজন্য সে, কৌশল করিয়া নীচে নামাইবার নিমিত্ত, কহিল, ভাই ছাগল! তুমি ওরূপ উচ্চ স্থানে বেড়াইতেছ কেন? যদি দৈবাৎ পড়িয়া যাও, মরিয়া যাইবে। বিশেষতঃ, নীচের ঘাস যত মিষ্ট ও যত কোমল, উপরের ঘাস তত মিষ্ট ও তত কোমল নয়। অতএব, নামিয়া আইস। ছাগল কহিল, ভাই বাঘ! তুমি আমায় মাপ কর, আমি নীচে যাইতে পারিব না। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি, আপন আহারের নিমিত্তে, আমায় নীচে যাইতে বলিতেছ, আমার আহারের নিমিত্তে নহে।

গর্দ্দভ, কুক্কুট ও সিংহ

এক গর্দ্দভ ও এক কুক্কুট, উভয়ে এক স্থানে বাস করিত। এক দিন, ঐ স্থানের নিকট দিয়া, এক সিংহ যাইতেছিল। সিংহ, গর্দ্দভকে পুষ্টকায় দেখিয়া, তাহার প্রাণসংহার করিয়া, মাংসভক্ষণের মানস করিল। গর্দ্দভ, সিংহের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, অতিশয় ভীত হইল।

এরূপ প্রবাদ আছে, সিংহ, কুক্কুটের শব্দ শুনিলে, অতিশয় বিরক্ত হয়, এবং, তৎক্ষণাৎ, সে স্থান হইতে চলিয়া যায়। দৈবযোগে, ঐ সময়ে, কুক্কুট শব্দ করাতে, সিংহ, তৎক্ষণাৎ, তথা হইতে চলিয়া গেল। কি কারণে, সিংহ সহসা সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, গর্দ্দভ ভাবিল, সিংহ, আমার ভয়ে, পলায়ন করিতেছে। এই স্থির করিয়া, গর্দ্দভ, আক্রমণ করিবার নিমিত্ত, সিংহের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। সিংহ ফিরিয়া, এক চপেটাঘাতে, গর্দ্দভের প্রাণসংহার করিল।

নির্বোধেরা, আপনাকে বড় জ্ঞান করিয়া, মারা পড়ে।

অশ্ব ও গর্দ্দভ

এক গর্দ্দভ, ভারী বোঝাই লইয়া, অতি কষ্টে, চলিয়া যাইতেছে। এমন সময়ে, এক যুদ্ধের অশ্ব, অতি বেগে, খট্ খট্ করিয়া, সেই খান দিয়া চলিয়া যায়। অশ্ব, গর্দ্দভের নিকটবর্ত্তী হইয়া, কহিল, অরে গাধা! পথ ছাড়িয়া দে; নতুবা, এক পদাঘাতে, তোর প্রাণসংহার করিব। গর্দ্দভ, ভয় পাইয়া, তাড়াতাড়ি, পথ ছাড়িয়া দিল; এবং, আপনার দুর্ভাগ্য ও অশ্বের সৌভাগ্য ভাবিয়া, মনে মনে অতিশয় দুঃখ করিতে লাগিল।

কিছু দিন পরে, ঐ অশ্ব যুদ্ধে গেল। তথায় এমন বিষম আঘাত লাগিল যে, সে, এক বারে, অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল; সুতরাং, আর যুদ্ধে যাইবার উপযুক্ত রহিল না। ইহা দেখিয়া, অশ্বস্বামী উহাকে কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিল।

এক দিন, বেলা দুই প্রহরের রৌদ্রে, অশ্ব লাঙ্গল বহিতেছে, এমন সময়ে, সেই গর্দ্দভ ঐ স্থানে উপস্থিত হইল, এবং, অশ্বের ক্লেশ দেখিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, আমি অতি মূঢ়, এজন্য তখন, ইহার সৌভাগ্য দেখিয়া, দুঃখ ও ঈর্ষ্যা করিয়াছিলাম।

এক্ষণে, ইহার দুর্দ্দশা দেখিয়া, চক্ষে জল আইসে। আর, এও অতি মূঢ়, সৌভাগ্যের সময়, গর্ব্বিত হইয়া, অকারণে, আমার অপমান করিয়াছিল। তখন জানিত না যে, সৌভাগ্য চিরস্থায়ী নহে। এখন, আমার অপেক্ষাও, ইহার দুরবস্থা অধিক।

সিংহ ও নেকড়ে বাঘ

এক দিন, এক নেকড়ে বাঘ, খোঁয়াড় হইতে একটি মেষশাবক লইয়া, যাইতেছিল। পথিমধ্যে, এক সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, সিংহ, বল পূর্ব্বক, ঐ মেষশাবক কাড়িয়া লইল। নেকড়ে, কিয়ৎ ক্ষণ, স্তব্ধ হইয়া রহিল; পরে কহিল, এ অতি অবিচার; তুমি, অন্যায় করিয়া, আমার বস্তু কাড়িয়া লইলে। সিংহ, শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, কহিল, তুমি যেরূপ কথা কহিতেছ, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে, তুমি এই মেষশাবক অন্যায় করিয়া আন নাই; মেষপালক তোমায় উপহার দিয়াছিল।

বৃদ্ধ সিংহ

এক সিংহ, অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া, নিতান্ত দুর্ব্বল ও অক্ষম হইয়াছিল। সে, এক দিন, ভূমিতে পড়িয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস টানিতেছে, এমন সময়ে, এক বনবরাহ তথায় উপস্থিত হইল। সিংহের সহিত ঐ বরাহের বিরোধ ছিল; কিন্তু, সিংহ অতিশয় বলবান বলিয়া, সে কিছুই করিতে পারিত না। এক্ষণে, সিংহের এই অবস্থা দেখিয়া, সে বারংবার দন্তাঘাত করিয়া চলিয়া গেল। সিংহের নড়িবার ক্ষমতা ছিল না; সুতরাং, বরাহের দন্তাঘাত সহ্য করিয়া রহিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, এক বৃষ তথায় উপস্থিত হইল। সিংহের সহিত এই বৃষেরও বিরোধ ছিল। এক্ষণে সে, সিংহকে মৃতবৎ পতিত দেখিয়া, শৃঙ্গ দ্বারা প্রহার করিয়া, চলিয়া গেল। সিংহ এ অপমানও সহ্য করিয়া রহিল।

দেখাদেখি, এক গর্দ্দভ ভাবিল, সিংহের যখন বল ও বিক্রম ছিল, তখন আমাদের সকলের উপরেই অত্যাচার করিয়াছে। এখন, সময় পাইয়া, সকলেই সেই অত্যাচারের পরিশোধ করিতেছে। বরাহ ও বৃষ, সিংহের অপমান করিয়া, চলিয়া গেল; সিংহ কিছুই করিতে পারিল না। আমিও সময় পাইয়াছি, ছাড়ি কেন? এই বলিয়া, সিংহের নিকটে

গিয়া, সে তাহার মুখে পদাঘাত করিল। তখন সিংহ, আক্ষেপ করিয়া, কহিল, হায়! সময়গুণে, আমার কি দুর্দ্দশা ঘটিল। যে সকল পশু, আমায় দেখিলে, ভয়ে কাঁপিত, তাহারা, অনায়াসে, আমার অপমান করিতেছে। যাহা হউক, বরাহ ও বৃষ বলবান জন্তু; তাহারা যে অপমান করিয়াছিল, তাহা আমার, কথঞ্চিৎ, সহ্য হইয়াছিল। কিন্তু, সকল পশুর অধম গর্দ্দভ যে আমায় পদাঘাত করিল, ইহা অপেক্ষা, আমার শত বার মৃত্যু হওয়া ভাল ছিল।

মেষপালক ও নেকড়ে বাঘ

এক মেষপালক, একটি মেষ কাটিয়া, পাক করিয়া, আত্মীয়দিগের সহিত, আহার ও আমোদ আহ্লাদ করিতেছে; এমন সময়ে, এক নেকড়ে বাঘ, নিকট দিয়া, চলিয়া যাইতেছিল। সে, মেষপালককে, মেষের মাংসভক্ষণে আমোদ করিতে দেখিয়া, কহিল, ভাই হে! যদি আমায় ঐ মেষের মাংস খাইতে দেখিতে, তাহা হইলে, তুমি কতই হঙ্গাম করিতে।

মানুষের স্বভাব এই, অন্যকে যে কর্ম্ম করিতে দেখিলে, গালাগালি দিয়া থাকে, আপনারা সেই কর্ম্ম করিয়া দোষ বোধ করে না।

পিপীলিকা ও পারাবত

এক পিপীলিকা, তৃষ্ণায় কাতর হইয়া, নদীতে জলপান করিতে গিয়াছিল। সে, হঠাৎ জলে পড়িয়া গিয়া, ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এক পারাবত বৃক্ষের শাখায় বসিয়া ছিল। সে, পিপীলিকার এই বিপদ দেখিয়া গাছের একটি পাতা ভাঙ্গিয়া, জলে ফেলিয়া দিল। ঐ পাতা পিপীলিকার সম্মুখে পড়াতে, সে তাহার উপর উঠিয়া বসিল, এবং পাতা কিনারায় লাগিবা মাত্র, তীরে উঠিল।

এই রূপে, পারাবতের সাহায্যে, প্রাণদান পাইয়া, পিপীলিকা মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ দিতেছে, এমন সময়ে, হঠাৎ দেখিতে পাইল, এক ব্যাধ, জাল চাপা দিয়া, পায়রাকে ধরিবার উপক্রম করিতেছে; কিন্তু, পায়রা কিছুই জানিতে পারে নাই; সুতরাং, সে

নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে। পিপিড়া, প্রাণদাতার এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, সত্বর গিয়া, ব্যাধের পায়ে এমন কামড়াইল যে, সে, জ্বালায় অস্থির হইয়া, জাল ফেলিয়া দিল, এবং, মাটিতে বসিয়া পড়িয়া, পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। এই অবকাশে, পায়রাও, আপনার বিপদ বুঝিতে পারিয়া, তথা হইতে উড়িয়া গেল।

কাক ও শৃগাল

এক কাক, কোনও স্থান হইতে, এক খণ্ড মাংস আনিয়া, বৃক্ষের শাখায় বসিল। সে ঐ মাংস খাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে, এক শৃগাল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, কাকের মুখে মাংসখণ্ড দেখিয়া, মনে মনে স্থির করিল, কোনও উপায়ে, কাকের মুখ হইতে, ঐ মাংস লইয়া, আহার করিতে হইবেক। অনন্তর, সে কাককে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভাই কাক! আমি তোমার মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পক্ষী কখনও দেখি নাই। কেমন পাখা! কেমন চক্ষু! কেমন গ্রীবা! কেমন বক্ষঃস্থল! কেমন নখর! দেখ, ভাই! তোমার সকলই সুন্দর; দুঃখের বিষয় এই, তুমি বোবা।

কাক, শৃগালের মুখে এইরূপ প্রশংসা শুনিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইল, এবং মনে করিল, শৃগাল ভাবিয়াছে, আমি বোবা। এই সময়ে, যদি আমি শব্দ করি, তাহা হইলে, শৃগাল, এক বারে, মোহিত হইবেক। এই বলিয়া, মুখবিস্তার করিয়া, কাক যেমন শব্দ করিতে গেল, অমনি তাহার মুখস্থিত মাংসখণ্ড ভূমিতে পতিত হইল। শৃগাল, যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া, ঐ মাংসখণ্ড উঠাইয়া লইল, এবং, মনের সুখে, খাইতে খাইতে, তথা হইতে চলিয়া গেল। কাক, হতবুদ্ধি হইয়া, বসিয়া রহিল।

আপন ইষ্ট সিদ্ধ করা অভিপ্রেত না হইলে, কেহ খোসামোদ করে না। আর, যাহারা খোসামোদের বশীভূত হয়, তাহাদিগকে তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

[সিংহ ও কৃষক

একদা এক সিংহ কোনও কৃষকের গোয়ালবাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল। কৃষক, ঐ সিংহকে ধরিবার নিমিত্ত, গোয়ালবাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, উহাকে ব্যতিব্যস্ত

করিতে আরম্ভ করিল। সিংহ, প্রথমতঃ পলাইবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া বুঝিতে পারিল, আর সহজে পলাইবার উপায় নাই। তখন সে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া, গোয়ালের গরুর প্রাণসংহার করিতে আরম্ভ করিল। কৃষক, সিংহকে ধরা অসাধ্য ভাবিয়া, এবং গোয়ালের গরু নষ্ট হইতেছে দেখিয়া, তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল; এবং সিংহ তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া গেল।

সিংহের গর্জ্জন ও গোলযোগ শুনিয়া কৃষকের স্ত্রী সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে, স্বামীকে নিতান্ত ব্যাকুল দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসিল, এবং সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, তোমার যেমন বুদ্ধি, তাহার উপযুক্ত ফল পাইয়াছ। আমি তোমার মত পাগল কখনও দেখি নাই। যে জন্তুকে দূরে দেখিলে লোকে ভয়ে পলায়ন করে, তুমি সেই দুরন্ত জন্তুকে ধরিবার বাসনা করিয়াছিলে।

জলমগ্ন বালক

এক বালক পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছিল। হঠাৎ অধিক জলে পড়িয়া, তাহার মরিবার উপক্রম হইল। দৈবযোগে সেই সময়ে ঐ স্থান দিয়া এক ব্যক্তি যাইতেছিলেন। বালক, তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কাতরবাক্যে বলিল, ওগো মহাশয়, আপনি কৃপা করিয়া আমায় তুলুন, নতুবা আমি ডুবিয়া মরি। তিনি অগ্রে তাহাকে জল হইতে না উঠাইয়া, ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তখন ঐ বালক বলিল, আগে আমায় উঠাইয়া, পরে ভর্ৎসনা করিলে ভাল হয়। আপনকার ভর্ৎসনা করিতে করিতে আমার প্রাণত্যাগ হয়।

শিকারি ও কাঠুরিয়া

এক ব্যক্তি জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিল। ইতস্ততঃ অনেক ভ্রমণ করিয়া, সে সম্মুখে এক কাঠুরিয়াকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ওহে, সিংহ কোন্ স্থানে থাকে বলিতে পার? কাঠুরিয়া বলিল, হাঁ, বলিতে পারি; তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি একেবারে তোমাকে সিংহই দেখাইয়া দিতেছি। এই কথা শুনিয়া, শিকারি ব্যক্তি, ভয়ে কাঁপিয়া

উঠিল, এবং তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। সে বলিল, না ভাই, আমার সিংহের প্রয়োজন নাই; আমি কেবল সিংহের স্থান অন্বেষণ করিতেছি। কাঠুরিয়া, তাহাকে কাপুরুষ স্থির করিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, আপন কর্ম্ম করিতে লাগিল।

বানর ও মৎস্যজীবী

এক নদীতে জেলেরা জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছিল। এক বানর নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে বসিয়া, তাহাদের মাছধরা দেখিতেছিল। কোনও প্রয়োজনবশতঃ, জেলেরা সেইখানে জাল রাখিয়া, কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিল। অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া, বানরের, জেলেদের মত মাছ ধরিবার ইচ্ছা হইল। তখন সে, গাছ হইতে নামিয়া আসিল, এবং জাল লইয়া যেমন নাড়িতে লাগিল, অমনি তাহার হাত পা জালে জড়াইয়া গেল; আর সে জাল ছাড়াইয়া পলাইতে পারিবে, সে সম্ভাবনা রহিল না। জেলেরা দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, এবং দুষ্ট বানর আমাদের জাল ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে এই মনে করিয়া, অবিলম্বে ঐ স্থানে উপস্থিত হইল; এবং সকলে মিলিয়া, যষ্টিপ্রহার দ্বারা তাহাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিল। বানর মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়া, আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমার যেমন কর্ম্ম, তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম; আমি মাছ ধরিবার কিছুই জানি না; কেন জালে হাত দিলাম।

অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষক

এক কৃষকের এক টাটু ঘোড়া ছিল। সে, একদিন আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ঐ ঘোড়া বাজারে বেচিতে যাইতেছে। সে সময়ে ঐ পথ দিয়া কতকগুলি বালক হাস্য ও কৌতুক করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন, কৃষক ও তাহার পুত্রের উল্লেখ করিয়া, আপনার সহচরদিগকে বলিল, তোমরা ইহাদের মত নির্ব্বোধ কখনও দেখ নাই। অনায়াসে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে পারে; না যাইয়া আপনারা ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতেছে।

বৃদ্ধ, বালকের উপহাসবাক্য শুনিয়া, পুত্রকে ঘোড়ায় চড়াইয়া দিল, আপনি সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পথের ধারে কয়েকজন বৃদ্ধ, কোনও বিষয়ে, বাদানুবাদ করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন, কৃষকের পুত্রকে ঘোড়ায় চড়িয়া আর কৃষককে ঘোড়ার সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়া, বলিলেন, দেখ, আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহা যথার্থ কি না। এ কালে বৃদ্ধের সম্মান নাই; ঐ দেখ, বেটা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে, আর বুড়া বাপ সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতেছে। এই বলিয়া, তিনি কৃষকের পুত্রকে ধমকাইয়া বলিলেন, আরে পাপিষ্ঠ, বৃদ্ধ পিতা চলিয়া যাইতেছেন, আর তুই ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিস; তোর কিছুই বিবেচনা নাই?

কৃষকের পুত্র অতিশয় লজ্জিত হইল, এবং আপনি ঘোড়া হইতে নামিয়া, পিতাকে চড়াইয়া লইয়া চলিল। খানিক দূর গেলে পর কতকগুলি স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, কে জানে এ মিন্সের কেমন আক্কেল; আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে, আর ছোট ছেলেটিকে হাঁটাইয়া লইয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ শুনিয়া, লজ্জিত হইয়া, পুত্রকে ঘোড়ায় চড়াইয়া লইল।

এইরূপে খানিক দূর গেলে পর এক ব্যক্তি কৃষককে বলিল, অহে ভাই, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এ ঘোড়াটী কার? কৃষক বলিল, ও আমার ঘোড়া। তখন সেই ব্যক্তি বলিল, তোমার আচরণ দেখিয়া তোমার বলিয়া বোধ হইতেছে না। তোমার হইলে, তুমি উহার উপর এত নির্দ্দয় হইতে না। কোন বিবেচনায়, এমন ছোট ঘোড়ার উপর দুইজনে চড়িয়া বসিয়াছ? ঘোড়াকে এতক্ষণ যেমন কষ্ট দিয়াছ, অতঃপর উহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত।

এই ভর্ৎসনা শুনিয়া, তাহারা পিতা পুত্রে ঘোড়া হইতে নামিল, দড়ি দিয়া ঘোড়ার পা বাঁধিল, এবং পায়ের ভিতরে বাঁশ দিয়া, কাঁধে করিয়া লইয়া চলিল। বাজারের নিকট একটি খাল ছিল। তাহারা ঐ খালের পুলের উপর উঠিলে, বাজারের লোকে এই তামাসা দেখিতে উপস্থিত হইল। মানুষে জীয়ন্ত ঘোড়া কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া, সকল লোকে এত হাসি তামাসা করিতে ও হাততালি দিতে লাগিল যে, ঘোড়া ভয় পাইয়া, জোর করিয়া, পায়ের দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিল, এবং দড়ি ছিঁড়িবামাত্র, খালের জলে পড়িয়া, অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিল।

কৃষক লোকের ঠাট্টা তামাসায় যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও লজ্জিত হইল, এবং হতবুদ্ধি হইয়া, কিয়ৎক্ষণ সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে, এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল,

আমি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইয়া, কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না; লাভের মধ্যে ঘোড়াটি গেল।]

(শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল

একদা, এক শৃগাল, দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। দ্রাক্ষাফল অতি মধুর। সুপক্ক ফলসকল দেখিয়া ঐ ফল খাইবার নিমিত্ত, শৃগালের অতিশয় লোভ জন্মিল। কিন্তু ফলসকল অতি উচ্চে ঝুলিতেছিল; সুতরাং, ঐ ফল পাওয়া, শৃগালের পক্ষে সহজ নহে। লোভের বশীভূত হইয়া, ফল পাড়িবার নিমিত্ত শৃগাল যথেষ্ট চেষ্টা করিল; কিন্তু কোনও ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে, ফলপ্রাপ্তির বিষয়ে, নিতান্ত নিরাশ হইয়া, এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, দ্রাক্ষাফল অতি বিস্বাদ ও অম্লরসে পরিপূর্ণ।

চালক ও চক্র

এক গোযানচালক গোশকটে বিস্তর পাটের গাঁইট বোঝাই দিয়া গ্রাম হইতে রেলষ্টেশনে যাইতেছিল। শকটের বলদ দুইটী অতি কষ্টে ঐ বোঝা বহিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহাদের যতই পরিশ্রম বা কষ্ট হউক, তাহারা নীরবে পথ অতিবাহিত করিতেছিল। কিন্তু শকটের চক্রগুলি অতি ভীষণ কঁ্যাচ কোঁচ রব করিতেছিল। চালক বহুক্ষণ ধরিয়া নীরবে সেই কর্কশ চীৎকার সহ্য করিতেছিল। শব্দ যাহাতে না হয়, সেইজন্য সে চক্রগুলি তৈলসিক্ত করিয়া দিল। কিন্তু তাহাতেও চক্রগুলির ভীষণ চীৎকার বন্ধ হইল না। তখন চালক অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া চক্রগুলিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ওরে দুর্ব্বৃত্তগণ! যাহারা এত বড় গাঁইটের ভার টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারা কোনও কষ্ট না জানাইয়া নীরবে পথ অতিবাহিত করিতেছে, তোরা কি জন্য কঁ্যাচ কোঁচ রব করিয়া কাণ ঝালাপালা করিতেছিস?

যাহারা যত অধিক চীৎকার করে, তাহারা তত অল্প আঘাত পাইয়াছে বুঝিতে হইবে।

বিধবা ও কুক্কুটী

কোনও গ্রামে এক দরিদ্র মুসলমান বিধবা বাস করিত। সে কয়েক কুক্কুটী পুষিয়াছিল। কুক্কুটীরা প্রত্যহ যে ডিম পাড়িত, সে ঐ ডিম লইয়া নিকটস্থ হাটে বিক্রয় করিত। বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে সে কায়ক্লেশে জীবিকা অর্জ্জন করিত। সকল কুক্কুটী অপেক্ষা একটী কুক্কুটীকে ঐ দরিদ্র রমণী ভালবাসিত, কারণ ঐ কুক্কুটী প্রত্যহ প্রভাতে একটি করিয়া ডিম পাড়িত। বিধবা এই জন্য উহাকে অন্যান্য কুক্কুটী অপেক্ষা প্রত্যহ অধিক ধান খাইতে দিত। একদিন বিধবা ভাবিল, যদি ঐ সামান্য ধান খাইয়া কুক্কুটী প্রত্যহ একটী করিয়া ডিম পাড়ে, তাহা হইলে যদি সে প্রত্যহ উহার আহারের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেয়, তাহা হইলে কুক্কুটী নিশ্চিতই প্রত্যহ দুইটী করিয়া ডিম পাড়িবে, আর তাহা হইলে, সে সেই ডিম বিক্রয় করিয়া দ্বিগুণ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবে। ভবিষ্যতে অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া, বিধবা সেই দিন হইতে সেই প্রিয় কুক্কুটীর আহারের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিল। প্রথম দুই তিন দিন কুক্কুটী পূর্ব্ববৎ ডিম পাড়িল। কিন্তু তাহার পর অধিক আহারের ফলে ক্রমে যতই হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিল, ততই দুই এক দিন অন্তর ডিম পাড়িতে লাগিল। শেষে কুক্কুটী এত অধিক হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পড়িল যে, একেবারে ডিম পাড়া বন্ধ করিয়া দিল। তখন বিধবা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, হায়! আমি বুদ্ধির দোষে লোভ করিতে গিয়া সব হারাইলাম।

অতি লোভ অনেক সময় অনিষ্টকর হইয়া থাকে।

ভল্লুক ও শৃগাল

কোনও বনে এক ভল্লুক ও এক শৃগাল বাস করিত। উহাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। একদিন উভয়ে বনে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে করিতে এক নদীতটস্থ শ্মশান ভূমিতে উপস্থিত হইল। উহার পূর্ব্বদিন নিকটস্থ পল্লীবাসীরা ঐ শ্মশানে তাহাদের এক মৃত আত্মীয়কে দাহ করিতে আসিয়াছিল। দাহকালে তুমুল ঝড়বৃষ্টি হওয়ায়, তাহারা

অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহ ফেলিয়া গৃহে পলায়ন করিয়াছিল। শৃগাল শ্মশানক্ষেত্রে সেই অর্দ্ধদগ্ধ মৃত মনুষ্যদেহ দেখিয়া, মহানন্দে ভল্লুককে বলিল, এস বন্ধু! আমরা উভয়ে এই হৃষ্টপুষ্ট নরদেহ ভক্ষণ করি। আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম, তাই আজ ভোজনের এমন সুন্দর আয়োজন দেখিতেছি। এই বলিয়া শৃগাল হৃষ্টচিত্তে সেই মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে ধাবমান হইল।

লোভবশতঃ শৃগালের জিহ্বায় লালা নিঃসরণ হইতেছে দেখিয়া ভল্লুক হাসিয়া বলিল, দেখ বন্ধু! আমি কত মহৎ! তুমি মৃত মনুষ্যের দেহ টানিয়া ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করিতে ধাবমান হইয়াছ, অথচ আমি কখনও মরা মানুষ স্পর্শ করি না।

ধূর্ত্ত শৃগাল কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া উত্তর দিল, ভাই হে! তোমার কথা সত্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যদি জীবিত মনুষ্যকে দেখিতে পাইলেই হত্যা না করিতে, তাহা হইলে আমি তোমার সাধুতার প্রশংসা করিতাম।

মানুষের মৃত্যুর পর মানুষের দেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অপেক্ষা মানুষের দেহে প্রাণ থাকিতে প্রাণ রক্ষা করা অধিকতর প্রশংসনীয়।

শৃগাল ও কণ্টকবৃক্ষ

এক শৃগাল, বন্যশূকরের নিকট তাড়া খাইয়া, এক বেড়া ডিঙ্গাইয়া, পলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বেড়া ডিঙ্গাইতে গিয়া, সে যখন পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল, তখন সে বেড়ায় সংলগ্ন এক কাঁটাগাছের ডাল ধরিয়াছিল। উহাতে তাহার হাতে কাঁটা ফুটিয়া গেল, হস্তে রক্তপাতও হইল, সে যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল। কেবল যে কাঁটা ফুটিল তাহা নহে, কাঁটাগাছের হাল্‌কা ডাল ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সে ভূতলে পড়িয়া গেল।

তখন শৃগাল যন্ত্রণায় ও ব্যথায় অধীর হইয়া, মহা ক্রুদ্ধ হইয়া কণ্টকবৃক্ষকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, রে দুর্ব্বৃত্ত! তোকে অবলম্বন করিতে গিয়াই আজ আমার এ দশা ঘটিল। তোর মরণই মঙ্গল।

কণ্টকবৃক্ষ এই কথা শুনিয়া বলিল, ভাই হে! এ বড় মজার কথা। আমি তোমাকে ত আমার সাহায্য লইতে আহ্বান করি নাই, তুমি আমায় অবলম্বন করিলে কেন?

শৃগাল অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, বাঃ! তুই ক্ষুদ্র, অতি নীচ। এই বেড়া কত মহৎ! উহাকে অবলম্বন করিয়া আমি ত কষ্ট পাই নাই, সে ত আমায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

কণ্টকবৃক্ষ বলিল, বেড়া মহৎ, সন্দেহ নাই, কেন না সে আমাকেও আশ্রয় দিয়াছে। কিন্তু তুমি আমা হইতেও নীচ, কেন না তুমি আমাকে অবলম্বন ও আশ্রয় মনে করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছ। আমি স্বয়ং যখন অন্যকে জড়াইয়া থাকি, তখন আমাকে জড়াইয়া তুমি কি তোমার বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেও নাই?

যে অন্যের উপর নির্ভর করে, সে অপরকে সাহায্য করিতে পারে না।

পিপীলিকা ও তৃণকীট

এক পিপীলিকা, শরৎকালে শস্যের সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। শীতকালে, একদিন সে কিছু শস্য রৌদ্রে শুষ্ক করিবার নিমিত্ত, বাহির করিতে লাগিল। এক তৃণকীট ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হইয়াছিল। সে, পিপীলিকাকে বলিল, দেখ ভাই! আহার না পাইয়া, আমার প্রাণবিয়োগের উপক্রম হইয়াছে। যদি তুমি, দয়া করিয়া, তোমার সঞ্চিত শস্যের কিয়ৎ অংশ আমাকে দাও, তাহা হইলে আমার প্রাণরক্ষা হয়। পিপীলিকা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি সমস্ত শরৎকাল কি করিয়াছিলে? সে বলিল, আমি আলস্যে কাল হরণ করি নাই; সমস্ত শরৎকাল অবিশ্রামে গান করিয়াছিলাম। এই কথা শুনিয়া, পিপীলিকা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, যখন তুমি সমস্ত শরৎকাল গান করিয়া কাটাইয়াছ, সমস্ত শীতকাল নৃত্য করিয়া কাটাও।

শরৎকালেব সঞ্চয়, শীতকালের সংস্থান হয়।

পায়রা ও চীল

এক চীলের সহিত, কতকগুলি পায়রার অতিশয় বিরোধ ছিল। চীল, পায়রাদের অতি প্রবল শত্রু। তাহার ভয়ে উহারা সর্ব্বক্ষণ শঙ্কিত থাকিত। উহারা নিজ নিজ

নীড়ে থাকিয়া, আত্মরক্ষা করিত; কদাচ নীড় হইতে বহির্গত হইত না; সুতরাং চীল, কোনও ক্রমে, উহাদের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিত না।

এক দিন চীল, মনে মনে দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া, পায়রাদের নিকট গিয়া বলিল, দেখ, তোমরা বড় নির্ব্বোধ; নতুবা তোমাদিগকে সদা শঙ্কিত থাকিয়া, কালযাপন করিতে হইবে কেন? যদি তোমরা আমার পরামর্শ শুন, তাহা হইলে তোমাদের আর কোনও ভয় ও ভাবনা থাকে না। তোমরা সকলে একমত হইয়া আমাকে তোমাদের রাজা কর; তাহা হইলে তোমরা আমার প্রজা হইবে; আমি যত্নপূর্ব্বক তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব; কেহ আর তোমাদের উপর অত্যাচার করিতে পারিবে না।

নির্ব্বোধ পারাবতেরা ধূর্ত্ত চীলের কপট বাক্য বিশ্বাস করিয়া, তাহাকে আপনাদের রাজা করিল। চীল, রাজা হইয়া, প্রত্যহ এক এক পারাবতের প্রাণসংহার করিয়া, ভক্ষণ করিতে লাগিল। তখন তাহারা আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমাদের যেমন বুদ্ধি, তেমনি ঘটিয়াছে।

যাহারা পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া, বিপক্ষের হস্তে আত্মসমর্পণ করে, অবশেষে তাহাদের বিষম দুর্দ্দশা ঘটে।

শৃগাল ও ছাগল

এক শৃগাল, হঠাৎ এক গভীর গর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছিল। সে, গর্ত্ত হইতে উঠিবার নিমিত্ত, নানাবিধ চেষ্টা করিল; কিন্তু কোনও মতে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সেই সময়ে, এক ছাগল ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। সে পিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়াছিল, জলপানের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া, শৃগালকে জিজ্ঞাসিল, ভাই! এই গর্ত্তের জল সুস্বাদু কি না, এবং ইহাতে অধিক জল আছে কি না? ধূর্ত্ত শৃগাল, প্রকৃত অবস্থার গোপন করিয়া ছলপূর্ব্বক বলিল, ভাই! ও কথা কেন জিজ্ঞাসিতেছ; জলের স্বাদের কথা কি বলিব, যত পান করিতেছি, আমার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইতেছে না; আর এত অধিক জল আছে যে, সংবৎসর পান করিলেও ফুরাইবে না। অতএব, আর কেন বিলম্ব করিতেছ, সত্বর নামিয়া আসিয়া, পিপাসার শান্তি কর।

এই কথা শুনিবামাত্র, ছাগল, আর কোনও বিবেচনা না করিয়া লম্ফ দিয়া গর্ত্তে পতিত হইল। শৃগাল, তৎক্ষণাৎ তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া, লম্ফ দিয়া অনায়াসে উপরে উঠিল, এবং হাসিতে হাসিতে ছাগলকে বলিল, অরে নির্ব্বোধ! তোর দাড়ির পড়িমাণ যেরূপ, যদি সেই পরিমাণে তোর বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তুই কখনই আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া, গর্ত্তে পড়িতিস না।

সিংহ ও শৃগাল

সিংহ পশুরাজ; বনের সকল পশুই সিংহকে ভয় করে। সিংহ যেমন বলবান, তেমনই উহার ভয়ঙ্কর গর্জ্জন। সে গর্জ্জন শুনিয়া অনেক পশু ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এক শৃগাল এমন এক বনে বাস করিত, যে বনে সিংহ ছিল না। দৈবাৎ একদিন সে আহারের চেষ্টায় ঘুরিতে ঘুরিতে পার্শ্বস্থ এক বনে উপস্থিত হইল। ঐ বনে পশুরাজ সিংহ বাস করিত। শৃগাল বনে বিচরণ করিতে করিতে সিংহের গর্জ্জন শুনিবামাত্র ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতলে বসিয়া পড়িল, তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরে পলাইল। তাহার পর যখন সে সিংহের সাক্ষাৎ পাইল, তখন তাহার প্রকাণ্ড দেহ ও কেশরগুচ্ছ দেখিয়া ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ইহার পর আর একদিন সেই বনে আহার অন্বেষণে আসিয়া শৃগাল আবার সিংহের দর্শন পাইল। তখনও যে তাহার ভয় হইল না এমন নহে, তবে এবার সে ভয়ে অজ্ঞান হইল না। সে ভয়ে ভয়ে চাহিয়া দেখিল, সিংহ দেখিতে প্রকাণ্ড দেহ হইলেও তাহারই মত পশু ব্যতীত অপর কিছুই নহে। তখন তাহার ভয় অনেকটা দূর হইল, সে সিংহকে দেখিয়া পলায়ন করিল না।

তৃতীয়বার শৃগাল যখন সিংহ দেখিল, তখন সে সামান্য পরিমাণে ভীত হইল বটে, কিন্তু সিংহকে ভয়ের ভাব দেখাইল না, সাহসে ভর করিয়া সিংহের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। শেষে এমন দিন আসিল, যখন শৃগাল সিংহের সাক্ষাৎ পাইয়া আদৌ ভীত হইল না, বরং সিংহের নিকটে গিয়া নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হে বন্ধু! কেমন আছ?

দূর হইতে ভয়কে বড় দেখায়, নিকটে আসিলে পরিচয়ে অশ্রদ্ধা জন্মে।

কুক্কুট ও মুক্তাফল

এক কুক্কুট, স্বীয় শাবকদিগের নিমিত্ত খামারে আহারের অন্বেষণ করিতেছিল। সেই স্থানে একটি মুক্তা পড়িয়াছিল। কুক্কুট, ঐ মুক্তা দেখিয়া, উহাকে বলিতে লাগিল, যাহারা তোমার আদর করে, তাহাদের মতে তুমি অতি সুশ্রী ও মহামূল্য বস্তু, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি তোমাকে সেরূপ মনে করি না। তুমি আমার পক্ষে অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। পৃথিবীতে যত রকমের মুক্তা আছে, সে সব অপেক্ষা যব, ধান্য বা কলাই পাইলে, আমি অধিক সন্তুষ্ট হইব।

নির্ব্বোধেরা, অকিঞ্চিৎকর পদার্থকে মহামূল্য জ্ঞান করিয়া উহার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া বেড়ায়।

ঈগল ও শৃগালী

এক ঈগল ও এক শৃগালী, উভয়ের অতিশয় সদ্ভাব ছিল। ঈগল এক উচ্চ বৃক্ষের শাখায় নীড় নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে থাকিত; আর শৃগালী, সেই বৃক্ষের মূলদেশে এক গর্ত্তে অবস্থিতি করিত।

একদিন, শৃগালী আহারের চেষ্টায় বহির্গত হইয়াছে, এমন সময়ে, ঈগল অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, নীড় হইতে নির্গত হইল; এবং, আমি যেরূপ উন্নত স্থানে থাকি, শৃগালী আমার কিছুই করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়া, আহারের নিমিত্ত তাহার একটি শাবক লইয়া, নিজ নীড়ে প্রবিষ্ট হইল। কিঞ্চিৎ পরেই শৃগালী আবাসে আসিয়া জানিতে পারিল, ঈগল তাহার একটি শাবক লইয়া গিয়াছে। তখন সে মিত্রদ্রোহী বলিয়া, ঈগলের যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল; এবং অনেক বিনয় করিয়া, আপন শাবকটিকে ফিরাইয়া দিতে বলিল। ঈগল শাবক ফিরাইয়া দিতে কোনও মতে সম্মত হইল না।

ঈগলের এইরূপ অসৎ আচরণ দেখিয়া, শৃগালী অত্যন্ত কুপিত হইল, এবং অবিলম্বে শুষ্ক তৃণ ও কাষ্ঠের আহরণ করিয়া, বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া, আগুন লাগাইয়া দিল। ক্রমে ক্রমে ধূম ও অগ্নিশিখা বৃক্ষের অনেক দূর পর্য্যন্ত উঠিল। তখন ঈগল আপনার ও আপন শাবকগণের প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া, অতিশয় ভীত ও অস্থির হইল, এবং

তৎক্ষণাৎ শৃগালীর শাবকটি ফিরাইয়া দিয়া, বিনয়বাক্যে বারংবার এই বলিতে লাগিল, আমি না বুঝিয়া অসৎ কর্ম্ম করিয়াছি। তুমি ক্ষমা ও দয়া করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দাও। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আর কখনও এরূপ অসৎ কর্ম্ম করিব না। ঈগলের বিনয়বাক্য ও প্রার্থনা শুনিয়া, শৃগালীর অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইল। তখন সে, অতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, অবিলম্বে অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দিল।)

'বর্ণপরিচয়' 'উপক্রমণিকা'র মত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিতকালের সংস্করণ 'কথামালা'ও অতীব দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা অতি কষ্টে চতুশ্চত্বারিংশ সংস্করণ (১৮৮৫ সালে মুদ্রিত) এক খণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। কিন্তু আধুনিক রিসিভার-সংস্করণে দেখিতেছি, ৪৪শ সংস্করণের অতিরিক্ত অনেক "কথা" আছে এবং তাহার মধ্যে কয়েকটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামেই চলিত। সুতরাং মনে হইতেছে, পরবর্ত্তী সংস্করণে তিনি এগুলি যোগ করিয়াছিলেন। আমরা এই অতিরিক্ত অংশ গ্রন্থশেষে ( ) বন্ধনীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিলাম। ৪৪শ সংস্করণের যে পুস্তকটি আমরা পাইয়াছি, তাহার শেষের কয়েকটি পৃষ্ঠা খণ্ডিত ; ঐ অংশ রিসিভার-সংস্করণ হইতে [ ] বন্ধনী মধ্যে মুদ্রিত হইল।

চরিতাবলী

[১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ষট্‌ত্রিংশ সংস্করণ হইতে]

বিজ্ঞাপন

সংক্ষেপে, সরল ভাষায়, কতকগুলি মহানুভাবের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল। যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলে, বালকদিগের লেখা পড়ায় অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহবৃদ্ধি হইতে পারে, এই পুস্তকে তদ্রূপ বৃত্তান্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। সমগ্র বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে, এরূপ অনেক বিষয়, মধ্যে মধ্যে, নিবেশিত হইত যে, সে সমুদয় এতদ্দেশীয় অল্পবয়স্ক বালকদিগের অনায়াসে বোধগম্য হইত না, এবং ব্যাখ্যা করিয়া বালকদিগের বোধগম্য করিয়া দেওয়া, শিক্ষক মহাশয়দিগের পক্ষেও, নিতান্ত সহজ হইত না।

বালকদিগের নিমিত্ত পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করা উচিত, নিতান্ত অনবকাশ ও শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ, সেরূপ করিতে পারি নাই; সুতরাং, এই পুস্তকে, অনেক অংশে, অনেক দোষ ও অনেক ন্যূনতা লক্ষিত হইবেক। বারান্তরে মুদ্রিত করণকালে, সেই সকল দোষের ও ন্যূনতার পরিহারে, সাধ্যানুসারে, যত্ন করিব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
১লা শ্রাবণ। সংবৎ ১৯১৩।

ডুবাল

ফ্রান্স দেশের অন্তঃপাতী আর্ত্তনি গ্রামে, ডুবালের জন্ম হয়। ডুবালের পিতা অতি দুঃখী ছিলেন, সামান্যরূপ কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করিতেন। ডুবালের দশ বৎসর বয়স, এমন সময়ে, তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হইল। ডুবাল অতিশয় দুঃখে পড়িলেন। দুঃখে পড়িয়া, তিনি, এক কৃষকের গৃহে, রাখালি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু, অল্প দিনের মধ্যেই, কৃষক, সামান্য দোষে, তাঁহাকে দূর করিয়া দিল।

ডুবাল, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, দেশত্যাগ করিয়া, লোরেনে চলিলেন। পথে তাঁহার বসন্ত রোগ হইল। এক কৃষক তাঁহাকে আপন বাটীতে লইয়া গেল, এবং, চিকিৎসা করাইয়া, পথ্য দিয়া, তাঁহার প্রাণরক্ষা করিল। কৃষক, দয়া করিয়া, আপন বাটীতে লইয়া না গেলে, হয় ত, এই রোগেই, ডুবালের মৃত্যু হইত।

কিছু দিন পরে, ডুবাল, এক মেষব্যবসায়ীর আলয়ে, রাখাল নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে, এক দিন, তিনি, কোনও বালকের হস্তে, এক খানি পুস্তক দেখিলেন। ঐ পুস্তকে নানাবিধ পশু পক্ষীর ছবি ছিল। এ পর্য্যন্ত, ডুবালের লেখা পড়ার আরম্ভ হয় নাই; সুতরাং, তিনি ঐ পুস্তক পড়িতে পারিলেন না; কিন্তু, ইহা বুঝিতে পারিলেন, পুস্তকে যে সকল পশু পক্ষীর ছবি আছে, উহাদের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

ঐ সমস্ত পশু পক্ষীর কথা কিরূপ লেখা আছে, জানিবার নিমিত্ত, তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা জন্মিল। তিনি সেই বালককে কহিলেন, ভাই! এই পুস্তকে, পশু পক্ষীর কথা কিরূপ লেখা আছে, আমায় পড়িয়া শুনাও। সে শুনাইল না; ডুবাল বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, সেই দুষ্ট বালক কিছুতেই সম্মত হইল না।

ডুবাল অতিশয় দুঃখিত হইলেন; কিন্তু, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে রূপে পারি, লেখা পড়া শিখিব। তিনি, লেখা পড়া শিখিব বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, বটে; কিন্তু শিখিবার কোনও সুবিধা দেখিতে পাইলেন না। যে সকল সমবয়স্ক বালক লেখা পড়া জানিত, তাহাদের নিকটে গিয়া, অনেক বিনয় করিয়া, বারংবার প্রার্থনা করিলেন। তাহারা, কোনও মতে, তাঁহাকে শিখাইতে সম্মত হইল না। অবশেষে, শিখিবার অন্য

কোনও সুযোগ দেখিতে না পাইয়া, তিনি স্থির করিলেন, রাখালি করিয়া যা কিছু পাইব, তাহা আর কোনও বিষয়ে ব্যয় করিব না; যে সকল বালক লেখা পড়া জানে, তাহা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া, তাহাদের নিকট শিক্ষা করিব।

এই রূপে, ডুবাল লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন বটে; কিন্তু, আর আর দুষ্ট বালকেরা বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। এজন্য, তিনি সর্ব্বদাই এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, যেখানে কোনও গোলমাল নাই, এমন স্থান কোথায় পাই; এমন স্থান না পাইলে, লেখা পড়া শিখিবার সুবিধা হইবেক না।

এক দিন, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি একটি আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ঐ আশ্রমে, পালিমন নামে এক তপস্বী থাকিতেন। ডুবাল দেখিলেন, ঐ আশ্রম অতি নির্জন স্থান, কোনও গোলমাল নাই। এজন্য, তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, যদি তপস্বী মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া, আমায় আশ্রমে থাকিতে দেন, তাহা হইলে, এখানে থাকিয়া, ভাল করিয়া, লেখা পড়া শিখিব। পরে, তিনি, তাঁহার নিকট, আপন প্রার্থনা জানাইলেন। তপস্বী সম্মত হইলেন। ঐ সময়ে, আশ্রমে একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল। পালিমন ডুবালকে নিযুক্ত করিলেন। ডুবাল, যার পর নাই, আহ্লাদিত হইয়া, মনের সুখে, আশ্রমের কর্ম্ম করিতে, ও লেখা পড়া শিখিতে, লাগিলেন।

কিছু দিন পরেই, পালিমনের কর্তৃপক্ষীয়েরা, ঐ কর্ম্মে, অন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। সুতরাং, ডুবালের সে কর্ম্ম গেল; এবং, আশ্রমে থাকিয়া, নির্বিঘ্নে লেখা পড়া করিবার যে সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহাও গেল। ডুবাল, যার পর নাই, দুঃখিত হইলেন। পালিমন অতিশয় দয়ালু ছিলেন। তিনি, ডুবালের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, এক অনুরোধপত্র লিখিয়া, তাঁহাকে অন্য এক আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ আশ্রমে কয়েক জন তপস্বী বাস করিতেন। তাঁহাদের কতিপয় ধেনু ছিল। তাঁহারা, পালিমনের অনুরোধে, ডুবালকে সেই কয় ধেনুর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিলেন।

এই তপস্বীরা বড় ভাল লেখা পড়া জানিতেন না। কিন্তু, তাঁহাদের কতকগুলি পুস্তক ছিল। ডুবাল প্রার্থনা করাতে, তাঁহারা তাঁহাকে ঐ সকল পুস্তক পড়িতে, অনুমতি দিলেন। ডুবাল, এই অনুমতি পাইয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং ইচ্ছামত, সেই সকল পুস্তক লইয়া, পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু, এ পর্য্যন্ত, তাঁহার অধিক শিক্ষা হয় নাই; এজন্য, আপনি সমুদায় বুঝিতে পারিতেন না। যে সকল স্থান কঠিন বোধ হইত, কেহ আশ্রম দেখিতে আসিলে, তিনি তাঁহার নিকট জানিয়া লইতেন।

ডুবাল, আশ্রমের কর্ম্ম করিয়া, যে অল্প বেতন পাইতেন, খাওয়া পরার ক্লেশ স্বীকার করিয়া, তাহার অধিকাংশই বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেন ; এবং, যাহা বাঁচাইতে পারিতেন, তাহাতে আবশ্যক মত পুস্তক কিনিতেন। এক্ষণে তিনি অধিক পড়িতে পারিতেন ; সুতরাং, তাঁহার অধিক পুস্তকলাভের অভিলাষ বিলক্ষণ প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু, যে আয় ছিল, তাহাতে অধিক পুস্তক কিনিবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি, আয়বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, ফাঁদ পাতিয়া, বনের জন্তু ধরিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সকল জন্তু, অথবা উহাদের চর্ম্ম, বাজারে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিতেন, এবং তাহাতে যাহা পাইতেন, তাহা জমাইয়া, মনের মত পুস্তক কিনিতেন।

বন্য জন্তু ধরিতে গিয়া, ডুবাল, কখনও কখনও, বিষম সঙ্কটে পড়িতেন, তথাপি ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি, এক দিন, বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক গাছের ডালে, একটি বন্য বিড়াল দেখিতে পাইলেন। বিড়ালের গায়ের লোমগুলি অতি চিক্কণ দেখিয়া, তিনি বিবেচনা করিলেন, এই বিড়ালের চর্ম্ম বেচিলে, কিছু অধিক পাওয়া যাইবেক ; অতএব, ইহাকে ধরিতে হইল। এই বলিয়া, গাছে চড়িয়া, ডুবাল বিড়ালকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিড়াল, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, ভয় পাইয়া, খানিক এ ডাল ও ডাল করিয়া বেড়াইল ; কিন্তু, নিতান্ত পীড়াপীড়ি দেখিয়া, অবশেষে, গাছ হইতে নামিয়া পড়িল। তিনিও, সঙ্গে সঙ্গে, নামিয়া পড়িলেন। বিড়াল দৌড়িতে আরম্ভ করিল ; তিনিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। বিড়াল এক বৃক্ষের কোটরে প্রবেশ করিল। ডুবাল, পীড়াপীড়ি করাতে, বিড়াল, কোটর হইতে বহির্গত হইয়া, লম্ফ দিয়া, তাঁহার হাতের উপর পড়িল, আঁচড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিল, এবং, নখর দ্বারা, ঘাড়ের কতক চামড়া উঠাইয়া লইল। ডুবাল তথাপি উহাকে ছাড়িলেন না। অবশেষে, উহার পা ধরিয়া, এক গাছে বারংবার আছাড় মারিয়া, তিনি উহার প্রাণসংহার করিলেন। ঐ বিড়ালের চর্ম্ম বেচিয়া, যাহা পাইবেন, তাহাতে পুস্তক কিনিতে পারিবেন, এই ভাবিয়া, প্রফুল্লচিত্ত হইয়া, তিনি উহাকে গৃহে আনিলেন ; উহার নখরপ্রহারে, সর্ব্বাঙ্গ যে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেশবোধ করিলেন না।

এক দিন, ডুবাল, বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, একটি সোনার সীল পাইলেন। ঐ সীলের অনেক মূল্য। ডুবাল, ইচ্ছা করিলে, ঐ সীল আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। তিনি অতি দুঃখী ছিলেন বটে ; কিন্তু, লাভের জন্য, অধর্ম্ম বা অন্যায় কর্ম্ম করিবেন, সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করা অপকর্ম্ম বলিয়া জানিতেন ;

এজন্য, ঐ সীল আপনি লইব বলিয়া, এক বারও মনে করিলেন না; অবিলম্বে আশ্রমে আসিয়া, প্রচার করিয়া দিলেন, আমি এইরূপ একটি সোনার সীল পাইয়াছি; যাঁহার হারাইয়াছে, তিনি, আমার নিকটে আসিয়া, লইয়া যাইবেন। যে ব্যক্তির সীল হারাইয়াছিল, কয়েক দিন পরে, তিনি উপস্থিত হইলে, ডুবাল তাঁহাকে সেই সীল দিলেন।

ঐ ব্যক্তি, সীল পাইয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, ডুবালের পরিচয় লইলেন, তাঁহার অবস্থা, লেখা পড়া শিখিবার যত্ন, ও কত দূর শিক্ষা হইয়াছে, এই সমস্ত অবগত হইয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; এবং, তাঁহাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিয়া, যাইবার সময়, বলিয়া গেলেন, আমি অমুক স্থানে থাকি; তুমি তথায় গিয়া, মধ্যে মধ্যে, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। ডুবাল, যখন যখন, সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে এক একটি টাকা দিতেন। ঐ টাকা ডুবাল অন্য কোনও বিষয়ে খরচ করিতেন না, উহা দ্বারা কেবল পুস্তক কিনিতেন; আর, ঐ ব্যক্তিও তাঁহাকে, মধ্যে মধ্যে, পুস্তক দিতেন। এই সুযোগে, তাঁহার বিস্তর পুস্তক সংগ্রহ, ও বিস্তর পুস্তক পাঠ, করা হইল।

যখন ডুবাল তপস্বীদিগের গরু চরাইতে যাইতেন, সে সময়েও, পড়ায় ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি, বনে গরু ছাড়িয়া দিয়া, পড়িতে বসিতেন। পড়িবার সময়, চারি দিকে, পুস্তক ও ভূচিত্র সকল খোলা থাকিত। তিনি পড়ায় এমন মন নিবিষ্ট করিতেন যে, নিকটে লোক দাঁড়াইলে, অথবা, নিকট দিয়া লোক চলিয়া গেলে, টের পাইতেন না।

এক দিবস, ঐ প্রদেশের রাজার পুত্রেরা মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা, পথহারা হইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, এক দুঃখী রাখাল, গরু ছাড়িয়া দিয়া, ভূচিত্র ও পুস্তকে বেষ্টিত হইয়া, নিবিষ্ট চিত্তে, পাঠ করিতেছে। দেখিয়া, চমৎকৃত হইয়া, রাজকুমারেরা ডুবালের নিকটে গেলেন; এবং, তাঁহার পরিচয় লইয়া, কত দূর শিক্ষা হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিলেন। রাখাল হইয়া, কি রূপে, এমন লেখা পড়া শিখিল, ইহা জানিবার নিমিত্ত, তাঁহারা সাতিশয় ব্যগ্র হইলেন; এবং, জিজ্ঞাসা করিয়া, সবিশেষ সমুদয় অবগত হইয়া, যেমন বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তেমনই আহ্লাদিত হইলেন।

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার, আপনার পরিচয় দিয়া, ডুবালকে কহিলেন, অহে রাখাল! আর তোমার গরু চরাইয়া কাজ নাই; আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত করিব। ডুবাল কোনও কোনও পুস্তকে পড়িয়াছিলেন, যাহারা রাজসংসারে চাকরি করে, তাহারা প্রায় দুশ্চরিত্র হয়; এ জন্য কহিলেন, আমি আপনকার সঙ্গে যাইব না; আমার

রাজসংসারে চাকরি করিবার বাঞ্ছা নাই; যত দিন বাঁচিব, এই বনে গরু চরাইব, সে আমার ভাল; আমি এ অবস্থায় বেস সুখে আছি। কিন্তু, আমার, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার, বড় ইচ্ছা আছে; যদি আপনি, অনুগ্রহ করিয়া, তাহার সুবিধা করিয়া দেন, তাহা হইলে, আমি আপনকার সঙ্গে যাই।

রাজকুমার, ডুবালের এই উত্তর শুনিয়া, পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইলেন, এবং, ডুবালকে রাজধানীতে লইয়া গিয়া, তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ডুবাল, ইতঃপূর্ব্বেই আপন যত্নে ও পরিশ্রমে, অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন; এক্ষণে, উত্তম উত্তম অধ্যাপকের নিকট রীতিমত উপদেশ পাইয়া, অল্প দিনের মধ্যেই, বিলক্ষণ বিদ্বান্ হইয়া উঠিলেন। রাজা, ডুবালকে সুশীল, ও নানা বিদ্যায় নিপুণ দেখিয়া, নিজ পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ, ও পুরাবৃত্তের অধ্যাপক, এই দুই পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি, এমন উত্তম রূপে, পুরাবৃত্তের শিক্ষা দিতে লাগিলেন যে, দেশে বিদেশে, তাঁহার নাম খ্যাত হইল।

এই রূপে, ডুবাল দুই প্রধান পদে নিযুক্ত, ও রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র, হইলেন, এবং, ক্রমে ক্রমে, বিলক্ষণ ধনসঞ্চয় করিলেন। কিন্তু, রাখাল অবস্থায়, তাঁহার যেরূপ স্বভাব ও চরিত্র ছিল, তাহার কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। রাজসংসারে থাকিলে, ও রাজার প্রিয়পাত্র হইলে, মনুষ্যের যে সব দোষ জন্মিয়া থাকে; ডুবালের তাহার কোনও দোষ জন্মে নাই। হীন অবস্থায় থাকিয়া, ভাল অবস্থা হইলে, অনেকের অহঙ্কার হয়; কিন্তু, ডুবালের তাহা হয় নাই। তিনি, দুঃখের অবস্থায়, যেমন নম্র, যেমন নিরহঙ্কার ছিলেন; সম্পদের অবস্থাতেও, তেমনই নম্র, তেমনই নিরহঙ্কার ছিলেন। এই সমস্ত গুণ থাকাতে, সকলেই ডুবালকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। ডুবালের মৃত্যু হইলে, সকলেই যার পর নাই, দুঃখিত হইয়াছিলেন।

যাহারা মনে করে, দুঃখে পড়িলে, লেখা পড়া হয় না, তাহাদের, মন দিয়া, ডুবালের বৃত্তান্ত পাঠ করা আবশ্যক। দেখ, ডুবাল অতি দুঃখীর সন্তান, অল্প বয়সে, পিতৃহীন ও মাতৃহীন হন; পেটের ভাতের জন্যে, কত জায়গায় রাখালি করেন; তথাপি কেমন লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, এবং, কেমন সম্মান, কেমন সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া, শেষ দশায় কেমন সুখে, কেমন সচ্ছন্দে, কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। যদি তাঁহার লেখা পড়ায় অনুরাগ না জন্মিত, এবং যত্ন ও শ্রম করিয়া, না শিখিতেন; তাহা হইলে, রাখালি করিয়াই, যাবজ্জীবন, দুঃখে কালযাপন করিতে হইত, সন্দেহ নাই।

উইলিয়ম রস্কো

উইলিয়ম রস্কো দুঃখীর সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতা, কৃষিকর্ম্ম করিয়া, কষ্টে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতেন। পুত্রকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখান, তাঁহার এমন সংস্থান ছিল না। সুতরাং, রস্কো, বাল্যকালে, অতি সামান্যরূপ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন।

রস্কোর পিতার আলুর চাস ছিল। একাকী চাসের সমুদয় কর্ম্ম করিতে পারেন না; এজন্য, তিনি রস্কোকে, বার বৎসর বয়সের সময়, পাঠশালা ছাড়াইয়া, চাসের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। তদবধি, কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত, রস্কো ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত রহিলেন। তিনি পিতার সঙ্গে চাসের কর্ম্ম করিতেন, এবং, আলু প্রস্তুত হইলে, আলুর বাজরা মাথায় করিয়া, বাজারে গিয়া, বিক্রয় করিয়া আসিতেন।

রস্কো অতি সুশীল ও সুবোধ ছিলেন, অন্য অন্য বালকদিগের মত, দুষ্ট ও চঞ্চলস্বভাব ছিলেন না। তিনি লেখা পড়ায় এমন যত্নবান ছিলেন যে, চাসের কর্ম্ম করিয়া অবসর পাইলেই, অন্য কোনও দিকে মন না দিয়া, কেবল লেখা পড়া করিতেন। তিনি, কখনও, খেলা বা গল্প করিয়া, সময় নষ্ট করেন নাই। অসঙ্গতি বশতঃ, তাঁহার পিতা পুস্তক কিনিয়া দিতে পারিতেন না; সুতরাং, দৈবযোগে যখন যে পুস্তক জুটিত, রস্কো তাহাই পাঠ করিতেন। এই রূপে, অবসর কালে, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া, লেখা পড়ায় তাঁহার একপ্রকার অধিকার জন্মিল। উপদেশ দিবার লোক ও ইচ্ছামত পড়িবার পুস্তক জুটিলে, তিনি, এই সময় মধ্যে, ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষা করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

সর্ব্বদা ইচ্ছামত পুস্তক পড়িতে পাইব, এই অভিপ্রায়ে, রস্কো পুস্তকবিক্রয়ের কর্ম্ম করিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। তদনুসারে, তাঁহার পিতা, কাজ শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে, আপাততঃ, এক পুস্তকবিক্রেতার দোকানে রাখিয়া দিলেন। কিছু দিন তথায় থাকিয়া, পুস্তকবিক্রয় ব্যবসায় তাঁহাকে ভাল লাগিল না। তিনি ত্বরায় তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। অবশেষে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে, ওকালতি কর্ম্ম শিখাইবার নিমিত্ত, এক উকীলের নিকট রাখিয়া দিলেন।

এই সময়ে, সৌভাগ্য ক্রমে, হোল্‌ডন নামক এক ব্যক্তির সহিত, রস্কোর অতিশয় সৌহৃদ্য জন্মিল। হোল্‌ডন অতিশয় সুশীল ও বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ছিলেন; এবং, অল্প

বয়সেই, নানা ভাষায় ও নানা বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছিলেন। রস্কো ও হোল্‌ডন, উভয়ে প্রায় সমবয়স্ক ; উভয়েই, বিদ্যানুশীলন বিষয়ে, সাতিশয় অনুরক্ত ও সবিশেষ যত্নবান। অবসর কালে, উভয়ে, একত্র হইয়া, লেখা পড়ার চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এ পর্য্যন্ত, রস্কো, জাতিভাষা ইঙ্গরেজী ভিন্ন, আর কোনও ভাষা জানিতেন না। হোল্‌ডন, পরামর্শ দিয়া, অন্য অন্য ভাষা শিখিতে আরম্ভ করাইয়া দিলেন, এবং আপনি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই সুযোগ পাইয়া, রস্কো গ্রীক, লাটিন, ফরাসি, ইটালীয়, এই চারি ভাষায় জ্ঞানাপন্ন হইলেন।

এই রূপে, তিনি, ক্রমে ক্রমে, নানা ভাষায়, ও নানা বিদ্যায়, নিপুণ হইয়া উঠিলেন। একুশ বৎসর বয়সে, তিনি ওকালতি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং, কিছু দিন কর্ম্ম করিয়া, কিঞ্চিৎ সংস্থান হইলে, বিবাহ করিলেন।

রস্কো, ক্রমে ক্রমে, দুই উৎকৃষ্ট ইতিহাস গ্রন্থ লিখিলেন ; ইহাতে, তাঁহার নাম, এক কালে, দেশে বিদেশে, বিখ্যাত হইল। এই দুই গ্রন্থের রচনা বিষয়ে, তিনি বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই দুই গ্রন্থ এমন উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা তাঁহার নাম চিরস্থায়ী হইতে পারিবেক। ইহা ভিন্ন, তিনি আরও কতিপয় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

ক্রমে ক্রমে, রস্কো, দেশের মধ্যে, এক জন প্রধান লোক বলিয়া গণ্য হইলেন ; সর্ব্বত্র মান্য হইলেন ; এবং, কি বিদ্বান, কি সম্ভ্রান্ত লোক, সকলের নিকট, সমান আদরণীয় হইলেন। রস্কো অতিশয় ধর্ম্মশীল লোক ছিলেন, কখনও অধর্ম্ম পথে পদার্পণ করেন নাই।

দেখ। যিনি, পিতার অসঙ্গতি বশতঃ, বাল্যকালে, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতে পান নাই ; যাঁহাকে, বার বৎসর বয়সের সময়, পাঠশালা ছাড়িয়া, স্বহস্তে চাসের সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইয়াছিল ; যিনি, বাজরা মাথায় করিয়া, বাজারে গিয়া, আলু বেচিয়া আসিতেন ; সেই ব্যক্তি, কেবল আন্তরিক যত্নের ও পরিশ্রমের গুণে, নানা ভাষায় ও নানা বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন ; দেশের মধ্যে, এক জন প্রধান লোক বলিয়া গণ্য, ও সর্ব্বত্র সাতিশয় মান্য হইয়াছিলেন ; এবং গ্রন্থরচনা করিয়া, সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

হীন

য়ুরোপের অন্তর্বর্ত্তী সাক্সনি প্রদেশে, শেমনিজ নামে এক নগর আছে। ঐ নগরে হীনের জন্ম হয়। হীনের পিতা অতি দুঃখী ছিলেন; তন্তুবায়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, অতি কষ্টে, বহু পরিবারের ভরণপোষণ করিতেন। পুত্রকে লেখা পড়া শিখান, তাঁহার এমন সঙ্গতি ছিল না। শেমনিজ নগরের নিকটে, একটি সামান্য বিদ্যালয় ছিল, হীনের পিতা তাঁহাকে সেই বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। হীন, কিছু দিন তথায় থাকিয়া, সেখানে যত দূর হইতে পারে, লেখা পড়া শিখিলেন।

অনন্তর, লাটিন পড়িতে তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা হইল। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পুত্র লাটিন জানিতেন। তিনি হীনকে কহিলেন, যদি তুমি আমায় কিছু কিছু দিতে পার, তোমায় লাটিন শিখাই। হীনের পিতার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, তিনি পুত্রের লেখা পড়ার নিমিত্ত, মাসে মাসে, কিছু কিছু দিতে পারেন। সুতরাং, হীনের লাটিন শিখার সুবিধা হইল না। তিনি, যার পর নাই, দুঃখিত হইলেন।

এই সময়ে, এক দিন, হীনের পিতা, কোনও প্রয়োজনে, তাঁহাকে এক আত্মীয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। লাটিন শিখিবার সুযোগ হইল না বলিয়া, হীন সর্ব্বদাই, দুঃখিত মনে, ও ম্লান বদনে, থাকিতেন। ঐ আত্মীয় ব্যক্তি হীনকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি, হীনের মুখ ম্লান দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসিলেন, এবং, তাঁহার মুখে সমুদয় শুনিয়া, কহিলেন, তুমি লাটিন পড়িতে আরম্ভ কর; মাসে মাসে, শিক্ষককে যাহা দিতে হইবেক, তাহা আমি দিব। এই কথা শুনিয়া, হীনের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না।

এই রূপে, ঐ আত্মীয় ব্যক্তির সাহায্য পাইয়া, হীন দুই বৎসর লাটিন শিখিলেন। পরে, তাঁহার শিক্ষক কহিলেন, আমি যত দূর জানিতাম, তোমায় শিখাইয়াছি; আমার আর অধিক বিদ্যা নাই; আমি তোমায় অতঃপর শিখাইতে পারিব না। সুতরাং, আপাততঃ, হীনের লাটিন পাঠ স্থগিত রহিল।

এই সময়ে, হীনের পিতা, তাঁহাকে কোনও বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু, হীনের নিতান্ত মানস, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখেন। তাঁহার পিতার যেরূপ দুঃখের অবস্থা, তাহাতে তিনি পুত্রের লেখা পড়ার ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। ভাগ্যক্রমে, তাঁহাদের আর এক আত্মীয় ছিলেন। লেখা পড়ায় হীনের কেমন যত্ন, হীন কেমন শিখিতে পারেন, ও কত দূর শিখিয়াছেন; হীনের শিক্ষকের

নিকট, এই সমুদয় অবগত হইয়া, ঐ আত্মীয় অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; এবং, সেই নগরে, যে প্রধান বিদ্যালয় ছিল, হীনকে তথায় প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন; কহিলেন, হীনের লেখা পড়া শিখিবার সমুদয় ব্যয় আমি দিব।

হীন, এই রূপে, প্রধান বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, লেখা পড়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু অতিশয় অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। তাঁহাদের আত্মীয়, সমুদয় ব্যয় দিবার অঙ্গীকার করিয়াও, কৃপণ স্বভাব বশতঃ, দিবার সময়ে, বিস্তর গোলযোগ করিতেন। হীন পড়িবার পুস্তক পাইতেন না, সহাধ্যায়ীদিগের নিকট হইতে পুস্তক চাহিয়া লইয়া স্বহস্তে লিখিয়া লইতেন, এবং, ঐ লিখিত পুস্তক দেখিয়া, পাঠ করিতেন। এই রূপে, অতি কষ্টে, ঐ স্থানে থাকিয়া, তিনি কিছু দিন লেখা পড়া করিলেন। পরিশেষে, ঐ নগরের এক সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহাকে আপন পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তখন, হীনের কিছু কিছু আয় হইতে লাগিল। এই আয় দ্বারা, তাঁহার লেখা পড়ার ব্যয়ের বিস্তর আনুকূল্য হইয়াছিল।

এই রূপে, এই বিদ্যালয়ে কিছু দিন থাকিয়া, হীন দেখিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে, মনের মত লেখা পড়া শিখা হইবেক না। অতএব, তিনি স্থির করিলেন, লিপ্সিক নগরে গিয়া, তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবেন। আর, তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত আত্মীয়ও স্বীকার করিলেন, আমিও কিছু কিছু আনুকূল্য করিব। তিনি, এই প্রতিশ্রুত আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া, দুইটি মাত্র টাকা সম্বল লইয়া, লিপ্সিক নগরে গমন করিলেন, এবং, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, লেখা পড়া করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, তাঁহাদের আত্মীয়, স্বীকার করিয়াও, যথাসময়ে না পাঠাইয়া, অনেক বিলম্বে, ও বিস্তর বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া, খরচ দিতেন, এবং, খরচের সঙ্গে, হীন অলস ও অমনোযোগী বলিয়া ভৎ‍র্সনা করিয়া পাঠাইতেন। তাহাতে হীনের আহার প্রভৃতি বিষয়ে অতিশয় কষ্ট, ও মনে অতিশয় অসুখ হইত। তিনি যে বাটীতে বাসা করিয়াছিলেন, ঐ বাটীর এক দাসী, দয়া করিয়া, তাঁহার যথেষ্ট আনুকূল্য করিত। এই দাসীর আনুকূল্য না পাইলে, তাঁহার ক্লেশের সীমা থাকিত না। বোধ হয়, পুস্তকের অভাবে পাঠবন্ধ হইত, এবং, অনেক দিন, অনাহারেও থাকিতে হইত।

এইরূপ ক্লেশে থাকিয়াও, তিনি, ক্ষণকালের নিমিত্ত, লেখা পড়ায় আলস্য বা ঔদাস্য করেন নাই। এত দুঃখেও যে তাঁহার উৎসাহভঙ্গ হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমি যথেষ্ট কষ্ট পাইতেছি, যথার্থ বটে; কিন্তু, লেখা পড়া ছাড়িয়া দিলে, আমার সে কষ্ট দূর হইবেক না; লাভের মধ্যে, জন্মের মত, মূর্খ হইব; মূর্খ হইলে, চির

কাল, দুঃখ পাইব ; চির কাল, সকল লোকে, মূর্খ বলিয়া, অবজ্ঞা করিবেক ; অতএব, যত কষ্ট হউক না কেন, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিব। তিনি যত কষ্ট পাইতেন, লেখা পড়ায় তত অধিক যত্ন করিতেন। ক্রমাগত ছয় মাস কাল, সপ্তাহে দুই রাত্রি মাত্র, নিদ্রা যাইতেন ; আর পাঁচ দিন, সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করিতেন।

ক্রমে ক্রমে, তাঁহার কষ্ট এত অধিক হইয়া উঠিল যে, আর সহ্য হয় না। এই সময়ে, কোনও সম্পন্ন ব্যক্তির বাটীতে, শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক, হীনের দুঃখ দেখিয়া, দয়া করিয়া, তাঁহাকে ঐ কর্ম্ম দিতে চাহিলেন। ঐ কর্ম্ম স্বীকার করিলে, হীনের এক কালে সকল কষ্ট দূর হইত। কিন্তু, ঐ সম্পন্ন ব্যক্তির বাটী, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে, অনেক দূর। তাঁহার বাটীতে কর্ম্ম করিতে গেলে, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া যাইতে হয় ; তাহা হইলে, তাঁহার পড়া শুনার সকল সুবিধা যায়। এজন্য, তিনি ঐ কর্ম্ম করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, যত কষ্ট পাই না কেন, লিপ্সিক ছাড়িয়া, স্থানান্তরে যাইব না।

কিছু দিন পরে, ঐ অধ্যাপক, লিপ্সিক নগরেই, ঐরূপ আর একটি কর্ম্মের যোগাড় করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিয়া পড়া শুনা চলিবেক, অথচ কষ্ট দূর হইবেক, এই বিবেচনায়, তিনি ঐ কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। ঐ কর্ম্ম স্বীকার করাতে, আপাততঃ, তাঁহার অনেক কষ্ট দূর হইল। কিন্তু, ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়াতে, এবং স্বয়ং অহোরাত্র অধ্যয়ন করাতে, তাঁহার অত্যন্ত পরিশ্রম হইতে লাগিল। এই কারণে, তাঁহার এমন উৎকট পীড়া জন্মিল যে, ঐ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে হইল। ঐ কর্ম্ম করিয়া, যৎকিঞ্চিৎ যাহা তাঁহার হস্তে হইয়াছিল, রোগের সময়, সমুদয় নিঃশেষ হইয়া গেল। যখন সুস্থ হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার এক কপর্দ্দকও সম্বল ছিল না। সুতরাং, তিনি, পুনর্ব্বার, পূর্ব্বের মত, কষ্টে পড়িলেন, এবং ঋণগ্রস্তও হইলেন।

ইতঃপূর্ব্বে, তিনি, লাটিন ভাষায়, শ্লোকরচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত শ্লোক দেখিয়া, ড্রেসডেনের রাজমন্ত্রীরা প্রশংসা করাতে, তাঁহার আত্মীয়েরা এই বলিয়া তথায় যাইতে পরামর্শ দিলেন যে, সেখানে গেলে, রাজমন্ত্রীরা সহায়তা করিয়া, তোমার যথেষ্ট উপকার করিতে পারিবেন। তদনুসারে, তিনি, ঋণ করিয়া পথখরচ লইয়া ড্রেসডেনে গমন করিলেন। কিন্তু, যে আশায়, ঋণগ্রস্ত হইলেন, এবং, কষ্ট করিয়া, ড্রেসডেনে গেলেন, তাহা সফল হইল না। রাজমন্ত্রীরা, প্রথমতঃ, তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন ; কিন্তু, তদীয়, আশ্বাসবাক্য, পরিশেষে, কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইল।

অবশেষে, তিনি, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, তত্রত্য কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুস্তকালয়ে, লেখকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম্ম করিয়া, যাহা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার আহারের ক্লেশও ঘুচিত না। কিন্তু, তিনি পরিশ্রমে কাতর ছিলেন না, পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতি অন্য অন্য কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল কর্ম্ম করিয়া, তাঁহার কিছু কিছু লাভ হইতে লাগিল। ঐ লাভ দ্বারা, তিনি পূর্ব্ব ঋণের পরিশোধ করিলেন। পুস্তকালয়ে দুই বৎসর কর্ম্ম করিলে পর তাঁহার বেতন দ্বিগুণ হইল। কিন্তু, ঐ প্রদেশে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ ঘটাতে, নানা উপদ্রব উপস্থিত হইল। এজন্য, তাঁহাকে, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, তথা হইতে পলায়ন করিতে হইল।

যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে ড্রেসডেনে যে সকল উপদ্রব ঘটিয়াছিল, যুদ্ধ শেষ হইলে ঐ সকল উপদ্রবের নিবারণ হইল। তখন তিনি ড্রেসডেনে প্রতিগমন করিলেন। তাঁহার পঁহুছিবার কিছু পূর্ব্বে, গটিঞ্জনের বিশ্ববিদ্যালয়ে, এক অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। ঐ সময়ে, রস্কিন নামে এক অতি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা, প্রথমতঃ, তাঁহাকে মনোনীত করেন। কিন্তু তিনি, অস্বীকার করিয়া, লিখিয়া পাঠান, হীন নামে এক ব্যক্তি আছেন, তিনি এই কর্ম্মের সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র; আমার মতে, ঐ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। রস্কিনের সহিত হীনের আলাপ ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন; এই নিমিত্ত, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, ঐ কথা লিখিয়া পাঠান।

রস্কিন এইরূপ লিখিয়া পাঠাইবা মাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা হীনকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি, এত দিন, নানা কষ্টভোগ ও উৎকট পরিশ্রম করিয়া, যে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এক্ষণে, তাহা সার্থক হইল। তিনি যেমন পণ্ডিত, তেমনই সৎস্বভাব ছিলেন। তাঁহার ছাত্রেরা ও যাবতীয় নগরবাসী লোকেরা তাঁহাকে স্ব স্ব পিতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া, যথেষ্ট স্নেহ ও ভক্তি করিতেন। তিনি, পঞ্চাশ বৎসর, সাতিশয় সম্মান পূর্ব্বক, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কর্ম্ম করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে, সকল লোকেই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন।

দেখ! হীন অতি দুঃখীর সন্তান। তাঁহার পিতা, তন্তুবায়ের ব্যবসায় করিয়া, কষ্টে জীবিকাসম্পাদন করিতেন। কিন্তু হীন, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন বলিয়া, বিনা চেষ্টায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। যদি তিনি, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, লেখা পড়া না শিখিতেন, তাহা হইলে, কেহ তাঁহার নামও

জানিত না। কিন্তু তিনি যে, যার পর নাই ক্লেশে থাকিয়াও, বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কেবল সেই বিদ্যোপার্জ্জনের বলে, চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। যত দিন, পৃথিবীতে লেখা পড়ার চর্চ্চা থাকিবেক, তত দিন, তাঁহার নাম দেদীপ্যমান থাকিবেক।

জিরম ষ্টোন

এই ব্যক্তি স্কট্‌লণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বৎসর বয়সের সময়, ইঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। ষ্টোনের পিতা কিছু মাত্র সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার জননী, অতি কষ্টে, আপনার ও পুত্রের ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতেন। তিনি পুত্রকে, গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে, সামান্যরূপ কিছু লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন।

যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কিছু কিছু না আনিতে পারিলে, কোনও মতেই চলে না; সুতরাং, ষ্টোনকে, উপার্জ্জনের চেষ্টায় অল্প বয়সেই, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ভ্রমণ করিয়া, ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ, সুতা, ফিতা প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সামান্য ব্যবসায় দ্বারা, তিনি যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইতে লাগিলেন, তাহা দ্বারা, জননীর কিছু আনুকূল্য হইতে লাগিল।

ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতে, ষ্টোনের অতিশয় বাসনা ছিল। জননী, কোনও রূপেই, ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতে পারেন না, কেবল এই কারণে, নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক, তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যে ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন, তাহার সঙ্গে লেখা পড়ার কোনও সম্পর্ক নাই। এই নিমিত্তে, ঐ ব্যবসায়ের উপযোগী যে সকল জিনিস পত্র কিনিয়াছিলেন, সমুদয় বিক্রয় করিলেন, এবং বিক্রয় করিয়া যাহা পাইলেন, তাহাতে কতকগুলি ভাল ভাল পুস্তক কিনিলেন। পুস্তকবিক্রয়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্যবসায় দ্বারা, যেমন কিছু কিছু লাভ হয়, তাহাও হইবেক, এবং, সর্ব্বদা নানাবিধ পুস্তক নিকটে থাকিলে, ইচ্ছামত পড়াও চলিবেক।

তৎকালে, স্কট্‌লণ্ডের স্থানে স্থানে, যে মেলা হইত, তথায় জিনিস পত্র লইয়া গেলে, অনায়াসে বিক্রয় হইত। এই নিমিত্ত, ষ্টোন দোকান না খুলিয়া, কিংবা গ্রামে গ্রামে না বেড়াইয়া, কেবল মেলার সময়, পুস্তকবিক্রয় করিতে যাইতেন, অবশিষ্ট সময়ে, ক্রমাগত, ইচ্ছামত পুস্তকপাঠ করিতেন।

এই রূপে, পুস্তকবিক্রয় ব্যবসায় অবলম্বন করাতে, ষ্টোনের লেখা পড়া শিখিবার বিলক্ষণ সুযোগ হইয়া উঠিল। তিনি, লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, এত যত্ন ও এত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে, অল্প দিনেই, হিব্রু ও গ্রীক, এই দুই ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেই, তিনি এই দুই ভাষা শিখিয়াছিলেন। পরে, লাটিন শিখিতে, তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা হইল। তদনুসারে, তিনি লাটিন পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই, এত দূর শিখিলেন যে, লোকে, দেখিয়া শুনিয়া, চমৎকৃত হইলেন।

ডাক্তার টলিডেল্ফ নামক এক ব্যক্তি, স্কট্লণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। এই ব্যক্তি বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিখ্যাত বুদ্ধিমান ছিলেন। ইনি, ষ্টোনের লেখা পড়া শিখিবার চেষ্টা এবং অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকে, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন, এবং তাঁহার সমুদয় খরচ পত্র দিতে লাগিলেন।

এই রূপে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, ষ্টোন, অল্প কালের মধ্যেই, নানা শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কি অধ্যাপক, কি ছাত্র, সকলেই তাঁহার বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রশংসা করিতেন। তিনি ছাত্র ছিলেন, ইহাতে অধ্যাপকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব জ্ঞান করিতেন; আর, তাঁহার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন, ইহাতে সহাধ্যায়ীরা আপনাদিগের শ্লাঘা জ্ঞান করিতেন।

ষ্টোন বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রায় তিন বৎসর, অধ্যয়ন করিলেন। এই সময়ে, এক লাটিন বিদ্যালয়ে, সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের অনুরোধে, ষ্টোন ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন। দুই বৎসর পরে, তিনি প্রধান শিক্ষকের পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, অতি অল্প বয়সেই, তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে, তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তদীয় অকালমৃত্যুতে, সমস্ত লোক, যৎপরোনাস্তি, দুঃখিত হইয়াছিলেন।

হণ্টর

স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃপাতী লেনার্ক প্রদেশে, হণ্টরের জন্ম হয়। তাঁহারা ভাই ভগিনীতে দশটি ছিলেন; তন্মধ্যে তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ। বৃদ্ধ বয়সের সর্ব্বশেষ পুত্র বলিয়া, তিনি পিতার অত্যন্ত আদরের ছেলে ছিলেন। তাঁহার পিতা, আদর দিয়া, তাঁহাকে এক বারে নষ্ট করিয়াছিলেন। হণ্টর, যা খুসী হইত, তাই করিতেন; কোনও বিষয়ে, কাহারও উপদেশ অথবা বারণ শুনিতেন না। কোনও প্রকারের শাসনে থাকা, তাঁহার পক্ষে, বিলক্ষণ ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বদা আপন ইচ্ছা অনুসারে চলিয়া, এমন বিষম দোষ জন্মিয়া গিয়াছিল যে, তিনি, কোনও বিষয়ে, অধিক ক্ষণ মনোযোগ করিতে পারিতেন না। সুতরাং, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, তথাকার নিয়ম অনুসারে চলিয়া, মনোযোগ পূর্ব্বক, লেখা পড়া শিখা তাঁহার অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তদীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা, অনেক কষ্টে, তাঁহাকে অতি সামান্যরূপ লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। সে সময়ে, সকলেই লাটিন শিখিত; তদনুসারে, তাঁহাকেও লাটিন শিখাইবার জন্যে, বিস্তর চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি, কোনও মতে, শিখিলেন না। অনেক বয়স পর্য্যন্ত, তিনি, কেবল খেলা, তামাসা, ও আমোদ আহ্লাদ করিয়া কাটাইলেন, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখা, অথবা বিষয়কর্ম্মের চেষ্টা দেখা, কিছুই করিলেন না।

হণ্টরের পিতা সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। তাঁহাদের দেশের প্রথা এই, জ্যেষ্ঠ পুত্রই পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী হয়; তদনুসারে, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সমস্ত পিতৃধনের অধিকারী হইলেন। হণ্টর বাপের আদরের ছেলে ছিলেন বটে; কিন্তু তিনি, মৃত্যুকালে, তাঁহার জন্যে, কোনও ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। সুতরাং, কোনও বিষয়কর্ম্ম না করিলে, তাঁহার চলা ভার। দুর্ভাগ্য ক্রমে, তিনি ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখেন নাই; সুতরাং, যে সকল বিষয়কর্ম্মে লেখা পড়া জানার আবশ্যকতা আছে, তাঁহার সেরূপ বিষয়কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার এক ভগিনীপতি কাঠরার কর্ম্ম করিতেন; তাঁহার নিকট নিযুক্ত হইয়া, তিনি মেজ ও কেদারা গড়া শিখিতে লাগিলেন। নানা প্রকারে দায়গ্রস্ত হওয়াতে, তাঁহার ভগিনীপতির ব্যবসায় রহিত হইয়া গেল; সুতরাং, হণ্টরেরও কর্ম্ম গেল। তিনি নিজে ঐরূপ কর্ম্ম চালান, তাঁহার এমন সুবিধা ছিল না; সুতরাং, অতঃপর কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

এই সময়ের কিছু দিন পূর্ব্বেই, তাঁহার এক অগ্রজ, লণ্ডন রাজধানীতে, চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইনি শারীরস্থানবিদ্যা বিষয়ে উপদেশ দিতেন। শরীরের কোন স্থানে কিরূপ আছে, শব কাটিয়া, ছাত্রদিগকে সে সমস্ত দেখাইয়া দিতে হইত। উপদেষ্টা স্বয়ং সে সমস্ত সম্পন্ন করিতে পারেন না; এজন্য, তাঁহার সহকারী থাকিত। হণ্টর, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে, আপন অগ্রজের নিকট, পত্র দ্বারা, এই প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, আপনি আমাকে আপন সহকারী নিযুক্ত করুন; যদি না করেন, আমি সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইব। তাঁহার ভ্রাতা সম্মত হইলেন, এবং তাঁহাকে লণ্ডনে যাইতে লিখিয়া পাঠাইলেন।

হণ্টর, অগ্রজের পত্র পাইয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং, অবিলম্বে লণ্ডনে গিয়া, কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম দিনেই, তিনি আপন কর্ম্মে এমন নৈপুণ্য দেখাইলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, কালক্রমে, তুমি, এ বিষয়ে, অদ্বিতীয় হইতে পারিবে; তখন তোমার চাকরীর আর কোনও ভাবনা থাকিবেক না। হণ্টর, কিছু দিনের পরেই, শারীরস্থানবিদ্যার অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং, অল্প দিনের মধ্যেই, ঐ বিদ্যায় এমন ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন যে, লণ্ডনে উপস্থিত হইবার পর, এক বৎসর না যাইতেই, উক্ত বিদ্যায় শিক্ষা দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং কতকগুলি ছাত্রকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর তিনি, অল্প দিনের মধ্যেই, চিকিৎসা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়া, চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা ভিন্ন, তাঁহাকে শিষ্যদিগকে শিক্ষাপ্রদান প্রভৃতি অনেক কর্ম্ম করিতে হইত। এই সমস্ত কর্ম্ম করিয়া, অবসর পাইলেই, তিনি বিদ্যার অনুশীলন করিতেন। তৎকালে, যে সকল ব্যক্তি শারীরস্থানবিদ্যায় বিশারদ ছিলেন, তিনি তাঁহাদের সকলের প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা, অস্ত্রচিকিৎসা ও শারীরস্থানবিদ্যার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, আর কাহারও দ্বারা, সেরূপ হয় নাই। বস্তুতঃ, এই সমস্ত বিদ্যার উন্নতিসাধনের নিমিত্ত, তিনি বিস্তর যত্ন, বিস্তর পরিশ্রম, বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন; সুতরাং, দিবাভাগে, অবসর পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। অবসরলাভের নিমিত্ত, তিনি নিদ্রার সময়ের সঙ্কোচ করিয়াছিলেন। রাত্রিতে সমুদয়ে চারি ঘণ্টা, দিবসে, আহারের পর, এক ঘণ্টা, এই মাত্র নিদ্রা যাইতেন।

দেখ! হণ্টর কেমন আশ্চর্য্য লোক। বাল্যকালে, পিতা মাতার আদরের ছেলে ছিলেন; অত্যন্ত আদর পাইয়া, এক বারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন, কিছুই লেখা পড়া

শিখেন নাই। লেখা পড়া জানিতেন না, এজন্য, উদরের অন্নের নিমিত্ত, অবশেষে, তিনি ছুতরের কর্ম্ম করিয়াছিলেন। যদি তাঁহার ভগিনীপতির কর্ম্ম, রহিত না হইয়া গিয়া, উত্তরোত্তর উত্তম রূপ চলিত, তাহা হইলে, তিনি, ঐ ব্যবসায়ে পরিপক্ক হইয়াই, জন্ম কাটাইতেন। তাঁহার ভগিনীপতির কর্ম্ম রহিত হইয়া যাওয়াতে, তিনি, নিঃসন্দেহ, অনুপায় ভাবিয়া, আপনাকে হতভাগ্য স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীপতির কর্ম্ম রহিত হওয়া তাঁহার ও জগতের সৌভাগ্যের হেতু হইয়াছিল। তাঁহার কর্ম্ম রহিত হইল, আর কোনও উপায় নাই; এই ভাবিয়া, হণ্টর আপন ভ্রাতার নিকট প্রার্থনা করেন। ঐ সময়ে, তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর। কুড়ি বৎসর বয়সে, লেখা পড়ার আরম্ভ করিয়া, তিনি বিশ্ববিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

সিমসন

ইংলণ্ড দেশে, লীষ্টরশায়র নামে এক প্রদেশ আছে। ঐ প্রদেশের অন্তঃপাতী মার্কেটবসওয়ার্থ নামক গ্রামে, সিমসনের জন্ম হয়। সিমসনের পিতা তন্তুবায়ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি, প্রথমতঃ, সিমসনকে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু, তিনি বিদ্যার গৌরব করিতেন না, এবং বিদ্যোপার্জ্জন, মনুষ্যের পক্ষে, আবশ্যক বলিয়া, তাঁহার বোধ ছিল না। এজন্য, পুত্রের যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা হইবা মাত্র, তিনি তাঁহাকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লইলেন, এবং তন্তুবায়ের ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

অধিক লেখা পড়া শিখায়, কোনও লাভ নাই, এই বিবেচনা করিয়া, সিমসনের পিতা তাঁহার লেখা পড়া রহিত করিলেন। কিন্তু সিমসন, কিছু দিন বিদ্যালয়ে থাকিয়া, বিদ্যার আস্বাদ পাইয়াছিলেন; সুতরাং, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতে, তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তিনি, পিতার ইচ্ছা অনুসারে, বিদ্যালয় ছাড়িয়া, তন্তুবায়ের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন বটে; কিন্তু, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমার ভাগ্যে যাহা ঘটুক, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিব। তিনি, কর্ম্ম করিয়া অবসর পাইলেই, পড়িতে বসিতেন; কোনও নূতন পুস্তক, কোনও রূপে হস্তগত হইলে, ব্যগ্র চিত্তে তাহা পাঠ করিতেন। ফলতঃ, তিনি লেখা পড়ায় এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, কেবল অবসরকালে পাঠ করিয়া, তাঁহার তৃপ্তি হইত না। কখনও কখনও, কর্ম্মের সময় কর্ম্ম না করিয়া, তিনি পুস্তকপাঠে প্রবৃত্ত হইতেন।

পুত্রের লেখা পড়ায় অনুরাগ দেখিলে, পিতা কত সন্তুষ্ট হন, কত ভাল বাসেন, কত উৎসাহ দেন। কিন্তু সিমসনের পিতা অতি আশ্চর্য্য লোক ছিলেন। তিনি, লেখা পড়ায় পুত্রের এইরূপ অনুরাগ দেখিয়া, অতিশয় বিরক্ত হইলেন। উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, যাহাতে সিমসন লেখা পড়া ছাড়েন, তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তিনি লেখা পড়া শিখাকে অলসের কর্ম্ম বিবেচনা করিতেন; সুতরাং, লেখা পড়ায় অধিক যত্ন করাতে, তাঁহার মতে, সিমসন অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছিলেন; এই নিমিত্ত, তিনি সর্ব্বদা ভৎ‍ সনা করিতেন। সিমসন, ভৎ‍ সনায় ক্ষান্ত না হওয়াতে, অবশেষে, তাঁহার পিতা, সাতিশয় কুপিত হইয়া, কহিলেন, যদি তুমি ভাল চাও, বই খুলিতে পাইবে না, সারা দিন তাঁতের কর্ম্ম করিতে হইবেক।

যে উদ্দেশে, সিমসনের পিতা এই অন্যায় আজ্ঞাপ্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সফল হয় নাই। সিমসন লেখা পড়ায় যেরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি, এক বারে, লেখা পড়া ছাড়িয়া দিতে পারিবেন কেন। তিনি, কর্ম্ম করিয়া অবসর পাইলেই, পড়িতে বসিতেন; তাঁহার পিতাও, পড়িতে দেখিলে, অতিশয় ক্রোধ করিতেন ও গালাগালি দিতেন। ফলতঃ, এই উপলক্ষে, পিতা পুত্রে বিলক্ষণ বিরোধ ঘটিয়া উঠিল। অবশেষে, তাঁহার পিতা, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া, কহিলেন, তুমি আমার কথা শুন না; আমি যা বারণ করি, তাই কর; তোমায় স্পষ্ট কথায় বলিতেছি, যদি তুমি পড়ায় ক্ষান্ত না হও, আমি তোমায় বাড়ীতে থাকিতে দিব না।

সিমসন, বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইবেন, তাহাও স্বীকার, তথাপি লেখা পড়া ছাড়িবেন না; সুতরাং, পিতার আলয় হইতে বহিষ্কৃত হইলেন, এবং, নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে গিয়া, এক গৃহস্থের বাটীতে বাসা করিলেন।

এই স্থানে তিনি, তাঁতের কর্ম্ম করিয়া, আপন অন্ন বস্ত্রের সংগ্রহ করিতেন, এবং কাহারও নিকট পুস্তক চাহিয়া পাইলে, তাহা পাঠ করিতেন। কিছু দিন এই রূপে গত হইল।

এক দিন, সেই গৃহস্থের বাটীতে, এক গণক উপস্থিত হইল। এই ব্যক্তির সহিত আলাপ হওয়াতে, সিমসন তাঁহার নিকট অঙ্কবিদ্যা ও গণনা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনেই, তিনি গণনাতে এমন নিপুণ হইয়া উঠিলেন যে, সেই প্রদেশের সকল লোক, তাঁহার নিকট, ভাল মন্দ গণাইতে আরম্ভ করিল। এই নূতন ব্যবসায় দ্বারা, তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। তখন তিনি, তন্তুবায়ের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া, গণকের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। এই সময়েই তিনি বিবাহ করিলেন।

এই রূপে, গণকের ব্যবসায় অবলম্বন করাতে, সিমসনের অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ দূর হইল বটে; কিন্তু বিশিষ্টরূপ বিদ্যোপার্জ্জনের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিল। গণক হওয়াতে, পণ্ডিত-সমাজে যাইবার পথ রুদ্ধ হইল। পণ্ডিতেরা গণকদিগকে প্রতারক বলিয়া জানিতেন, সুতরাং অতিশয় ঘৃণা করিতেন। সিমসন, অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত, বিলক্ষণ ক্লেশ পাইয়াছিলেন; এজন্য, অগত্যা, ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করেন। এক্ষণে, তিনি মনস্থ করিলেন, কিছু কিছু লাভ হয়, এমন কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিলেই, এ জঘন্য ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবেন। অবশেষে, এরূপ এক কাণ্ড উপস্থিত হইল যে, তাঁহাকে, এক বারে, গণকের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে ও স্থানত্যাগ করিতে হইল।

এক দিন, একটি স্ত্রীলোক, সিমসনের নিকট, কোনও বিষয় গণাইতে আসিয়াছিল। ঐ গণনাতে চণ্ড নামাইবার আবশ্যতা ছিল। সিমসন, এই অভিপ্রায়ে, এক ব্যক্তিকে, বিকট বেশ ধারণ করাইয়া, নিকটবর্ত্তী খড়ের গাদার পাশে, বসাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, চণ্ডকে আহ্বান করিলেই, ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইবেক। গণনার আরম্ভ হইল। সিমসন, আর আর অনুষ্ঠান করিয়া, চণ্ডকে আহ্বান করিবা মাত্র, ঐ ব্যক্তি, বিকট বেশে, উপস্থিত হইল। ঐ ব্যক্তির আকার প্রকার দেখিতে এমন ভয়ানক হইয়াছিল যে, সেই স্ত্রীলোক, অবলোকন মাত্র, ভয়ে অভিভূত ও অচেতন হইল। ঐ উপলক্ষে, তাহার উৎকট রোগ জন্মিল, এবং বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া গেল। এই ব্যাপার ঘটাতে, সমস্ত লোক, সিমসনের উপর, এত কুপিত হইল যে, তাঁহাকে, ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, পলাইতে হইল।

এই রূপে, ঐ প্রদেশ হইতে পলায়ন করিয়া, সিমসন, তথা হইতে পনর ক্রোশ দূর ডর্বি নগরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও চণ্ড নামাইবেন না। কিছু কিছু উপার্জ্জন না হইলে, সংসার চলে না; এজন্য, পুনরায়, তন্তুবায়বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তিনি, দিনের বেলায়, তাঁতের কর্ম্ম করিতেন, রাত্রিতে বালকদিগকে শিক্ষা দিতেন। এই রূপে, দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া, যৎকিঞ্চিৎ যাহা লাভ হইতে লাগিল, তিনি, তদ্দ্বারা, কষ্টে, আপনার ও পরিবারের ভরণ পোষণ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, এই সময়ে, তিনি নিরতিশয় পরিশ্রম, ও যার পর নাই ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, তিনি, অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত, যত পরিশ্রম করিতেন, বিদ্যোপার্জ্জন বিষয়ে, তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এই পরিশ্রম দ্বারা, অল্প দিনের মধ্যে, তিনি অঙ্কশাস্ত্রে ও পদার্থবিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন; এবং অঙ্কশাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন। ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত করেন, এমন ক্ষমতা নাই; এজন্য, ডর্বি

নগরে পরিবার রাখিয়া, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে গমন করিলেন। এই সময়ে, তাঁহার বয়ঃক্রম পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর।

সিমসন, লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া, এক অতি সামান্য বাসা ভাড়া করিলেন, এবং, দিননির্বাহের জন্য, দিনে তাঁতের কর্ম্ম করিতে ও রাত্রিতে বালকদিগকে অঙ্কবিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন। অঙ্কবিদ্যা অতি দুরূহ বিদ্যা। কিন্তু, শিক্ষাদান বিষয়ে, সিমসনের এমন অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, তিনি বালকদিগকে, অতি সহজে, ও সুন্দর রূপে, বুঝাইয়া দিতেন। এজন্য, অল্প দিনেই সকলে তাঁহাকে জানিতে পারিলেন, এবং অনেকে তাঁহার আত্মীয় হইলেন। ফলতঃ, অনধিক কালের মধ্যেই, শিক্ষকতাকর্ম্ম দ্বারা, তাঁহার এরূপ লাভ হইতে লাগিল যে, তথায় পরিবার পর্য্যন্ত আনিতে পারিলেন। এই সময়েই, তিনি স্বরচিত অঙ্কবিদ্যার গ্রন্থও মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন।

এই গ্রন্থের প্রচার অবধি, তাঁহার সৌভাগ্যের দশা উপস্থিত হইল। কিছু দিন পরে, তিনি উলউইচের বিদ্যালয়ে, গণিতবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর, উত্তরোত্তর, তাঁহার খ্যাতির ও সম্পত্তির বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু, খ্যাতিলাভ ও সম্পত্তিলাভ করিয়াও, তিনি পরিশ্রমে বিমুখ হয়েন নাই; অহোরাত্র, অধ্যয়নে ও গ্রন্থরচনাতে নিবিষ্ট থাকিতেন। তিনি, অঙ্কবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে, অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এই রূপে তিনি, খ্যাতি, সম্পত্তি, ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া, একান্ন বৎসর বয়সে, দেহত্যাগ করেন।

আন্তরিক যত্ন থাকিলে, ও পরিশ্রম করিলে, অবশ্যই বিদ্যালাভ হয়। দেখ! সিমসনের পিতা তাঁহাকে, অল্প দিন মাত্র বিদ্যালয়ে রাখিয়া, ছাড়াইয়া লইলেন, কিন্তু তিনি লেখা পড়া ছাড়িলেন না; তাঁহার পিতা সর্ব্বদা বারণ ও ভৎসনা করিতে লাগিলেন, তথাপি, তিনি লেখা পড়া ছাড়িলেন না; অবশেষে, তাঁহার পিতা, কুপিত হইয়া, তাঁহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, তথাপি তিনি লেখা পড়া ছাড়িলেন না; তৎপরে, কত স্থানে কত কষ্ট পাইলেন, তথাপি তিনি লেখা পড়া ছাড়িলেন না। ফলতঃ, লেখা পড়ায় আন্তরিক যত্ন ছিল, ও যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, বলিয়া, তিনি মনের মত বিদ্যালাভ করিতে পারিয়াছিলেন; এবং, সেই বিদ্যার বলে, বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ, সম্পত্তিলাভ, ও সম্মানলাভ করিয়া গিয়াছেন, এবং চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

উইলিয়ম হটন

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ডর্বি নগরে, হটনের জন্ম হয়। হটনের পিতা অতি দুঃখী ছিলেন। তিনি, পসমপরিষ্করণ করিয়া, জীবিকানির্বাহ করিতেন; সুতরাং, অতি কষ্টে, বৃহৎ পরিবারের ভরণ পোষণ সম্পন্ন হইত। কোনও কোনও দিন, এরূপ ঘটিত যে, হটনের জননীকে, ছোট ছোট ছেলেগুলির সহিত, সমস্ত দিন উপবাসী থাকিতে হইত; ছেলেগুলি, ক্ষুধায় কাতর ও আহারের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া, জননীকে অতিশয় ব্যাকুল করিত। সায়ংকালে, কিছু আহারের সামগ্রী উপস্থিত হইলে, তাহারা, ক্ষুধার জ্বালায়, কাড়াকাড়ি করিয়া, জননীর ভাগ পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলিত; জননী, সজল নয়নে, হাত তুলিয়া বসিয়া থাকিতেন। সুতরাং, তাঁহাকে, অনেক দিন, অনাহারেই থাকিতে হইত।

হটনের পিতা যে উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদিগের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইত না। আবার দুর্ভাগ্য ক্রমে, তিনি সুরাপানে আসক্ত হইয়া উঠিলেন। সর্ব্বদা শুঁড়ির দোকানে পড়িয়া থাকিতেন; যে উপার্জ্জন করিতেন, তাহার অধিকাংশই সুরাপানে ব্যয়িত হইত; সুতরাং, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র কন্যাগণের আহারের ক্লেশ আরও অধিক হইয়া উঠিল। হটন কহিয়াছেন, আমি, এক দিন, দিবারাত্রি, উপবাসী ছিলাম; পর দিন, বেলা দুই প্রহরের সময়, ময়দা ও জল ফুটাইয়া, কিঞ্চিৎ মাত্র আহার করিয়াছিলাম।

এরূপ দুরবস্থায় যেরূপ লেখা পড়া হইতে পারে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, হটনের পিতা হটনকে, তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়সের সময়, এক পাঠশালায় পাঠাইয়া দেন। ঐ পাঠশালার শিক্ষক আপন ছাত্রদিগকে, লেখা পড়া যত শিখাইতে পারুন না পারুন, বিলক্ষণ প্রহার করিতে পারিতেন। হটন কহিয়াছেন, আমার শিক্ষক লেখা পড়া কিছুই শিখাইতেন না, সর্ব্বদা কেবল, চুল ধরিয়া, দিয়ালে মাথা ঠুকিয়া দিতেন। তিনি, দুই বৎসর, এই পাঠশালায় ছিলেন; পরে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে, সাত বৎসর বয়সের সময়, পাঠশালা ছাড়াইয়া, এক রেশমের বানকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

এই স্থানে, হটনের ক্লেশের সীমা ছিল না। তিনি কহিয়াছেন, এই সময়ে, আমাকে, প্রতিদিন, অতি প্রত্যূযে উঠিতে হইত; বিশেষ ত্রুটি হউক না হউক, মধ্যে মধ্যে, প্রভুর বেত্রপ্রহার সহ্য করিতে হইত; আর, যত ছোট লোকের ছেলের সহিত

বাস করিতে হইত। তাহারা লেখা পড়া কিছুই জানিত না, এবং লেখা পড়া শিখিতেও তাহাদের ইচ্ছা ছিল না। এক দিনের বেত্রাঘাতে, পৃষ্ঠের এক স্থান ক্ষত হইয়া গিয়াছিল। পরে, আর এক দিন, প্রহারকালে, বেত্রের অগ্রভাগ লাগিয়া, ঐ ক্ষত এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, তাহা দেখিয়া, সকলে এই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, ঘা ভাল হওয়া কঠিন হইয়া উঠিবেক; আর, হয় ত, ক্রমে ক্রমে, সমুদয় পিঠ পচিয়া যাইবেক।

হটন, এই রূপে, এই স্থানে, সাত বৎসর কাটাইলেন। পরে, তাঁহার চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময়, তাঁহার পিতা তাঁহাকে, তথা হইতে আনিয়া, আপন এক ভ্রাতার নিকট রাখিয়া দিলেন। এই ব্যক্তি, নটিংহম নগরে, মোজা বোনা ব্যবসায় করিতেন। হটন, পিতৃব্যের নিকটে থাকিয়া, মোজা বোনা শিখিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতৃব্য নিতান্ত মন্দ লোক ছিলেন না; কিন্তু পিতৃব্যপত্নী অতিশয় দুর্বৃত্তা। তিনি আপন স্বামীকে, ও স্বামীর নিকটে যাহারা কর্ম্ম করিত, তাহাদিগকে, অতিশয় আহারের ক্লেশ দিতেন।

এইরূপ ক্লেশ পাইয়াও, হটন, পিতৃব্যের নিকট, তিন বৎসর অবস্থিতি করিলেন। এক দিবস, তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে কহিলেন, আজ তোমায় এই কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে হইবেক। সে দিবস, সে কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়া উঠিল না। এজন্য, তাঁহার পিতৃব্য, তাঁহাকে অলস ও অমনোযোগী স্থির করিয়া, প্রথমতঃ, অতিশয় তিরস্কার করিলেন; পরিশেষে, ক্রোধে অন্ধ ও নিতান্ত নির্দয় হইয়া, বিলক্ষণ প্রহার করিলেন। হটনের মনে যার পর নাই ঘৃণা জন্মিল, ও বিলক্ষণ অপমানবোধ হইল। তখন, তিনি তথা হইতে প্রস্থান করা স্থির করিলেন, এবং, এক দিন, সুযোগ পাইয়া, আপনার কাপড়গুলি ও পিতৃব্যের বাক্স হইতে একটি টাকা পথখরচ লইয়া, পলায়ন করিলেন।

এই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া, হটন যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহা শুনিলে, অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হয়। তিনি, কোনও আশ্রয় না পাইয়া, প্রথম রাত্রি, এক মাঠে শয়ন করিয়া, কাটাইলেন, এবং প্রভাত হইলে, পুনরায় প্রস্থান করিলেন। কিন্তু, কোন দিকে যান, কি জন্যেই বা যান, যাইয়াই বা কি করিবেন, তাহার কিছুই ঠিকানা ছিল না।

তিনি কহিয়াছেন, এই রূপে, সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া, সায়ংকালে, লিচ্‌ফিল্‌ডের নিকট উপস্থিত হইলাম; নিকটে এক খামার দেখিয়া, মনে করিলাম, আজ, উহার মধ্যে থাকিয়া, রাত্রি কাটাইব। কিন্তু, খামারের দ্বার রুদ্ধ করা ছিল; সুতরাং, উহার ভিতরে যাইতে পারিলাম না। তখন, পুটলি খুলিয়া, কাপড় পরিলাম, এবং, অবশিষ্ট কাপড় প্রভৃতি যাহা ছিল, সমুদয় বাঁধিয়া, বেড়ার আড়ালে লুকাইয়া রাখিয়া, নগর দেখিতে

গেলাম। দুই ঘণ্টা পরে, ফিরিয়া আসিয়া, কাপড় ছাড়িলাম। কিছু দূরে আর একটি খামার ছিল; হয় ত, ঐখানে থাকিবার জায়গা পাইব, এই মনে করিয়া, সেখানে গিয়া দেখিলাম, সেখানেও থাকিবার উপায় নাই; সুতরাং, ফিরিয়া আসিলাম; ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, আমার কাপড়ের পুটলি নাই; তখন, হতবুদ্ধি হইয়া, বিস্তর খেদ ও রোদন করিলাম। আমার খেদ ও রোদন শুনিয়া, কতকগুলি লোক সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা, দেখিয়া শুনিয়া, একে একে, সকলে চলিয়া গেলেন। আমি একাকী, সেই স্থানে বসিয়া, রোদন করিতে লাগিলাম। কোনও ব্যক্তি কখনও এমন বিপদে পড়ে না। বিদেশে আসিয়া, সর্ব্বস্ব হারাইয়া, রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে, একাকী মাঠে বসিয়া, গালে হাত দিয়া, কতই ভাবিতে লাগিলাম। এক কপর্দ্দকও সম্বল নাই; কাহারও সহিত আলাপ নাই; লাভের কোনও প্রত্যাশা নাই; সত্বর, লাভের কোনও সুবিধা হইবেক, তাহারও সম্ভাবনা নাই; কাল কি খাইব, তাহার সংস্থান নাই; কোথায় যাইব, কি করিব, কাহাকে বলিব, তাহার কোনও ঠিকানা নাই। অনেক ক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে, নিদ্রাকর্ষণ হইল; তখন ভূতলে শয়ন করিয়া, রাত্রিযাপন করিলাম।

পর দিন, প্রভাত হইবা মাত্র, হটন, পুনরায় প্রস্থান করিয়া, বরমিংহম নগরে উপস্থিত হইলেন। এই দিন, অন্য কোনও আহারসামগ্রী জুটিয়া উঠিল না; কেবল, পথের ধারে যে সকল ক্ষেত্র ছিল, তাহা হইতে কিছু ফল মূল লইয়া, তিনি সে দিনের ক্ষুধার নিবৃত্তি করিলেন। পরিশেষে, নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া, তিনি এই স্থির করিলেন, পুনরায় পিতার শরণাপন্ন হই, তিনি যা করেন। পিতার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে, পুনরায়, তাঁহার সেই নির্দয় পিতৃব্যের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাকে, অগত্যা, তথায় গিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল। পিতৃব্যও, ক্ষমা করিয়া, তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ কর্ম্ম করিতে দিলেন।

পিতৃব্যের আবাসে আসিয়া থাকিতে থাকিতে, তাঁহার, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতে, অতিশয় ইচ্ছা হইল। তিনি, অবসর কালে, মন দিয়া লেখা পড়া করিতে লাগিলেন, এবং, যত্নের ও পরিশ্রমের গুণে, অল্প দিনেই, বিলক্ষণ শিখিতে পারিলেন। কিছু দিন পরেই, তিনি শ্লোক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

মোজাবোনা কর্ম্মে পরিশ্রম বিস্তর, কিন্তু লাভ তাদৃশ নাই; ইহা দেখিয়া, তিনি পিতৃব্যের আলয় হইতে চলিয়া গেলেন, এবং আপন এক ভগিনীর বাটীতে গিয়া রহিলেন। এই ভগিনী অতিশয় সুশীলা ছিলেন। তিনি ভ্রাতাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, এবং,

যাহাতে তিনি সচ্ছন্দে থাকেন, ও উত্তর কালে যাহাতে তাঁহার ভাল হয়, সে বিষয়ে সবিশেষ যত্নবতী ছিলেন।

হটন, পুস্তকবিক্রয়ের ব্যবসায় করিবার নিমিত্ত, অতিশয় ইচ্ছুক হইলেন। নটিংহম নগরের সাত ক্রোশ দূরে, সৌথওএল নামে এক নগর আছে; তথায় তিনি পুস্তকের দোকান খুলিলেন। ইতঃপূর্ব্বে, তিনি বইবাঁধা কর্ম্ম শিখিয়াছিলেন; সপ্তাহের মধ্যে কেবল শনিবার, সৌথওএলে গিয়া, বই বেচিয়া আসিতেন, আর কয়েক দিন বই বাঁধিতেন। তিনি শনিবার প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন, পুস্তকের মোট মাথায় করিয়া, সৌথওএলে গিয়া, বেলা দশ ঘণ্টার সময়, দোকান খুলিতেন, এবং, সমস্ত দিন বিক্রয় করিয়া, রাত্রিতে নটিংহমে ফিরিয়া আসিতেন।

এই রূপে, হটন, কিছু দিন, অতি কষ্টে, কাটাইলেন; পরে, অনেকগুলি পুরাণ পুস্তক সস্তা পাইয়া, সমুদয় কিনিয়া লইলেন, এবং, সৌথওএলের দোকান ছাড়িয়া দিয়া, বরমিংহম নগরে আসিয়া, এক দোকান খুলিলেন। এই স্থানে, কিছু দিন কর্ম্ম করিয়া, খরচ বাদে, প্রায় দুই শত টাকা লাভ হইল। এই রূপে কিছু সংস্থান হওয়াতে, তিনি, ক্রমে ক্রমে, কর্ম্মের বাহুল্য করিলেন। ন্যায়পথে চলিয়া, ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া, চারি পাঁচ বৎসরে, তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন, এবং বিবাহ করিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে, তিনি, নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও, যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে, বিলক্ষণ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন; এক্ষণে, নানা কর্ম্মে সাতিশয় ব্যস্ত থাকিয়াও, গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং, ক্রমে ক্রমে, নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া, পণ্ডিতসমাজে গণ্য ও আদরণীয় হইয়া উঠিলেন।

এইরূপে হটন, অশেষবিধ কষ্টভোগ করিয়াও, কেবল আপন যত্নে ও পারশ্রমে, বিদ্যালাভ, খ্যাতিলাভ, ও সম্পত্তিলাভ করিয়া, নিরনব্বই বৎসর বয়সে, দেহত্যাগ করেন।

দেখ! এই ব্যক্তি কেমন অদ্ভুত মনুষ্য; বিষম দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন; তথাপি, কেবল আপন যত্নে ও পরিশ্রমে, কেমন বিদ্যালাভ, কেমন খ্যাতিলাভ, কেমন সম্পত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, যত্ন থাকিলে ও পরিশ্রম করিলে, সম্ভবমত, বিদ্যা, খ্যাতি, সম্পত্তি, সকলই লব্ধ হইতে পারে।

ওগিলবি

ওগিলবি, বাল্যকালে, অতি সামান্যরূপ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ঋণগ্রস্ত ছিলেন; ঋণের পরিশোধ করিতে না পারাতে, উত্তমর্ণ, বিচারালয়ে অভিযোগ করিয়া, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। সুতরাং, নিজে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে না পারিলে, ওগিলবির চলা ভার। কিন্তু তিনি তাদৃশ লেখা পড়া জানিতেন না; উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে নর্ত্তকের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। এই ব্যবসায়ে তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য জন্মিল। কিছু টাকা হস্তে হইবা মাত্র, তিনি সর্ব্বাগ্রে, পিতাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন।

কিছু দিন পরে, কোনও কারণ উপস্থিত হওয়াতে, তাঁহাকে নর্ত্তকের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হইল। সুতরাং, তিনি পুনরায় দুঃখে পড়িলেন। দুঃখে পড়িয়া, কিছু খরচ করিয়া তিনি পুনরায়, ডবলিন নগরে, একটি সামান্য নাট্যশালা স্থাপিত করিলেন। এই নাট্যশালা দ্বারা, তাঁহার কিছু কিছু লাভের উপক্রম হইল। কিন্তু, সেই সময়ে, রাজবিদ্রোহ উপলক্ষে, যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে, তাঁহার লাভের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। নাট্যশালার সমুদয় দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠিত হইল, এবং তাঁহার নিজের প্রাণসংশয় পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠিল।

এইরূপে, যৎপরোনাস্তি দুঃখে পড়িয়া ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, ওগিলবি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় তিনি, কেম্ব্রিজ বিদ্যালয় সংক্রান্ত কোনও ব্যক্তির বিশিষ্টরূপ সাহায্য পাইয়া, লাটিন শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে, তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক। ইহার পূর্ব্বে, তাঁহার ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখা হয় নাই। তিনি, এত বয়সে শিখিতে আরম্ভ করিয়াও, অল্প দিনেই, লাটিন ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন, এবং বর্জ্জিল নামক সুপ্রসিদ্ধ লাটিনকবির রচিত কাব্যের, ইঙ্গরেজী ভাষায়, পদ্যে অনুবাদ করিলেন। এই গ্রন্থ, মুদ্রিত হইয়া, সর্ব্বত্র আদর পূর্ব্বক পরিগৃহীত হইল। গ্রন্থকর্ত্তা কিছু টাকা পাইলেন। এই অর্থলাভ হওয়াতে, তাঁহার অতিশয় উৎসাহ বৃদ্ধি হইল।

গ্রাক ভাষায়, হোমর নামক মহাকবির রচিত ঈলিয়ড ও অডিসি নামক, দুই অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য আছে। ইঙ্গরেজী ভাষায়, পদ্যে ঐ দুই কাব্যের অনুবাদ করিবার নিমিত্ত, ওগিলবির অতিশয় ইচ্ছা হইল। এ পর্য্যন্ত, তিনি গ্রীক ভাষার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। এই সময়ে, তাঁহার চুয়ান্ন বৎসর বয়স হইয়াছিল; তথাপি তিনি গ্রীক

পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং, কিছু দিনের মধ্যেই, গ্রীক ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া, ঐ দুই মহাকাব্যের অনুবাদ করিয়া, মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। এই দুই গ্রন্থও, পণ্ডিতসমাজে, আদর পূর্ব্বক পরিগৃহীত হইল।

ইতোমধ্যে, ওগিলবি, পুনরায় ডবলিন নগরে গিয়া, এক নূতন নাট্যশালা স্থাপিত করিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট লাভও হইয়াছিল। বস্তুতঃ, এই সময়ে, ওগিলবি বিলক্ষণ সুখে ও সচ্ছন্দে ছিলেন; অর্থের অভাব জন্য কোনও ক্লেশ পান নাই। অবশেষে, ডবলিন নগরে ভূমি প্রভৃতি যে কিছু সম্পত্তি ছিল, সমুদয় বিক্রয় করিয়া, তিনি পুনরায় লণ্ডনে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার বাস করিবার অব্যবহিত পরেই, লণ্ডনে বিষম অগ্নিদাহ হইল; তাহাতে তাঁহার সর্ব্বস্ব দগ্ধ হইয়া গেল। অগ্নিদাহে সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে, তিনি পুনর্ব্বার, পূর্ব্বের ন্যায়, বিষম দুঃখে পড়িলেন।

এই রূপে, তিনি পুনরায় দুঃখে পড়িলেন বটে; কিন্তু, তাহাতে হতবুদ্ধি বা ভগ্নোৎসাহ হইলেন না; বরং, উৎসাহ ও পরিশ্রম সহকারে, গ্রন্থের অনুবাদ প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া, ত্বরায় গুছাইয়া উঠিলেন; কিঞ্চিৎ সংস্থান হইলে, পুনরায় বসতিবাটী নির্ম্মিত করাইলেন, এবং একটি ছাপাখানাও স্থাপিত করিলেন। ছাপাখানা দ্বারা, তিনি পুনরায় সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন। ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে ওগিলবির মৃত্যু হয়।

দেখ! ওগিলবি কেমন লোক। তিনি, কত বার, কত দুঃখে ও কত বিপদে পড়িলেন; কিন্তু, উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে, প্রতি বারেই, গুছাইয়া উঠিলেন; উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে, চল্লিশ বৎসরের অধিক বয়সে, লাটিন পড়িতে আরম্ভ করিয়া, তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইলেন; উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে, চুয়ান্ন বৎসর বয়সে, গ্রীক পড়িতে আরম্ভ করিয়া, তাহাতেও ব্যুৎপন্ন হইলেন; অগ্নিদাহে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল, কিন্তু, উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে, পুনরায় গৃহাদিনির্ম্মাণ ও সংস্থান করিয়া, শেষদশা, সুখে ও সচ্ছন্দে, অতিবাহিত করিলেন। ফলতঃ, কেবল উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে, তিনি, বৃদ্ধ বয়সে, বিলক্ষণ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, এবং, সুখে ও সচ্ছন্দে, কালযাপন করিতে পারিয়াছিলেন। যদি তিনি উৎসাহহীন ও পরিশ্রমকাতর হইতেন, তাহা হইলে, অধিক বয়সে লেখা পড়াও হইত না; এবং দুঃখেরও সীমা থাকিত না।

অতএব. উৎসাহ ও পরিশ্রম বিদ্যা ও সম্পত্তির মূল, তাহার সন্দেহ নাই।

লীডন

স্কট্‌লণ্ডের দক্ষিণ অংশে, ডেন্‌হলম নামে এক গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে লীডনের জন্ম হয়। লীডন অতি দুঃখীর সন্তান। তাঁহার পিতা, জন খাটিয়া, প্রতিদিন যাহা পাইতেন, তাহাতেই, অতি কষ্টে, সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করিতেন।

লীডনের জন্মের এক বৎসর পরে, তাঁহার পিতা, সপরিবারে, শ্বশুরালয়ে গিয়া, বাস করেন। তথায় তিনি ষোল বৎসর থাকেন। এই ষোল বৎসরের কিছু কাল, তিনি মেষরক্ষকের কর্ম্ম করেন, আর কিছু কাল, শ্বশুরের ক্ষেত্র সংক্রান্ত সমুদয় কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুর অন্ধ হইয়াছিলেন; সুতরাং, তিনি নিজে ক্ষেত্রের কোনও কর্ম্ম করিতে পারিতেন না।

এই স্থানে লীডন, তাঁহার মাতামহীর নিকটে, লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু শিখিয়াই, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার নিরতিশয় যত্ন হইল। অল্প দিনের মধ্যেই, তিনি অনেক শিখিয়া ফেলিলেন। কোনও বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে, উত্তম রূপে লেখা পড়া শিখা হয় না। কিন্তু, পিতা মাতার অসঙ্গতি প্রযুক্ত, কিছু কাল, তাঁহার সে সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না। পরে, দশ বৎসর বয়সের সময়, তিনি এক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন।

কিছু দিন পরেই, ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মৃত্যু হইল। সুতরাং, লীডনের লেখা পড়া শিখিবার যে সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহা গেল। কিন্তু, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও অনুরাগ জন্মিয়াছিল। শিখিবার সুযোগ গেল বলিয়া, তিনি এক বারে লেখা পড়া ছাড়িয়া দিলেন না; অন্যের সাহায্য না পাইয়াও, স্বয়ং যার পর নাই যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ডেন্‌হলম গ্রামে, ডঙ্কন নামে এক পাদরি ছিলেন। তিনি, কিছু দিন, লীডনকে লাটিন শিখাইলেন; আর, লীডন, স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া, বিনা সাহায্যে, গ্রীক শিখিলেন।

স্কট্‌লণ্ডের কৃষিজীবীরা যে বালককে বুদ্ধিমান ও লেখা পড়ায় যত্নবান দেখে, তাহাকে পাদরি করিবার নিমিত্ত যত্ন পায়। তাহার কারণ এই যে, অন্য অন্য কর্ম্ম অপেক্ষা, পাদরির কর্ম্ম অনায়াসে হইতে পারে। লীডনের পিতা, তাঁহার লেখা পড়ায় যত্ন ও শিখিবার ক্ষমতা দেখিয়া, মনে মনে বাসনা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পাদরি করিবেন।

তদনুসারে, তিনি, ঐ কর্ম্মের উপযোগী লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত, পুত্রকে এডিন্‌বরার কালেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন।

এ পর্য্যন্ত, লীডন ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই ; এক্ষণে, কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, মনের সাধে, লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন। তিনি কিছু কাল কালেজে থাকিয়া, অদ্ভুত পরিশ্রম সহকারে, লাটিন, গ্রীক, ফরাসি, জর্ম্মন, স্পানিশ, ইটালীয়, প্রাচীন আইস্‌লণ্ডিক, হিব্রু, আরবী, পারসী, এই দশ ভাষা, এবং ধর্ম্মনীতি ও গণিতবিদ্যা, উত্তম রূপে শিখিলেন ; এবং পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি আর কয়েক বিদ্যাও একপ্রকার শিখিয়া ফেলিলেন। যাহারা, উত্তর কালে পাদরি হইবার অভিপ্রায়ে, বিদ্যাভ্যাস করে, অধ্যাপকেরা, তাহাদের কাছে কিছু না লইয়া, শিক্ষা দিয়া থাকেন ; এই নিমিত্ত, লীডন এত শিখিতে পারিয়াছিলেন।

এইরূপে, পাঁচ ছয় বৎসর কালেজে থাকিয়া, লীডন বিলক্ষণ বিদ্যোপার্জ্জন করিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে, অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন, বিস্তর ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। তিনি যে সকল পুস্তক পড়িতেন, তাহার অধিকাংশই, অন্যের নিকট হইতে চাহিয়া আনিতেন। যে সকল পুস্তক চাহিয়া, পাওয়া যাইত না, তাহা কিনিতে হইত ; কিন্তু, কিনিবার সঙ্গতি ছিল না। যাহা কিছু তাঁহার হস্তে আসিত, আহার প্রভৃতির ক্লেশ সহ্য করিয়াও, তিনি, তাহার অধিকাংশ দ্বারা, পুস্তক কিনিতেন। লীডনের কষ্ট দেখিয়া, কালেজের এক অধ্যাপক, অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহাকে এক পড়ান কর্ম্ম জুটাইয়া দেন। তাহাতে লীডনের বিস্তর আনুকূল্য হইয়াছিল। বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া, যে সময় থাকিত, সে সময়ে তিনি, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, স্বয়ং লেখা পড়া করিতেন।

লীডন, অসাধারণ যত্নে, ও অসাধারণ পরিশ্রমে, যে অসাধারণ বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা, তিনি জনসমাজে বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পরিশ্রমের ও বিদ্যালাভের কথা যে শুনিত, সেই চমৎকৃত হইত ও প্রশংসা করিত। ক্রমে ক্রমে, সেই প্রদেশের অনেক বিদ্বান ও বিদ্যানুরাগী সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত, তাঁহার আলাপ হইল। তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ ও সমাদর করিতে লাগিলেন, এবং, যাহাতে তাঁহার ভাল হয়, সে বিষয়ে, সবিশেষ যত্নবান হইলেন।

কিছু দিন পরে, তিনি পাদরির কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন ; কিন্তু সে কর্ম্ম, তাঁহার মনোনীত না হওয়াতে, অল্প দিনের মধ্যেই, ছাড়িয়া দিলেন ; মনে মনে স্থির করিলেন, কাব্যরচনা করিব, এবং, তাহা বিক্রয় করিয়া, যাহা লাভ হইবেক, তাহাতেই জীবিকানির্ব্বাহ

করিব। কিন্তু, এই ব্যবসায় দ্বারা যে লাভের সম্ভাবনা ছিল, তাহাতে চলা ভার। এজন্য, তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে কোনও লাভকর বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা, ভারতবর্ষীয় কার্য্যপরিদর্শক সমাজের নিকট, লীডনের বিদ্যা, বুদ্ধি, ও স্বভাবের পরিচয় দিয়া, তাঁহাকে, কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া, ভারতবর্ষে পাঠাইবার নিমিত্ত, অনুরোধ করিলেন।

এই সময়ে, ভারতবর্ষে, ডাক্তরি ভিন্ন অন্য কর্ম্মের সুবিধা ছিল না। কিন্তু, চিকিৎসাবিদ্যায় পরীক্ষা দিয়া, উত্তীর্ণ হইয়া, প্রশংসাপত্র না পাইলে, কেহ ডাক্তরি কর্ম্ম পাইতে পারিত না। ইতঃপূর্ব্বে, লীডন চিকিৎসাবিদ্যারও কিছু কিছু অনুশীলন করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, রীতিমত, উক্ত বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলেন; এবং, অবিশ্রামে পরিশ্রম করিয়া, অল্প দিনের মধ্যেই, ঐ বিদ্যায় সুশিক্ষিত ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রশংসাপত্র পাইবা মাত্র, ডাক্তরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, ভারতবর্ষে আসিলেন।

লীডন, মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়া, কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু, সেখানকার জল বায়ু তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি, অবিলম্বে, নানা রোগে আক্রান্ত হইলেন; এজন্য, মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে, কিছু দিন, মালাকা উপদ্বীপে থাকিতে হইল। এই স্থানে থাকিয়া, স্বাস্থ্যলাভ করিয়া, তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালীন গবর্ণর জেনেরল, লার্ড মিণ্টো, তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া, আহ্লাদিত চিত্তে, তাঁহাকে, ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে, অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। কিছু দিন পরেই, তিনি চব্বিশ পরগণার জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

এই পদে অধিক বেতন ছিল। অধিক টাকা পাইলে, অনেকে বাবুগিরি করিয়া থাকেন। কিন্তু লীডন সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি বাবুগিরিতে এক পয়সাও ব্যয় করিতেন না; ন্যায্য ব্যয় করিয়া, বেতনের যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহার অধিকাংশই, এতদ্দেশীয় ভাষার ও বিদ্যার অনুশীলনে, এবং এতদ্দেশীয় পুস্তকের সংগ্রহ বিষয়ে, ব্যয় করিতেন। তিনি, এতদ্দেশীয় ভাষার ও বিদ্যার অনুশীলনে, যৎপরোনাস্তি যত্নবান হইয়াছিলেন; এক মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট না করিয়া, ঐ বিষয়েই সতত নিবিষ্ট থাকিতেন। এই সময়ে, তিনি এক আত্মীয়কে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন, যদি আমি, সর উইলিয়ম জোন্স অপেক্ষা, শতগুণ অধিক না শিখিয়া মরি, তাহা হইলে, কেহ যেন, আমার জন্যে, অশ্রুপাত না করে।

কিছু দিন পরেই, গবর্ণর জেনেরল, সৈন্য লইয়া, জাবাদ্বীপে যুদ্ধ করিতে গেলেন। লীডন ঐ দ্বীপের ভাষা, বিদ্যা, রীতি, নীতি অবগত হইবার অভিপ্রায়ে, ঐ সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। সেখানকার জল ও বায়ু অতিশয় অস্বাস্থ্যকর। কতিপয় দিবসের পরেই, তাঁহার কম্পজ্বর হইল। তিনি শয্যাগত হইলেন, এবং তিন দিনের জ্বরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। এই সময়ে, তাঁহার ছত্রিশ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছিল।

লীডন অতি দুঃখীর সন্তান। পিতা মাতার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, তাঁহাকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখান। কিন্তু তিনি কত ভাষা ও কত বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। অনুধাবন করিয়া দেখ, কেবল অসাধারণ যত্ন ও অসাধারণ পরিশ্রমের গুণেই, লীডন এই সমস্ত ভাষা ও এই সমস্ত বিদ্যা শিখিতে পারিয়াছিলেন।

জেঙ্কিন্স

কাফরিজাতি অতি নির্বোধ, কিছুই লেখা পড়া জানে না। অনেকে মনে করেন, এই জাতির বুদ্ধি এত অল্প যে, এতজ্জাতীয় কেহ কখনও লেখা পড়া শিখিতে পারিবেক না। কিন্তু, এক্ষণে যে বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিলে, এই ভ্রম দূর হইতে পারিবেক।

ইঙ্গরেজেরা, এক কাফরিরাজের রাজ্যে, বাণিজ্য করিতে যাইতেন। য়ুরোপীয় লোকেরা লেখা পড়া জানেন বলিয়া, কাফরিজাতি অপেক্ষা সকল অংশে উৎকৃষ্ট; ইহা দেখিয়া, কাফরিরাজ, আপন পুত্রকে লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত, নিরতিশয় ব্যগ্র হইলেন, এবং, স্কট্‌লণ্ডনিবাসী স্বানষ্টন নামক এক জাহাজী কাপ্তেনের নিকট, প্রস্তাব করিলেন, যদি আপনি আমার পুত্রকে, স্বদেশে লইয়া গিয়া, সুশিক্ষিত করিয়া আনিয়া দেন, তাহা হইলে, আমি আপনকার সবিশেষ পুরস্কার করিব। স্বানষ্টন কাফরিরাজের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

তিনি, কাফরিরাজের পুত্রকে স্বদেশে লইয়া গিয়া, তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার উচিত মত ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা দেখিতেছেন, এমন সময়ে, হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। কাফরিরাজের পুত্র বিষম বিপদে পড়িলেন। যাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইল; এখন

তাঁহাকে খাওয়ায় পরায়, অথবা লেখা পড়া শিখায়, এমন আর কেহ নাই; কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই।

এক পান্থনিবাসে স্বানষ্টনের মৃত্যু হয়। কাফরিরাজের পুত্র সেই স্থানেই কিছু দিন থাকিলেন। সেই পান্থনিবাসের কর্ত্রী, এক বিবি, তাঁহাকে নিতান্ত নিরাশ্রয় দেখিয়া, দয়া করিয়া, সেই কয় দিনের আহার দিয়াছিলেন।

তদনন্তর, স্বানষ্টনের নিকট কুটুম্ব এক কৃষক, সেই পান্থনিবাসে আসিয়া, কাফরিরাজের পুত্রকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। এই স্থানে তিনি কিছু দিন, রাখালের কর্ম্ম করিলেন।

রাজা নিজ পুত্রের কি নাম রাখিয়াছিলেন, তাহা পরিজ্ঞাত নহে। স্বানষ্টন তাঁহার নাম জেঙ্কিন্স রাখিয়াছিলেন। তদনুসারে, কাফরিরাজের পুত্র জেঙ্কিন্স নামেই প্রসিদ্ধ হইলেন। জেঙ্কিন্স দৃঢ়কায় হইলে, লেডলা নামক এক ব্যক্তি, তাঁহার উপর সদয় হইয়া, তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া রাখিলেন। এই স্থানে, তিনি সকল কর্ম্মই করিতে লাগিলেন; কখনও রাখালের কর্ম্ম করিতেন, কখনও কৃষকের কর্ম্ম করিতেন, কখনও সইসের কর্ম্ম করিতেন। তিনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন বলিয়া, তাঁহার বিশেষ কর্ম্ম এই নির্দিষ্ট ছিল, সর্ব্বপ্রকার সংবাদ লইয়া, হাইউইক নামক স্থানে যাইতে হইত।

এই সময়েই, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে, জেঙ্কিন্সের প্রথম অনুরাগ জন্মে। তাঁহার বিলক্ষণ স্মরণ ছিল, পিতা তাঁহাকে, বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত, পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু, বিদেশে আসিয়া, তিনি যেরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার আশা, এক বারেই, উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তথাপি, তিনি মনোমধ্যে স্থির করিয়াছিলেন, যদি কখনও সুযোগ পাই, যত দূর পারি, পিতার মানস পূর্ণ করিব। এক্ষণে, লেডলার পুত্রদিগকে লেখা পড়া করিতে দেখিয়া, তাঁহারও লেখা পড়া শিখিতে অতিশয় ইচ্ছা হইল। তিনি, সুযোগ ক্রমে, ঐ বালকদিগের নিকটে, উপদেশ লইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু, দিনের বেলায়, তাঁহার কিছু মাত্র অবসর থাকিত না; এ নিমিত্ত, নিয়মিত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, যখন শয়ন করিতে যাইতেন, সেই সময়ে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত, পাঠাভ্যাস করিতেন, এবং লিখিতে শিখিতেন।

এই রূপে, বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে তাঁহার অনুরাগপ্রকাশ হইলে, লেডলা তাঁহাকে এক বৈকালিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। জেঙ্কিন্স, সমস্ত দিন কর্ম্ম করিয়া, বিকালে ঐ বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতেন। তিনি, অল্প দিনের মধ্যেই, এমন লেখা পড়া

শিখিলেন যে, সকল লোক, দেখিয়া শুনিয়া, চমৎকৃত হইলেন। এই সময়ে এক সমবয়স্ক, বালকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা জন্মে। এই বালক বন্ধু, তাঁহার লেখা পড়া শিখিবার বিষয়ে, বিস্তর আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

কিছু দিন পরে, জেঙ্কিন্স মনক্রিফ নামক এক ব্যক্তির নিকট পরিচিত হইলেন। এই ব্যক্তি অতি দয়ালু ও অতি সৎস্বভাব ছিলেন। ইনি, পরিচয়দিবস অবধি, জেঙ্কিন্সকে যথেষ্ট স্নেহ, এবং, তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে, যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন। এই রূপে, পূর্ব্বোক্ত বালক বন্ধুর ও এই দয়ালু ব্যক্তির সাহায্য পাইয়া, এবং যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া, তিনি একপ্রকার কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে, কোনও নিকটবর্ত্তী বিদ্যালয়ে, এক শিক্ষকের পদ শূন্য হইল। যাঁহাদের উপর শিক্ষক নিযুক্ত করিবার ভার ছিল, তাঁহারা কর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদিগের পরীক্ষার দিননিরূপণ পূর্ব্বক, ঘোষণা করিয়া দিলেন। নিরূপিত দিনে, জেঙ্কিন্সও, কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষায়, পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইলেন। যত জন পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিল, পরীক্ষকদিগের বিবেচনায়, তিনি সর্ব্বাপেক্ষায় উৎকৃষ্ট হইলেন। তখন তিনি, কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম স্থির করিয়া, প্রফুল্ল মনে, গৃহে গমন করিলেন।

জেঙ্কিন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও, অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে ঐ কর্ম্ম দিতে অসম্মত হইলেন। তাঁহারা, কাফরিকে শিক্ষকের কর্ম্মে নিযুক্ত করা অযুক্ত বিবেচনা করিয়া, অন্য এক ব্যক্তিকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। জেঙ্কিন্স মনস্তাপে ম্রিয়মাণ হইলেন। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তথাপি কর্ম্ম পাইলেন না; ইহা দেখিয়া, সে স্থানের সম্ভ্রান্ত লোকেরা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন; এবং, জেঙ্কিন্সের মনস্তাপনিবারণের নিমিত্ত, সেই বিদ্যালয়ের নিকটেই, আর এক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া, তাঁহাকে শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। জেঙ্কিন্স, এই বিদ্যালয়ে, এমন সুন্দর শিক্ষা দিতে লাগিলেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই, পূর্ব্বতন বিদ্যালয়ের সমুদয় ছাত্র, তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিতে আসিল।

এই রূপে শিক্ষকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াও, তিনি স্বয়ং শিক্ষা করিতে বিরত হইলেন না। কিঞ্চিৎ দূরে অন্য এক বিদ্যালয় ছিল; তথাকার অধ্যাপক বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। জেঙ্কিন্স যাহা শিক্ষা করিতেন, প্রতি শনিবার, অবাধে, সেই বিদ্যালয়ে গিয়া, তথাকার অধ্যাপকের নিকট, পরীক্ষা দিয়া আসিতেন। দুই তিন বৎসর কর্ম্ম করিয়া, তিনি কিঞ্চিৎ সংস্থান করিলেন।

এ পর্য্যন্ত, জেঙ্কিন্স যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাকে পণ্ডিত বলা যাইতে পারে। কিন্তু, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহার আরও অধিক শিক্ষার বাসনা হইল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, কিছু দিনের জন্যে, প্রতিনিধি দিয়া, ছুটী লইব, এবং, কোনও প্রধান বিদ্যালয়ে থাকিয়া, ভাল করিয়া, লেখা পড়া শিখিব।

অনন্তর তিনি, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষবর্গের নিকটে, আপন প্রার্থনা জানাইলেন। অধ্যক্ষেরা তাঁহার অতিশয় আদর ও সম্মান করিতেন। তাঁহারা, সন্তুষ্ট চিত্তে, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। পরে, তাঁহার প্রধান সহায়, পরম দয়ালু, মনক্রিফ মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া, তিনি, এডিনবরা নগরে গমন করিলেন, এবং, তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, শীত কয় মাস তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক, নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেন।

বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং, পুনর্ব্বার, পূর্ব্ববৎ যথানিয়মে, যথোপযুক্ত মনোযোগ সহকারে, বিদ্যালয়ের কার্য্য করিতে লাগিলেন।

জেঙ্কিন্স, স্বভাবতঃ, অতি সুশীল ও সচ্চরিত্র, অতি নম্র ও নিরহঙ্কার, এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে তাঁহার সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল। কি রাখাল, কি কৃষক, কি শিক্ষক, যখন যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি সেই কর্ম্মই, যথোচিত যত্ন ও মনোযোগ পূর্ব্বক, সম্পন্ন করিয়াছেন, কখনও, কিঞ্চিন্মাত্র আলস্য বা ঔদাস্য করেন নাই। এজন্য, তিনি সকল লোকেরই বিলক্ষণ আদরণীয় ও স্নেহভাজন হইয়াছিলেন।

সমুদয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, জেঙ্কিন্স অতি আশ্চর্য্য লোক। দেখ! লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, পিতা তাঁহাকে বিদেশে পাঠাইয়া দেন। যে ব্যক্তি তাঁহার ভার লইয়াছিলেন, সহসা সেই ব্যক্তির মৃত্যু হওয়াতে, তিনি, এক বারে, নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন; কাহারও সহিত পরিচয় ছিল না; কাহারও কথা বুঝিতে পারিতেন না; অন্ন বস্ত্র দেয়, এমন কেহ ছিল না; কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, তাহার কিছুই ঠিকানা ছিল না। যাঁহারা, দয়া করিয়া, অন্ন বস্ত্র দিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাটীতে রাখালের কর্ম্ম, কৃষকের কর্ম্ম, সইসের কর্ম্ম করিতে হইয়াছিল। ফলতঃ, রাজপুত্র হইয়া, কেহ কখনও এমন দুরবস্থায় পড়ে না। কিন্তু, ইচ্ছা ও যত্ন ছিল বলিয়া, তিনি কেমন লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন।

যাহারা মনে করে, দুঃখে পড়িলে লেখা পড়া হয় না; অথবা, যাহারা, দুঃখে পড়িয়া, লেখা পড়া ছাড়িয়া দেয়; তাহাদের পক্ষে, মন দিয়া, জেঙ্কিন্সের বৃত্তান্ত পাঠ করা আবশ্যক।

উইলিয়ম গিফোর্ড

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ডিবনশায়র প্রদেশে, অশবর্টন নামে এক নগর আছে। তথায় গিফোর্ডের জন্ম হয়। গিফোর্ডের পিতা সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন লোক ছিলেন; কিন্তু, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতব্যয়িতা দ্বারা, নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া গিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর বয়স না হইতেই, তাঁহার মৃত্যু হইল। এই সময়ে, গিফোর্ডের তের বৎসর মাত্র বয়স। তিনি অতিশয় দুঃখে পড়িলেন। তাঁহার পিতা সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং, প্রতিপালনের কোনও উপায় ছিল না; এবং, এমন কোনও আত্মীয়ও ছিলেন না যে, তাঁহার প্রতিপালনের ভার লয়েন।

কারলাইল নামে এক ব্যক্তি তাঁহাদের আত্মীয় ছিলেন। তিনি গিফোর্ডকে কহিলেন, আমি তোমার জননীকে কিছু টাকা ধার দিয়াছিলাম, তিনি তাহা পরিশোধ করিয়া যান নাই। তিনি, এই ছল করিয়া, অবশিষ্ট যা কিছু ছিল, সমুদয় লইলেন, এবং গিফোর্ডকে আপন বাটীতে লইয়া রাখিলেন। গিফোর্ড, ইতঃপূর্ব্বে, কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন; এক্ষণে, কারলাইল, তাঁহাকে, অধ্যয়নের জন্য, বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু, আর খরচ যোগাইতে পারা যায় না বলিয়া তিন চারি মাসের মধ্যেই, তাঁহাকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লইলেন।

কারলাইল, এই রূপে গিফোর্ডকে পাঠশালা হইতে ছাড়াইয়া লইয়া, কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত করা স্থির করিলেন। কিন্তু, পূর্ব্বে তাঁহার বক্ষঃস্থলে এক আঘাত লাগিয়াছিল, লাঙ্গলচালন প্রভৃতি উৎকট পরিশ্রমের কর্ম্ম তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া কঠিন। এই নিমিত্ত, কারলাইল কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত করার পরামর্শ পরিত্যাগ করিলেন। পরে, তিনি তাঁহাকে এক ব্যক্তির নিকটে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই ব্যক্তি অতি দূর দেশান্তরে বাণিজ্য করিতেন। ইনি গিফোর্ডকে নিযুক্ত করিলে, ইঁহার বাণিজ্য স্থানে গিয়া, তাঁহাকে থাকিতে হইত। কিন্তু, ঐ ব্যক্তি, গিফোর্ডকে নিতান্ত বালক দেখিয়া, কারলাইলের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

তৎপরে, কারলাইল তাঁহাকে, ব্রিক্সহম বন্দরের এক জাহাজে, নিযুক্ত কারয়া দিলেন। গিফোর্ড কহিয়াছেন, আমি, জাহাজে নিযুক্ত হইয়া, যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়াছিলাম; কিন্তু, আমি যে লেখা পড়া করিতে পাইতাম না, সেই ক্লেশ সর্ব্বাপেক্ষায়

অধিক বোধ হইয়াছিল। কারলাইল, গিফোর্ডকে জাহাজে নিযুক্ত করিয়া দিয়া, এক বারও তাঁহার সংবাদ লইতেন না।

ব্রিক্‌সহমের জেলের মেয়েরা, সপ্তাহে দুই বার, অশবর্টনে মৎস্যবিক্রয় করিতে যাইত। তাহারা, গিফোর্ডের ক্লেশ দেখিয়া, দুঃখিত হইয়া, অশবর্টনে সকলের কাছে গল্প করিত। ঐ সকল গল্প শুনিয়া, গিফোর্ডের অন্য অন্য আত্মীয়েরা কারলাইলের অতিশয় নিন্দা করিতে লাগিলেন। তখন কারলাইল, তাঁহাকে আনিয়া, পুনরায়, এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে দিলেন।

গিফোর্ড লেখা পড়ায় বিলক্ষণ অনুরক্ত ছিলেন; এক্ষণে, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, নিরতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি কহিয়াছেন, আমি, অল্প দিনের মধ্যেই, এত শিখিয়া ফেলিলাম যে, বিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্র বলিয়া গণ্য হইলাম, এবং, আবশ্যক মতে, মধ্যে মধ্যে, শিক্ষকের সহকারিতা করিতে লাগিলাম। যখন যখন সহকারিতা করিতাম, শিক্ষক মহাশয় আমাকে কিছু কিছু দিতেন। আমি মনে মনে স্থির করিলাম, রীতিমত ইঁহার সহকারী নিযুক্ত হইব; এবং, অবকাশকালে, অন্য অন্য ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিব। এই দ্বিবিধ কর্ম্ম করিয়া, যাহা পাইব, তাহা দ্বারা, অনায়াসে, খাওয়া, পরা, ও লেখা পড়ার ব্যয়নির্বাহ করিতে পারিব। আর, আমার প্রথম শিক্ষক বৃদ্ধ ও রুগ্ন হইয়াছিলেন; সুতরাং, তিনি যে অধিক দিন বাঁচিবেন, এমন সম্ভাবনা ছিল না। আমি মনে মনে আশা করিয়াছিলাম, তাঁহার মৃত্যু হইলে, তদীয় পদে নিযুক্ত হইতে পারিব। এই সময়ে, আমার বয়স পনর বৎসর মাত্র।

আমি কারলাইলকে এই সকল কথা জানাইলাম। কারলাইল শুনিয়া, অতিশয় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া, কহিলেন, তুমি যথেষ্ট শিখিয়াছ; যত শিক্ষা করা আবশ্যক, তাহা অপেক্ষা, তোমার শিক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। আমার যাহা কর্ত্তব্য, করিয়াছি; এক্ষণে, তোমায় এক পাদুকাকারের বিপণিতে নিযুক্ত করিয়া দিতেছি। তথায় থাকিয়া, মনোযোগ দিয়া, কাজ শিখিলে, উত্তর কালে, অনায়াসে, জীবিকানির্বাহ করিতে পারিবে। আমি শুনিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলাম। এরূপ জঘন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে আমার কোনও মতে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু, তৎকালে, সাহস করিয়া, আপত্তি বা অনিচ্ছাপ্রকাশ করিতে পারিলাম না। অনন্তর, ছয় বৎসরের নিমিত্ত, এক পাদুকাকারের বিপণিতে নিযুক্ত হইলাম।

এই জঘন্য ব্যবসায়ের উপর আমার অতিশয় ঘৃণা ছিল; সুতরাং, শিখিবার নিমিত্ত, যত্ন ও প্রবৃত্তি হইত না; এবং, ভাল করিয়া, শিখিতেও পারিতাম না। প্রথম শিক্ষকের

মৃত্যু হইলে, তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিব, এই যে আশা করিয়াছিলাম, এখনও আমার সে আশা যায় নাই। এজন্য, কর্ম্ম করিয়া অবসর পাইলেই, লেখা পড়া করিতাম; কিন্তু, দুর্ভাগ্য ক্রমে, প্রায় অবসর পাইতাম না। আমায়, অবসর কালে, পড়িতে দেখিলে, প্রভু অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন, এবং, যাহাতে অবসর না পাই, এরূপ চেষ্টা করিতেন। কি অভিপ্রায়ে তিনি এরূপ করেন, আমি প্রথমে তাহা বুঝিতে পারি নাই। অবশেষে, অনুসন্ধান করিয়া, জানিতে পারিলাম, আমি, যে কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষায়, লেখা পড়ায় যত্ন করিতেছিলাম, তিনি, আপন কনিষ্ঠ পুত্রকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ সচেষ্ট ছিলেন।

এই সময়ে, এক স্ত্রীলোক, অনুগ্রহ করিয়া, আমায় একখানি বীজগণিত পুস্তক দিয়াছিলেন। এই বীজগণিত ভিন্ন, আমার নিকটে, আর কোনও পুস্তক ছিল না; প্রথমে উপক্রমণিকা না পড়িলে, ঐ পুস্তক পড়িতে পারা যায় না। কিন্তু, আমার নিকটে বীজগণিতের উপক্রমণিকা ছিল না; আর, ঐ পুস্তক কিনিতে পারি, এমন সঙ্গতিও ছিল না। আমার প্রভু আপন পুত্রকে একখানি উপক্রমণিকা কিনিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি সাবধানে গোপন করিয়া রাখিতেন, আমায়, কোনও ক্রমে, ঐ পুস্তক দেখিতে দিতেন না। তিনি যে স্থানে লুকাইয়া রাখিতেন, আমি তাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম; সন্ধান পাইয়া, কয়েক দিন, প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, পুস্তক খানি পড়িয়া লইলাম।

ঐ পুস্তক পড়িয়া, বীজগণিতপাঠে অধিকারী হইলাম, এবং, যত্ন পূর্ব্বক, পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম; কিন্তু, অতিশয় অসুবিধা ঘটিল। অঙ্ক কসিবার নিমিত্ত, কালি, কলম, ও কাগজ নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু, ঐ সময়ে, আমার এক পয়সারও সঙ্গতি ছিল না; এবং, এমন কোনও আত্মীয়ও ছিলেন না যে, কিছু দিয়া সাহায্য করেন; সুতরাং, ঐ সমুদয়ের সংযোগ ঘটিয়া উঠিত না। পরিশেষে, অনেক ভাবিয়া, এক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। চর্ম্মখণ্ডকে মসৃণ করিয়া কাগজ করিয়া লইতাম, এবং ভোঁতা আল লইয়া কলম করিতাম। এই রূপে, মসৃণ চর্ম্মখণ্ডের উপর, অঙ্ক কসিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু, ইহা অতিশয় গোপনে সম্পন্ন করিতে হইত; কারণ, আমার প্রভু জানিতে পারিলে, নিঃসন্দেহ, বন্ধ করিয়া দিতেন ও তিরস্কার করিতেন।

এ পর্য্যন্ত, গিফোর্ড যৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন। অতঃপর তদীয় ক্লেশের কিঞ্চিৎ লাঘব হইল। তাঁহার এক পরিচিত ব্যক্তি শ্লোকরচনা করিয়াছিলেন।

তাহা দেখিয়া তাঁহারও শ্লোকরচনা করিতে ইচ্ছা হয়, এবং, অবিলম্বে, কতকগুলি শ্লোকের রচনা করেন। তিনি আপন সহচরদিগকে স্বরচিত শ্লোকগুলি শুনাইতেন। শুনিয়া, সকলে প্রশংসা করিতেন। কেহ কেহ কিছু পুরস্কার দিতেন। এক দিন, বিকাল বেলায়, তিনি চারি আনা পান। মধ্যে মধ্যে, তিনি, এই রূপে, কিছু কিছু পাইতে লাগিলেন। যাঁহার এক পয়সা পাইবারও উপায় ছিল না; মধ্যে মধ্যে এরূপ প্রাপ্তি, তাঁহার পক্ষে, ঐশ্বর্য্যলাভ বলিয়া জ্ঞান হইত। এ পর্য্যন্ত, কালি, কলম, কাগজ, ও পুস্তকের অভাবে, তাঁহার লেখা পড়ার অতিশয় ব্যাঘাত হইত; এক্ষণে, আবশ্যক মত, কিছু কিছু কিনিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে, শ্লোকরচনা ও শ্লোকপাঠ করিয়া, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লাভ, প্রভুর ভয়ে অতি গোপনে, সম্পন্ন করিতে হইত।

দুর্ভাগ্য ক্রমে, এই বিষয়, অধিক দিন, গোপনে রহিল না; ক্রমে তাঁহার প্রভুর কর্ণগোচর হইল। আমার কাজের ক্ষতি করিয়া, এই সকল করিয়া বেড়ায়, এই মনে করিয়া, তিনি তাঁহার রচিত শ্লোক সকল, এবং কাগজ, কলম, কালি, পুস্তক, সমস্ত কাড়িয়া লইলেন, এবং, যথোচিত তিরস্কার করিয়া, এক বারে তাঁহার লেখা পড়া রহিত করিয়া দিলেন।

এই সময়েই, তাঁহার প্রথম শিক্ষকের মৃত্যু হইল। তাঁহার স্থলে অন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইলেন। এ পর্য্যন্ত, তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইবার যে আশা করিয়াছিলেন, সে আশা এক বারে উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই দুই ঘটনা দ্বারা, তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও সর্ব্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইলেন। তিনি, মনের দুঃখে, কাহারও নিকটে যাইতেন না, কর্ম্মের সময় কর্ম্ম মাত্র করিতেন, অবশিষ্ট সময়ে, একাকী বিরস বদনে বসিয়া থাকিতেন। ফলতঃ, এই সময়ে, তাঁহার মনোদুঃখের আর সীমা ছিল না।

গিফোর্ডের মনোদুঃখের বিষয়, কর্ণপরম্পরায়, কুক্স্লি নামক এক ব্যক্তির কর্ণগোচর হইল। তিনি, গিফোর্ডের মনোদুঃখের কথা শুনিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন। গিফোর্ডের মুখে, তদীয় অবস্থাসংক্রান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় দয়া উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, গিফোর্ডের দুঃখ দূর করিব, এবং উহাকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইব। তদনুসারে তিনি, স্বীয় আত্মীয়বর্গের মধ্যে চাঁদা করিয়া, কিছু টাকার সংগ্রহ করিলেন।

যে নিয়মে গিফোর্ড পূর্ব্বোক্ত পাদুকাকারের বিপণিতে নিযুক্ত হন, তদনুসারে তাঁহাকে, আরও কিছু দিন, তথায় থাকিতে হইত। কুক্স্লি, তাহাকে যাটি টাকা দিয়া,

গিফোর্ডকে ছাড়াইয়া আনিলেন, অধ্যয়নের নিমিত্ত, এক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন, এবং তাঁহার সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, গিফোর্ডের বয়স কুড়ি বৎসর। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে গিফোর্ডের অতিশয় যত্ন ছিল, কেবল সুযোগ ঘটে নাই বলিয়া, এ পর্য্যন্ত তিনি উত্তমরূপ শিক্ষা করিতে পারেন নাই। এক্ষণে, দয়াশীল কুক্স্লি ও তদীয় আত্মীয়বর্গের অনুগ্রহে, বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, লেখা পড়া বিষয়ে, তিনি এত যত্ন ও এত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অনুগ্রাহকবর্গ, দেখিয়া শুনিয়া, নিরতিশয় প্রীত হইলেন।

এই রূপে, আন্তরিক যত্ন সহকারে, দুই বৎসর দুই মাস অধ্যয়ন করিয়া, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার উপযুক্ত হইলেন। কুক্স্লি তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহার নিশ্চিত বোধ হইয়াছিল, গিফোর্ড, অনায়াসে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র পাইতে পারিবেন; এজন্য, তিনি স্থির করিয়াছিলেন, যত দিন গিফোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রশংসাপত্র না পান, তত দিন, সমুদয় ব্যয় দিয়া, তাঁহাকে অধ্যয়ন করাইবেন। কুক্স্লির নিতান্ত অভিলাষ, গিফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র পান; কারণ তাহা হইলেই, তিনি, সকলের নিকট, বিদ্বান বলিয়া গণনীয় ও মাননীয় হইবেন।

গিফোর্ড, বিশিষ্টরূপ বিদ্যালাভের নিমিত্ত, যেমন ব্যগ্র ছিলেন, তাঁহার সৌভাগ্য ক্রমে, তেমনই সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। তিনি, কুক্স্লির অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই গিফোর্ডের প্রশংসাপত্র পাইবার পূর্ব্বেই কুক্স্লির মৃত্যু হইল। কিছু দিন পরে, গিফোর্ড প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইলেন। কুক্স্লি এই সময়ে জীবিত থাকিলে, তাঁহার আহ্লাদের ও সুখের সীমা থাকিত না।

কুক্স্লি গিফোর্ডের প্রতি যেরূপ দয়া ও স্নেহ করিতেন, এবং, তাঁহার ভাল করিবার নিমিত্ত, যেরূপ যত্নবান ছিলেন, অন্য ব্যক্তির সেরূপ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং, কুক্স্লির মৃত্যু, গিফোর্ডের পক্ষে, বজ্রাঘাতের তুল্য হইল। কিন্তু, কুক্স্লির মৃত্যু হওয়াতে, গিফোর্ড নিতান্ত নিঃসহায় হইলেন না। গ্রাসবিনর নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সহায় হইলেন। গিফোর্ডের ভাল করিবার বিষয়ে, ইঁহার, কুক্স্লি অপেক্ষা, অধিক ক্ষমতা ছিল। এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহায়তাতে, গিফোর্ডের উত্তরোত্তর ভাল হইতে লাগিল। তিনি, ক্রমে ক্রমে, পণ্ডিতসমাজে গণনীয় ও প্রশংসনীয় হইলেন, এবং, বিদ্যার বলে, ও পরিশ্রমের গুণে, বিলক্ষণ ধনোপার্জ্জন করিয়া, পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে, বিদ্যা, খ্যাতি, সুখ, সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া, গিফোর্ড, একাত্তর বৎসর বয়সে, তনুত্যাগ করেন। তিনি, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও, বিস্মৃত হন নাই যে, কেবল কুক্‌স্লির দয়া ও স্নেহই তাঁহার বিদ্যা, সুখ, সম্পত্তি, সমুদয়ের মূল। এই নিমিত্ত, মৃত্যুকালে, তিনি আপন সমস্ত সম্পত্তি সেই পরম দয়ালু মহাত্মার পুত্রকে দান করিয়া যান। কৃতজ্ঞতার ঈদৃশ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল।

অতি অল্প বয়সে, গিফোর্ডের পিতৃবিয়োগ হয়। সহায়, সম্পত্তি, কিছুই ছিল না। তিনি বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, কত কষ্ট পাইয়াছিলেন। বাল্যকাল অবধি, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কারলাইল, সে বিষয়ে অনুকূল না হইয়া, বরং পূর্ব্বাপর প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে, তিনি তাঁহাকে পাদুকাকারের বিপণিতে নিযুক্ত করিয়া দেন। তথায় তাঁহার দুরবস্থার সীমা ছিল না। বাস্তবিক, তিনি, কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, যৎপরোনাস্তি ক্লেশে কালযাপন করিয়াছিলেন।

কিন্তু, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে, তাঁহার পূর্ব্বাপর সমান অনুরাগ ছিল। ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার যে আন্তরিক যত্ন ছিল, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে, তাঁহার সে যত্নের অণুমাত্র ন্যূনতা হয় না। এই আন্তরিক যত্নের গুণেই, তিনি বিদ্যালাভ, খ্যাতিলাভ, ও সম্পত্তিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা যথার্থ বটে, কুক্‌স্লি তাঁহার যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিলেন, এবং, সেই আনুকূল্য না পাইলে, তিনি কখনও এরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না; কিন্তু, তাঁহার আন্তরিক যত্নই কুক্‌স্লির আনুকূল্যের মূল। লেখা পড়া বিষয়ে তাদৃশ আন্তরিক যত্ন না দেখিলে, কুক্‌স্লি কখনই তাঁহার প্রতি সেরূপ দয়াপ্রকাশ ও স্নেহপ্রদর্শন করিতেন না। অতএব, দেখ, আন্তরিক যত্ন থাকিলে, বিদ্যা, খ্যাতি, সম্পত্তি, সকলই লব্ধ হইতে পারে; অবস্থার বৈগুণ্য কদাচ প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।

উইঙ্কিলমন

প্রুশিয়ার অন্তঃপাতী ষ্টেণ্ডল নগরে, উইঙ্কিলমনের জন্ম হয়। ইনি অতি দুঃখীর সন্তান। ইঁহার পিতা, চর্ম্মপাদুকার গঠন ও বিক্রয় দ্বারা, সংসারযাত্রানির্বাহ করিতেন। উইঙ্কিলমনকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত, তাঁহার অতিশয় অভিলাষ ও

যত্ন ছিল। এজন্য কষ্টস্বীকার করিয়াও, তিনি তাঁহাকে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে দিয়াছিলেন। কিন্তু, অল্প দিনের মধ্যেই, উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া, তাঁহাকে হাঁস্পাতালে গিয়া থাকিতে হইল। সুতরাং, পুত্রের লেখা পড়ার ব্যয়নির্বাহ করিতে পারা দূরে থাকুক, সংসার চলাই ভার হইয়া উঠিল।

অতঃপর, উইঙ্কিলমন কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে না পারিলে, তাঁহার পিতার চলা ভার। বিদ্যাভ্যাসে বিসর্জ্জন দিয়া, উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখা, তাঁহার পক্ষে, নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। কিন্তু, তাঁহার একান্ত অভিলাষ, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখেন। সুতরাং, তিনি কোনও মতে, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে সম্মত ছিলেন না। তিনি সুশীল, পরিশ্রমী, ও লেখা পড়ায় অতিশয় যত্নবান ছিলেন; এজন্য, তাঁহার অধ্যাপকেরা তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। এই সময়ে, তাঁহারা, দয়া করিয়া, কিছু কিছু আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। আর, তিনি নিজেও, অল্পপাঠী বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া, কিছু কিছু পাইতে লাগিলেন।

এই রূপে, যে আয় হইতে লাগিল, তদ্দ্বারা পিতার ও নিজের সমুদয় ব্যয়ের নির্বাহ হইয়া উঠা কঠিন। সুতরাং, আর কিছু আয় না হইলে চলে না। কিন্তু, তিনি আর কোনও আয়ের সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, রাত্রিতে, পথে পথে গান করিয়া, ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে কিছু কিছু আয় হইতে লাগিল, এবং, দিনের বেলায়, বিদ্যালয়ে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে পড়া শুনাও চলিতে লাগিল। এই রূপে, অধ্যাপকদিগের আনুকূল্য পাইয়া, ও স্বয়ং কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া, আপনার ও পিতার ভরণ পোষণ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, বিদ্যালয়ের বালকের পক্ষে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর আর কিছুই হইতে পারে না।

দেখ, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে, উইঙ্কিলমনের কেমন যত্ন ছিল। কত কষ্ট পাইয়াছিলেন, তথাপি লেখা পড়া ছাড়েন নাই। প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, পরিশেষে, তিনি এক জন অতি প্রসিদ্ধ প্রধান পণ্ডিত হইয়াছিলেন।

উইলিয়ম পষ্টেলস

ফ্রান্সের অন্তঃপাতী নর্ম্মণ্ডি প্রদেশে, ডলেরি নামে এক গ্রাম আছে। পষ্টেলস সেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। একে অতি দুঃখীর সন্তান; তাহাতে আবার, নিতান্ত শৈশব অবস্থায়, পিতৃবিয়োগ হয়; সুতরাং, ইঁহার প্রতিপালনের, অথবা লেখা পড়া শিখিবার, কোনও উপায় ছিল না। যাহা হউক, সুযোগ মতে, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া, ইনি লেখা পড়ায় এমন অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিলে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কিছুই থাকিত না; তিনি, আহারের সময়, আহার করিতে ভুলিয়া যাইতেন। কিন্তু, দুঃখীর সন্তান বলিয়া, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার সুবিধা হয় না। পারিস নগরে গেলে, লেখা পড়ার সুবিধা হইতে পারিবেক, এই ভাবিয়া, তিনি পারিস যাত্রা করিলেন।

দুর্ভাগ্য ক্রমে, পথে দস্যুদলে আক্রমণ করিল; সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, সমুদয় কাড়িয়া লইল; এবং অতিশয় প্রহার করিল। শরীরে এত আঘাত লাগিয়াছিল যে, তাঁহাকে, এক হাঁস্পাতালে গিয়া, কিছু কাল থাকিতে হইল। তিনি, তথায় দুই বৎসর থাকিয়া, সুস্থ হইলেন, এবং সুস্থ হইয়া, পুনরায় পারিস যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু, কি খাইয়া, কি পরিয়া, পারিস যাইবেন, তাহার কোনও সংস্থান ছিল না। সেই সময়ে, ক্ষেত্রের শস্য পাকিয়া উঠিয়াছিল। শস্য কাটিবার নিমিত্ত, অনেকের ঠিকা লোক নিযুক্ত করিবার আবশ্যকতা দেখিয়া, তিনি ঐ ঠিকা কর্ম্ম করিতে লাগিলেন; এবং, কয়েক দিন কর্ম্ম করিয়া, পাথেয়ের সংস্থান ও পরিধেয় বস্ত্রের সংগ্রহ পূর্ব্বক, পারিস যাত্রা করিলেন। পারিসে উপস্থিত হইয়া, তিনি লেখা পড়া শিখিবার ভাল সুযোগ করিতে পারিলেন না; পরিশেষে, অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, এক বিদ্যালয়ে পরিচারক নিযুক্ত হইলেন। এখানে থাকিলে, লেখা পড়ার অনেক সুবিধা হইবেক, এই ভাবিয়া, তিনি ঐ নীচ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ, তিনি, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, এত উৎসুক ছিলেন যে, ঐ নীচ কর্ম্ম পাইয়াও, সৌভাগ্যজ্ঞান করিয়াছিলেন। তিনি যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, তাহাতে অবসর পাওয়া দুর্ঘট; অত্যল্প মাত্র যে অবসর পাইতেন, তাহাতেই তিনি কিছু কিছু শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, লেখা পড়ায় আন্তরিক যত্ন থাকার এমনই গুণ যে, এই ব্যক্তি, ক্রমে ক্রমে, এক জন অতি প্রধান পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অসাধারণ বিদ্যার বিষয় ফ্রান্সের

অধিপতি প্রথম ফ্রান্সিসের গোচর হইলে, তিনি তাঁহাকে, আরবী, পারসী প্রভৃতি গ্রন্থ সংগ্রহের ভার দিয়া, লিবাণ্ট প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন। পষ্টেলস সে বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা ও নৈপুণ্যপ্রদর্শন করাতে, প্রধান রাজমন্ত্রী তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি, লিবাণ্ট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, ঐ রাজমন্ত্রীর অনুগ্রহে, এক অতি প্রধান পদে নিযুক্ত হইলেন।

এড্রিয়ন

হলণ্ডের অন্তঃপাতী উইট্রিক্ট নগরে, এড্রিয়নের জন্ম হয়। ইহার পিতা অতি দুঃখী ছিলেন; নৌকানির্ম্মাণের ব্যবসায় করিয়া, কষ্টে সংসারনির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা, পুত্রকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখান। কিন্তু, লেখা পড়ার ব্যয়নির্বাহ করেন, এমন সংস্থান ছিল না। লুবেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে, কতকগুলি বালককে বিনা ব্যয়ে, শিক্ষা দিবার নিয়ম ছিল; সুযোগ করিয়া, তিনি এড্রিয়নকে তথায় প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন।

এই স্থলে অধ্যয়নকালে, এড্রিয়নের রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িবার সঙ্গতি ছিল না। কিন্তু, লেখা পড়ায় অতিশয় অনুরাগ ছিল বলিয়া, তিনি আলস্যে কালহরণ করিতেন না। গিরজার দ্বারে, ও পথের ধারে, সমস্ত রাত্রি, আলো জ্বলিত। তিনি, পুস্তক লইয়া, তথায় গিয়া, সেই আলোকে পাঠ করিতেন। এড্রিয়ন, এইরূপ কষ্টে থাকিয়াও, কেবল আন্তরিক যত্নের গুণে, অসাধারণ বিদ্যোপার্জ্জন করিলেন, এবং, পাদরির কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। উত্তরোত্তর, তাঁহার পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি, বিদ্বান ও সচ্চরিত্র বলিয়া, সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, স্পেনের রাজকুমারের শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, এবং, সেই রাজকুমার সম্রাট হইলে পর, তাঁহার সহায়তায়, পরিশেষে, পোপের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

লেখা পড়ায় আন্তরিক যত্ন থাকার কি অনির্বচনীয় গুণ! দেখ, যে ব্যক্তি অতি দুঃখীর সন্তান; যাঁহার, রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিয়া, পড়িবার সঙ্গতি ছিল না; সেই ব্যক্তি, কেবল আন্তরিক যত্ন ছিল বলিয়া, কেমন অসাধারণ বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং, অসাধারণ বিদ্যার বলে, কেমন উচ্চ পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন।

প্রিডো

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী করনওয়াল প্রদেশে, পডষ্টৌ নামে এক নগর আছে। ঐ নগরে প্রিডোর জন্ম হয়। ইহার পিতার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, ইঁহাকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখান। কোনও বিদ্যালয়ে রাখিয়া, সামান্যরূপ কিছু শিখানও, তাঁহার পক্ষে, দুঃসাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু প্রিডোর লেখা পড়ায় আন্তরিক যত্ন ছিল। বাটীতে থাকিয়া, লেখা পড়া শিখিবার কোনও সুযোগ না হওয়াতে, তিনি অক্সফোর্ড নগরে গমন করিলেন; তথায়, অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, অবশেষে, এক বিদ্যালয়ে পাচকের সহকারী নিযুক্ত হইলেন।

ঈদৃশ নীচ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায় এই যে, ঐ কর্ম্মের বেতন দ্বারা, বাসাখরচ চলিয়া যাইবেক। তিনি, এই রূপে, বাসাখরচের সংস্থান করিলেন, এবং, কর্ম্ম করিয়া, যখন অবসর পাইতেন, সেই সময়ে, কিছু কিছু অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে, এই রূপে, অধ্যয়ন করিয়া, সুযোগমতে, অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, তিনি বিলক্ষণ বিদ্যোপার্জ্জন করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিতে থাকিতেই, তিনি এক গ্রন্থ লিখিলেন। ঐ গ্রন্থে তাঁহার বিলক্ষণ পাণ্ডিত্যপ্রকাশ হইয়াছিল। তদ্দৃষ্টে, তাঁহার উপর রাজমন্ত্রীদিগের অনুগ্রহদৃষ্টি হইল। তাঁহাদের সহায়তায়, পরিশেষে, তিনি ওয়ারসেষ্টরের বিশপের পদে অধিরূঢ় হইলেন।

ডাক্তর এডাম

স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃপাতী মোরে নামক প্রদেশে, রেফোর্ড নামে এক গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে এডামের জন্ম হয়। এই ব্যক্তি অতি দুঃখীর সন্তান। কিন্তু, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা ছিল। যৎকালে, তিনি এডিনবরায় অধ্যয়ন করিতে যান, তখন তাঁহার অতিশয় দুঃখের দশা। তিনি, অল্প ভাড়ায়, একটি ছোট ঘর লইয়া, তাহাতেই অতি কষ্টে থাকিতেন; নিতান্ত অসঙ্গতি প্রযুক্ত, আহারেরও অতিশয় ক্লেশ পাইতেন; প্রায়ই, কাঁচা ময়দা গুলিয়া খাইয়া, প্রাণধারণ করিতেন; তৈলের অভাবে, রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতে পাইতেন না; সন্ধ্যার পর, সহাধ্যায়ীদিগের আলয়ে

গিয়া, পাঠ করিতেন। স্কট্‌লণ্ডে শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব; রাত্রিতে, পাথরিয়া কয়লায় অগ্নি জ্বালিয়া, সেই অগ্নির উত্তাপে, শীতনিবারণ করিতে হয়। কিন্তু, এডামের কয়লা কিনিবার সঙ্গতি ছিল না। অসহ্য শীতবোধ হইলে, তিনি, কিয়ৎ ক্ষণ, বেগে দৌড়িয়া বেড়াইতেন; তাহাতে, শরীর গরম হইয়া, আপাততঃ, শীতনিবারণ হইত। এত কষ্ট পাইয়াও, তিনি, ক্ষণকালের নিমিত্ত, লেখা পড়ায় যত্নের ক্রটি করেন নাই; এবং, সেই যত্নের গুণে, নানা বিদ্যায় পারদর্শী, ও পরিশেষে এডিনবরার প্রধান বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

লমনসফ

রুশিয়ার অন্তঃপাতী আর্কেঞ্জল প্রদেশে, কোলমগর নামে এক নগর আছে। এই নগরে লমনসফের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা অতি দুঃখী ছিলেন; সমুদ্র হইতে মৎস্য ধরিয়া, বাজারে বিক্রয় করিয়া, জীবিকানির্বাহ করিতেন। লমনসফ, কয়েক বার, পিতার সঙ্গে, শ্বেত ও উত্তর সাগরে মৎস্য ধরিতে গিয়াছিলেন। তিনি, উত্তরকালে, পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু, সৌভাগ্য ক্রমে, লেখা পড়া বিষয়ে, তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। লেখা পড়া বিষয়ে, তাদৃশ অনুরাগ ছিল বলিয়া, তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

শীতকালে, মৎস্য ধরিতে যাইতে হইত না। লমনসফ, সেই সময়ে, নিশ্চিন্ত হইয়া, আন্তরিক যত্ন সহকারে, অধ্যয়ন করিতেন। এক পাদরি, অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার নিকট ব্যাকরণ, পাটীগণিত, গীতাবলী, এই তিন খানি মাত্র পুস্তক ছিল। তিনি, অজস্র পাঠ করিয়া, ঐ তিন পুস্তক আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন।

উক্ত তিন পুস্তকের পাঠ দ্বারা, বিদ্যার কিঞ্চিৎ আস্বাদ পাইয়া, লেখা পড়া বিষয়ে, তাঁহার অতিশয় যত্ন ও ইচ্ছা হইল। তখন তিনি মস্কো নগরে গমন করিলেন; এবং, তথাকার এক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, অল্প দিনের মধ্যেই, এত শিক্ষা করিলেন যে, তদ্দৃষ্টে তাঁহার উপর অনেকের অনুগ্রহ হইল। সেই অনুগ্রহের বলে, নানা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, তিনি বহুবিধ বিদ্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। প্রথমতঃ, তিনি, এক অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন; পরিশেষে, রাজমন্ত্রীর পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দেখ! লমনসফ ও তাঁহার পিতা, উভয়ের কত অন্তর। লমনসফের পিতা, মৎস্য ধরিয়া ও মৎস্য বিক্রয় করিয়া, জীবন কাটাইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু, লমনসফ নানা

বিদ্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, অধ্যাপক, ও রাজমন্ত্রী পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। লেখা পড়ায় আন্তরিক যত্ন ও আন্তরিক অনুরাগ ছিল বলিয়া, তিনি এরূপ হইতে পারিয়াছিলেন; নতুবা, তাঁহাকেও, নিঃসন্দেহ, পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, জীবন কাটাইতে হইত।

মেডক্স

এই ব্যক্তি লণ্ডন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি অতি দুঃখীর সন্তান; অল্প বয়সেই, পিতৃহীন ও মাতৃহীন হন। তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে, এই অভিপ্রায়ে, এক রুটিওয়ালার দোকানে নিযুক্ত করিয়া দেন যে, তথায় থাকিয়া কর্ম্ম শিখিয়া, উত্তরকালে, ঐ ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক, জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। কিন্তু, লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ও যত্ন ছিল। পুস্তক পাইলে, তিনি, সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া, পড়িতে বসিতেন। সুতরাং, তাঁহাকে রাখিয়া, রুটিওয়ালার তাদৃশ উপকারবোধ হইত না। তাঁহাকে পড়িতে দেখিলে, সে অতিশয় বিরক্ত হইত।

ফলতঃ, উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিয়া উঠিল। অবাধে, মনের সাধে পড়িতে পাইতেন না, এজন্য, মেডক্স মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইতেন; আর, তিনি, কর্ম্মের সময় কর্ম্ম না করিয়া, পড়িতে বসিতেন; এজন্য, রুটিওয়ালা তাঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত হইত। পরিশেষে, রুটিওয়ালা তাঁহাকে দোকান হইতে তাড়াইয়া দিল। মেডক্সের আত্মীয়েরা, লেখা পড়া বিষয়ে, তাঁহার অসাধারণ যত্ন দেখিয়া, তাঁহাকে স্কট্লণ্ডে পাঠাইলেন; এবং, এই অভিপ্রায়ে অবর্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন যে, যাহাতে, উত্তরকালে, পাদরির কর্ম্ম করিতে পারেন, তদুপযুক্ত বিদ্যাভ্যাস করিবেন।

তথায় তিনি, কিছু দিন, উত্তম রূপে, অধ্যয়ন করিলেন; কিন্তু, নানা কারণে বিরক্ত হইয়া, ঐ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া দিয়া, ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন; এবং, লণ্ডনের বিশপ গিবনসের সহায়তায়, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, বিশিষ্টরূপ বিদ্যোপার্জ্জন করিলেন। এইরূপে, অভিলাষানুরূপ বিদ্যালাভ করিয়া, মেডক্স পাদরির কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। উত্তরোত্তর, তাঁহার পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরিশেষে, তিনি বিশপের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

দেখ! লেখা পড়ায় আন্তরিক যত্ন থাকার কত গুণ! যে ব্যক্তি, রুটিওয়ালার দোকানে থাকিয়া, কর্ম্ম শিখিয়া, উত্তরকালে, ঐ ব্যবসায় দ্বারা, জীবিকানির্বাহ করিবেন

বলিয়া, স্থির হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি, আন্তরিক যত্ন সহকারে, উত্তমরূপ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন বলিয়া, পরিশেষে বিশপের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

লঙ্গোমণ্টেনস

এই ব্যক্তি, ডেনমার্কের অন্তঃপাতী লঙ্গসবর্গ গ্রামে, জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা, প্রতিদিন জন খাটিয়া, সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করিতেন; সুতরাং, পুত্রদিগকে লেখা পড়া শিখাইবার ক্ষমতা ছিল না। লঙ্গোমণ্টেনসের আট বৎসর বয়সের সময়, পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং, তিনি নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মাতুল তাঁহাকে, লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক দেখিয়া, এক বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি তথায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

লঙ্গোমণ্টেনসের আর কয়টি সহোদর ছিল। তাহারা লেখা পড়া শিখিতে পায় নাই। এক্ষণে, তাঁহাকে, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, লেখা পড়া করিতে দেখিয়া, তাহাদের অতিশয় ঈর্ষ্যা জন্মিল। আমরা লেখা পড়া শিখিতে পাইলাম না, ও কেন শিখিবেক, এই হিংসাতে, তাহারা তাঁহার উপর এত উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল যে, তিনি বিরক্ত হইয়া, দেশত্যাগ করিয়া, ফিন্‌লণ্ড প্রদেশের অন্তঃপাতী উইবর্গ নগরে গমন করিলেন।

কিছু দিন বিদ্যালয়ে থাকিয়া, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি, এই স্থানে উপস্থিত হইয়া, লেখা পড়ার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু, কোনও সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না। অন্ততঃ, খাওয়া, পরা, ও পুস্তকক্রয়ের সংস্থান না হইলে, লেখা পড়া চলিতে পারে না। অনেক চেষ্টা দেখিয়াও, তিনি এ সমুদয়ের যোগাড় করিয়া উঠিতে পারিলেন না; অবশেষে, অনেক ভাবিয়া, এক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি, দিবাভাগে, তথায় থাকিয়া, অধ্যয়ন করিতেন; রাত্রিতে, অন্য স্থানে কর্ম্ম করিয়া, কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন; তাহাতেই কষ্টে আহারাদি সম্পন্ন হইত।

ক্রমাগত এগার বৎসর, এইরূপ কষ্ট পাইয়া, উইবর্গে থাকিয়া, তিনি, আন্তরিক যত্ন সহকারে, বিলক্ষণ লেখা পড়া শিখিলেন। কিছু দিন পরে, তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন, এবং, ডেনমার্কের রাজধানী কোপনহেগন নগরে, যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, তথায়

গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। তিনি, মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ঐ কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত, তিনি, নানা বিষয়ে, গ্রন্থরচনা করিয়া গিয়াছেন।

দেখ! যে ব্যক্তির পিতা, প্রতিদিন জন খাটিয়া, কষ্টে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করিতেন, সেই ব্যক্তি, যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়াও, আন্তরিক যত্নের গুণে, বিশিষ্টরূপ বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিলেন।

রেমস

ফ্রান্সের অন্তর্বর্ত্তী পিকার্ডি প্রদেশে, রেমসের জন্ম হয়। রেমসের পিতা যার পর নাই দুঃখী ছিলেন। রেমস, বাল্যকালে, মেষচারণকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিছু দিনেই, রাখালি কর্ম্মে তাঁহার বিরক্তি জন্মিল, এবং, বিদ্যাশিক্ষা করিবার নিমিত্ত, একান্ত অভিলাষ হইল। এখানে থাকিলে, রাখালিও ঘুচিবেক না, এবং লেখা পড়াও শিখিতে পাইব না; এই ভাবিয়া, তিনি, পিতার আলয় হইতে পলায়ন করিয়া, পারিস রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে, তাঁহার বয়স আট বৎসর মাত্র।

পারিসে উপস্থিত হইয়া, রেমস, প্রথমতঃ কিছু দিন, বিস্তর ক্লেশ পাইয়াছিলেন। তিনি, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে, অন্য কোনও সুযোগ করিতে না পারিয়া, অবশেষে, নেবারের বিদ্যালয়ে, পরিচারকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন; দিবসে যে অবসর পাইতেন তাহাতে, এবং রাত্রিতে, সবিশেষ পরিশ্রম করিয়া, অল্প দিনের মধ্যেই বিলক্ষণ শিক্ষা করিলেন। এ পর্য্যন্ত, তিনি শিক্ষা বিষয়ে প্রায় কাহারও সাহায্য পান নাই।

পরিশেষে, তিন বৎসর ছয় মাস, রীতিমত, উপদেশ পাইয়া, এবং, স্বয়ং প্রাণপণে যত্ন ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া, তিনি এক জন অদ্বিতীয় বিদ্বান হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ, তিনি এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন, এবং, ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ে, নূতন মত প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, লেখা পড়া বিষয়ে আন্তরিক ইচ্ছা ও আন্তরিক যত্ন না থাকিলে, তিনি কখনই এরূপ হইতে পারিতেন না।

সম্পূর্ণ

আখ্যানমঞ্জরী

আখ্যানমঞ্জরী

প্রথম ভাগ

বিজ্ঞাপন

চারি বৎসর হইল, আখ্যানমঞ্জরী প্রচারিত হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে, কলিকাতাস্থ কোনও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, আখ্যানমঞ্জরী যেরূপ ভাষায় লিখিত হইয়াছে, তদপেক্ষা সরল ভাষায় পুস্তকান্তর প্রস্তুত হইলে, অল্পবয়স্ক বালকদিগের অনেক উপকার দর্শে। তদনুসারে, সরল ভাষায় কতকগুলি আখ্যানের সঙ্কলন এবং পূর্ব্বপ্রচারিত পুস্তক হইতে কতিপয় আখ্যানের উদ্ধরণ পূর্ব্বক, আখ্যানমঞ্জরী প্রথম ভাগ নামে এই পুস্তক প্রচারিত হইল। যে উদ্দেশ্যে আখ্যানমঞ্জরীর প্রথম ভাগ সঙ্কলিত হইল, যদি শিক্ষক মহাশয়দিগের বিবেচনায়, তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। অতঃপর, পূর্ব্বপ্রচারিত পুস্তক আখ্যানমঞ্জরীর দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

বৰ্দ্ধমান।

১লা ফাল্গুন। সংবৎ ১৯২৪।

প্রত্যুপকার

এক ব্যক্তি, অশ্বে আরোহণ করিয়া, ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী রেডিঙ্‌ নগরের নিকট দিয়া, গমন করিতেছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি বালক, পথের ধারে, কর্দ্দমে পতিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখ দেখিয়া, স্পষ্ট বোধ হইল, সে অতিশয় যাতনাভোগ করিতেছে। অশ্বকে দণ্ডায়মান করিয়া, সে ব্যক্তি কারণ জিজ্ঞাসিলে, বালক বলিল, মহাশয়, পড়িয়া গিয়া, আমার হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; নড়িতে পারি বা চলিয়া যাই, আমার এমন ক্ষমতা নাই; এজন্য কাদায় পড়িয়া আছি, উঠিতে পারিতেছি না।

অশ্বারোহী ব্যক্তি অতিশয় দয়াশীল। বালকের অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে বিলক্ষণ দয়ার উদয় হইল। তিনি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন; বালককে কর্দ্দম হইতে উঠাইয়া, অশ্বের উপর আরোহণ করাইলেন; এবং উহার হস্ত ও অশ্বের মুখরজ্জু ধরিয়া, গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি রেডিঙ্‌ নগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিচিতা এক বৃদ্ধা নারী ঐ নগরে বাস করিতেন। তিনি তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, দেখ, যাবৎ এই বালকটী সুস্থ হইতে না পারে, তোমার আলয়ে থাকিবে, ইহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার নিমিত্ত যে ব্যয় হইবে, সে সমস্ত আমি দিব; আর তুমি ইহার জন্য যে পরিশ্রম করিবে, তাহারও সমুচিত পুরস্কার করিব। বৃদ্ধা সম্মত হইলেন। তখন তিনি এক চিকিৎসক আনাইয়া, তাঁহার উপর বালকের চিকিৎসার ভার দিলেন; এবং বৃদ্ধার হস্তে কিছু দিয়া, প্রস্থান করিলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই, বালক, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে, সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল; তাহার শরীর সবল, এবং হস্ত পদ কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠিল। তখন সে আপন আলয়ে প্রতিগমন করিল; এবং সূত্রধরের ব্যবসায় দ্বারা, জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

এই ঘটনার কতিপয় দিবস পরে, ঐ অশ্বারোহী ব্যক্তি, একদা রেডিঙ্‌ নগরের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন। এক সেতুর উপরিভাগে উপস্থিত হইলে, অশ্ব কোনও কারণে ভয় পাইয়া, অতিশয় চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল, এবং অশ্বারোহী সহিত, নদীতে লম্ফ প্রদান করিল। সে ব্যক্তি সন্তরণ জানিতেন না; সুতরাং তাঁহার জলে মগ্ন হইয়া প্রাণনাশের উপক্রম হইয়া উঠিল। অনেকেই সেতুর উপর দণ্ডায়মান হইয়া সাতিশয়

উদ্বিগ্নচিত্তে, এই শোচনীয় ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন ; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া, তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারিলেন না।

সেই সেতুর অনতিদূরে, এক সূত্রধর কর্ম্ম করিতেছিল। সে, সেতুর উপর জনতা দেখিয়া ও কোলাহল শুনিয়া, কর্ম্মপরিত্যাগ পূর্ব্বক, তথায় উপস্থিত হইল, জলপতিত ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র, জলে ঝম্পপ্রদান করিল ; এবং অনেক কষ্টে, তাঁহাকে লইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইল। এই ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া সেতুর উপরিস্থ ব্যক্তিগণ যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন ; এবং সূত্রধরের ক্ষমতা ও অকুতোভয়তার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রাণরক্ষা হওয়াতে, সে ব্যক্তি প্রাণদাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, ভাই, তুমি আজ আমার যে উপকার করিলে, তজ্জন্য আমি চিরকালের নিমিত্ত, তোমার কেনা হইয়া রহিলাম। এই বলিয়া, তিনি তাঁহাকে পুরস্কার দিতে উদ্যত হইলেন। তখন, সূত্রধর কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল, মহাশয়, আপনি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না। কিছু কাল পূর্ব্বে, আমি ভগ্নহস্ত ও ভগ্নপদ হইয়া, কর্দ্দমে পতিত ছিলাম ; আপনি, সে সময়ে দয়া করিয়া, আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। আপনার কৃত উপকার, আমার হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। অধিক আর কি বলিব, আপনি আমার পিতা। আমি অতি অধম ; আমি যে কৃতজ্ঞতা দেখাইবার অবসর পাইলাম, তাহাতেই চরিতার্থ হইয়াছি, ও আশার অতিরিক্ত পুরস্কার পাইয়াছি ; আমার অন্য পুরস্কারের প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া, প্রভূত ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া, সূত্রধর কর্ম্মস্থানে প্রস্থান করিল ; এবং তিনি, তদীয় সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মাতৃভক্তি

স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃপাতী ডণ্ডী নগরে, এক দরিদ্রা নারী বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র শিশুসন্তান ছিল। বৃদ্ধা, অনেক কষ্টে ও অনেক পরিশ্রমে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া, নিজের ও পুত্রের ভরণপোষণ সম্পন্ন কবিতেন।

লেখা পড়া না শিখিলে মূর্খ হইবে, ও চিরকাল দুঃখ পাইবে, এই বিবেচনা করিয়া, তিনি লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত, পুত্রকে এক বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। পুত্রও, আন্তরিক যত্ন ও সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে, বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর হইল। এই সময়ে, তাহার জননী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অবয়ব সকল অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। তিনি শয্যাগত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে, তিনি যে উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা কোনও রূপে, গ্রাসাচ্ছাদন ও পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় সম্পন্ন হইত, কিছুমাত্র উদ্‌বৃত্ত হইত না; সুতরাং তিনি কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন নাই। এক্ষণে, তাঁহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা যাওয়াতে, সকল বিষয়েই অতিশয় অসুবিধা উপস্থিত হইল।

জননীর এই অবস্থা ও ক্লেশ দেখিয়া, পুত্র মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, ইনি অনেক কষ্টে, আমায় লালনপালন করিয়াছেন; ইঁহার স্নেহ ও যত্নেই, আমি এত বড় হইয়াছি, ও এতদিন পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি। এখন ইঁহার এই অবস্থা উপস্থিত। আমার প্রতিপালন ও বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত, ইনি এত দিন যত যত্ন ও যত পরিশ্রম করিয়াছেন, এক্ষণে ইঁহার জন্য আমার তদপেক্ষা অধিক যত্ন ও অধিক পরিশ্রম করা উচিত। আমি থাকিতে, ইনি যদি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমার বাঁচিয়া থাকা বিফল। আমার বার বৎসর বয়স হইয়াছে। এ বয়সে পরিশ্রম করিলে, অবশ্যই কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিব।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া, সেই সুবোধ বালক এক সন্নিহিত কারখানায় উপস্থিত হইল; এবং তথাকার অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিয়া, তাঁহার অনুমতিক্রমে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিল; তাহার যেমন বয়স, সে তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, সে যাহা পাইত, সমুদয় জননীর নিকটে আনিয়া দিত। এই উপার্জ্জন দ্বারা, তাহাদের উভয়ের, অনায়াসে গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন হইতে লাগিল।

কর্ম্মস্থানে যাইবার পূর্ব্বে, ঐ বালক, গৃহসংস্কার প্রভৃতি আবশ্যক কর্ম্ম সকল করিয়া, জননীর ও নিজের আহার প্রস্তুত করিত; এবং অগ্রে তাঁহাকে আহার করাইয়া, স্বয়ং আহার করিত। সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গৃহে আসিত; ইতোমধ্যে, জননীর যাহা কিছু আবশ্যক হইতে পারে, সে সমুদয় প্রস্তুত করিয়া, তাঁহার পার্শ্বে রাখিয়া যাইত।

বৃদ্ধা লেখাপড়া জানিতেন না; সুতরাং সমস্ত দিন একাকিনী শয্যায় পতিত থাকিয়া, কষ্টে কালযাপন করিতেন। পীড়িত অবস্থায় কোনও কর্ম্ম করিতে পারেন না, এবং কেহ

নিকটেও থাকে না। যদি পড়িতে শিখেন, তাহা হইলে অনায়াসে সময় কাটাইতে পারেন। এই বিবেচনা করিয়া, সেই বালক, অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে, অল্প দিনের মধ্যে, তাঁহাকে এত শিখাইল যে, তিনি তাহার অনুপস্থিতিকালে, সহজ সহজ পুস্তক পড়িয়া, স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এই বালক এরূপ সুবোধ ও এরূপ মাতৃভক্ত না হইলে, বৃদ্ধার দুঃখের অবধি থাকিত না। ফলতঃ, অল্পবয়স্ক বালকের এরূপ বুদ্ধি, এরূপ বিবেচনা, এরূপ আচরণ, সচরাচর নয়নগোচর হয় না। প্রতিবেশীরা, তদীয় আচরণ দর্শনে প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

পিতৃভক্তি

আয়র্লণ্ডের অন্তঃপাতী লণ্ডন্‌ডরি নগরে, বেকনর্ নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে জাহাজে নাবিকের কর্ম্ম করিত। তাহার পুত্রও, দ্বাদশ বৎসর বয়সে, ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল। পিতাপুত্রে এক জাহাজেই কর্ম্ম করিত। বেকনর্, আপন পুত্রকে বিলক্ষণ সন্তরণ শিখাইয়াছিল। মৎস্য যেমন অবলীলাক্রমে জলে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়, বেকনরের পুত্রও সন্তরণ বিষয়ে সেইরূপ দক্ষ হইয়াছিল। সে প্রতিদিন কর্ম্মে অবসর পাইলেই, জাহাজ হইতে ঝম্প প্রদান করিয়া সমুদ্রে পড়িত; এবং জাহাজের চতুর্দ্দিকে সন্তরণ করিয়া বেড়াইত; ক্লান্তিবোধ হইলে, লম্বমান রজ্জু অবলম্বন করিয়া জাহাজে উঠিত।

এক দিবস, বায়ুবেগ বশতঃ, সহসা জাহাজ আন্দোলিত হইলে, কোনও আরোহীর একটি অতি অল্পবয়স্কা কন্যা সমুদ্রে পতিত হইল। বেকনর্ দেখিবামাত্র, লম্ফ দিয়া সমুদ্রে পতিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ সেই কন্যার বস্ত্রে ধরিয়া, তাহাকে জল হইতে উর্দ্ধে তুলিল। অনন্তর সে কন্যাকে বক্ষঃস্থলে লইয়া সন্তরণ করিয়া, জাহাজের প্রায় নিকটে আসিয়াছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, একটা ভয়ানক হাঙ্গর তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। দেখিবামাত্র, বেকনর্ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। জাহাজের উপরিস্থ সমস্ত লোক অতিশয় ব্যাকুল হইল; এবং বন্দুক লইয়া, হাঙ্গরকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত, জলে অবতীর্ণ হইতে পারিল না; সকলেই, হায়! কি হইল বলিয়া, কোলাহল করিতে লাগিল।

জাহাজ হইতে যত গুলি মারিয়াছিল, তাহার একটিও হাঙ্গরের গায় লাগিল না। হাঙ্গর, ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, মুখব্যাদানপূর্ব্বক, বেকনরকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; তাহার পুত্র অতিশয় পিতৃভক্ত ছিল। সে, পিতার প্রাণনাশের উপক্রম দেখিয়া, এক তীক্ষ্ণধার তরবারি লইয়া, সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিল, এবং দ্রুতবেগে হাঙ্গরের দিকে গমন করিয়া, উহার উদরে তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিল। তখন হাঙ্গর, কুপিত হইয়া, তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে সন্তরণকৌশলে, হাঙ্গরের আক্রমণ এড়াইয়া, উহার কলেবরে উপর্য্যুপরি তরবারির আঘাত করিতে লাগিল।

এই অবকাশে জাহাজের উপরিস্থ লোকেরা কতিপয় রজ্জু ঝুলাইয়া দিল। পিতা-পুত্রে এক এক রজ্জু অবলম্বন করিলে, তাহারা টানিয়া উহাদিগকে জল হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠাইল। এই সময়ে, উহাদের প্রাণরক্ষা হইল ভাবিয়া, সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু, সেই দুর্দ্দান্ত জন্তু, মুখব্যাদান ও ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক, বেকনরের পুত্রের কটিদেশ পর্য্যন্ত গ্রাস করিল; এবং তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা, গ্রস্ত অংশ কাটিয়া লইয়া, জলে পতিত হইল; বালকের কলেবরের ঊর্দ্ধতন অর্দ্ধ অংশমাত্র রজ্জুতে ঝুলিতে লাগিল।

এই হৃদয়বিদারণ ব্যাপার দর্শনে, ব্যক্তি মাত্রেই হতবুদ্ধি ও জড়প্রায় হইয়া, কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান রহিল; অনন্তর সকলেই, শোকে বিচলিত হইয়া, হাহাকার করিতে লাগিল। বেকনর্, জাহাজে উত্তোলিত হইয়া, পুত্রের তাদৃশী দশা দেখিয়া, শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইল। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা বলপূর্ব্বক ধরিয়া না রাখিলে, সে নিঃসন্দেহ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিত। তাহার পুত্র, যতক্ষণ জীবিত ছিল, অবিচলিত ভাবে পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। আমার প্রাণ যাউক, কিন্তু পিতার প্রাণরক্ষা হইয়াছে, এই আহ্লাদে প্রফুল্ল বদনে, সে প্রাণত্যাগ করিল; তাহার আকৃতি দেখিয়া সন্নিহিত ব্যক্তি-মাত্রেরই এরূপ বোধ ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

ভ্রাতৃস্নেহ

য়ুরোপের অন্তঃপাতী স্বুইট্জার্লণ্ড দেশ পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। ঐ সকল পর্ব্বতের শিখরভূমি নিরন্তর নীহারে আচ্ছন্ন থাকে; এজন্য ঐ দেশে শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব।

জ্যেষ্ঠের বয়স নয় বৎসর, কনিষ্ঠের বয়স ছয় বৎসর, এরূপ দুই সহোদর নীহারের উপর দৌড়াদৌড়ি করিয়া, খেলা করিতে করিতে, এক সন্নিহিত জঙ্গলে প্রবেশ করিল; এবং ক্রমে ক্রমে অনেক দূর যাইয়া পথহারা হইল।

সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে তাহারা অতি শঙ্কিত ও গৃহপ্রতিগমনের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া, পথের অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু পথের নির্ণয় করিতে না পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

জ্যেষ্ঠটির বয়স যত অল্প, তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছিল। সে বিবেচনা করিল, যত চেষ্টা করি না কেন, আজ রাত্রিতে, এ জঙ্গল হইতে কোনও মতে বাহির হইতে পারিব না; সুতরাং সে চেষ্টা করা বৃথা; এই স্থানেই রাত্রি কাটাইতে হইবে; কিন্তু নীহারের উপর শয়ন করিলে উভয়েই মরিয়া যাইব। অতএব যেখানে নীহার নাই, এমন স্থানের অন্বেষণ করি।

এই স্থির করিয়া, সেই বালক নীহারশূন্য স্থানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়ে চন্দ্রের উদয় হওয়াতে, তদীয় আলোকে, পর্ব্বতের পাদদেশে, এক ক্ষুদ্র গহ্বর লক্ষিত হইল। বালক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, সেখানে কিছুমাত্র নীহার নাই। তখন সে, কতকগুলি শুষ্ক পর্ণ জড় করিয়া, তদ্দ্বারা একপ্রকার শয্যা প্রস্তুত করিল; পরে, কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্ত ধরিয়া বলিল, ভাই, আর কাঁদিও না; তোমার কোনও ভয় নাই; আইস, এখানে শয়ন কর।

ইহা বলিয়া, কনিষ্ঠকে সেই পর্ণশয্যায় শয়ন করাইয়া, আপনিও তাহার পার্শ্বে শয়ন করিল। কনিষ্ঠ, বারংবার বলিতে লাগিল, দাদা, বড় শীত। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভাইটিকে অতিশয় ভালবাসিত; এবং তাহার কোনও কষ্ট দেখিলে, নিজে অতিশয় কষ্ট বোধ করিত; এক্ষণে কি উপায়ে তাহার শীতনিবারণ হয়, অনন্যমনে সেই চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে, অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, সে আপন গাত্র হইতে সমুদয় বস্ত্র খুলিয়া, তাহার গাত্রে দিল, এবং পাছে তাহাতেও তাহার শীত নিবারণ না হয়, এই ভাবিয়া, স্বয়ং তাহার গাত্রের উপর শয়ন করিল।

এইরূপে, নিজের ও জ্যেষ্ঠের বস্ত্রে আবৃত হওয়াতে ও জ্যেষ্ঠের গাত্রের উত্তাপ পাওয়াতে, কনিষ্ঠের অনেক শীত নিবারণ হইল; তখন সে, অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ বোধ করিল। তদ্দর্শনে, জ্যেষ্ঠের হৃদয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল; নিজে অনাবৃত গাত্রে থাকাতে, তাহার যে ভয়ঙ্কর কষ্ট হইতেছিল, ঐ কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গণ্য করিল না। যদি

তাহারা এইভাবে অধিকক্ষণ থাকিত, তাহা হইলে, অগ্রে জ্যেষ্ঠের এবং কিয়ৎক্ষণ পরে কনিষ্ঠের নিঃসন্দেহ প্রাণবিয়োগ হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিতে পারিল না।

সন্ধ্যার পর, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত, তাহারা গৃহে প্রতিগত না হওয়াতে, তাহাদের পিতা ও মাতা অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাদের পিতা অন্বেষণে নির্গত হইলেন, এবং ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিয়া, অবশেষে সেই গহ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহারা শয়ন করিয়া আছে। তিনি, তাহাদের বিষয়ে একপ্রকার হতাশ হইয়াছিলেন; এক্ষণে তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইলেন। তাঁহার নয়নে আনন্দের অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি তাহাদিগকে পর্ণশয্যা হইতে উঠাইলেন; এবং প্রথমতঃ, যথোচিত তিরস্কার করিলেন; পরে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের কষ্টনিবারণের কীদৃশ চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা সবিশেষ অবগত হইয়া, যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন; এবং জ্যেষ্ঠের ভ্রাতৃস্নেহের আতিশয্য দর্শনে, নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া, তাহার প্রতি সাতিশয় স্নেহপ্রদর্শনপূর্ব্বক, তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া, গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

লোভসংবরণ

এক দীন বালক কোনও বড় মানুষের বাটীতে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার উপর গৃহমার্জ্জন প্রভৃতি অতি সামান্য নিকৃষ্ট কর্ম্মের ভার ছিল। সে, একদিন গৃহস্বামীর বাসগৃহ পরিষ্কৃত করিতেছে; এবং গৃহমধ্যে সজ্জিত মনোহর দ্রব্যসকল দৃষ্টিগোচর করিয়া, আহ্লাদে পুলকিত হইতেছে। তৎকালে সেই গৃহে অন্য কোনও ব্যক্তি ছিল না; এজন্য সে নির্ভয়ে, এক একটি দ্রব্য হস্তে লইয়া, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার যথাস্থানে রাখিয়া দিতেছে।

গৃহস্বামীর একটি সোনার ঘড়ি ছিল। ঘড়িটি অতি মনোহর, উত্তম স্বর্ণে নির্ম্মিত, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডে মণ্ডিত। বালক, ঘড়িটি হস্তে লইয়া, উহার অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও ঔজ্জ্বল্য দর্শনে মোহিত হইল; এবং বলিতে লাগিল, যদি আমার এরূপ একটি ঘড়ি থাকিত, তাহা হইলে কি আহ্লাদের বিষয় হইত! ক্রমে ক্রমে, তাহার মনে প্রবল লোভ জন্মিলে, সে ঘড়িটি চুরি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বালক সহসা চকিত হইয়া উঠিল, এবং বলিতে লাগিল, যদি আমি লোভসংবরণ করিতে না পারিয়া এই ঘড়ি লই, তাহা হইলে চোর হইলাম। এখন কেহ গৃহের মধ্যে নাই; এবং আমি চুরি করিলাম বলিয়া, জানিতে পারিতেছে না; কিন্তু যদি দৈবাৎ চোর বলিয়া ধরা পড়ি, তাহা হইলে আমার আর দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। সর্ব্বদা দেখিতে পাই, চোরেরা রাজদণ্ডে যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। আর, যদিই আমি চুরি করিয়া, মানুষের হাত এড়াইতে পারি, ঈশ্বরের নিকট কখনও পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। জননীর নিকট অনেকবার শুনিয়াছি, আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না বটে; কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং আমরা যখন যাহা করি, সমুদয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

এই বলিতে বলিতে, তাহার মুখ ম্লান ও সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন সে, ঘড়িটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিতে লাগিল, লোভ করা বড় মন্দ; লোকে লোভসংবরণ করিতে না পারিলেই, চোর হয়। আমি আর কখনও কোনও বস্তুতে লোভ করিব না; এবং লোভের বশীভূত হইয়া, চোর হইব না। চোর হইয়া ধনবান্ হওয়া অপেক্ষা, ধর্ম্মপথে থাকিয়া নির্ধন হওয়া ভাল; তাহাতে চিরকাল নির্ভয়ে ও মনের সুখে থাকা যায়। চুরি করিতে উদ্যত হইয়া, আমার মনে এত ক্লেশ হইল; চুরি করিলে না জানি, আমি কতই ক্লেশ পাইব। ইহা বলিয়া সেই সুবোধ, সচ্চরিত্র, দরিদ্র বালক পুনরায় গৃহমার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল।

গৃহস্বামিনী, ঐ সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে থাকিয়া বালকের সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ এক পরিচারিণী দ্বারা আপন সম্মুখে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক, তুমি কিজন্য আমার ঘড়িটি লইলে না? বালক শুনিবামাত্র, হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কোনও উত্তর দিতে পারিল না; কেবল জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিষণ্ণ বদনে, কাতর নয়নে, গৃহস্বামিনীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে, ও নয়নদ্বয় হইতে বাষ্পবারি নির্গত হইতে লাগিল।

তাহাকে এইরূপ কাতর দেখিয়া, গৃহস্বামিনী সস্নেহ বচনে বলিলেন, বৎস, তোমার কোনও ভয় নাই; তুমি কিজন্য এত কাতর হইতেছ? এখানে থাকিয়া, আমি তোমার সকল কথা শুনিতে পাইয়াছি; কিন্তু শুনিয়া তোমার উপর কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, বলিতে পারি না। তুমি দীনের সন্তান বটে; কিন্তু আমি কখনও তোমার তুল্য সুবোধ ও ধর্ম্মভীরু বালক দেখি নাই। জগদীশ্বর তোমায় যে লোভসংবরণ করিবার এরূপ শক্তি

দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রণাম কর ও ধন্যবাদ দাও। অতঃপর সর্ব্বদা এরূপ সাবধান থাকিবে, যেন কখনও লোভের বশীভূত না হও।

এই প্রকারে তাহাকে অভয়প্রদান করিয়া তিনি বলিলেন, শুন বৎস, তুমি যে এরূপে লোভ সংবরণ করিতে পারিয়াছ, তজ্জন্য তোমায় পুরস্কার দেওয়া উচিত। এই বলিয়া, কতিপয় মুদ্রা তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, অতঃপর তোমায় আর গৃহমার্জ্জন প্রভৃতি নীচ কর্ম্ম করিতে হইবে না। তুমি বিদ্যাভাস করিলে, আরও সুবোধ ও সচ্চরিত্র হইতে পারিবে; এজন্য কল্য অবধি আমি তোমায় বিদ্যালয়ে পাঠাইব, এবং অন্ন, বস্ত্র, পুস্তক প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যক বিষয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিব। অনন্তর, তিনি হস্তে ধরিয়া তাহাকে উঠাইলেন, এবং তাহার নয়নের অশ্রু মার্জ্জন করিয়া দিলেন।

গৃহস্বামিনীর ঈদৃশ স্নেহবাক্য শ্রবণে ও সদয় ব্যবহার দর্শনে, ঐ দীন বালকের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। সে পরদিন অবধি, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, যারপরনাই যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, শিক্ষা করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই, সে বিলক্ষণ বিদ্যোপার্জ্জন করিল; এবং লোকসমাজে বিদ্বান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া গণ্য হইয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

গুরুভক্তি

রুশিয়ার রাজমহিষী দ্বিতীয় কাথরিনের অপত্যস্নেহ অতিশয় প্রবল ছিল। কাহারও শিশুসন্তান দেখিলে, তিনি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন। পরিচারকদিগের শিশু-সন্তান সকল সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিত। তিনি, স্নেহ ও যত্নপূর্ব্বক অনাথ বালক-বালিকাদিগের লালন ও নিজ ব্যয়ে প্রতিপালন করিতেন। কর্ম্মচারীদিগের উপর এই আদেশ ছিল, অনাথ বালকবালিকা দেখিলে, তাঁহার নিকট আনিয়া দিবে।

একদিন পুলিসের লোকেরা, পথিমধ্যে একটী অতি অল্পবয়স্ক শিশু পতিত দেখিয়া, তাহাকে রাজমহিষীর নিকটে আনিয়া দিল। তিনি সবিশেষ স্নেহ ও যত্ন সহকারে, তাহার লালনপালন করিতে লাগিলেন।

এই বালক, রাজমহিষীর নিরতিশয় স্নেহপাত্র হইল। সে পঞ্চমবর্ষীয় হইলে, তিনি তাহাকে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন; এবং যাহাতে সে উত্তমরূপে বিদ্যালাভ করিতে

পারে, সে বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। বালকটী বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ছিল; সুযোগ পাইয়া, আন্তরিক যত্ন ও সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিল। বিশেষতঃ, যে সকল গুণ থাকিলে বালক লোকের প্রিয় ও স্নেহভাজন হইতে পারে, ঐ সুশীল সুবোধ বালক, সেই সকল গুণে অলঙ্কৃত ছিল। ইহা দেখিয়া, রাজমহিষী নিরতিশয় আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। তাহার উপর তদীয় স্নেহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলতঃ, তিনি তাহাকে আপন গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিতেন; এবং সেই বালকও তাঁহাকে আপন জননীর ন্যায় জ্ঞান করিত।

একদিন সে বিদ্যালয় হইতে আসিলে, রাজমহিষী তাহাকে আপনার নিকটে আসিতে বলিলেন। সে উপস্থিত হইল। তিনি অন্য অন্য দিন, তাহাকে যেরূপ হৃষ্ট ও প্রফুল্লবদন দেখিতেন, সেদিন সেরূপ দেখিলেন না। তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া তিনি ক্রোড়ে বসাইয়া কারণ জিজ্ঞাসিলেন। বালক রোদন করিতে লাগিল। তিনি তাহার নেত্রমার্জ্জন ও মুখচুম্বন করিয়া, সস্নেহবাক্যে বলিলেন, বৎস, কি জন্য রোদন করিতেছ, বল।

তখন বালক বলিল, জননি, আজ আমি বিদ্যালয়ে যতক্ষণ ছিলাম, কেবল রোদন করিয়াছি। সেখানে গিয়া শুনিলাম, আমাদের শিক্ষক মরিয়াছেন; দেখিলাম, তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানেরা রোদন করিতেছেন। সকলে বলিতেছে, তাঁহারা বড় দুঃখী; খাওয়া পরা চলে, এমন সঙ্গতি নাই; এবং সাহায্য করে, এমন আত্মীয়ও নাই। এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া, আমার বড় দুঃখ হইয়াছে। মা, তোমায় তাঁহাদের কোনও উপায় করিয়া দিতে হইবে।

বালকের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, রাজমহিষীর অন্তঃকরণে করুণার উদয় হইল। তিনি, অবিলম্বে এক পরিচারককে ডাকাইয়া, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়া দিলেন; এবং বালকের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, বৎস, অল্প বয়সে তোমার যে এরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা হইয়াছে, ইহাতে আমি কি পর্য্যন্ত প্রীত হইলাম, বলিতে পারি না। যাহাতে তোমার শিক্ষকের পরিবার ক্লেশ না পায়, তাহা আমি অবশ্য করিব; তুমি সেজন্য উদ্বিগ্ন হইও না।

কিয়ৎক্ষণ পরে, প্রেরিত পরিচারক প্রত্যাগমন করিল; শিক্ষকের মৃত্যু ও তদীয় পরিবারের অনুপায় বিষয়ে, বালক যাহা বলিয়াছিল, সে সমুদয় সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া, রাজ-মহিষীর নিকট জানাইল। তখন তিনি, সেই বালক দ্বারা, শিক্ষকের পত্নীর নিকট,

আপাততঃ তিন শত রূবল্ (১) পাঠাইলেন; এবং যাহাতে সেই নিরুপায় পরিবারের ভদ্ররূপে ভরণপোষণ চলে, এবং শিশুসন্তানদিগের উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা হয়, তাহার অবিচলিত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ধর্ম্মভীরুতা

পোর্টুগালের রাজধানী লিস্‌বন্ নগরে, অতি নিঃস্ব এক বিধবা স্ত্রী বাস করিত। সে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে একদিন রাজবাটীতে উপস্থিত হইল, এবং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইল। রাজপুরুষেরা বলিল, তোর মত লোকের রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই, তুই এখান হইতে চলিয়া যা; এই বলিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিল। সে তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া, প্রত্যহ যাতায়াত করিতে লাগিল; রাজপুরুষেরাও প্রত্যহ তাহাকে তাড়াইয়া দিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন সেই স্ত্রীলোক, রাজাকে পদব্রজে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল; এবং সম্মুখে একটী বাক্স ধরিয়া বলিল, মহারাজ, কিছু দিন পূর্ব্বে, ভূমিকম্প হওয়াতে, যে সকল অট্টালিকা পতিত হইয়াছিল, তাহার ভিতরে আমি এই বাক্সটি পাইয়াছি। আমি নিতান্ত দুঃখিনী। আমার ছয়টি সন্তান; অতি কষ্টে দিনপাত করি। এই বাক্সের মধ্যে যে সকল মহামূল্য বস্তু আছে, সে সমুদয় আত্মসাৎ করিলে, আমার দুরবস্থার বিমোচন হয়; আমার পুত্রেরা ধনবান্ বলিয়া গণ্য ও মান্য হইয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে। কিন্তু মহারাজ, এ পরস্ব; পরস্বহরণ নিতান্ত অপকর্ম্ম। অপকর্ম্ম করিয়া পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তি পাওয়া অপেক্ষা, ধর্ম্মপথে থাকিয়া, দুঃখে কালযাপন করা ভাল। আমি এই বাক্স আপনার হস্তে ন্যস্ত করিতেছি, যে ব্যক্তি ইহার যথার্থ অধিকারী, তাহার অনুসন্ধান ও অবধারণ করিয়া তাহাকে দিবেন। আর, আমি পরিশ্রম করিয়া ইহা বহির্গত করিয়াছি, এজন্য আমায় কিছু পুরস্কার দেওয়াইবেন।

রাজার আদেশ অনুসারে সেই স্থানেই বাক্স উদ্ঘাটিত হইল। তিনি উহার মধ্যস্থিত রত্নসমূহের সৌন্দর্য্য নয়নগোচর করিয়া, চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর, সেই স্ত্রীলোককে বলিলেন, তুমি দুঃখিনী বটে, কিন্তু তোমার তুল্য নির্লোভ ও ধর্ম্মভীরু লোক

(১) রুশিয়াদেশে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা, মূল্য ১।৵০।

কখনও দেখি নাই। তুমি যে ঈদৃশ মহামূল্য রত্নসমূহ হস্তে পাইয়া ধর্ম্মভয়ে লোভ সংবরণ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমায় সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। আজ অবধি তোমার দুরবস্থা মোচন হইল। অতঃপর, তোমায় একদিনের জন্যও কষ্ট পাইতে হইবে না। আমি তোমার ও তোমার সন্তানগণের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিলাম।

এই বলিয়া, রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইলেন; এবং সেই দুঃখিনী বিধবাকে, অবিলম্বে বিংশতি সহস্র পিয়াস্তর (১) দিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর, সেই রত্নসমূহের যথার্থ অধিকারীর সবিশেষ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত, আজ্ঞা প্রদান করিয়া বলিলেন, যদি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও, প্রকৃত অধিকারীর উদ্দেশ না হয়, তাহা হইলে, এই সমস্ত রত্ন বিক্রীত হইবে, এবং বিক্রয়লব্ধ সমস্ত ধন এই বিধবা ও ইহার পুত্রেরা পাইবে।

অপত্যস্নেহ

ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে হ্বাইট্‌চেপ্‌ল্‌ নামে এক স্থান আছে। তথায় পরস্পরসংলগ্ন শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি গৃহ ছিল। যাহাদের নিজের বাসস্থান নাই, সেইরূপ লোকেরা ভাড়া দিয়া, ঐ সকল গৃহে অবস্থিতি করিত। একদা, ঐ পল্লীতে অতি ভয়ানক অগ্নিদাহ উপস্থিত হইল। যেখানে অগ্নি লাগে, তথায় প্রবল বেগে বায়ু বহিতে থাকে; সুতরাং অগ্নি উত্তরোত্তর, অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এখানেও অগ্নি প্রবল বায়ুর সহায়তায়, অল্পক্ষণমধ্যে বিলক্ষণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অনেকেই গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিল না। সমবেত প্রতিবেশীরা, অনেক কষ্টে কতকগুলি লোককে গৃহ হইতে বহির্গত করিল; অবশিষ্ট সমুদয় লোক গৃহমধ্যে রহিল।

একটি দরিদ্রা নারীর কতিপয় শিশুসন্তান ছিল। সে, প্রতিবেশীদিগের সহায়তায়, আপন সন্তানগুলি লইয়া, অগ্নিক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়াছিল। জগদীশ্বরের কৃপায়, এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইলাম, এই ভাবিয়া, সে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া, সাহায্যকারী প্রতিবেশীদিগের যথেষ্ট স্তুতি করিল; পরে, একে একে সন্তানগুলির নামগ্রহণপূর্ব্বক, আশ্বাস করিতে গিয়া, জানিতে পারিল, সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানটি আনীত হয় নাই; সে

(১) ইটালি প্রভৃতি দেশে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা, মূল্য ১৸০।

গৃহমধ্যে রহিয়া গিয়াছে। তাহাকে না দেখিতে পাইয়া, সেই দরিদ্রা উন্মত্তার ন্যায় হইল; এবং সন্তানের স্নেহ ও মায়ায় বশীভূত হইয়া, স্বীয় প্রাণবিনাশের শঙ্কা না করিয়া, অকুতোভয়ে দ্রুতবেগে অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবেশ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, সে একটি শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া, পূর্ব্বস্থানে আগমন করিল; সন্তানের প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, এই ভাবিয়া, আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইল; এবং কিরূপে জ্বলন্ত অধিরোহণী দ্বারা আরোহণ করিল, কিরূপে গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দোলা হইতে সন্তানকে লইয়া, পুনরায় গৃহ হইতে বহির্গত হইল, সন্নিহিত ব্যক্তিবর্গের নিকট এই সমুদয়ের বর্ণন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, আহ্লাদভরে শিশুসন্তানের মুখচুম্বন করিতে গিয়া, দেখিতে পাইল, সে তাহার সন্তান নহে। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে অপর এক স্ত্রীলোক থাকিত; সে আপন সন্তান ফেলিয়া, পলাইয়া আসিয়াছিল, এ তাহার সন্তান।

যখন সে, কনিষ্ঠ সন্তানটি আনিবার নিমিত্ত গমন করে, তখন ধূম ও অগ্নিশিখায় সমস্ত স্থান এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, কিছুমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং স্বীয় গৃহ ভাবিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল; এক্ষণে আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, শোকে নিতান্ত বিহ্বল ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া, বিলাপ করিতে লাগিল। অপত্যস্নেহের এমনই মহিমা, সেই স্ত্রীলোক কোনও মতে স্থির হইতে না পারিয়া, শোকসংবরণ পূর্ব্বক পুনরায় সেই শিশুসন্তানের আনয়নের নিমিত্ত, জ্বলন্ত গৃহের অভিমুখে ধাবমান হইল। সে, গৃহের সম্মুখবর্ত্তিনী হইবামাত্র উহা দগ্ধ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন সে, একেবারে হতাশ হইয়া, হায়! কি হইল বলিয়া, বিচেতন ও ভূতলে পতিত হইল, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিল।

পিতৃভক্তি

আমেরিকার অন্তঃপাতী নিউইয়র্ক প্রদেশে এক অতি নিঃস্ব পরিবার ছিলেন। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই, বহুদিন অবধি অকর্ম্মণ্য ও পরিশ্রমে অক্ষম হইয়াছিলেন; এজন্য তাঁহাদের স্বয়ং কিছু উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহাদের একমাত্র কন্যা; সে পরিশ্রম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইত, তদ্দারা কথঞ্চিৎ তাঁহাদের ভরণপোষণ সম্পন্ন

হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে, ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের শীতকালে ঐ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, দিনান্তেও তাঁহাদের আহার পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। ফলতঃ, এই সময়ে শীতে ও অনাহারে, তাঁহারা যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে লাগিলেন।

পিতামাতার দুরবস্থা দেখিয়া এবং প্রাণপণে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াও, তাঁহাদের আহারাদি সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া, কন্যা অতিশয় দুঃখিত ও শোকাভিভূত হইল; এবং কি উপায়ে তাঁহাদের কষ্ট নিবারণ হয়, অহোরাত্র কেবল এই চিন্তা করিতে লাগিল।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে কোনও ব্যক্তি বলিল, অমুক ডাক্তার ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যদি কেহ আপন সম্মুখের দন্ত দেয়, তাহা হইলে তিনি তিন গিনি (১) করিয়া, প্রত্যেক দন্তের মূল্য দিবেন; কিন্তু ডাক্তার স্বয়ং সেই ব্যক্তির মুখ হইতে দন্ত তুলিয়া লইবেন।

এই ঘোষণার কথা শুনিয়া, কন্যা মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি নানা চেষ্টা দেখিতেছি, এবং যথেষ্ট কষ্টভোগও করিতেছি, তথাপি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে, পিতা মাতার আহারের সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে, এই এক সহজ উপায় উপস্থিত। এই উপায় অবলম্বন করিলে, কিছু দিনের নিমিত্ত তাঁহাদের কষ্ট দূর হইবে। অতএব আমি অবিলম্বে ডাক্তারের নিকটে গিয়া, সম্মুখের দন্ত দিয়া, গিনি আনি।

মনে মনে এই আলোচনা করিয়া, কন্যা, ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইল; এবং বলিল, মহাশয়, আপনি যে ঘোষণা করিয়াছেন, তদনুসারে আমি আপনার নিকট দন্ত বিক্রয় করিতে আসিয়াছি; যে কয়টির প্রয়োজন হয়, তুলিয়া লইয়া, আমায় অঙ্গীকৃত মূল্য দিন।

ডাক্তার স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, কেহই তাঁহার ঘোষণা অনুসারে, দন্ত বিক্রয় করিতে আসিবে না। এক্ষণে, এই কন্যাকে দন্তবিক্রয়ে উদ্যত দেখিয়া, চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি বালিকে, তুমি কি কারণে ঈদৃশ ক্লেশকর বিষয়ে সম্মত হইতেছ? কাঁচা দাঁত তুলিয়া লইলে কত কষ্ট হয়, তোমার সে বোধ নাই; বিশেষতঃ, তুমি চিরদিনের জন্য, অতিশয় কদাকার হইয়া যাইবে। তুমি বালিকা; এরূপে দন্ত বিক্রয় করিয়া টাকা লইবার প্রয়োজন কি, বুঝিতে পারিতেছি না।

কি কারণে দন্ত বিক্রয় করিয়া টাকা লইতে আসিয়াছে, কন্যা সজলনয়নে সবিশেষ সমস্ত ডাক্তারের গোচর করিল। ডাক্তার অতিশয় দয়ালু ও সদ্বিবেচক ছিলেন। তিনি তদীয় পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির ঐকান্তিকতা দর্শনে মুগ্ধ হইলেন ও কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া

---

(১) ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা, মূল্য ১৫৲।

রহিলেন; অনন্তর তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে সস্নেহবচনে বলিলেন, বৎসে, তোমার মত গুণবতী বালিকা ভূমণ্ডলে আর আছে, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমি তোমার দন্ত চাহি না। যদি আমি তোমার মত গুণবতী বালিকাকে কষ্ট দি ও কদাকার করি, তাহা হইলে আমার মত নরাধম আর কেহ নাই। তোমার অসাধারণ গুণের যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কারস্বরূপ, আমি তোমায় দশটি গিনি দিতেছি, লইয়া গৃহে যাও; এবং নিশ্চিন্ত হইয়া পিতামাতার সেবা কর।

এই বলিয়া, দয়ালু ডাক্তার, সেই কন্যার হস্তে দশটি গিনি দিলেন। কন্যা আহ্লাদে পুলকিত হইল। তাহার নয়নদ্বয় হইতে প্রভূত আনন্দাশ্রু বিনির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর সে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে প্রণাম করিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিল।

ধর্ম্মপরায়ণতা

ফরাসি দেশে এক বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বাটীর সন্নিকটে, এক বৃদ্ধা বিধবা বাস করিত। সে অতিশয় দরিদ্রা; তাহার কতকগুলি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ছিল। বৃদ্ধা, অতি কষ্টে তাহাদের প্রতিপালন করিত। সচ্চরিত্রা ও ধর্ম্মপরায়ণা বলিয়া, সে স্বীয় প্রতিবেশী উক্ত সম্পন্ন ব্যক্তির বিলক্ষণ স্নেহপাত্র ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস-ভাজন ছিল।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে, এক দিন তিনি, সেই বৃদ্ধাকে বলিলেন, দেখ, আমি কোনও কার্য্যের অনুরোধে, কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে যাইতেছি; ত্বরায় আমার প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই। আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, তোমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া যাইতেছি। যদি আমার মৃত্যু হয়, এবং আমার পুত্র কন্যা না থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার এই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আর যদি তৎপূর্ব্বে, অর্থের অভাব জন্য তোমার দুরবস্থা ঘটে, এই সম্পত্তির কিয়দংশ লইয়া, ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। এই বলিয়া, আপন সমস্ত সম্পত্তি বৃদ্ধার হস্তে ন্যস্ত করিয়া, তিনি প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধা, প্রতিদিন পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিত, তদ্দ্বারা কোনরূপে নিজের ও সন্তানগণের ভরণপোষণের ব্যয়নির্ব্বাহ হইত। সেই সম্পন্ন ব্যক্তির প্রস্থানের কিছুদিন পরেই, সে অতিশয় পীড়িত হইল; সুতরাং প্রতিদিন পরিশ্রম করিয়া যে কিছু কিছু

উপার্জ্জন করিত, তাহা রহিত হইল; এজন্য তাহার ও সন্তানগুলির কষ্টের পরিসীমা রহিল না। পূর্ব্বোক্ত সম্পন্ন ব্যক্তির যেরূপ অনুমতি ছিল, তদনুসারে সে এরূপ অবস্থায়, তাঁহার সম্পত্তির কিয়দংশ লইয়া, কষ্ট দূর করিতে পারিত। কিন্তু যেরূপ অবস্থা ঘটিলে, তাঁহার অনুমতি অনুসারে, তদীয় সম্পত্তির কিয়দংশ লইতে পারে, তখন তাহার সেরূপ অবস্থা ঘটে নাই, এই ভাবিয়া সে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিল না।

কিয়ৎকাল পরে, সেই স্ত্রীলোক ঐ সম্পন্ন ব্যক্তির অবধারিত মৃত্যুসংবাদ পাইল; কিন্তু তিনি নিঃসন্তান মরিয়াছেন অথবা তাঁহার সন্তান আছে, তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিল না; এজন্য তখনও সে তাঁহার সম্পত্তিতে হস্তার্পণ করিল না। চারি বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি সে ঐ সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত বোধ করিল না। সে মনে মনে এই বিবেচনা করিতে লাগিল, যদিও তাঁহার সন্তান না থাকে, অন্য কোনও উত্তরাধিকারী থাকা অসম্ভব নহে; যদি উত্তরাধিকারীও না থাকে, তাঁহার কেহ উত্তমর্ণও থাকিতে পারে। আমি তাঁহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিব, আর তাঁহার উত্তরাধিকারীরা বা উত্তমর্ণেরা বঞ্চিত হইবেন, ইহা কোনও ক্রমে ন্যায়ানুগত নহে।

ক্রমাগত রোগভোগ করিয়া ও আহারের কষ্ট পাইয়া, বৃদ্ধার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল; তথাপি সে, সেই সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, কিংবা সেই সম্পত্তির কিয়দংশ লইয়া নিজ প্রয়োজনে নিয়োজিত করা, উচিত বিবেচনা করিল না। কিন্তু পাছে ন্যস্ত সম্পত্তি যথার্থ অধিকারীর হস্তে অর্পিত না করিয়া মরিয়া যায়, এই দুর্ভাবনায় সে অস্থির ও অসুখী হইতে লাগিল এবং এ বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল।

অবশেষে বৃদ্ধা শুনিতে পাইল, ঐ সম্পন্ন ব্যক্তি প্রুশিয়া দেশে বিবাহ করিয়াছিলেন; তথায় তাঁহার পত্নী ও কতিপয় শিশুসন্তান বিদ্যমান আছেন। তখন বৃদ্ধার আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে অবিলম্বে তাঁহার পত্নীর নিকট এই সংবাদ পাঠাইল, আপনার স্বামী, আমার নিকট প্রচুর অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন; আপনি সত্বর আসিয়া লইয়া যাইবেন। তদনুসারে তিনি বৃদ্ধার ভবনে উপস্থিত হইলে, সে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার হস্তে অর্পিত করিয়া বলিল, আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, আমার সকল দুর্ভাবনা দূর হইল। বোধ হয় আমি অধিক দিন বাঁচিব না; আর কিছু দিন আমি আপনাদের সংবাদ না পাইলে, আপনারা এই সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইতেন।

এই বলিয়া, বৃদ্ধা, যেরূপে ঐ সম্পত্তি তদীয় হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, তাহার সবিশেষ নির্দ্দেশ করিল। ধনস্বামীর পত্নী, অসম্ভাবিতরূপে প্রভূত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া, যত

আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, সেই দরিদ্রা বৃদ্ধার বাক্য শ্রবণে ও ব্যবহার দর্শনে, তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক আহ্লাদিত হইলেন। ফলতঃ তিনি তদীয় ঈদৃশ ন্যায়পরতা ও ধর্ম্মপরায়ণতা দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া, আন্তরিক ভক্তি সহকারে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন; এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই স্ত্রীলোক যেরূপ সাধু, ইহাকে তদনুরূপ পুরস্কার প্রদান করা উচিত; না করিলে, আমি নিঃসন্দেহ অধর্ম্মগ্রস্ত হইব।

এই স্থির করিয়া তিনি সেই বৃদ্ধাকে বলিলেন, অয়ি ধর্ম্মশীলে, তুমি আমাদের যে মহোপকার করিলে, আমায় কিয়দংশে তাহার পরিশোধ করিতে দাও। এই বলিয়া, তিনি তাহাকে বহু সহস্র মুদ্রা দিতে উদ্যত হইলেন। তখন বৃদ্ধা বলিল, অর্থের লোভ থাকিলে, আমি এই সমস্ত সম্পত্তি অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারিতাম। আপনার স্বামী আমায় যথেষ্ট স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন; আমি যে তাঁহার ন্যস্ত সম্পত্তি তদীয় উত্তরাধিকারীর হস্তে অর্পিত করিতে পারিলাম, তাহাতেই আমি চরিতার্থ হইয়াছি; আমার আর পুরস্কারের প্রয়োজন নাই। আপনি যদি আমার উপর তাঁহার ন্যায় স্নেহদৃষ্টি রাখেন, তাহাই আমি প্রভূত পুরস্কার বলিয়া পরিগণিত করিব।

পিতৃবৎসলতা

য়ুরোপের যে সকল ভদ্রসন্তান সৈন্যসংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহারা প্রথমতঃ কিছু দিন যুদ্ধকার্য্যের উপযোগী বিষয়ে শিক্ষা পাইয়া থাকে। এই শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। যাহারা ঐ সকল বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদিগকে আহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে, তত্রত্য নিয়মাবলীর অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়; যাহারা অন্যথাচরণ করে, তাহারা বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডের এইরূপ কোনও বিদ্যালয়ে একটি বালক নিযুক্ত হইয়াছিল। সে সুবোধ, সাবধান, সচ্চরিত্র ও কর্ত্তব্য বিষয়ে সম্যক্ অবহিত লক্ষিত হওয়াতে, তথাকার অধ্যক্ষ তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। বিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে, যখন সকল বালক আহার করিত, সেই বালকও তাহাদের সঙ্গে আহার করিতে বসিত। আহারের সময়, অন্য অন্য বালকেরা গল্প ও আমোদ করিত; কিন্তু সে সেরূপ করিত না। সে, প্রথমে সুপপান *

* মাংসের সুরুয়া; সিদ্ধ মাংসের ক্বাথ। য়ুরোপীয়েরা আহারকালে প্রথমে ঐ সূপ পান করিয়া, অন্যান্য বস্তু আহার করেন।

করিয়া, রুটি ও জল খাইয়া উদরপূর্ত্তি করিত; মাংস প্রভৃতি যে সমস্ত উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত হইত, তাহা সে স্পর্শও করিত না। ইহা দেখিয়া তাহার সহচরেরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কোনও উত্তর দিত না, বিষণ্ণবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিত।

এই বিষয় অধ্যক্ষের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহাকে বলিলেন, অহে যুবক, এরূপ আচরণ করিতেছ কেন? তোমায়, আহারবিষয়ে এখানকার নিয়ম অনুসারে চলিতে হইবে; সকলে যেরূপ আহার করে, তোমারও সেইরূপ আহার করা আবশ্যক। এ সাংগ্রামিক বিদ্যালয়। যে বিষয়ে যে নিয়ম নিবদ্ধ আছে, কোনও অংশে, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না। অতএব সাবধান করিয়া দিতেছি, অতঃপর তুমি রীতিমত আহার করিবে, কদাচ অন্যথাচরণ করিবে না।

অধ্যক্ষ এইরূপে সাবধান করিয়া দিলেও, সেই যুবক পূর্ব্ববৎ, সূপ, রুটি, জল, এইমাত্র আহার করিতে লাগিল। অধ্যক্ষ শুনিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিকটে আনাইয়া ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, তুমি অন্যান্য সকল বিষয়ে সুবোধ বটে; কিন্তু এ বিষয়ে তোমায় অতিশয় অবাধ্য দেখিতেছি। সেদিন সাবধান করিয়া দিয়াছি, তথাপি তুমি বিদ্যালয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছ। যদি স্বেচ্ছানুসারে চলা তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, তোমায় বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে।

এবম্প্রকার ভয় প্রদর্শন করায়, বালক অতিশয় ব্যাকুল ও বিষণ্ণ হইল; এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে বলিল, মহাশয়, আমায় ক্ষমা করুন; আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক বিদ্যালয়ের নিয়ম লঙ্ঘন বা আপনার উপদেশ অবহেলা করি নাই। যে কারণে উপাদেয় বস্তু ভক্ষণে বিরত থাকি, তাহা আপনার গোচর করিতেছি। আমার পিতা যারপরনাই নিঃস্ব; অতিকষ্টে আমাদের দিনপাত হয়। যখন বাটীতে ছিলাম, জঘন্য পোড়া রুটি মাত্র খাইতে পাইতাম, তাহাও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নহে; এক দিনও আহার করিয়া পেট ভরিত না। এখানে আমি প্রতিদিন, উত্তম সূপ ও উত্তম রুটি পেট ভরিয়া খাইতেছি। এখানে আসিবার পূর্ব্বে, আমি কখনও এরূপ উত্তম ও প্রচুর আহার পাই নাই। আমার পিতা মাতা প্রায় প্রতিদিন, একপ্রকার উপবাসী থাকেন। আহার করিতে বসিলেই তাঁহাদিগকে মনে পড়ে; তাঁহাদের আহারের কষ্ট মনে করিয়া, উপাদেয় বস্তুর ভক্ষণে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

সেই সুবোধ বালকের এই সকল কথা শুনিয়া অধ্যক্ষ সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন, এবং মনে মনে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, কেন,

তোমার পিতা, বহুকাল রাজকর্ম্ম করিয়াছিলেন; তিনি কি পেন্‌শন্ (১) পান নাই? বালক বলিল, না মহাশয়, তিনি পেন্‌শন্ পান নাই; পেন্‌শনের প্রত্যাশায়, এক-বৎসরকাল, রাজধানীতে ছিলেন, কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; অবশেষে অর্থাভাবে আর এখানে থাকিতে না পারিয়া, হতাশ হইয়া, গৃহে প্রতিগমন করিয়াছেন; তিনি পেন্‌শন্ পাইলে, আমাদের এত কষ্ট হইত না।

ইহা শুনিয়া অধ্যক্ষ বলিলেন, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যাহাতে তোমার পিতা পেন্‌শন্ পান, তাহার উপায় করিব। আর, যখন তোমার পিতার এরূপ অবস্থা শুনিতেছি, তখন তিনি আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত, সময়ে সময়ে, তোমায় কিছু দিয়া থাকেন, আমার এরূপ বোধ হইতেছে না; সুতরাং, সেজন্য তোমার বিলক্ষণ কষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। আপাততঃ, তুমি তিনটি গিনি লও; ইহা দ্বারা নিজ আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিও; আর যত সত্বর পারি, তোমার পিতার আগামী ছয় মাসের পেন্‌শন্ পাঠাইয়া দিতেছি।

এই কথা শুনিয়া, বালক আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইল; এবং অধ্যক্ষের দত্ত তিনটি গিনিতে অবিচলিতভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, আপনি আমার পিতার নিকটে সত্বর পেন্‌শনের টাকা পাঠাইবেন, বলিলেন; ঐ টাকা কিরূপে পাঠাইবেন? অধ্যক্ষ বলিলেন, তোমার সে ভাবনা করিতে হইবে না; আমরা অনায়াসে তাঁহার নিকট টাকা পাঠাইতে পারিব। বালক বলিল, না মহাশয়, আমি সে ভাবনা করিতেছি না; আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যখন আপনি আমার পিতার নিকট টাকা পাঠাইবেন, ঐ সঙ্গে এই তিনটি গিনিও পাঠাইয়া দিবেন। আমি যতদিন এখানে থাকিব, আমার এক পয়সাও প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু, এই তিনটি গিনি পাইলে, তাঁহার যথেষ্ট উপকার হইবে।

অধ্যক্ষ, তদীয় সদ্বিবেচনা ও পিতৃবৎসলতার আতিশয্য দর্শনে, সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি, রাজার গোচর করিয়া, তাহার পিতার পেন্‌শনের ব্যবস্থা করিলেন; এবং আগামী ছয় মাসের পেন্‌শন্ ও সেই তিনটি গিনি, তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

তদবধি সেই নিঃস্ব পরিবারের, দুঃখের অবস্থা অতিক্রান্ত হইয়া, অপেক্ষাকৃত সুখের অবস্থা উপস্থিত হইল।

(১) পেন্‌শন্—বহুকাল চাকরি করিয়া বার্দ্ধক্য প্রভৃতি কারণে চাকরি হইতে অপসৃত হইলে পুরস্কারস্বরূপ যাবজ্জীবন যে মাসিক বৃত্তি পাওয়া যায়।

নিঃস্বার্থ পরোপকার

পারী নগরে, হেনো নামে এক বিধবা নারী থাকিতেন। তিনি নস্যবিক্রয় ব্যবসায় দ্বারা, বহুকাল পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছিলেন; কিন্তু বায়াত্তর বৎসর বয়সে, অতিশয় নিঃস্ব ও নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। যে গৃহে তাঁহার বিপণি ছিল, তাহার ভাটকদানে অসমর্থ হওয়াতে, তাঁহাকে ঐ গৃহ ছাড়িয়া দিতে হইল। এক্ষণে তাঁহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। তাঁহার দুই পুত্র বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন; এই দুঃসময়ে তাঁহারা তাঁহার কিছুমাত্র আনুকূল্য করিলেন না।

মারগারে দেমূলাঁ নামে তাঁহার এক পরিচারিকা ছিল। সে তেইশ বৎসর তাঁহার নিকটে কর্ম্ম করে। এক্ষণে স্বামিনীর দুরবস্থা দেখিয়া, তাহার দয়া উপস্থিত হইল। সে, দয়া করিয়া আনুকূল্য না করিলে, নিঃসন্দেহ অনাহারে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিত।

দেমূলাঁ, প্রথমতঃ এক প্রতিবেশীর নিকটে উপস্থিত হইল; এবং সাতিশয় বিনয়-পূর্ব্বক নিতান্ত কাতর বাক্যে প্রার্থনা করিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আপন বিপণির এক পার্শ্বে, আমার স্বামিনীকে একটু স্থান দেন। তিনি সম্মত হইলে, সে হেনোকে সেই স্থানে লইয়া গেল। তথায় তিনি পূর্ব্ববৎ নস্যবিক্রয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে যে লাভ হইতে লাগিল, তদ্দ্বারা তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন দেখিয়া, দেমূলাঁ তাঁহার আনুকূল্যের নিমিত্ত, সূচীকর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিল।

প্রতিবেশীরা দেমূলাঁকে সুশীলা, দয়াশীলা ও সচ্চরিত্রা বলিয়া জানিত, এজন্য অনেকেই তাহাকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইত। কিন্তু, এমন দুঃসময়ে আমি ইহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিব না; আমি চলিয়া গেলে, ইঁহার কষ্টের সীমা থাকিবে না; ইনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, আমি কুত্রাপি যাইব না; এই বলিয়া সে কাহারও প্রস্তাবে সম্মত হইল না।

এইরূপে, নিরুপায় হেনো যতদিন জীবিত রহিলেন, দেমূলাঁ সাধ্যানুসারে তাঁহার পরিচর্য্যা ও প্রাণরক্ষা করিল। কিন্তু, সে তাঁহার কতদূর পর্য্যন্ত উপকার করিতেছে, তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেন না। দেমূলাঁর নিকট কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন দূরে থাকুক, তিনি অকারণে কুপিত হইয়া, সতত তাহাকে প্রহার ও তিরস্কার করিতেন; দেমূলাঁ তাহাতেও রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইত না। বিশেষতঃ, সে তাঁহার নিকটে যে তেইশ বৎসর কর্ম্ম

করিয়াছিল, তন্মধ্যে পনর বৎসরের বেতন পায় নাই। ইহাকেই নিঃস্বার্থ পরোপকার বলে। ফলতঃ, দেমূলাঁর আচরণ, দয়া, ভদ্রতা ও প্রভুভক্তির অদ্ভুত দৃষ্টান্ত।

পারী নগরে, ফ্রেঞ্চ একাডেমি নামে এক প্রসিদ্ধ সমাজ আছে। সংকর্ম্মে লোকের উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত, সমাজের অধ্যক্ষেরা, প্রতিবৎসর এক এক পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবেচনায়, যে ব্যক্তি সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় সৎকর্ম্ম করে, সে ঐ পুরস্কার পায়। দেমূলাঁর আচরণের পরিচয় পাইয়া, তাঁহারা এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, সে ঐ বৎসরের পুরস্কারের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য, ইহা স্থির করিয়া, তাহাকেই ঐ পারিতোষিক দিলেন।

আতিথেয়তা

মঙ্গো পার্ক নামে এক ব্যক্তি, দেশপর্য্যটন দ্বারা লোকসমাজে বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে, আফ্রিকার অন্তঃপাতী বাম্বারা রাজ্যের রাজধানী সিগো নগরে উপস্থিত হইলেন; এবং তত্রত্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিলেন। মধ্যে এক নদীর ব্যবধান আছে; উহা উত্তীর্ণ হইয়া, রাজবাটী যাইতে হইবে। সে দিবস, পারঘাটায় এত জনতা হইয়াছিল যে, অন্যূন দুই ঘণ্টা কাল তাঁহাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল।

এই অবকাশে, রাজপুরুষেরা রাজার নিকট সংবাদ দিল, মহারাজ, এক হীনবেশ শ্বেতকায় মনুষ্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। শ্রবণমাত্র, নৃপতি আপন এক অমাত্যকে তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন। তিনি, পার্কের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, আমি রাজকীয় আদেশক্রমে আপনাকে জানাইতেছি, আপনি তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে নদী পার হইবেন না। তৎপরে অমাত্য কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী এক গ্রাম দেখাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন, আজ আপনি ঐ গ্রামে রাত্রিযাপন করুন।

পার্ক শুনিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন; কিন্তু আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া, সেই গ্রামে চলিলেন। পথিমধ্যে রজনী ও ঝড়বৃষ্টি উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে, গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া, তিনি থাকিবার উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, বিদেশীয় লোক বলিয়া, কেহ সাহস করিয়া, তাঁহাকে আশ্রয় দিল না; সুতরাং তিনি

বিলক্ষণ বিপদে পড়িলেন। বিশেষতঃ, সেখানে বন্য জন্তুর অতিশয় উপদ্রব; অনাবৃত স্থানে থাকিলে, প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব, কি উপায়ে নিরাপদে রাত্রিযাপন করিবেন, তিনি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে, তিনি অন্য কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া, এক বৃক্ষের স্কন্ধদেশে অশ্ব বন্ধন করিলেন; পরে, বৃক্ষের উপর বসিয়া রজনীযাপন করিব, তাহা হইলে বন্য জন্তুতে আক্রমণ করিতে পারিবে না; এই স্থির করিয়া, বৃক্ষে আরোহণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে, এক বৃদ্ধা কাফ্রি সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে, তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া, স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, ইনি বিদেশীয় লোক, আশ্রয় না পাইয়া, ব্যাকুল ও চিন্তান্বিত হইয়াছেন। তখন সে, তাঁহাকে তাহার অনুগামী হইতে সঙ্কেত করিল। তদনুসারে, তিনি তাহার সমভিব্যাহারে চলিলেন।

বৃদ্ধা, আপন আবাসে উপস্থিত হইয়া, কুটীরের এক অংশে তাঁহাকে থাকিতে দিল। তাহার কন্যারা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা ছিল। সে, তাহাদিগকে অগ্রে অতিথি-পরিচর্য্যার আয়োজন করিতে বলিল। তাহারা, অবিলম্বে এক বৃহৎ মৎস্য আনিয়া, তাঁহার নিমিত্ত আহার প্রস্তুত করিল; এবং, পর্য্যাপ্ত আহার করাইয়া, মাতুর পাতিয়া তাঁহাকে, শয়ন করাইল। এইরূপে অতিথিপরিচর্য্যা সমাপ্ত হইলে, তাহারা পুনরায় গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল; এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে লাগিল।

কাফ্রিকন্যারা, বোধ হয়, শ্রমলাঘবের নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে করিতে গান করিতে লাগিল। পার্ক, কাফ্রিভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেন। গান শুনিয়া, কাফ্রি-জাতির উপর তাঁহার বিলক্ষণ ভক্তি জন্মিল। দেখিলেন, তিনিই তাহাদের গানের বিষয়। গানের মর্ম্ম এই, ঝড় বহিতেছিল; বৃষ্টি পড়িতেছিল; উপায়হীন শ্বেতকায় মনুষ্য, ক্লান্ত হইয়া আমাদের বৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিতেছিলেন; তাঁহার জননী নাই যে, দুগ্ধ দেন; স্ত্রী নাই যে, আহার প্রস্তুত করিয়া দেন; আইস, আমরা শ্বেতকায় মনুষ্যকে আশ্রয় দি; তাঁহার কেহ নাই, তিনি নিরাশ্রয়।

কাফ্রিনারীদিগের দয়া ও সৌজন্য দর্শনে, পার্ক, মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন। সেই রাত্রি তাহারা আশ্রয় না দিলে, তাঁহার দুর্গতির সীমা থাকিত না; হয় ত, প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিত। রাত্রি প্রভাত হইলে, তিনি গাত্রোত্থান করিলেন; গৃহস্বামিনীর নিকটে গিয়া, আন্তরিক ভক্তি সহকারে, তাহাকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন; এবং তাহার ও তাহার কন্যাদের নিকটে বিদায় লইয়া, রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

প্রভুভক্তি ও দয়াশীলতা

পারী নগরে, মিজিওঁ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সামান্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। কিছুদিন পরে, বিস্তর ক্ষতি হওয়াতে, তাঁহার ব্যবসায় রহিত হইয়া গেল। তিনি অতিশয় কষ্টে পড়িলেন। লা ব্লন্দ নামে তাঁহার এক তরুণী পরিচারিকা ছিল; তাঁহার দুঃসময় ঘটাতে, কেবল সেই তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল না, আর সকলে চলিয়া গেল।

কিছুদিন পরে, মিজিওঁর মৃত্যু হইল। তাঁহার স্ত্রী ও দুই শিশুসন্তান রহিল। কিন্তু তাহাদের ভরণপোষণের কোন উপায় ছিল না। তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া, লা ব্লন্দের অতিশয় দয়া উপস্থিত হইল। সে দাসীবৃত্তি করিয়া, ক্রমে ক্রমে পনর শত ফ্রাঙ্ক (৫) সঞ্চয় করিয়াছিল, সমুদয় তাহাদের ভরণপোষণে নিয়োজিত করিল। ইহা ভিন্ন, তাহার কিছু পৈতৃক ভূসম্পত্তি ছিল; তাহা হইতে যে দুই শত ফ্রাঙ্ক উপস্বত্ব পাইত, তাহাও তাহাদের ব্যয়ে নিয়োজিত হইল। এইরূপে, সে, ঐ অনাথ পরিবারের প্রতিপালন করিতে লাগিল। এই দয়াশীলা পরিচারিকাকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, অনেকে অভিলাষ করিতেন। কিন্তু, সে এইমাত্র উত্তর দিত, আমি যদি ইহাদিগকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাই, কে ইহাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে?

কিছুদিন পরে, মিজিওঁর পত্নীর উৎকট রোগ জন্মিল। ইতঃপূর্ব্বে লা ব্লন্দ এই নিরুপায় পরিবারের ভরণপোষণে সর্ব্বস্ব সমর্পিত করিয়াছিল; তাহার হস্তে আর কিছুই ছিল না। সে, তাঁহাদের নিমিত্ত, অবশেষে বসন, ভূষণ প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিল।

যে সকল স্ত্রীলোক, হাঁসপাতালে (৬) গিয়া রোগীদিগের পরিচর্য্যা করে, তাহারা কিছু কিছু পাইয়া থাকে। লা ব্লন্দ, দিবাভাগে মিজিওঁর পত্নীর শুশ্রূষা করিত; এবং তাহাদের ব্যয়নির্ব্বাহের নিমিত্ত, রাজধানীতে হাঁসপাতালে গিয়া, রোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইত।

(৫) ফ্রাঙ্ক—ফরাসিদেশে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা, মূল্য ।৵৫।

(৬) হাঁসপাতাল—চিকিৎসালয়, রোগীরা চিকিৎসার নিমিত্ত যে স্থানে গিয়া আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষভাগে, মিজিঅঁর পত্নীর প্রাণত্যাগ হইল। পারী নগরে, অনাথ বালকবালিকাদিগের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত, দীনাশ্রয় নামে স্থান আছে। কেহ কেহ লা ব্লন্দকে এই পরামর্শ দিল, অতঃপর তুমি এই দুটি শিশুকে দীনাশ্রমে পাঠাইয়া দাও। সে, এই প্রস্তাব শুনিয়া অতি রোষ ও ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া বলিল, আমি ইহাদিগকে কখনই ছাড়িতে পারিব না; ইহাদিগকে আমার বাসস্থানে লইয়া যাইব। আমার যে দুই শত ফ্রাঙ্ক আয় আছে, তদ্দ্বারা আমার নিজের ও ইহাদের ভরণপোষণ অনায়াসে সম্পন্ন হইবে।

সাধুতার পুরস্কার

পারী নগরে এক ব্যক্তি অতি দরিদ্র ছিলেন। তিনি বহু কষ্টে দিনপাত করিতেন। সুইজেৎ নামে এক তরুণী ভ্রাতৃতনয়া ব্যতিরিক্ত, তাঁহার আর কেহই ছিল না। এই ভ্রাতৃকন্যা অতি সুশীলা ও সচ্চরিত্রা ছিল, এবং আপন পিতৃব্যকে অতিশয় ভালবাসিত। নিতান্ত অসঙ্গতিপ্রযুক্ত, পিতৃব্য, ভ্রাতৃতনয়ার ভরণপোষণ করিতে পারিতেন না। সে, এক গৃহস্থের বাটীতে দাসীবৃত্তি করিয়া, জীবিকানির্ব্বাহ করিত; এবং বেতনস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইত, তাহা দিয়া পিতৃব্যের আনুকূল্য করিত।

কিছুদিন পরে, ঐ কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির ও দিন নির্দ্ধারিত হইল। সমুদয় আয়োজন হইতেছে, দুই তিন দিনের মধ্যে বিবাহ হইবে; এমন সময়ে, সহসা তদীয় পিতৃব্যের মৃত্যু হইল। তাঁহার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়নির্ব্বাহ হয়। তখন সুইজেৎ বরকে বলিল, দেখ, আমার পিতৃব্যের মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইবার কোনও উপায় নাই। আমি বৈবাহিক পরিচ্ছদ কিনিবার নিমিত্ত যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি, তাহা ভিন্ন আমার হস্তে এক কপর্দ্দকও নাই। এক্ষণে তাহা দ্বারা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করি; পরে, পুনরায় সঞ্চয় করিয়া, পরিচ্ছদ কিনিব। আপাততঃ কিছুদিনের নিমিত্ত, আমাদের বিবাহ স্থগিত থাকুক।

সুইজেৎ যে বাটীতে কর্ম্ম করিত, ঐ বাটীর কর্ত্রী, তাহার প্রস্তাব শুনিয়া, উপহাস করিতে লাগিলেন; এবং বলিলেন, তোমার পিতৃব্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেরূপে সম্পন্ন হয় হউক, সে অনুরোধে উপস্থিত বিবাহ স্থগিত রাখা কোনও মতে উচিত নহে। অতএব,

আমার পরামর্শ এই, নির্দ্ধারিত দিবসে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যাউক। সুইজেৎ, তাঁহার পরামর্শ শুনিল না; বলিল, যথাবিধানে পিতৃব্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না করিয়া, আমি কদাচ বিবাহ করিব না; যদি করি, তাহা হইলে আমার মত পাপীয়সী আর নাই। আর, যদি এজন্য আমার বিবাহ না হয়, তাহাতেও আমি দুঃখিত নহি।

এই উপলক্ষে বিলক্ষণ বিবাদ উপস্থিত হইল। গৃহস্বামিনী ও বর, উভয়ে নির্দ্ধারিত দিবসে বিবাহ হওয়া আবশ্যক বলিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল; সুইজেৎ, কোনও মতে সম্মত হইল না। অবশেষে, গৃহস্বামিনী কুপিতা হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন; এবং বরও, আমি আর তোমাকে বিবাহ করিব না বলিয়া, সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিল। সুইজেৎ, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত বা উৎকণ্ঠিত না হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল; এবং পিতৃব্যের আলয়ে উপস্থিত হইয়া, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিতে লাগিল।

যথাবিধানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সুইজেৎ, বিরলে বসিয়া, পিতৃব্যের শোকে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে, এমন সময়ে, এক সুশ্রী সুবেশ, যুবা পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইনি বহু দিন অবধি সুইজেৎকে জানিতেন; তাহার কর্ম্মচ্যুত হওয়ার ও সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার কারণ অবগত হইয়া, তাহার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন; এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই; এক্ষণে সুইজেতের পাণিগ্রহণ করিবেন স্থির করিয়া, তাহাকে আপন আলয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন।

সুইজেৎ এই ব্যক্তিকে সুশীল, সচ্চরিত্র ও বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক বলিয়া জানিত। ইঁহাকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া, শোকসংবরণ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল। ঐ ব্যক্তি ঈষৎ হাস্য করিয়া, সাদর বচনে বলিলেন, সুইজেৎ, শুনিলাম তুমি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছ; এবং বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, আমি তোমার পাণিগ্রহণে প্রস্তুত আছি। সুইজেৎ শুনিয়া সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, মহাশয়, আপনি বড় লোক, আমি অতি দীন; আপনি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে, আপনি পরিহাস করিতেছেন; আমার এই শোকের ও দুঃখের সময়, এরূপে পরিহাস করা উচিত নয়।

এই কথা শুনিয়া সেই যুবক বলিলেন, অয়ি সুশীলে, ধর্ম্মপ্রমাণ বলিতেছি, তোমায় পরিহাস করিতেছি না; আমি এত নির্ব্বোধ, এত নিষ্ঠুর, এত অধম নহি যে, তোমার মত গুণবতী মহিলার শোকে ও দুঃখে দুঃখিত না হইয়া, পরিহাস করিব; তুমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সেরূপ ভাবিও না। তুমি জান, আমার বিবাহ হয় নাই। এক্ষণে

আমার বিবাহ করা স্থির হইয়াছে। বিবাহ করিতে হইলে, তোমার মত গুণবতী কামিনী কোথায় পাইব?

এই সকল কথা শুনিয়া সুইজেৎ বলিল, না মহাশয়, আপনি যাহা বলিলেন, ইহা শুনিয়া আর আমি পরিহাস মনে করিতেছি না। আপনি আমার পাণিগ্রহণ করিলে, আমার পক্ষে বিলক্ষণ সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনি সকল লোকের অবজ্ঞাভাজন ও উপহাসাস্পদ হইবেন; এজন্য আমার পাণিগ্রহণ করা আপনকার পক্ষে পরামর্শসিদ্ধ নহে। তখন তিনি হাস্যমুখে বলিলেন, যদি কেবল এই তোমার আপত্তি হয়, সেজন্য ভাবনা করিতে হইবে না। এখন উঠ, আর এখানে কালহরণ করিবার প্রয়োজন নাই; আমার জননী তোমার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন।

সুইজেতের পিতৃব্য একটি বিড়ালকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। ঐ বিড়াল মরিয়া গেলে পর, উহার চর্ম্ম লইয়া তিনি বিড়ালের আকৃতি নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। ঐ আকৃতি তাঁহার শয্যার শিখরদেশে স্থাপিত থাকিত। প্রস্থানকালে সুইজেৎ বলিল, দেখুন, আমি পিতৃব্যকে অতিশয় ভাল বাসিতাম; তাঁহার স্মরণার্থে এই আকৃতিটি লইয়া যাইব। এই বলিয়া, ঐ আকৃতি উঠাইতে গিয়া, উহার অসম্ভব ভার দর্শনে, সে চমৎকৃত হইল। তখন সেই যুবক, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, তাদৃশ ভারের কারণ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, বিড়ালের চর্ম্ম ছিন্ন করিবামাত্র, স্বর্ণমুদ্রার বর্ষণ হইতে লাগিল। সুইজেতের পিতৃব্য অতিশয় কৃপণ ছিলেন; আহারাদির ক্লেশ সহ্য করিয়াও, সহস্র লুইদোর (৭) সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে, তাঁহার সঞ্চিত বিত্ত তদীয় সুশীলা ভ্রাতৃতনয়ার নিরুপম গুণের পুরস্কার হইল।

পরের প্রাণরক্ষার্থে প্রাণদান

সাস্তেতিয়ন্ নামে এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হওয়াতে, তিনি লুকাইয়া থাকেন। রাজপুরুষেরা সবিশেষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি প্রকাশভয়ে অধিক দিন একস্থানে থাকিতে পারিতেন না; কোনও স্থানে দুই তিন দিন থাকিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিতেন। তাঁহার, প্রতিক্ষণেই রাজপুরুষদিগের হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কা হইত।

(৭) লুইদোর—ফরাসিদেশে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা, মূল্য ১০৲ টাকা।

যাহার আলয়ে লুকাইয়া থাকেন, পাছে, সে ব্যক্তিই ভয়ে প্রকাশ করিয়া দেয়, এই আশঙ্কায় তিনি কোন স্থানেই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতেন না; কারণ, যাহারা তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিবে, অথবা তাঁহার লুকাইয়া থাকিবার স্থান জানিতে পারিয়াও রাজপুরুষদিগের গোচর না করিবে, তাহাদেরও প্রাণদণ্ড অবধারিত ছিল।

পারী নগরে, পেসাক্‌নাম্নী এক অতি সচ্চরিত্রা, দয়াশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া, সান্তেতিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং বলিলেন, আপনি যে বিষম বিপদে পড়িয়াছেন, তাহার সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছি। আপনি আমার আলয়ে চলুন; সেখানে থাকিলে, কেহই আপনকার অনুসন্ধান পাইবে না।

এই প্রস্তাব শুনিয়া, সান্তেতিয়ন্‌ বলিলেন, আপনি যে আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন, এবং এই বিপদের সময় দয়া করিয়া, আশ্রয় দিতে চাহিতেছেন, ইহাতে আমি কি পর্য্যন্ত উপকৃত বোধ করিতেছি, বলিতে পারি না। কিন্তু এ হতভাগ্যকে আশ্রয় দিলে, আপনি নিঃসন্দেহ, বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন; আপনার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। এই কারণে, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না। যেরূপ দেখিতেছি, আমার প্রাণরক্ষার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এমন স্থলে, আমি অকারণে আপনার প্রাণদণ্ডের হেতু হইতে পারি না।

সান্তেতিয়নের এই কথা শুনিয়া পেসাক্‌ বলিলেন, মহাশয়, আপনি অন্যায় বলিতেছেন। আপনকার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিলে, পাছে বিপদে পড়ি, এই ভয়ে তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া, আমি আপন আবাসে নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিব, সাধ্যানুসারে আপনার সাহায্য করিব না, ইহা কখনই হইবে না। আপনি বলিতেছেন, আপনাকে আমার আলয়ে লইয়া গেলে, আমারও প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বিপদের সময়ে যদি বন্ধুর সাহায্য করিতে না পারি, তাহা হইলে প্রাণধারণের কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না।

অবশেষে সান্তেতিয়ন্‌, পেসাকের যত্ন ও বিনয়ের বশীভূত হইয়া, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার আলয়ে গমন করিলেন। যাহাতে, তিনি সেখানে লুকাইয়া আছেন বলিয়া কেহ জানিতে না পারে, পেসাক্‌ অশেষ প্রকারে সেইরূপ কৌশল করিতে লাগিলেন। কিন্তু, অল্পদিনের মধ্যেই, এ বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িল। সান্তেতিয়নের প্রাণদণ্ড হইল; পেসাক্‌, তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এই অপরাধে তিনিও অবিলম্বে তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।

যৎকালে এই দয়াশীলা স্ত্রীলোক ধৃত ও রাজপুরুষদিগের সম্মুখে নীত হইয়াছিলেন, তিনি কিছুমাত্র ভীত বা দুঃখিত হয়েন নাই। তাঁহার আকারে বা কথোপকথনে, ভয়ের বা দুঃখের কোনও লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে, তিনি স্বচ্ছন্দমনে ও অম্লানবদনে তাহাতে সম্মত হইলেন। তাঁহার দয়া, সৌজন্য ও অকুতোভয়তা দর্শনে, ব্যক্তিমাত্রেই মোহিত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন।

প্রভুভক্তি

পারী নগরে লা জুইনে নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। রাজদণ্ডে প্রাণবধের আদেশ হওয়াতে, তিনি তথা হইতে পলায়ন করিলেন; এবং রেন্ নামক স্থানে তাঁহাদের যে বসতিবাটী ছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালে সেই বাটীতে এক পরিচারিকা ব্যতিরিক্ত আর কেহ ছিল না। তিনি, কি অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন, আপাততঃ পরিচারিকার নিকট তাহা ব্যক্ত করিলেন না।

কতিপয় দিনের পর, লা জুইনে সংবাদপত্রে দেখিলেন, রাজপুরুষেরা এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যাহারা রাজদণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দিবে, কিংবা যে সকল পরিচারক অথবা পরিচারিকা তাদৃশ ব্যক্তিদের গোপন করিবে, তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে। তখন তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, পরিচারিকাকে বলিলেন, দেখ, রাজদণ্ডে আমার প্রাণবধের আদেশ হইয়াছে; সেজন্য আমি পারী হইতে পলাইয়া আসিয়া এখানে লুকাইয়া আছি। আজ সংবাদপত্রে দেখিলাম, যদি কোনও পরিচারক বা পরিচারিকা রাজদণ্ডগ্রস্ত প্রভুর গোপন করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব তুমি অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। এখানে থাকিলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।

এই কথা শুনিয়া, পরিচারিকা বলিল, মহাশয়, আমি বহুকাল আপনার আশ্রয়ে আছি, এবং আপনার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছি। এক্ষণে বিপদের সময় যদি আমি এখান হইতে চলিয়া যাই, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা কৃতঘ্ন আর কেহই হইতে পারে না। এ অবস্থায় আমি কখনই আপনার আলয় পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে যাইব না। যদি আপনার নিকট থাকিয়া ও আপনার পরিচর্য্যা করিয়া, আমার প্রাণদণ্ড হয়, তাহাতে আমি কাতর নহি, বরং শ্লাঘা জ্ঞান করিব; আমি মৃত্যুকে কিছুমাত্র ভয়ানক জ্ঞান করি

না। যদি আপনার প্রাণরক্ষা বিষয়ে কিঞ্চিৎ অংশেও সাহায্য করিতে পারি, জন্ম সার্থক জ্ঞান করিব।

পরিচারিকার উক্তি শুনিয়া ও ভক্তি দেখিয়া, লা জুইনে চমৎকৃত হইলেন; এবং বলিলেন, দেখ, আমার উপর তোমার যে এতদূর পর্য্যন্ত স্নেহ, ইহা অবগত হইয়া, আমি কত প্রীত হইলাম, বলিতে পারি না। কিন্তু অকারণে আমি তোমার প্রাণদণ্ড হইতে দিব না; কারণ, তুমি এখানে থাকিয়া, আমার প্রাণরক্ষা বিষয়ে কোনও অংশে কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারিবে না, লাভের মধ্যে তোমারও প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব তুমি অবিলম্বে এখান হইতে চলিয়া যাও। আমি এখানে লুকাইয়া আছি, যদি তুমি ইহা কাহারও নিকট ব্যক্ত না কর, তাহা হইলে, আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব।

এইরূপে লা জুইনে পরিচারিকাকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন; সে কোনও ক্রমে তাঁহার আলয় হইতে চলিয়া যাইতে সম্মত হইল না। তিনি অনেক বিনয় করিয়া বলিলেন, তথাপি সে সম্মত হইল না; তিনি যৎপরোনাস্তি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া অতিশয় ভৎ র্সনা করিলেন, তথাপি সে সম্মত হইল না। অবশেষে তিনি সাতিশয় কুপিত হইয়া বলিলেন, আমি তোমার প্রভু, তোমায় আদেশ করিতেছি, অবিলম্বে আমার আলয় হইতে চলিয়া যাও। তখন সে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে বলিল, আপনি ক্ষমা করুন, প্রাণ থাকিতে আমি এমন সময়ে আপনকার আলয় হইতে চলিয়া যাইতে পারিব না। আমি বহুকাল আপনার পরিচর্য্যা করিয়াছি; এক্ষণে আপনার নিকট থাকিতে দেন।

পরিচারিকার ভাব দর্শনে ও প্রার্থনা শ্রবণে, তিনি নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন; এবং অগত্যা তাহার প্রার্থিত বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। এ দিকে, তাঁহার পলায়নের সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, রাজপুরুষেরা সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন সহকারে তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই প্রভুভক্তিপরায়ণা পরিচারিকা, সকল বিষয়ে এরূপ বুদ্ধি-কৌশল প্রদর্শিত করিতে লাগিল যে, তিনি কোথায় লুকাইয়া আছেন, তাঁহারা তাহার কিছুমাত্র অনুধাবন করিতে পারিলেন না। অবশেষে বিপক্ষপক্ষ অপদস্থ হওয়াতে, লা জুইনে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

নিঃস্পৃহতা

ইংলণ্ডদেশীয় ডিউক অব মণ্টেগু অতিশয় দয়ালু ও দীনপ্রতিপালক ছিলেন। তাঁহার এই রীতি ছিল, নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের দুঃখমোচনের নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রচ্ছন্নবেশে ভ্রমণ করিতেন। এক দিন প্রাতঃকালে তিনি ঐ অভিপ্রায়ে এক অনাথমণ্ডলীতে উপস্থিত হইলেন; এবং এক বৃদ্ধা নারীকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে অতিশয় দুঃসময় উপস্থিত; এরূপ সময়ে তুমি কিরূপে দিনপাত কর। যদি আবশ্যক থাকে, বল, আমি তোমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। বৃদ্ধা বলিল, জগদীশ্বরের কৃপায় আমি স্বচ্ছন্দে আছি; আমার কোনও অপ্রতুল নাই। যদি দীন দেখিয়া, দয়া করিয়া, দিতে ইচ্ছা থাকে, ঐ গৃহে এক অনাথা আছে, তাহাকে সাহায্যদান করুন; অনাহারে তাহার প্রাণপ্রয়াণের উপক্রম হইয়াছে।

বৃদ্ধার বাক্য শুনিয়া, ডিউক মহোদয় নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন; এবং সেই অনাথা উপায়বিহীনা নারীকে কিছু দিয়া, পুনরায় বৃদ্ধার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, যদি তোমার আর কোনও প্রতিবেশীর অপ্রতুল থাকে, বল। তাঁহার, পুনরায় সেই বৃদ্ধার নিকটে উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাকেও কিছু দিবেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, আর কাহারও অপ্রতুল আছে কি না, এই জিজ্ঞাসা করিলে, সে অবশ্য আপন অবস্থা জানাইবে। কিন্তু, বৃদ্ধা বলিল, হাঁ মহাশয়, আমার আর এক প্রতিবেশী আছে; সে অতিশয় দুঃখী ও অতিশয় সৎস্বভাব। ডিউক বলিলেন, অয়ি বৃদ্ধে, আমি এ পর্য্যন্ত তোমার মত নিঃস্পৃহ ও সাধুশীল স্ত্রীলোক দেখি নাই। যদি তুমি বিরক্ত না হও, আমি তোমার নিজের অবস্থা সবিশেষ জানিবার অভিলাষ করি। তখন বৃদ্ধা বলিল, আমি নিতান্ত দুঃখিনী নহি; আমি কাহারও কিছু ধারি না; তদ্ভিন্ন আমার পনর টাকা সংস্থান আছে।

এই কথা শুনিয়া, ডিউক অতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন; এবং মনে মনে তাহার নিঃস্পৃহতা ও সাধুশীলতার অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া বলিলেন, তোমার যে সংস্থান আছে, যদি আমি তাহার কিছু বৃদ্ধি করিয়া দি, বোধ করি, তাহাতে তোমার আপত্তি হইতে পারে না। বৃদ্ধা বলিল, আপনি যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাতে আমার সবিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু, আপনি যাহা দিতে চাহিতেছেন, তাহা আমার যত আবশ্যক, অনেকের তদপেক্ষা অনেক অধিক আবশ্যক। যদি আমি উহা লই, তাহাদিগকে বঞ্চনা করা হয়; আমার বিবেচনায় এরূপ লওয়া অতি গর্হিত কর্ম্ম।

বৃদ্ধার ঈদৃশী উদারচিত্ততা দেখিয়া, মহানুভব ডিউক মহোদয় যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা বহিষ্কৃত করিয়া, তদীয় হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, তোমায় অবশ্যই লইতে হইবে; যদি না লও, আমি যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইব। বৃদ্ধা, তদীয় দয়ালুতা ও বদান্যতার একশেষ দর্শনে, মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; অনন্তর অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভক্তিপূর্ণ বচনে বলিল, মহাশয়, অধিক আর কি বলিব, আপনি দেবতা, মানুষ নহেন।

রাজকীয় বদান্যতা

একদিন অপরাহ্ণ সময়ে ইংলণ্ডের অধীশ্বর তৃতীয় জর্জ্জ, একাকী পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে, দুই দীন বালক সহসা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা তাঁহাকে রাজ্যেশ্বর বলিয়া জানিত না; সামান্য ধনবান্ মনুষ্য স্থির করিয়া, তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট হইল; এবং মহাশয়, আমাদের অতিশয় ক্ষুধা হইয়াছে; সমস্ত দিন আহার পাই নাই; দয়া করিয়া, আমাদিগকে কিছু দেন। এই বলিতে বলিতে তাহাদের গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা পরিস্রুত হইতে লাগিল; কণ্ঠরোধ হওয়াতে, তাহারা আর অধিক বলিতে পারিল না।

এই ব্যাপার দর্শনে, জর্জ্জের অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইল। তখন তিনি, তাহাদের হস্তে ধরিয়া ভূমি হইতে উঠাইলেন; এবং আশ্বাসপ্রদান পূর্ব্বক তাহাদের অবস্থার বিষয়ে সবিশেষ সমস্ত জানাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া, তাহারা বলিল, মহাশয়, আমরা অতি দীন। কিছু দিন হইল, আমাদের জননী পীড়িত হইয়াছিলেন; পথ্য ও ঔষধ না পাইয়া আজ তিন দিন হইল প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; তিনি মৃত পতিত আছেন; অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় নাই। আমাদের পিতা আছেন; তিনিও অতিশয় পীড়িত হইয়া, আমাদের মৃত জননীর পার্শ্বে পড়িয়া আছেন; অর্থাভাবে তাঁহারও চিকিৎসা হইতেছে না। যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তিনিও ত্বরায় প্রাণত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই। এই বলিতে বলিতে, তাহাদের নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

ঐ দীন পরিবারের দুরবস্থার বিবরণ শুনিয়া, ইংলণ্ডেশ্বর শোকার্ত্ত ও দয়ার্দ্র হইলেন; এবং বলিলেন, তোমরা বাটীতে চল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তিনি তাহাদের আলয়ে উপস্থিত হইলেন; তাহাদের বর্ণিত বৃত্তান্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, সাতিশয় শোকাকুল হইয়া, অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন; তাঁহার সঙ্গে যাহা ছিল, তৎক্ষণাৎ সেই বালকদিগের হস্তে দিলেন; সত্বর স্বীয় প্রাসাদে প্রতিগমন করিয়া, রাজমহিষীকে সবিশেষ সমস্ত অবগত করিলেন; এবং অবিলম্বে সেই বিপদাপন্ন দীন পরিবারের নিমিত্ত প্রভূত আহারসামগ্রী, শীতবস্ত্র, পরিধেয় বসন প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যক বস্তু পাঠাইলেন; আর তাহাদের পীড়িত পিতার চিকিৎসার নিমিত্ত, একজন উত্তম ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

এইরূপে রাজকীয় সাহায্য পাইয়া, সে ব্যক্তি ত্বরায় সুস্থ হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডেশ্বর সেই নিরাশ্রয় পরিবারের উপর এত সদয় হইয়াছিলেন যে, তাহাদের উপস্থিত বিপদের নিবারণ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না; তাহাদের অনায়াসে ভরণপোষণ নির্ব্বাহের, এবং সেই দুই বালকের উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষার বিশিষ্টরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

মাতৃবৎসলতা

রোম্ নগরে কোনও সৎকুলপ্রসূতা নারী উৎকট অপরাধ করাতে, বিচারকর্ত্তারা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়া, তাঁহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করেন; এবং কারাধ্যক্ষকে এই আদেশ দেন, অমুক দিনে, অমুক সময়ে, অমুক স্থানে লইয়া গিয়া, এই স্ত্রীলোকের প্রাণদণ্ড করিবে। সহসা তাঁহাদের আদেশানুযায়ী কার্য্যের সমাধা না করিয়া, কারাধ্যক্ষ বিবেচনা করিলেন, সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে বধস্থানে লইয়া গিয়া, এরূপ সদ্বংশসম্ভূতা নারীর প্রাণদণ্ড করিলে, ইঁহার আত্মীয়বর্গের মস্তক অবনত হইবে। তদপেক্ষা উত্তম কল্প এই, আহার বন্ধ করিয়া রাখি, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে অনাহারে ইঁহার প্রাণত্যাগ ঘটিবে। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি, ঐ স্ত্রীলোককে, অনাহারে রাখিয়া দিলেন।

অবরোধের পরদিন তাঁহার কন্যা, কারাধ্যক্ষের নিকটে গিয়া, জননীকে দেখিতে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তিনি সবিশেষ পরীক্ষা দ্বারা তাহার সঙ্গে কোনও

আহারসামগ্রী নাই দেখিয়া, তাহাকে কারাগৃহে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। কন্যা তদবধি প্রত্যহ মাতৃসমীপে যাতায়াত করিতে লাগিল।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে, কারাধ্যক্ষ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এ কন্যা অদ্যাপি ইহার জননীকে দেখিতে আইসে, ইহার কারণ কি। তিনি অনাহারে কখনই এত দিন বাঁচিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইলেই বা এ প্রত্যহ তাঁহাকে দেখিতে আসিবে কেন। যাহা হউক, ইহার তথ্যানুসন্ধান করা আবশ্যক। এই স্থির করিয়া, কারাধ্যক্ষ, সেই স্ত্রীলোক কোনও রূপে কিছু আহার পান কি না, ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তাঁহার আহার পাইবার কোনও সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না। তখন, বোধ হয়, এই কন্যা স্বীয় জননীর নিমিত্ত কোনও প্রকার আহার লইয়া যায়, এইরূপ সন্দিহান হইয়া, তিনি স্থির করিয়া রাখিলেন, অদ্য যে সময়ে সে আপন জননীর নিকটে যাইবে, প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত হইয়া, সমুদয় অবগত হইবেন।

নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইল। কন্যা, যথানিয়মে কারাধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া, জননীর সন্নিধানে গমন করিল। কিঞ্চিৎ পরে কারাধ্যক্ষ, প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত হইয়া, অবলোকন করিলেন, কন্যা, জননীকে স্তন্যপান করাইতেছে। তিনি তদীয় মাতৃস্নেহের এতাদৃশী ঐকান্তিকতা দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে তাহাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিলেন; এবং কারারুদ্ধা কামিনী কিরূপে অনাহারে এত দিন প্রাণধারণ করিয়া আছেন, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর তিনি, এই অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনার সবিশেষ বিবরণ বিচারকর্ত্তাদের গোচর করিলে, তাঁহারা কন্যার মাতৃভক্তি ও বুদ্ধিকৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন; এবং নিরতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, কারাবরুদ্ধা কামিনীর অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। ঐ কামিনী কেবল কারামুক্ত হইলেন, এরূপ নহে; কন্যার মাতৃভক্তির পুরস্কারস্বরূপ যাবজ্জীবন তাঁহাদের দৈনন্দিন ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য সাধারণ ধনাগার হইতে, মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। বিচারকর্ত্তারা এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। যে স্থানে এই অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, সর্ব্বসাধারণের প্রতি মাতৃভক্তির উপদেশস্বরূপ তথায় তাঁহারা এক অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মিত করাইয়া দিলেন।

বর্ব্বরজাতির সৌজন্য

একদা আমেরিকার এক আদিমনিবাসী ব্যক্তি মৃগয়া করিতে গিয়াছিল। সে সমস্ত দিন পশুর অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, সায়ংকালে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল ; এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় একান্ত আক্রান্ত হইয়া, এক সন্নিহিত য়ুরোপীয়ের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। গৃহস্বামীর সন্নিধানে গিয়া সে আপন অবস্থা জানাইল ; এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর বাক্যে প্রার্থনা করিল, মহাশয়, কিছু আহার দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন। য়ুরোপীয় ব্যক্তি শুনিয়া, সাতিশয় কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, যা বেটা, এখান হইতে চলিয়া যা ; আমি তোর জন্য আহার প্রস্তুত করিয়া রাখি নাই। তখন সে বলিল, মহাশয়, তৃষ্ণায় আমার প্রাণবিয়োগ হইতেছে ; আহার করিতে কিছু না দেন, অন্ততঃ জল দিয়া আমায় প্রাণদান করুন। এই প্রার্থনা শুনিয়া, য়ুরোপীয় মহাপুরুষ বলিলেন, অরে পাপিষ্ঠ, তুই আমার আলয় হইতে দূর হ, আমি তোরে কিছুই দিব না। তখন সে নিতান্ত হতাশ হইয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে ঐ য়ুরোপীয় ব্যক্তি বয়স্যবর্গ সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। মৃগের অন্বেষণে ইতস্ততঃ বিস্তর ভ্রমণ পূর্ব্বক, পরিশেষে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, তিনি বয়স্যগণের সঙ্গভ্রষ্ট হইলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তখন সে ব্যক্তি, কোন্ পথে গেলে অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া, লোকালয়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না ; বয়স্যগণের নামনির্দ্দেশ পূর্ব্বক, উচ্চৈঃস্বরে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কাহারও উত্তর পাইলেন না। অতঃপর তাঁহার অন্তঃকরণে বিলক্ষণ ভয়ের উদয় হইতে লাগিল। অধিকন্তু, সমস্ত দিনের পরিশ্রমে তিনি নিতান্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। এ অবস্থায়, তিনি প্রাণরক্ষাবিষয়ে এক প্রকার হতাশ হইয়া, লোকালয়ের উদ্দেশে ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, আমেরিকার এক আদিমনিবাসীর পর্ণশালা তাঁহার নয়নগোচর হইল। তখন কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া, তিনি সত্বরগমনে কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলেন ; এবং পুরস্কারের অঙ্গীকার করিয়া, কুটীরস্বামীকে বলিলেন, তুমি আমায় আমার আলয়ে পঁহুছাইয়া দাও।

তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া, সে ব্যক্তি বলিল, অদ্য সময় অতীত হইয়াছে ; আপনি কোনও ক্রমে এ রাত্রিতে নির্ব্বিঘ্নে আপন আলয়ে পঁহুছিতে পারিবেন না ; কল্য প্রাতে

আমি আপনাকে লোকালয়ে পঁহুছাইয়া দিব; আজ আমার কুটীরে অবস্থিতি করুন; আমার যা কিছু সংস্থান আছে, আপনার পরিচর্য্যায় নিয়োজিত হইবে। য়ুরোপীয়, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, সে রাত্রি তদীয় কুটীরে অবস্থিতি করিলেন। কুটীরস্বামী, তাঁহার আহারের ও শয়নের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়া দিল। রজনী প্রভাত হইলে, সে ব্যক্তি, ঐ য়ুরোপীয়ের সঙ্গে কিয়ৎ দূর গমন করিল; এবং যে পথে গেলে তিনি অক্লেশে ও নিরাপদে আপন আলয়ে পঁহুছিতে পারিবেন, তাহা দেখাইয়া দিল।

পরস্পর বিদায় লইবার সময় উপস্থিত হইলে আমেরিকার অসভ্য, য়ুরোপীয় সভ্যের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, অবিচলিত নয়নে কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখনিরীক্ষণ করিল; অনন্তর ঈষৎ হাস্য সহকারে য়ুরোপীয়কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও আমায় দেখিয়াছেন কি না? তিনি তাহার দিকে সাভিনিবেশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন; দেখিলেন, কিছু দিন পূর্ব্বে যে ব্যক্তি, ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া, তাঁহার আলয়ে গিয়া জলদান দ্বারা প্রাণদান প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু, তিনি সে প্রার্থনার পরিপূরণ না করিয়া, যৎপরোনাস্তি অবমাননা পূর্ব্বক, তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সেই, অসময়ে আশ্রয় দিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। তখন তিনি হতবুদ্ধি হইয়া, অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন; এবং কি বলিয়া পূর্ব্বকৃত নৃশংস আচরণের নিমিত্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

তখন সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তি গর্ব্বিত বাক্যে বলিল, মহাশয়, আমরা বহুকালের অসভ্য জাতি; আপনারা সভ্য জাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখুন, সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার বিষয়ে অসভ্য জাতি, সভ্য জাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট। সে যাহা হউক, অবশেষে আপনকার প্রতি আমার বক্তব্য এই, যে অবস্থার লোক হউক না কেন, যখন ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া, আপনকার আলয়ে উপস্থিত হইবে, তাহার যথোপযুক্ত আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন; তাহা না করিয়া তেমন অবস্থায়, অবমাননা পূর্ব্বক তাড়াইয়া দিবেন না। এই বলিয়া, নমস্কার করিয়া সে প্রস্থান করিল।

ভ্রাতৃবিরোধ

এক গৃহস্থ ব্যক্তির কিছু ভূমিসম্পত্তি ছিল। তিনি সাতিশয় যত্ন ও সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে কৃষিকর্ম্ম করিয়া, স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ পূর্ব্বক বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হয়েন।

তাঁহার দুই পুত্র ছিল। পাছে উত্তর কালে বিষয়বিভাগ উপলক্ষে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি অন্তিম কাল উপস্থিত হইলে, বিনিয়োগপত্র দ্বারা উভয়কে স্বীয় বিষয়ের যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া দিয়া যান। তাঁহার একটী উদ্যান ছিল; অনবধানতা বশতঃ তিনি বিনিয়োগপত্রে ঐ উদ্যানের কোনও উল্লেখ করিয়া যান নাই।

তাহারা দুই সহোদরে পিতৃকৃত বিনিয়োগপত্র অনুসারে, প্রত্যেক পৈতৃক বিষয়ের যে অংশ পাইয়াছিল, সুশীল, সুবোধ ও পরিশ্রমশালী হইলে, তাহা দ্বারা সুখস্বচ্ছন্দে ও সম্মান সহকারে, সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে পারিত। কিন্তু, তাহাদের সেরূপ প্রকৃতি ছিল না। বিনিয়োগপত্রে পরিত্যক্ত, অবিভক্ত উদ্যান লইয়া, তাহাদের পরস্পর ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইল; ঐ উদ্যানের রমণীয়তা ও লাভকরতা, উভয় ধর্ম্মই বিলক্ষণ ছিল; এজন্য, উভয়েরই একাকী সম্পূর্ণ উদ্যানে অধিকারী হইবার সম্পূর্ণ লোভ জন্মিল। সেই লোভের সংবরণে অসমর্থ হওয়াতে, উভয়েরই অন্তঃকরণে ঐ উপলক্ষে পরস্পরের উপর বিষম বিদ্বেষ জন্মিয়া উঠিল। বিষয়লোভ, মনুষ্যের অতি বিষম শত্রু। ভ্রাতৃস্নেহ ও হিতাহিতবোধ, তাহাদের হৃদয় হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

উভয়কে বিবাদে উদ্যত দেখিয়া প্রতিবেশিগণ মধ্যস্থ হইয়া, তাহাদের বিরোধভঞ্জনে যথোচিত চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনও ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। উভয়েই বিদ্বেষবুদ্ধির এরূপ অধীন হইয়াছিল যে, উভয়েই বলিল, সর্ব্বস্বান্ত হইব তাহাও স্বীকার, তথাপি উদ্যানের অংশ দিব না। তাহাদের তাদৃশ ভাব দর্শনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, মধ্যস্থগণ ক্ষান্ত হইলেন। উভয়ের পরমাত্মীয় ও যথার্থ হিতৈষী অতি মাননীয় এক ব্যক্তি, উভয়কে একত্র করিয়া অশেষ প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা কেন অকারণে বিরোধ করিতেছ, বল; যেমন উভয়ে অন্যান্য বিষয়ে সমাংশভাগী হইয়াছ, বিবাদাস্পদীভূত উদ্যানেও সেইরূপ সমাংশভাগী হও। আমার কথা শুন, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় উদ্যানও উভয়ে সমাংশ করিয়া লও। রাজদ্বারে আবেদন করিলে, বিচারকর্ত্তারা সমাংশব্যবস্থাই করিবেন, একজনকে একেবারে বঞ্চিত করিয়া অপর জনকে কখনই সমস্ত উদ্যান দিবার আদেশ করিবেন না; লাভের মধ্যে উভয় পক্ষের অনর্থক অর্থব্যয় হইবে, এইমাত্র; আর হয় ত, এই বিবাদ উপলক্ষে উভয়েরই সর্ব্বস্বান্ত হইবে। অতএব ক্ষান্ত হও, আমি মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া সামঞ্জস্য করিয়া, উদ্যানের বিভাগ করিয়া দিতেছি।

এই হিতোপদেশ শ্রবণগোচর করিয়া জ্যেষ্ঠ বলিল, আপনি আমাদের পরমাত্মীয় ও অতি মাননীয় ব্যক্তি; আপনকার উপদেশবাক্যের অনুসরণ ও আদেশবাক্যের

প্রতিপালন করা, আমাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু, অংশ করিয়া লইতে গেলে, এমন সুন্দর উদ্যান, একেবারে হতশ্রী হইয়া যাইবে। অতএব, আপনি আমার ভ্রাতাকে বুঝাইয়া দেন, সে ন্যায্য মূল্য লইয়া আমায় সমুদয় উদ্যান ছাড়িয়া দিউক। কনিষ্ঠও শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া, অবিকল ঐ প্রস্তাব করিল। আত্মীয় ব্যক্তি বিস্তর বুঝাইলেন ও অনেক প্রকার কৌশল করিলেন; কিন্তু কাহাকেও উদ্যানের অংশগ্রহণে, অথবা মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক উদ্যানের অংশপরিত্যাগে, সম্মত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি বিরাগ ও অসন্তোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

অনন্তর উভয়েই কর্ত্তব্যনিরূপণ নিমিত্ত উকীলদের নিকটে গমন করিল; এবং অভিলাষানুরূপ উপদেশ ও পরামর্শ পাইয়া নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। এক স্থানে জ্যেষ্ঠের জয়, অপর স্থানে কনিষ্ঠের জয়, এইরূপে কতিপয় বৎসর ব্যাপিয়া মোকদ্দমা চলিল। অবশেষে, সর্ব্বশেষ বিচারালয়ে সমাংশের ব্যবস্থা অবধারিত হইল। তখন উভয়কেই অগত্যা ঐ ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইল।

মোকদ্দমার ন্যায্য ব্যয় তাদৃশ অধিক নহে। কিন্তু আনুষঙ্গিক ব্যয় এত অধিক যে, দীর্ঘকাল তাহাতে লিপ্ত থাকিলে, প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। তাহাদের হস্তে যে টাকা ছিল, কিছু দিনের মধ্যে তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল; সুতরাং টাকার সংগ্রহের নিমিত্ত, উভয়কেই ভূসম্পত্তির কিয়ৎ অংশ বিক্রয় করিতে ও কিয়ৎ অংশ বন্ধক রাখিতে হইল। যে উদ্যানের নিমিত্ত এত আগ্রহ ও এত আক্রোশ, তাহাও দীর্ঘকাল উপেক্ষিত হইয়া, শ্রীভ্রষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেল। যখন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল, সে সময়ে উভয়ে এত ঋণগ্রস্ত হইয়াছিল যে, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিলেও ঋণের পরিশোধ হইয়া উঠে না। তাহারা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, এবং প্রতিবেশিগণের ও আত্মীয়বর্গের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই বিবাদে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, অবশেষে তাহাদিগের যারপরনাই দুর্দ্দশায় কালযাপন করিতে হইল।

ন্যায়পরায়ণতা

ইংলণ্ডদেশে লেনার্ড নামে এক বালক ছিল। সে অতি দুঃখীর সন্তান। তাহার পিতা অতি কষ্টে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রমে লেনার্ডের পিতৃবিয়োগ হয়। তাহার জননীর এরূপ পরিশ্রমশক্তি ছিল না যে, তিনি

আপনার ও পুত্রের ভরণপোষণের উপযুক্ত অর্থের উপার্জ্জন করেন। লেনার্ড প্রতিজ্ঞা করিল, অন্য কাহারও গলগ্রহ হইব না; এবং ভিক্ষা প্রভৃতি নীচ বৃত্তি দ্বারাও জীবিকা-নির্ব্বাহের চেষ্টা করিব না; যেরূপে পারি, পরিশ্রম দ্বারা আপনার ও জননীর ভরণপোষণ সম্পন্ন করিব।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, লেনার্ড মনে মনে এই বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি একপ্রকার লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছি; যদি আমি সচ্চরিত্র ও পরিশ্রমী হই, কেনই বা আমি জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইব না? এই স্থির করিয়া, জননীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সে এক সন্নিহিত নগরে উপস্থিত হইল। ঐ নগরে তাহার পিতার এক বন্ধু ছিলেন, তাঁহার নাম বেন্‌সন্। তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন, এবং বাণিজ্য করিতেন; লেনার্ড তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া আপন অবস্থা জানাইল; এবং নিতান্ত কাতর ও বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিল, আপনি কৃপা করিয়া আমায় আপনার আশ্রয়ে রাখুন; এবং আমাদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ কোনও কর্ম্মের ভার দিউন। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিব; প্রাণান্তেও অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইব না।

দৈবযোগে ঐ সময়ে বেন্‌সনের একটী সহকারী নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল। এক অপরিচিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা অপেক্ষা, বন্ধুপুত্র লেনার্ডকে নিযুক্ত করা পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া, তিনি আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। লেনার্ড, স্বভাবতঃ সুশীল, সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী ও ন্যায়পরায়ণ; কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইল, এবং সৎপথে থাকিয়া যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, সুন্দররূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। যদি দৈবাৎ কখনও আবশ্যক কর্ম্ম করিতে বিস্মৃত হইত, অথবা ভ্রান্তিক্রমে কোনও কর্ম্ম প্রকৃতরূপে সম্পন্ন করিতে না পারিত, সে তৎক্ষণাৎ দোষ স্বীকার করিত এবং যথাশক্তি সেই দোষের সংশোধনে যত্নবান্ হইত।

লেনার্ডের সুশীলতা, সচ্চরিত্রতা ও শ্রমশীলতা দর্শনে, বেন্‌সন্ তাহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন; এবং ক্রমে ক্রমে তাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে ও তাহার হস্তে সকল বিষয়ের ভার দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে অল্প দিনের মধ্যে সে বিষয়কর্ম্মে নিপুণ এবং স্বীয় প্রভুর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল।

বেন্‌সনের স্ত্রী, পুত্র আদি পরিবার ছিল না। তিনি একটী স্ত্রীলোকের হস্তে, সাংসারিক সমস্ত বিষয়ের ভার দিয়া রাখিয়াছিলেন; স্বয়ং কখনও কোনও বিষয়ে দৃষ্টিপাত

বা কোনও বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন না। ঐ স্ত্রীলোকের ধর্ম্মজ্ঞান ছিল না; সুতরাং সে সুযোগ পাইলেই অপহরণ করিত। এক্ষণে লেনার্ডের উপর প্রভুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধানের ভারার্পণ দেখিয়া, সে বিবেচনা করিল, এ বালক এখানে থাকিলে আমার লাভের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে; এবং হয় ত, অবশেষে অপদস্থ ও অবমানিত হইয়া, এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবে। অতএব কৌশল করিয়া ইহাকে এখান হইতে বহিষ্কৃত করা আবশ্যক; তাহা না হইলে আমার পক্ষে ভদ্রস্থতা নাই।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, সেই স্ত্রীলোক অবসর বুঝিয়া, একদিন বেন্‌সনের নিকট কৌশল করিয়া বলিতে লাগিল, মহাশয়, আপনি অতি সদাশয়, সকলকেই সজ্জন ভাবেন। আপনি এই বালকের উপর অধিক বিশ্বাস করিবেন না। আপনি উহাকে যত সুশীল ও সচ্চরিত্র মনে করেন, ও সেরূপ নহে। অগ্রে সাবধান না হইলে, অবশেষে উহার দ্বারা আপনকার অনেক অনিষ্ট ঘটিবে। আমার মনে সন্দেহ হওয়াতে, উহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে উহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা, কোনও ক্রমে বিবেচনাসিদ্ধ নহে। আমি বহুকাল আপনকার আশ্রয়ে থাকিয়া, প্রতিপালিত হইতেছি। আপনকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়া সতর্ক না করিলে, আমার অধর্ম্ম হইবে। এজন্য আমি অনেক বিবেচনা করিয়া, আপনাকে এ বিষয় জানাইলাম।

এই স্ত্রীলোকের উপর বেন্‌সনের বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু লেনার্ড যে অতিশয় সুশীল ও সচ্চরিত্র, সে বিষয়েও তাঁহার অণুমাত্র সংশয় ছিল না। এজন্য তিনি, সেই স্ত্রীলোকের কথায় সহসা বিশ্বাস না করিয়া বিবেচনা করিলেন, এ বালক যে অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিবে, কোনও ক্রমে আমার এরূপ প্রতীতি হয় না। কিন্তু অত্যন্ত অধার্ম্মিকেরাও সহজে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে, সম্পূর্ণ ধার্ম্মিকের ভাণ করিয়া থাকে। অতএব, এই স্ত্রীলোকের কথায় একেবারে উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে। আমি কৌশল করিয়া এই বালকের চরিত্র পরীক্ষা করিব।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, বেন্‌সন্ একদিন লেনার্ডকে বলিলেন, আমার এই এই বস্তুর অতিশয় প্রয়োজন হইয়াছে; যে মূল্যে হয়, সত্বর কিনিয়া আন। এই বলিয়া, যত আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা তাহার হস্তে দিয়া, তিনি তাহাকে আপণে পাঠাইয়া দিলেন। লেনার্ড ঐ সকল জিনিস কিনিয়া, অনতিবিলম্বে প্রত্যাগমন করিল;

এবং ক্রীত বস্তু সকল প্রভুর সম্মুখে রাখিয়া, মূল্যাবশিষ্ট টাকা তাঁহার হস্তে দিল। লেনার্ড এ বিষয়ে এক কপর্দ্দকও আত্মসাৎ করে নাই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া, তিনি অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন; এবং ঐ স্ত্রীলোক যে কেবল বিদ্বেষ বশতঃ তাহার গ্লানি করিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

একদিন বেন্‌সন্ অনবধানতা বশতঃ কার্য্যালয়ে কতকগুলি মোহর ফেলিয়া গিয়াছিলেন। লেনার্ড তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, মোহর পড়িয়া আছে। সেই সময়ে ঐ স্ত্রীলোকও সে স্থানে উপস্থিত হইল। সে লোভে আক্রান্ত হইয়া, অথবা লেনার্ডকে অপদস্থ করিবার অভিসন্ধি করিয়া, তাহার নিকট প্রস্তাব করিল, আইস, আমরা উভয়ে এই মোহরগুলি ভাগ করিয়া লই। লেনার্ড শ্রবণমাত্র তাদৃশ ঘৃণিত প্রস্তাবে আন্তরিক অশ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়া বলিল, আমি এ মোহর প্রভুর হস্তে দিব; ইহা তাঁহার সম্পত্তি; পরস্বহরণ অতি গর্হিত কর্ম্ম। বিশেষতঃ, তিনি আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন; এমন স্থলে, এ মোহর আত্মসাৎ করিলে, আমায় বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে; অতএব আমি কোনও ক্রমে তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইব না।

এই বলিয়া মোহর লইয়া লেনার্ড, বেন্‌সনের নিকট উপস্থিত হইল, এবং অমুক স্থানে এই মোহরগুলি পড়িয়াছিল, এই বলিয়া তাঁহার হস্তে দিল। বেন্‌সন্ লেনার্ডের ঈদৃশ অবিচলিত ন্যায়পরায়ণতা দর্শনে নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া, তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিলক্ষণ পুরস্কার দিলেন। ক্রমে ক্রমে এই বালকের উপর তাঁহার এরূপ স্নেহ জন্মিল যে, পরিশেষে তিনি তাহাকে পুত্রবৎ পরিগৃহীত করিয়া, স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিলেন।

সম্পূর্ণ

আখ্যানমঞ্জরী

দ্বিতীয় ভাগ

বিজ্ঞাপন

আখ্যানমঞ্জরীর দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত হইল। এই পুস্তকের যে ভাগ, ইতঃপূর্ব্বে দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহা অতঃপর তৃতীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইবেক ইতি।

ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা
১লা আষাঢ়, সংবৎ ১৯৪৫।

দয়া ও দানশীলতা

আয়র্লণ্ডদেশীয় ডাক্তার অলিবর্ গোল্ড্স্মিথ অতিশয় দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইত, এবং সেই দুঃখের নিবারণে প্রাণপণে যত্ন করিতেন। দুঃখী লোকে সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাদের প্রার্থনাপরিপূরণে কদাচ বিমুখ হইতেন না। কাব্য প্রভৃতি নানাবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচনা দ্বারা তিনি যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, দয়া ও দানশীলতা দ্বারাও তদনুরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

একদা এক স্ত্রীলোক পত্র দ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন, আমার স্বামী অতিশয় অসুস্থ হইয়া শয্যাগত আছেন; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক, তাঁহাকে দেখিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলে, আমরা যার পর নাই উপকৃত হই। এই পত্র পাইয়া, দয়াশীল গোল্ড্স্মিথ, অবিলম্বে তাঁহাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন; এবং সবিশেষ জিজ্ঞাসা দ্বারা সমস্ত অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, অনাহার তাঁহার পীড়ার একমাত্র কারণ; অর্থের অভাবে পর্য্যাপ্ত আহার না পাইয়া, দিন দিন কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া, তিনি শয্যাগত হইয়াছেন; রীতিমত আহার পাইলেই, সত্বর, সুস্থ ও সবল হইতে পারেন; ঔষধসেবন নিষ্প্রয়োজন।

এই স্থির করিয়া, তিনি সেই রোগী ও তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, আমি রোগের কারণ নির্ণয় করিয়াছি; বাটীতে গিয়া, রোগের উপযুক্ত ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। স্বীয় আলয়ে উপস্থিত হইয়া, তিনি একটি পিলের (১) বাক্স বাহির করিয়া, দশটি গিনি (২) লইয়া তাহার ভিতরে রাখিলেন, এবং তাহার উপর লিখিয়া দিলেন, আবশ্যকমত বিবেচনা পূর্ব্বক, এই ঔষধের সেবন করিলে, অল্প দিনের মধ্যেই, সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিবেন। অনন্তর তিনি, স্বীয় ভৃত্য দ্বারা, এই অপূর্ব্ব ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন।

(১) পিল্—গুলি ঔষধ, ঔষধের বড়ি।

(২) ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা, মূল্য ১৫৲

রোগী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, ঔষধের বাক্স খুলিয়া, তন্মধ্যে অদ্ভুত ঔষধ দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং, কিয়ৎক্ষণ, পরস্পর মুখনিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, গোল্ড্স্মিথের দয়ালুতা ও দানশীলতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যথার্থ পরোপকারিতা

ফ্রান্সের অন্তর্বর্ত্তী মার্সীল্স্ প্রদেশে, গয়ট্ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। অত্যুৎকট পরিশ্রম করিয়া, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন। তিনি বিলাসী ও ভোগাভিলাষী ছিলেন না; অতি সামান্যরূপ আহার করিয়া, ও অতি সামান্যরূপ পরিচ্ছদ পরিয়া, কালযাপন করিতেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া প্রতিবেশীরা তাঁহাকে অত্যন্ত কৃপণ স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, গয়ট্ অতি নরাধম; প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেছে; কিন্তু এমনই কৃপণস্বভাব যে, ভাল খায় না ও ভাল পরে না। না খাইয়া, না পরিয়া, অর্থ সঞ্চয়ের ফল কি, তাহা ঐ পাপিষ্ঠই জানে। ফলকথা এই, তিনি, প্রতিবেশিবর্গের নিকট, যার পর নাই কৃপণ ও নীচস্বভাব বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পথে দেখিতে পাইলে, সকলে হাততালি ও গালাগালি দিত; বালকেরা, ঐ অমুক যায় বলিয়া, হাসি ও তামাসা করিত, এবং ঢেলা মারিত। তিনি তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুব্ধ, দুঃখিত, বা চলচিত্ত হইতেন না; তাহাদের দিকে দৃক্পাত না করিয়া, সহাস্য বদনে, চলিয়া যাইতেন।

এইরূপে, গয়ট্ জীবদ্দশায়, সকলের অশ্রদ্ধাভাজন ও উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু মৃত্যুকালে, স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির যেরূপ বিনিয়োগ করিয়া যান, তদ্দৃষ্টে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন; এবং আন্তরিক ভক্তি সহকারে মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান ও প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি বিনিয়োগপত্রে লিখিয়া যান, বাল্যকালে, অত্রত্য হীনাবস্থ লোকদিগের জলকষ্ট দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইত। অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলাম, প্রচুর অর্থ ব্যতিরেকে, ঐ ভয়ানক কষ্টের নিবারণের আর উপায় নাই। এজন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, অর্থোপার্জ্জন করিব, এবং কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যয় না করিয়া, উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ উল্লিখিত জলকষ্টের নিবারণার্থে, সঞ্চিত করিয়া রাখিব। এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে,

আমি যাবজ্জীবন, প্রাণপণে পরিশ্রম ও আহার প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে সাতিশয় ক্লেশস্বীকার করিয়া, প্রচুর অর্থসঞ্চয় করিয়াছি। এক্ষণে, এই বিনিয়োগপত্র দ্বারা, আমার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ পূর্ব্বোক্ত জলকষ্টনিবারণের নিমিত্ত, প্রদত্ত হইতেছে। যাঁহাদের উপর এই বিনিয়োগ-পত্রের অনুযায়ী কার্য্যনির্ব্বাহের ভার অর্পিত হইল, তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা এই, অবিলম্বে এক উত্তম জলপ্রণালী প্রস্তুত করাইয়া দিবেন।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গয়ট্, সর্ব্বাংশে, অতি প্রশংসনীয় ব্যক্তি। তাঁহার ন্যায়, প্রকৃত পরদুঃখকাতর ও যথার্থ পরোপকারী মনুষ্য, সচরাচর, নয়নগোচর হয় না। সকলে তদীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, সংসারে ক্লেশের লেশমাত্র থাকে না।

মাতৃভক্তির পুরস্কার

য়ুরোপের রাজাদের ও প্রধান লোকদিগের প্রথা এই, তাঁহারা যে গৃহে অবস্থিতি করেন, সেই গৃহের বহির্ভাগে অল্পবয়স্ক ভৃত্যেরা উপবিষ্ট থাকে। আবশ্যক হইলে, তাঁহারা ঘণ্টা বাজান; ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া, ভৃত্যেরা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়।

এক দিন, প্রুশিয়ার অধীশ্বর ফ্রেডরিক ঘণ্টা বাজাইলেন; কিন্তু কোনও ভৃত্য উপস্থিত হইল না। তখন তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং একমাত্র বালকভৃত্যকে নিদ্রিত দেখিয়া, তাহাকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত, নিকটে গিয়া, তাহার জামার বগলিতে একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, তিনি ঐ পত্রখানি হস্তে লইলেন। পত্রখানি বালকের জননীর লিখিত। বালক, বেতন পাইয়া, জননীর ব্যয়নির্ব্বাহের নিমিত্ত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল। তিনি, টাকা পাইয়া পুত্রকে লিখিয়াছেন, বৎস, তুমি যাহা পাঠাইয়াছ, তাহা পাইয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। তুমি যথার্থ মাতৃভক্ত; আশীর্ব্বাদ করিতেছি, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

পত্র পড়িয়া, ফ্রেডরিক অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; মাতৃভক্ত বালকের প্রশংসা করিতে করিতে, নিজ গৃহে প্রতিগমন পূর্ব্বক, একটী টাকার থলি বহিষ্কৃত করিলেন এবং সেই পত্রখানি ও ঐ টাকার থলিটি বালকের বগলিতে রাখিয়া, নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া, ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলেন। বালকের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখনও ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল; তাহা শুনিয়া, সে তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে উপস্থিত হইল। রাজা বলিলেন, তোমার বিলক্ষণ

নিদ্রা হইয়াছিল। বালক নিতান্ত ভীত হইল, কোনও উত্তর করিতে পারিল না। এই সময়ে, সহসা তাহার হস্ত বগলিতে পতিত হইলে, তন্মধ্যে টাকার থলি দেখিয়া, অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং বিষণ্ণ বদনে কাতর নয়নে, রাজার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে প্রভূত বাষ্পবারি বিনির্গত হইতে লাগিল; ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, সে একটিও কথা বলিতে পারিল না।

তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক, কি জন্য এত কাতর হইতেছ ও রোদন করিতেছ, বল। তখন বালক, জানু পাতিয়া, ভূতলে উপবিষ্ট হইল, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে বলিল, মহারাজ, এই টাকার থলি কিরূপে আমার বগলিতে আসিল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কোনও ব্যক্তি, নিঃসন্দেহ আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আছে; সেই আমার নিদ্রিত অবস্থায়, এই টাকার থলি বগলিতে রাখিয়া গিয়াছে; অবশেষে, আমি চুরি করিয়াছি বলিয়া, আমায় ধরাইয়া দিবে। এই বলিতে বলিতে, তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

বালকের মাতৃভক্তির বিষয় অবগত হইয়া, রাজা প্রথমতঃ যত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে, তাহার এই ভাব দেখিয়া, তদপেক্ষা অনেক অধিক আহ্লাদিত হইলেন; এবং বালকের উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, অহে বালক, তুমি বগলিতে টাকার থলি দেখিয়া অত বিষণ্ণ ও কাতর হইতেছ কেন, কোন দুষ্ট লোক, তোমার সর্ব্বনাশের অভিসন্ধিতে, তোমার বগলিতে এই টাকার থলি রাখিয়াছে, সেরূপ ভাবিয়া ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। দয়াময় জগদীশ্বর আমাদের হিতার্থে, অনেক শুভকর কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই এই টাকার থলি তোমার বগলিতে আসিয়াছে। তুমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও। কোনও দুষ্ট লোক, দুষ্ট অভিপ্রায়ে এরূপ করিয়াছে, তুমি ক্ষণকালের জন্যও, সেরূপ ভাবিও না ও ভয় পাইও না। ইহা তোমার মাতৃভক্তির যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার।

এইরূপ বলিয়া, সেই ভয়বিহ্বল বালককে অভয়প্রদান করিয়া, রাজা বলিলেন, এই টাকাগুলি তুমি জননীর নিকট পাঠাইয়া দাও; এবং তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাও ও লিখিয়া পাঠাও, আজ অবধি আমি তোমার ও তোমার জননীর সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিলাম।

দয়ালুতা ও পরোপকারিতা

ফ্রান্সদেশীয় প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ মণ্টেস্কু অতিশয় দয়াশীল ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি, কার্য্যবশতঃ, মার্সীল্স্ প্রদেশে গিয়াছিলেন। তথায়, জলপথে পরিভ্রমণ করিবার অভিলাষে, তিনি, একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া, তাহাতে আরোহণ করিলেন। এই নৌকার দাঁড়ি ও মাঝি অতি অল্পবয়স্ক; তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে, তিনি তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, আমরা দুই সহোদর, সেকরার কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি; যে উপার্জ্জন করি, তাহাতে আমাদের স্বচ্ছন্দে দিনপাত হয়; আয়ের বৃদ্ধি করিবার মানসে আমরা, অবসরকালে নাবিকের কর্ম্ম করিয়া থাকি।

এই কথা শুনিয়া, মণ্টেস্কু বলিলেন, আমার বোধ হইতেছে, তোমাদের অর্থলোভ অতি প্রবল; সেই লোভের বশীভূত হইয়া, তোমরা এই ক্লেশকর নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তখন তাহারা বলিল, না মহাশয়, আমরা অর্থলোভে বশীভূত হইয়া, এই নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই নাই। যে কারণ বশতঃ, আমাদিগকে এই নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, তাহা অবগত হইলে, আপনি আমাদিগকে অর্থলোভের বশীভূত ভাবিবেন না। আমাদের পিতা বিদ্যমান আছেন। তিনি একখানি জলযান কিনিয়া, নানাবিধ দ্রব্য লইয়া, বার্বরিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রবল দস্যুদল, আক্রমণ ও সর্ব্বস্বহরণ পূর্ব্বক, ত্রিপোলী প্রদেশে লইয়া গিয়া তাঁহাকে দাসব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রীত করিয়াছে। তিনি তথা হইতে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমায় কিনিয়াছেন তিনি নিতান্ত অভদ্র ও নির্দ্দয় নহেন; আমার পক্ষে বিলক্ষণ সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং টাকা পাইলে, আমায় ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন। কিন্তু, তিনি এত অধিক টাকা চাহিতেছেন যে, কোনও কালে, আমি ঐ টাকার সংগ্রহ করিতে পারিব, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই; সুতরাং আর আমার দেশে যাইবার আশা নাই। অতএব, তোমরা, আমায় আর দেখিতে পাইবে, সে আশা করিও না।

এই কথা বলিতে বলিতে, তাহাদের দুই সহোদরের শোকানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তদীয় নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, শোকসংবরণ করিয়া, তাহারা বলিল, মহাশয়, আমাদের পিতা অতিশয় পুত্রবৎসল; তাঁহার অদর্শনে আমরা জীবন্মৃত হইয়া আছি। যত টাকা দিলে, তিনি দাসত্বমুক্ত হইতে

পারেন, আমরা, সেই টাকার সংগ্রহের নিমিত্ত, প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অন্য উপায় দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে, এই নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। আমরা যে তাঁহাকে দাসত্বমুক্ত করিতে পারিব, আমাদের সে আশা নাই; কিন্তু তদর্থে, যথোচিত চেষ্টা না করিয়াও, ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না।

তাহাদের কথা শুনিয়া ও পিতৃভক্তি দেখিয়া, মণ্টেস্কু প্রসন্ন বদনে বলিলেন, দেখ, প্রথমতঃ, তোমাদিগকে অর্থলোভী স্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে, কি কারণে তোমরা এই নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ, তাহার সবিশেষ অবগত হইয়া, যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম; তোমরা যথার্থ সুসন্তান; অচিরে তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া, বিলক্ষণ পুরস্কার দিয়া, তিনি প্রস্থান করিলেন।

কতিপয় মাস অতীত হইল। এক দিন তাহারা দুই সহোদরে দোকানে কর্ম্ম করিতেছে, এমন সময়ে তাহাদের পিতা তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া, তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইল; এবং আহ্লাদে গদগদ হইয়া, অশ্রুপাত করিতে লাগিল। তাহাদের পিতা মনে করিয়াছিলেন, পুত্রেরা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহাতেই তিনি দাসত্বমুক্ত হইয়াছেন। তিনি, তাহাদের মুখচুম্বন করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা এত টাকা কোথায় পাইলে? আমার আশঙ্কা হইতেছে, কোনও অন্যায় উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক, এই টাকার সংগ্রহ করিয়াছ। তাহারা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, না মহাশয়, আপনি ওরূপ আশঙ্কা করিতেছেন কেন; আমরা আপনকার দাসত্বমোচনের জন্য, টাকা পাঠাই নাই; বলিতে কি, আমরা এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানি না।

এই কথা শুনিয়া, তাহাদের পিতা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং বলিলেন, তবে এ টাকা কে দিল। আমার প্রভু, টাকা পাইয়া, আমায় নিষ্কৃতি দিয়াছেন; তাহা আমি অবধারিত জানি। টাকাও অনেক; এত টাকা কোথা হইতে আসিল, তাহা আমিও জানিলাম না, তোমরাও জানিলে না, এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। ফলতঃ, তিন জনেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তাহারা দুই সহোদরে বলিল, মহাশয়, আমরা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি; এ আর কাহারও কর্ম্ম নহে। কিছু দিন পূর্ব্বে, এক সদাশয় দয়ালু মহাশয়, আমাদের নৌকায় চড়িয়া, কথাপ্রসঙ্গে আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় দয়াশীল; প্রস্থানকালে আমাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, অচিরে তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ হইবে।

তিনিই আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, দয়া করিয়া, আমাদের মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ, তাহাদের এই অনুমান অমূলক নহে। মণ্টেস্কুর দয়াতেই, তাহাদের পিতা দাসত্বমুক্ত হইয়াছেন।

অদ্ভুত আতিথেয়তা

আরবদেশে সলিমন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতি প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম প্রাণদণ্ডের উপক্রম দেখিয়া, প্রচ্ছন্ন বেশে পলাইয়া, কুফা নগরে উপস্থিত হইলেন; যাঁহার উপর বিশ্বাস করিতে পারেন, এরূপ কোনও আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তি তথায় না থাকাতে, এক বড় মানুষের বাটীর বহির্দ্বারে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, গৃহস্বামী কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে, উপস্থিত হইলেন, এবং অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে, কি জন্য এখানে বসিয়া আছ? ইব্রাহিম বলিলেন, আমি এক অতি হতভাগ্য বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি; আপনকার শরণাগত হইয়া আশ্রয়প্রার্থনা করিতেছি।

আরবদিগের রীতি এই, কেহ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা তাহাকে আশ্রয় দেন; তাহার পরিচয়গ্রহণ বা তাহার চরিত্র বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান করেন না; এবং যাহাকে আশ্রয় দেন, সে ব্যক্তি, আশ্রয়দানের পর বিষম শত্রু ও যার পর নাই অনিষ্টকারী বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলেও, তাহার অনিষ্ট সাধনে কদাচ প্রবৃত্ত হয়েন না। তদনুসারে, গৃহস্বামী ইব্রাহিমের প্রার্থনা শ্রবণমাত্র বলিলেন, জগদীশ্বর তোমায় রক্ষা করুন; তোমার কোনও আশঙ্কা নাই; তুমি আমার আলয়ে, যতদিন ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি কর। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। ইব্রাহিম, তদীয় আলয়ে আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কতিপয় মাস অতিবাহিত হইল। ইব্রাহিম দেখিলেন, গৃহস্বামী প্রত্যহ নিরূপিত সময়ে ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া, অশ্বারোহণে গৃহ হইতে বহির্গত হন। তিনি, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, একদিন গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি প্রতিদিন এরূপ সজ্জায় কোথায় যান। তিনি বলিলেন, সলিমনের পুত্র ইব্রাহিম নামে এক ব্যক্তি আমার পিতার প্রাণবধ করিয়াছে; শুনিয়াছি, ঐ দুরাত্মা, এই নগরের কোনও স্থানে লুকাইয়া আছে; বৈরনির্য্যাতনের অভিপ্রায়ে, তাহার অনুসন্ধান করিতে যাই।

ইব্রাহিম কিছুদিন পূর্ব্বে, এক ব্যক্তির প্রাণবধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ ব্যক্তি এই গৃহস্বামীর পিতা, তাহা জানিতেন না; এক্ষণে, গৃহস্বামীর বাক্য শুনিয়া জীবনের আশায় বিসর্জ্জন দিয়া, তিনি বলিলেন, মহাশয়, আমি বুঝিতে পারিলাম, জগদীশ্বর আপনকার বৈরনির্য্যাতনবাসনা অনায়াসে পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়েই আমায় এ স্থানে আনিয়াছেন। আমি আপনকার পিতার প্রাণহন্তা; আমার প্রাণবধ করিয়া, আপনি বৈরনির্য্যাতনবাসনা পূর্ণ করুন।

এই কথা শুনিয়া গৃহস্বামী বলিলেন, বোধ করি, ক্রমাগত যন্ত্রণাভোগ করিয়া, আপনকার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই; এজন্যই, আপনি এরূপ প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু, অকারণে এক ব্যক্তির প্রাণবধ করিব, আমি সেরূপ নরাধম নহি। ইব্রাহিম বলিলেন, আমি আপনকার নিকট প্রবঞ্চনাবাক্য বলিতেছি না; এই বলিয়া, যেরূপে যেস্থানে যে অবস্থায়, গৃহস্বামীর পিতার প্রাণবধ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের সবিশেষ নির্দ্দেশ করিলেন।

পিতৃবধবৃত্তান্ত কর্ণগোচর হইবামাত্র, গৃহস্বামীর কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল; দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন; অনন্তর, ইব্রাহিমের দিকে দৃষ্টিসঞ্চার করিয়া বলিলেন, অহে বৈদেশিক, তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তজ্জন্য এই দণ্ডে তোমার প্রাণবধ করা উচিত। কিন্তু তোমায় বিপদ্‌গ্রস্ত জানিয়া, আপন আলয়ে আশ্রয় দিয়াছি ও অভয়দান করিয়াছি। এমন স্থলে আমি তোমার প্রাণবধ করিয়া, অধর্ম্মগ্রস্ত হইতে পারিব না। আমি, তোমায় পাথেয়স্বরূপ, একশত স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি; উহা লইয়া, অবিলম্বে আমার আলয় হইতে পলায়ন কর। অতঃপর এরূপ সাবধান হইয়া চলিবে, যেন আর কখনও তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার না ঘটে; সাক্ষাৎকার ঘটিলেই, আমার হস্তে তোমার মৃত্যু অবধারিত জানিবে। এইরূপ বলিয়া, একশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া, তিনি ইব্রাহিমকে বিদায় দিলেন।

দয়া ও সদ্বিবেচনা

বিপক্ষেরা, কুপরামর্শ দিয়া, সাম্রাজ্যের কতিপয় দূরবর্ত্তী প্রদেশে, প্রজাদিগকে রাজবিদ্রোহে অভ্যুত্থিত করিয়াছে; এই সংবাদ পাইয়া, চীনের সম্রাট্ সাতিশয় কুপিত হইলেন, এবং স্বীয় অমাত্যবর্গকে বলিলেন, তোমরা আমার সমভিব্যাহারে আইস; আমি

প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অবিলম্বে বিপক্ষদলের সমূলে উচ্ছেদ করিব। এই বলিয়া, তিনি, বিদ্রোহীদের দণ্ডবিধানার্থ, প্রস্থান করিলেন।

সম্রাট্ প্রবল সৈন্য সহিত, সন্নিহিত হইবামাত্র বিদ্রোহীরা, তাঁহার শরণাগত হইয়া, নিতান্ত বিনীত ও একান্ত কাতরভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। তিনি ক্ষমা ও অভয় দান করিয়া, তাহাদের সহিত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সকলেই ভাবিয়াছিলেন, সম্রাট্ তাহাদের গুরুতর দণ্ডবিধান করিবেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার তাদৃশ ব্যবহার দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। প্রধান অমাত্য, সম্রাটের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, মহারাজ, আপনি পূর্ব্বে স্পষ্টবাক্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিপক্ষদলের সমূলে উচ্ছেদ করিবেন; কিন্তু এক্ষণে, ক্ষমা ও অভয় দান করিয়া, তাহাদের সহিত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতেছেন। এই কি আপনকার প্রতিজ্ঞাপালন।

প্রধান অমাত্যের কথা শুনিয়া, সম্রাট্ সহাস্য বদনে বলিলেন, ইহা যথার্থ বটে, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, বিপক্ষদলের সমূলে উচ্ছেদ করিব। কিন্তু, আমি উপস্থিত হইবামাত্র, যখন উহারা আমার শরণাগত হইল, এবং বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল, তখন উহারা আর আমার বিপক্ষ নহে। বিবেচনা করিয়া দেখ, এক্ষণে উহারা আমার সহিত যেরূপ ভদ্র ব্যবহার করিতেছে, তাহাতে উহারা আমার বন্ধু হইয়াছে। এমন স্থলে, উহাদিগকে বিপক্ষ ভাবিয়া, উহাদের প্রাণবধ প্রভৃতি উৎকট দণ্ডবিধান করা, কদাচ উচিত হইতে পারে না। এই কথা শুনিয়া, সন্নিহিত সমস্ত লোক মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং সম্রাটের দয়া, সৌজন্য ও সদ্বিবেচনার সাতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সৌজন্য ও শিষ্টাচারের ফল

মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর ফিলিপ অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। আর্গাইল্নিবাসী আর্কেডিয়স্ নামে এক ব্যক্তি সর্ব্বদা তাঁহার অতিশয় নিন্দা করিত। একদা আর্কেডিয়স্ ঘটনাক্রমে, ফিলিপের অধিকারে প্রবেশ করাতে, রাজপুরুষেরা, তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া, রাজসমীপে উপস্থিত করিলেন, এবং বলিলেন, মহারাজ, এই দুরাত্মা, সতত, আপনকার কুৎসাকীর্ত্তন করে; এক্ষণে ঘটনাক্রমে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমাদের প্রার্থনা এই, এ গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করুন; এবং, অতঃপর,

যাহাতে আর আপনকার নিন্দা করিতে না পারে, তাহারও যথোপযুক্ত উপায় বিধান করুন।

রাজপুরুষদিগের প্রার্থনা ও উপদেশ শুনিয়া, ফিলিপ বলিলেন, তোমরা যে উপদেশ দিতেছ, তদনুযায়ী কার্য্য করা, সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। এই রাজবাক্য শুনিয়া, সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেই মনে করিয়াছিলেন, রাজা তাহারে কারাগারে রুদ্ধ করিবেন, এবং অবশেষে, তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবেন। কিন্তু, তিনি তাহাকে নিকটে আনাইয়া, যথেষ্ট সমাদরপূর্ব্বক, আপন সম্মুখে বসাইলেন, এবং তাহার নিজের ও পরিবারবর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, বন্ধুভাবে কিয়ৎক্ষণ, কথোপকথন করিলেন। এইরূপে, যথোচিত শিষ্টাচার ও শিষ্টালাপের পর, বহুমূল্য উপহার দিয়া, তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন।

আর্কেডিয়স্ ভাবিয়াছিলেন, ফিলিপ তাঁহার প্রথমতঃ যথোচিত শাস্তি ও অবশেষে প্রাণদণ্ড করিবেন, কিন্তু তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া, মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া, আন্তরিক ভক্তিসহকারে তাঁহার প্রশংসাকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। সন্নিহিত রাজপুরুষেরা বলিলেন, মহারাজ, ওরূপ দুরাচারের সহিত, এরূপ ব্যবহার করা, আমাদের বিবেচনায় ভাল হয় নাই; ইহাতে উহার আরও আস্পর্দ্ধা বাড়িবে; এবং মনে করিবে, আপনি উহার তোষামোদ করিলেন। ফিলিপ শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

কিছু দিন পরে, চারি দিক্ হইতে, সংবাদ আসিতে লাগিল, আর্কেডিয়স্, এত কাল, রাজার বিষম শত্রু ছিল; এক্ষণে, তাঁহার, যার পর নাই, হিতৈষী হইয়াছে। সর্ব্বত্র, সর্ব্ববিধ লোকের নিকট, সে রাজার গুণানুবাদ ও প্রশংসাকীর্ত্তন করে, এবং আন্তরিক, ভক্তি সহকারে, রাজার উল্লেখ করিয়া, মুক্ত কণ্ঠে বলিতে থাকে, মাসিডনের অধীশ্বর ফিলিপের তুল্য অমায়িক, নিরহঙ্কার, উন্নতচিত্ত, উদারচরিত পুরুষ, কস্মিন্ কালেও, কাহারও নয়নগোচর হইয়াছে, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমি যে, সবিশেষ না জানিয়া, এত কাল, তাঁহার কুৎসাকীর্ত্তন করিয়াছিলাম, তাহা নিতান্ত নির্ব্বোধ ও যার পর নাই অভদ্রের কার্য্য হইয়াছে। এই সকল কথা শুনিয়া, ফিলিপ পার্শ্ববর্ত্তী রাজপুরুষবর্গের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ পূর্ব্বক, সহাস্য বদনে বলিলেন, এখন বল দেখি, আমি তোমাদের অপেক্ষা, নিপুণতর চিকিৎসক কি না?

দয়া ও সদ্বিবেচনা

ইংলণ্ডদেশের প্রসিদ্ধ কবি শেন্‌ষ্টোন কোনও স্থানে যাইতেছিলেন। পথের দুই পার্শ্বে জঙ্গল; এরূপ স্থানে উপস্থিত হইলে, সহসা এক ব্যক্তি, জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া, তাঁহার সম্মুখে পিস্তল ধরিয়া বলিল, আপনকার সঙ্গে যে টাকা আছে, আমায় দেন; নতুবা এখনই গুলি করিয়া, আপনকার প্রাণসংহার করিব। শেন্‌ষ্টোন, চকিত হইয়া, এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন সে বলিল, আপনি আমার মত দরিদ্র নহেন; টাকার জন্য এত ভাবিতেছেন কেন? যদি প্রাণ বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকে, টাকা দেন, বিলম্ব করিবেন না। শেন্‌ষ্টোন, টাকা বহিষ্কৃত করিয়া, তাহাকে বলিলেন, ওরে হতভাগ্য, এই টাকা লও; এবং যত শীঘ্র পার, পলায়ন কর। সে ব্যক্তি টাকা লইয়া, পিস্তলটি জলে ফেলিয়া দিল, এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

শেন্‌ষ্টোনের সঙ্গে একটি অল্প বয়স্ক পরিচারক ছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি অপরিজ্ঞাত রূপে, ঐ লোকটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাও; এবং ও কোন্ স্থানে থাকে, তাহা দেখিয়া আইস। পরিচারক, দুই ঘণ্টার মধ্যে, প্রভুর নিকটে প্রত্যাগমন করিল, এবং বলিল, ও ব্যক্তি হেল্‌স্‌ওয়েলে থাকে। আমি তাহার বাটীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, কপাটস্থিত ছিদ্র দ্বারা, দেখিতে পাইলাম, সে টাকার থলিটি তাহার স্ত্রীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল, এবং বলিল, আমি ইহকালে ও পরকালে জলাঞ্জলি দিয়া, এই টাকা আনিয়াছি, লও; তৎপরে, দুটি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহাদিগকে বলিল, তোমাদের প্রাণরক্ষার্থে, আমি আপনার সর্ব্বনাশ করিলাম। এই বলিয়া, নিতান্ত শোকাকুল হইয়া, সে ব্যক্তি রোদন করিতে লাগিলেন।

এই কথা শুনিয়া, শেন্‌ষ্টোন সে ব্যক্তির স্বভাব, চরিত্র ও অবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং জানিতে পারিলেন, সে মজুরী করিয়া দিনপাত করে; অবস্থা নিতান্ত মন্দ; পরিবার অনেকগুলি; কিন্তু, পরিশ্রমী ও সৎস্বভাব বলিয়া, সকলের নিকট পরিচিত। এই সমস্ত অবগত হইয়া, শেন্‌ষ্টোন বিবেচনা করিলেন, ইহার স্বভাব ও চরিত্রের যেরূপ পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে এ অপকর্ম্ম করিবার লোক নহে। নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই, ইহাকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে, যাহাতে ইহার পরিবারের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ উপায় করিয়া দিলে, ইহাকে দুশ্চরিত্র হইতে হয় না। অতএব, তাহার একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

এই স্থির করিয়া, তিনি, অবিলম্বে, তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে বিষণ্ণ বদনে, তাঁহার চরণে নিপতিত হইল, এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে, ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিল। তদীয় ঈদৃশ ভাব দর্শনে, শেন্‌ষ্টোনের অন্তঃকরণে অতিশয় দয়া উপস্থিত হইল। তখন তিনি, তাহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া, অশেষ প্রকারে, তাহার সান্ত্বনা করিলেন; আশ্বাসপ্রদান পূর্ব্বক, তাহারে সমভিব্যাহারে লইয়া, আপন আলয়ে উপস্থিত হইলেন; এবং যাহাতে সে অনায়াসে পরিবারের ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতে পারে, এরূপ এক কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তদবধি, আর কখনও, সে, দস্যুবৃত্তি বা অন্যবিধ কোনও দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় নাই।

দয়া, সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা

জোসেফ্ নামে এক কাফ্রি, বার্‌বেডো নগরে, বাস করিতেন। তাঁহার কিছু অর্থসংস্থান ও সামান্যরূপ একটি দোকান ছিল। ঐ দোকানে ক্রয় বিক্রয় দ্বারা, তিনি যাহা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ হইত। জোসেফ্ অতি সজ্জন, ধর্ম্মশীল ও পরোপকারী ছিলেন। সেই নগরে অনেক দোকান ছিল; কিন্তু তাঁহার দোকান সর্ব্বক্ষণ, খরিদদারগণে পরিপূর্ণ থাকিত; যদি কেহ কোনও দ্রব্য খুঁজিয়া না পাইত, জোসেফ্ পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া, সে দ্রব্যের যোগাড় করিয়া দিতেন। বস্তুতঃ, সচ্চরিত্র ও পরোপকারী বলিয়া, তিনি সর্ব্ববিধ লোকের নিকট, সাতিশয় আদরণীয় ও মাননীয় ছিলেন।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে আগুন লাগিয়া, ঐ নগরের অধিকাংশ ভস্মসাৎ হইয়া যায়, এবং অনেক অধিবাসীর সর্ব্বস্বান্ত হয়। জোসেফ্ যে অংশে বাস করিতেন, কেবল ঐ অংশে কোনও অনিষ্ট ঘটে নাই। যাহাদের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল, জোসেফ্ যথাশক্তি, তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম অবস্থায় কোনও পরিবারের নিকট উপকৃত হইয়াছিলেন। ঐ পরিবারেরও এক ব্যক্তির, এই উপলক্ষে, সর্ব্বস্বান্ত ঘটে। এ ব্যক্তি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন; কিন্তু সাতিশয় দানশীলতা দ্বারা, অগ্নিদাহের পূর্ব্বেই, নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়েন; পরে যে কিছু অবশিষ্ট ছিল, এই অগ্নিদাহে, সে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। ইহার দুরবস্থা দর্শনে, জোসেফের অন্তঃকরণে নিরতিশয় দয়ার সঞ্চার হইল। ইনি

অতিশয় দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন, এবং ইনি যে পরিবারের লোক, জোসেফ্ এক সময়ে, ঐ পরিবারের নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই দুই কারণে, ঈদৃশ দুঃসময়ে ইঁহার আনুকূল্য করিবার নিমিত্ত, জোসেফের নিতান্ত ইচ্ছা হইল।

কিছু দিন পূর্ব্বে, এই ব্যক্তি খত লিখিয়া দিয়া, জোসেফের নিকট হইতে, ৬০০৲ ছয় শত টাকা, ধার লইয়াছিলেন। জোসেফ্ ভাবিলেন, এ ব্যক্তির সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; তাহার উপর আবার ঋণদায়; কিরূপে এ ঋণের পরিশোধ করিবেন এই দুর্ভাবনায়, ইঁহাকে অতিশয় অসুখে কালযাপন করিতে হইবে। এ অবস্থায় ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইলে, ইনি অনেক অংশে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। অতএব, অদ্যই আমি ইঁহাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিব। এরূপ করিলে, আমি এই পরিবারের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, কিয়ৎ অংশে, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করা হইবে।

এই স্থির করিয়া, জোসেফ্ ঐ ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং যথোচিত বিনয় ও সম্মান সহকারে, সম্ভাষণ করিয়া, বলিলেন, মহাশয়, এই অগ্নিদাহে আপনকার যে ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; এবং, এক সময়ে আমি আপনকার পরিবারের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও আমার অন্তঃকরণে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। আর আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, আপনকার যে ঋণ আছে, কি রূপে তাহার পরিশোধ করিবেন, এই দুর্ভাবনায়, অত্যন্ত অসুখে আপনাকে কালযাপন করিতে হইবে। আমার নিকটে আপনকার যে ঋণ আছে, সে জন্য আর আপনকার চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই। আমি, আহ্লাদিত চিত্তে, আপনাকে ঋণমুক্ত করিতেছি। বিপদাপন্ন ব্যক্তির সাহায্য করা মনুষ্যমাত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য; বিশেষতঃ আমি আপনাদের নিকট যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি; তজ্জন্য, কার্য্য দ্বারা কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করা, আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। আমি আপনকার এ অবস্থায়, কিঞ্চিৎ অংশেও যে, সাহায্য করিতে পারিলাম, ও কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনের অবসর পাইলাম, তাহাই আমি প্রচুর লাভ মনে করিতেছি। আপনকার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা পাইলে, আমি যত আহ্লাদিত হইতাম, আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়া, আমি তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক আহ্লাদিত হইলাম। এক্ষণে, আপনকার নিকট, বিনয়বচনে আমার প্রার্থনা এই, আমা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, যদি কখনও আপনকার এরূপ কোনও প্রয়োজন উপস্থিত হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে, আমি চরিতার্থ হইব।

এইরূপ বলিয়া, জোসেফ্ তাঁহার লিখিত খতখানি সন্নিহিত জ্বলন্ত অনলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। জোসেফের দয়া ও সৌজন্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, তিনি তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, এই ব্যক্তি, অল্প বেতনে, কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, এবং তাহাতেই কোনও রূপে, দিনপাত করিতে লাগিলেন। সচ্ছল অবস্থায়, তিনি অনেকের আনুকূল্য করিতেন, এবং আত্মীয়, স্বজন প্রভৃতিকে মধ্যে মধ্যে আহার করাইতেন। আয়ের খর্ব্বতা বশতঃ এক্ষণে সেরূপে চলা তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত; কিন্তু এরূপ করিতে না পারিলে, তাঁহার অসুখের সীমা থাকিত না। আত্মীয়েরা, অথবা অন্যবিধ লোকে, তাঁহার আলয়ে আহার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তিনি অস্বীকার করিতে পারিতেন না; তাঁহারা উপস্থিত হইলে, তদীয় ভৃত্য, জোসেফের নিকটে গিয়া, এই বৃত্তান্ত জানাইত। জোসেফ্ তৎক্ষণাৎ আবশ্যক আহারসামগ্রী পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপ, তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইত, জোসেফ্ আহ্লাদিতচিত্তে, তাহার সমাধান করিয়া দিতেন।

অমায়িকতা ও উদারচিত্ততা

হলষ্টিন্ নগরে, রূশিয়া রাজ্যের এক দল অশ্বারোহী সৈন্য থাকিত। ঐ সৈন্যদলের বার্ নামক অধ্যক্ষ, সাতিশয় কার্য্যদক্ষ ও অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন বলিয়া, বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি, কোন্ দেশে, কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কেহই জানিত না। লুসম্ নামক নগরে অবস্থিতিকালে, তিনি যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে ব্যক্তিমাত্রেই চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

এক দিন সৈন্যসংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ ও আর কতকগুলি ভদ্র লোক, তদীয় আলয়ে আহার করিবার নিমিত্ত, নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঐ নগরে এক ব্যক্তি সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। সেনাপতি বার্, এক সহকারী কর্ম্মচারী দ্বারা, ঐ ব্যক্তিকে বলিয়া পাঠাইলেন, আজ অমুক সময়ে আপনি সস্ত্রীক, আমার আবাসে আসিবেন।

সেনাপতি কি জন্য আহ্বান করিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, তিনি অতিশয় ভয় পাইলেন। তাঁহার আদেশ লঙ্ঘিত হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনায়, তিনি সস্ত্রীক, তদীয়

আলয়ে উপস্থিত হইলে, সেনাপতির সম্মুখে নীত হইলেন। সেনাপতি, তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া, বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা অতিশয় ভয় পাইয়াছেন। তখন তিনি সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক অভয়দান করিয়া বলিলেন, আমি, কোনও দুষ্ট অভিপ্রায়ে, আপনাদের আহ্বান করি নাই। আমি কোনও প্রকারে অত্যাচার বা অসদ্ব্যবহার করিব, আপনারা ক্ষণকালের জন্যও, সে আশঙ্কা করিবেন না; আপনাদের সহিত বিশিষ্টরূপ আলাপ করা আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অদ্য আমি আপনাদিগকে আহার করাইব। আপনারা, নির্ভয় ও নিরুদ্বেগ হইয়া, উপবেশন করুন। এই বলিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে আপন সমীপে উপবেশিত করিলেন, এবং নিরতিশয় সদয়ভাবে, তাঁহাদের সহিত নানা বিষয়ে, কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

আহারের সময় উপস্থিত হইল। সেনাপতি তাঁহাদিগকে আপনার নিকট বসাইলেন; সাতিশয় যত্ন ও আদর পূর্ব্বক, আহার করাইলেন; এবং তাঁহাদের পরিবার-সংক্রান্ত নানা কথা জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তি বলিলেন, আমার পিতা, সামান্য ব্যবসায় দ্বারা, জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন; আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান; আমার দুইটী সহোদর ও একটী ভগিনী আছেন। সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুই ভিন্ন আপনকার কি আর সহোদর নাই? তিনি বলিলেন, না মহাশয়, এক্ষণে, আমার আর সহোদর নাই। আমার আর একটি সহোদর ছিলেন বটে; কিন্তু তিনি সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত, অতি অল্প বয়সে, বাটী হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন কি না, বলিতে পারি না; কারণ, তদবধি আর তাঁহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অত্যুচ্চপদারূঢ় সেনাপতিকে, এক সামান্য দোকানদারের সহিত, সাতিশয় সদয় ভাবে, কথোপকথনে আবিষ্ট দেখিয়া, তাঁহার অধীন সৈন্যসংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা চমৎকৃত হইলেন। সেনাপতি, তাঁহাদের ভাব বুঝিতে পারিয়া, বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, সর্ব্বদা শুনিতে পাই, আমি কোন্ দেশে, কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এ বিষয়ে তোমরা সতত অনুসন্ধান করিয়া থাক; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। এজন্য, আজ আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি, এই নগর আমার জন্মস্থান, ইনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর। এই কথা শুনিয়া, সকলে বিশেষতঃ তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে, বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর, সেনাপতি, নিরতিশয় স্নেহ ও সমাদর সহকারে, আলিঙ্গন করিয়া, স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে বলিলেন, আপনকার যে সহোদর নরলোকে বিদ্যমান নাই বলিয়া,

বোধ করিয়াছেন; আমি আপনকার সেই সহোদর। কল্য আমরা সকলে আপনকার আলয়ে আহার করিব। এই বলিয়া, তিনি তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষকে, সবিশেষ সম্মানপূর্ব্বক, বিদায় দিলেন; এবং যাহাতে তদীয় আলয়ে আহারক্রিয়া, সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবার নিমিত্ত, আদেশপ্রদান করিলেন।

এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া, মহামতি সেনাপতি, স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরের সাংসারিক ক্লেশের, সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিলেন। তদবধি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সর্ব্বত্র মান্য হইয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। সেনাপতির ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, তত্রত্য সমস্ত লোক, মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদপ্রদান করিয়াছিলেন।

যথার্থবাদিতা ও অকুতোভয়তা

প্রসিদ্ধ সাহসী চতুর্থ এলন্‌জো, যৌবনকালে পোর্ত্তুগালের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। তিনি সাতিশয় মৃগয়াসক্ত ছিলেন, এবং মৃগয়ার আমোদেই, সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। আপনারা সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে, তদীয় প্রিয়পাত্রেরা, মৃগয়ার গুণকীর্ত্তন করিয়া, তাঁহাকে মৃগয়াতে উৎসাহিত করিতেন। মৃগয়ার অনুরোধে, তিনি নিয়ত অরণ্যে অবস্থিতি করিতেন; রাজকার্য্যে একেবারেই মনোযোগ দিতেন না; তাহাতে রাজকার্য্যনির্ব্বাহ বিষয়ে বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে, গুরুতর কার্য্যবিশেষের অনুরোধে, তাঁহাকে রাজধানীতে উপস্থিত হইতে হইল। তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বে, রাজ্যের প্রধান লোকেরা ও রাজমন্ত্রীরা, সভাভবনে সমবেত হইয়া, তদীয় আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি, সভাভবনে প্রবিষ্ট ও সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াই, একমাস অরণ্যে থাকিয়া, মৃগয়ার আমোদে, কেমন সুখে কালযাপন করিয়াছেন, আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, তাহার সবিশেষ বর্ণন করিতে লাগিলেন; যে কার্য্যের অনুরোধে, তাঁহাকে রাজধানীতে আসিতে হইয়াছে, তাহার একবারও উল্লেখ করিলেন না।

তাঁহার বাক্য সমাপ্ত হইলে, এক অতি প্রধান সম্ভ্রান্ত লোক দণ্ডায়মান হইলেন, এবং বলিলেন, রাজসভা ও রণক্ষেত্র রাজাদের নিমিত্ত নিরূপিত হইয়াছে; বন জঙ্গল

তাঁহাদের নিমিত্ত অভিপ্রেত নহে। গৃহস্থ লোক, আবশ্যক কার্য্যে দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল আমোদে কাল কাটাইলে, তাহাদেরই অনিষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু রাজারা, রাজকার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল আমোদে আসক্ত হইলে, দেশস্থ সমস্ত লোকের অনিষ্ট হয়; আপনি মৃগয়াস্থলে যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শুনিবার নিমিত্ত আমরা এখানে আসি নাই; কোনও গুরুতর কার্য্যের অনুরোধেই আসিয়াছি। মহারাজের প্রজাদের যে ক্লেশ ও দুরবস্থা ঘটিয়াছে, যদি তাহার প্রতিবিধানে মনোযোগী ও যত্নবান্ হন, তবেই তাহারা আপনকার অনুগত ও আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে; নতুবা—এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া, রাজা বলিলেন, নতুবা কি করিবে? রাজার ক্রোধ দর্শনে, কোনও অংশে শঙ্কিত না হইয়া, সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দৃঢ়বাক্যে বলিলেন, নতুবা, তাহারা রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, এরূপ কোনও ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা দেখিবে।

এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র, এলন্‌জোর কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, তোমরা আমার যে অবমাননা করিলে, অবিলম্বে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিতেছি; এই বলিয়া, সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; কিন্তু, কিয়ৎক্ষণ পরেই, নিতান্ত শান্তমূর্ত্তি হইয়া, সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন; এবং সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহার মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিয়াছি। বাস্তবিক, যে ব্যক্তি, রাজা হইয়া, প্রজার হিতসাধনে যত্নবান্ না হইবে, প্রজারা কখনই তাহার অনুগত থাকিবে না। আমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া, সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ অবধি, আর আমি মৃগয়া বা অন্যবিধ ব্যসনে, ক্ষণকালের জন্যও আসক্ত হইব না; অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, সর্ব্বপ্রযত্নে রাজকার্য্যসম্পাদনে তৎপর হইব; প্রাণান্তেও এই প্রতিজ্ঞার লঙ্ঘন করিব না।

এই প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রাজসভায় সমবেত সম্ভ্রান্তগণ ও অমাত্যবর্গ আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন; এবং আশীর্ব্বাদপ্রয়োগ পূর্ব্বক, রাজাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। রাজা, সেই দিন অবধি, মৃগয়া প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ব্যসনে বিসর্জ্জন দিয়া, দিবারাত্র, রাজকার্য্যসম্পাদনে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন; একদিন একক্ষণের জন্যও, সে বিষয়ে অযত্ন বা উপেক্ষা করেন নাই। ফলতঃ, তিনি রাজ্যের যেরূপ মঙ্গলবিধান ও প্রজাবর্গের যেরূপ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, পোর্ত্তুগালদেশে কখনও কোনও রাজা সেরূপ করিতে পারেন নাই।

অদ্ভুত অমায়িকতা

সম্রাট্ দ্বিতীয় জোসেফ্ অতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ লোকের সহিত, আলাপ করিতেন; সম্রাট্পদে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, কাহাকেও হেয়জ্ঞান করিতেন না। তিনি একদা ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি প্রচ্ছন্নবেশে, পান্থনিবাসে (৩) গিয়া, সকল লোকের সহিত, নিতান্ত অমায়িকভাবে, কথোপকথন করিতেন।

একদিন, তিনি, এক ব্যক্তির সহিত সতরঞ্চ খেলিতে বসিলেন। প্রথম বাজিতে তাঁহার হার হইল। সম্রাট্ আর এক বাজি খেলিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে, সে ব্যক্তি বলিলেন, মহাশয়, আমায় মাপ করিবেন; আমি আর খেলিতে পারিব না। শুনিয়াছি, অদ্য সম্রাট্ রঙ্গভূমিতে যাইবেন, আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য তথায় যাইব। তখন তিনি বলিলেন, আপনি, সম্রাট্কে দেখিবার নিমিত্ত এত ব্যগ্র হইয়াছেন কেন; তাঁহাকে দেখিলে, আপনার কি লাভ হইবে, বলুন। আমি আপনাকে অবধারিত বলিতেছি, তাঁহাতে ও অন্য অন্য ব্যক্তিতে, কোনও অংশে, কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ নাই। তখন সে ব্যক্তি বলিলেন, যা হউক না কেন; সম্রাট্ অতি প্রসিদ্ধ প্রধান লোক; তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত, অনেক দিন অবধি, আমার অনিবার্য্য কৌতূহল জন্মিয়া আছে; নিকটে পাইয়াও, যদি তাঁহাকে একবার না দেখি, তাহা হইলে, আমার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ থাকিবে।

তাহার এইরূপ ব্যগ্রতা দেখিয়া, সম্রাট্ বলিলেন, আপনার রঙ্গভূমিতে যাইবার কি এই একমাত্র উদ্দেশ্য? তিনি বলিলেন, হাঁ মহাশয়, বাস্তবিক, আমার এতদ্ভিন্ন আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। তখন সম্রাট্ বলিলেন, আসুন, আমরা আর এক বাজি খেলি; ও জন্য, আর আপনকার ক্লেশস্বীকার করিয়া, রঙ্গভূমিতে যাইবার প্রয়োজন নাই। যাহাকে দেখিবার নিমিত্ত, তথায় যাইতে ব্যগ্র হইয়াছেন, সে ব্যক্তি এই আপনকার সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে।

এই কথা শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র, চকিত ও চমৎকৃত হইয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইলেন; এবং সাতিশয় সম্মান সহকারে, অভিবাদন করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, নিতান্ত বিনীত বচনে, নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আপনাকে সামান্য ব্যক্তি স্থির করিয়া, সমকক্ষ ভাবে কথোপকথন করিয়াছি, এবং আপনকার সহিত খেলিতে বসিয়াছি; ইহাতে আমার

(৩) পান্থনিবাস—পথিকাদিগের অবস্থিতির স্থান

যে অপরাধ হইয়াছে, দয়া করিয়া তাহার মার্জ্জনা করিতে হইবে। সম্রাট্ শুনিয়া, সহাস্য বদনে, হস্তে ধরিয়া, তাহাকে বসাইলেন, এবং অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া ও অভয়দান করিয়া, পুনর্ব্বার তাহার সহিত খেলিতে বসিলেন।

তদীয় ঈদৃশ অদ্ভুত অমায়িক ভাব দর্শনে, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া, তিনি, মনে মনে, তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, সম্রাট্‌পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির ঈদৃশ অমায়িক ভাব অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার।

কৃতঘ্নতা

এক সৈনিক পুরুষ রণক্ষেত্রে অসাধারণ সাহসপ্রদর্শন করাতে, মাসিডনের অধীশ্বর ফিলিপের সাতিশয় অনুগ্রহভাজন হইয়াছিল। সে জলপথে কোনও স্থানে যাইতেছিল; পথিমধ্যে, অতি প্রবল বাত্যা, উপস্থিত হওয়াতে, নৌকা জলমগ্ন হইল। সে, প্রবল তরঙ্গবেগে তীরে নিক্ষিপ্ত হইয়া, উলঙ্গ ও মৃতপ্রায় পতিত রহিল। ঘটনাক্রমে, ঐ প্রদেশের এক ব্যক্তি, সেই সময়ে, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; তাহার তাদৃশী দশা দর্শনে দয়ার্দ্র-চিত্ত হইয়া, তাহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন; এবং সবিশেষ যত্ন সহকারে, অশেষ প্রকারে, তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। চল্লিশ দিন তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। তিনি দয়া করিয়া, স্বীয় আলয়ে না লইয়া গেলে, এবং সবিশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়স্বীকার পূর্ব্বক, তাহার শুশ্রূষা না করিলে, সে নিঃসন্দেহ, কালগ্রাসে পতিত হইত। তিনি, যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ও আবশ্যক পাথেয় দিয়া তাহাকে স্বদেশগমনার্থ বিদায় করিলেন।

প্রস্থানকালে, সৈনিক পুরুষ স্বীয় আশ্রয়দাতাকে বলিল, মহাশয়, আমার সৌভাগ্য-ক্রমে, আপনি, সেদিন, সেস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, নতুবা আমার অবধারিত প্রাণ-বিয়োগ ঘটিত। আপনি, আমার জন্য, যেরূপ যত্ন, যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ অর্থব্যয় করিয়াছেন, পিতা, পুত্রের জন্য, সেরূপ করিতে পারেন কি না, সন্দেহস্থল। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, আমি কস্মিন্ কালেও তাহা ভুলিতে পারিব না। অধিক আর কি বলিব, আপনি আমার জন্মদাতা পিতা অপেক্ষাও অধিক। এইরূপ বলিয়া, অসময়ে আশ্রয়দাতার নিকট বিদায় লইয়া, সৈনিক পুরুষ স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করিল।

সৈনিক পুরুষের আশ্রয়দাতা যে ভূমিতে বাস ও কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, ফিলিপ, দানপত্র দ্বারা, সেই ভূমি, ঐ সৈনিক পুরুষকে পুরস্কারস্বরূপ দিলেন। এইরূপে সে, প্রাণদাতার অধিকৃত ভূমির অধিকারী হইয়া, তাঁহার গৃহ ভগ্ন করিয়া, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক উঠাইয়া দিল। তিনি, তদীয় ঈদৃশী অকৃতজ্ঞতা দর্শনে, সাতিশয় বিস্মিত ও নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন; এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আবেদনপত্র দ্বারা, ফিলিপের গোচর করিলেন। মানুষ এতদূর অকৃতজ্ঞ হইতে পারে, তাঁহার সেরূপ বোধ ছিল না। পত্রপাঠ মাত্র, তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি, তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বস্বামীকে সেই ভূমিতে অধিকারপ্রদানের আদেশপ্রদান করিলেন; এবং সেই পাপিষ্ঠ সৈনিক পুরুষকে স্বীয় সমক্ষে আনাইয়া, তাহার ললাটে, কৃতঘ্ন নরাধম, এই দুটি শব্দ লেখাইয়া, আপন অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

কৃতঘ্ন ব্যক্তি, সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব সমাজে, নিরতিশয় নিন্দনীয় হইয়া থাকে। মনুষ্যের যত দোষ সম্ভবিতে পারে, গ্রীক্‌দেশীয় লোকে কৃতঘ্নতাকে, সেই সমস্ত দোষ অপেক্ষা, গুরুতর বিবেচনা করিতেন। তাঁহারা কৃতঘ্ন ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ ও তাহার মুখাবলোকন করিতেন না।

কৃতজ্ঞতা ও অকুতোভয়তা

আরবদিগের খলীফা (৪) হারূল্ উর্ রশীদের, জাফর্ বর্মীকী নামে, বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ, সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ মন্ত্রী ছিলেন। কোনও কারণে কুপিত হইয়া, খলীফা তাঁহার প্রাণদণ্ড করেন, এবং এই ঘোষণা করিয়া দেন, যদি কেহ মন্ত্রীর গুণকীর্ত্তন করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু, এক বৃদ্ধ আরব, সতত, সর্ব্বসমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে, মন্ত্রীর গুণকীর্ত্তন করিতেন। এই বিষয় খলীফার কর্ণগোচর হইলে, তদীয় আদেশক্রমে, ঐ বৃদ্ধ আরব, তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেন। তখন খলীফা, সাতিশয় রোষপ্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ সাহসে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ?

খলীফার এই কোপপূর্ণ জিজ্ঞাসাবাক্য শ্রবণে, কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া বৃদ্ধ বিনীত বচনে বলিলেন, ধর্ম্মাবতার, যদি আমি, প্রাণভয়ে, মৃত মন্ত্রীর গুণকীর্ত্তনে বিরত হই, তাহা

(৪) খলীফা—অধিপতি, যিনি সর্ব্ব বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করেন।

হইলে, আমায় উৎকট অকৃতজ্ঞতাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। অকৃতজ্ঞ বলিয়া, লোকালয়ে পরিচিত হওয়া অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ করা ভাল। আমি অতি দীন ও সহায়হীন ছিলাম। আমায়, অধিক দিন, সপরিবারে অনাহারে থাকিতে হইত। সৌভাগ্যক্রমে, তাঁহার কৃপা-দৃষ্টি হওয়াতে, আমার দুঃখ দূর হইয়াছে। এক্ষণে আমি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন এবং সর্ব্বত্র মান্য ও গণ্য হইয়াছি। এ সমস্তই সেই দয়াশীল মহাপুরুষের অনুগ্রহের ফল। তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহ আমার হৃদয়ে, সর্ব্বক্ষণ, বিলক্ষণ জাগরূপ রহিয়াছে। এমন স্থলে, প্রাণ-দণ্ডভয়ে, তাঁহার গুণকীর্ত্তনে বিরত হইলে, আমায় নিরতিশয় অধর্ম্মগ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব ধর্ম্মাবতার, ইচ্ছা হয়, আমার প্রাণদণ্ড করুন; জীবিত থাকিয়া, আমি কোনও কারণে, তাঁহার গুণকীর্ত্তনে বিরত হইতে পারিব না।

বৃদ্ধ আরবের কৃতজ্ঞতা ও অকুতোভয়তার আতিশয্য দর্শনে, খলীফা যৎপরোনাস্তি প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন, এবং সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া, তাঁহাকে বহুমূল্য পুরস্কার দিলেন। তখন, সেই বৃদ্ধ আবার বলিলেন, ধর্ম্মাবতার, বর্‌মীকীর অনুগ্রহই আমার এই অভাবনীয় সম্মানের একমাত্র কারণ।

উপকার স্মরণ

একদিন, আমেরিকার এক আদিম নিবাসী ইংরেজদের পান্থনিবাসে উপস্থিত হইল, এবং পান্থনিবাসের কর্ত্রীর নিকটে প্রার্থনা করিল, আপনি দয়া করিয়া আমায় কিছু আহার দেন; আমি ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছি। আপনি যে আহার দিবেন, আজ আমি তাহার মূল্য দিতে পারিব না। অঙ্গীকার করিতেছি, যত শীঘ্র পারি, আপনার এই ঋণের পরিশোধ করিব; কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। পান্থনিবাসের কর্ত্রী তাহার প্রার্থনা শুনিয়া, যথেষ্ট গালি দিলেন, এবং বলিলেন, আমি পরিশ্রম করিয়া যে উপার্জ্জন করি, তোর মত লোককে খাওয়াইয়া তাহা নষ্ট করিতে পারিব না। তুই, এখনই এখান হইতে চলিয়া যা।

এই কথা শুনিয়া, সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে, তথায় উপস্থিত এক ভদ্র ব্যক্তি, তাহার আকার প্রকার দর্শনে, স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সে, যথার্থই, ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছে। তখন তিনি পান্থনিবাসের কর্ত্রীকে বলিলেন, এ ব্যক্তির যাহা আবশ্যক

হয়, দাও; আমি তাহার মূল্য দিব। আহার সমাপ্ত হইলে, আমেরিকার লোকটি, আহারদাতার নিকটে গিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া, বিনয়নম্র বচনে বলিল, আপনি আমার উপর যে দয়াপ্রকাশ করিলেন, আমি কখনও তাহা বিস্মৃত হইব না। এই বলিয়া, সে ব্যক্তি প্রস্থান করিল।

ইংরেজেরা, ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত আমেরিকার আদিমনিবাসীদের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতেন; এজন্য, তাঁহাদের উপর, তাহাদের ভয়ানক বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। সুযোগ পাইলে, তাহারা তাঁহাদিগকে যথোচিত শাস্তি দিতে ক্রুটি করিত না। একদা ঐ ভদ্র ব্যক্তি মৃগয়া উপলক্ষে, কোনও অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে, সেই সময়ে, আমেরিকার কতকগুলি আদিমনিবাসী লোক তথায় উপস্থিত হইল; এবং দেখিবামাত্র, তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া, আপনাদের বাসস্থানে লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন ও পরামর্শের পর, তাহারা স্থির করিল, এই দণ্ডে ইহার প্রাণদণ্ড করা আবশ্যক। এই ব্যবস্থা শুনিয়া, তথায় উপস্থিত এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বলিল, অল্প দিন হইল, আমার পুত্রটী, লড়াই করিতে গিয়া, মারা পড়িয়াছে; অতএব এই লোকটি আমায় দাও; ইহাকে আমি পুত্র করিয়া রাখিব। তদনুসারে, ঐ ব্যক্তি, বৃদ্ধার আলয়ে গিয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একদিন, তিনি, বনমধ্যে, একাকী কর্ম্ম করিতেছেন; এমন সময়ে, একটি আমেরিকার আদিমনিবাসী লোক তথায় উপস্থিত হইল, এবং অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিল, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক, অমুক দিন, অমুক সময়ে, অমুক স্থানে গিয়া, আমার সহিত দেখা করিবেন। তিনি সম্মত হইলেন; কিন্তু, এ ব্যক্তি কেন আমায় ঐ স্থানে যাইতে বলিল, হয় ত উহার কোনও দুষ্ট অভিসন্ধি আছে; এই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, এ বিষয়ের যত আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভয় হইতে লাগিল। এজন্য, তিনি, নিয়মিত দিনে তথায় উপস্থিত হইলেন না।

কিয়ৎদিন পরে ঐ আমেরিকার লোক, পুনর্ব্বার, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তখন তিনি লজ্জিত হইয়া, বলিলেন, আমি নানা কারণে, সে দিন যাইতে পারি নাই; এক্ষণে দিন স্থির করিয়া বল, এবার আমি অবধারিত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তদনুসারে দিন নির্দ্ধারিত হইল। অনন্তর, তিনি, নির্দ্ধারিত দিনে, নির্দ্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সে ব্যক্তি, দুই বন্দুক, দুই বারুদপাত্র, দুই ভোজ্যাধার লইয়া, বসিয়া আছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র, সে বলিল, আপনি, এই ত্রিবিধ দ্রব্যের এক একটি

লইয়া, আমার সঙ্গে আসুন। আপনি ভয় পাইবেন না; আমার দুষ্ট অভিসন্ধি নাই; তাহা থাকিলে, আমি এই দণ্ডে, আপনকার প্রাণসংহার করিতে পারিতাম। তবে, আমি আপনাকে, কি জন্য কোথায় লইয়া যাইতেছি, এখন তাহা ব্যক্ত করিব না। তদীয় ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে, সাহসী হইয়া, বন্দুক, বারুদপাত্র ও ভোজ্যাধার লইয়া, তিনি তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন।

কতিপয় দিনের পর, তাঁহারা এক উচ্চ পাহাড়ের উপর উপস্থিত হইলেন, এবং, কিয়ৎ দূরে কতকগুলি গৃহ দেখিতে পাইলেন। সেখানে কৃষিকর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহারও লক্ষণ লক্ষিত হইল। তখন, আমেরিকার আদিমনিবাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে স্থানে লোকের বসতি দৃষ্ট হইতেছে, আপনি ঐ স্থানের নাম জানেন? তিনি বলিলেন, উহার নাম লিচ্‌ফিল্ড্; ঐ স্থানে আমার বাস ছিল।

এই কথা শুনিয়া, আমেরিকার আদিমনিবাসী বলিল, আপনকার স্মরণ হইবে কি না, বলিতে পারি না; কিছু দিন পূর্ব্বে, আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, এক পান্থনিবাসে গিয়া, সেই পান্থনিবাসের কর্ত্রীর নিকটে আহারপ্রার্থনা করি। তিনি, যথেষ্ট ভৎর্সনা করিয়া, আমায় তাড়াইয়া দেন। আমি নিরাশ হইয়া চলিয়া যাই; এমন সময়ে, আপনি দয়া করিয়া, নিজব্যয়ে আহার করাইয়া, আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। আমি, পান্থনিবাস হইতে, প্রস্থানকালে, আপনাকে বলিয়াছিলাম, আপনি আমার যে উপকার করিলেন, আমি কস্মিন্ কালেও, তাহা বিস্মৃত হইব না। আমি শুনিতে পাইলাম, আপনি নিরুদ্ধ হইয়া, দাসরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। আপনকার দাসত্বমোচনের জন্য, আমি আপনাকে এখানে আনিয়াছি। ঐ আপনকার বাসস্থান; উহা অধিক দূরবর্ত্তীও নহে; আপনি স্বচ্ছন্দে প্রস্থান করুন। আমি আপনকার নিকট বিদায় লইতেছি। এই বলিয়া, সে প্রস্থান করিল। তিনিও তাহার দয়ায়, দাসত্বমুক্ত হইয়া, নির্বিঘ্নে, আপন বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তির দয়া, সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার দর্শনে, নিরতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসাকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

প্রত্যুপকার

সুপ্রসিদ্ধ রোম্ নগরে এগ্রিপ্পা নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার এক ভৃত্য, তৎকালীন সম্রাট্ টাইবিরিয়সের নিকটে গিয়া, এই অভিযোগ করিল, আমার প্রভু

এগ্রিপ্পা, সতত, আপনকার, যার পর নাই, কুৎসাকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সম্রাট্ শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া, রাজভবনের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন।

গ্রীষ্মকালে, মধ্যাহ্ন সময়ে, রৌদ্রে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া, এগ্রিপ্পা পিপাসায় অতিশয় কাতর হইলেন। সেই সময়ে, কেলিগুলা নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভৃত্য থমাষ্টস্, জলের কুজ লইয়া, ঐ স্থান দিয়া, চলিয়া যাইতেছিল। তাহার হস্তে জলের কুজ দেখিয়া, পিপাসার্ত্ত এগ্রিপ্পা তাহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন। সে নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি, অতি কাতরভাবে, বিনীত বচনে, পানার্থে জলপ্রার্থনা করিলেন। সে সাতিশয় সৌজন্য-প্রদর্শনপূর্ব্বক, জলের কুজটি তাঁহার হস্তে দিল। তিনি, ইচ্ছানুরূপ জলপান করিয়া, পিপাসার শান্তি করিলেন, এবং সাতিশয় প্রীত ও আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, দেখ থমাষ্টস্, আজ তুমি আমার যে উপকার করিলে, তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। যে বিপদে পড়িয়াছি, যদি তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাই, আমি তোমায় যথোচিত পুরস্কার করিব।

কিছু দিন পরেই, সম্রাট্ টাইবিরিয়সের মৃত্যু হইল। কেলিগুলা সম্রাট্পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই, এগ্রিপ্পাকে কারাগার হইতে মুক্ত ও জুডিয়াপ্রদেশের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে, অতি উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়াও, এগ্রিপ্পা, থমাষ্টসের কৃত উপকার ভুলিয়া যান নাই। তিনি থমাষ্টস্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং সে উপস্থিত হইবামাত্র, তাহাকে, উচ্চ বেতনে, স্বীয় সাংসারিক সমস্ত ব্যাপারের অধ্যক্ষতাপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

প্রত্যুপকার

আলি ইবন্ আব্বস্ নামে এক ব্যক্তি, মামূন্ নামক খলীফার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমি একদিন অপরাহ্নে, খলীফার নিকট বসিয়া আছি; এমন সময়ে, হস্তপদবদ্ধ এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেন। খলীফা, আমার প্রতি এই আজ্ঞা করিলেন, তুমি এ ব্যক্তিকে, আপন আলয়ে লইয়া গিয়া, রুদ্ধ করিয়া রাখিবে, এবং কল্য আমার নিকটে উপস্থিত করিবে; তদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীতি হইল, তিনি ঐ

ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে আপন আলয়ে আনিয়া, অতি সাবধানে রুদ্ধ করিয়া রাখিলাম; কারণ, যদি তিনি পলাইয়া যান, আমায় খলীফার কোপে পতিত হইতে হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, আপনকার নিবাস কোথায়? তিনি বলিলেন, ডেমাস্কস্ আমার জন্মস্থান; ঐ নগরের যে অংশে বৃহৎ মস্‌জিদ্ আছে, তথায় আমার বাস। আমি বলিলাম, ডেমাস্কস্ নগরের, বিশেষতঃ যে অংশে আপনকার বাস, তাহার উপর, জগদীশ্বরের সতত শুভ দৃষ্টি থাকুক। ঐ অংশের অধিবাসী এক ব্যক্তি, এক সময়ে, আমায় প্রাণদান দিয়াছিলেন।

আমার এই কথা শুনিয়া, তিনি সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত, ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম, বহু বৎসর পূর্ব্বে, ডেমাস্কসের শাসনকর্ত্তা পদচ্যুত হইলে, যিনি তদীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হন, আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে তথায় গিয়াছিলাম। পদচ্যুত শাসনকর্ত্তা, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিলেন। আমি প্রাণভয়ে পলাইয়া, এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে প্রবিষ্ট হইলাম, এবং গৃহস্বামীর নিকটে গিয়া, অতি কাতর বচনে প্রার্থনা করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন। আমার প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া, গৃহস্বামী আমায় অভয়প্রদান করিলেন। আমি তদীয় আবাসে, এক মাস কাল নির্ভয়ে ও নিরাপদে অবস্থিতি করিলাম।

একদিন আশ্রয়দাতা আমায় বলিলেন, এ সময়ে অনেক লোক বাগ্দাদ যাইতেছেন। স্বদেশে প্রতিগমনের পক্ষে আপনি ইহা অপেক্ষা অধিক সুবিধার সময় পাইবেন না। আমি সম্মত হইলাম। আমার সঙ্গে কিছুমাত্র অর্থ ছিল না; লজ্জাবশতঃ আমি তাঁহার নিকট সে কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। তিনি, আমার আকার প্রকার দর্শনে, তাহা বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু তৎকালে কিছু না বলিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

তিনি আমার জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রস্থান দিবসে তাহা দেখিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব সুসজ্জিত হইয়া আছে; আর একটি অশ্বের পৃষ্ঠে খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে; আর, পথে আমার পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত, একটি ভৃত্য প্রস্থানার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। প্রস্থান সময় উপস্থিত হইলে, সেই দয়াময়, সদাশয় আশ্রয়দাতা, আমার হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি দিলেন, এবং আমাকে যাত্রীদের নিকটে লইয়া গেলেন; তন্মধ্যে যাঁহাদের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল, তাঁহাদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়া দিলেন। আমি আপনকার বসতিস্থানে

এই সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ; এজন্য পৃথিবীতে যত স্থান আছে, ঐ স্থান আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

এই নির্দ্দেশ করিয়া, দুঃখপ্রকাশ পূর্ব্বক আমি বলিলাম, আক্ষেপের বিষয় এই, আমি এ পর্য্যন্ত সেই দয়াময় আশ্রয়দাতার কখনও কোন উদ্দেশ পাইলাম না। যদি তাঁহার নিকট কোনও অংশে কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনের অবসর পাই, তাহা হইলে, মৃত্যুকালে আমার কোনও ক্ষোভ থাকে না। এই কথা শুনিবামাত্র, তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, আপনকার মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে। আপনি যে ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন, সে এই। এই হতভাগ্যই আপনাকে, এক মাস কাল, আপন আলয়ে রাখিয়াছিল।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া, আমি চমকিয়া উঠিলাম ; সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম ; আহ্লাদে পুলকিত হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গন করিলাম ; তাঁহার হস্ত ও পদ হইতে লৌহশৃঙ্খল খুলিয়া দিলাম ; এবং, কি দুর্ঘটনাক্রমে তিনি খলীফার কোপে পতিত হইয়াছেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইলাম। তখন তিনি বলিলেন, কতিপয় নীচপ্রকৃতি লোক ঈর্ষ্যাবশতঃ শত্রুতা করিয়া, খলীফার নিকট আমার উপর উৎকট দোষারোপ করিয়াছে ; তজ্জন্য তদীয় আদেশক্রমে হঠাৎ অবরুদ্ধ ও এখানে আনীত হইয়াছি ; আসিবার সময় স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগের সহিত দেখা করিতে দেয় নাই ; সহজে নিষ্কৃতি পাইব, আমার সে আশা নাই ; বোধ করি, আমার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব, আপনকার নিকট বিনীত বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমার পরিবারবর্গের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব।

তাঁহার এই প্রার্থনা শুনিয়া আমি বলিলাম, না, না ; আপনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রাণনাশের আশঙ্কা করিবেন না ; আপনি এই মুহূর্ত্ত হইতে স্বাধীন হইলেন ; এই বলিয়া, পাথেয়স্বরূপ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলাম, আপনি অবিলম্বে প্রস্থান করুন, এবং স্নেহাস্পদ পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া, সংসারযাত্রা সম্পন্ন করুন। আপনাকে ছাড়িয়া দিলাম, এজন্য আমার উপর খলীফার মর্ম্মান্তিক ক্রোধ ও দ্বেষ জন্মিবে, তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু যদি, আপনকার প্রাণরক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে সে জন্য আমি অণুমাত্র দুঃখিত হইব না।

আমার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি কখনই তাহাতে সম্মত হইতে পারিব না ; আমি এত নীচাশয় ও স্বার্থপর নহি যে, কিছুকাল

পূর্ব্বে, যে প্রাণের রক্ষা করিয়াছি, আপন প্রাণরক্ষার্থে, এক্ষণে সেই প্রাণের বিনাশের কারণ হইব। তাহা কখনই হইবে না। যাহাতে খলীফা আমার উপর অক্রোধ হন, আপনি দয়া করিয়া, তাহার যথোপযুক্ত চেষ্টা দেখুন; তাহা হইলেই আপনকার প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হইবে; যদি আপনকার চেষ্টা সফল না হয়, তাহা হইলেও, আমার আর কোনও ক্ষোভ থাকিবে না।

পরদিন প্রাতঃকালে, আমি খলীফার নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে লোকটি কোথায়, তাহাকে আনিয়াছ? এই বলিয়া, তিনি ঘাতককে ডাকাইয়া, প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। তখন আমি তাঁহার চরণে পতিত হইয়া, বিনীত ও কাতর বচনে বলিলাম, ধর্ম্মাবতার, ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে; অনুমতি হইলে সবিশেষ সমস্ত আপনকার গোচর করি। এই কথা শুনিবামাত্র, তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি রোষরক্ত নয়নে বলিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া থাক, এই দণ্ডে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। তখন আমি বলিলাম, আপনি ইচ্ছা করিলে, এই মুহূর্ত্তে আমার ও তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতে পারেন, তাহার সন্দেহ কি। কিন্তু, আমি যে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কৃপা করিয়া তাহা শুনিলে, আমি চরিতার্থ হই।

এই কথা শুনিয়া, খলীফা, উদ্ধত বচনে বলিলেন, কি বলিতে চাও, বল। তখন, সে ব্যক্তি, ডেমাস্কস্ নগরে, কিরূপে আশ্রয়দান ও প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন; এবং এক্ষণে আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলে, আমি অবধারিত বিপদে পড়িব, এজন্য তাহাতে কোন মতে সম্মত হইলেন না; এই দুই বিষয়ের সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম, ধর্ম্মাবতার, যে ব্যক্তির এরূপ প্রকৃতি ও এরূপ মতি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন দয়াশীল, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ ও সদ্বিবেচক, তিনি কখনই দুরাচার নহেন। নীচপ্রকৃতি পরহিংসক দুরাত্মারা, ঈর্ষ্যাবশতঃ, অমূলক দোষারোপ করিয়া, তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে; নতুবা, যাহাতে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তিনি এরূপ কোনও দোষে দূষিত হইতে পারেন, আমার এরূপ বোধ ও বিশ্বাস হয় না। এক্ষণে আপনকার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন।

খলীফা, মহামতি ও অতি উন্নতচিত্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি এই সকল কথা কর্ণগোচর করিয়া, কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, প্রসন্নবদনে বলিলেন, সে ব্যক্তি যে এরূপ দয়াশীল ও ন্যায়পরায়ণ, ইহা অবগত হইয়া, আমি আতিশয় আহ্লাদিত

হইলাম। তিনি প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন। বলিতে গেলে, তোমা হইতেই তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। এক্ষণে তাঁহাকে অবিলম্বে এই শুভসংবাদ দাও, ও আমার নিকটে লইয়া আইস।

এই কথা শুনিয়া, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, আমি সত্বর গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, তাঁহাকে খলীফার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। খলীফা, অবলোকনমাত্র, প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে, সাদর বচনে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, তুমি যে এরূপ উচ্চ প্রকৃতির লোক, তাহা আমি পূর্ব্বে অবগত ছিলাম না। দুষ্টমতি দুরাচারদিগের বাক্য বিশ্বাস করিয়া, অকারণে তোমার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। এক্ষণে, ইহার নিকটে তোমার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি আপন আলয়ে প্রস্থান কর। এই বলিয়া, খলীফা, তাঁহাকে মহামূল্য পরিচ্ছদ, সুসজ্জিত দশ অশ্ব, দশ খচ্চর, দশ উষ্ট্র উপহার দিলেন; এবং ডেমাস্কসের রাজপ্রতিনিধির নামে এক অনুরোধপত্র ও পাথেয় স্বরূপ বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া, তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

কৃতজ্ঞতার পুরস্কার

ইংলণ্ড দেশে ফিট্‌জ্ উইলিয়ম্ নামে এক ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধি, ক্ষমতা ও পরিশ্রমের গুণে বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় কৃতজ্ঞ, দয়াশীল, তেজীয়ান, ন্যায়পরায়ণ ও অকুতোভয় ছিলেন। সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও, তিনি যে প্রভূত অর্থের উপার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রধান রাজমন্ত্রী কার্ডিনেল উল্‌জির দয়া ও অনুগ্রহই তাহার প্রধান কারণ। স্বভাবসিদ্ধ কৃতজ্ঞতা গুণের আতিশয্যবশতঃ তিনি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও, আন্তরিক ভক্তি সহকারে, মহোপকারক উল্‌জির যথেষ্ট সম্মান করিতেন।

তৎকালীন ইংলণ্ডের অধীশ্বর, অষ্টম হেন্‌রি, সাতিশয় উদ্ধতস্বভাব ও অবিমৃষ্যকারী পুরুষ ছিলেন। তিনি কোনও কারণে কুপিত হইয়া, সবিশেষ অবমাননা পূর্ব্বক, উল্‌জিকে মন্ত্রিত্বপদ হইতে বহিষ্কৃত করেন। এইরূপে অপদস্থ ও অবমানিত হইয়া, তিনি সকলের অবজ্ঞাভাজন হইয়াছিলেন। পাছে রাজার কোপে পতিত হইতে হয়, এই আশঙ্কায়, কেহ কোনও বিষয়ে, তাঁহার কোনও আনুকূল্য করিতেন না। ফিট্‌জ্ উইলিয়ম্ তাঁহার পদচ্যুতি ও অবমাননার বিষয় অবগত হইয়া, যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন, তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎ করিয়া, সাতিশয় আক্ষেপপ্রকাশ পূর্ব্বক, তাঁহাকে নর্থেম্টন নামক স্থানে লইয়া গেলেন, এবং ঐ স্থানে মিল্টন নামে, যে স্বীয় পরম রমণীয় বাসস্থান ছিল, তাঁহাকে তথায় রাখিয়া, যথোচিত ভক্তি ও সম্মান সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

এই বিষয় কর্ণগোচর হইলে, ইংলণ্ডেশ্বর, ফিট্জ্ উইলিয়মের উপর যৎপরোনাস্তি কুপিত হইলেন। তদীয় আদেশ অনুসারে, তিনি রাজসভায় আনীত হইলে ইংলণ্ডেশ্বর, সাতিশয় রোষপ্রদর্শন পুরঃসর, কর্কশ বচনে বলিলেন, তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা যে, তুমি এক রাজবিদ্রোহীকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া, আমোদ আহ্লাদ করিতেছ। রাজার রোষ দর্শনে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা চলচিত্ত না হইয়া, তিনি অতি বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আমি আপন আলয়ে লইয়া গিয়া কার্ডিনেলের যে পরিচর্য্যা করিতেছি, রাজভক্তির অসদ্ভাব তাহার কারণ নহে, আমি তাঁহার নিকট অশেষ প্রকারে যে প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা কেবল তজ্জন্য সামান্য কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন মাত্র।

এই হেতুবাদ কর্ণগোচর হইলে, ইংলণ্ডেশ্বর, অধিকতর কুপিত হইয়া বলিলেন, সে আবার কি? ইংলণ্ডেশ্বর, উত্তরোত্তর, অধিকতর কুপিত হইতেছেন দেখিয়া, পাছে তিনি তাঁহাকে রাজভক্তিহীন ভাবেন, এই ভয়ে ও ভাবনায় অভিভূত হইয়া, ফিট্জ্ উইলিয়ম্, অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, বিনীত বচনে বলিলেন, মহারাজ, আমি সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও, বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছি; কার্ডিনেলের অনুগ্রহ ও সহায়তা ব্যতিরেকে, কখনই আমার এ উন্নত অবস্থা ঘটিত না; সুতরাং আমি তাঁহার নিকটে দুর্ভেদ্য কৃতজ্ঞতাশৃঙ্খলে বদ্ধ আছি। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন না করিলে, আমি ভদ্রসমাজে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় এবং ধর্ম্মদ্বারে পতিত হইব, কেবল এই ভয়ে ও এই বিবেচনায়, অবসর পাইয়া, তাঁহার প্রতি যথাশক্তি কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

তদীয় প্রশংসনীয় উত্তরবাক্য শ্রবণে, নিরতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, ইংলণ্ডেশ্বর, স্বভাবসিদ্ধ ঔদ্ধত্যভাব বিসর্জ্জন দিয়া, তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন; এবং নিকটে গিয়া আন্তরিক অনুরাগ সহকারে, তাঁহার করগ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন, এরূপ কৃতজ্ঞতার যথোচিত পুরস্কার হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। তুমি সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়, প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি। আজ অবধি, তুমি একজন রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলে; আমার আর যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন, কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত নহেন; তোমায় তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা শিখাইতে হইবে। বলিতে

কি, তোমার অদৃষ্টচর আচরণ দর্শনে ও অশ্রুতচর বচন শ্রবণে, চমৎকৃত ও আহ্লাদে পুলকিত হইয়াছি।

এইরূপে, স্বীয় আন্তরিক ভাবপ্রকাশ করিয়া, ইংলণ্ডেশ্বর, সেই মুহূর্ত্তে, সেই ক্ষেত্রে, ফিট্‌জ্‌ উইলিয়ম্‌কে নাইট্‌ (৫) উপাধি প্রদান পূর্ব্বক, রাজমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

যথার্থ কৃতজ্ঞতা

ক্রোডন্‌ নামক স্থান সেনাপতি ডারমণ্টের হস্তগত হইলে, তিনি আদেশ দিলেন, ঐ স্থানে যে সকল স্পেন্‌দেশীয় সৈন্য ও অন্যবিধ লোক আছে, সকলের প্রাণবধ কর। সেই সঙ্গে ইহাও প্রচারিত হইল, যে ব্যক্তি সেনাপতির এই আদেশের অনুযায়ী কার্য্য করিতে অসম্মত হইবে, অথবা এই আদেশের বিপরীত আচরণ করিবে, তাহার অবধারিত প্রাণদণ্ড হইবে। ইহা অবগত হইয়াও, এক সৈনিকপুরুষ, স্পেন্‌দেশীয় এক সৈনিকের প্রাণনাশ না করিয়া, যাহাতে তাহার প্রাণরক্ষা হয়, সে বিষয়ে সবিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিল।

এইরূপে, সেনাপতির আজ্ঞালঙ্ঘন জন্য গুরুতর অপরাধ হওয়াতে, দণ্ড দিবার নিমিত্ত, সে সেনাসংক্রান্ত বিচারালয়ের সম্মুখে নীত হইল। তুমি এই অপরাধ করিয়াছ কি না? এই জিজ্ঞাসা করাতে সে, স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিল; এবং বলিল, যদি ও ব্যক্তির প্রাণরক্ষা হয়, তাহা হইলে, আমি স্বচ্ছন্দ মনে, প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি। এই কথা শ্রবণে, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া, সেনাপতি বলিলেন, তুমি পরের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে সম্মত হইতেছ, ইহার কারণ কি, বুঝিতে পারিতেছি না।

এই কথা শুনিয়া, সেই সৈনিকপুরুষ বলিল, ও ব্যক্তি আমার প্রাণদাতা। আমি একবার এইরূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম; তখন কেবল উঁহার যত্নে ও চেষ্টায়, আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। এখন উনি সেইরূপ বিপদে পড়িয়াছেন; উঁহার প্রাণরক্ষা বিষয়ে যথাশক্তি চেষ্টা ও যত্ন না করিলে, আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ হইব। সেনাপতি, সামান্য

(৫) নাইট্‌—উপাধিবিশেষ। অসাধারণ ক্ষমতাপ্রকাশদর্শনে অথবা অন্য কোনও কারণে, রাজারা ব্যক্তিবিশেষকে এই মাননীয় উপাধি দিয়া থাকেন। যাঁহারা এই উপাধি পান, তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে সর্‌ এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে: যথা, সর্‌ আইজাক্‌ নিউটন্‌, সর্‌ উইলিয়ম জোন্স্‌ ইত্যাদি।

সৈনিকপুরুষের এতাদৃশ উন্নতচিত্ততা দর্শনে নিরতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, তাহার অপরাধের মার্জ্জনা করিলেন; এবং যে ব্যক্তির প্রাণরক্ষার জন্য, সে অকাতরে প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিল, তদীয় কৃতজ্ঞতার পুরস্কারস্বরূপ, সে ব্যক্তিরও প্রাণরক্ষার আদেশ দিলেন। এইরূপে দ্বিবিধ অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়াতে, সেই উন্নতচিত্ত সৈনিকপুরুষ, প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, গদ্গদ বচনে, সেনাপতির প্রশংসাকীর্ত্তন করিতে করিতে, প্রস্থান করিল।

নিঃস্পৃহতা

মাসিডনের অধীশ্বর প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী আলেগ্‌জাণ্ডার, সাইডমের অধিপতি ষ্ট্রাটোকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, এবং স্বীয় প্রিয়পাত্র হিপষ্টিয়নের উপর এই ভার দিলেন, এই নগরের যে ব্যক্তি তোমার বিবেচনায় সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য হয়, তাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর। এই সময়ে হিপষ্টিয়ন্ যাঁহাদের বাটীতে অবস্থিতি করিতেন, তাঁহারা দুই সহোদর। উভয়েই যুবা পুরুষ; এবং সেই নগরের সর্ব্বপ্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিপষ্টিয়ন্ তাঁহাদিগকে বলিলেন, আলেগ্‌জাণ্ডার আমার উপর রাজা স্থির করিবার ভার দিয়াছেন; তদনুসারে, আমি তোমাদের দুই সহোদরকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব, মনস্থ করিয়াছি।

এই কথা শুনিয়া, তাঁহারা বলিলেন, আমরা রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে সম্মত নহি। এ দেশে, পূর্ব্বাপর এই প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, যে ব্যক্তি রাজবংশে জন্মগ্রহণ না করে, সে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারে না। আমরা রাজবংশে জন্মগ্রহণ করি নাই; সুতরাং, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার যোগ্য নহি। তাঁহাদিগকে এইরূপ নিঃস্পৃহ ও নিঃস্বার্থ দেখিয়া, হিপষ্টিয়ন্ যৎপরোনাস্তি প্রীতিপ্রাপ্ত ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং প্রসন্নচিত্তে, তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া, বলিলেন, যিনি, সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, ইহা মনে রাখিবেন যে, তোমরা তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, রাজবংশোদ্ভব এরূপ এক ব্যক্তির নাম নির্দ্দেশ কর।

হিপষ্টিয়নের কথা শুনিয়া, তাঁহারা দুই সহোদরে বলিলেন, দেখুন, অনেক রাজবংশোদ্ভব ব্যক্তি, দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া, রাজ্যলাভের লোভে, আলেগজাণ্ডারের প্রিয়পাত্রদিগের শরণাগত হইয়াছেন; এবং নিতান্ত নীচের ন্যায়, অবিশ্রান্ত তাঁহাদের

আনুগত্য করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত করিয়া দিলে, আমাদের উপকারের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু, আমরা অর্থলোভের বশীভূত, অথবা প্রতিপত্তিলাভের অভিলাষী নহি; এজন্য তাদৃশ কোনও ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিব না। এব্‌ডেলোনিমস্‌ নামে এক রাজবংশোদ্ভব ব্যক্তি আছেন; আমাদের বিবেচনায়, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সিংহাসনের যোগ্য পাত্র। কিন্তু, তাঁহার অবস্থা অতি মন্দ; নগরের বহির্ভাগে একটি উদ্যান আছে; তাহাতে অবিশ্রামে পরিশ্রম করিয়া, যাহা পান, তাহাতেই অতিকষ্টে দিনপাত করেন। কিন্তু, তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ, ধর্ম্মশীল ও সৎপথবর্ত্তী পুরুষ কখনও আমাদের নয়নগোচর হয় নাই।

এই সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া, হিপষ্টিয়ন্‌ তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; এবং রাজযোগ্য পরিচ্ছদ তাঁহাদের হস্তে দিয়া বলিলেন, এই পরিচ্ছদ পরাইয়া, এব্‌ডেলোনিমস্‌কে এই স্থানে উপস্থিত কর। তদনুসারে, তাঁহারা দুই সহোদর, রাজপরিচ্ছদ হস্তে করিয়া, এব্‌ডেলোনিমসের অন্বেষণে নির্গত হইলেন। ইতস্ততঃ নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া, অবশেষে তাঁহারা তদীয় উদ্যানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি, খুরপ্র লইয়া, ঘাস তুলিতেছেন। তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া, জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিলেন, আমরা আপনকার জন্য এই রাজপরিচ্ছদ আনিয়াছি; চিরাভ্যস্ত নিকৃষ্ট পরিচ্ছদ ছাড়িয়া, রাজপরিচ্ছদ ধারণ করুন। আপনি, যাবজ্জীবন, ধর্ম্মপথে চলিয়াছেন; একক্ষণের জন্যও, কোনও কারণে তাহা হইতে বিচলিত হয়েন নাই; কেবল এই হেতুবশতঃ, আপনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন; এক্ষণে আপনি প্রজাবর্গের ধনের ও প্রাণের কর্ত্তা হইলেন। আমাদের প্রার্থনা ও অনুরোধ এই, যেন সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, ধর্ম্মপথ হইতে কদাচ বিচলিত না হন।

এই সকল কথা শুনিয়া ও আনীত রাজপরিচ্ছদ দৃষ্টিগোচর করিয়া, এব্‌ডেলোনিমস্‌ স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিতে লাগিলেন; এবং কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাদিগকে বলিলেন, এরূপ আমায় উপহাসাস্পদ করা তোমাদের উচিত নহে। তাঁহারা বলিলেন, না মহাশয়, আমরা উপহাস করিতেছি না; আমরা ধর্ম্মপ্রমাণ বলিতেছি, আপনি যথার্থই রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি, তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া, রাজপরিচ্ছদ ধারণে, কোনও মতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে, তাঁহারা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে স্নান করাইয়া, রাজপরিচ্ছদ পরাইলেন; এবং, অনেক অনুনয় ও বিনয় করিয়া, তাঁহাকে রাজভবনে লইয়া গেলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, এই সংবাদ সমস্ত নগরে প্রচারিত হইল। অধিবাসিবর্গের অধিকাংশই আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন; কিন্তু কতকগুলি লোক, বিশেষতঃ যাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী, এব্‌ডেলোনিমস্‌ অতি হীন অবস্থার লোক বলিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। আলেগ্‌জাণ্ডারের আদেশ অনুসারে, নূতন রাজা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি একদৃষ্টিতে বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, আমি তোমার স্বভাব চরিত্র ও বংশমর্য্যাদার বিষয়ে যেরূপ শুনিয়াছি, তোমার আকারে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু, তুমি এত দিন কেমন করিয়া, এমন হীন অবস্থায়, কালযাপন করিতে পারিলে, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত, আমার অত্যন্ত অভিলাষ হইতেছে।

এই কথা শুনিয়া, এব্‌ডেলোনিমস্‌ বলিলেন, মহারাজ, আমার যখন যাহা আবশ্যক হইয়াছে, এই দুই হস্ত তাহার আহরণ করিয়া দিয়াছে; কিন্তু, যখন আমার কিছুই ছিল না, তখন কিছুই আবশ্যক হইত না। এই উত্তর শ্রবণে, আলেগ্‌জাণ্ডার যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন, এবং, পূর্ব্বতন রাজার বেশ, ভূষা, শয্যা, আসন প্রভৃতি সমস্ত বস্তু তাঁহাকে দিলেন। তদ্ব্যতিরিক্ত তদীয় আদেশ অনুসারে, পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সকল তাঁহার রাজ্যে যোজিত হইল।

ধর্ম্মশীলতার পুরস্কার

কণ্টাই রাজকুমার, ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে, ফিলিপস্‌বর্গ অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন; ঐ সময়ে, এক সৈনিকপুরুষ নিরতিশয় সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শিত করাতে, রাজকুমার, সাতিশয় প্রীত হইয়া, একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি বহিষ্কৃত করিয়া, তাহার হস্তে দিলেন; এবং বলিলেন, তুমি যেরূপ ক্ষমতাপ্রকাশ করিয়াছ, ইহা, কোনও অংশে তাহার যথোপযুক্ত পুরস্কার নহে। সৈনিকপুরুষ, পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া, সাতিশয় আহ্লাদিত হইল; এবং যথোচিত বিনয় ও ভক্তিযোগ সহকারে, নমস্কার করিয়া, চলিয়া গেল।

পরদিন, প্রাতঃকালে, ঐ সৈনিকপুরুষ, দুইটি হীরকমণ্ডিত অঙ্গুরীয় ও কতিপয় মহামূল্য রত্ন হস্তে করিয়া, রাজকুমারের নিকটে উপস্থিত হইল; এবং নিবেদন করিল, মহাশয়, থলির মধ্যে যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা ছিল, সেই গুলি, আমায় দেওয়াই আপনার অভিপ্রেত। কিন্তু, সেই থলির মধ্যে এই গুলিও ছিল; এ গুলি আমায় দেওয়া

আপনকার অতিপ্রেত ছিল, আমার এরূপ বোধ হইতেছে না; সুতরাং এ গুলিতে আমার অধিকার নাই। এজন্য, আমি এ গুলি আপনাকে ফিরিয়া দিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া, সেই হীরকমণ্ডিত অঙ্গুরীয় প্রভৃতি রাজকুমারের সম্মুখে রাখিয়া দিল।

রাজকুমার, সেই সৈনিকপুরুষের অসাধারণ সাহস ও পরাক্রম দর্শনে, যত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে, তাহার অসাধারণ ধর্ম্মশীলতা দর্শনে, তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন; এবং প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে বলিলেন, কল্য তোমার সাহস ও পরাক্রমের যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কারস্বরূপ, স্বর্ণমুদ্রাগুলি দিয়াছিলাম; অদ্য, তোমার ধর্ম্মশীলতার যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কারস্বরূপ, এই দিলাম; তুমি লইয়া যাও। ইহা বলিয়া, তিনি তাহাকে বিদায় করিলেন। সৈনিকপুরুষ, রাজকুমারের এতাদৃশ বদান্যতা ও উদারচিত্ততা দর্শনে, যৎপরোনাস্তি প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, প্রস্থান করিল।

অদ্ভুত ন্যায়পরতা

পল্লীগ্রামস্থ এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক লিখিয়াছেন, আমি একদিন ছাত্রদিগকে পুস্তকের যে অংশ পড়াইলাম, তাহাতে একটি দুরূহ শব্দ ছিল; উহার বর্ণনির্দ্দেশ, অর্থাৎ বানান করা সহজ নহে। বালকেরা ঐ কথাটির বর্ণযোজনায় মনোযোগ দিয়াছে কি না, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ঠিক বলিতে পারিল না। তৎপরে দ্বিতীয়, তৎপরে তৃতীয়, এইরূপে, ক্রমে ক্রমে, সকল ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম; কেহই ঠিক বলিতে পারিল না। অবশেষে, সর্ব্বশেষ ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করাতে, সে, যে বানান করিল, তাহা ঠিক হইয়াছে বলিয়া, আমার বোধ হইল। তখন আমি ঐ ছাত্রকে শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম স্থানে বসিতে বলিলাম। সে আহ্লাদিতচিত্তে, ঐ স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হইল।

অনন্তর, ঐ কথাটির প্রকৃত বর্ণযোজনা, শ্রেণীস্থ সকল ছাত্রকে শিখাইবার নিমিত্ত, আমি খড়ি লইয়া, ঐ কথাটি বোর্ডে (৬) লিখিলাম, এবং সকলকে বলিলাম, এই কথাটির

(৬) বোর্ড—কাষ্ঠফলকনির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষ; বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে এক একটি থাকে। শ্রেণীস্থ সকল বালককে কোনও বিষয় দেখাইবার আবশ্যকতা হইলে, উহা ঐ কাষ্ঠফলকে লিখিত হইয়া থাকে। উহা এরূপে নির্ম্মিত ও এরূপে স্থাপিত হয় যে, উহাতে যাহা লিখিত হয়, শ্রেণীস্থ সমস্ত বালক স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া, দেখিতে পায়।

বর্ণযোজনা অতি দুরূহ; অমুক ভিন্ন তোমরা কেহ বলিতে পার নাই; তোমাদিগকে কথাটির বর্ণযোজনা দেখাইবার নিমিত্ত, বোর্ডে লিখিলাম; সকলে দেখিয়া শিখিয়া লও।

শিক্ষক, এই কথা বলিয়া, বিরত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে, যে ছাত্রটি ঠিক বানান করিয়াছে বলিয়া, শ্রেণীর প্রথম স্থানে উপবেশিত হইয়াছিল, সে বলিল, মহাশয়, আপনি যেরূপ লিখিলেন, তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমি যে বানান করিয়াছি, তাহা ঠিক হয় নাই। আমি ঠিক বানান করিয়াছি, এই বোধ করিয়া, আপনি আমায় শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম স্থানে বসাইয়াছেন। কিন্তু যখন আমি ঠিক বানান করিতে পারি নাই, তখন আমার এ স্থানে বসিবার অধিকার নাই; অতএব, আমি আপন স্থানে যাই। এই বলিয়া, সেই ছাত্রটি তৎক্ষণাৎ, শ্রেণীর সর্ব্বশেষ স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হইল।

এই শ্রেণী, অতি অল্পবয়স্ক বালকগণে সঙ্ঘটিত। তন্মধ্যে এই বালকটি সকল বালক অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। এই অল্পবয়স্ক বালকের ঈদৃশ ন্যায়পরতা দেখিয়া, শ্রেণীর শিক্ষক সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং নিরতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, ঈদৃশ অল্পবয়স্ক বালকের ঈদৃশী ন্যায়পরতা সবিশেষ প্রশংসার বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই।

প্রকৃত ন্যায়পরতা

পুরাবৃত্তে বর্ণিত আছে, পারস্য দেশের কোনও রাজা, যার পর নাই ন্যায়পরায়ণ বলিয়া, সর্ব্বত্র সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে, কদাচ অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইতেন না; এবং, কাহাকেও অন্যায়াচরণে উদ্যত দেখিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার নিবারণ করিতেন।

একদা, তিনি, রাজধানীর অতি দূরবর্ত্তী কোনও অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগের অন্বেষণে ও অনুসরণে, অবিশ্রান্ত পর্য্যটন করিয়া, রাজা নিতান্ত পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় একান্ত আক্রান্ত হইলেন; এবং স্বীয় অনুযায়ীদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া, পরিচারকদিগকে সত্বর আহার প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তদনুসারে তাহারা আহার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, তাহারা দেখিল, রাজধানী হইতে প্রস্থানকালে, রাজার আহারোপযোগী যাবতীয় দ্রব্য আনীত হইয়াছে, কেবল লবণ আনিতে ভুল হইয়া গিয়াছে।

যাহার অমনোযোগে লবণ আনীত হয় নাই, সে ব্যক্তির যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া, প্রধান পরিচারক এক ব্যক্তিকে, অদূরবর্ত্তী এক গ্রাম দেখাইয়া দিয়া, বলিল, যত সত্বর পার, ঐ গ্রাম হইতে লবণ লইয়া আইস। রাজা, পাকশালার সমীপবর্ত্তী পটমণ্ডপে উপবিষ্ট ছিলেন; লবণের অভাবে, পাকশালায় যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং অবশেষে, প্রধান পরিচারক এক ব্যক্তিকে যেরূপে লবণ আনিবার নিমিত্ত পাঠাইল, সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি লবণ আনিতে যাইতেছিল, তিনি তাহাকে আপন নিকটে আনাইলেন; এবং বলিলেন, প্রকৃত মূল্য না দিয়া, লবণ আনিলে, আমি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইব। অতএব, সাবধান, যেন প্রকৃত মূল্য না দিয়া, কাহারও নিকট হইতে লবণ, অথবা অন্য কোনও দ্রব্য লওয়া না হয়।

এই রাজকীয় আদেশ ও উপদেশ অনুসারে, সে ব্যক্তি প্রধান পরিচারকের নিকটে গিয়া, সবিশেষ সমস্ত বলিয়া, মূল্যপ্রার্থনা করিল। পাকশালাস্থ পরিচারকবর্গ, ঈদৃশ অতি সামান্য বিষয়েও রাজার তাদৃশ মনোযোগ দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইল। প্রধান পরিচারক রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া, বলিল, মহারাজ, মূল্য না দিয়া আপনকার জন্য যৎকিঞ্চিৎ লবণ লইলে, কি কোন দোষ হইতে পারে?

প্রধান পরিচারকের এই বাক্য শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, রাজা বলিলেন, দেখ, এক্ষণে পৃথিবীতে সচরাচর যত অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, এইরূপে অতি সামান্য বিষয় হইতেই ঐ সমস্তের সূত্রপাত হইয়াছে। আমি রাজা; আমি যদি মূল্য না দিয়া, অল্পমাত্র লবণ লই, ঐ দৃষ্টান্ত অনুসারে রাজপুরুষেরা মূল্য না দিয়া, অধিক মূল্যের বস্তু সকল লইতে আরম্ভ করিবেন। এইরূপে যাহাদের বস্তু লওয়া যাইবে; রাজা অথবা রাজপুরুষেরা লইতেছেন, কিছু বলিলে তাঁহাদের কোপে পতিত হইতে হইবে, এই ভয়ে, কেহ কিছু বলিতে পারিবে না; কিন্তু মনে মনে গালি দিবে ও নিন্দা করিবে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। ফলকথা এই, ছল, বল, কৌশল, অথবা অন্যবিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক, কাহারও কোন বস্তুতে হস্তক্ষেপ করা যে, যার পর নাই গর্হিত ব্যবহার, তাহার সন্দেহ নাই।

পৃথিবীর সকল লোকে এই রাজকীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, সংসার সর্ব্বাংশে নিরুপদ্রব ও যার পর নাই সুখের স্থান হইয়া উঠে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু মানবজাতি, বিশেষতঃ ক্ষমতাপন্ন জাতি ও ব্যক্তিবর্গ, স্ব স্ব আচরণের পূর্ব্বাপর যেরূপ পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, তাহাতে কোনও ক্রমে, সেরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

ন্যায়পরতার পুরস্কার

ইংলণ্ডদেশীয় ফিট্জ্ উইলিয়ম্ নামক সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীর এক প্রজা, তাঁহার নিকটে গিয়া জানাইল, মহাশয়, আপনি যে বনে মৃগয়া করিতে যান, উহার সন্নিকটে একটি বৃহৎ ক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্রে আমি গমের চাষ করিয়াছিলাম। এ বৎসর বিলক্ষণ শস্য জন্মিবে, সুতরাং, আমার বিলক্ষণ লাভ হইবে, এইরূপ প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু, আপনার সমভিব্যাহারী বহুসংখ্যক লোকের সতত যাতায়াত দ্বারা, সমস্ত শস্য একবারে নষ্ট হইয়াছে; সুতরাং, আমি যে লাভের আশা করিয়াছিলাম, তাহাও এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে।

প্রজার এই আবেদন শুনিয়া, ভূম্যধিকারী বলিলেন, সখে, তুমি যে ক্ষেত্রের উল্লেখ করিলে, মৃগয়াকালে আমরা ঐ ক্ষেত্রে সমবেত হইতাম, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; এবং আমরা সমবেত হওয়াতে তোমার বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। অতএব তোমার কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহার একটি ফর্দ্দ করিয়া আন; আমি তোমার ক্ষতির পূরণ করিব।

ভূম্যধিকারীর এই সদয় প্রস্তাব শুনিয়া, প্রজা বলিল, মহাশয়, আমি আপনার দয়া ও সদ্বিবেচনার পূর্ব্বাপর যেরূপ পরিচয় পাইয়া আসিতেছি, তাহাতে আমার ক্ষতির বিষয় আপনকার গোচর হইলে, আপনি অবশ্যই আমার ক্ষতিপূরণ করিবেন, তাহা বিলক্ষণ জানি। এজন্য, এক আত্মীয়কে আমার ক্ষতির নিরূপণ করিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। তিনি, সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা, যেরূপ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পাঁচ শত টাকা পাইলে, আমার ক্ষতিপূরণ হইতে পারে; ইহাতে আপনকার যেরূপ অভিপ্রায় হয়। এই কথা শ্রবণগোচর হইবামাত্র, ভূম্যধিকারী, পাঁচ শত টাকা দিয়া, তাহাকে বিদায় করিলেন।

কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে, ঐ ক্ষেত্রে যেরূপ শস্য জন্মিত, এ বৎসর তদপেক্ষা অনেক অধিক শস্য জন্মিল। ফলতঃ, ঐ ক্ষেত্রে, এ বৎসর, প্রজার যেরূপ প্রচুর লাভ হইল, কস্মিন্ কালেও, তাহার ভাগ্যে সেরূপ লাভ ঘটে নাই। তখন সেই প্রজা পুনরায় ভূম্যধিকারীর নিকটে উপস্থিত হইল, এবং বলিল, মহাশয়, অমুক বনের সন্নিহিত ক্ষেত্রের বিষয়ে, কিছু নিবেদন করিতে আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া, ভূম্যধিকারী বলিলেন, আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, তোমার নির্দ্দেশ অনুসারে, ঐ

ক্ষেত্রসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত তোমায় পাঁচ শত টাকা দিয়াছি, তাহাতে কি তোমার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ হয় নাই ?

ভূম্যধিকারীর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, সেই প্রজা, বিনয়নম্রবচনে নিবেদন করিল, মহাশয়, ঐ ক্ষেত্রে আমায় কোনও অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। এ বৎসর প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে। অন্যান্য বৎসর, আমার যেরূপ লাভ হয়, এ বৎসর তদপেক্ষা অনেক অধিক লাভ হইয়াছে। এজন্য আমি আপনকার দত্ত ক্ষতিপূরণের পাঁচ শত টাকা ফিরিয়া দিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া সে, ভূম্যধিকারীর সম্মুখে পাঁচ শত টাকা রাখিয়া দিল।

প্রজার এতাদৃশী ন্যায়পরতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, ভূম্যধিকারী প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে, সস্নেহ বচনে বলিলেন, এরূপ ব্যবহার দেখিলে, আমার বড় আহ্লাদ হয়। মনুষ্যমাত্রেরই এরূপ ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। এই বলিয়া, তিনি সেই প্রজার সহিত সাতিশয় সদয়ভাবে কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিলেন; এবং তদীয় অবস্থা ও পরিবার প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ পরিচয় লইলেন; অনন্তর, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিয়া, সহস্র মুদ্রা লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন; এবং, এ তোমার নিরতিশয় প্রশংসনীয় ন্যায়পরতার যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার এই বলিয়া, পূর্ব্বদত্ত পঞ্চ শত মুদ্রার সহিত, সেই সহস্র মুদ্রা তাহার হস্তে দিয়া, প্রসন্ন বদনে, সাদর বচনে, তাহাকে বিদায় করিলেন।

ন্যায়পরতা ও ধর্ম্মশীলতা

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী উরষ্টর্‌শায়র্ প্রদেশে, ইবেশাম নামে এক উপত্যকা আছে। এক প্রাচীন ধনবান্ পাদরি, বহুকাল অবধি, তত্রত্য দেবালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তদীয় শয্যা, আসন, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু, নিলাম করিয়া, বিক্রীত হইল। ঐ দেবালয়ে মৃত পাদরির এক সহকারী নিযুক্ত ছিলেন; তিনিই দেবালয়সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি যে সামান্য বেতন পাইতেন, তাহাতে তদীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইত না; ফলতঃ, তিনি অতি কষ্টে দিনপাত করিতেন।

যৎকালে, মৃত পাদরির বস্তু সকল বিক্রীত হয়, তৎকালে তিনি একটি পুরাতন আলমারি কিনিয়াছিলেন। তিনি আলমারিটি বাটীতে আনিয়া, ঝাড়িয়া পুছিয়া, পরিষ্কৃত

করিতে লাগিলেন। আলমারিতে দুইটি দেরাজ ছিল। একটী দেরাজ খুলিয়া, তাহার ভিতরে, তিনি দুইটি টাকার থলি দেখিতে পাইলেন; থলি খুলিয়া গণিয়া দেখিলেন, প্রত্যেক থলিতে দুই শত গিনি আছে। এই গিনিগুলি আত্মসাৎ করিলে, তিনি যাবজ্জীবন সুখে ও স্বচ্ছন্দে, কালযাপন করিতে পারিতেন।

যদিও, যার পর নাই দুঃখী ছিলেন; কিন্তু, অর্থলোভে অসৎ পথে পদার্পণ করিতে পারেন, তিনি সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি সাতিশয় ধর্ম্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; অসৎ উপায়ে অর্থলাভ করা অতি গর্হিত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি, মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, ইহা যথার্থ বটে, আমি এই আলমারি কিনিয়াছি; সুতরাং, আলমারিতে আমার স্বত্ব ও অধিকার জন্মিয়াছে; কিন্তু আলমারি কিনিয়াছি বলিয়া, আলমারির অভ্যন্তরস্থিত চারি শত গিনিতে, কোনও মতে, আমার স্বত্ব ও অধিকার জন্মিতে পারে না। অতএব, অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, এই গিনিগুলি আত্মসাৎ করিলে, নিতান্ত নীচাশয় ও যার পর নাই অধার্ম্মিকের কার্য্য করা হইবে। পরস্বহরণ, লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ, সর্ব্বতোভাবে, নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি, গিনি লইয়া মৃত পাদরির উত্তরাধিকারীদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং সবিশেষ সমস্ত, তাঁহাদের গোচর করিয়া, গিনিগুলি তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। তাঁহারা, তদীয় ঈদৃশ আচরণ দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন; এবং এই পৃথিবীতে আর কেহ, আপনকার ন্যায় ধর্ম্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ আছেন, আমাদের এরূপ বোধ হয় না; এইরূপ বলিয়া, মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

শঠতা ও দুরভিসন্ধির ফল

এক দীন কৃষিজীবী, টস্কানির অধীশ্বর আলেগ্জাণ্ডারের নিকটে উপস্থিত হইল; এবং নিবেদন করিল, মহারাজ, আমি একদিন একটি মোহরের থলি পাইয়াছিলাম; খুলিয়া দেখিলাম, উহার ভিতরে ষাটিটি মোহর আছে। লোকমুখে শুনিতে পাইলাম, ঐ থলিটি ফ্রিয়ুলিনামক সওদাগরের; তিনি প্রচার করিয়া দিয়াছেন, যে ব্যক্তি, এই হারাণ থলি পাইয়া, তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিবে, তিনি তাহাকে দশ মোহর পুরস্কার দিবেন। এই কথা শুনিয়া, আমি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম; এবং মোহরের থলিটি তাঁহার

সম্মুখে রাখিয়া, অঙ্গীকৃত পুরস্কারের প্রার্থনা করিলাম। তিনি পুরস্কার না দিয়া, তিরস্কার করিয়া আমায় আপন আলয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আমি এ বিষয়ে, আপনকার নিকট, বিচার প্রার্থনা করিতেছি।

তদীয় অভিযোগ শ্রবণগোচর হইবামাত্র, তিনি এই আদেশপ্রদান করিলেন, ফ্রিয়ুলিকে অবিলম্বে আমার সম্মুখে উপস্থিত কর। সে সম্মুখে আনীত হইল। তিনি, সাতিশয় অসন্তোষপ্রদর্শন পূর্ব্বক, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি, পুরস্কারদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলে কি না? আর যদি অঙ্গীকার করিয়া থাক, তবে পুরস্কার দিতে অসম্মত হইতেছ কেন? সে বলিল, হাঁ মহারাজ, আমি পুরস্কার দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যথার্থ বটে; এবং পুরস্কার দিতেও অসম্মত ছিলাম না; কিন্তু বুঝিতে পারিলাম, কৃষক নিজেই আপনকার পুরস্কার করিয়াছে। মহারাজ, যখন আমি ঘোষণা করি, তখন ঐ থলিতে যাটিটি মোহর আছে বলিয়া, আমার বোধ ছিল; বস্তুতঃ উহাতে সত্তরটি মোহর ছিল। দশটি মোহর কৃষক আত্মসাৎ করিয়াছে।

সওদাগরের এই হেতুবাদ শ্রবণে, তিনি, তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, সমুচিত প্রতিফল দিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন; এবং সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, থলি পাইবার পূর্ব্বে, তোমার ওরূপ বোধ হইতেছিল কি না? তখন সওদাগর বলিলেন, না মহারাজ, থলিতে যে সত্তরটি মোহর ছিল, থলি পাইবার পূর্ব্বে আমার সেরূপ বোধ হয় নাই। তখন তিনি বলিলেন, আমি এই কৃষকের চরিত্রের বিষয়ে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছি; অসৎ উপায়ে অর্থলাভ করিতে পারে, এ সেইরূপ প্রকৃতির লোক নহে। ও থলি পাইয়াছিল, তাহাতে যদি সত্তরটি মোহর থাকিত, তাহা হইলে, সত্তরটিই তোমার নিকটে উপস্থিত করিত। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এ বিষয়ে তোমাদের উভয়েরই ভুল হইয়াছে। ও যে থলি পাইয়াছে, তাহাতে ষাটিটি মোহর আছে; কিন্তু তোমার থলিতে সত্তরটি মোহর ছিল। অতএব, এ থলিটি তোমার নয়।

এই বলিয়া, তিনি, সওদাগরের হস্ত হইতে সেই থলিটি লইয়া, কৃষকের হস্তে দিলেন, এবং বলিলেন, তোমার ভাগ্যবলে, তুমি এই থলিটি পাইয়াছ, ইহাতে যাহা আছে, তাহা তোমার; তুমি স্বচ্ছন্দে ভোগ কর, যদি উত্তরকালে কেহ কখনও এই থলির দাবি করে, তুমি আমায় জানাইবে। এই থলি উপলক্ষে, যদি কেহ তোমায় ক্লেশ দিতে উদ্যত হয়, আমি তাহার প্রতিবিধান করিব। এই বলিয়া তিনি কৃষক ও সওদাগর, উভয়কে বিদায় দিলেন।

ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস

একটি দুঃখী বালক অল্প বয়সে পিতৃহীন ও মাতৃহীন হইয়াছিল। সে পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। তদীয় ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন, তাহার এরূপ কোনও আত্মীয় ছিলেন না। আহার প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যক বিষয়ে তাহার ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা বিলক্ষণ ছিল। সে স্থির করিয়াছিল, আমি প্রাণান্তে পরের গলগ্রহ হইব না ; পরের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা অনাহারে প্রাণত্যাগ করা ভাল। যথাশক্তি পরিশ্রম করিয়া, যাহা পাইব, তাহাতেই কোনও রূপে আপন ভরণপোষণ সম্পন্ন করিব।

একদিন এই দীন বালক শুনিতে পাইল, অমুক ব্যক্তির একটি অল্পবয়স্ক পরিচারকের প্রয়োজন হইয়াছে ; তিনি লোকের অন্বেষণ করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, সে ঐ ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, আপনকার কি একটি অল্পবয়স্ক পরিচারকের প্রয়োজন হইয়াছে ? যদি সেরূপ প্রয়োজন হইয়া থাকে, অনুগ্রহ করিয়া, আমায় নিযুক্ত করুন। সে ব্যক্তি বলিলেন, এক্ষণে আমার ওরূপ পরিচারকের প্রয়োজন নাই। বালক শুনিয়া, হতাশ্বাস হইয়া, ম্লানবদনে দণ্ডায়মান রহিল।

সে ব্যক্তি বালকের মুখ ম্লান দেখিয়া দুঃখিত হইলেন ; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি কোথাও কর্ম্ম জুটিতেছে না ? তখন বালক বলিল, না মহাশয়, আমি অনেক চেষ্টা দেখিতেছি ; কিন্তু কোথাও কিছু হইতেছে না। একটী স্ত্রীলোক আমায় বলিয়াছিলেন, আপনকার লোকের প্রয়োজন হইয়াছে ; সেই জন্য আপনকার নিকটে আসিয়াছিলাম। এখন বুঝিতে পারিলাম, তিনি সবিশেষ না জানিয়াই ওরূপ বলিয়াছিলেন।

বালকের ভাব দর্শনে, তদীয় অন্তঃকরণে বিলক্ষণ দয়ার উদয় হইল। তখন তিনি আশ্বাস প্রদানের নিমিত্ত কহিলেন, তুমি হতোৎসাহ হইও না। এই কথা শুনিয়া, বালক প্রফুল্লচিত্তে বলিল, না মহাশয়, যদিও আমি অশন বসন প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে, সাতিশয় ক্লেশ পাইতেছি, তথাপি একদিনের জন্যও হতোৎসাহ হই নাই। সম্পূর্ণ আশা আছে, আমি অচিরে কোনও স্থানে নিযুক্ত হইয়া, আপনা ক্লেশ দূর করিতে পারিব। দেখুন, এই পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড স্থান। ঈশ্বর এই পৃথিবীর কোনও স্থানে অবশ্যই আমার জন্য কোনও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি কেবল সেই ব্যবস্থার অন্বেষণ করিতেছি।

এক ডাক্তার, কিঞ্চিৎ দূরে অলক্ষিতভাবে অবস্থিত হইয়া, এই কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তিনি বালকের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, ওহে বালক, তুমি ঠিক বলিয়াছ; আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমায় নিযুক্ত করিব; আমার, তোমার মত পরিচারকের প্রয়োজন আছে। এই বলিয়া, তিনি সেই বালককে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন; এবং তাহাকে যে সকল কর্ম্ম করিতে হইবে, সে সমুদয় বলিয়া দিলেন। বালক, এইরূপে নিযুক্ত হইয়া, যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিতে লাগিল; একদিন একক্ষণের জন্যও আলস্য বা ঔদাস্য করিল না। তদ্দর্শনে ডাক্তার, যার পর নাই প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সংসারে নম্র হইয়া চলা উচিত

আমেরিকা মহাদ্বীপে বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান, বিখ্যাত বিদ্বান, বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ ও রাজনীতিবিষয়ে বহুদর্শী ছিলেন; এবং কি স্বদেশে, কি বিদেশে, অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়স অল্প, সে সময়ে, তিনি, ডাক্তার কটন্ মেথরের নিকট একটি উপদেশ পাইয়াছিলেন; ঐ উপদেশের উল্লেখ করিয়া, তদীয় পুত্র ডাক্তার সামুয়েল্ মেথরকে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ১২ই মে, পাসিনামক স্থান হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

১৭২৪ সালে আমি আপনার পিতার সহিত শেষ দেখা করি; তৎপরে আর আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া, আমি তাঁহার নিকট বিদায় হইলাম। প্রস্থানকালে তিনি আমায় একটি পথ দেখাইয়া দিলেন; এবং বলিলেন, এই পথটি সোজা; এই পথ দিয়া গেলে, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে বাটী হইতে বহির্গত হইতে পারিবে। এই পথটি অল্পপরিসর; মধ্যস্থলে মাথার উপর একটি কড়িকাঠ ছিল। আমি ঐ পথ দিয়া চলিলাম। আপনকার পিতা আমার পশ্চাৎ আসিতেছিলেন। এই সময়েও আমরা কথোপকথন করিতেছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে, আপনকার পিতা, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, মাথা নীচ কর, মাথা নীচ কর। কি জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া ওরূপ বলিলেন, তৎকালে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিঞ্চিৎ পরেই কড়িকাঠে আমার মাথা ঠোকা

গেল। তখন, কেন তিনি মাথা নীচ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলাম।

আপনকার পিতা অতি মহাশয় লোক ছিলেন; কোন একটা উপলক্ষ হইলেই, অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগের হিতার্থে যত্নপূর্ব্বক উপদেশ দিতেন। কড়িকাঠে আমার মাথা ঠোকা গেল দেখিয়া, তিনি সাতিশয় দুঃখপ্রকাশ করিলেন; এবং এই উপলক্ষ করিয়া, আমায় বলিলেন, দেখ, তুমি যৌবনদশায় উপনীত হইয়াছ। অতঃপর তোমায় সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে হইবে। সংসার অতি বিষম স্থান; অসাবধান ও উদ্ধত হইয়া চলিলে, পদে পদে বিপদে পড়িতে হয়। অতএব, সাবধান ও নম্র হইয়া চলিবে; মস্তক উন্নত করিয়া চলিলে, সর্ব্বদা এইরূপ আঘাত পাইতে হইবে।

এই নিরতিশয় হিতকর উপদেশবাক্য শ্রবণ অবধি, সর্ব্বক্ষণ আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। ইহা দ্বারা আমি অশেষ প্রকারে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। যখন দেখিতে পাই, কোনও ব্যক্তি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, মস্তক উন্নত করিয়া, উদ্ধতভাবে চলেন; এবং তজ্জন্য পদে পদে অপদস্থ, অবমানিত ও বিপদগ্রস্ত হয়েন; তখন এই উপদেশবাক্যের মহিমা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ব্যক্তিমাত্রেরই এই উপদেশবাক্যের অনুসরণ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক।

সৌজন্য ও সদ্বিবেচনা

রোম নগরীতে বহুকাল অবধি এই প্রথা প্রচলিত ছিল, পাঁচ বৎসর অন্তর একটি সভা হইত। যে সকল ব্যক্তি কাব্যরচনা করিতেন, তাঁহারা স্বরচিত কাব্য ঐ সভায় উপস্থিত করিতেন। যাঁহার কাব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত, তিনি সোণার মেডাল (৭) ও হাতীর দাঁতের বীণা পুরস্কার পাইতেন।

সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্ ট্রেজানের রাজত্বসময়ে অনেকের রচিত কাব্য পাঞ্চবার্ষিক সভায় সমর্পিত হইত। লুশিয়স্ বেলিরিয়স্ নামক এক ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক, একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন; সেই কাব্যখানিও ঐ সভায় সমর্পিত হইয়াছিল। সভ্যদিগের বিবেচনায়, এই অল্পবয়স্ক বালকের রচিত কাব্যখানি, সে বৎসর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। সুতরাং তিনি নিরূপিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

(৭) মেডাল—অসাধারণ গুণের পুরস্কারার্থে ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রাবিশেষ।

রোমীয়দিগের এই রীতি ছিল, কোনও ব্যক্তি অসাধারণ গুণপ্রকাশ করিলে, লোকের উৎসাহবর্দ্ধনার্থে তদীয় ধাতুময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত করাইয়া, নগরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত করিতেন। এই প্রতিমূর্ত্তির মস্তকে একটী মুকুট অর্পিত হইত। এইরূপ অল্পবয়স্ক বালক সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্যের রচনা করিয়াছেন; এজন্য সকলে, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া, তদীয় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত করাইলেন।

প্রকাশ্য স্থানে প্রতিমূর্ত্তিস্থাপনের দিন স্থির হইল। নিরূপিত সময়ে, বহুসংখ্যক লোক ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা কাব্যরচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ঐ স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন। প্রতিমূর্ত্তি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। অনন্তর, প্রধান রাজপুরুষ, প্রতিমূর্ত্তির মস্তকে মুকুটস্থাপনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, বেলিরিয়স্, এক যুবা পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। এই যুবাপুরুষ, পুরস্কার-প্রাপ্তির আশয়ে, স্বরচিত কাব্য পাঞ্চবার্ষিক সভায় সমর্পিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কাব্য, অনেকের বিবেচনায়, অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু বেলিরিয়সের রচিত কাব্য অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট; এজন্য, পুরস্কার না পাওয়াতে, তাঁহার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল।

বেলিরিয়স্, তদীয় আকারে ক্ষোভ ও বিষাদের স্পষ্ট লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন, পুরস্কার পান নাই বলিয়া, ইনি এত ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়াছেন। ফলতঃ, তাঁহার ভাব দর্শনে, তদীয় অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তিনি, রাজপুরুষের হস্ত হইতে মুকুট লইয়া, স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, দেখুন, আপনি যে কাব্যের রচনা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই; সুতরাং, আপনিই পুরস্কার পাইবার যথার্থ যোগ্য পাত্র। কিন্তু, আমার বয়স অতি অল্প; এত অল্প বয়সে কাব্যরচনা করিতে পারিয়াছি; এজন্য, বিচারকেরা আমার উৎসাহবর্দ্ধনের নিমিত্ত, আমায় পুরস্কার দিয়াছেন; গুণ অনুসারে, বিবেচনা করিলে, আপনকারই পুরস্কার পাওয়া উচিত।

এইরূপ বলিয়া, সেই বালক আপন প্রাপ্য মুকুট, হর্ষোৎফুল্ল লোচনে, প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে, স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মস্তকে স্থাপিত করিলেন। সমবেত সমস্ত লোক ত্রয়োদশবর্ষীয় বালকের ঈদৃশ অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব সৌজন্য ও সদ্বিবেচনা দর্শনে, মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

দোষস্বীকারের ফল

একদা, জর্ম্মনি দেশের কোনও রাজা ফ্রান্স্ দেশে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন। এই দেশে টুলো নামক স্থানে, সৈন্যসংক্রান্ত অস্ত্রশালা ছিল। একদিন, তিনি, অস্ত্রশালা দেখিবার নিমিত্ত, ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। অস্ত্রশালার তত্ত্বাবধায়ক, সবিশেষ যত্ন ও সম্মান সহকারে তাঁহাকে সমস্ত দেখাইলেন ; তত্ত্বাবধায়কের বিনীত ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার দর্শনে, রাজা সাতিশয় প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন।

অস্ত্রশালাদর্শন সমাপ্ত হইলে, তত্ত্বাবধায়ক, রাজার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন, মহারাজ, অত্রত্য কারাগারে যে সকল অপরাধী রুদ্ধ আছে, তন্মধ্যে আপনি যাহাকে নির্দ্দিষ্ট করিবেন, আপনকার সম্মানার্থে আমি তাহাকে কারামুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে আপনকার যেরূপ অভিরুচি হয়।

রাজা, তত্ত্বাবধায়কের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ; এবং লোক নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত তত্ত্বাবধায়কের সমভিব্যাহারে কারাগারে প্রবেশ করিলেন। তিনি একে একে প্রত্যেক কয়েদীর নিকটে উপস্থিত হইলেন ; এবং কি কারণে তুমি কারাগারে রুদ্ধ হইয়াছ, এই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক কয়েদী বলিল, মহারাজ, আমার কোন অপরাধ নাই ; বিনা অপরাধে আমি কারাগারে রুদ্ধ হইয়াছি। মহারাজ, অবিচার, অত্যাচার ও মিথ্যাভিযোগের জ্বালায় এ দেশে বাস করা ভার হইয়া উঠিয়াছে। রাজা ও রাজপুরুষেরা বিচারবিমুখ হইয়া, সমস্ত কাজ করিয়া থাকেন ; তাঁহাদের অত্যাচারে এ দেশে আর তিষ্ঠিতে পারা যায় না। কেহ কাহারও নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিলে, রাজপুরুষেরা সে বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান না করিয়াই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড দেন ; আর রাজপুরুষেরা কাহারও উপর কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হইলে, তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করাইয়া দণ্ড দিয়া থাকেন।

অবশেষে রাজা, এক কয়েদীর নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাহার কারারুদ্ধ হইবার কারণ জিজ্ঞাসিলে, সে বলিল, মহারাজ, আমি অতি দুষ্টস্বভাব ব্যক্তি ; স্বভাবদোষে কত লোকের উপর কত অত্যাচার ও কত লোকের কত অনিষ্ট করিয়াছি, বলিতে পারি না। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, আমার মত দুরাত্মা আর নাই। পূর্ব্বে আমি আপন দোষ বুঝিতে পারিতাম না ; এক্ষণে সবিশেষ অনুধাবন করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি, আমার যেরূপ গুরুতর অপরাধ, সে বিবেচনায় আমি লঘু দণ্ড পাইয়াছি। এই বলিতে বলিতে, তাহার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

তাহার কথা শুনিয়া ও তাহার ভাব দেখিয়া, রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং স্থিরদৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, তত্ত্বাবধায়ককে বলিলেন, আমার বিবেচনায় এ ব্যক্তিরই কারামুক্ত হওয়া উচিত। অতএব আমি এই ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট করিলাম। তদনুসারে সে ব্যক্তি, সেই দণ্ডে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া রাজাকে ধন্যবাদ দিয়া, প্রস্থান করিল।

নিঃস্পৃহতা ও উন্নতচিত্ততা

আমেরিকা দেশে ইংরেজদিগের এক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অনেক ইংরেজ তথায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই উপনিবেশ, ইংলণ্ডের রাজশাসনের অধীন ছিল। ইংলণ্ডে, রাজা ও প্রজার পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ, আমেরিকার উপনিবেশবাসী প্রজাবর্গেরও ইংলণ্ডের রাজার সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ ছিল। ফলতঃ, এই উপনিবেশ ইংলণ্ডরাজ্যের অংশস্বরূপ পরিগণিত হইত।

উপনিবেশবাসী প্রজাবর্গ ইংলণ্ডের রাজশাসনপ্রণালীতে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। অনেক বিষয়ে তাঁহাদের উপর অবিচার ও অত্যাচার হইতেছিল। ঐ সমস্ত অবিচার ও অত্যাচার, ক্রমে ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। উপনিবেশবাসীরা প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইংলণ্ডের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইবেন; অর্থাৎ ইংলণ্ডের সহিত আর কোনও সংস্রব না রাখিয়া, উপনিবেশের রাজশাসনকার্য্য আপনারাই সম্পন্ন করিবেন।

এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশিত হওয়াতে, উপনিবেশবাসীরা ইংলণ্ডে রাজবিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরিত হইল। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। অবশেষে, উপনিবেশবাসীরা সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন এবং সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন হইয়া, আপনারা উপনিবেশের রাজশাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

যখন এই উপলক্ষে ইংলণ্ডের সহিত উপনিবেশের প্রথম বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন উপনিবেশবাসীরা সমবেত হইয়া, আপনাদিগের মধ্য হইতে কতিপয় উপযুক্ত ব্যক্তিকে সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধি স্থির করিয়া, একটি প্রতিনিধিসমাজের স্থাপন ও ঐ সমাজের উপর সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহের ভারার্পণ করেন। প্রতিনিধিরা সমাজে সমবেত হইয়া, সর্ব্ববিষয়ের সবিশেষ সমালোচনা পূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

এই প্রতিনিধিসমাজের সভাপতি সেনাপতি রীড্সাহেব যার পর নাই ধর্ম্মশীল ও দেশহিতৈষী ছিলেন; সবিশেষ যত্ন, আগ্রহ ও অভিনিবেশ সহকারে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার সভাপতিত্ব সময়ে বিবাদনিষ্পত্তির নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে কতিপয় দূত প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকল বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, সভাপতি রীড্সাহেবকে হস্তগত করিতে পারিলে, ইংলণ্ডের ইষ্টসিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হয়; তখন তাঁহারা রীড্সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, যদি আপনি উপনিবেশের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে আমরা আপনকার যথোচিত সম্মান করি।

এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে দশসহস্র গিনি উৎকোচ দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রীড্সাহেব, উৎকোচদানের প্রস্তাব শ্রবণে মনে মনে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, সহাস্য বদনে বলিলেন, দেখুন, আমি অতি হীন, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনাদের রাজা আমায় কিনিতে পারেন, তাঁহার এত টাকা নাই। এই বলিয়া, তিনি, তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দিলেন।

ফলকথা এই, অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, উৎকোচগ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশের হিতসাধনে বিরত অথবা অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, মহামতি সেনাপতি রীড্সাহেব সেরূপ প্রকৃতির ও সেরূপ প্রবৃত্তির লোক ছিলেন না। যাহাদের অর্থলোভ অতি প্রবল, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ ও উচিতানুচিত বিবেচনা নাই; সেই নিতান্ত নীচাশয় নরাধমেরাই উৎকোচগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। আর যাহারা ন্যায়মার্গ অনুসারে কৃতকার্য্য হইতে না পারে; সেই দুরাচারেরাই উৎকোচদানরূপ অন্যায্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রেতসাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। ফলতঃ, উৎকোচদান ও উৎকোচগ্রহণ, উভয়ই সর্ব্বতোভাবে নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবহার, তাহার সন্দেহ নাই। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, দস্যু, তস্কর, উৎকোচগ্রাহী, ইহারা একসম্প্রদায়ের লোক।

নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরতা

জর্জ্জ্ ওয়াশিংটনের সভাপতিত্ব সময়ে আমেরিকার ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেটস্ প্রদেশে একটি লোক নিযুক্ত হইবে, উহা বিলক্ষণ লাভের ও সম্মানের পদ। ঐ পদে নিযুক্ত হইবার

প্রার্থনায় দুই ব্যক্তি আবেদন করেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি সভাপতির অতি আত্মীয়। সকল স্থানে সকল সময়ে সকলের সমক্ষে সভাপতি এই ব্যক্তির উপর অকৃত্রিম স্নেহ, দয়া ও আত্মীয়তার প্রদর্শন করিতেন। উভয়ে সর্ব্বদা একত্র উপবেশন ও একত্র আহারবিহার প্রভৃতি করিতেন। বস্তুতঃ, এই ব্যক্তি সভাপতির বহু কালের আত্মীয় ছিলেন। আমি অবধারিত এই পদে নিযুক্ত হইব, এই বিশ্বাসে ইনি আবেদন করিয়াছিলেন; এবং সকল লোকও স্থির করিয়াছিলেন, ইনিই এই পদে অবধারিত নিযুক্ত হইবেন। অপর আবেদনকারী সভাপতির চিরবিরোধী। সভাপতি যখন যাহা করিতেন, এই ব্যক্তি তাহাতেই দোষারোপ করিতেন; এবং সভাপতি যাহাতে অপদস্থ হয়েন, সতত সে চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু ইনি বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ, পরিশ্রমী ও সৎপথবর্ত্তী ছিলেন; বুদ্ধি ও বিবেচনা, যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সত্বর ও সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ উপস্থিত পদে নিযুক্ত হইবার নিমিত্ত ইনি সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। যাহা হউক, সভাপতি আপন প্রিয়পাত্রকে নিযুক্ত না করিয়া, এ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন, ইহা কেহ একক্ষণের জন্যও মনে করেন নাই।

কিন্তু ওয়াশিংটন্ যার পর নাই নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; সুতরাং স্বীয় বিপক্ষকে স্বীয় আত্মীয় অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকেই উপস্থিত পদে নিযুক্ত করিলেন। এই নিয়োগ দর্শনে, ব্যক্তিমাত্রেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তদীয় আত্মীয় সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন, এবং যৎপরোনাস্তি অবমানিত বোধ করিলেন। এক আত্মীয়, অমুককে নিযুক্ত না করা অতি অন্যায় হইয়াছে, এই বলিয়া, অনুযোগ করিতে লাগিলেন। তখন ওয়াশিংটন্ বলিলেন, দেখ, অমুক আমার আত্মীয়, তাহার কোনও সন্দেহ নাই; এবং এতদিন আমি তাঁহার উপর যেরূপ স্নেহ, দয়া ও আত্মীয়তা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণেও তদ্রূপ করিব, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার বিপক্ষ তাঁহার অপেক্ষা সর্ব্বাংশে যোগ্য ব্যক্তি; আত্মীয় ব্যক্তির হিতসাধনের অনুরোধে যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করা, কোনও মতে ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। এজন্য আমি তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারি নাই। আর বিবেচনা করিয়া দেখ, এ আমার নিজের বিষয় হইলে আমি যথেচ্ছ আচরণ করিতে পারিতাম। আমি সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি; যাহাতে সর্ব্বসাধারণের হিত হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলাই আমার পক্ষে এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। অমুক ব্যক্তি আমার আত্মীয়, অতএব তাহার হিতসাধন করিব; অমুক ব্যক্তি আমার বিপক্ষ, অতএব তাহার অহিতসাধন

করিব ; যদি এরূপ বুদ্ধি ও এরূপ বিবেচনার অনুবর্ত্তী হইয়া চলি, তাহা হইলে এই দণ্ডে আমার সভাপতির আসন হইতে অপসারিত হওয়া উচিত।

যথার্থ বিচার

তুরস্কদেশীয় এক ধনবান্ ব্যক্তি, বলপূর্ব্বক, এক দুঃখী প্রতিবেশীর বাসস্থান অধিকার করেন। দুঃখী ব্যক্তি, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, অবশেষে বিচারালয়ে তাঁহার নামে অভিযোগ করিলেন। এই ব্যক্তির নিকট বাটীর দলীল ছিল। কিন্তু, তাঁহার প্রবল প্রতিপক্ষ ঐ দলীল অপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অর্থবলে বহুসংখ্যক সাক্ষীর যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতদ্ব্যতিরিক্ত অনায়াসে আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার বাসনায়, তিনি বিচারপতিকে পাঁচ শত টাকা উৎকোচ দেন।

বিচারপতি অতিশয় ধর্ম্মশীল ও নিতান্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন ; অর্থলোভী ও উৎকোচগ্রাহী ছিলেন না। প্রতিবাদী উৎকোচ দেওয়াতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ ব্যক্তি নিঃসন্দেহ অন্যায় করিয়া, দুঃখী প্রতিবেশীর বাটী অধিকার করিয়াছে। আমায় হস্তগত করিবার নিমিত্ত পাঁচ শত টাকা উৎকোচ দিল ; কিন্তু, এই উৎকোচদান যে উহার পক্ষে যার পর নাই অনর্থক হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি উহাকে কিছু বলিব না, বিচারের দিন, এই উপলক্ষে উহাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিব। এই স্থির করিয়া, তিনি পাঁচ শত টাকার তোড়াটি রাখিয়া দিলেন।

বিচারের দিন ঐ দুঃখী ব্যক্তি, বিচারপতির নিকট বাটীর দলীল দাখিল করিলেন ; কিন্তু অর্থবল নাই, এজন্য ঐ দলীলের প্রামাণ্য প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত একটি সাক্ষীরও যোগাড় করিতে পারিলেন না। এদিকে তদীয় প্রতিপক্ষ, বহুসংখ্যক সাক্ষী দ্বারা ঐ দলীল কৃত্রিম, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বিচারপতিকে বলিলেন, যদি এ বাটী উহার হইত, তাহা হইলে অন্ততঃ একজনও উহার পক্ষে সাক্ষী দিতে আসিত। যখন উহার একটিও সাক্ষী নাই, তখন এ বাটী আমার বলিয়া বিচারালয়ে অভিযোগ করা কতদূর অন্যায় হইয়াছে, ধর্ম্মাবতার তাহার বিচার করুন।

এই কথা শুনিয়া বিচারপতি বলিলেন, ইহা যথার্থ বটে, ও ব্যক্তি আপন অধিকার সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত একটিও সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারিতেছে না। কিন্তু, আমি উহার পক্ষে অন্ততঃ পাঁচশত সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারি। এই বলিয়া, তিনি প্রতিবাদীর

দত্ত পাঁচশত টাকা বহিষ্কৃত করিলেন, এবং বলিলেন, ও ব্যক্তি যে ঐ বাটীর যথার্থ অধিকারী, এই পাঁচশত টাকা তাহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। এ বিষয়ে আমার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা বলিয়া, তিনি যথোচিত ভৎর্সনা ও ঘৃণাপ্রদর্শন পূর্ব্বক টাকার তোড়াটি প্রতিবাদীর গায়ে ফেলিয়া দিলেন; এবং বাদী, বাটীর যথার্থ অধিকারী বলিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলেন।

যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল

ডেন্মার্কের রাজধানী কোপন্‌হেগন্ নগরে ক্রিষ্টিয়ন্ টুল নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। ক্রিষ্টোফর্ রোজন্ ক্রেন্‌জ্ নামে আর এক ব্যক্তি ঐ নগরে বাস করিতেন। ক্রিষ্টিয়ন্ টুলের মৃত্যু হইলে, তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে তোমরা স্ত্রীপুরুষে আমার নিকট যে দশ হাজার টাকা ঋণ করিয়াছ, তাহার পরিশোধ কর। ঐ স্ত্রীলোক বলিলেন, আমরা কখনও আপনার নিকট টাকা ধার করি নাই; আপনি ওরূপ কথা বলিতেছেন কেন? তখন তিনি ঐ স্ত্রীলোকের ও তদীয় স্বামীর স্বাক্ষরিত খত দেখাইলেন। খত দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোক বলিলেন, এ খত জাল; আমি কখনও এ খতে নাম স্বাক্ষরিত করি নাই।

রোজন্ ক্রেন্‌জ্, টাকা আদায়ের জন্য ঐ স্ত্রীলোকের নামে নালিশ করিলেন। বিচারপতি, ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি ঋণপরিশোধের আদেশপ্রদান করিলেন। স্ত্রীলোক, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, অবশেষে ডেন্মার্কের অধীশ্বর চতুর্থ ক্রিষ্টিয়নের নিকট আবেদন করিলেন, মহারাজ, আমরা কখনও অমুকের নিকট টাকা ধার করি নাই; তিনি জাল খত প্রস্তুত করিয়া, আদালতে আমার নামে নালিশ করেন। ঐ খত দেখিয়া, বিচারপতি আমার প্রতি ঋণপরিশোধের আদেশ দিয়াছেন। আমি মহারাজের নিকট ধর্ম্মপ্রমাণ বলিতেছি, আমরা উহার নিকট কস্মিন্ কালেও টাকা ধার করি নাই। মহারাজ, দয়া করিয়া এই বিষয়ের বিচার না করিলে, আমি এ জন্মের মত উচ্ছিন্ন হই।

আবেদনপত্র পড়িয়া রাজা অঙ্গীকার করিলেন, আমি এ বিষয়ের যথোচিত বিচার করিব। অনন্তর তিনি রোজন্ ক্রেন্‌জ্‌কে আপন নিকটে আনাইলেন। এ বিষয় তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া, রাজা বুঝিতে পারিলেন, এ দেনা বাস্তবিক নহে। তখন তিনি তাঁহাকে ক্ষান্ত হইবার নিমিত্ত অনেক বুঝাইলেন, অনেক অনুরোধ করিলেন;

কিন্তু তাহাতে কোনও ফল দর্শিল না। সে ব্যক্তি বলিলেন, মহারাজ, উহারা খত লিখিয়া দিয়া টাকা লইয়াছে; আমি এ টাকা কোনও মতে ছাড়িয়া দিতে পারিব না। রাজা, তাঁহার নিকট হইতে খতখানি লইলেন; এবং বলিলেন, তুমি এক্ষণে এখান হইতে যাও; আমি শীঘ্রই তোমার খত ফিরাইয়া দিব।

এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া, রাজা একাকী সেই খতের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধান ও অনুধাবনের পর তিনি দেখিতে পাইলেন, যে কাগজে খত লিখিত হইয়াছে, ঐ কাগজ যে কারখানায় প্রস্তুত হইয়াছিল, ঐ কারখানা, খতের তারিখের অনেক দিন পরে সংস্থাপিত হইয়াছে। অনন্তর সবিস্তর অনুসন্ধান দ্বারা উহাই যথার্থ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। অতঃপর রোজন্ ক্রেন্জ্ জালখত প্রস্তুত করিয়াছেন, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এই বিষয় গোপন রাখিয়া, রাজা কতিপয় দিনের পর, রোজন্ ক্রেন্জ্‌কে ডাকাইলেন; এবং বলিলেন, আমি পুনরায় তোমায় সবিশেষ অনুরোধ করিতেছি, তুমি এই অনাথা বিধবার উপর দয়াপ্রকাশ কর; যদি না কর, জগদীশ্বর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইবেন, এবং তোমাকে যথোপযুক্ত দণ্ড দিবেন। রোজন্ ক্রেন্জ্ বলিলেন, না মহারাজ, আমি এ বিষয়ে কোনও ক্রমে ক্ষান্ত হইতে পারিব না। বলিতে কি, মহারাজ, আমার পক্ষে বিলক্ষণ অবিচার হইতেছে। রাজা বলিলেন, এ বিষয়ের বিবেচনার নিমিত্ত তোমায় এক সপ্তাহ সময় দিতেছি; বিবেচনা করিয়া যাহা স্থির হইবে, এক সপ্তাহ পরে আমায় জানাইবে।

এই বলিয়া সে দিন রাজা তাঁহাকে বিদায় দিলেন। সপ্তাহ অতীত হইলে, সে ব্যক্তি রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন; এবং বলিলেন, মহারাজ, আপনকার আদেশ অনুসারে সবিশেষ বিবেচনা ও আত্মীয়বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিলাম, এ টাকা না পাইলে আমার পক্ষে বড় অন্যায় হয়। আমি টাকা ছাড়িয়া দিতে পারিব না। এ বিষয়ে আপনকার অনুরোধরক্ষা ও আজ্ঞাপ্রতিপালন করিতে পারিতেছি না; তজ্জন্য আমার যে অপরাধ হইতেছে, দয়া করিয়া তাহার মার্জ্জনা করিবেন।

এই সকল কথা শুনিয়া রাজার কোপানল বিলক্ষণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অবরুদ্ধ ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। অনন্তর নির্দ্ধারিত দিবসে জালখতের বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান ও বিচারপূর্ব্বক সেই খত জাল, ইহা সর্ব্বসমক্ষে সপ্রমাণ করিয়া, তিনি ঐ দুরাত্মার যথোপযুক্ত দণ্ডবিধান করিলেন; এবং সেই বিধবাকে ঋণদায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিলেন।

পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃবাৎসল্য

ইংলণ্ড দেশে গ্রেন্‌বিল্‌ নামে এক বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে স্বীয় সম্পত্তির অধিকারী করিবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শুনিতে পাইলেন এবং অবশেষে অবধারিত জানিতে পারিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র দুশ্চরিত্র হইয়াছেন। তখন তিনি এই বিবেচনা করিলেন, এরূপ দুশ্চরিত্রকে বিষয়ের অধিকারী করা কোনও মতে উচিত হইতেছে না; তাহা করিলে, অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত বিষয় নষ্ট হইবে। এজন্য তিনি স্থির করিলেন, কোনও আত্মীয় দ্বারা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে একবার সতর্ক করা আবশ্যক। তদনুসারে এক আত্মীয় তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন, তোমার পিতা তোমায় সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তোমার চরিত্রদোষ দর্শনে, এক্ষণে আর তাঁহার সেরূপ অভিপ্রায় নাই। যদি অল্প দিনের মধ্যে তোমার চরিত্রের সংশোধন না হয়, তাহা হইলে তিনি তোমায় বিষয়ের অধিকারী করিবেন না। অতএব যাহাতে তোমার চরিত্র অবিলম্বে সংশোধিত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট ও যত্নবান হও; নতুবা বিষয়প্রাপ্তির আশায় বিসর্জ্জন দাও।

এইরূপে সতর্ক করিলেও তাহার চরিত্রের সংশোধন হইল না। তখন গ্রেন্‌বিল্‌, কনিষ্ঠ পুত্রকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, পিতা তাঁহাকেই বিষয়ের অধিকারী করিবেন; চরিত্রের সংশোধন না হইলে, তিনি তাহা করিবেন না, ইহা কেবল ভয়প্রদর্শন মাত্র। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তিনি জানিতে পারিলেন, পিতা কনিষ্ঠ পুত্রকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ ও অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যদি আমি অসৎপথবর্ত্তী না হইতাম, সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিতাম। পিতা আমায় সতর্ক করিয়াছিলেন, তথাপি আমার জ্ঞানের উদয় হইল না। আমি পিতৃধনে বঞ্চিত হইয়াছি, ইহাতে আর কাহারও দোষ নাই, আমারই সম্পূর্ণ দোষ। এইরূপে তাঁহার জ্ঞানের উদয় হওয়াতে, অল্প দিনের মধ্যেই তদীয় চরিত্র সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইল।

কনিষ্ঠ সাতিশয় পিতৃভক্ত ও নিরতিশয় ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। জ্যেষ্ঠ, চরিত্রদোষবশতঃ পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য অতিশয় মনস্তাপ পাইয়াছেন, ইহা দেখিয়া, তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন; জ্যেষ্ঠ বঞ্চিত হওয়াতে, তিনি

সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন, ইহাতে কিছুমাত্র সুখী ও আহ্লাদিত হয়েন নাই। অনন্তর যখন দেখিলেন, জ্যেষ্ঠের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়াছে, তখন তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি এই বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যদি পিতার জীবদ্দশায় ইহার চরিত্রের এরূপ সংশোধন হইত; অথবা পিতা এখন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেন, এবং ইহার চরিত্র সংশোধিত হইয়াছে দেখিতে পাইতেন; তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহ ইহাকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিতেন। ইহাকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করা তাঁহার নিতান্ত বাসনা ছিল। সেই চিরন্তন বাসনা পূর্ণ না হওয়াতে, তিনি নিরতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে দেহত্যাগ করিয়াছেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। অতএব যাহাতে ইহার মনোদুঃখ দূরীভূত ও পিতার মনস্কাম পূর্ণ হইতে পারে, এরূপ কোনও ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক।

এইরূপ আলোচনা করিয়া, একদিন কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কতিপয় আত্মীয়কে আহার করাইবার উদ্যোগ করিলেন। সকলের আহার সমাপ্ত হইলে, জ্যেষ্ঠের সম্মুখে একটি পাত্র স্থাপিত হইল। তিনি মনে করিলেন, আর কোনও আহারদ্রব্য উপস্থিত হইল। পাত্রের আবরণ অপসারিত করিয়া, তিনি তাহাতে আহারদ্রব্যের পরিবর্ত্তে একখানি কাগজ দেখিতে পাইলেন। উপস্থিত আত্মীয়বর্গ কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া, ঐ কাগজখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে, সকলে সাতিশয় চমৎকৃত ও মোহিত হইয়া, আন্তরিক ভক্তি ও অনুরাগ সহকারে কনিষ্ঠকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ঐ কাগজখানি দানপত্র। উহার মর্ম্ম এই—পিতৃদেব আমার জ্যেষ্ঠকে স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করিবেন, এই সংকল্প করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠের চরিত্রদোষ দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া, তিনি এক আত্মীয় দ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন, চরিত্র সংশোধিত না হইলে, তিনি তাঁহাকে বিষয়ের অধিকারী করিবেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে পিতৃদেবের জীবদ্দশায় তদীয় চরিত্র সংশোধিত হয় নাই। এজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে আমায় স্বীয় সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে জ্যেষ্ঠের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়াছে। যদি পিতৃদেব এখন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেন, জ্যেষ্ঠকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিতেন, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া, জ্যেষ্ঠ মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছেন; এবং জনসমাজে নিরতিশয় অনাদরণীয় ও উপহাসাস্পদ হইয়াছেন! অতএব, পিতৃদেবের অভিপ্রায়সম্পাদন ও জ্যেষ্ঠের মনোবেদনা নিবারণের

নিমিত্ত পিতৃদত্ত সমস্ত সম্পত্তি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, আহ্লাদিত চিত্তে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দিলাম। অদ্য অবধি তিনি পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেন।

সংসারে এরূপ নিঃস্পৃহ, এরূপ পিতৃভক্ত, এরূপ ভ্রাতৃবৎসল নিতান্ত বিরল।

সম্পূর্ণ

আখ্যানমঞ্জরী

তৃতীয় ভাগ

বিজ্ঞাপন

রাজকীয় বদান্যতা, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃবিরোধ, নিঃস্বতা ও নিঃস্পৃহতা, বর্ব্বরজাতির সৌজন্য, ন্যায়পরায়ণতা এই ছয়টি আখ্যান অপেক্ষাকৃত স্বল্পকায় ও সরল ভাষায় লিখিত, এজন্য প্রথম ভাগে সঞ্চালিত হইয়াছে। এই সঞ্চালননিবন্ধন ন্যূনতা পরিহারার্থে, যথার্থ বদান্যতা, পতিপরায়ণতার একশেষ, নৃশংসতার চূড়ান্ত, দয়াশীলতা, পতিব্রতা কামিনী, অকুতোভয়তা, আশ্চর্য্য দস্যুদমন এই সাতটি উপাখ্যান নূতন সঙ্কলিত ও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। যে অভিপ্রায়ে আখ্যানমঞ্জরী দুই ভাগে বিভক্ত হইল, প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

বর্দ্ধমান।

সংবৎ ১৯২৪। ১লা ফাল্গুন।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

আখ্যানমঞ্জরী পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে, কতিপয় ইঙ্গরেজী পুস্তক অবলম্বনপূর্ব্বক সঙ্কলিত হইল। যদি আখ্যানগুলি বালকদিগের ভাষাজ্ঞান ও আনুষঙ্গিক নীতিজ্ঞান বিষয়ে কিঞ্চিৎ অংশেও ফলোপধায়ক হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা।

সংবৎ ১৯২০। ১লা অগ্রহায়ণ।

যথার্থ বদান্যতা

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ফ্রোম নগরে রো নামক এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে, তদীয় সহধর্ম্মিণী সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইলেন। এই কামিনী নিরতিশয় দয়াশীলা ছিলেন; অন্যের দুঃখ দেখিলে, অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন, এবং সাধ্যানুসারে তাহার দুঃখবিমোচনে যত্ন করিতেন। তাঁহার যে নিরূপিত আয় ছিল, কেবল গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী অংশ ব্যতিরিক্ত, তৎসমুদয়ই দীনগণের দারিদ্র্যদুঃখনিবারণে নিযোজিত হইত। ফলতঃ, তিনি যেরূপ পরোপকারব্রতে দীক্ষিত ছিলেন, সেরূপ সচরাচর নয়নগোচর হয় না।

বিবি রো কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি পুস্তকবিক্রেতাদিগের নিকট হইতে প্রথম বার যে টাকা পাইলেন, এক দীন পরিবারের দুরবস্থা দেখিয়া, সমুদায় তাহাদিগকে দান করিলেন। একদা, আর একটি নিরুপায় পরিবারের দুরবস্থা দেখিয়া, তাঁহার অত্যন্ত দয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু যাহাতে তাহাদের যথার্থ উপকার হয়, এরূপ অর্থ তৎকালে তাঁহার হস্তে ছিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া, অবশেষে, বাসন বিক্রয় করিয়া, তিনি তাহাদের আনুকূল্য করিলেন। তাঁহার এই রীতি ছিল, সঙ্গে কিছু অর্থ না লইয়া, বাটী হইতে নির্গত হইতেন না; কারণ, দীন দুঃখী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, যদি কিছু দিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশবোধ হইত।

তিনি কেবল ধন দ্বারা সাহায্য করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না; অবসরকালে, গৃহে বসিয়া, স্বহস্তে নানাবিধ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, এবং যখন যাহাদের যেরূপ পরিচ্ছদের অপ্রতুল দেখিতেন, তাহাদিগকে সেইরূপ দিতেন। তিনি অন্যের বিপদে বিপদ জ্ঞান করিতেন; অন্যের শোকে শোকাকুল হইতেন; অন্যকে রোদন করিতে দেখিলে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিতেন না; পীড়িত বা বিপদাপন্ন ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং যে বিষয়ে তাহাদের অপ্রতুল দেখিতেন, নিজব্যয়ে তাহার সমাধা করিয়া দিতেন।

পথিমধ্যে যদি তিনি অপরিচিত বালক দেখিতে পাইতেন; আর যদি, তাহার আকার দেখিলে, সুবোধ ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হইত, তৎক্ষণাৎ তাহার বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতেন; যদি জানিতে পারিতেন, পিতা মাতার অসঙ্গতি প্রযুক্ত তাহার বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে না, অবিলম্বে তাহাকে উপযুক্ত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিতেন,

এবং স্বয়ং সমস্ত ব্যয়ের নির্বাহ করিতেন। এই রূপে তিনি অনেক দীন বালকের বিদ্যাশিক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি, কখনও কখনও, স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া, তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। যখন তিনি কোনও বালককে তাঁহার অভিলাষানুরূপ ফললাভ করিতে দেখিতেন, আমার যত্ন ও অর্থব্যয় সার্থক হইল ভাবিয়া, আহ্লাদে পুলকিত হইতেন; তাহার বিপরীত দেখিলে, তাঁহার শোক ও ক্ষোভের সীমা থাকিত না।

তিনি যে কেবল নিতান্ত নিরুপায় লোকদিগের সাহায্য করিতেন, এরূপ নহে। অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থার লোকেরাও, কষ্টে পড়িলে, তাঁহার নিকট যথেষ্ট আনুকূল্য প্রাপ্ত হইত। তিনি কহিতেন, অসঙ্গতি বা অল্প সঙ্গতি প্রযুক্ত লোকের যে ক্লেশ ও দুর্ভাবনা ঘটে, তাহার নিবারণ করিতে পারিলেই মানবজাতির যথার্থ উপকার করা হয়। তদনুসারে, যে সকল লোক নিতান্ত নিঃস্ব বা দুরবস্থাগ্রস্ত নহে, তিনি, তাদৃশ ব্যক্তি-দিগেরও কষ্ট দেখিলে, বিলক্ষণ সাহায্য করিতেন।

এই দয়াশীল স্ত্রীলোকের আয় অধিক ছিল না; এজন্য সকলেই, তাঁহার তাদৃশ দান দেখিয়া, আশ্চর্য্য জ্ঞান করিত; তিনি কিরূপে এই সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করেন, কিছুই বুঝিতে পারিত না।

তিনি অত্যন্ত অমায়িক, নিতান্ত সরলস্বভাব, ও সর্ব্বথা অহমিকাশূন্য ছিলেন; সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার লোকের সহিত সদয় ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিতেন। ফলতঃ, তিনি কেবল লোকরঞ্জন ও সাধ্যানুসারে লোকের ক্লেশনিবারণের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিবি রোর মৃত্যু হইলে, সকল লোকেই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন। নিঃস্ব ও নিরুপায় লোকদিগের শোকের ও দুঃখের অবধি ছিল না। তাঁহার অভাবে তাহারা পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিল, এবং তদীয় সদনে ও সমাধিস্থানে সমবেত হইয়া, অত্যন্ত বিলাপ ও তাঁহার পারলৌকিকমঙ্গলপ্রার্থনা, করিতে লাগিল। তিনি যে নিরতিশয় দয়া ও সৌজন্য সহকারে তাহাদের প্রার্থনা শুনিতেন, এবং অকাতরে তত্তৎ প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন, বহুদিন পর্য্যন্ত তাহারা পরস্পর সেই সমস্ত কীর্ত্তন করিতে করিতে, অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিত।

অদ্ভুত আতিথেয়তা

একদা, আরব জাতির সহিত মূরদিগের সংগ্রাম হইয়াছিল। আরবসেনা বহুদূর পর্য্যন্ত এক মূর সেনাপতির অনুসরণ করে। তিনি অশ্বারোহণে ছিলেন, প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। আরবেরা তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলে, তিনি স্বপক্ষীয় শিবিরের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দিগ্‌ভ্রম জন্মিয়াছিল, এজন্য, দিঙ্‌নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তিনি বিপক্ষের শিবিরসন্নিবেশস্থানে উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে তিনি এরূপ ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে, আর কোনও ক্রমেই অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে পারেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি, এক আরব সেনাপতির পটমণ্ডপদ্বারে উপস্থিত হইয়া, আশ্রয়প্রার্থনা করিলেন। আতিথেয়তাবিষয়ে পৃথিবীতে কোনও জাতিই আরবদিগের তুল্য নহে। কেহ অতিথিভাবে আরবদিগের আলয়ে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাহার পরিচর্য্যা করেন ; সে ব্যক্তি শত্রু হইলেও, অণুমাত্র অনাদর, বিদ্বেষপ্রদর্শন, বা বিপক্ষতাচরণ করেন না।

আরব সেনাপতি তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত আশ্রয় প্রদান করিলেন, এবং তাঁহাকে নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত অভিভূত দেখিয়া, আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিলেন।

মূর সেনাপতি ক্ষুন্নিবৃত্তি, পিপাসাশান্তি ও ক্লান্তিপরিহার করিয়া উপবিষ্ট হইলে, বন্ধুভাবে উভয় সেনাপতির কথোপকথন হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পর স্বীয় ও স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের সাহস, পরাক্রম, সংগ্রামকৌশল প্রভৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, সহসা আরব সেনাপতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরেই মূর সেনাপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমার অতিশয় অসুখবোধ হইয়াছে, এজন্য আমি উপস্থিত থাকিয়া আপনকার পরিচর্য্যা করিতে পারিলাম না ; আহারসামগ্রী ও শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি আহার করিয়া শয়ন করুন। আর, আমি দেখিলাম, আপনকার অশ্ব যেরূপ ক্লান্ত ও হতবীর্য্য হইয়াছে, তাহাতে আপনি কোনও ক্রমেই নিরুদ্বেগে ও নিরুপদ্রবে স্বীয় শিবিরে পঁহুছিতে পারিবেন না। অতি প্রত্যূষে, এক দ্রুতগামী তেজস্বী অশ্ব, সজ্জিত হইয়া, পটমণ্ডপের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিবেক ; আমিও সেই সময়ে আপনকার সহিত

সাক্ষাৎ করিব; এবং যাহাতে আপনি সত্বর প্রস্থান করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত আনুকূল্য করিব।

কি কারণে আরব সেনাপতি এরূপ বলিয়া পাঠাইলেন, তাহার মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিয়া, মূর সেনাপতি, আহার করিয়া, সন্দিহান চিত্তে শয়ন করিলেন। রজনীশেষে, আরব সেনাপতির লোক তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করাইল, এবং কহিল, আপনকার প্রস্থানের সময় উপস্থিত, গাত্রোত্থান ও মুখপ্রক্ষালনাদি করুন, আহার প্রস্তুত। মূর সেনাপতি শয্যা-পরিত্যাগপূর্ব্বক মুখপ্রক্ষালনাদি সমাপন করিয়া, আহারস্থানে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানে আরব সেনাপতিকে দেখিতে পাইলেন না; পরে, দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি সজ্জিত অশ্বের মুখরশ্মি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।

আরব সেনাপতি দর্শনমাত্র, সাদর সম্ভাষণ করিয়া, মূর সেনাপতিকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন, এবং কহিলেন, আপনি সত্বর প্রস্থান করুন; এই বিপক্ষশিবির-মধ্যে আমা অপেক্ষা আপনকার ঘোরতর বিপক্ষ আর নাই। গত রজনীতে, যৎকালে, আমরা উভয়ে, একাসনে আসীন হইয়া, অশেষবিধ কথোপকথন করিতেছিলাম, আপনি, স্বীয় ও স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে, আমার পিতার প্রাণহন্তার নিদেশ করিয়াছিলেন। আমি শ্রবণমাত্র, বৈরসাধনবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, বারংবার এই শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সূর্য্যোদয় হইলেই, প্রাণপণে পিতৃহন্তার প্রাণবধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। এখন পর্য্যন্ত সূর্য্যের উদয় হয় নাই, কিন্তু উদয়েরও অধিক বিলম্ব নাই; আপনি সত্বর প্রস্থান করুন। আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম এই, প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইলেও, অতিথির অনিষ্টচিন্তা করি না। কিন্তু, আমার পটমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেই, আপনকার অতিথিভাব অপগত হইবেক; এবং সেই মুহূর্ত্ত অবধি, আপনি স্থির জানিবেন, আমি আপনকার প্রাণসংহারের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন ও অশেষ প্রকারে চেষ্টা পাইব। এই যে অপর অশ্ব সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে দেখিতেছেন, সূর্য্যোদয় হইবামাত্র, আমি উহাতে আরোহণ করিয়া, বিপক্ষভাবে আপনকার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু, আমি আপনাকে যে অশ্ব দিয়াছি, উহা আমার অশ্ব অপেক্ষা কোনও অংশেই হীন নহে; যদি উহা দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের উভয়ের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।

এই বলিয়া, আরব সেনাপতি, সাদর সম্ভাষণ ও করমর্দ্দন পূর্ব্বক, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। আরব সেনাপতিও, সূর্য্যোদয়দর্শনমাত্র, অশ্বে আরোহণ করিয়া, তদীয় অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মূর সেনাপতি কতিপয় মুহূর্ত্ত

পূর্ব্বে প্রস্থান করিয়াছিলেন, এবং তদীয় অশ্বও বিলক্ষণ সবল ও দ্রুতগামী; এজন্য, তিনি নির্বিঘ্নে স্বপক্ষীয় শিবিরসন্নিবেশস্থানে উপস্থিত হইলেন। আরব সেনাপতি, সবিশেষ যত্ন ও নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে, তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে স্বপক্ষশিবিরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, এবং অতঃপর আর বৈরসাধনসঙ্কল্প সফল হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া, স্বীয় শিবিরে প্রতিগমন করিলেন।

পতিপরায়ণতার একশেষ

জর্ম্মনির অধীশ্বর তৃতীয় কনরাদের অধিকারকালে, বাবেরিয়ায় ডিয়ুক গুয়েল্‌ফ, বিদ্রোহী হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কনরাদ, তাঁহার দমনের নিমিত্ত, বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; এবং গুয়েল্‌ফ উইন্‌সবর্গের দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সেই দুর্গ অবরুদ্ধ করিলেন। গুয়েল্‌ফ, কিছু দিন, বিলক্ষণ সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া, পরিশেষে, পরাজিত হইলেন, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, সম্রাটের নিকট দূতপ্রেরণ করিলেন।

দূত সম্রাটের শিবিরে উপস্থিত হইয়া, ডিয়ুকের প্রার্থনা নিবেদন করিল। তিনি দূতের প্রতি সমুচিত সৌজন্য ও সমাদর প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, তুমি ডিয়ুককে বল, তিনি স্বীয় সৈন্য ও অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে আমার শিবিরের মধ্য দিয়া প্রস্থান করুন; আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তাঁহার উপর কোনপ্রকার অত্যাচার করিব না। দূত, দুর্গমধ্যে প্রতিগমন করিয়া, স্বীয় প্রভুর নিকট সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিল। ডিয়ুক ও তদীয় সেনাপতিগণ শুনিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং অবিলম্বে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন।

এই সংবাদ শ্রবণে সন্দিহান হইয়া, ডিয়ুকের পত্নী মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমার স্বামী সম্রাটের সম্পূর্ণ বিপক্ষতাচরণ করিয়াছেন; এক্ষণে তিনি যে সহসা এরূপ সৌজন্যপ্রদর্শন করিতেছেন, উহা, বোধ হয়, বাস্তবিক নহে; উহাতে কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে; হয় ত, আমরা দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, আমাদিগকে আক্রমণ করিবেন। এই সন্দেহভঞ্জনের নিমিত্ত, তিনি আপনাদের বিশ্বস্ত, বিচক্ষণ, কার্য্যদক্ষ, এক ভদ্র লোককে সম্রাটের নিকট পাঠাইলেন।

এই ব্যক্তি, রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া, নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আপনি যে, ডিয়ুকের প্রার্থনা অনুসারে, দয়াপ্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে তিনি ও তদীয় অনুচরবর্গ চরিতার্থ হইয়াছেন। ডিয়ুকের পত্নী আপনকার নিকট আর এক প্রার্থনা জানাইয়াছেন, নিবেদন করি; তিনি কহিয়াছেন, আপনি যে আমার স্বামীর প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে আমরা সকলে কৃতার্থ হইয়াছি; এক্ষণে, দুর্গমধ্যে যে সকল সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক আছেন, তাঁহারা ও আমি দুর্গ হইতে নির্গত হইলে, যাহাতে আমাদের উপর কোন অত্যাচার না হয়, এবং যাহাতে নির্বিঘ্নে কোন নিরাপদ স্থানে পঁহুছিতে পারি, এরূপ এক অনুমতিপত্র লিখিয়া দিলে, আমরা নির্ভয়ে প্রস্থান করিতে পারি; আর, ঐ অনুমতি-পত্রে ইহাও নির্দিষ্ট থাকে, আমরা নিজে যাহা লইয়া যাইতে পারি, তাহা লইয়া যাইব, সে বিষয়ে কোন আপত্তি ঘটিবেক না।

ডিউকপত্নীর প্রার্থনা শুনিয়া, সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মতিপ্রদান করিলেন। অনন্তর, ডিয়ুক ও তদীয় অনুচরবর্গ দুর্গমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং সম্রাটের শিবিরের মধ্য দিয়া প্রয়াণ করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ ও তাঁহার সেনাপতিগণ, এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকন করিয়া, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, সর্ব্বাগ্রে ডিয়ুকের পত্নী, তৎপশ্চাৎ ক্রমে ক্রমে অপরাপর সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক, স্ব স্ব স্বামীকে স্কন্ধে লইয়া, অতি কষ্টে প্রস্থান করিতেছেন।

যৎকালে ডিয়ুকের পত্নী সম্রাটের নিকট অনুমতিপত্র প্রার্থনা করিয়া পাঠান, তিনি ও তদীয় সেনাপতিগণ এই বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বসন ভূষণ প্রভৃতি যে সমস্ত মহামূল্য বস্তু আছে, তৎসমুদয় নির্বিঘ্নে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়েই ডিয়ুকপত্নী তাদৃশ অনুমতিপত্র প্রার্থনা করিয়াছেন; তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা যে স্ব স্ব স্বামীকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবেন, ইহা, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও, তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। এক্ষণে, তাঁহাদের পতিপরায়ণতার ঐকান্তিকতাদর্শনে সম্রাটের অন্তঃকরণে নিরতিশয় দয়া, বিস্ময় ও সন্তোষের আবির্ভাব হইল। তিনি সেই স্ত্রীলোকদিগকে মুক্ত কণ্ঠে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ফলতঃ, এই অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকন করিয়া, সম্রাট্ এত প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, সেই স্ত্রীলোকদিগের অদ্ভুত পতিপরায়ণতার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাদের পতিদিগের অপরাধ মার্জনা করিলেন; ডিয়ুক ও তদীয় অনুচরবর্গের প্রস্থান স্থগিত করিয়া, তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে ও মহাসমারোহে আহার করাইলেন; এবং সরল অন্তঃকরণে সম্পূর্ণ অভয় প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন।

দস্যু ও দিগ্বিজয়ী

মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর, প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী, মহাবীর আলেক্জাণ্ডরের অধিকার-কালে, থ্রেস দেশে এত অতি পরাক্রান্ত দুর্দান্ত দস্যু ছিল। ঐ দস্যুর দৌরাত্ম্যে থ্রেস ও ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সকল কম্পিত হইয়াছিল। একদা সে ধৃত ও আলেক্জাণ্ডরের সম্মুখে নীত হইলে, তিনি সরোষ নয়নে ও উদ্ধত বচনে কহিতে লাগিলেন, অরে দুরাত্মন্, তুই দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্বাহ করিস্; সর্ব্বদাই তোর অশেষবিধ অত্যাচারের কথা শুনিতে পাই; আমি বহুদিন পর্য্যন্ত তোরে ধরিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই; আজি তুই আমার সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছিস্, তোরে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। এক্ষণে, তুই আপন সবিশেষ পরিচয় দে।

এই কথা শুনিয়া, সেই দস্যু, কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা ক্ষুব্ধ না হইয়া, কহিল, আমি থ্রেসদেশনিবাসী এক জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। আলেক্জাণ্ডর কহিলেন, অরে নরাধম, তুই যোদ্ধা বলিয়া পরিচয় দিতেছিস্? তুই চোর, তুই দস্যু, তুই লুণ্ঠনব্যবসায়ী, তুই হত্যাকারী, তুই দেশের কণ্টকস্বরূপ; তোর অসাধারণ সাহস আছে, এজন্য আমি তোর প্রশংসা করি; কিন্তু, তুই অতি দুরাচার ও সর্ব্বসাধারণের যার পর নাই অনিষ্টকারী, এজন্য আমি অবশ্যই তোরে ঘৃণা করিব ও সমুচিত শাস্তি দিব।

ইহা শুনিয়া দস্যু কহিল, আমি কি করিয়াছি যে, আপনি আমায় এত ভর্ৎসনা করিতেছেন। তিনি কহিলেন, তুই, আমার অধিকারে বাস করিয়া, আমার প্রভুশক্তির অবমাননা করিয়াছিস্, এবং আমার প্রজাগণের প্রাণহিংসা ও সর্ব্বস্বলুণ্ঠন করিয়া কালযাপন করিস্। দস্যু কহিল, এক্ষণে আমি আপনকার বশে আসিয়াছি, সুতরাং আপনি যে তিরস্কার, যে অপমান বা যে শাস্তিপ্রদান করিবেন, আমায় সে সমস্ত সহ্য করিতে হইবেক; আমি সেজন্য কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কিত বা দুঃখিত নহি; কিন্তু, যদি আমায় আপনকার ভর্ৎসনা-বাক্যের উত্তর দিতে হয়, আমি অকুতোভয়ে দিব।

আলেক্জাণ্ডর কহিলেন, যাহা বলিতে হয়, স্বচ্ছন্দে বল্; কোন ব্যক্তি আমার বশে আসিয়াছে বলিয়া যে, তাহাকে অকুতোভয়ে কথা কহিতে দিব না, আমার সেরূপ রীতি বা প্রকৃতি নহে। দস্যু কহিল, তবে অগ্রে আমি আপনকার প্রতি এক প্রশ্ন করিব, পরে আপনকার প্রশ্নের উত্তর দিব। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি রূপে কালযাপন

করিতেছেন? তিনি কহিলেন, বীর পুরুষের ন্যায়; দেশে দেশে আমার নাম ও কীর্ত্তি ঘোষিত হইতেছে, আমার তুল্য সাহসী পরাক্রান্ত সম্রাট্ ও দিগ্বিজয়ী আর কে আছে?

দস্যু কহিল, আমার আত্মশ্লাঘা করিতে ইচ্ছা নাই, আর যাহারা আত্মশ্লাঘা করে, তাহাদিগকে ঘৃণা করি; কিন্তু, এ সময়ে বলা আবশ্যক, এজন্য বলিতেছি, আমারও বহু দূর পর্য্যন্ত নাম ও কীর্ত্তি ঘোষিত হইয়াছে, আর আমার তুল্য সাহসী সেনাপতি আর কেহ নাই। আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, আমি সহজে বিজিত ও আপনকার বশে আনীত হই নাই।

আলেক্জাণ্ডর কহিলেন, তুই যত বল্ না কেন, তুই পাপাশয় দুর্বৃত্ত দস্যু ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহিস্। দস্যু কহিল, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, দিগ্বিজয়ী কাহাকে বলে? আপনি দিগ্বিজয়ী, আপনি কি, অকিঞ্চিৎকর আধিপত্যলাভের দুরাশাগ্রস্ত হইয়া অন্যায়পথ অবলম্বনপূর্ব্বক, মানবমণ্ডলীর প্রাণবধ, সর্ব্বস্বলুণ্ঠন প্রভৃতি অশেষবিধ উৎকট অনিষ্টাচরণ করেন নাই? আমি শত সহচর সমভিব্যাহারে এক প্রদেশে যাহা করিয়াছি, আপনি লক্ষ সহচর সমভিব্যাহারে শত শত প্রদেশে তাহাই করিয়াছেন; আমি কতিপয় সামান্য ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিয়াছি, আপনি শত শত ভূপতির সব্বনাশ করিয়াছেন; আমি কতিপয় সামান্য গৃহের উচ্ছেদসাধন করিয়াছি, আপনি কত সমৃদ্ধ রাজ্য ও কত সমৃদ্ধ নগরীর উচ্ছেদসাধন করিয়াছেন। এক্ষণে, বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাতে ও আপনাতে বিশেষ কি। তবে, আমি সামান্য কুলে জন্মিয়াছি, এবং সামান্য দস্যু বলিয়া পরিচিত হইয়াছি; আপনি বিখ্যাত কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেই জন্য আমা অপেক্ষা প্রবল ও পরাক্রান্ত দস্যু হইয়াছেন, এইমাত্র বিশেষ।

আলেক্জাণ্ডর কহিলেন, আমি অন্যের ধন লইয়াছি বটে, কিন্তু সেই ধন অকাতরে বিতরণ করিয়াছি; আমি কোন কোন রাজ্যের ও নগরের উচ্ছেদ করিয়াছি বটে, কিন্তু কত কত সমৃদ্ধ রাজ্য ও নগর সংস্থাপন করিয়াছি। তদ্ব্যতিরিক্ত, আমার যত্নে ও উৎসাহদানে শিল্প, বাণিজ্য ও দর্শনশাস্ত্রের কত উন্নতি হইয়াছে। দস্যু কহিল, আমি ধনবানের ধনহরণ করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই ধন অনেক দরিদ্রকে অকাতরে দান করিয়াছি; আমি কখন কাহার গৃহদাহ করিয়াছি বটে, কিন্তু নিজ অর্থ দিয়া অনেক অনাথের গৃহনির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছি; আমি অন্যের উপর অত্যাচার করিয়াছি বটে, কিন্তু অনেক বিপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধার করিয়াছি। আপনি যে দর্শনশাস্ত্রের উল্লেখ করিলেন, আমি তাহার কিছুমাত্র জানি না বটে, কিন্তু ইহা স্থির জানি, আমি অথবা আপনি জগতের যত অনিষ্ট করিয়াছি, আমরা কিছুতেই তাহার প্রতিশোধ করিতে পারিব না।

দস্যুর এইরূপ অকুতোভয়তা ও স্বরূপবাদিতা দর্শনে, আলেক্‌জাণ্ডর যার পর নাই প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, তৎক্ষণাৎ তাহার বন্ধনমোচনের এবং সমুচিত পরিচর্য্যার আদেশ প্রদান করিলেন ; অনন্তর, একান্তে আসীন হইয়া, দস্যু ও দিগ্বিজয়ীর বিশেষ কি, এই বিষয় নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নৃশংসতার চূড়ান্ত

সুপ্রসিদ্ধ নাবিক কলম্বস আমেরিকা মহাদ্বীপ আবিষ্কৃত করিলে, সর্ব্বপ্রথম তথায় স্পানিয়ার্ডদিগের অধিকার ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারা, অর্থলালসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, দুর্বল নিরপরাধ আদিম নিবাসী লোকদিগের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করেন। কেয়নাবো নামে এক ব্যক্তি কোন প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। স্পানিয়ার্ডেরা, তাঁহাকে অধিকারচ্যুত ও কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখেন। তিনি কারাগারে থাকিয়া, অশেষবিধ কষ্ট ও যাতনা ভোগ করিয়া, প্রাণত্যাগ করেন। এই রূপে তাঁহার অধিকারভ্রংশ ও দেহযাত্রার পর্য্যবসান হওয়াতে, তদীয় সহধর্ম্মিণী, এনাকেয়োনা, নিতান্ত নিরুপায় ও নিঃসহায় হইলেন ; তাঁহার সহোদর, বিহিচিয়ো, জারাগুয়া প্রদেশের অধিপতি ছিলেন, তাঁহার অধিকারে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কিছু দিন পরে, বিহিচিয়োর মৃত্যু হইল। তাঁহার ভগিনী, এনাকেয়োনা, তদীয় অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে স্পানিয়ার্ডেরা তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি, বৈরসাধনবুদ্ধির অধীন না হইয়া, তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অনিষ্টচেষ্টা বা উচ্ছেদবাসনা, এক ক্ষণের জন্যে, তাঁহার উন্নত অন্তঃকরণে উদিত হয় নাই। ফলতঃ, তিনি বিলক্ষণ মহানুভাবা ও উদারস্বভাবা ছিলেন। কিন্তু, এনাকেয়োনার সৌজন্য ও সদয় ব্যবহার দর্শনে, স্পানিয়ার্ডদিগের সেনাপতি ওবেণ্ডো স্থির করিলেন, জারাগুয়াবাসীরা, বিশ্বাস জন্মাইয়া, অনায়াসে আমাদের উচ্ছেদসাধন করিতে পারিবেক, এই অভিপ্রায়েই এরূপ আত্মীয়তা করিতেছে ; অতএব, তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল দেওয়া উচিত। অনন্তর, তিনি, সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক, তৎপ্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ; প্রচার করিয়া দিলেন, এনাকেয়োনার সহিত সাক্ষাৎকারমাত্র এই যাত্রার উদ্দেশ্য।

স্পানিয়ার্ডদিগের সেনাপতি সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া, এনাকেয়োনা আপন অনুগত যাবতীয় কাসীকদিগের (১) ও প্রধান প্রধান প্রজাবর্গের নিকট এই আদেশ পাঠাইলেন, স্পানিয়ার্ডদিগের সেনাপতি সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন, সমুচিতসম্মানসহকারে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করা আবশ্যক; অতএব, তোমরা যথাকালে রাজধানীতে উপস্থিত হইবে। আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, কোন মান্য ও আদরণীয় ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তাঁহারা, মহাসমারোহে নগর হইতে নির্গত হইয়া, সংবর্দ্ধনা করিতে যাইতেন। তদনুসারে, ওবেণ্ডো রাজধানীর সন্নিহিত হইবামাত্র, এনাকেয়োনা স্বীয় অমাত্যগণ, পারিষদগণ ও প্রধান প্রধান প্রজাবর্গ সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক সংবর্দ্ধনা করিলেন। দেশাচারানুরূপ মঙ্গলাচার অনুষ্ঠিত হইল; যুবতী কামিনীরা, তালতরুশাখা সঞ্চালন করিয়া, স্পানিয়ার্ডদিগের সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিল এবং তৎকালোচিত সঙ্গীত সকল গীত হইতে লাগিল।

ওবেণ্ডো রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, এনাকেয়োনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ভবনে তাঁহাকে বাস করাইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারের লোকেরা তৎসন্নিহিত অপরাপর ভবনে অবস্থিতি করিল। তাঁহাদের যত্ন ও আদরের পরিসীমা রহিল না। এনাকেয়োনা, অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। সেই প্রদেশে যত দূর পর্য্যন্ত উপাদেয় আহারসামগ্রী প্রভৃতি পাওয়া যাইতে পারে, তদীয় আদেশ অনুসারে, সবিশেষ যত্ন সহকারে, তৎসমস্ত আহৃত হইতে লাগিল। প্রতিদিন মহোৎসব ও নৃত্য গীত বাদ্য হইতে লাগিল। যাহাতে তাঁহাদের সুখে, স্বচ্ছন্দে ও আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত হয়, তিনি তদ্বিষয়ে সাধ্যানুরূপ যত্ন করিতে ক্রটি করিলেন না। ফলতঃ, তিনি শ্বেতকায় জাতির প্রতি পূর্ব্বাপর যেরূপ সদয় ও অমায়িক ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন, এ সময়েও সম্পূর্ণ সেইরূপ করিলেন।

কিন্তু ওবেণ্ডো যে অমূলক সংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছিলেন, জারাগুয়াবাসীদিগের ঈদৃশ সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার দর্শনেও, তাহা অপসারিত হইল না। তাহারা তাঁহার ও তদীয় সহচরবর্গের প্রাণবিনাশের মন্ত্রণা করিতেছে এই সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, অবিলম্বে তাঁহাদের উপর বিলক্ষণরূপ বৈরসাধন করিবেন। তদনুসারে,

(১) আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগেব মধ্যে কোন কোন জাতি আপনাদিগের অধিপতিকে কাসীক বলিত।

তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এত দিন, আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত, কত ক্রীড়া কৌতুক দেখাইলে ; এক্ষণে আমি এক দিন তোমাদিগকে আমাদের দেশের ক্রীড়া কৌতুক দেখাইব। তোমরা অমুক দিন অমুক সময়ে অমুক ভবনে উপস্থিত হইবে। তাঁহারা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট ও তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তদনন্তর, তিনি স্পানিয়ার্ড-দিগকে গোপনে এই উপদেশ দিলেন, তোমরা, স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র লইয়া, এ রূপে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে, যেন, আমি ইঙ্গিত করিবামাত্র, আমার ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পার।

ক্রীড়াকৌতুকদর্শনের নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে, এনাকেয়োনা স্বীয় কন্যা, অমাত্যগণ, পারিষদবর্গ ও করদ কাসীকদিগের সমভিব্যাহারে নির্দ্ধারিত আগারে প্রবেশ করিলেন। সকলে, যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলেন, এবং উৎসুখ চিত্তে কৌতুকদর্শনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ওবেণ্ডো, স্পানিয়ার্ডদিগকে যেরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন, তদনুযায়ী যাবতীয় কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পাদিত হইয়াছে দেখিয়া, অভিপ্রেতকার্য্যানুষ্ঠানের সঙ্কেত করিলেন। তদনুসারে, তাঁহার সৈন্যগণ সেই ভবনের চতুর্দিক্ বেষ্টন করিল, এবং কোন ব্যক্তিকে তথা হইতে বহির্গত হইতে দিল না ; অনন্তর, ভবনের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশপূর্ব্বক, কাসীকদিগকে স্তম্ভে বন্ধন করিয়া, এনাকেয়োনাকে নিরুদ্ধ করিল ; এবং তোমরা ও তোমাদের রাজ্ঞী আমাদের প্রাণবধের চেষ্টায় ছিলে, এই বলিয়া কাসীকদিগকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিতে লাগিল ; যাবৎ, অন্ততঃ দুই চারি জন, আর সহ্য করিতে না পারিয়া, রাজ্ঞী ও তাঁহারা অপরাধী বলিয়া স্বীকার না করিলেন, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইল না।

জারাগুয়াবাসীরা বাস্তবিক তাদৃশ দোষে দূষিত নহেন ; কিন্তু স্পানিয়াডেরা, যন্ত্রণাবলে দুই চারি জনকে অপরাধ স্বীকার করাইয়া, রাজ্ঞীপ্রভৃতি সকলেরই অপরাধ সপ্রমাণ হইল স্থির করিয়া লইল, এবং এই অমূলক অপরাধের দণ্ডবিধানার্থে সেই ভবনে অগ্নিপ্রদান করিল। নিরপরাধ কাসীকেরা স্তম্ভে বদ্ধ থাকিয়া, ভস্মাবশেষ হইলেন। অগ্নিদানসমকালে, ভবনের বহির্ভাগে অতি ভয়ানক হত্যাকাণ্ড আরব্ধ হইল। নগরের যে সমস্ত লোক কৌতুকদর্শনবাসনায় তথায় সমবেত হইয়াছিল, ওবেণ্ডোর অশ্বারোহী সৈনিকেরা তাহাদের উপর অস্ত্র চালাইতে আরম্ভ করিল। স্ত্রীলোক ও বালক পর্য্যন্ত ঐ নৃশংস রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইল না।

এই রূপে, প্রতিশ্রুত ক্রীড়া কৌতুক দর্শন করাইয়া, স্পানিয়া মহাপুরুষেরা এনাকেয়োনাকে সান ডোমিঙ্গোনামক স্বাধিকৃত স্থানে লইয়া গেল, এবং বিচারাসনে

আসীন হইয়া, তাঁহাকে অপরাধিনী স্থির করিয়া, উদ্বন্ধন দ্বারা তাঁহার প্রাণদণ্ড করিল। এই হতভাগ্যা রাজ্ঞী স্পানিয়ার্ডদিগের প্রতি পূর্ব্বাপর যে সদয় ও অমায়িক ব্যবহার করিয়াছিলেন, এত দিনে তাহার সম্পূর্ণ ফললাভ করিলেন।

চাতুরীর প্রতিফল

আমেরিকার অন্তর্বর্ত্তী মিশৌরীনদীর তীরে আদিম নিবাসী অসভ্য জাতির অধিষ্ঠিত যে প্রদেশ আছে, কিয়ৎ কাল পূর্ব্বে, তথায় ইয়ুরোপীয় লোকের প্রায় যাতায়াত ছিল না। একদা, এক ইয়ুরোপীয় বণিক্, নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া, সেই প্রদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক বন্দুক ও বারুদ ছিল। তিনি, কিছু দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া, তত্রত্য লোকদিগকে বন্দুক ও বারুদের ব্যবহার শিক্ষা করাইলেন। তাহারা মৃগয়াজীবী, বন্দুক ও বারুদ দ্বারা মৃগয়ার পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা দেখিয়া, ব্যগ্র হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে সমুদয় কিনিয়া লইল, এবং তাহার বিনিময়ে তত্রত্য উৎপন্ন বস্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিল। বণিক্, স্বদেশে প্রতিগমনপূর্ব্বক, সেই সমস্ত বস্তু বিক্রয় করিয়া, যথেষ্ট লাভ করিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, এক ফরাসি বণিক্, ভূরি পরিমাণে বারুদ লইয়া, সেই প্রদেশে ব্যবসায় করিতে গেলেন। তত্রত্য লোকেরা পূর্ব্বে যে বারুদ লইয়াছিল, তাহা তৎকাল পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হয় নাই; সুতরাং তাহারা আর লইতে সম্মত হইল না। ঐ ব্যক্তি, বারুদ দিয়া বিনিময়লব্ধদ্রব্যবিক্রয় দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিব, এই প্রত্যাশায়, ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, সেই স্থানে গিয়াছিলেন; এক্ষণে সম্ভাবিতলাভবিষয়ে হতাশ হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে বারুদগ্রহণে ইহাদের প্রবৃত্তি জন্মাইব। অবশেষে, তিনি এক উপায় উদ্ভাবিত করিলেন, এবং তত্রত্য লোকদিগকে সমবেত করিয়া কথাপ্রসঙ্গে কহিলেন, তোমরা বারুদ ব্যবহার করিয়া থাক, কিন্তু বারুদ কি পদার্থ, তাহার কিছুমাত্র জান না; শুনিলে চমৎকৃত হইবে; উহা আমাদের দেশের শস্যবিশেষ; বৎসরের অমুক সময়ে ভূমিতে বপন করিলে, অন্যান্য বীজের ন্যায়, যথাকালে ফলপ্রদান করে।

এই কথা শুনিয়া, সমবেত লোক সকল চমৎকৃত হইল, এবং এক বার শস্য জন্মাইতে পারিলে, তাহাদের আর ইয়ুরোপীয়দের নিকট ক্রয় করিবার আবশ্যকতা থাকিবেক না,

এই বিবেচনা করিয়া, বহুবিধদ্রব্যবিনিময় দ্বারা, তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত বারুদ গ্রহণ করিল এবং নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে, তৎসমুদয় যত্নপূর্ব্বক ক্ষেত্রে বপন করিতে লাগিল। ইয়ুরোপীয় বণিক্, এইরূপ চাতুরী করিয়া, স্বদেশে প্রতিগমন, ও বিনিময়লব্ধ-দ্রব্যজাতবিক্রয় দ্বারা যথেষ্ট লাভ, করিলেন।

মিশৌরীর লোকেরা, ক্ষেত্রে বারুদ বপন করিয়া ভূরি পরিমাণে ফললাভপ্রত্যাশায়, অশেষবিধ যত্ন করিতে আরম্ভ করিল; এবং চারা জন্মিলে পাছে বন্য জন্তুতে নষ্ট করিয়া যায়, এই আশঙ্কায়, সতর্ক হইয়া, অহোরাত্র ক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। বহু দিন অতীত হইল, তথাপি চারা নির্গত হইল না। তখন, অনেকের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল, হয় ত, সে ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন শস্যের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেল, অথচ অঙ্কুর পর্য্যন্ত অবলোকিত হইল না, তখন তাহারা, প্রতারিত হইয়াছি বলিয়া, নিশ্চিত বুঝিতে পারিল, এবং প্রতিজ্ঞা করিল, আর কখনও আমরা ইয়ুরোপীয় লোকের সহিত ব্যবহার, বা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কোন কার্য্য, করিব না।

বিস্তর লাভ হওয়াতে, ফরাসি বণিকের বিলক্ষণ লোভ জন্মিয়াছিল; কিন্তু এই চাতুরীর পর আর মিশৌরী যাইতে সাহস হইল না। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে, অশেষবিধ দ্রব্যসামগ্রী সমভিব্যাহারে দিয়া, আপন ব্যবসায়ের অংশীকে তথায় প্রেরণ করিলেন; কহিয়া দিলেন, আমি তাহাদের সঙ্গে এই চাতুরী করিয়া আসিয়াছি; সাবধান, যেন তাহারা তোমায় আমার অংশী বা আত্মীয় বলিয়া জানিতে না পারে।

অংশীর এই উপদেশ লইয়া, সে ব্যক্তি মিশৌরীতে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য লোকেরা আনীতদ্রব্যদর্শনার্থ যাতায়াত করিতে লাগিল। ফরাসি বণিক্ পরিচয়প্রদান-বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হইয়াছিলেন; কিন্তু, তত্রত্য লোকেরা কোন প্রকারে বুঝিতে পারিল, যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে চাতুরী করিয়া গিয়াছে, এ তাহার প্রেরিত ও আত্মীয়; কিন্তু, তাঁহার নিকট কোন কথাই ব্যক্ত না করিয়া, কতিপয় দিবস ভাব গোপন করিয়া রহিল। তাহারা গ্রামের মধ্যস্থলে এক স্থান নিরূপিত করিয়া দিলে, বণিক্ সমুদয় দ্রব্য তথায় অবতীর্ণ করিলেন।

যে সকল লোক পূর্ব্বে প্রতারিত হইয়াছিল, তাহারা, আপনাদের অধিপতির অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক, এক কালে দলবদ্ধ হইয়া, ফরাসি বণিকের দ্রব্যালয়ে উপস্থিত হইল, এবং এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার সমুদয় দ্রব্য বলপূর্ব্বক উঠাইয়া লইয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান

করিল। তদ্দর্শনে তিনি কিয়ৎ ক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন; অনন্তর, অধিপতির নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আপনকার প্রজারা অতি অন্যায়াচরণ করিয়াছে; বিনিময়ে কোন দ্রব্য না দিয়া, আমার সমস্ত বস্তু বলপূর্ব্বক উঠাইয়া আনিয়াছে; আপনি তাহাদের সমুচিত শাসন করুন, এবং আমার ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়াইয়া দেন।

এই অভিযোগ শ্রবণ করিয়া, অধিপতি গভীর ভাবে এই উত্তর প্রদান করিলেন, আমি অবশ্যই যথার্থ বিচার করিব, এবং তোমাকে তোমার প্রাপ্য দেওয়াইব; কিন্তু কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। এক জন ফরাসি বণিক্ আমার প্রজাদিগকে পরামর্শ দিয়া বারুদ বপন করাইয়াছে; শস্য জন্মিলেই, ঐ বারুদ লইয়া, তাহারা মৃগয়া করিতে আরম্ভ করিবেক; মৃগয়ালব্ধ যাবতীয় পশুচর্ম্ম তোমাকে, তোমার দ্রব্যের বিনিময়ে, দেওয়াইব।

বণিক্, অধিপতির এই বাক্যের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, কহিলেন, আমাদের দেশে বারুদ বপন করিলে শস্য জন্মিয়া থাকে, কিন্তু এখানকার ভূমি তাদৃশ শস্য উৎপাদনের উপযুক্ত নহে; সুতরাং আপনকার প্রজারা যে বারুদ বপন করিয়াছে, তাহাতে শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রাপ্যপ্রদাপনের অন্য কোন উপায় করুন। যে ব্যক্তি এ দেশে বারুদবপনের পরামর্শ দিয়াছিল, সে ভদ্র লোক নহে, আপনকার প্রজাদের সহিত চাতুরী করিয়া গিয়াছে। আমি নিরপরাধ, অন্যের অপরাধে আমার দণ্ড করা বিধেয় নহে।

এই কথা শুনিয়া, অধিপতি, কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া, এইমাত্র উত্তর দিলেন, যদি তুমি আপন মঙ্গল চাও, অবিলম্বে আমার অধিকার হইতে চলিয়া যাও। ফরাসি বণিক্, বিষণ্ণ হইয়া, এই ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন, সে বার চাতুরীতে যত লাভ হইয়াছিল, এ বার অন্ততঃ তাহার চতুর্গুণ ক্ষতি হইল, এবং চির কালের জন্যে এরূপ এক লাভের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। যাহা হউক, আমরা অসভ্য জাতির নিকট বিলক্ষণ নীতিশিক্ষা পাইলাম।

দয়াশীলতা

ইংলণ্ডের অধীশ্বর তৃতীয় জর্জের জননী অত্যন্ত দয়াশীলা ছিলেন; পরের দুরবস্থা শুনিলে, সাধ্যানুসারে তদ্বিমোচনে যত্নবতী হইতেন। তিনি অবাধে সংবাদপত্র পাঠ করিতেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, এক ব্যক্তি এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রচার

করিয়াছিলেন যে, "আমি কিছুকাল সৈন্যসংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলাম; এক্ষণে, দুর্ঘটনা-ক্রমে, যার পর নাই দুরবস্থায় পড়িয়াছি; আমার পরিবার আছে; তাহাদেরও অত্যন্ত দুর্গতি ঘটিয়াছে। যাঁহাদের দয়া ও পরের দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহাদের পক্ষে এই সংবাদই যথেষ্ট। তাদৃশ ব্যক্তিরা অমুক স্থানে আসিলে, আমার পূর্ব্বতন ও বর্ত্তমান অবস্থার সবিশেষ পরিচয় পাইতে পারিবেন।"

এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া, রাজ্ঞী, নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া, স্বচক্ষে তাহার অবস্থা দেখিবেন, ও স্বকর্ণে তাহার দুঃখের কথা শুনিবেন, স্থির করিলেন। রাজপথে বহির্গত হইলে, কেহ তাঁহারে জানিতে না পারে, এজন্য তিনি, সামান্যপরিচ্ছদপরিধান, ও সামান্য যানে আরোহণ করিয়া, এবং এক মাত্র সহচরী সমভিব্যাহারে লইয়া, প্রস্থান করিলেন, এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তাহার আলয়ে উপস্থিত হইয়া, দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক শয়ন করিয়া আছে, রোগ, শোক ও দৈন্য বশতঃ তাহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; বক্ষঃস্থলে একটি অতি অল্পবয়স্কা বালিকা শয়ন করিয়া আছে, তাহার আকার জননীর অপেক্ষাও শীর্ণ ও বিবর্ণ, নয়ন দুটি মুদ্রিত; দেখিয়া বোধ হইল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে; গৃহের এক পার্শ্বে একটি হীনবেশ ম্লানমুখ পুরুষ; শীর্ণকায় শিশু সন্তান ক্রোড়ে করিয়া, স্নেহপূর্ণ ও শোকাকুল লোচনে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছে।

গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক, সেই নিরুপায় পরিবারের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিবামাত্র, রাজ্ঞী এত দুঃখিত ও ব্যথিত হইলেন যে, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, স্বীয় সহচরীর হস্তধারণ করিয়া, সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কখন ঈদৃশ হৃদয় বিদারণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন নাই। গৃহস্বামী, তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র, চকিত হইয়া, দণ্ডায়মান হইলেন, শিশু সন্তানটিকে তাহার মৃতকল্পা জননীর পার্শ্বদেশে রাখিয়া দিলেন, এবং তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, সাদর বচনে বসিবার অভ্যর্থনা করিলেন। রাজ্ঞী, আমরা অবশ্য বসিব, এই বলিয়া আসনপরিগ্রহ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণপরে, রাজ্ঞীর সহচরী আগমনপ্রয়োজন ব্যক্ত করিলেন। তিনি গৃহস্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমরা আপনকার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াছি, এবং বিজ্ঞাপনপত্রে যেরূপ লিখিত ছিল, তদনুসারে আপনকাব অবস্থার সবিশেষ বিবরণ জানিবার নিমিত্ত আসিয়াছি। তিনি শুনিয়া বিনীত ভাবে কহিলেন, আপনারা যে, এই দীনের প্রতি দয়া করিয়া, এপর্য্যন্ত আগমন করিয়াছেন, ইহাতে আমি চরিতার্থ হইলাম; বোধ হয়, আজি আমার দুঃখের নিশার অবসান হইল। আমার দুরবস্থা আপনারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন,

তাহার আর পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। কি কারণে আমি এই দুঃসহ দুরবস্থায় পড়িয়াছি, তাহার সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন ;—

আমি এক রেজিমেণ্টে এনসাইনের পদে নিযুক্ত ছিলাম ; আপন কার্য্যে যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করাতে, অল্প দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহভাজন হইলাম। তদ্দর্শনে, আমার সমকক্ষ কতিপয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে ঈর্ষ্যার উদয় হইল। ঈর্ষ্যার বশীভূত হইয়া, তাহারা আমার অনিষ্টচেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এক জন অতি উদ্ধতস্বভাব ছিল। সে অকারণে, অথবা অতি সামান্য কারণে, আমার নিকট দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তাব পাঠাইল। তাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার বিশিষ্ট হেতু না দেখিয়া, আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। এই উপলক্ষে তাহারা, আর কতকগুলি লোক লইয়া চক্রান্ত করিল, এবং যাহাতে আমি অবমানিত ও পদচ্যুত হই, অনন্যকর্ম্মা হইয়া, কেবল সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা, একপরামর্শ হইয়া, সেনাপতির নিকটে আমার কুৎসা করিতে আরম্ভ করিল ; কেহ কহিল, আমি কাপুরুষ ; কেহ কহিল, আমি পরনিন্দক ; কেহ কহিল, আমি অকর্ম্মণ্য লোক। সেনাপতির আদেশানুসারে আমার চরিত্রবিষয়ে অনুসন্ধান আরব্ধ হইল। অনেকেই আমার বিপক্ষ, কৌশল করিয়া আমায় দোষী প্রমাণ করিয়া দিল। আমি পদচ্যুত হইলাম। জর্ম্মনিদেশে এই ঘটনা হয়। কর্তৃপক্ষের নিকট বিচার প্রার্থনায়, আমি অবিলম্বে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইলাম, কিন্তু কেহ সহায় না থাকাতে, কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। কর্তৃপক্ষ আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। সুতরাং, এই স্থলেই আমার আশালতা নির্মূল হইল। সেই সময়েই আমার সহধর্ম্মিণী উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলেন। নিতান্ত অসঙ্গতি প্রযুক্ত তাঁহার চিকিৎসা করাইতে পারিলাম না। সতত জননীর নিকটে থাকিয়া ও আবশ্যকমত আহারাদি না পাইয়া, পুত্র ও কন্যাটিও ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। যদিও বিষম বিপদে ও দুরবস্থায় পড়িয়াছি, কিন্তু নিতান্ত অপদার্থ হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। অবশেষে, উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া, নিতান্ত হতাশ, শোকাকুল ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করিলাম।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, রাজ্ঞীর অন্তঃকরণে অত্যন্ত দয়ার উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহস্বামীর হস্তে দশটি গিনি দিলেন, এবং আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, যাহাতে তোমার পক্ষে যথার্থ বিচার হয়, তাহা আমি করিব, তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। গৃহস্বামী, তাঁহার পরিচয় শ্রবণ করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং জানু পাতিয়া

উপবিষ্ট ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, তদীয় দয়া, সৌজন্য, ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদান করিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু, রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, স্বীয় সহচরী সমভিব্যাহারে, যানারোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

রাজ্ঞী, রাজভবনে প্রতিগমন করিয়া, সৈন্যসংক্রান্ত কর্ম্মের অধ্যক্ষকে ডাকাইলেন, এবং সে ব্যক্তির দুরবস্থার সবিশেষ বর্ণন করিয়া, তাঁহার পক্ষে যথার্থ বিচার করিবার নিমিত্ত কহিয়া দিলেন। সপ্তাহ অতীত না হইতেই, সে ব্যক্তি লেপ্টেনেণ্টপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি যে রেজিমেণ্টে কর্ম্ম পাইলেন, উহা অবিলম্বে ফ্লাণ্ডর্স প্রদেশে প্রস্থান করিবেক, এজন্য রাজ্ঞী তাঁহাকে কহিলেন, তুমি নিরুদ্বেগে প্রস্থান কর; আমি তোমার স্ত্রী পুত্র কন্যার সমস্ত ভার লইলাম; যত দিন তুমি প্রত্যাগমন না কর, আমি তাহাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব। তদনুসারে, সে ব্যক্তি, নিশ্চিন্ত হইয়া, রেজিমেণ্ট সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন এবং নিজ কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষতা প্রদর্শন করাতে, কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে, অল্পকালমধ্যে, মেজরপদে অধিরূঢ় হইয়া, স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন।

উৎকট বৈরসাধন

যৎকালে, মুসলমানেরা ইয়ুরোপের অন্তর্বর্ত্তী অনেক দেশ জয় ও অধিকার করিতেছিলেন, সেই সময়ে, ফ্লাণ্ডর্স প্রদেশে বিদরমন নামে এক ব্যক্তি এক নগরের অধিপতি ছিলেন। ঐ নগরে মুসলমানদের আধিপত্য সংস্থাপিত হইলে, বিদরমন, তাঁহাদের অত্যাচারদর্শনে একান্ত বিকলহৃদয় হইয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং অন্য এক খৃষ্টীয় রাজার অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া, তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু, স্বদেশানুরাগের আতিশয্য প্রযুক্ত, তিনি মনে মনে এই বিবেচনা করিতে লাগিলেন, জীবিত থাকিয়া স্বীয় জন্মভূমির ঈদৃশী দুরবস্থা বিলোকন করা নিতান্ত কাপুরুষ ও অত্যন্ত অপদার্থের কর্ম্ম। বিশেষতঃ, অধিকারচ্যুত হইয়া, অন্যদীয় আশ্রয় অবলম্বনপূর্ব্বক, অসার দেহভার বহন করা অপেক্ষা, আমার পক্ষে প্রাণত্যাগ করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃকল্প। এক্ষণে উত্তম কল্প এই, স্বীয় নগরে প্রতিগমনপূর্ব্বক, তত্রত্য লোকদিগের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা পাই; যদি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হই, স্বীয় জন্মভূমিকে মুসলমানদের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে পারিব।

ঈদৃশসঙ্কল্পারূঢ় হইয়া, বিদরমন প্রচ্ছন্ন বেশে স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং মুসলমানদের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিবার নিমিত্ত, স্বদেশীয়দিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু, প্রথমে মুসলমানদিগের প্রতিকূলবর্ত্তী হইয়া, তত্রত্য লোকদিগকে যে অসহ্য যন্ত্রণা ও উৎকট অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল, তৎসমুদয় তৎকাল পর্য্যন্ত তাহাদের হৃদয়ে বিলক্ষণ জাগরূক ছিল; এজন্য, তাহারা, সাহস করিয়া, তদীয় উপদেশ ও পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইতে পারিল না। তাহারা এই বিবেচনা করিল, যদি মুসলমান-দের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া, কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তাহারা অধিকতর অত্যাচার করিবেক, এবং রাজবিদ্রোহী বলিয়া অনেকের প্রাণদণ্ড হইবেক; তদপেক্ষা এই অবস্থায় কালযাপন করা অনেক অংশে শ্রেয়স্কর। সুতরাং, বিদরমন সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না।

এক দিবস, তিনি, কিঙ্কর্ত্তব্যনিরূপণে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া, উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে, এক মুসলমান সৈনিক পুরুষ, পরপ্রেরিত প্রণিধি বলিয়া, তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল। বিচারালয়ে নীত হইলে, তিনি অশেষ প্রকারে আত্মদোষক্ষালনের চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু বিচারকর্ত্তার অন্তঃকরণ হইতে সন্দেহ দূর হইল না। বিচারকর্ত্তা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইলে ও যথার্থ উদ্দেশ্য অবগত হইলে, তিনি সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহার উপর পরপ্রেরিতপ্রণিধিবোধে দুরভিসন্ধির আশঙ্কামাত্র জন্মিয়াছিল, তদ্বিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল না; এজন্য, বিচারকর্ত্তা, অন্যবিধ গুরুদণ্ডবিধানে বিরত হইয়া, কোড়া মারিয়া ছাড়িয়া দিতে আদেশ দিলেন।

এইরূপ দণ্ডব্যবস্থা হইলে, বিদরমন তদনুযায়িকার্য্যকরণোপযোগী স্থানে নীত হইলেন। রাজপুরুষেরা নির্দিষ্ট স্তম্ভে তাঁহার হস্ত পদ বন্ধন করিল। যে ব্যক্তির উপর কোড়া মারিবার ভার ছিল, সে, অপরাধীর নিকট কিঞ্চিৎ পাইলে, প্রহারের সংখ্যা ও ঔৎকট্য উভয়েরই অনেক বৈলক্ষণ্য করিত। কিন্তু বিদরমন উৎকোচদানে অসমর্থ বা অসম্মত হওয়াতে, সে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া বিলক্ষণ বলপূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিল। বিদরমন যাতনায় অস্থির হইয়া আর্ত্তনাদ করিলে, সে, অরে দুরাত্মন্, অসন্তোষপ্রদর্শন করিতেছ, এই বলিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বল সহকারে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। বিদরমন, নিতান্ত কাতর হইয়া, কিঞ্চিৎ ক্ষণ ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করিলে, সে পূর্ব্ববৎ, অরে দুরাত্মন্, অসন্তোষ প্রদর্শন করিতেছ, এই বলিয়া উপর্য্যুপরি প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপ যাতনাভোগ ও অবমাননালাভ করিয়া, বিদরমন বৈরসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে রূপে পারি এই অত্যাচারের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। তিনি অনতিচির সময়ের মধ্যেই কি প্রধান, কি নিকৃষ্ট, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি উদাসীন, কি রাজপুরুষ, সর্ব্বপ্রকার লোকের নিকট বিশিষ্টরূপ পরিচিত ও প্রতিপন্ন হইলেন, এবং সর্ব্বত্র অব্যাহতগতি ও এক জন গণনীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন।

যে ব্যক্তি তাঁহাকে কোড়া প্রহার করিয়াছিল, তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করাই তিনি সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম বলিয়া অবধারিত করিলেন, এবং অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, কেবল তদনুকূল উদ্যোগে ব্যাপৃত রহিলেন। সুযোগ পাইয়া, তিনি নগরাধ্যক্ষের আলয় হইতে এক বহুমূল্য স্বর্ণপাত্র অপহরণ করিলেন; এবং কৌশলক্রমে, সেই স্বর্ণপাত্র ঘাতকের আলয়ে সংস্থাপিত করিয়া, অন্য লোক দ্বারা রাজপুরুষদিগের নিকট, অপহৃত দ্রব্য অমুক স্থানে আছে, এই সংবাদ দেওয়াইলেন। তাহারা, ঘাতকের আলয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, অপহৃত স্বর্ণপাত্র বহিষ্কৃত করিলে, সে চৌর্য্যাভিযোগে বিচারালয়ে নীত হইল। তাহার গৃহে অপহৃত বস্তু লক্ষিত হইয়াছিল, সুতরাং সেই অভিযোগ নিঃসংশয়িত রূপে সপ্রমাণ হইল। আরবীয় বিধানশাস্ত্রের ব্যবস্থা সকল অত্যন্ত কঠিন; চৌর্য্যাপরাধ প্রমাণসিদ্ধ হইলে, অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত। তদনুসারে, সেই ঘাতকের প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা হইলে, সে বধস্থানে নীত হইল। সেই নগরে ঐ ব্যক্তি ব্যতিরিক্ত ঘাতকান্তর নিযুক্ত ছিল না। বিদরমন, স্বয়ং ঘাতককর্ম্মানুষ্ঠানে সম্মত হইয়া, তীক্ষ্ণধার তরবারি গ্রহণপূর্ব্বক, প্রফুল্ল চিত্তে বধস্থানে উপস্থিত হইলেন।

সেই ঘাতকের উপর তাঁহার মর্ম্মান্তিক আক্রোশ জন্মিয়া ছিল; এজন্য তিনি, তাহার বধসাধন করিয়াই, বৈরসাধন প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন না। কেবল তাঁহার চেষ্টায়, বিনা অপরাধে, তাহার প্রাণদণ্ড হইতেছে, ইহা তাহাকে অবগত না করাইলে, তাঁহার চিত্তে সন্তোষবোধ হইল না। উপস্থিতব্যাপারনির্বাহের সমুদয় আয়োজন হইলে, তিনি তাহাকে অনুচ্চস্বরে কহিলেন, দেখ, যে অভিযোগে তোমার প্রাণদণ্ড হইতেছে, সে বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিছু কাল পূর্ব্বে, তুমি আমায় অত্যন্ত যাতনা দিয়াছিলে, সেই আক্রোশে আমি, নগরাধ্যক্ষের আলয় হইতে স্বর্ণপাত্র অপহরণ করিয়া, তোমার আবাসে রাখিয়া, অমূলক চৌর্য্যাভিযোগে তোমার বধসাধন করিয়াছি।

এই কথা শুনিবামাত্র, ঘাতক উচ্চৈঃস্বরে পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি কি বলিতেছে, তোমরা শুনিলে? তখন বিদরমন, অরে দুরাত্মন্, অসন্তোষপ্রদর্শন করিতেছ, এই বলিয়া এক প্রহারেই তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন।

মানুষ, ক্রোধের অধীন ও বৈরসাধনবাসনার বশবর্ত্তী হইলে, ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেচনায় এক কালে জলাঞ্জলি দেয়।

যে ব্যক্তির হস্তে বিদরমনকে যাতনাভোগ করিতে হইয়াছিল, তিনি তাহাকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিলেন; অতঃপর, যাঁহাদের আদেশে তাঁহার যাতনাভোগ ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের উপর বৈরসাধনে উদ্যুক্ত হইলেন। এই অভিলষিত সম্পাদনের নিমিত্ত, তিনি নগরপ্রাচীরসন্নিধানে এক বাড়ী ভাড়া লইলেন, এবং অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে সুরঙ্গ খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই, সেই সুরঙ্গ প্রস্তুত হইল। ঐ নগরপ্রাচীর এ রূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, পুরদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে, বিপক্ষের পক্ষে সেই নগরে প্রবেশ করা কোন ক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে। সুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, যখন মুসলমানদিগের কোন বিপক্ষ সেই নগর আক্রমণ করিবেক, তাহাদিগকে ঐ সুরঙ্গ দেখাইয়া দিবেন, তাহা হইলে তাহারা, অনায়াসে নগরে প্রবেশ করিয়া, মুসলমানদিগকে পরাজিত করিতে পারিবেক।

অতঃপর, বিদরমন উৎসুক চিত্তে বিপক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার অভিপ্রেতসিদ্ধির সম্পূর্ণ সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। কিছু দিন পরেই, প্রবল ফরাসি সৈন্য সেই নগর আক্রমণ করিল। প্রথম উদ্যমে নগর অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহারা শিবিরভঙ্গ করিয়া প্রতিপ্রয়াণের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে বিদরমন, ফরাসি সেনাপতির নিকটে গিয়া, সবিশেষ সমস্ত কহিয়া, সেই উদ্যোগের নিবারণ করিলেন। সেনাপতি, অভিপ্রেতসমাধানের ঈদৃশ অসম্ভাবিত সদুপায় লাভে, যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, এবং অবিলম্বে বিদরমনের সমভিব্যাহারে কতিপয় অকুতোভয় অসংসাহসিক সৈনিক পুরুষ প্রেরণ করিলেন। তাহারা, সেই সুরঙ্গ দ্বারা নগরে প্রবিষ্ট হইয়া, পুরদ্বার উদ্ঘাটিত করিলে, সমুদয় ফরাসি সৈন্য অতর্কিত রূপে উচ্ছলিত অর্ণবপ্রবাহের ন্যায়, নগরে প্রবেশ করিল। অনধিক সময়ের মধ্যেই, নগরস্থ সমস্ত মুসলমান তদীয় তরবারিপ্রহারে ছিন্নমস্তক ও ভূতলশায়ী হইল।

পতিব্রতা কামিনী

এবরার্ডনামক এক ব্যক্তি দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি পর্য্যটনকালে যে দেশে যে সমস্ত অসামান্য বিষয় দেখিতেন, তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া, এক আত্মীয়ের নিকট পাঠাইতেন। তাঁহার লিখিত পত্র সকল ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়। তন্মধ্যে এক পত্রে পতিপরায়ণতার এক অভূতপূর্ব্ব উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ পত্রের মর্ম্ম এই—

আমি, আল্‌পস্‌ পর্ব্বতের নানা অংশে ও জর্ম্মনি দেশে পর্য্যটন করিয়া, বিবেচনা করিলাম, ইড্রিয়াতে যে পারদের আকর আছে, তাহা না দেখিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করা উচিত নহে। তদনুসারে, এক পথদর্শকের সমভিব্যাহারে, আকরে প্রবিষ্ট হইলাম। যাহারা কর্ম্ম করিতেছিল, তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া, আমার যেরূপ কষ্টবোধ হইল, তাহার বর্ণনা করিতে পারি না। আমি জন্মাবচ্ছিন্নে তাহাদের মত হতভাগ্য লোক দেখি নাই। উৎকট অপরাধবিশেষে, রাজদণ্ড অনুসারে, এই ভয়ঙ্কর স্থানে যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিতে হয়। তাহারা, এই স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া, এ জন্মে আর সূর্য্যের মুখ দেখিতে পায় না। যাহারা তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করে, তাহারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, প্রহার করিয়া কর্ম্ম করায়। সর্ব্বদা পারা ঘাঁটিয়া, তাহাদের আকার অঙ্গারের ন্যায় মলিন, এবং শরীর নিতান্ত শীর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে। তাহারা রাজব্যয়ে আহার পাইয়া থাকে; কিন্তু, অল্প দিনের মধ্যেই, এরূপ উৎকট অগ্নিমান্দ্য ঘটে যে, কিছুমাত্র আহার করিতে পারে না; এবং শরীরের সন্ধিস্থল সকল এরূপ সঙ্কুচিত হইয়া যায়, যে সচরাচর প্রায় দুই বৎসরের অধিক বাঁচে না।

এই হৃদয়বিদারণ নিদারুণ ব্যাপার দর্শনে, আমার অন্তঃকরণে অতি বিষম শোক উপস্থিত হইল। আমি আক্ষেপ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলাম, মনুষ্যের ন্যায় নির্দয় ও নির্বিবেক জন্তু ভূমণ্ডলে আর নাই; দুর্ভর অর্থলালসার বশীভূত হইয়া, দুর্বলদিগের উপর কি ভয়ানক অত্যাচার করিয়া থাকে। এই সময়ে, পশ্চাদ্ভাগ হইতে কোন ব্যক্তি, আমার নামগ্রহণ ও সপ্রণয় সম্ভাষণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, ভ্রাতঃ! তুমি কেমন আছ। সেখানে, আমায় এ রূপে সম্ভাষণ করে, ঈদৃশ ব্যক্তি কেহ ছিল না, সুতরাং আমি চকিত হইয়া মুখ ফিরাইলাম; দেখিলাম, তথাকার এক কর্ম্মকর আমার নিকটে আসিতেছে। সে অবিলম্বে আমার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিল, কি হে, আমায় চিনিতে পারিতেছ না। কিয়ৎক্ষণ অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, আমি ঐ ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলাম,

দেখিলাম, আমার বহু কালের বন্ধু কৌণ্ট আলবর্টি সম্ভাষণ করিতেছেন। তোমার অবশ্যই স্মরণ হইবেক, তিনি বিয়েনার রাজসভার এক জন প্রসিদ্ধ পারিষদ, সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত, সর্ব্ব লোকের হৃদয়রঞ্জন, এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়জাতির আদর ও প্রশংসার আস্পদ ছিলেন। আমি অনেক বার তোমার মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়াছি; তুমি কহিতে, তিনি ইদানীন্তন কালের অলঙ্কারস্বরূপ, দয়া, ও সৌজন্যের অদ্বিতীয় আকরস্বরূপ, স্বীয় প্রভূত সম্পত্তি কেবল দীনের দুঃখবিমোচনে নিযোজিত রাখিয়াছেন।

তাঁহার ঈদৃশ অসম্ভাবিত দুরবস্থা দর্শন করিয়া, আমি নিতান্ত শোকাক্রান্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম; আমার মুখ হইতে বাক্যনিঃসরণ হইল না; নয়ন হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, শোকসংবরণ করিয়া, তাঁহার ঈদৃশী দশা ঘটিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, কিছু দিন হইল, কোন কারণে, এক সেনাপতির সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হয়; অপমানবোধ হওয়াতে, সম্রাটের আদেশ অমান্য করিয়া, তাঁহার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই; এবং তাঁহার প্রাণ-সংহার করিয়াছি স্থির করিয়া, পলাইয়া, ইষ্ট্রিয়ার জঙ্গলে লুকাইয়া থাকি। রাজপুরুষেরা, অনুসন্ধান করিয়া, আমাকে অবরুদ্ধ করে। ঐ স্থানে কতকগুলি দুর্দান্ত দস্যু বাস করিত। তাহারা, রাজপুরুষদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, আমায় আশ্রয় দেয়। তাহাদের সহবাসে নয় মাস কাল যাপন করি। এই দস্যুরা সন্নিহিত জনপদে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিত। তাহাদের দমনের নিমিত্ত এক দল সৈন্য প্রেরিত হয়। দস্যুদলে ও সৈন্যদলে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। অবশেষে, দস্যুদলের অধিকাংশ নিধনপ্রাপ্ত হইল। হতাবশিষ্ট দস্যুদিগের সহিত ধৃত ও প্রাণদণ্ডার্থে রাজধানীতে নীত হইলাম। তথায় উপস্থিত হইলে, আমায় চিনিতে পারিল। বন্ধুবর্গের সবিশেষ অনুরোধে আমার প্রাণদণ্ড রহিত হইয়া, যাবজ্জীবন এই স্থানে রুদ্ধ থাকিয়া কর্ম্ম করিবার আদেশ হইয়াছে।

এই রূপে, আলবর্টি আমার নিকট আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই স্থলে এক স্ত্রীলোক উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আকার প্রকার দেখিবামাত্র, আমার স্পষ্ট বোধ হইল, ইনি সামান্যা নারী নহেন, অবশ্যই কোন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা হইবেন। তাদৃশ ভয়ঙ্কর স্থানে থাকাতে, ও দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করাতেও, তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য এক কালে লয় প্রাপ্ত হয় নাই; তখনও তাঁহার রূপের বিলক্ষণ মাধুরী ও মোহনী শক্তি ছিল। ফলতঃ, তিনি জর্ম্মনির এক অতি সম্ভ্রান্ত কুলের কন্যা, কৌণ্ট আলবর্টির সহধর্ম্মিণী। তিনি অত্যন্ত পতিপরায়ণা, যাহাতে পতির অপরাধমার্জনা হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা

করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; অবশেষে, অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, তদীয় বিরহে প্রাণধারণ করা অসাধ্য ভাবিয়া, সমদুঃখভাগিনী হইবার নিমিত্ত, তাঁহার সহিত এই ভয়ঙ্কর স্থানে আসিয়া রহিয়াছেন। তিনি তাঁহার সহবাসে সন্তুষ্ট চিত্তে কালহরণ করিতেছেন; তাঁহার সহিত আকরের কর্ম্ম করিতেছেন। পূর্ব্বতন সুখসৌভাগ্যের অবস্থা, এক ক্ষণের জন্যেও, তাঁহার মনে উদিত হয় না। এরূপ স্ত্রীলোককেই পতিব্রতা কামিনী বলে। আমি ইঁহার আচরণদর্শনে মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছি।

এই আকরের অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। কতিপয় দিন আমি তথায় অবস্থিতি করি। এক দিন, তিন ব্যক্তি, বিয়েনা হইতে আসিয়া, আমার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং তত্রত্য লোকের নিকট হতভাগ্য কৌণ্ট আলবর্টির বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আমি শ্রবণমাত্র সেই গৃহে উপস্থিত হইলাম, এবং যে রূপে যে অবস্থায় তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষকে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সজল নয়নে তাহার সবিশেষ বর্ণন করিলাম; অনন্তর, জিজ্ঞাসা করিয়া, জানিতে পারিলাম, এই তিন জনের মধ্যে এক ব্যক্তি আলবর্টির পরম বন্ধু, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সহোদর, তৃতীয় ব্যক্তি তাঁহার পিতৃব্যপুত্র। আলবর্টি, যে সেনাপতির সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, এইরূপ বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছেন, তিনি হত হয়েন নাই, আহতমাত্র হইয়াছিলেন। সেনাপতি, সুস্থ হইয়া, আলবর্টির অপরাধমার্জনা প্রার্থনা করাতে, সম্রাট্ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। তদনুসারে, ইঁহারা তিন জনে তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন।

এই সংবাদ শুনিয়া, আমি আহ্লাদে পুলকিত হইলাম; ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে তাঁহাদিগকে আকরে লইয়া গেলাম; আলবর্টি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে এই শুভ সংবাদ দিলাম। শুনিয়া, ও এই তিন জন আত্মীয়কে দেখিয়া, তাঁহারা যে অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিলেন, তাহা বর্ণন করিতে পারা যায় না। বহির্গমনোপযোগী বেশপরিবর্ত্তন প্রভৃতিতে কতিপয় দণ্ড অতিবাহিত হইল। যখন, তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে পূর্ব্বসহচরদিগের নিকট বিদায় লইতে লাগিলেন, আমি দেখিয়া, আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া, অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, আমরা সেই ভয়ঙ্কর স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। আলবর্টি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী বহু দিনের পর সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাইলেন। রাজধানীতে প্রতিগমন করিয়া, তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে পুনরায় রাজপ্রসাদভাজন, পূর্ব্বতন পদে প্রতিষ্ঠিত, ও প্রভূতসম্পত্তিতে অধিকারী হইয়াছেন, এবং পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন।

স্বপ্নসঞ্চরণ

ইটালির অন্তঃপাতী পেডুয়া নগরে সাইরিলো নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ সুশীল, সচ্চরিত্র, সরলহৃদয় ও ধর্ম্মপরায়ণ; কিন্তু, স্বপ্নাবস্থায় ইহার সম্পূর্ণ-বিপরীতভাবাপন্ন হইতেন। তিনি, নিদ্রিত অবস্থায় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেন, এবং নানা অদ্ভুত ও বিগর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন।

যৎকালে সাইরিলো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন দিয়া, উত্তর লিখিয়া আনিতে কহিয়া দিয়াছিলেন। সেই সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া, পর দিন যথাকালে বিদ্যালয়ে লইয়া যাওয়া অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, তিনি যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠিত হইলেন। না লইয়া গেলে, অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট ভৎ‍্সনা ও অবমাননা প্রাপ্ত হইবেন, এজন্য তাঁহার অত্যন্ত দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। সেই দুর্ভাবনা বশতঃ কিছু লিখিতে না পারিয়া, তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ মনে শয়ন করিলেন; কিন্তু, পর দিন প্রাতঃকালে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, তাঁহার টেবিলের উপর ঐ সমস্ত প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর লিখিত রহিয়াছে; আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তৎসমুদয় তাঁহার স্বহস্তলিখিত।

এইরূপ অঘটনঘটনা দর্শনে, তিনি যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং যথাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে গমনপূর্ব্বক, স্বীয় অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তিনি শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপারের সবিশেষ পরীক্ষা করিবার মানসে, সে দিবস তিনি তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ও অধিক দুরূহ প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া আনিতে আদেশ দিলেন, এবং এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব অবধারিত করিবার অভিপ্রায়ে, সে দিন রজনীযোগে প্রচ্ছন্ন ভাবে তদীয় আবাসগৃহের সন্নিধানে অবস্থিতি করিলেন। সাইরিলো শয়নগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক নিদ্রাগত হইলেন, কিন্তু দুই তিন দণ্ড পরেই, প্রগাঢ়নিদ্রাবস্থায় শয্যা হইতে উঠিলেন, প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতে ও লিখিতে বসিলেন, এবং অনধিক সময়ের মধ্যেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া সমাপন করিলেন। তদ্দর্শনে যার পর নাই চমৎকৃত হইয়া, অধ্যাপক মহাশয় স্বীয় আবাসগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

যৌবনকাল উত্তীর্ণ হইলে, সাইরিলো সতত সাতিশয় বিষণ্ণচিত্ত ও সর্ব্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া উঠিলেন; সাংসারিক কোন বিষয়ে তাঁহার আর অনুরাগমাত্র

রহিল না। অবশেষে, সংসারাশ্রমে বিসর্জ্জন দিয়া, তিনি এক ধর্ম্মাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি তথায় স্বয়ং ধর্ম্মচিন্তা, অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশদান, ও অশেষবিধ কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান, করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই, তিনি সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধহৃদয়, সদাচারপূত ও উত্তম ধর্ম্মোপদেশক বলিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই খ্যাতি দীর্ঘকালস্থায়িনী হইল না। দিবসে যে সকল সদনুষ্ঠান দ্বারা সাধু বলিয়া গণনীয় ও সকলের মাননীয় হইতেন, রজনীযোগে স্বপ্ন-সঞ্চরণকালীন জঘন্য আচরণ দ্বারা সে সমুদয় তিরোহিত হইয়া যাইত। তিনি, প্রায় প্রত্যহ, নিদ্রিত অবস্থায় শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য গৃহে প্রবেশ করিতেন, এবং পরুষ ও অশ্লীল ভাষা উচ্চারণ করিতে থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে, আশ্রমবাসী ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার এই অদ্ভুত আচরণের বিষয় অবগত হইলেন। ধর্ম্মাশ্রমবাসীদিগের পক্ষে এই রূপে গৃহে গৃহে প্রবেশ ও অপভাষাপ্রয়োগ অত্যন্ত দোষাবহ; সুতরাং, তাহার নিবারণের উপায় করা অতি আবশ্যক; কিন্তু, ধর্ম্মাশ্রমের নিয়মাবলীর বহির্ভূত বলিয়া, তাঁহাকে রজনীযোগে গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখা বিহিত বোধ হইল না; সুতরাং, তিনি প্রতিরাত্রিতেই ঐরূপ কাণ্ড করিতে লাগিলেন।

এক দিন দৃষ্ট হইল, সাইরিলো স্বীয় গৃহে কেদারায় বসিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি, দুই তিন দণ্ড স্থির ভাবে থাকিয়া, যেন কাহার কথা শুনিতেছেন, এই ভাবে অবস্থিত হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন, অনন্তর, অবজ্ঞাসূচক অঙ্গুলিধ্বনি করিয়া, অপর এক ব্যক্তির দিকে মুখবিবর্ত্তনপূর্ব্বক, নস্যগ্রহণমানসে অঙ্গুলিবিস্তার করিলেন, কিন্তু তাহা না পাইয়া, যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, স্বীয় নস্যধানী বহিষ্কৃত করিলেন; তাহাতে কিছুমাত্র নস্য না থাকাতে, অঙ্গুলি দ্বারা তাহার অভ্যন্তরভাগ খুঁটরাইয়া কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন, এবং চারি দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া, পাছে কেহ উহা লয় এই আশঙ্কায়, সাবধানে স্বীয় বসনমধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। এই রূপে কিয়ৎ ক্ষণ, স্তব্ধ ভাবে অবস্থিত হইয়া, তিনি অকস্মাৎ সাতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন, এবং ক্রোধভরে অশেষবিধ জঘন্য শপথ ও অভিশাপ বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভ্রাতৃবর্গ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কৌতুক দেখিতেছিলেন, এক্ষণে ঐ সকল কুৎসাপূর্ণ বাক্য শ্রবণে বিরক্ত হইয়া স্ব স্ব আবাসগৃহে প্রতিগমন করিলেন।

আর এক দিন, তিনি, স্বপ্নাবেশে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, উপাসনাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং তত্রত্য তৈজস দ্রব্য সকল অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে তৎসমুদয়ের অন্বেষণ

করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে, ঐ সমুদয় দ্রব্য, পরিষ্কার করিয়া আনিবার নিমিত্ত, স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায় সম্পন্ন হইয়া উঠিল না; এজন্য, তিনি ক্রোধে অন্ধ হইলেন, এবং রিক্ত হস্তে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনিচ্ছু হইয়া, সেই গৃহস্থিত কতিপয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করিলেন, এবং সর্ব্বতঃ সশঙ্ক দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, স্বীয় গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক, সেই সমস্ত অপহৃত বস্তু শয্যাতলে লুকাইয়া রাখিয়া, পুনরায় শয়ন করিলেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার এই কাণ্ড অবলোকন করিতেছিলেন, তাঁহারা, তিনি পর দিন প্রাতঃকালে কিরূপ আচরণ করেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক চিত্তে রজনী যাপন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে সাইরিলোর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি, শয্যার মধ্যস্থল সাতিশয় উন্নত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং কি কারণে সেরূপ হইয়াছে তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, কতিপয় পরিচ্ছদ তথায় স্থাপিত দেখিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর, কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তিনি আকুল চিত্তে ধর্ম্মভ্রাতাদিগের নিকট সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, এই সমস্ত পরিচ্ছদ কি রূপে আমার শয্যাতলে নিহিত হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহারা কহিলেন, তুমি স্বয়ং এই রূপে এই কাণ্ড করিয়াছ। তিনি শুনিয়া কি পর্য্যন্ত শোকাকুল ও অনুতাপানলে দগ্ধ হইলেন, তাহা বলিতে পার যায় না।

এক সম্পত্তিশালিনী ধর্ম্মপরায়ণা নারী এই ধর্ম্মাশ্রমের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন। তিনি মৃত্যুকালে এই প্রার্থনা ও অভিলাষ প্রকাশ করিয়া যান, যেন তাঁহার কলেবর ঐ ধর্ম্মাশ্রমের কোন স্থানে সমাহিত হয়। তদনুসারে, তাঁহার কলেবর তথায় নীত এবং তদীয় মহামূল্য পরিচ্ছদ ও সমস্ত আভরণ সহিত মহাসমারোহে সমাহিত হইল। উল্লিখিত-ব্যাপারনির্বাহকালে, আশ্রমস্থ ধর্ম্মভ্রাতৃবর্গ সমবেত হইয়া যৎপরোনাস্তি শোক প্রকাশ, ও সেই নারীর পারলৌকিক মঙ্গলকামনায় জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সাইরিলো যেরূপ অকৃত্রিম শোক, পরিতাপ ও মঙ্গলকামনা করিয়াছিলেন, বোধ হয়, আর কেহই সেরূপ করিতে পারেন নাই।

পর দিন, প্রাতঃকালে, আশ্রমবাসীরা অবলোকন করিলেন, সেই নারীর সমাধিস্থান উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তদীয় কলেবর সর্ব্বাংশে বিকলিত হইয়াছে, যে সকল অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় ছিল তৎসমুদয় ছিন্ন ও মহামূল্য পরিচ্ছদ অপহৃত হইয়াছে। এই অতি বিগর্হিত ধর্ম্মবহির্ভূত ব্যাপার দর্শনে, সকলেই সাতিশয় শোকাকুল ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং যে

নরাধম দ্বারা এই জঘন্য কাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছিল, সকলেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া, একবাক্য হইয়া, তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে সাইরিলো সর্ব্বাপেক্ষায় সমধিক ক্ষুব্ধ ও শোকাকুল হইয়াছিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তিনি আপন আবাসগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং স্বীয় শয্যাতলে বস্তুবিশেষের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, ঐ নারীর পরিচ্ছদ অলঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত বস্তু সেই স্থানে স্থাপিত আছে। তখন গত রজনীতে, তিনিই ঐ সমস্ত ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া, সাইরিলো শোকে ও পরিতাপে ম্রিয়মাণ হইলেন। অতি বিষম অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে, ধর্ম্মভ্রাতৃবর্গকে সমবেত করিয়া, গলদশ্রু লোচনে শোকাকুল বচনে, সমস্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর, সকলে একমতাবলম্বী হইয়া, তদীয়-সম্মতিগ্রহণপূর্ব্বক, তাঁহাকে আশ্রমান্তরে প্রেরণ করিলেন। তত্রত্য প্রধান ব্যক্তির এরূপ ক্ষমতা ছিল, তিনি আবশ্যক বোধ করিলে, কোন ব্যক্তিকে গৃহবিশেষে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। এই আশ্রমে সাইরিলো রজনীযোগে এক গৃহে রুদ্ধ থাকিতেন, সুতরাং স্বপ্নাবেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, যথেচ্ছাচরণ করিতে পারিতেন না।

অকুতোভয়তা

ফরাসি দেশে দেশুলিয়র নামে এক সদ্বংশসম্ভূতা কামিনী ছিলেন। তিনি কবিত্বশক্তি দ্বারা স্বদেশে বিশিষ্টরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন, এবং সর্ব্বপ্রকার লোকের নিকট বিলক্ষণ আদরণীয় হয়েন।

একদা, তিনি, লুনিবিলের কৌণ্ট ও কৌণ্টেসের (১) সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত, তাঁহাদের বাসস্থানে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে, কৌণ্ট ও কৌণ্টেস, তাঁহার সমুচিত সমাদর ও পরিচর্য্যা করিয়া কহিলেন, রাত্রিবাসের নিমিত্ত, আপনি ইচ্ছানুসারে গৃহ মনোনীত করিয়া লউন; কিন্তু, একটি গৃহ নির্দিষ্ট করিয়া কহিলেন, কেবল এই গৃহে থাকিতে পাইবেন না, ইহাতে রাত্রিকালে ভূতের আবির্ভাব ও উপদ্রব হয়। কেবল আমরা উভয়ে ঐরূপ ভাবি, এরূপ নহে; এই বাটীতে যত লোক আছে, দেখিয়া শুনিয়া,

(১) কৌণ্ট—ফ্রান্স প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় জনপদে সম্ভ্রান্ত লোকদিগের পদবীবিশেষ। কৌণ্টের সহধর্ম্মিণীর পদবী কৌণ্টেস।

সকলেরই ঐরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে। এই গৃহের মধ্যে রাত্রিতে প্রায় সর্ব্বদাই বিরূপ শব্দ ও গোলযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। এজন্য, কেহ সাহস করিয়া, রজনীতে, এই গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না।

এই কথা শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, দেশুলিয়র কহিলেন, অদ্য আমি, এই গৃহেই রজনী যাপন করিব, এবং কি কারণে ঐরূপ বিরূপ শব্দ ও গোলযোগ হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখিব। কৌণ্ট মহাশয়, তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া, চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, আমরা কোন ক্রমে আপনাকে এই ভয়ঙ্কর গৃহে রাত্রিবাস করিতে দিব না; প্রভূত কৌতূহল বশতঃ, এক্ষণে আপনকার এরূপ ইচ্ছা ও সাহস হইতেছে বটে; কিন্তু অকিঞ্চিৎকর কৌতূহল চরিতার্থ করিতে গিয়া, পরিণামে আপনকার অসুখ ও যন্ত্রণার সীমা থাকিবেক না; অধিক কি, আপনকার প্রাণসংশয় পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। অতএব, আমি আপনকার এই অসংসাহসিক অধ্যবসায়ে কোন মতে অনুমোদন করিতে পারি না।

এই রূপে তিনি অনেক বুঝাইলেন ও অনেক ভয় দেখাইলেন, কিন্তু দেশুলিয়র কোন ক্রমেই বিচলিত হইলেন না। কৌণ্টেসও তাঁহাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইলেন ও বিস্তর বাদানুবাদ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দেশুলিয়রের এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, লোকে সচরাচর যে ভূতের গল্প করে ও ভূতের উপদ্রব বর্ণন করে, সে সকল নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিমূলক ও কুসংস্কারজনিত; দুর্বলচিত্ত লোকেরাই তাদৃশ কল্পিত বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই সংস্কার বশতঃ, কিছুতেই তাঁহার সাহস সঙ্কুচিত বা ব্যতিক্রান্ত হইল না। তদ্দর্শনে, কৌণ্ট ও কৌণ্টেস, ভয় ও দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া, যথোচিত বিনয় করিলেন, ভর্ৎসনা করিলেন, দুঃখপ্রকাশ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে অবলম্বিত অধ্যবসায় হইতে বিরত করিতে পারিলেন না; অবশেষে, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অনন্তর, দেশুলিয়র, এক পরিচারিকা সমভিব্যাহারে, শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন, এবং পরিচ্ছদপরিহারপূর্ব্বক পল্যঙ্কে আরোহণ করিয়া, পরিচারিকাকে কহিলেন, পল্যঙ্কের শিখরের দিকে একটি বড় বাতী জ্বালিয়া রাখ, এবং দৃঢ় রূপে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া যাও। সে, তদীয় আদেশানুরূপ কার্য্য সমাধা করিয়া, প্রস্থান করিলে পর, তিনি শয়ন করিয়া কিয়ৎ ক্ষণ পুস্তক পাঠ করিলেন, এবং পাঠ করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

কিঞ্চিৎ কাল পরে, বিকট শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অবিলম্বে দ্বার উদ্ঘাটিত, ও পদসঞ্চারধ্বনি আরব্ধ, হইল। শ্রবণমাত্র, দেশুলিয়র স্থির করিলেন, বাটীর সকলে যাহাকে ভূত ভাবিয়া, ভয় পাইয়া থাকে, সে এই। পরে তিনি, অবিচলিত চিত্তে ও অসঙ্কুচিত স্বরে, তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি যে হও না কেন, আমি তোমায় স্পষ্ট কহিতেছি, কিছুতেই ভয় পাইব না; এবং এই বাটীর সকলের যে অমূলক ভয় ও সংস্কার জন্মিয়া আছে, আজি তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিব বলিয়া যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কোন কারণে তাহা হইতে বিচলিত হইব না; যদি আমায়, ভয় দেখাইয়া, তাহা হইতে বিরত করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তুমি কদাচ কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না; আমার ভাগ্যে যাহা ঘটুক না কেন, আমি শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ক্ষান্ত হইব না।

দেশুলিয়র এই বলিয়া বিরত হইলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না। তিনি পুনরায় সেইরূপ কহিলেন, তথাপি কোন উত্তর পাইলেন না। পল্যঙ্কের অতি সন্নিকটে একটি কাঠের পরদা ছিল, উহা উলটিয়া মশারির উপর পতিত হওয়াতে, একটা বিকট শব্দ হইল। যাহাদের ভূতের ভয় আছে, এরূপ অবস্থায় ঐরূপ শব্দ শুনিলে ও ঘটনা দেখিলে, তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ ও চৈতন্যধ্বংস হয়, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু, দেশুলিয়রের মনে ভয় বা উদ্বেগের অণুমাত্র সঞ্চার হইল না। তাঁহার এই সন্দেহ হইল, বাটীর কোন ভৃত্য আমায় ভয় দেখাইতে আসিয়াছে। যাহা হউক, তিনি সেই রাত্রিচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, কি জন্যে এখানে আসিয়াছ, বল; তুমি কখনই, এ রূপে ভয় প্রদর্শন করিয়া, আমায় ব্যাকুল বা বিচলিত করিতে পারিবে না। উহা কোন উত্তর দিল না; প্রশান্ত ভাবে গৃহমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, উহা জ্বলন্ত বাতীর নিকটে উপস্থিত হইল। অবিলম্বে, বৃহৎ বাতী ও বাতীর প্রকাণ্ড আধার উলটিয়া পড়িল। ভয়ানক শব্দ ও গৃহ অন্ধকারময় হইল। তাহাতেও তিনি কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইলেন না।

অবশেষে, সেই রাত্রিচর পল্যঙ্কের পাদদেশে উপস্থিত হইল। তখনও দেশুলিয়রের অন্তঃকরণে অণুমাত্র ভয়সঞ্চার হইল না। ভাল হইল, তুমি কি পদার্থ, এখন আমি অনায়াসে তাহার নির্ণয় করিতে পারিব, এই বলিয়া, গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, তিনি পল্যঙ্কের পাদদেশে হস্তপ্রসারণ করিয়া, তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই কর মখমলের ন্যায় কোমল দুই কর্ণে সংলগ্ন হইল। তিনি, বলপূর্ব্বক, সেই দুই কর্ণ ধরিলেন,

এবং যাবৎ রাত্রিশেষ ও সূর্য্যোদয় না হয়, ছাড়িবেন না, স্থির করিলেন ; কিন্তু কাহার কর্ণ ধরিলেন, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। এই ভাবে অবস্থিত হইয়া, তিনি রজনীর অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, এই অদ্ভুত ব্যপারের স্বরূপনির্ণয় হইল। ঐ বাটীতে এক বৃহৎ কুক্কুর ছিল। দেশুলিয়র দেখিলেন, ঐ কুক্কুরের কর্ণে ধরিয়া আছেন। ভয়ঙ্কর ভৌতিক ব্যাপারের এই রূপে পর্য্যবসান হওয়াতে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন ; অনন্তর, সেই কুক্কুরের কর্ণ পরিত্যাগপূর্ব্বক, নিশ্চিন্ত হইয়া, শয়ন করিয়া রহিলেন।

এ দিকে, কৌণ্ট ও কৌণ্টেস, শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া, যৎপরোনাস্তি উদ্বেগ ও দুর্ভাবনায় রজনী যাপন করিলেন, এক বারও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা এই বিষয়ের যত আন্দোলন করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। অবশেষে, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন, আমরা প্রাতঃকালে উঠিয়া, দেশুলিয়রের প্রাণত্যাগ হইয়াছে, অবধারিত দেখিতে পাইব। রজনী অবসন্না হইবামাত্র, তাঁহারা শয়নাগার হইতে বহির্গত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে, অবসন্ন গমনে ভূতাবিষ্ট গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, সাহস করিয়া সহসা সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে, প্রবেশ করিয়াও, কথা কহিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। রাত্রিতে কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া, উভয়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া, দেশুলিয়র মশারির অভ্যন্তর হইতে বিনির্গমনপূর্ব্বক, প্রাতঃকর্ত্তব্য নমস্কার সম্ভাষণাদি করিয়া, সহাস্য মুখে তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে জীবিত, অক্ষতশরীর ও প্রফুল্লহৃদয় দেখিয়া, তাঁহাদের কলেবরে প্রাণসঞ্চার হইল। রাত্রিতে যার পর যে ঘটনা হইয়াছিল, তৎসমুদয় তিনি অবিকল বর্ণন করিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। অবশেষে, দেশুলিয়র কৌণ্ট মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এ বিষয়ে আপনকার বিলক্ষণ ভ্রম জন্মিয়া আছে, এবং প্রশ্রয় দেওয়াতে, সেই ভ্রম ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে ; আর আপনকার তাদৃশ অমূলক কুসংস্কার থাকা উচিত নহে। আপনারা যাহাকে ভূত বলিয়া, স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, ঐ দেখুন, সে শুইয়া রহিয়াছে। এই বলিয়া, অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক, তিনি ঐ কুক্কুর দেখাইয়া দিলেন, এবং হাস্যমুখে রাত্রিবৃত্তান্তের শেষ ভাগ বর্ণন করিলেন।

সবিশেষ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর দেশুলিয়র পুনরায়, কৌণ্টকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, ভবাদৃশ ব্যক্তির ঈদৃশ কুসংস্কারের বশীভূত হওয়া উচিত নহে ; দেখুন, এই অমূলক কুসংস্কারের দোষে আপনাদের অন্তঃকরণে কত শঙ্কা জন্মিয়াছিল ; গত রাত্রিতে, আমার কি বিপদ ঘটে, এই দুর্ভাবনায় আপনারা, কত অসুখে কালযাপন করিয়াছেন, বলিতে পারি না। লোকে যে সকল ব্যাপারের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে না পারে, উহাদিগকে অলৌকিক ঘটনা জ্ঞান করিয়া থাকে। তৎপরে, তিনি দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং, প্রত্যহ চাবি দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে, কুক্কুরে কি রূপে দ্বার খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিবেক, এই সংশয়চ্ছেদন করিবার নিমিত্ত, দ্বার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন ; অবিলম্বে দেখিতে পাইলেন, উহার কল প্রভৃতি এত শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে, কিছু বল পূর্ব্বক ধাক্কা মারিলেই কপাট খুলিয়া যায়।

এই রূপে গৃহপ্রবেশ অনায়াসসাধ্য হওয়াতে, কুক্কুর প্রত্যহ অধিক রাত্রিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিত, কিয়ৎ ক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া পল্যঙ্কে আরোহণপূর্ব্বক তদুপরি নিদ্রা যাইত, এবং রাত্রিশেষে, নিদ্রাভঙ্গ হইলে, গৃহ হইতে নির্গত হইয়া, স্বস্থানে গিয়া অবস্থিতি করিত। সে রাত্রিও, পল্যঙ্কে আরোহণ করিবার অভিপ্রায়ে, উহার পাদদেশে গমন করিয়াছিল ; বোধ হয়, দেশুলিয়র বলপূর্ব্বক কর্ণে ধরিয়া না রাখিলে, তদুপরি আরোহণ করিত।

যাহা হউক, কৌণ্ট ও কৌণ্টেস, এই রূপে ভৌতিক বৃত্তান্তের সিদ্ধান্ত হওয়াতে, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং দেশুলিয়রের সাহস, বুদ্ধিকৌশল ও অকুতোভয়তা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, মুক্ত কণ্ঠে তাঁহাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, তিনি, স্ত্রীলোক হইয়া, সাহস ও অকুতোভয়তার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, পুরুষজাতির মধ্যেও সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

সৌভ্রাত্র

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, পোর্ত্তুগীসদিগের জাহাজ ভারতবর্ষে যাতায়াত করিত। একদা এক জাহাজ অন্যূন দ্বাদশশত লোক লইয়া ভারতবর্ষে আসিতেছিল। প্রথমতঃ, কিছু দিন কোন অসুবিধা বা উপদ্রব ঘটে নাই ; ঐ জাহাজ নির্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে

আফ্রিকা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল; অনন্তর, উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া, উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে চলিতে, আরোহীদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে, এক জলমগ্ন পাহাড়ে সংলগ্ন হইল। তলভেদ হইয়া এ রূপে জলপ্রবেশ হইতে লাগিল যে, অবিলম্বে উহার অর্ণবপ্রবাহে মগ্ন হওয়া অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল।

জাহাজের উপর পিনেস নামে একখানি ক্ষুদ্র তরী ছিল। এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, কাপ্তেন সেই পিনেস জলে ভাসাইলেন, এবং কিছু আহারসামগ্রী লইয়া, আর উনবিংশতি ব্যক্তির সহিত উহাতে আরোহণ করিলেন। এতদ্ভিন্ন, অনেকে ঐ পিনেসে আসিবার নিমিত্ত উদ্যম করিয়াছিল, কিন্তু অধিক লোক হইলে পাছে মগ্ন হইয়া যায়, এই আশঙ্কায়, তাঁহারা তরবারিপ্রহার দ্বারা উহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন; এই রূপে, কাপ্তেন ও তৎসমভিব্যাহারীরা প্রস্থান করিলে পর, জাহাজ অবশিষ্ট আরোহিবর্গের সহিত অর্ণবগর্ভে প্রবিষ্ট হইল।

সমুদ্রপথে কম্পাস ব্যতিরেকে দিঙ্‌নির্ণয় হয় না। জাহাজে কম্পাস ছিল, কিন্তু কাপ্তেন, প্রাণবিনাশশঙ্কায় নিতান্ত অভিভূত ও একান্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া, কম্পাস লইতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন; সুতরাং, পিনেসের লোকেরা, দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে দাঁড় বাহিয়া চলিলেন। সমুদ্রের জল এরূপ লবণময় যে কোন ক্রমেই পান করিতে পারা যায় না। জাহাজে পানার্থ জল ছিল, পিনেসের লোকেরা ব্যাকুলতা প্রযুক্ত তাহাও লইতে পারেন নাই; এজন্য তাঁহাদের পিপাসানিবন্ধন কষ্টের একশেষ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা এইরূপ দুরবস্থায় পিনেস চালাইতে লাগিলেন।

জাহাজের কাপ্তেন পূর্ব্বাবধি পীড়িত ও অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন; চারি দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। এই দুর্ঘটনা দ্বারা পিনেসে অশেষবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে লাগিল; সকলেই কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণে ও আজ্ঞাপ্রদানে উদ্যত, কেহই অধীনতাস্বীকারে ও আজ্ঞা-প্রতিপালনে সম্মত নহেন। অবশেষে, সকলে ঐক্যমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক, এক অভিজ্ঞ বৃদ্ধ ব্যক্তির হস্তে কর্ত্তৃত্বভার প্রদান করিলেন।

কত দিনে তাঁহারা তীর প্রাপ্ত হইবেন, তাহার নিশ্চয় ছিল না; আর তাঁহারা যে আহারসামগ্রী লইয়া পিনেসে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল; সুতরাং, স্বল্পাবশিষ্ট ভাগ দ্বারা সকলের অধিক দিন প্রাণধারণ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে; এজন্য, নূতন কাপ্তেন এই প্রস্তাব করিলেন, আমরা পিনেসে যত লোক আছি, অবশিষ্ট আহারসামগ্রী দ্বারা অধিক দিন সকলের প্রাণধারণ অসম্ভব; অতএব, লাটরি

করিয়া, আপাততঃ সমুদয়ের চতুর্থ ভাগ লোককে সমুদ্রে ক্ষেপণ করা যাউক ; তাহা হইলে, তদ্দ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক দিন চলিতে পারিবেক।

এই প্রস্তাবে সকলে সম্মতিপ্রদর্শন করিলেন। পিনেসে সমুদয়ে উনিশ ব্যক্তি ছিলেন ; তন্মধ্যে এক ব্যক্তি পাদরি, আর এক ব্যক্তি সূত্রধর। প্রথম ব্যক্তি অন্তিম সময়ে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দিবেন, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি, আবশ্যক হইলে, পিনেসের মেরামত করিতে পারিবেন, এই বিবেচনায় সকলে তাঁহাদের উভয়কে ছাড়িয়া লাটরি করিতে সম্মত হইলেন। আর, নূতন কাপ্তেন বয়সে প্রাচীন, বিশেষতঃ তিনি না থাকিলে পিনেসচালন কঠিন হইয়া উঠিবেক ; এজন্য সকলে তাঁহাকেও ছাড়িয়া দিলেন। তিনি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে সম্মত হয়েন নাই, পরিশেষে, সকলের সবিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল।

এই রূপে, তিন জনকে পরিত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট ষোল জনের মধ্যে লাটরি হইল। যে চারি জনকে অর্ণবপ্রবাহে প্রক্ষিপ্ত করা অবধারিত হইল, তন্মধ্যে তিন জন, তৎকালোচিত উপাসনাকার্য্য সমাধা করিয়া, প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হইলেন। চতুর্থ ব্যক্তির কনিষ্ঠ সহোদর পিনেসে ছিলেন ; এই যুবক, জ্যেষ্ঠের প্রাণনাশের উপক্রমদর্শনে যৎপরোনাস্তি কাতর ও শোকাভিভূত হইয়া, নিরতিশয়স্নেহভরে তাঁহারে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে আকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ, আমি কোন ক্রমেই তোমায় প্রাণত্যাগ করিতে দিব না ; তোমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া, আমি প্রাণত্যাগ করিতেছি ; বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি বিবাহ করিয়াছ, তোমার স্ত্রী আছেন, অনেকগুলি সন্তান হইয়াছে ; বিশেষতঃ, তিনটি অনাথা ভগিনী আছে ; তুমি জীবিত থাকিলে সকলের ভরণ পোষণ করিতে পারিবে ; এমন স্থলে, তোমার প্রাণত্যাগ করা কোন ক্রমেই পরামর্শসিদ্ধ নহে ; তুমি প্রাণত্যাগ করিলে যত অনিষ্ট ঘটিবে, আমি অকৃতদার, আমি মরিলে অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে অল্প অনিষ্ট ঘটিবে।

জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের এই অদ্ভুত প্রস্তাব শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন ও তদীয় স্নেহের পরা কাষ্ঠা ও সৌজন্যের আতিশয্য দর্শনে যৎপরোনাস্তি মুগ্ধ ও আর্দ্র হইয়া, অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে, গদ্গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, বৎস, আমি কোন ক্রমেই তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না ; কারণ, পরের প্রাণ দিয়া আপন প্রাণরক্ষা করা অপেক্ষা অধর্ম্ম আর নাই ; বিশেষতঃ, তুমি কনিষ্ঠ সহোদর নিরতিশয় স্নেহপাত্র, তাহাতে আবার তুমি আমার প্রাণরক্ষার প্রস্তাব করিয়া অনির্বচনীয় স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছ ; যদি আমি তোমায় আমার স্থলে প্রাণত্যাগ করিতে দি, তাহা হইলে, আমার অধর্ম্মের একশেষ হইবে, এবং অবশেষে

শোকে ও অনুশয়ে দগ্ধ হইয়া আত্মঘাতী হইতে হইবেক। অতএব, ক্ষান্ত হও, আমায় প্রাণত্যাগ করিতে দাও।

জ্যেষ্ঠের এই সকল কথা শুনিয়া, কনিষ্ঠ কহিলেন, তুমি অবধারিত জানিবে, আমি কোন ক্রমেই তোমায় আমার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিতে দিব না ; এই বলিয়া, জানুপাতন-পূর্ব্বক, দৃঢ় বন্ধনে তাঁহার চরণে ধরিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ ও অন্যান্য সকলে বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার ভুজবন্ধনের অপনয়ন করিতে পারিলেন না। তখন, জ্যেষ্ঠ কহিলেন, বৎস, তুমি এ অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর ; আমি যেরূপ করিতেছিলাম, আমার অসদ্ভাবে, তুমি সেইরূপ আমার পুত্রকন্যাদিগের লালনপালন, আমার পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ ও অনাথা ভগিনীদিগের ভরণপোষণ করিতে পারিবে। অতএব, আমার কথা শুন, ক্ষান্ত হও, আমায় প্রাণত্যাগ করিতে দাও।

এই রূপে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহাকে বিরত করিতে পারিলেন না। অবশেষে, তাঁহাকে কনিষ্ঠের প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। অনন্তর, অপর তিন জন ও সেই যুবক অর্ণবপ্রবাহে প্রক্ষিপ্ত হইলেন। তিন জন তৎক্ষণাৎ অদর্শন প্রাপ্ত হইলেন ; কিন্তু, সেই যুবক সন্তরণবিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন, এজন্য সহসা জলমগ্ন হইলেন না। তিনি, কিয়ৎ ক্ষণ সন্তরণপূর্ব্বক, প্রাণভয়ে অভিভূত ও কাতর হইয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পিনেসের ক্ষেপণী ধারণ করিলেন। একজন পোতবাহক অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্তচ্ছেদন করিলে, তিনি পুনরায় সন্তরণ করিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরে, অপর হস্ত দ্বারা পিনেসের ক্ষেপণী অবলম্বন করিলেন। তখন পোতবাহক পূর্ব্ববৎ তাঁহার ঐ হস্তেরও ছেদন করিল। তিনি, পুনরায় অর্ণবপ্রবাহে পতিত হইলেন, কিন্তু তখনও জলমগ্ন না হইয়া, শোণিতোদ্গারী দুই ছিন্ন হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া, পিনেসের সন্নিহিত দেশে সন্তরণ করিতে লাগিলেন।

সেই যুবকের ভ্রাতৃস্নেহের একশেষদর্শনে, সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার এই অবস্থা অবলোকন করিয়া, সকলেরই অন্তঃকরণে যার পর নাই করুণার উদয় হইল। তাঁহারা সকলেই অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরে একবাক্য হইয়া কহিলেন, আমাদের ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই ঘটিবেক, আমরা অবশ্যই উহার প্রাণরক্ষা করিব ; জন্মাবচ্ছিন্নে কেহ কখন ভ্রাতৃস্নেহের এরূপ দৃষ্টান্ত অবলোকন করি নাই। এই বলিয়া, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পিনেসে উঠাইয়া লইলেন, এবং কথঞ্চিৎ তদীয় হস্তের শিরাবন্ধন করিয়া, শোণিতস্রাব স্থগিত করিলেন।

পিনেসের লোকেরা অহোরাত্র অবিশ্রামে দাঁড় বাহিতে লাগিলেন। পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, তাঁহারা অনতিদূরে স্থল নিরীক্ষণ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেরই অন্তঃকরণে সাহস ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। তখন তাঁহারা, সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া, বিলক্ষণ বল সহকারে ক্ষেপণী ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে, পিনেস আফ্রিকার অন্তর্বর্ত্তী মোজাম্বিক পর্ব্বতের সন্নিহিত হইলে, তাঁহারা, জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া, বাষ্পবারিপরিপূরিত নয়নে, তীরে অবতীর্ণ হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে অনতিদূরে পোর্ত্তুগীসদিগের এক উপনিবেশ ছিল; তাঁহারা, অনতিবিলম্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন।

উপনিবেশের লোকেরা, তাঁহাদের দুরবস্থার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন; কিন্তু ঐ দুই সহোদরের, বিশেষতঃ কনিষ্ঠের, ভ্রাতৃস্নেহের একশেষ শ্রবণ করিয়া, এবং পরিশেষে যে রূপে কনিষ্ঠের প্রাণরক্ষা হইয়াছে তৎসমুদয় বিদিত হইয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, এবং তাঁহাদের দুই সহোদরকে, এবং কনিষ্ঠের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত পিনেসস্থিত লোকদিগকে, মুক্ত কণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

আশ্চর্য্য দস্যুদমন

রাইন নদীর তীরে যুদর্ফ নামে এক গ্রাম আছে। ঐ গ্রামস্থ এক গৃহস্থ, রবিবার প্রাতঃকালে, সন্নিহিত গ্রামের দেবালয়ে, সপরিবারে, উপাসনা করিতে গেলেন। একটি শিশু সন্তান ও একমাত্র তরুণী পরিচারিকা বাটীতে রহিল। এই পরিচারিকার নাম হাঁচেন। সে গৃহস্থের আহার প্রস্তুত করিতেছে, এমন সময়ে বটেলরনামক এক যুবক তথায় উপস্থিত হইল। হাঁচেনের সহিত এই ব্যক্তির বিবাহের কথা উত্থাপন হইয়াছিল, এজন্য সে মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিত। ক্রমে ক্রমে ঐ ব্যক্তির প্রতি হাঁচেনের অনুরাগসঞ্চার হয়। সে তাহাকে সুবোধ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি বলিয়া বোধ করিত। কিন্তু বটেলর বাস্তবিক সেরূপ লোক নহে। হাঁচেন ব্যতিরিক্ত ব্যক্তিমাত্রেই তাহাকে অলস, অকর্ম্মণ্য ও দুশ্চরিত্র বলিয়া জানিত। গৃহস্বামী তাহাকে বিলক্ষণ চিনিতেন, এজন্য তাহাকে তাঁহার বাটীতে আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসারে, সে আর তাঁহার বাটীতে প্রবেশ, বা হাঁচেনের সহিত সাক্ষাৎ, করিতে পারিত না। হাঁচেন সেজন্য

অত্যন্ত দুঃখিত ছিল। রবিবার প্রাতঃকালে, গৃহস্থের অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ দেখিয়া, সে নির্ভয়ে ঐ বাটীতে আসিয়াছিল।

হাঁচেন, তাহাকে সমাগত দেখিয়া, আহ্লাদে পুলকিত হইল, সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর, তাহাকে বসাইয়া, উত্তম ভক্ষ্য দ্রব্য আনিয়া, আহার করিতে দিল, এবং তাহার নিকটে বসিয়া, প্রফুল্ল চিত্তে কথোপকথন করিতে লাগিল। আহার করিতে করিতে বটেলরের হস্ত হইতে ছুরীখানি ভূমিতে পড়িয়া গেল, অথবা সে ইচ্ছাপূর্ব্বক ফেলিয়া দিল, এবং হাঁচেনকে ঐ ছুরী তুলিয়া দিতে বলিল। হাঁচেন হাস্যমুখে পরিহাস করিয়া কহিল, সকলে বলে, তুমি অত্যন্ত অলস ও অকর্ম্মণ্য লোক; এ কথা নিতান্ত অলীক বোধ হইতেছে না; নতুবা ছুরীখানি, আপনি না তুলিয়া, আমায় তুলিয়া দিতে বলিবে কেন; ছুরী আমার অপেক্ষা তোমার নিকটে আছে, সুতরাং তুমি অনায়াসে তুলিয়া লইতে পার; তুমি আপনি তুলিয়া লও, আমি কখনই তুলিয়া দিব না; পুরুষের পরিশ্রমে এত কাতর হওয়া উচিত নহে।

যাহা হউক, অবশেষে, হাঁচেন ছুরী তুলিয়া দিতে তাহার নিকটে আসিল, এবং যেমন, মস্তক অবনত করিয়া, ছুরী তুলিতে গেল, অমনই সেই দুরাত্মা বাম হস্ত দ্বারা বিলক্ষণ বলপূর্ব্বক তদীয় গ্রীবা ধরিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বস্ত্রমধ্য হইতে এক তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বহিষ্কৃত করিল, এবং কটূক্তিপ্রয়োগ ও ভয়প্রদর্শন করিয়া কহিল, যদি বাঁচিতে চাও, চীৎকার করিও না, এবং তোমার প্রভুর সম্পত্তি কোন স্থানে আছে দেখাইয়া দাও, নতুবা এখনই তোমার কণ্ঠচ্ছেদন করিব। তাহার ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে চমৎকৃত ও ভয়ে অভিভূত হইয়া, হাঁচেন কহিল, কি কর, ছাড়িয়া দাও, আমার প্রাণ যায়, আর খানিক এরূপে ধরিয়া থাকিলে, আমি মরিয়া যাইব। সে কহিল, হয় তোমার প্রভুর সম্পত্তি দেখাইয়া দাও, নয় এখনি তোমার প্রাণবধ করিব।

হাঁচেন বিস্তর বুঝাইল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না; অবশেষে, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, ভাব গোপন করিয়া কহিল, আমি যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে, তোমার অভিপ্রায় অনুসারে না চলিলে, আমার নিষ্কৃতি নাই; কিন্তু যদি তুমি আমায় তোমার সঙ্গে লইয়া যাও, তাহা হইলে আমি তোমায় সম্পত্তি দেখাইয়া দি; কারণ, তুমি সম্পত্তি লইয়া গেলে পর, প্রভু আমায় চোর বলিয়া সন্দেহ করিবেন, এবং তদুপলক্ষে অনেক শাস্তি ও অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবেক; সুতরাং, আমি কোন ক্রমে আর এখানে থাকিতে পারিব না; তদপেক্ষা তোমার সঙ্গে যাওয়াই আমার পক্ষে

সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর; অতএব, আমার কথা শুন, গ্রীবা ছাড়িয়া দাও, সত্বর কার্য্য সম্পন্ন কর; তাঁহাদের আসিবার অধিক বিলম্ব নাই; তাঁহারা আসিয়া পড়িলে, তোমার সকল চেষ্টা বিফল হইবেক, এবং উভয়েই মারা পড়িব।

এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া, হাঁচেন তাহার মতানুবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া, বটেলরের নিশ্চিত বোধ জন্মিল। তখন সে তাহার গ্রীবা ছাড়িয়া দিল। হাঁচেন সেই দুরাত্মাকে প্রভুর শয়নাগারে লইয়া গেল, যে করণ্ডকে তাঁহার সম্পত্তি স্থাপিত ছিল দেখাইয়া দিল। এবং গৃহের কোণ হইতে এক কুঠার আনিয়া তাহার হস্তে দিয়া কহিল, এই কুড়াল লইয়া করণ্ডক ভগ্ন কর, কেবল হস্ত দ্বারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না; সত্বর কার্য্য শেষ কর, এই অবকাশে আমি এক বার উপরে যাই, আমার যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী আছে, ও এত দিন কর্ম্ম করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছি, সমুদয় লইয়া আসি। হাঁচেনের কার্য্যদর্শনে ও বাক্যশ্রবণে সেই দুরাত্মা অতিশয় সন্তুষ্ট হইল, এবং অনন্যচিত্ত হইয়া, করণ্ডকভঙ্গ পূর্ব্বক, অর্থনিষ্কাশন করিতে লাগিল। হাঁচেন, এই রূপে সেই দুরাচারের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইল, এবং মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক, নিমিষমধ্যে সেই শয়নাগারের দ্বার এ রূপে রুদ্ধ করিল যে, আর সেই দুরাচারের গৃহ হইতে নির্গত হইবার উপায় রহিল না।

এই রূপে বটেলরকে গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া, হাঁচেন বাটীর বহির্দ্বারে উপস্থিত হইল, এবং লোকসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত, কাতর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, সে দিন, সে সময়ে, সেখানে ব্যক্তিমাত্র ছিল না; কেবল গৃহস্বামীর পঞ্চমবর্ষীয় পুত্রটি কিঞ্চিৎ দূরে খেলা করিতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া, তদীয় নাম গ্রহণপূর্ব্বক, হাঁচেন উচ্চৈঃস্বরে কহিল, তুমি ঐ পথ দিয়া, দৌড়িয়া তোমার পিতার নিকটে যাও, এবং তাঁহাকে সত্বর বাটী আসিতে বল, নতুবা আমার প্রাণান্ত ও তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত হইবেক। বালক, তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, নির্দিষ্ট পথ দিয়া, দৌড়িয়া পিতার নিকটে চলিল। সে তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে গেল, ইহা দেখিয়া, কিঞ্চিৎ অংশে নিশ্চিন্ত হইয়া, হাঁচেন দ্বারদেশে উপবিষ্ট হইল, এবং ঈশ্বরের কৃপায়, আজি আমি প্রভুর সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিলাম, এই ভাবিয়া, আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

কিন্তু, হাঁচেনের এই আনন্দ অধিকক্ষণস্থায়ী হইল না। অতি বিকট তুরাশব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। বটেলর এক সহচর সঙ্গে আনিয়াছিল, এবং এই উপদেশ

দিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া আসিয়াছিল যে, আবশ্যক হইলে তুরীশব্দ দ্বারা যেরূপ সঙ্কেত করিব, তদনুযায়ী কার্য্য করিবে। সে গৃহমধ্যে রুদ্ধ হইয়া, এবং হাঁচেন বালককে তাহার পিতার নিকট সংবাদ দিতে পাঠাইল ইহা শুনিতে পাইয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইবার অশেষবিধ চেষ্টা পাইল, কিন্তু কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, জানালা খুলিয়া, তুরীশব্দ দ্বারা স্বীয় সহচরকে সতর্ক করিয়া কহিল, ঐ পথ দিয়া যে বালক দৌড়িয়া যাইতেছে তাহাকে ধর, এবং হাঁচেনের প্রাণ বধ কর। হাঁচেন শুনিয়া, চকিত হইয়া, চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। বালক দ্রুত বেগে দৌড়িয়া যাইতেছে, কেহ তাহাকে ধরিল না, ইহা অবলোকন করিয়া, সে বিবেচনা করিল, দুরাত্মা, আমায় ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিবার অভিপ্রায়ে, মিথ্যা আস্ফালন করিতেছে। কিন্তু, কিয়ৎ দূর গিয়া, বালক এক সেতুর উপর উপস্থিত হইবামাত্র, বটেলরের সহচর তাহার নিম্ন দেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, বালককে বগলে লইয়া, সেই বাটীর দিকে ধাবমান হইল।

এই অতর্কিত নূতন বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, হাঁচেন অত্যন্ত শঙ্কিত ও চিন্তান্বিত হইল, এবং সত্বর বাটীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক, দৃঢ় রূপে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। এই দ্বার ব্যতিরিক্ত বাটীতে প্রবেশ করিবার আব পথ ছিল না; অনেকগুলি জানালা ছিল বটে, কিন্তু সে সমস্তই লোহার গরাদ দ্বারা বিলক্ষণ রূপে রক্ষিত। সুতরাং, দ্বিতীয় দস্যুর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই, এই স্থির করিয়া, সে ভাবিতে লাগিল, যদি প্রভুর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ইহাদিগকে এই অবস্থায় রাখিতে পারি, তাহা হইলেই মঙ্গল; নতুবা, ইহারা আমার প্রাণ বধ করে, তাহাও স্বীকার, তথাপি প্রাণ থাকিতে প্রভুর সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে না।

হাঁচেন উদ্বিগ্ন চিত্তে, উপবিষ্ট হইয়া, এই চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে সেই দুরন্ত দস্যু দ্বারদেশে উপস্থিত হইল, এবং কুৎসিত কটূক্তি প্রয়োগ ও অশেষবিধ ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, যদি ভাল চাহিস্, দরজা খুলিয়া দে, নতুবা আমি দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিব। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যাহা আছে, তাহাই হইবে, হাঁচেন এইমাত্র উত্তর দিল। বালক, ভয়ে অস্থির হইয়া, ক্রমাগত বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। হাঁচেন কোন ক্রমে দ্বার উদ্ঘাটিত করিল না দেখিয়া, জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া, বটেলর স্বীয় সহচরকে কহিল, যদি সে অবিলম্বে দরজা খুলিয়া না দেয়, তাহার সমক্ষে ঐ বালকের গলা কাটিয়া ফেল। এই ভয় প্রদর্শন শ্রবণে হাঁচেনের হৃৎকম্প ও বুদ্ধিভ্রংশ

হইল। তখন সে দ্বার খুলিয়া দিয়া বালকের প্রাণরক্ষা করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু, দ্বিতীয় ক্ষণেই বিবেচনা করিল, নিরপরাধ বালকের প্রাণবধ করায় উহাদের কোন ইষ্টাপত্তি দেখিতেছি না; কিন্তু, দ্বার খুলিয়া দিলে, আমার প্রাণবধ ও প্রভুর সর্ব্বনাশ অবধারিত; বিশেষতঃ, দ্বার খুলিয়া দিলে, বালকের প্রাণবধ করিবেক না, তাহারই স্থিরতা কি। অতএব, আমি কোন ক্রমেই দ্বার খুলিব না, ভাগ্যে যাহা থাকে, তাহাই ঘটিবে। এই স্থির করিয়া, সে উপবিষ্ট রহিল। কিন্তু, সেই দস্যু, দরজা খুলিয়া দে, নতুবা বালককে কাটিয়া ফেলি ও বাটীতে আগুন লাগাইয়া দি, নিরন্তর এই ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সেই দস্যু, বালককে ভূতলে ফেলিয়া, বাটীতে আগুন লাগাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে, অগ্নিপ্রজ্বালনোপযোগী দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে লাগিল। ঐ বাটীতে একটি মিল (১) ছিল। যে গৃহে মিল থাকিত, উহার ভিত্তিতে একটি বৃহৎ গর্ত্ত ছিল। ঐ গর্ত্ত দ্বারা মিলের চক্রের উপর আসিতে পারা যায়। দস্যু সহসা সেই গর্ত্ত দেখিতে পাইয়া, ও গর্ত্ত দ্বারা বাটীতে প্রবিষ্ট হইতে পারা যায় বুঝিতে পারিয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হইল, এবং বালকের পলায়ননিবারণার্থ তাহার হস্ত পদ বন্ধনপূর্ব্বক, উদ্ভাবিত গর্ত্ত দ্বারা বাটীতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা দেখিতে গেল। হাঁচেন, ঐ গর্ত্তের অস্তিত্ব বা তদ্দ্বারা বাটীতে প্রবেশ করিতে পারা যায় ইহা, অবগত ছিল না, এবং দস্যু, ঐ উপায় অবলম্বন করিয়া, বাটীতে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহাও জানিতে পারিল না। কারণ, সে যেখানে বসিয়াছিল, তথা হইতে ঐ দিক্ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু, ভাবিতে ভাবিতে, এই সময়ে তাহার মনে সহসা এক বিষয় উদিত হইল। সে বিবেচনা করিল, রবিবারের দিন মিল অবধারিত বন্ধ থাকে, কেহ কখন উহা চলিতে দেখে নাই; কিন্তু, আজি যদি মিল চালাইয়া দি, তাহা হইলে প্রতিবেশীরা নিঃসন্দেহ বোধ করিবেক, অবশ্যই কোন অসামান্য ব্যাপার ঘটিয়াছে; এবং প্রভুও, দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, এই বিরূপ ঘটনার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, ব্যস্ত হইয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিবেন।

এই স্থির করিয়া, হাঁচেন মিল চালাইতে চলিল। বহু দিন ঐ বাটীতে থাকাতে, সে মিল চালাইবার প্রণালী বিলক্ষণ অবগত ছিল; এক্ষণে, মিলঘরে প্রবেশ করিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে কল চালাইয়া দিল। সমুদয় যন্ত্র প্রবল বেগে চলিতে আরম্ভ করিল। চক্র ও যন্ত্রের অপরাপর অবয়ব হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। এই সময়ে,

(১) যব কলায় প্রভৃতি শস্য বা অন্যবিধ কঠিন দ্রব্য চূর্ণ করিবার যন্ত্র।

সেই দস্যু, অতি কষ্টে গর্ত্ত অতিক্রম করিয়া, মিলযন্ত্রের বৃহৎ চক্রে অবস্থিত হইল এবং নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া, সেই চক্রের সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল; প্রথমতঃ যন্ত্রের গতি স্থগিত করিবার, তৎপরে ঘূর্ণ্যমান চক্র হইতে অপসৃত হইবার, বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিন্তু কোন অংশেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তখন সে ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, এবং প্রতিক্ষণেই প্রাণবিনাশ শঙ্কা করিতে লাগিল; অবশেষে, প্রাণরক্ষাবিষয়ে নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া, বিকট আর্ত্তনাদ ও উৎকট আত্মভর্ৎসন আরম্ভ করিল। হাঁচেন, অসম্ভাবিত আর্ত্তনাদ শ্রবণে চকিত হইয়া, সত্বর গমনে, সেই স্থানে উপস্থিত হইল, দেখিল ইন্দুর যেমন কলে পড়িয়া, বিবশ হইয়া, ছট্‌পট্ করিতে থাকে, ঐ দুরন্ত দস্যুর অবিকল সেই অবস্থা ঘটিয়াছে।

হাঁচেনকে উপস্থিত দেখিয়া, দস্যু নিতান্ত কাতর বাক্যে এই প্রার্থনা করিতে লাগিল, তুমি যন্ত্রের গতি স্থগিত করিয়া, আমায় প্রাণ দান কর; আমি জন্মের মত তোমার ক্রীতদাস হইয়া থাকিব। হাঁচেন তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না, দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে কৌতুক দেখিতে লাগিল। চক্রের সঙ্গে অবিশ্রামে ঘূর্ণিত হওয়াতে, দস্যু ক্রমে ক্রমে বিচেতন হইল, এবং যন্ত্রের নিম্ন ভাগে পতিত হইয়া, সেই অবস্থায় ঘুরিতে লাগিল। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার চেতনা ছিল, এক বার বিনয়, এক বার লোভদর্শন, এক বার বা ভয়-প্রদর্শন এই রূপে নিরন্তর হাঁচেনের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিল, তুমি আমায় প্রাণ দান কর। সে মনে করিলে, যন্ত্রের গতি স্থগিত করিয়া, অনায়াসে ঐ দস্যুকে অবতীর্ণ করিতে পারিত; কিন্তু সেরূপ করা তাহার পক্ষে কোন ক্রমে পরামর্শসিদ্ধ ছিল না; কারণ, বিপদ উত্তীর্ণ হইলেই দস্যু পুনরায় নিজ মূর্ত্তি ধরিত, তাহার সন্দেহ নাই। হাঁচেন ইহাও জানিত, যন্ত্রে থাকিলে, তাহার প্রাণনাশের কোন আশঙ্কা নাই, কেবল উৎকট ভয়ে অনবরত অভিভূত থাকিয়া, আন্তরিক যাতনা ভোগ করিবে। এই সকল কারণে, সে তাহার অবতারণে বিরত রহিল।

অবশেষে, হাঁচেন, বহির্দ্বারের কপাটে উৎকট আঘাত শুনিয়া সত্বর গমনে তথায় উপস্থিত হইল, এবং স্বীয় প্রভুকে প্রত্যাগত দেখিয়া, অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া দিল। গৃহস্বামী সপরিবারে ও সমবেত প্রতিবেশিবর্গ সমভিব্যাহারে বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি, রবিবারে মিল চলিতে দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন; পরে, বাটীর বহির্ভাগে পঞ্চমবর্ষীয় বালককে বদ্ধহস্ত বদ্ধপদ ভূতলে নিক্ষিপ্ত, এবং বহির্দ্বার রুদ্ধ, দেখিয়া, কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত

হইয়াছিলেন, এজন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া, হাঁচেনকে এই সমস্ত বিরূপ ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইল। গৃহস্বামী অনেক কষ্টে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর, সকলে, মিলঘরে প্রবেশ করিয়া, যন্ত্রের গতি স্থগিত করিলেন। অচেতন দস্যু তন্মধ্য হইতে নিষ্কাশিত হইল। পরে, সকলে, গৃহস্বামীর শয়নাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া, বটেলরকে রুদ্ধ করিলেন। উভয়ে তৎক্ষণাৎ রাজপুরুষদিগের হস্তে সমর্পিত হইল, এবং অনতিবিলম্বে উৎকট অপরাধের সমুচিত প্রতিফল পাইল। গৃহস্বামী, হাঁচেনের মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়া, তদীয় অদ্ভুত সাহস, অবিচলিত প্রভুভক্তি, ও নিরতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দর্শনে মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং এই সমস্ত অসাধারণ গুণের পুরস্কারস্বরূপ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। হাঁচেন অতি দীনের কন্যা। তাহার ভাগ্যে ঈদৃশ সম্পন্ন পরিবারে পরিণয় ঘটিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সে, এক্ষণে আশার অতিরিক্ত ফল লাভ করিয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালহরণ করিতে লাগিল।

দয়া ও সৌজন্যের পরা কাষ্ঠা

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কোয়েকর নামে এক সম্প্রদায় আছে। ঐ সম্প্রদায়ের লোকদিগের নিয়ম এই, তাঁহারা প্রাণান্তেও অন্যের অনিষ্টাচরণ করেন না, এবং অন্যে তাঁহাদের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইলেও, তাঁহারা রোষের বশবর্ত্তী হইয়া বৈরসাধনে উদ্যত হয়েন না। ইংলণ্ডের অধীশ্বর দ্বিতীয় চার্লসের অধিকারকালে, এক জাহাজ বাণিজ্যার্থে বীনিস যাত্রা করিয়াছিল। ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ ও তদীয় সহকারী কোয়েকর সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।

এই সময়ে, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইয়ুরোপীয় লোক ও মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী তুরুষ্কজাতি, এ উভয়ের পরস্পর অত্যন্ত বিরোধ ও বিদ্বেষ ছিল। সুযোগ পাইলে, তাঁহারা পরস্পরের জাহাজলুণ্ঠন ও তত্রত্য লোকদিগকে রুদ্ধ করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিতেন। পূর্ব্বোক্ত জাহাজ বীনিস হইতে প্রতিগমন করিতেছে, পথিমধ্যে তুরুষ্কজাতীয় দস্যুদল আক্রমণ করিয়া, তত্রত্য লোকদিগকে নিরস্ত্র ও আপনাদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইল, এবং দশ জন তুরুষ্কদস্যু, আয়ত্তীকৃত লোকদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত, ঐ জাহাজ আফ্রিকায় লইয়া চলিল।

পর দিন রজনীতে, অনবধানবশতঃ, তুরুষ্কেরা সকলেই এক কালে নিদ্রাগত হইয়াছিল। এই সুযোগ দেখিয়া, জাহাজের সহকারী অধ্যক্ষ তাহাদের সমস্ত অস্ত্র হস্তগত করিলেন এবং আপন লোকদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি তুরুষ্কদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছি, এক্ষণে উহারা আমাদের সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছে; কিন্তু, সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছি যেন কেহ, কোপাবিষ্ট হইয়া, উহাদের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার করিও না; যাবৎ আমরা মাজর্কায় না পঁহুছি, তাবৎ উহাদিগকে বশে রাখিব। মাজর্কাদ্বীপ স্পেন-দেশীয়দিগের অধিকৃত, এজন্য তিনি ভাবিয়াছিলেন, তথায় পঁহুছিলে সকল শঙ্কা দূর হইবেক, এবং নির্বিঘ্নে ও সত্বরে স্বদেশপ্রতিগমন করিতে পারিবেন।

রজনী প্রভাত হইল। এক জন তুরুষ্কের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সে জাহাজের উপরিভাগে গিয়া দেখিল, তাহারা ইঙ্গরেজদিগের সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছে, জাহাজ মাজর্কা অভিমুখে চালিত হইতেছে, এবং ঐ স্থান এত সন্নিহিত হইয়াছে যে, অল্প সময়ের মধ্যেই জাহাজ তথায় উপস্থিত হইবেক। স্পেনদেশীয়েরা তুরুষ্কজাতির অত্যন্ত বিদ্বেষী, যদি উহারা তাহাদের নিকট বিক্রীত হয়, তাহাদের দুরবস্থার একশেষ ঘটিবেক এই ভাবিয়া, সে ব্যক্তি ভয়ে একান্ত অভিভূত হইল, এবং ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে স্বজাতীয়দিগকে জাগরিত করিয়া, উপস্থিত বিপদের বিষয় তাহাদের গোচর করিল। সকলেই, ভয়ে ম্রিয়মাণ ও কিঙ্কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তুরুষ্কেরা জাহাদের অধ্যক্ষ ও তদীয় সহকারীর নিকট উপস্থিত হইল, এবং অঞ্জলিবন্ধপূর্ব্বক, অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে কহিতে লাগিল, আমরা তোমাদিগকে আপন বশে আনিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতেছিলাম; কিন্তু, ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা এক্ষণে তোমাদের সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছি; এখন তোমরা আমাদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিবে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তোমাদের নিকট একমাত্র প্রার্থনা এই, আমাদিগকে স্পেনদেশীয়দিগের নিকট বিক্রয় করিও না; তাহারা অত্যন্ত নির্দয় ও তুরুষ্কজাতির অত্যন্ত বিদ্বেষী; তাহাদের হস্তগত হইলে, আমাদের দুর্গতির সীমা থাকিবেক না। অধ্যক্ষ ও সহকারী, তাহাদের এই প্রার্থনা শুনিয়া, কহিলেন, তোমরা নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও; আমরা অঙ্গীকার করিতেছি, তোমাদের প্রাণহিংসা বা স্বাধীনতার উচ্ছেদ করিব না। অনন্তর, তাঁহারা তাহাদিগকে জাহাজের অভ্যন্তরভাগে লুকাইয়া থাকিতে বলিলেন, এবং আপন লোকদিগকে, সবিশেষ সাবধান করিয়া, কহিয়া দিলেন, যত ক্ষণ মাজর্কার বন্দরে জাহাজ থাকিবেক, আমাদের সঙ্গে তুরুষ্কজাতীয় লোক আছে বলিয়া

কোন মতে প্রকাশ না হয়। তুরুষ্কেরা, তাঁহাদের দয়া ও সৌজন্যের একশেষদর্শনে নিরতিশয় প্রীত হইয়া, তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই, জাহাজ মাজর্কার বন্দরে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে আর একখানি ইংলণ্ডীয় জাহাজ ছিল। উহার অধ্যক্ষ এই জাহাজে আসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কথায় কথায়, অধ্যক্ষ ও সহকারী তাঁহার নিকট তুরুষ্কদিগের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, আমরা উহাদিগকে বিক্রয় করিব না, স্থির করিয়াছি; আফ্রিকার কোন নিরাপদ স্থানে অবতীর্ণ করিয়া দিব। তিনি তাঁহাদের দয়া ও সৌজন্যের বিষয় অবগত হইয়া হাসিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, যদি আপনারা উহাদিগকে বিক্রয় করেন, প্রত্যেক ব্যক্তিতে দ্বাত্রিংশৎশত মুদ্রা পাইতে পারেন। তাঁহারা কহিলেন, যদি আমরা এই দ্বীপের সম্পূর্ণ আধিপত্য পাই, তাহা হইলেও, উহাদিগকে বিক্রয় করিব না।

কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথনের পর, অপর জাহাজের অধ্যক্ষ প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে তাঁহারা তাঁহাকে এই অঙ্গীকার করাইলেন, আপনি তুরুষ্কদিগের বিষয় কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবেন না। কিন্তু তিনি, সেই অঙ্গীকার প্রতিপালন না করিয়া, স্পেনদেশীয়দিগের নিকট সবিশেষ সমুদয় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে রূপে পারি, তুরুষ্কদিগকে ঐ জাহাজ হইতে লইয়া আসিব। অধ্যক্ষ ও তাহার সহকারী, এই প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হইবামাত্র, জাহাজ খুলিয়া দিলেন। স্পেনদেশীয়েরাও, ঐ জাহাজ ধরিবার জন্য, আপনাদের এক জাহাজ খুলিয়া দিল, কিন্তু ইংলণ্ডীয় জাহাজ ধরিতে পারিল না।

এই রূপে পলায়ন করিয়া, তাঁহারা ক্রমাগত নয় দিন ভূমধ্যসাগরে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কি রূপে তুরুষ্কদিগের পরিত্রাণ করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, ইহা অবধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদিগকে কোন মতেই খৃষ্টীয়দিগের অধিকারে অবতীর্ণ করিয়া দিবেন না। একদা, তুরুষ্কেরা ইঙ্গরেজদিগকে আপন বশে আনিবার নিমিত্ত, উদ্যম করিয়াছিল, কিন্তু অধ্যক্ষ ও সহকারীর সতর্কতা প্রযুক্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ইহাতেও কোয়েকরদিগের অন্তঃকরণে তাহাদের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধির উদয় হইল না; তাঁহাদের দয়া ও সৌজন্য পূর্ব্ববৎ অবিকৃতই রহিল।

এই সময়ে জাহাজের কর্ম্মকরেরা, সাতিশয় বিরাগ ও অসন্তোষ প্রদর্শন করিয়া, অধ্যক্ষদিগকে কহিতে লাগিল, আমরা আপনাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী বলিয়া, আমাদিগকে বিপদে ফেলা আপনাদের উচিত নহে; কি আশ্চর্য্য! আপনারা আমাদের অপেক্ষা

তুরুষ্কদিগের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত অধিক ব্যগ্র হইয়াছেন। এই প্রদেশে তুরুষ্কদিগের জাহাজ সর্ব্বদা যাতায়াত করে, সুতরাং আমাদিগকে ত্বরায় তুরুষ্কদিগের হস্তে পড়িতে হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। অধ্যক্ষ ও সহকারী অনেক বুঝাইয়া তাহাদের অসন্তোষ নিবারণ করিলেন।

পরিশেষে, জাহাজ বার্বরি উপকূলে উপস্থিত হইলে, তুরুষ্কদিগকে তথায় অবতীর্ণ করিয়া দেওয়া অবধারিত হইল। ঐ স্থান মুসলমানদের অধিকৃত। এক্ষণে এই বিচার উপস্থিত হইল, কি রূপে উহাদিগকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া দেওয়া যায়। যদি বোটে পাঠাইয়া দেওয়া যায়, উহারা অস্ত্রসংগ্রহপূর্ব্বক আসিয়া জাহাজ আক্রমণ ও অধিকার করিতে পারে; যদি দুই চারি জন নাবিক সঙ্গে দিয়া পাঠান যায়, উহারা তাহাদের প্রাণবিনাশ করিতে পারে; যদি দুই ভাগ করিয়া দুই বারে পাঠান যায়, যাহারা প্রথম তীরে অবতীর্ণ হইবেক, তাহারা লোকসংগ্রহ করিয়া আমাদের উপর অত্যাচার করিতে পারে।

এই রূপে কিয়ৎক্ষণ বিবেচনার পর, সহকারী অধ্যক্ষ কহিলেন, আমি দুই তিন জন লোক সঙ্গে লইয়া এক কালে সকলকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া আসিতেছি। অধ্যক্ষ সম্মতি প্রদান করিলে, সহকারী নির্ব্বিরোধে ও নিরুদ্বেগে উহাদিগকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া দিলেন। তুরুষ্কেরা তাঁহাদের যার পর নাই সদয় ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার দর্শনে মোহিত হইয়াছিল, এক্ষণে তীরস্থ হইয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইল, এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে কহিল, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের সঙ্গে ঐ গ্রাম পর্য্যন্ত চলুন, আমরা আপনাদের যথোচিত সমাদর ও পরিচর্য্যা করিব; আপনারা আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা যাবজ্জীবন তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না। যাহা হউক, সহকারী, তাহাদের প্রার্থনানুযায়ী কর্ম্ম না করিয়া, অবিলম্বে জাহাজে প্রতিগমন করিলেন।

অনুকূলবায়ুবশে তাঁহাদের জাহাজ অনতিবিলম্বে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইল। তুরুষ্ক-দস্যুসংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত অল্প সময়ের মধ্যেই, সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইল। কোয়েকর-দিগের সদয়ব্যবহারশ্রবণে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। বস্তুতঃ, এই বৃত্তান্ত শ্রবণে সর্ব্ব-সাধারণের অন্তঃকরণে এমন অসাধারণ কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল যে, যাহারা বিপক্ষের সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে পারে তাহারা কিরূপ মনুষ্য, ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত, ইংলণ্ডেশ্বর স্বয়ং স্বীয় সহোদর ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক সমভিব্যাহারে, সেই জাহাজে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাদের মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন

হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তিনি সহকারী অধ্যক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তুরুষ্কদিগকে আমার নিকট আনা তোমাদের উচিত ছিল। সহকারী কহিলেন, আমি তাহাদিগকে স্বদেশে পঁহুছাইয়া দেওয়া তাহাদের পক্ষে অধিকতর শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছিলাম।

যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ

জর্ম্মন সাগরের উপকূলে এক সমৃদ্ধিশালী জনপদ আছে। কিছু কাল পূর্ব্বে, ঐ জনপদে সাবিনস নামে এক যুবক ছিলেন। এই যুবক সমৃদ্ধবংশসম্ভূত। তিনি যেরূপ অসাধারণরূপগুণসম্পন্ন ছিলেন, সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রতিবেশিনী অলিন্দানাম্নী এক কামিনী অলৌকিকরূপলাবণ্যপূর্ণা ও অসামান্যগুণসম্পন্না ছিলেন। ক্রমে ক্রমে উভয়েরই অন্তঃকরণে প্রণয়সঞ্চার হইলে, সাবিনস যথানিয়মে অলিন্দার পাণিগ্রহণ করিলেন। এই রূপে দম্পতিভাবে সম্বদ্ধ হইয়া, উভয়ে মনের সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে কালহরণ করা অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। অন্যশুভদ্বেষিণী ঈর্ষ্যা, কিয়ৎ কালের নিমিত্ত, তাঁহাদের সুখে কালহরণ করিবার দুরতিক্রম প্রত্যূহ হইয়া উঠিল। ঐ স্থানে এরিয়ানানাম্নী অপর এক কামিনী ছিলেন। তাঁহার সহিত সাবিনসের সন্নিহিত কুটুম্বসম্বন্ধ ছিল। এরিয়ানা বিলক্ষণ সুরূপা, সাতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী, স্বভাবতঃ প্রফুল্লহৃদয়া, সদ্বিবেচনাপূর্ণা ও দয়াদাক্ষিণ্যাদিসদ্‌গুণসম্পন্না ছিলেন। তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল, সাবিনসের সহধর্ম্মিণী হইয়া সুখে কালযাপন করিবেন। কিন্তু, সাবিনস অলিন্দার পাণিপীড়ন করাতে, তাঁহার সে বাসনা বিফল হইয়া গেল। তদ্দ্বারা তাঁহার হৃদয় ঈর্ষ্যাকলুষিত ও বিদ্বেষদূষিত হইল। ঈর্ষ্যার কি অনির্বচনীয় মহিমা! তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্লহৃদয়তা ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ অন্তর্হিত হইল। তিনি, ঈর্ষ্যার বশীভূত ও বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন হইয়া, অনবরত এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি রূপে তাঁহাদের অনিষ্টসাধন করিতে পারিবেন, এবং কি রূপেই বা তাঁহাদের বিয়োগ-সংঘটন করিয়া দিবেন। উভয়ের মধ্যে অলিন্দার উপরেই তাঁহার সমধিক আক্রোশ জন্মিয়াছিল; কারণ, অলিন্দা না থাকিলে, তাঁহার সাবিনসের সহিত পরিণয়সংঘটনের আর কোন প্রতিবন্ধক ছিল না।

কিছু দিন পরেই, এরিয়ানার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া, অপর এক ব্যক্তির সহিত সাবিনসের বিবাদ চলিতেছিল। ঐ বিবাদে তাঁহার পরাজয়ের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। দৈববিড়ম্বনায়, উহার এ রূপে নিষ্পত্তি হইল যে, সাবিনসের সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। এত দিন, তিনি বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি বলিয়া গণনীয় ছিলেন, এক্ষণে একবারে নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। এরিয়ানার যে তাঁহার উপর মর্ম্মান্তিক রোষ ও দ্বেষ জন্মিয়াছিল, এপর্য্যন্ত তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত ছিলেন না। তিনি জানিতেন, এরিয়ানা তাঁহাদের অতি আত্মীয়, এজন্য এই দুঃসময়ে তাঁহার নিকট আনুকূল্য প্রার্থনা করিলেন। এরিয়ানা আনুকূল্যপ্রদানে সম্মত হইলেন না। তদ্দর্শনে সাবিনস বিস্তর অনুযোগ ও ভৎর্সনা করিলেন। তখন এরিয়ানা কহিলেন, যদি তুমি আমার মতানুসারে চল, এবং আমি যে প্রস্তাব করিতেছি তাহাতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমার হস্তে আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিব, এবং যাবজ্জীবন তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া চলিব। আমার প্রস্তাব এই, তুমি অদ্যাবধি অলিন্দাকে পরিত্যাগ কর।

সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে, সাবিনস অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন, যথার্থ বটে; কিন্তু তিনি সুশীল, সচ্চরিত্র, সদ্বিবেচক ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং অলিন্দাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি অর্থলোভে পত্নীপরিত্যাগে সম্মত হইবার লোক নহেন; এজন্য, ঘৃণা ও রোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক, এরিয়ানার প্রস্তাবে অমত ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। এরিয়ানা, তাহাতে অবমানিত বিবেচনা করিয়া, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইলেন, এবং তদবধি সাবিনসের সহধর্ম্মিণী হইবার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে তাঁহাদের উচ্ছেদসাধন করিতে পারেন, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহারই চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে, সাবিনসের পিতা এরিয়ানার পিতার নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহা পরিশোধ করিয়া যান নাই। ইতিপূর্ব্বে সে বিষয়ের কোন উল্লেখ ছিল না। কি এরিয়ানা, কি সাবিনস, কেহই এপর্য্যন্ত ঐ ঋণের বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। সদ্ভাব থাকিলে, এরিয়ানা কদাচ ঐ ঋণ আদায় করিবার চেষ্টা পাইতেন না। কিন্তু, এক্ষণে উল্লিখিত ঋণের সন্ধান পাইয়া, তিনি বিচারালয়ে সাবিনসের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সাবিনস, ঋণপরিশোধে অসমর্থ হওয়াতে, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহার প্রেয়সী অলিন্দা, স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার সহিত কারাগারে প্রবেশ করিলেন।

এরূপ অবস্থায় অনেকেরই চিত্তবৈকল্য ও বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, এবং সাতিশয় সুখসম্ভোগের সময় সহসা দুঃসহ ক্লেশভোগ ঘটিলে, প্রায় সকলেই শোকাকুল ও ম্রিয়মাণ

হয়; কিন্তু সাবিনস ও অলিন্দা স্বচ্ছন্দ চিত্তে ও অবিচলিত সদ্ভাবে কালহরণ করিতে লাগিলেন; এক দিন, এক ক্ষণের জন্যে, তাঁহাদের বিষাদ বা অসন্তোষের লক্ষণ ঘটে নাই। উভয়েই উভয়কে সুখী ও স্বচ্ছন্দচিত্ত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন ও প্রয়াস করিতেন। কখন কখন সাবিনস, অলিন্দার কষ্টদর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া, আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু, অলিন্দা কহিতেন, অয়ি নাথ! তুমি অকারণে আক্ষেপ করিতেছ কেন; যদি আমি তোমার সহবাসসুখে বঞ্চিত না হই, তাহা হইলে, যত দুরবস্থা ঘটুক না কেন, আমি অণুমাত্র অসুখ বোধ করিব না; যত দিন আমার এরূপ বিশ্বাস থাকিবেক, আমার উপর তোমার স্নেহের ও অনুরাগের বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, তত দিন কোন কারণেই আমার চিত্তবৈকল্য বা কষ্টবোধ হইবেক না; এবং যত দিন তোমার প্রেয়সী বলিয়া আমার অভিমান থাকিবেক, তত দিন সম্পত্তিনাশ, বন্ধুবিচ্ছেদ বা অন্যবিধ কোন কারণে আমি কিছুমাত্র দুঃখবোধ করিব না। অলিন্দার এইরূপ বাক্যবিন্যাস শ্রবণে মোহিত ও পুলকিত হইয়া, সাবিনস অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন।

সর্ব্বস্বান্ত ঘটিবার পরেও, তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ যাহা সংস্থান ছিল, কিছু দিনের মধ্যেই তাহা নিঃশেষিত হইল, সুতরাং সকল বিষয়েই তাঁহাদের দুঃখের একশেষ ঘটিল। তাঁহারা তাহাতেও অণুমাত্র বিষাদ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেন না। অল্প দিন হইল, তাঁহাদের যে সন্তান জন্মিয়াছিল, সেইটিকে অবলম্বন করিয়া, তাঁহারা নিরুদ্বেগ চিত্তে কালহরণ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, এই সময়ে তাঁহাদের দুঃখের অবধি ছিল না, এবং কত কালে সেই দুঃখের অবসান হইবেক, তাহারও স্থিরতা ছিল না।

এক দিন, অপরাহ্ণসময়ে তাঁহাদের পুত্রটি ক্রীড়া করিতেছে, এবং তাঁহারা উভয়েই প্রফুল্ল চিত্তে ও উৎসুক নয়নে তাহার ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা এক ব্যক্তি তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইল, এবং অনুচ্চ স্বরে তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিল, অদ্য দুই দিবস হইল, এরিয়ানার মৃত্যু হইয়াছে; মৃত্যুকালে তিনি বিনিয়োগপত্র দ্বারা আপন সর্ব্বস্ব এক আত্মীয় ব্যক্তিকে দান করিয়া গিয়াছেন; ঐ আত্মীয় ব্যক্তি এক্ষণে উপস্থিত নাই, কার্য্যবিশেষে দূরদেশে আছেন, কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলে, ঐ বিনিয়োগপত্র অনায়াসে আপনাদের হস্তগত ও অগ্নিসাৎ হইতে পারে; তাহা হইলেই আপনারা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারেন; কারণ, ঐ বিনিয়োগপত্রের অসদ্ভাব ঘটিলে, আপনারাই সর্ব্বাগ্রে অধিকারী।

সাবিনস ও অলিন্দা, এই ধর্ম্মবিদ্বিষ্ট প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া, যৎপরোনাস্তি ঘৃণাপ্রদর্শন করিলেন, সাতিশয় অসন্তোষ ও রোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রস্তাবকারীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত

করিয়া দিলেন, এবং এরিয়ানার মৃত্যুসংবাদশ্রবণে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, এরিয়ানার মৃত্যু হয় নাই; তিনি, সাবিনস ও অলিন্দার মনের ভারপরীক্ষার্থে, ছলনা করিয়া ঐ লোককে ঐরূপ কহিতে পাঠাইয়া দেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, ইহারা যেরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াছে, এই প্রস্তাব শুনিলে, অবশ্যই এতদনুযায়ী কার্য্য করিতে সম্মত হইবেক; বিশেষতঃ, আমা হইতেই তাহাদের কারাবাস ঘটিয়াছে, সুতরাং আমার মৃত্যু শুনিলে নিঃসন্দেহ তাহাদের আহ্লাদ জন্মিবেক। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সুতরাং স্বকর্ণে, ও তাঁহার প্রেরিত প্রতিনিবৃত্ত লোকের মুখে, সবিশেষ সমস্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি জন্মিল, এবং যে বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন হইয়া, এত দিন তাঁহাদিগকে কষ্ট দিতেছিলেন, তাহা এক কালে অন্তর্হিত হইল। এরূপ সুশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অকারণে অবমানিত করিয়াছি, ও যার পর নাই কষ্ট দিয়াছি, ইহা ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইলেন।

তখন এরিয়ানার হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমুদায় পুনরায় আবির্ভূত হইল। তিনি, অশ্রুপূর্ণ লোচনে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া, আকুল বচনে পূর্ব্বকৃত নৃশংস আচরণের নিমিত্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন, এবং উভয়কেই স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া, প্রবল বেগে বাষ্পবারিবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সাবিনস ও অলিন্দা সেই দিবসেই কারামুক্ত হইলেন। এরিয়ানা, বিনিয়োগপত্র দ্বারা তাঁহাদিগকে স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিলেন এবং যাহাতে তাঁহারা আপাততঃ সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহারা এই রূপে, সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া, পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরেই, এরিয়ানার মৃত্যু হইল। অন্তিম সময়ে, তিনি এই কথা বলিয়া যান যে, ধর্ম্মপথে থাকিলে অবশ্যই সুখ, সম্পত্তি ও সৌভাগ্য লাভ ঘটে; ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে যদিও, কোন কারণে, আপাততঃ কষ্টভোগ করিতে হয়, কিন্তু যদি তিনি ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত না হন, চরমে জয় লাভ স্থির সিদ্ধান্ত।

অকৃত্রিম প্রণয়

দুই ব্যক্তি ইয়ুরোপীয়, দৈবঘটনায়, আল্‌জিয়ার্স প্রদেশে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি স্পানিয়ার্ড, তাহার নাম এণ্টোনিয়; অপর ব্যক্তি ফরাসি, তাহার নাম রজর। প্রত্যহ উভয়ে এক স্থানে কর্ম্ম, ও এক সঙ্গে আহারাদি ও অবস্থিতি করিত। ক্রমে ক্রমে পরস্পর প্রণয় জন্মিলে, নিশ্চিন্ত সময়ে, একত্র বসিয়া, উভয়ে দুঃখের কথা কহিত। এই রূপে, পরস্পরের নিকট স্ব স্ব মনোদুঃখ কীর্ত্তন করিয়া, তাহাদের দাসত্বনিবন্ধন অসহ্য যন্ত্রণার অনেক লাঘব বোধ হইত। যাহা হউক, জন্মভূমি পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র স্বজন প্রভৃতি বিরহিত ও দূরদেশে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, পশুর ন্যায় পরিশ্রম করা অত্যন্ত কষ্টপ্রদ। সে কষ্ট সহ্য করিয়া কালযাপন করা সহজ ব্যাপার নহে।

সমুদ্রের তীরবর্ত্তী এক পর্ব্বতের উপর দিয়া যে পথ প্রস্তুত হইতেছিল, তাহারা উভয়ে এক দিন ঐ পথের কর্ম্ম করিতেছে, এমন সময়ে এণ্টোনিয়, সহসা কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া, সমুদ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় সহচরকে কহিল, এই অর্ণবের অপর পারে আমার যাবতীয় অভিলষিত পদার্থ আছে; প্রতিক্ষণেই আমার বোধ হয় যেন আমি এক এক বার দেখিতে পাইতেছি, এবং আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা, সমুদ্রের তীরে আসিয়া, এক দৃষ্টিতে এই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, এবং আমার মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া, অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতেছে; আমার ইচ্ছা হয়, সন্তরণ দ্বারা এই জলরাশি অতিক্রম করিয়া, তাহাদের নিকটে যাই। ফলতঃ, সেই দিন অবধি, এণ্টোনিয় যখন যখন সেই স্থলে কর্ম্ম করিতে যাইত, সেই সময়ে, সমুদ্রে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাহার অন্তঃকরণে ঐরূপ ভাবের আবির্ভাব হইত।

এক দিন, কর্ম্ম করিতে করিতে, এণ্টোনিয় উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া রজরকে কহিল, সখে! বোধ হয়, এত দিনের পর আমাদেব দুঃখের অবসান হইল। রজর কহিল, কি রূপে। এণ্টোনিয় কহিল, ঐ দেখ, একখান জাহাজ নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে; উহা এখান হইতে দুই তিন ক্রোশের অধিক নহে; এস, আমরা এই পর্ব্বতের উপরি ভাগ হইতে ঝাঁপ দিয়া সমুদ্রে পড়ি, এবং সাঁতারিয়া গিয়া ঐ জাহাজে উঠি। যদি এই চেষ্টায় কৃতকার্য্য না হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তাহা এ রূপে দাসত্ব করা অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর।

এই কথা শ্রবণ করিয়া, রজর কহিল, যদি তুমি এ রূপে আপনার পরিত্রাণ করিতে পার, আমি তাহাতে আহ্লাদিত আছি। তবে তোমার সহিত আমার যে প্রণয় জন্মিয়াছে, কলেবরে প্রাণসঞ্চার থাকিতে, সে প্রণয়ের অপনয়ন হইবেক না; সুতরাং তোমার বিরহে আমার আরও অধিক যন্ত্রণাভোগ করিতে হইবেক। সে যাহা হউক, আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যদি তুমি নিরাপদে, এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, দেশে যাইতে পার, আমার পিতার অন্বেষণ করিও; তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, যদি পুত্রশোকে অদ্যাপি জীবিত থাকেন, তাঁহাকে বলিবে—

এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র, এণ্টোনিয় তাহার কথা স্থগিত করিয়া কহিল, তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি তোমায় এই অবস্থায় রাখিয়া, একাকী এখান হইতে যাইব; তাহা কখনই হইবেক না; তোমায় আমায় অভেদশরীর; হয় দুই জনেই নিস্তার পাইব, নয় দুই জনেই প্রাণত্যাগ করিব।

এণ্টোনিয়ের কথা শুনিয়া, রজর কহিল, সখে! তুমি যাহা কহিতেছ, যথার্থ বটে; কিন্তু, আমি সন্তরণ জানি না, কি রূপে তোমার সঙ্গে এই দুস্তর সলিলরাশি অতিক্রম করিয়া জাহাজে যাইব। এণ্টোনিয় কহিল, তুমি সে জন্য উদ্বিগ্ন হইও না, তুমি আমার কটিবন্ধ ধরিয়া থাকিবে, আমার শরীরে প্রভূত সামর্থ্য ও সন্তরণে বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, আমি অনায়াসে তোমায় লইয়া জাহাজ পর্য্যন্ত যাইতে পারিব। রজর কহিল, এণ্টোনিয়, ও কল্পনায় কোন ফলোদয় হইবে না; হয় আমি, ভয়ে অভিভূত হইয়া, তোমার কটিবন্ধ ছাড়িয়া দিব, নয় টানাটানি করিয়া তোমাকেও জলমগ্ন করিব। অতএব ও কথায় আর কাজ নাই। বলিতে কি, তোমার প্রস্তাব শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। আমার কথা শুন, আমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে, তুমি আত্মরক্ষার উপায় দেখ, আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না, এস তোমায় শেষ আলিঙ্গন করি।

এই বলিয়া, রজর অশ্রুপূর্ণ লোচনে এণ্টোনিয়কে আলিঙ্গন করিল। তখন এণ্টোনিয় কহিল, বয়স্য! রোদন করিতেছ কেন, এ অশ্রুবিসর্জনের সময় নয়। উপায়-চিন্তনে বিরত, অথবা উপস্থিত উপায়ের অবলম্বনে বিমুখ, হইয়া অশ্রুবিসর্জন করা নারীর কর্ম্ম, এরূপ আচরণ করা পুরুষের ধর্ম্ম নহে। অতএব, সাহস অবলম্বন কর, আর বাধা দিও না। যদি আর বিলম্ব কর, উভয়েই মারা পড়িব; পরে আর এরূপ সুযোগ ঘটিবে না। আমি তোমায় শেষ কথা বলিতেছি, যদি তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও, আমি এই মুহূর্ত্তে তোমার সমক্ষে আত্মঘাতী হইব।

এণ্টোনিয়, এই কথা বলিয়া, স্বীয় প্রিয়বয়স্যের প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই, তাহাকে ধাক্কা দিয়া সমুদ্রে ফেলিল, এবং স্বয়ং তাহার অনুবর্ত্তী হইল। রজর, সমুদ্রে পতিত হইবামাত্র, ভয়ে বিহ্বল হইয়া, জীবনের আশায় বিসর্জন দিয়াছিল; কিন্তু, এণ্টোনিয় তাহাকে আশ্বাস ও সাহস প্রদান করিয়া, অনেক কষ্টে স্বীয়কটিবন্ধধারণে সম্মত করিল; এবং পাছে রজর কটিবন্ধ ছাড়িয়া দেয়, এই আশঙ্কায় বারংবার তাহার দিকে সোৎকণ্ঠ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, সেই জাহাজকে লক্ষ্য করিয়া বিলক্ষণবলপূর্ব্বক সন্তরণ করিয়া চলিল। এই সময়ে এণ্টোনিয় যাদৃশ উৎকণ্ঠা সহকারে রজরের দিকে অবলোকন করিতে লাগিল, বোধ করি, জননীও, পুত্রের বিপৎকালে, তাদৃশ উৎকণ্ঠা প্রদর্শন করেন না।

যাহারা জাহাজে ছিল, তাহারা দুই জনের গিরিশিখর হইতে সমুদ্রপতন অবলোকন করিয়াছিল। কিন্তু, কি উদ্দেশে উহারা এরূপ অসংসাহসিকের কর্ম্ম করিল, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, তাহারা নানা বিতর্ক করিতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, একখান নৌকা উহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যাহাদের উপর দাসবর্গের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল, তাহারা উহাদের দুই জনকে, এই রূপে পলায়ন করিতে দেখিয়া, ধরিবার নিমিত্ত ঐ নৌকা লইয়া আসিতেছিল। রজর সর্ব্বাগ্রে ঐ নৌকা দেখিতে পাইল, এবং বুঝিতে পারিল, উহা কেবল তাহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত আসিতেছে; আর ইহাও বুঝিতে পারিল, এণ্টোনিয় বহু ক্ষণ বলপূর্ব্বক সন্তরণ করিয়া, ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। তখন সে সাতিশয় কাতর হইয়া কহিল, বয়স্য এণ্টোনিয়, একখান নৌকা আমাদের অনুসরণ করিতেছে; তুমি একাকী হইলে, ঐ নৌকা আমাদিগকে ধরিবার পূর্ব্বে, অনায়াসে জাহাজে পঁহুছিতে পার; আমি কেবল তোমার গতিপ্রতিরোধ করিতেছি; তুমি, আমার আশা পরিত্যাগ করিয়া, আত্মরক্ষার উপায় দেখ, নতুবা দুই জনেই ধৃত ও পুনরায় তীরে নীত হইব।

এই বলিয়া, রজর এণ্টোনিয়ের কটিবন্ধ ছাড়িয়া দিল, ও তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইল। অকৃত্রিম প্রণয়ের কি অনির্বচনীয় প্রভাব! এণ্টোনিয়, রজরকে কটিবন্ধপরিত্যাগপূর্ব্বক জলমগ্ন হইতে দেখিয়া, তাহাকে তুলিবার নিমিত্ত, তৎক্ষণাৎ জলে প্রবিষ্ট হইল। কিয়ৎ ক্ষণ উভয়েই অলক্ষিত হইয়া রহিল।

নৌকার লোকেরা উহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া, কোন্ দিকে যাইতে হইবেক স্থির করিতে না পারিয়া, কিঞ্চিৎ কাল স্থির হইয়া রহিল। জাহাজের লোকেরাও,

কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে ও অবিচলিত নয়নে, এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিতেছিল। তাহারা, দুই জনকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া, উহাদের উদ্দেশের নিমিত্ত, একখান বোট খুলিয়া দিল। কিয়ৎ ক্ষণ, চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া, বোটের লোকেরা দেখিতে পাইল, এণ্টোনিয়, এক হস্তে রজরকে দৃঢ় রূপে ধরিয়া আছে, অপর হস্ত দ্বারা বোটের নিকট আসিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। নাবিকেরা তদ্দর্শনে, কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইয়া, যৎপরোনাস্তিবলপূর্ব্বক ক্ষেপণীচালন করিয়া, তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ উভয়কে বোটে উঠাইয়া লইল।

এই সময়ে, এণ্টোনিয় এরূপ নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে, উভয়ে নিঃসন্দেহ জলমগ্ন হইত। তোমরা আমার বন্ধুকে রক্ষা কর, এইমাত্র বলিয়া, সে অচেতন হইল। বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে। রজর বোটে উঠাইবার সময় অচেতন ছিল, সে কিয়ৎ ক্ষণ পরে, নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিল, এবং এণ্টোনিয়কে মৃত্যুলক্ষণাক্রান্ত পতিত দেখিয়া, শোকে একান্ত বিকলচিত্ত হইল, হায় কি সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া, এণ্টোনিয়ের অচেতন কলেবর আলিঙ্গন করিয়া, অশ্রুজলে ভাসাইয়া দিল, এবং নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, আকুল বচনে কহিতে লাগিল, বয়স্য, আমিই তোমার প্রাণবধ করিলাম, তুমি যে আমার দাসত্বমোচন ও প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এত যত্ন ও আয়াস করিয়াছিলে, আমা হইতে তাহার এই পুরস্কার পাইলে। আমি অতি নৃশংস ও নরাধম, নতুবা এখন পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি কেন; তোমার প্রাণবিয়োগ দেখিয়া কি আমায় প্রাণধারণ করিতে হয়; তোমায় হারাইয়া আমি প্রাণধারণের কোন ফলোদয় দেখিতেছি না।

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, সে সহসা দণ্ডায়মান হইল, এবং যদি নাবিকেরা বলপূর্ব্বক নিবারণ না করিত, তাহা হইলে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া নিঃসন্দেহ প্রাণত্যাগ করিত। নাবিকেরা নিবারণ করাতে, সে যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া কহিতে লাগিল, কেন তোমরা আমায় নিবারণ করিতেছ, আমি এরূপ বন্ধুর বিরহে কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিব না; আমার জন্যেই উহার প্রাণনাশ হইয়াছে। এই বলিয়া, সে এণ্টোনিয়ের শরীরের উপর পতিত হইয়া কহিতে লাগিল, এণ্টোনিয়! আমি অবশ্যই তোমার অনুগামী হইব, কেহই আমায় নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিবেক না। হে নাবিকগণ, তোমাদিগকে ঈশ্বরের দোহাই, তোমরা আমায় আর নিবারণ করিও না, আমায় প্রাণাধিক বন্ধুর অনুগামী হইতে দাও।

সৌভাগ্যক্রমে, কিয়ৎ ক্ষণ পরে, এণ্টোনিয় এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তদ্দর্শনে রজর, আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিল, আমার বন্ধু জীবিত আছেন, আমার বন্ধু জীবিত আছেন; জগদীশ্বরের কৃপায় এখন উঁহার প্রাণত্যাগ হয় নাই। নাবিকেরা, তাহার চৈতন্যসম্পাদনের নিমিত্ত, বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া, এণ্টোনিয় স্বীয় প্রিয় বয়স্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, রজর! আমি যে তোমার প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছি, এজন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। রজর, এণ্টোনিয়ের চেতনাসঞ্চার ও নয়নোন্মীলন দর্শনে এবং অমৃতায়মান বাক্যশ্রবণে, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইল। তদীয় নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে, বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সেই বোট জাহাজের নিকট উপস্থিত হইল। জাহাজস্থিত লোকেরা, নাবিকদিগের মুখে সবিশেষ সমস্ত শ্রবণ করিয়া, কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল, এবং তাহাদের প্রতি সাতিশয় স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করিতে লাগিল। ঐ জাহাজ মালাগা-প্রদেশে যাইতেছিল; তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহাদের দুই বন্ধুকে সেই স্থানে অবতীর্ণ করিয়া দিল। তাহারা, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্ব্বক, তাহাদের দয়া ও সৌজন্যের নিমিত্ত অশেষবিধ সাধুবাদ প্রদান করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাদের নিকট বিদায় লইল। এই ঘটনা দ্বারা দুই বন্ধুর চিরবর্দ্ধিত অকৃত্রিম প্রণয় সহস্র গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। অতঃপর উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে যাইতে হইবেক, সুতরাং পরস্পর বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। কি রূপে এরূপ বন্ধুর বিচ্ছেদযাতনা সহ্য করিব, এই ভাবনায় উভয়ে নিতান্ত অস্থির হইল; অবশেষে, বাষ্পাকুল লোচনে গদ্গদ বচনে প্রণয়রসপূর্ণ সম্ভাষণ ও বারংবার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, স্ব স্ব জন্মভূমি, পরিবার ও আত্মীয়বর্গের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

পিতৃভক্তি ও পতিপরায়ণতা

পূর্ব্ব কালে, গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী স্পার্টা নগরে, লিয়নিডাস নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার খিলোনিস নামে সর্ব্বগুণসম্পন্না তনয়া ছিল। ঐ নগরে ক্লিয়ম্ব্রোটস্‌নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। লিয়নিডাস তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন। এই কন্যা পিতা ও পতি উভয়ের প্রতি এরূপ ভক্তিমতী ও স্নেহশালিনী ছিলেন যে, আবশ্যক হইলে তাঁহাদের জন্যে অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারিতেন; এবং তাঁহারাও উভয়ে

তাঁহার রমণীয়গুণগ্রামদর্শনে, সাতিশয় প্রীত ছিলেন, এবং তাঁহাকে আপন আপন প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন।

ক্লিয়ম্ব্রোটস, শ্বশুরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, স্বয়ং রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার অভিলাষে, চক্রান্ত করিলেন। লিয়নিডাস, চক্রান্তের সন্ধান পাইয়া, এবং জামাতার অভিসন্ধি কত দূর পর্য্যন্ত তাহার নিশ্চিত সংবাদ জানিতে না পারিয়া, প্রাণবিনাশশঙ্কায় এক দেবালয়ে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বকালীন গ্রীকদিগের এই রীতি ছিল, যদি কোন ব্যক্তি প্রাণভয়ে পলাইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিত, সে উৎকট অপরাধ করিলেও, যত ক্ষণ দেবালয়ের সীমার মধ্যে থাকিত, তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইতেন না।

খিলোনিস, পিতার এই অতর্কিত বিপৎপাতের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া, শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন, এবং পতিসমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, কেন তুমি এরূপ অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ; ইহাতে অধর্ম্ম, অপযশ ও পরিণামে নানা অনর্থ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে; অতএব, ক্ষান্ত হও, এ অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর; যদি তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা না কর, আমি তোমার সমক্ষে আত্মঘাতিনী হইব; আমি জীবিত থাকিয়া, পিতার দুরবস্থা দর্শন করিতে পারিব না।

এই বলিয়া, পতির চরণে পতিত হইয়া, খিলোনিস অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্লিয়ম্ব্রোটস, দুরাকাঙ্ক্ষার আতিশয্যবশতঃ, রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া, কহিলেন, কেন তুমি আমায় বিরক্ত করিতেছ; তুমি আমার প্রেয়সী, আমি তোমায় প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসি, তাহার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু, এ বিষয়ে আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না। তুমি স্ত্রীজাতি, রাজনীতির মর্ম্ম কি বুঝিবে; এরূপ বিষয়ে তোমার হস্তার্পণ করা উচিত নহে। খিলোনিস, এই রূপে হতাদর হইয়া, আপন আবাসগৃহে প্রতিগমন করিলেন, এবং পিতার নিমিত্ত নিতান্ত আকুলচিত্ত হইয়া, স্বামিসহবাসসুখে বিসর্জ্জন দিয়া, পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সেই অবস্থায় পিতাকে যতদূর সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারা যায় তিনি প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, তদীয় সন্নিধান, পরিচর্য্যা ও সান্ত্বনাবাদ দ্বারা লিয়নিডাসের দুঃখ ও শোকের অনেক লাঘব বোধ হইয়াছিল।

কিয়ৎ দিন পরে, লিয়নিডাসের অবস্থার পরিবর্ত্ত হইল। তিনি পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তদ্দর্শনে খিলোনিস, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, পতিগৃহে প্রতিগমন করিলেন, এবং পতির অগোচরে ও অসম্মতিতে পিতৃসন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন,

তৎপ্রযুক্ত তাঁহার নিকট যে অপরাধিনী হইয়াছিলেন, তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। তিনি, তদীয় বিনয় ও আত্মীয়বর্গের অনুরোধের বশীভূত হইয়া, অবশেষে তাঁহার অপরাধ মার্জনা করিলেন।

জামাতা যে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, লিয়নিডাস তাহা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না; সুতরাং তিনি বৈরনির্যাতনে উদযুক্ত হইলেন। তখন ক্লিয়ম্ব্রোটসকে প্রাণবিনাশশঙ্কায় দেবালয়ের আশ্রয় লইতে হইল। তদ্দর্শনে খিলোনিস শোকাকুল হইয়া, দুই শিশু সন্তান সমভিব্যাহারে লইয়া, পতিসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং সমদুঃখভাগিনী হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে, লিয়নিডাস, কিয়ৎসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া, সেই দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, তাঁহার তনয়া ধূলিধূসরিত কলেবরে স্বামীর পার্শ্বদেশে আসীন হইয়া, বিষণ্ণ বদনে রোদন করিতেছেন, দুটি শিশু সন্তান, জননীর বিষাদ ও রোদন দর্শনে, নিতান্ত আকুল হইয়া, বিরস বদনে ও নিস্পন্দ নয়নে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছে।

যতগুলি লোক সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন, এই শোচনীয় ব্যাপার দর্শনে, সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইল; অনেকেরই নয়ন হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল; এবং সকলেই রাজকন্যার প তিপরায়ণতাগুণের একশেষদর্শনে মোহিত হইয়া, মুক্ত কণ্ঠে অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন; লিয়নিডাস জামাতাকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, অরে দুরাত্মন্! আমি যে তোরে কন্যা দান করিয়াছিলাম, তাহাতেই শ্লাঘা জ্ঞান করিয়া তোর চরিতার্থ হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তুই এমনই দুরাশয় যে, দুর্বুদ্ধির অধীন হইয়া আমার নির্বাসনে ও রাজ্যাপহরণে উদ্যত হইয়াছিলি। এক্ষণে তোরে তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব

ক্লিয়ম্ব্রোটস বাস্তবিক অপরাধী, শ্বশুরের তিরস্কারবাক্যশ্রবণে, অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, উত্তরপ্রদান করিতে পারিলেন না।

অনন্তর, লিয়নিডাস, স্বীয় তনয়াকে সম্বোধন ও সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি আমার আবাসে চল, এ নরাধমের নিমিত্ত শোকাকুল হইয়া, বিলাপ, পরিতাপ ও ক্লেশ-ভোগ করিতেছ কেন। তখন খিলোনিস কহিলেন, তাত! আপনি আমায় যে শোকে আকুল দেখিতেছেন, আমার স্বামীর দুরবস্থাই তাহার আদি কারণ নহে; ইতিপূর্ব্বে আপনকার যে বিপদ ঘটিয়াছিল, সেই অবধি উহার সূত্রপাত হইয়াছে, এবং সেই অবধি এ পর্য্যন্ত

আমার সহচর হইয়া রহিয়াছে। আপনি বিপক্ষ জয় করিয়া পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে মহোৎসবের এক প্রধান কারণ বটে; কিন্তু, আপনি আমায় যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, এবং যাঁহার সহচরী হইয়া আমায় যাবজ্জীবন কালহরণ করিতে হইবেক, যখন সে ব্যক্তি আপনকার কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছেন, এবং অবশেষে তাঁহার কি অবস্থা ঘটিবেক তাহার স্থিরতা নাই, তখন আমি কি রূপে উৎসবে কালহরণ করিতে পারি; যদি আমার প্রতি আপনকার স্নেহ থাকে এবং আমারে চিরদুঃখিনী করা অভিপ্রেত না হয়, কৃপা করিয়া উঁহার অপরাধ মার্জনা করুন।

কন্যার এই প্রার্থনা শুনিয়া, লিয়নিডাস কহিলেন, বৎসে! আমি তোমায় আপন প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসি, এবং তোমার অনুরোধে সকল কর্ম্ম করিতে পারি; কিন্তু, এই দুরাত্মা আমার যেরূপ বিদ্রোহাচরণে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাতে আমি কখন উহার উপর অক্রোধ হইতে পারিব না; বোধ হয়, উহার শোণিত দর্শন না করিলে, আমার কোপশান্তি হইবেক না। তখন খিলোনিস কহিলেন, তাত! আপনি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিবেন, আমি জীবিত থাকিয়া কখনই উঁহার প্রাণদণ্ড অবলোকন করিতে পারিব না; যখন উঁহার প্রাণবধ অবধারিত জানিতে পারিব, তখন অগ্রে আমি আত্মঘাতিনী হইব। যাহা হউক, যখন উনি আপনকার বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমি উঁহারে অতিশয় দুরাচার ও অধার্ম্মিক বোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু, এখন আমি উঁহারে আর সেরূপ বোধ করিতেছি না; কারণ, আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, রাজ্যভোগ মানুষের এত প্রার্থনীয় বিষয় যে, তাহার জন্যে ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ, ন্যায় অন্যায় বিচার ও হিতাহিতবিবেচনা থাকে না। আপনি যে রাজ্যভোগের নিমিত্ত তনয়াকে অনাথা ও চিরদুঃখিনী করিতে উদ্যত হইয়াছেন, উনিও, সেই রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া তাদৃশ অসদাচরণে দূষিত হইয়াছিলেন।

এই বলিয়া খিলোনিস, কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, বাষ্পাকুল লোচনে গদ্গদ বচনে পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, তাত! আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আমার মত হতভাগা ও পাপীয়সী ভূমণ্ডলে আর নাই; পিতা ও পতির নিকট যেরূপ অবমানিত হইলাম, তাহাতে আর আমার প্রাণধারণে কোন ফল নাই; পিতা ও পতি উভয়েই যাহার পক্ষে সমান বিগুণ, তাহার জন্মগ্রহণ বৃথা; এই দণ্ডে আমার প্রাণত্যাগ হইলে সকল যন্ত্রণার শেষ হয়। এই বলিয়া, স্বামীর গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া, খিলোনিস অনর্গল অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

লিয়নিডাস পূর্ব্বাপর সমুদয় শ্রবণ ও অবলোকন পূর্ব্বক, কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, সন্নিহিত আত্মীয়বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া, ক্লিয়ম্ব্রোটসকে কহিলেন, অরে দুরাত্মন্! আমি কেবল কন্যার অনুরোধে তোর প্রাণবধে ক্ষান্ত হইলাম; কিন্তু, তোরে আমার অধিকারে থাকিতে দিব না; আমি আদেশ দিতেছি, তুই এই দণ্ডে স্পার্টা হইতে প্রস্থান কর। অনন্তর, তিনি তনয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! আমি কেবল তোমার অনুরোধে এই নরাধমের প্রাণবধ করিলাম না; এক্ষণে, শোক-পরিত্যাগ করিয়া, আমার সঙ্গে আবাসে আইস, তোমায় উহার সমভিব্যাহারিণী হইতে হইবে না। এ বিষয়ে আমি তোমার প্রতি যেরূপ স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করিলাম, তাহাতে তোমার আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত নহে।

লিয়নিডাসের অনুরোধ ফলদায়ক হইল না। ক্লিয়ম্ব্রোটস উত্থিত ও দণ্ডায়মান হইলে, থিলোনিস জ্যেষ্ঠ সন্তানটিকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন, এবং কনিষ্ঠটিকে স্বয়ং ক্রোড়ে লইয়া, পিতার চরণবন্দনাপূর্ব্বক পতিসমভিব্যাহারে নির্বাসনে প্রস্থান করিলেন।

পুরুষজাতির নৃশংসতা

ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে, তামস ইঙ্কল নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে সঙ্গতিপন্ন লোকের সন্তান; যাহাতে সে উপার্জনে ও লাভালাভপরিদর্শনে সম্যক্ সমর্থ হয়, তাহার পিতা তাহাকে বিলক্ষণ রূপে তদুপযোগিনী শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইঙ্কলের পিতা যথেষ্ট সঙ্গতি করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি সে, অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, অধিকতর উপার্জন মানসে, বিংশতিবৎসর বয়ঃক্রমকালে, আমেরিকা যাত্রা করিল। ইঙ্কল যে অর্ণবপোতে যাইতেছিল, খাদ্য সামগ্রীর অসদ্ভাব উপস্থিত হওয়াতে, তৎসংগ্রহার্থে উহা আমেরিকার এক স্থানে গিয়া নঙ্গর করিল। অর্ণবপোতস্থিত অনেকেই তীরে অবতীর্ণ হইল, এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও অবলোকন করিতে লাগিল। তন্মধ্যে, ইঙ্কলপ্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি, অপরিজ্ঞাত রূপে, অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে ইয়ুরোপীয়েরা আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, এজন্য উহারা তাঁহাদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া ছিল, সুযোগ পাইলে বৈরসাধনের ত্রুটি করিত না। কতিপয় ইয়ুরোপীয়কে তীরে উঠিয়া ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, উহারা অস্ত্র

লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। অনেকই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, একমাত্র ইঙ্কল, পলাইয়া, অলক্ষিত রূপে, সন্নিহিত অরণ্যে প্রবেশ করিল। প্রাণভয়ে দ্রুত পদে ধাবমান হইয়া, সে অরণ্যের অতি নিবিড় অংশে উপস্থিত হইল। ভয়ে ও শ্রমে সে নিতান্ত নির্বীর্য্য হইয়াছিল, এক গণ্ড শৈলের নিকটে গিয়া, আর চলিতে না পারিয়া, ভূতলে পতিত হইল।

এই সময়ে, ঐ প্রদেশের অধিপতির কন্যা, ইয়ারিকো নাম্নী কামিনী, যদৃচ্ছাক্রমে, সেই স্থানে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিল। সে সহসা ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া, এক ইয়ুরোপীয়কে মৃতকল্প পতিত দেখিয়া, প্রথমতঃ চকিত হইয়া উঠিল; কিন্তু, তদীয় আকার দর্শনে বুঝিতে পারিল, এ ব্যক্তি, বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে। স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ দয়ার্দ্র ও স্নেহপরিপূর্ণ। ইঙ্কলের এই অবস্থা দর্শনে, ইয়ারিকোর অন্তঃকরণে স্নেহ ও দয়ার সঞ্চার হইল। ইয়ারিকো, সঙ্কেতবিশেষ দ্বারা অভয়প্রদান করিয়া, ইঙ্কলকে এক গিরিবিবরে লইয়া গেল, সে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, স্বল্পসময়মধ্যে সুস্বাদ ফল মূল সংগ্রহ করিয়া, আহারার্থে প্রদান করিল, এবং পানার্থে এক নির্মল নির্ঝর দেখাইয়া দিল। এই রূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও পিপাসাশান্তি হইলে, ইঙ্কলের শরীরে বলাধান হইল; তখন সে সঙ্কেত দ্বারা সেই কামিনীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, ইয়ারিকো তথা হইতে প্রস্থান করিল, এবং একখানি সুদৃশ্য পশুচর্ম্ম আনিয়া, তাহার শয়নার্থে প্রদান করিল। সে দিবস সায়ংকাল পর্য্যন্ত সেই স্থানে থাকিয়া, তাহাকে সঙ্কেত দ্বারা অভয়প্রদানপূর্ব্বক, ঐ নিভৃত স্থানে রাত্রিযাপন করিতে কহিয়া, ইয়ারিকো স্বীয় আবাসে প্রতিগমন করিলে, ইঙ্কল একাকী সেই গুহাগৃহে রজনী যাপন করিল।

পর দিন প্রভাত হইবামাত্র, ইয়ারিকো ইঙ্কলের নিকট উপস্থিত হইল, এবং অরণ্য হইতে নানাবিধ সুরস ফল মূল আহরণ করিয়া, আহারার্থে প্রদান করিল। তাহার আহার সমাপ্ত হইলে, ইয়ারিকো তদীয় সন্নিকটে উপবিষ্ট হইল। ইঙ্কল অতি সুশ্রী সুগঠন পুরুষ; কিয়ৎ ক্ষণ অবিচলিত নয়নে তাহার রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া, ইয়ারিকো তদীয়-হস্তগ্রহণপূর্ব্বক আপনার হস্তের সহিত তুলনা করিতে লাগিল, তাহার বক্ষঃস্থলের বসনোদ্ঘাটন করিয়া নিরীক্ষণ করিল, পরে চিবুক ধারণ করিয়া মুখ নাসিকা নয়ন প্রভৃতি প্রত্যেক অবয়ব পরীক্ষা করিতে লাগিল। নিতান্ত ইচ্ছা, তাহার সহিত কথোপকথন করে, কিন্তু পরস্পরের ভাষার বিজাতীয় বিভিন্নতা প্রযুক্ত, তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠিল না। ফলতঃ ক্রমে ক্রমে ইঙ্কলের উপর ঐ কামিনীর অত্যন্ত স্নেহ ও অনুরাগ জন্মিল।

এই রূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, তাহাদের পরস্পর বিলক্ষণ সদ্ভাব ও প্রণয় জন্মিয়া উঠিল, এবং ক্রমে ক্রমে উভয়েই উভয়ের ভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতে লাগিল। এক দিন, উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে, ইঙ্কল পরিণয়প্রস্তাব করিল। ইয়ারিকো সম্মতিপ্রদর্শন করিলে, উভয়ে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, পরিণয়পাশে বদ্ধ হইল, এবং পরস্পর নিরতিশয় প্রণয়ে কালযাপন করিতে লাগিল। ইয়ারিকো, প্রায় সমস্ত দিন, তাহার নিকটে থাকিয়া, তদীয় আহারাদি সমবধান করিয়া দিত, এবং ঐরূপ অবস্থায় সে যত দূর সুখে, স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে কালযাপন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সাধ্যানুসারে যত্ন করিত।

এই ভাবে কতিপয় মাস অতীত হইলে, এক দিন ইঙ্কল কহিল, দেখ, এ অবস্থায় কালযাপন করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক, প্রাণভয়ে আমায় সদা সশঙ্ক থাকিতে হয়, আর তুমিও আমার নিমিত্ত নিরন্তর ব্যাকুল ও শঙ্কাকুল থাক; যদি তোমার মত হয়, সুযোগক্রমে এখান হইতে প্রস্থান করি। যে স্থলে আমার স্বদেশীয়েরা আছেন, তথায় গেলে সকল কষ্ট ও সকল শঙ্কার নিবারণ হইয়া যায়। তুমি, অসময়ে আশ্রয় দিয়া, যেমন আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, এবং এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে ও সুখস্বচ্ছন্দে রাখিয়াছ, আমিও, আপন আয়ত্ত স্থানে, তোমায় তেমনই সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিব; তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার কোন মতে ইচ্ছা নাই। আমি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক, আমার সমভিব্যাহারে গেলে, তুমি যাবজ্জীবন নিরতিশয় সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতে পারিবে। তুমি এ বিষয়ে অসম্মত হইও না। ইয়ারিকো এই প্রস্তাবে সম্মতিপ্রদর্শন করিলে, ইঙ্কল কহিল, অতঃপর তুমি প্রতিদিন সমুদ্রের তীরে যাইবে, এবং ইয়ুরোপীয় অর্ণবপোত দেখিতে পাইলে, আমায় সংবাদ দিবে।

এক দিন ইয়ারিকো, ইয়ুরোপীয় অর্ণবপোত দেখিতে পাইয়া, ইঙ্কলকে সংবাদ দিলে, সে, তৎসমভিব্যাহারে অর্ণবতীরে উপস্থিত হইল এবং সঙ্কেতবিশেষ দ্বারা পোতস্থিত লোকদিগকে আপন গমনমানস জানাইল। এক জন ইয়ুরোপীয়কে একাকী দেখিয়া, তাহারা তাহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, তৎক্ষণাৎ এক বোট পাঠাইয়া দিল। ইঙ্কল ও ইয়ারিকো, সেই বোটে আরোহণ করিয়া, অর্ণবপোতে গমন করিল। ঐ পোতে কতিপয় ইয়ুরোপীয় কামিনী ছিলেন; ইয়ারিকো, তাঁহাদের পরিচ্ছদ, সমাদর ও আধিপত্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, প্রিয়তমের আবাসে উপস্থিত হইলে, আমারও এইরূপ পরিচ্ছদ, সমাদর ও আধিপত্য হইবেক। আমি অসভ্য জাতির কন্যা,

সভ্যজাতীয়ের সহধর্ম্মিণী হইয়া, অসুলভ সুখসম্ভোগে কালহরণ আমার ভাগ্যে ঘটিবেক, ইহা আমি, এক দিন, এক ক্ষণের জন্যে, মনে ভাবি নাই।

ঐ অর্ণবপোত বারবেডোনামক স্থানে যাইতেছিল। ঐ প্রদেশ দাসদাসীবিক্রয়ের এক প্রধান স্থান। যে সকল ইয়ুরোপীয়েরা তথায় কৃষিব্যবসায় করিত, তাহাদের, তৎসংক্রান্তকর্ম্মনির্বাহার্থে, কর্ম্মকরের অত্যন্ত প্রয়োজন হইত; এজন্য ইয়ুরোপীয়েরা বলপূর্ব্বক আফ্রিকা ও আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগকে অর্ণবপোতে উঠাইয়া লইত, এবং আমেরিকার কৃষিব্যবসায়ী ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট বিক্রয় করিত। সুতরাং, তত্তৎ প্রদেশে অর্ণবপোত উপস্থিত হইলেই, ক্রেতৃগণ দাসক্রয়ার্থে আসিত। এই সময়ে দাসদাসীর অত্যন্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল; এজন্য, ঐ জাহাজ নঙ্গর করিবামাত্র, ক্রেতৃগণ নৌকায় করিয়া জাহাজে উপস্থিত হইতে লাগিল। দৈবযোগে, ঐ জাহাজে বিক্রয়োপযোগী দাসদাসী ছিল না; সুতরাং, তাহারা নিতান্ত হতাশ হইল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, ইয়ারিকোকে দেখিতে পাইয়া, এক ব্যক্তি, তাহাকে ইঙ্কলের সম্পত্তি বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, তাহার নিকটে ক্রয়প্রস্তাব করিল। ইঙ্কল অসম্মতিপ্রদর্শন করিলে, পূর্ব্বপ্রস্তাবিত ন্যূন মূল্যই অসম্মতির কারণ, এই বিবেচনা করিয়া, সে এক বারে অত্যন্ত অধিক মূল্যদান প্রস্তাব করিল। ইঙ্কল, কোন ক্রমেই, বিক্রয় করিতে সম্মত হইল না। পরে সে, বাসস্থান স্থির করিয়া, ইয়ারিকোকে লইয়া, তথায় গমন করিল।

ইঙ্কলের অর্থলালসা অত্যন্ত প্রবল, অধিক উপার্জনের মানসেই, সে আমেরিকায় গমন করে। কিন্তু, দৈবঘটনায়, এ পর্য্যন্ত উপার্জন দূরে থাকুক, প্রাণান্ত ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছিল। যত দিন অরণ্যে ইয়ারিকোর আশ্রয়ে ছিল, বাঁচিয়া স্বদেশীয় সমাজে আসিতে পারে কি না, তাহারই নিশ্চয় ছিল না; সুতরাং তৎকালে লাভালাভের ভাবনা, এক বারও, তাহার হৃদয়ে উদিত হয় নাই। এক্ষণে, সে সকল শঙ্কা এক বারে দূরীভূত হওয়াতে, সে অনুক্ষণ এই ভাবিতে লাগিল, যদি আমি, বিপদ্‌গ্রস্ত না হইয়া, যথাকালে এই স্থানে আসিতে পারিতাম, তাহা হইলে, এত দিন আমার কত লাভ হইত। এখন কি উপায়ে অপচয়পূরণ করিব, এই চিন্তাই বিলক্ষণ বলবতী হইয়া উঠিল। আপাততঃ ক্ষতিপূরণের উপায়ান্তর না দেখিয়া, এক দিন সে মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, যদি ইয়ারিকোর সংবাস না ঘটিত, তাহা হইলে আমি কোন ক্রমে সে অরণ্যে এত দিন থাকিতাম না, অবশ্যই সুযোগ করিয়া, অনেক পূর্ব্বে, এখানে আসিয়া, উপার্জন করিতে পারিতাম। বিবেচনা করিতে গেলে, উহার জন্যেই আমার এত ক্ষতি হইয়াছে। সে

দিবস, এক ব্যক্তি উহাকে অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল; এক্ষণে দাসদাসীর যেরূপ আবশ্যকতা দেখিতেছি, বোধ করি, তদপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিব; তাহা হইলে, আপাততঃ অনেক ক্ষতি পূরণ হইবেক।

এই স্থির করিয়া, সমধিক মূল্য পাইয়া, ইঙ্কল তত্রত্য এক দাসবণিকের নিকট ইয়ারিকোকে বিক্রয় করিল। ইয়ারিকো, এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, বারংবার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইতে লাগিল। ইঙ্কল তাহাতে কর্ণপাত করিল না। অবশেষে তোমার সহযোগে আমার গর্ভ হইয়াছে, অন্ততঃ প্রসবকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর; এমন অবস্থায় আমার প্রতি এরূপ নৃশংস আচরণ করা তোমার কদাচ উচিত নয়; কাতর বচনে গলদশ্রু লোচনে এই সকল কথা বলিয়া, তাঁহার অন্তকরণে করুণা জন্মাইবার যথেষ্ট চেষ্টা পাইল। কিন্তু তাহার নিষ্ঠুর অন্তঃকরণ পূর্ব্ববৎ অবিকৃতই রহিল; বরং গর্ভসংবাদ অবগত হইয়া, সে, দাসক্রয়বিক্রয়ের নিয়মানুসারে, ক্রেতার নিকট অধিক মূল্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। ক্রেতা, তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া, ক্রীতদাসী লইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

মহানুভাবতা

ইটালির অন্তঃপাতী জেনোয়া প্রদেশের রাজশাসনকার্য্য সর্ব্বতন্ত্র (১) প্রণালীতে সম্পাদিত হইত। কিন্তু, তত্রত্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগের হস্তেই সচরাচর শাসনকার্য্য ন্যস্ত থাকিত। সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতেন, এবং স্বশ্রেণীস্থ লোকদিগের হিতসাধনপক্ষে যাদৃশ যত্ন ও আগ্রহ প্রদর্শন করিতেন, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কদাচ সেরূপ করিতেন না; এজন্য, উভয় পক্ষের মধ্যে সর্ব্বদা বিষম বিরোধ উপস্থিত হইত। ফলতঃ, উভয় পক্ষই, সুযোগ পাইলে, পরস্পর অহিতচিন্তনে ও অনিষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ হইতেন না। একদা, সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে অপদস্থ করিয়া, সাধারণ লোকে কতিপয় স্বপক্ষীয় কার্য্যদক্ষ ব্যক্তির হস্তে শাসনকার্য্যের ভারার্পণ করাতে, তাঁহারাই জেনোয়াসমাজের রাজশাসনসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার নির্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের

(১) যেখানে রাজা নাই, সর্ব্বসাধারণ লোকের মতানুসারে রাজশাসনসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য নির্বাহ হয়, তাহাকে সর্ব্বতন্ত্র বলে। সর্ব্ব—সাধারণ, তন্ত্র—রাজ্যচিন্তা।

সর্ব্বপ্রধানের নাম য়ুবর্টো। তিনি অতি দীনের সন্তান, কিন্তু স্বীয় বুদ্ধি, যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে, বাণিজ্যব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক, বিলক্ষণ সম্পন্ন ও অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠেন।

কিছু দিন পরে, সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা সাধারণ লোকদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া, পুনরায় আপনাদের হস্তে সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। উত্তর কালে আর তাঁহাদিগকে কোন ক্রমে পর্য্যুদস্ত হইতে না হয়, এজন্য, তাঁহারা সাধারণপক্ষীয় প্রধান ও ক্ষমতাপন্ন লোকদিগের দমন করিতে আরম্ভ করিলেন; সর্ব্বপ্রধান য়ুবর্টোকে, সর্ব্বতন্ত্রবিদ্রোহী বলিয়া, অবরুদ্ধ করাইলেন, এবং তদীয় সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া, সর্ব্বতন্ত্রের অধিকারসীমা হইতে নির্বাসনের আদেশপ্রদান করিলেন। এই আদেশ স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত য়ুবর্টো প্রধান বিচারকের নিকট আনীত হইলেন। সম্ভ্রান্তপক্ষীয় এডর্ণোনামক এক ব্যক্তি প্রধান বিচারক ছিলেন, তিনি বিচারাসন হইতে গর্ব্বিত বাক্যে য়ুবর্টোকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অরে পাপিষ্ঠ নরাধম! তুই অতি নীচের সন্তান; কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয় করিয়া, তোর এত আস্পর্দ্ধা বাড়িয়াছিল যে তুই, আপন পূর্ব্বতন অবস্থা বিস্মরণপূর্ব্বক, সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে অপদস্থ ও অবমানিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলি; কিন্তু, তাঁহারা তোর প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন; তোর যেমন অপরাধ তদুপযুক্ত দণ্ডবিধান না করিয়া, তোরে কেবল পূর্ব্বতন অবস্থায় স্থাপিত ও জেনোয়ার অধিকার হইতে নির্বাসিত করিলেন।

এইরূপ গর্ব্বিত ভর্ৎসনাবাক্য শ্রবণ করিয়া, য়ুবর্টো কোনপ্রকার ঔদ্ধত্য বা কোপচিহ্ন প্রদর্শন করিলেন না; বিচারকের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন, কিন্তু এডর্ণোকে এইমাত্র কহিলেন, আপনি আমার প্রতি যে সকল পরুষ ভাষা প্রয়োগ করিলেন, হয় ত ইহার নিমিত্ত আপনাকে উত্তর কালে অনুতাপ করিতে হইবেক। অনন্তর, তিনি নেপল্‌স প্রস্থান করিলেন। তত্রত্য কতিপয় বণিক্ তাঁহার নিকট ঋণী ছিল; তাহারা, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, স্ব স্ব ঋণ পরিশোধ করিল। এই রূপে কিছু অর্থ হস্তগত হওয়াতে, তিনি এক সন্নিহিত দ্বীপে গমন করিলেন, এবং তন্মাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক, পুনর্বার বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া, অসাধারণ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও পরিশ্রমের গুণে, অল্প দিনের মধ্যে বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেন।

বিষয়কার্য্যের অনুরোধে, য়ুবর্টো সর্ব্বদা যে সকল স্থানে যাতায়াত করিতেন, তন্মধ্যে টিউনিস নগর মুসলমানদের অধিকৃত। মুসলমানেরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিষম বিদ্বেষী; তৎকালে উহাদের এই রীতি ছিল, যুদ্ধে পরাজিত খৃষ্টীয়দিগকে বন্দী করিয়া আনিত, এবং তাহাদিগকে দাস ও লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া, রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদিগের ন্যায়, অতি

নিকৃষ্ট কষ্টদায়ক কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিত। একদা যুবর্টো, এই নগরে গিয়া, তত্রত্য এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক অল্পবয়স্ক খৃষ্টীয় দাস পথের ধারে মাটি কাটিতেছে; তাহার দুই চরণ লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ; তদীয় আকার প্রকার দেখিয়া, ভদ্রসন্তান বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইল; যে কষ্টসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, সে কোন ক্রমেই তাহা করিতে পারিতেছে না; এক এক বার কর্ম্ম করিতেছে, এক এক বার বিরত হইয়া, দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ ও অশ্রুবিসর্জন করিতেছে।

এই ব্যাপার দর্শনে, যুবর্টোর অন্তঃকরণে সাতিশয় দয়ার উদয় হইল। তিনি ইটালিক ভাষায় তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে স্বদেশীয়ভাষাশ্রবণে স্বদেশীয়জ্ঞানে, তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, এবং শোকাকুল বচনে আপন দুরবস্থা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথনের পর, সে কহিল, আমি জেনোয়ার প্রধান বিচারক এডর্ণোর পুত্র।

এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র, নির্বাসিত বণিক্ চকিত হইয়া উঠিলেন, তৎকালে ভাবগোপন করিয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, যে ব্যক্তি এডর্ণোর পুত্রকে দাস করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া, তদীয় আলয়ে গমন করিলেন, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কি লইয়া এই খৃষ্টীয় যুবককে দাসত্বমুক্ত করিতে পারেন। তিনি কহিলেন, আমার এরূপ বোধ আছে, ঐ যুবক ধনবান্ লোকের সন্তান, এজন্য আমি পাঁচসহস্র টাকার ন্যূনে উহাকে ছাড়িয়া দিব না। যুবর্টো, তৎক্ষণাৎ ঐ টাকা দিয়া, সেই যুবকের দাসত্বমোচন করিলেন।

এই রূপে আপন অভিপ্রেত সিদ্ধ হওয়াতে, তিনি আন্তরিক পরিতোষলাভ করিলেন, এবং অবিলম্বে এক ভৃত্য ও এক উত্তম পরিচ্ছদ সমভিব্যাহারে লইয়া, সেই যুবকের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, অহে যুবক! তুমি স্বাধীন হইয়াছ, আর তোমায় মুসলমানদিগের দাসত্ব করিতে হইবে না। এই বলিয়া, তিনি স্বহস্তে তদীয়শৃঙ্খলমোচনপূর্ব্বক, নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দিলেন। সে, চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইয়া, এই সমস্ত ব্যাপার স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিতে লাগিল, এবং সে যে যথার্থই দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছে, কোন ক্রমেই তাহার এরূপ প্রতীতি জন্মিল না। কিন্তু যখন যুবর্টো, আপন আবাসে লইয়া গিয়া, তাহার প্রতি স্বীয় সন্তানের ন্যায় স্নেহপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখন তাহার অন্তঃকরণ হইতে সকল সংশয় অপসারিত হইল। সেই যুবক, যুবর্টোর এই অসাধারণ দয়ার কার্য্য ও অলোকসামান্য সৌজন্য দর্শনে মোহিত ও বিস্মিত হইয়া, তদীয় আবাসে কতিপয় দিবস অবস্থিতি করিল।

কিছু দিন পরেই, এক জাহাজ ইটালি যাইতেছে জানিতে পারিয়া, য়ুবর্টো সেই যুবককে স্বদেশে পাঠাইয়া দেওয়া অবধারিত করিলেন। প্রস্থানকালে, তিনি তাহাকে, পাথেয়ের উপযোগী অর্থ ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য প্রদান করিয়া, কহিলেন, বৎস! তোমার উপর আমার এমনই স্নেহ জন্মিয়াছে যে, তোমাকে ছাড়িয়া দিতে আমার কোন মতে ইচ্ছা হইতেছে না; তোমার পিতা মাতা তোমার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল আছেন এবং অনবরত বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, কেবল এই অনুরোধে আমি তোমায় তাঁহাদের নিকটে প্রেরণ করিতেছি, নতুবা আমি তোমায় অন্ততঃ আর কিছু দিন আমার নিকটে রাখিতাম। যাহা হউক, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, নিরাপদে স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া, জনক জননীর শোকাপনোদন ও আনন্দবর্দ্ধন কর। এই বলিয়া, একখানি পত্র তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া, য়ুবর্টো কহিলেন, এই পত্রখানি তোমার পিতাকে দিবে।

সেই যুবক, তদীয় স্নেহ, সদাশয়তা ও অমায়িকতার আতিশয্যদর্শনে, মুগ্ধ হইয়া কহিল, মহাশয়! আপনি আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, কেহ কখন কাহার প্রতি সেরূপ করে না; আপনকার স্নেহ ও দয়া যাবজ্জীবন আমার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিবেক, আমি এক দিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না; প্রার্থনা এই, আপনি যেন এ চিরক্রীত অধীনকে বিস্মৃত না হন। এই বলিয়া, সে, অকৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক, প্রণাম ও আলিঙ্গন করিল। য়ুবর্টো, স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, গলদশ্রু লোচনে দণ্ডায়মান রহিলেন; যুবক অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

এডর্ণো ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, বহু দিন পুত্রের কোন উদ্দেশ না পাইয়া, স্থির করিয়াছিলেন, সে নিঃসন্দেহ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে; সুতরাং, তাহার পুনর্দর্শনবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়াছিলেন। এক্ষণে, সেই যুবক সহসা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা চমৎকৃত ও আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন, এবং উভয়েই, এক কালে স্নেহ-ভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, প্রভূত আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন; তিন জনেই কিয়ৎ ক্ষণ জড়প্রায় হইয়া রহিলেন, কাহার মুখ হইতে বাক্যনিঃসরণ হইল না। অনন্তর, এডর্ণো ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি এত দিন কি রূপে কোথায় ছিলে, বল। তখন সেই যুবক, যেরূপে অবরুদ্ধ ও দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, তাহার সবিস্তর বর্ণন করিলে, এডর্ণো বাষ্পপূর্ণ নয়নে কহিলেন, কোন্ মহানুভাব, তোমায় দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া, আমাদিগকে জন্মের মত কিনিয়া রাখিলেন, বল। সে কহিল, এই পত্র পাঠ করিলে সকল অবগত হইতে পারিবেন।

এডর্ণো, ব্যস্ত হইয়া, সেই পত্রের উদ্ঘাটন করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই, আপনি যে পাপিষ্ঠ নীচের সন্তানকে, যৎপরোনাস্তি গর্ব্বিত বাক্যে ভৎর্সনা করিয়া, সর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক, নির্বাসিত করিয়াছিলেন, সেই নরাধম আপনকার একমাত্র পুত্রকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছে। পত্র পাঠ করিয়া এডর্ণো, পূর্ব্বকৃত নিজ নৃশংস আচরণ ও য়ুবর্টোর অসাধারণ দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শন, এ উভয়ের তুলনা করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও লজ্জায় অধোবদন হইলেন। এই সময়ে তাঁহার পুত্র, ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হইয়া য়ুবর্টোর স্নেহ, দয়া ও সৌজন্যের সবিস্তর বর্ণন করিতে লাগিল। এ ঋণের পরিশোধ নাই বুঝিতে পারিয়া, এডর্ণো সাধ্যানুসারে প্রত্যুপকারকরণে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং যাবতীয় সম্ভ্রান্তদিগকে সম্মত করিয়া, য়ুবর্টোকে পত্র লিখিলেন, আপনি আমায় জন্মের মত কিনিয়া রাখিয়াছেন; আপনি যে কেমন মহানুভাব ব্যক্তি, তাহা আমি এত দিনে বুঝিতে পারিলাম। প্রার্থনা এই, আপনি আমার পূর্ব্বাপরাধ মার্জনা করিয়া, আমায় বন্ধু বলিয়া গণনা করিবেন। আপনকার পক্ষে যে নির্বাসনের আদেশ হইয়াছিল, তাহা রহিত হইয়াছে; এক্ষণে, আপনি অনায়াসে জেনোয়ায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে পারেন।

অল্প দিনের মধ্যেই, য়ুবর্টো জেনোয়ায় প্রত্যাগমন করিলেন, এবং সর্ব্বসাধারণের সম্মানাস্পদ হইয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অপত্যস্নেহের একশেষ

আমেরিকার অন্তঃপাতী চিলিনামক জনপদে সান্‌ফরনাণ্ডো নামে এক নগর আছে। যাটি বৎসরের অধিক অতীত হইল, তথায় স্পেনদেশীয় মিসনরিদিগের এক আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমের অধ্যক্ষ মহোদয়ের এই ব্যবসায় ছিল, তিনি অস্ত্রধারী ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া, অসহায় আদিম নিবাসীদিগের শিশু সন্তান হরণ করিয়া আনিতেন, এবং তাহাদিগকে খৃষ্টান করিয়া, দাসের ন্যায়, সজাতীয়বর্গের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখিতেন।

একদা, তিনি ঐ উদ্দেশে জলপথে প্রস্থান করিলেন; এক স্থানে উপস্থিত হইয়া, নৌকাবন্ধনের আদেশ দিলেন; ভৃত্যদিগকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া, শিশুসংগ্রহের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন, এবং স্বয়ং সেই নৌকায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তদীয় ভৃত্যেরা

ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে এক কুটীর দেখিতে পাইল। তাহারা অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনাদর্শনে, সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া, কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইল, দেখিল, এক নারী আহারসামগ্রী প্রস্তুত করিতেছে, আর তাহার দুটি শিশু সন্তান সমীপদেশে ক্রীড়া করিতেছে।

ঐ নারী দর্শনমাত্র, তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, স্বীয় সন্তানদ্বিতয় লইয়া, পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অস্ত্রধারী মিসনরিভৃত্যেরা তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। একে স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল, তাহাতে আবার ক্রোড়ে দুই সন্তান, সুতরাং পলায়ন দ্বারা সেই অনুসরণকারী দস্যুদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। সে কিয়ৎ ক্ষণের মধ্যেই ধৃত ও সন্তানদ্বয়সমভিব্যাহারে বলপূর্ব্বক নদীতীরে নীত হইল। মিসনরি মহোদয়, নৌকায় অবস্থিত হইয়া, উৎসুক চিত্তে স্বীয় ভৃত্যদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহাদিগকে শিশুদ্বয়সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত দেখিয়া, প্রীত মনে ও প্রফুল্ল বদনে প্রশংসাবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

সেই স্ত্রীর স্বামী ও দুই তিনটি অধিকবয়স্ক সন্তান মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিয়াছিল; তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে, এবং, হয় ত, আর তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ ও মিলন হইবে না, এই শোকে কাতর হইয়া, সে আর্ত্তনাদ, রোদন ও নৌকারোহণে অনিচ্ছাপ্রদর্শন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে, মিসনরি মহোদয় স্বীয় ভৃত্যদিগকে এই আদেশ দিলেন, উহারে বলপূর্ব্বক নৌকায় আরোহণ করাও। তদনুসারে, তাহারা বল-প্রদর্শন আরম্ভ করিলে, ঐ স্ত্রীলোক, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, বাধাদানে বিরত হইল। যদি সে অতঃপরও নৌকারোহণে অসম্মতি প্রদর্শন করিত, তাহা হইলে, তাহারা নিঃসন্দেহ, উহার প্রাণবধ করিয়া, দুই শিশুকে নৌকায় লইয়া যাইত।

অবশেষে, সেই হতভাগা নারী শিশু সন্তান সহিত নৌকায় আরোহিত ও মিসনরির আশ্রমে নীত হইল। স্থলপথে গেলে অনায়াসে পথ চিনিতে পারা যায়, সুতরাং সে পলাইয়া পুনরায় আপন আলয়ে আসিতে পারে, এই আশঙ্কায়, মিসনরি মহোদয় উহাদিগকে জলপথে লইয়া গেলেন। স্বামী ও অবশিষ্ট সন্তানদিগের অদর্শনে, সেই স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণে অতি প্রবল শোকানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। সে, আহার নিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক, উন্মত্তার ন্যায় কালক্ষেপ করিতে, এবং মধ্যে মধ্যে, দুই সন্তান লইয়া, আপন আবাস উদ্দেশে পলায়ন করিতে লাগিল; সতর্ক মিসনরিভৃত্যেরাও, প্রতিবারেই তাহাকে ধরিয়া আশ্রমে আনিতে লাগিল।

অবশেষে, মিসনরি মহোদয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তদীয় আদেশক্রমে, তাঁহার ভৃত্যেরা এক দিন ঐ স্ত্রীলোককে নিতান্ত নির্দয় প্রহার করিল। অনন্তর, তিনি এই ব্যবস্থা করিলেন, উহার পুত্রেরা এখানে থাকুক, উহাকে অন্য এক আশ্রমে পাঠান যাউক। তদনুসারে, সে একাকিনী আতাবাপো নদীর তীরবর্ত্তী আশ্রমান্তরে প্রেরিত হইল। মিসনরিভৃত্যেরা, হস্তবন্ধনপূর্ব্বক নৌকায় আরোহণ করাইয়া, তাহাকে ঐ আশ্রমে লইয়া চলিল। সে, আমায় কি অভিপ্রায়ে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহার কিছুই অবধারণ করিতে পারিল না; কিন্তু, ইহা বুঝিতে পারিল, অনেক দূরে লইয়া যাইতেছে; অত্যন্ত দূরবর্ত্তী হইলে, আর আমি আবাসে আসিতে, এবং পতিদর্শন ও পুত্রমুখনিরীক্ষণ করিতে, পাইব না; সেই জন্যই ইহারা আমায় এরূপে স্থানান্তরিত করিতেছে।

এই সমস্ত ভাবিয়া, নিতান্ত হতাশ হইয়া, ঐ স্ত্রীলোক, অকস্মাৎ আবির্ভূত প্রভূত বল সহকারে, হস্তের বন্ধনচ্ছেদনপূর্ব্বক, ঝম্প প্রদান করিল এবং সন্তরণ করিয়া নদীর অপর পারে চলিল। স্রোতের প্রবলতা বশতঃ, অনেক দূর ভাসিয়া গিয়া, সে তীরবর্ত্তী গণ্ডশৈলের পাদদেশে সংলগ্ন হইল। ঐ গণ্ডশৈল, এই ঘটনা প্রযুক্ত, অদ্যাপি মাতৃশৈল নামে প্রসিদ্ধ আছে। সে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া, অরণ্য প্রবেশপূর্ব্বক, লুকাইয়া রহিল; তদ্দর্শনে নৌকাস্থিত মিসনরি, সাতিশয় কুপিত হইয়া, ঐ পর্ব্বতের নিকট নৌকা লাগাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। নৌকা সেই স্থানে লগ্ন হইলে, তদীয় আদেশক্রমে, ভৃত্যেরা, অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, সেই স্ত্রীলোকের অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিয়ৎ ক্ষণ পরে, দেখিতে পাইল, সে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, গণ্ডশৈলের পাদদেশে মৃতবৎ পতিত আছে। তাহারা, তাহাকে উঠাইয়া নৌকায় প্রত্যানয়ন ও যৎপরোনাস্তি প্রহারপূর্ব্বক, তাহার দুই হস্ত পৃষ্ঠদেশে লইয়া দৃঢ় রূপে বন্ধন করিল এবং জাবিতানামকস্থানবাসী মিসনরিদিগের আশ্রমে লইয়া চলিল।

জাবিতায় নীত হইয়া, সেই স্ত্রীলোক এক গৃহে রুদ্ধ রহিল। এই স্থান সান্‌ফরনাণ্ডো হইতে চল্লিশ ক্রোশ বিপ্রকৃষ্ট; মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ গভীর অরণ্য দ্বারা পরিবৃত; সেই অরণ্য দুষ্প্রবেশ ও দুরতিক্রম বলিয়া তৎকাল পর্য্যন্ত তত্রত্য লোকমাত্রের বোধ ও বিশ্বাস ছিল। কেহ কখন স্থলপথে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার চেষ্টা করিত না। ফলতঃ, যাতায়াতের পক্ষে জলপথ ভিন্ন উপায়ান্তর পরিজ্ঞাত ছিল না। বিশেষতঃ, বর্ষাকাল; বর্ষাকালে ঐ প্রদেশে গগনমণ্ডল নিরন্তর নিবিড় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন থাকে; রাত্রিকাল এরূপ অন্ধতমসে সমাবৃত হয় যে, কোন ব্যক্তি বা বস্তু, সম্মুখে থাকিলেও, লক্ষ্য করিতে পারা যায়

না। ঈদৃশ প্রবল প্রতিবন্ধক সত্ত্বে, অতিদুঃসাহসিক ব্যক্তিও, সাহস করিয়া, স্থলপথে জাবিতা হইতে সান্‌ফরনাণ্ডোপ্রস্থানে উদ্যত হইতে পারে না।

কিন্তু, সুতবিরহবিধুরা জননীর পক্ষে এই সমস্ত প্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক বলিয়াই গণনীয় নহে। সেই হতভাগা নারী এই চিন্তা করিতে লাগিল, আমার পুত্রেরা সান্‌ফরনাণ্ডোতে রহিল; আমি তাহাদের বিরহে, একাকিনী এখানে থাকিয়া, কোন ক্রমে প্রাণধারণ করিতে পারিব না; তাহারাও, আমার অদর্শনে, শোকাকুল হইয়া, নিঃসন্দেহ, প্রাণত্যাগ করিবেক; অতএব, আমি অবশ্য তাহাদের নিকটে যাইব, এবং যে রূপে পারি, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহাদিগকে তাহাদের পিতার নিকটে লইয়া যাইব। তিনি আবাসে আসিয়া, আমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া, কতই বিলাপ ও কতই পরিতাপ করিতেছেন, আমরা অকস্মাৎ কোথায় গেলাম, কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ কতই অনুসন্ধান করিতেছেন, এবং কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া, হতবুদ্ধি ও ম্রিয়মাণ হইয়া, যার পর নাই অসুখে ও দুর্ভাবনায় কালহরণ করিতেছেন। পুত্রেরাও মাতৃশোকে ও ভ্রাতৃশোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং অহোরাত্র হাহাকার করিতেছে।

সেই স্ত্রীলোকের পলাইবার কোন আশঙ্কা নাই, এই ভাবিয়া, আশ্রমবাসীরা তাহার রক্ষণবিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ রাখে নাই; আর প্রহার ও দৃঢ় বন্ধন দ্বারা তাহার হস্তদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়, এজন্য আশ্রমের পরিচারকেরা, কর্ত্তৃপক্ষের অগোচরে, তাহার হস্তের বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দিয়াছিল। সে, পুত্রদিগকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, দন্ত দ্বারা হস্তের বন্ধনচ্ছেদনপূর্ব্বক, গৃহ হইতে বহির্গত হইল, সাধ্য অসাধ্য বিবেচনা না করিয়া, সান্‌ফরনাণ্ডো উদ্দেশে প্রস্থান করিল, এবং চতুর্থ দিবস প্রত্যূষে, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, যে কুটীরে তাহার পুত্রদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, উহার চতুর্দিকে উন্মত্তার প্রায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

এই হতভাগা নারী যেরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার সমাধান করিয়াছিল, অসাধারণ বলবান্ ও অত্যন্ত সাহসী পুরুষেরাও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। বর্ষাকালে তাদৃশ দুষ্প্রবেশ দুরতিক্রম হিংস্রজন্তুপরিবৃত অরণ্য অতিক্রম করা কোন ক্রমে সহজ ব্যাপার নহে। প্রহারে ও অনাহারে সে নিতান্ত নির্বীর্য্য হইয়াছিল; বর্ষার প্রাবল্যনিবন্ধন জলপ্লাবন হওয়াতে, সেই অরণ্যের অধিকাংশ জলমগ্ন হইয়াছিল; মধ্যে মধ্যে সন্তরণ দ্বারা বহুসংখ্যক নদীও অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। এই চারি দিন কি আহার করিয়া প্রাণধারণ করিলি,

এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে, সে কহিয়াছিল, অত্যন্ত ক্ষুধা ও ক্লান্তি বোধ হইলে, অন্য কোন আহার না পাইয়া, যে সকল বৃহৎ কাল পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বৃক্ষে উঠে, তাহাই ভক্ষণ করিতাম।

অপত্যস্নেহের অনির্বচনীয় প্রভাব!!!

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, আশ্রমবাসীরা সেই স্ত্রীলোককে প্রত্যাগত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে তাহাকে আশ্রমের অধ্যক্ষ মিসনরি মহোদয়ের নিকটে লইয়া গেল। তিনি দেখিয়া, অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া, কি জন্যে ও কি রূপে সে তথায় উপস্থিত হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন। সে অশ্রুপূর্ণ লোচনে আকুল বচনে সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিল। শুনিয়া, মিসনরি মহাপুরুষের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র দয়াসঞ্চার হইল না। তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ অধিকতরদূরবর্ত্তী আশ্রমান্তরে প্রেরণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন; মিসনরিভৃত্যদিগের নির্দয় প্রহার ও অরণ্যে কণ্টকাবৃত স্থান অতিক্রম দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গে যে ক্ষত হইয়াছিল, তাহার শোষণের নিমিত্তও ঐ পাপীয়সীকে, দুই চারি দিন, সেই পবিত্র আশ্রমে অবস্থিতি করিতে দিলেন না।

অরুনোকোনদীতীরে মিসনরিদিগের যে আশ্রম ছিল, ঐ হতভাগা নারী অবিলম্বে তথায় প্রেরিত হইল; আর, যে পুত্রদিগের স্নেহের বশীভূত হইয়া এত কষ্ট ও এত যাতনা সহ্য করিয়াছিল, এক বার এক ক্ষণের জন্যে, তাহাদের মুখ দেখিতে পাইল না। এই আশ্রমে নীত হইয়া, সে নিতান্ত হতাশ ও শোকে একান্ত অভিভূত হইল, এবং এক বারেই আহারত্যাগ ও কতিপয় দিবসেই প্রাণত্যাগ করিল।

দয়ালুতা ও ন্যায়পরতা

জর্ম্মনির সম্রাট্ দ্বিতীয় জোজেফের এই রীতি ছিল, সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, রাজধানীর উপশল্যে, একাকী পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন। একদা, এক দীন বালক, তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তিদর্শনে সাহসী হইয়া, সহসা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া জানিত না, এক জন সামান্য ধনবান্ ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে কহিল, মহাশয়! আপনি কৃপা করিয়া আমায় কিছু ভিক্ষা দেন। সম্রাট্ অত্যন্ত দয়ালুস্বভাব, এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে করুণাসঞ্চার হইল। তিনি

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক! তোমার আকার প্রকার ও প্রার্থনাপ্রণালী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তুমি অতি অল্প দিন ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছ।

এই কথা শ্রবণমাত্র, বালক কহিল, মহাশয়! আমি, ইহার পূর্ব্বে কখন কাহার নিকট ভিক্ষা করি নাই; আমাদের অত্যন্ত দুরবস্থা ও বিপদ ঘটিয়াছে। এজন্য আজি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। অল্প দিন হইল, আমার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে; আমাদের কেহ সহায় নাই, এবং নির্বাহের কোন উপায় নাই; আমরা দুই সহোদর, আমি জ্যেষ্ঠ; আমাদের জননী আছেন, তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া শয্যাগত রহিয়াছেন। সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তোমার জননীর চিকিৎসা করিতেছে। বালক কহিল, মহাশয়! তিনি বিনা চিকিৎসায় পড়িয়া আছেন; চিকিৎসককে দিতে, অথবা চিকিৎসক যে ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন তাহা কিনিতে, পারি, আমাদের এমন সঙ্গতি নাই; সেই জন্যেই ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

দীন বালকের মুখে দুরবস্থাবর্ণন শ্রবণ করিয়া, সম্রাটের হৃদয়ে প্রভূত কারুণ্যরস উচ্ছলিত হইল। তিনি, শোকপূর্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক, সেই বালকের বাটীর ঠিকানা জানিয়া লইলেন এবং তাহার হস্তে কতিপয় মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি সত্বর তোমার জননীর নিমিত্ত চিকিৎসক লইয়া যাও, কোন খানে বিলম্ব করিও না। বালক, মুদ্রালাভে প্রফুল্ল হইয়া, চিকিৎসক আনিবার নিমিত্ত, দ্রুত বেগে প্রস্থান করিল।

এ দিকে, সম্রাট্, অন্বেষণ করিতে করিতে, সেই বালকের আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং দর্শনমাত্র বুঝিতে পারিলেন, বালক যেরূপ বর্ণন করিয়াছিল, তাহাদের দুরবস্থা তদপেক্ষা অনেক অধিক; দেখিলেন, তাহার জননী শয্যাগত আছে; আর, একটি শিশু সন্তান, নিতান্ত অশান্ত হইয়া, তাহার পার্শ্বে রোদন ও উৎপাত করিতেছে। তিনি, তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া, চিকিৎসাব্যবসায়ী বলিয়া, আপন পরিচয় দিলেন, এবং অত্যন্ত সদয় ভাবে, মৃদু বচনে, তাহার পীড়ার বিষয়ে সবিশেষ সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

তদীয় সদয় ভাব অবলোকন ও কোমল সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া, সেই স্ত্রীলোক কহিল, মহাশয়! কয়েক দিবস অবধি আমার অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি পীড়া অপেক্ষা দুরবস্থায় অধিক অভিভূত হইয়াছি; আমার দুর্ভাগ্যের বিষয়ে আপনকার নিকটে কি পরিচয় দিব। অল্প দিন হইল, স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে; যাহা কিছু সংস্থান ছিল, অমুক বণিক্ দেউলিয়া হওয়াতে, সমস্ত লোপ পাইয়াছে; আমার দুটি সন্তান, দুটিই শিশু; উহাদের প্রতিপালনের কোন উপায় নাই; বিশেষতঃ, আমার উৎকট রোগ জন্মিয়াছে,

অর্থাভাবে চিকিৎসা হইতেছে না, সুতরাং ত্বরায় আমার প্রাণত্যাগ হইবেক; তখন, এই দুই হতভাগ্যের কি দশা ঘটিবেক, সেই ভাবনায় আমি অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছি; বড় পুত্রটি অতিশয় মাতৃবৎসল, সে আমার চিকিৎসার নিমিত্ত ভিক্ষা করিতে গিয়াছে।

এই অনাথ পরিবারের দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া, সম্রাট্ অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন, এবং বাষ্পবারিপরিপূরিত নয়নে কহিলেন, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না, তোমার এ দুরবস্থা অধিক দিন থাকিবেক না, ত্বরায় তোমার রোগশান্তি ও দুঃখশান্তি হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে, তুমি আমায় একখণ্ড কাগজ দাও, তোমার অবস্থানুরূপ ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দিতেছি। অন্য কাগজ ছিল না, এজন্য স্ত্রীলোক, জ্যেষ্ঠ পুত্রের পড়িবার পুস্তকের প্রান্তভাগে যে কাগজ ছিল, তাহাই ছিন্ন করিয়া তাঁহার হস্তে দিল। তিনি, লিখন সমাপন করিয়া, টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন, এবং, আমি যে ব্যবস্থা করিলাম, উহাতেই তুমি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিবে, এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সম্রাট্ বহির্গত হইবার অব্যবহিত পর ক্ষণেই, তাহার পুত্র চিকিৎসক সঙ্গে লইয়া গৃহপ্রবেশ করিল, এবং আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া, জননীকে সম্ভাষণ করিয়া, কহিতে লাগিল, মা! তুমি আর ভাবনা করিও না, আমি টাকা পাইয়াছি ও চিকিৎসক আনিয়াছি। পুত্রের আহ্লাদদর্শনে তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল; সে পুত্রকে পার্শ্বে বসাইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল, এবং কহিল, বৎস! তোমার যত্ন ও আগ্রহ দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, তুমি অতিশয় মাতৃবৎসল; জগদীশ্বর তোমায় চিরজীবী ও নিরাপদ করুন। এই বলিয়া, কহিল, আর চিকিৎসক না হইলেও চলিত; ইতিপূর্ব্বে এক জন আসিয়াছিলেন; তিনি অত্যন্ত দয়ালু, ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া টেবিলের উপর রাখিয়াছেন; আমায় অনেক উৎসাহ ও আশ্বাস দিয়া, এইমাত্র চলিয়া গেলেন।

এই কথা শুনিয়া, পুত্রের আনীত চিকিৎসক সেই স্ত্রীলোককে কহিলেন, যদি তোমার আপত্তি না থাকে তিনি কি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, দেখি। সে কহিল, আমার কোন আপত্তি নাই, আপনি স্বচ্ছন্দে দেখুন। তখন তিনি, সেই কাগজ হস্তে লইয়া, সম্রাটের স্বাক্ষরদর্শনে চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং কহিলেন, আজি তোমার কি সৌভাগ্যের দিন, বলিতে পারি না; আমার পূর্ব্বে যে ব্যক্তি আসিয়াছিলেন তিনি অন্যবিধ চিকিৎসক; তিনি তোমার পক্ষে যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, আমার সেরূপ ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা নাই; তাঁহার ব্যবস্থা দ্বারা তোমার যেরূপ উপকার দর্শিবেক, আমার ব্যবস্থায় কোন ক্রমেই সেরূপ হওয়া সম্ভাবিত নহে। অধিক কি বলিব, আজি অবধি তোমার দুরবস্থার

অবসান হইল। যিনি তোমার আলয়ে আসিয়াছিলেন, তিনি চিকিৎসক বা সামান্য ব্যক্তি নহেন; জর্ম্মনির সম্রাট্ পরম দয়ালু দ্বিতীয় জোজেফ; তিনি, তোমার দুরবস্থাদর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, এই কাগজে তোমাকে অনেক টাকা দিবার অনুমতি লিখিয়া দিয়াছেন।

শ্রবণমাত্র, সেই স্ত্রীর ও তাহার পুত্রের অন্তঃকরণে যেরূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাহা বর্ণন করিতে পারা যায় না। তাহারা উভয়েই, সম্রাটের দয়া ও সৌজন্যের একশেষদর্শনে মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; অনন্তর, অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্গদবচনে জগদীশ্বরের নিকট তাঁহার অচল রাজ্য ও দীর্ঘ আয়ুঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল। এই অতর্কিত আনুকূল্য লাভ করিয়া, সেই স্ত্রীলোক ত্বরায় রোগমুক্ত হইল, এবং সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল।

আর এক দিন, সম্রাট্ রাজপথে একাকী ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে, এক দীন বালিকা, সেই পথ দিয়া, আপনার বস্ত্র বিক্রয় করিতে যাইতেছে। সে সম্রাট্‌কে চিনিত না, সুতরাং তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহার সম্মুখ দিয়া, চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহার মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সে অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছে। তখন তিনি তাহাকে, সদয় সম্ভাষণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি বালিকে! কিজন্য তোমায় বিবর্ণ ও বিষণ্ণ দেখিতেছি, বল।

এই সস্নেহ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বালিকা দণ্ডায়মান হইল, এবং কহিতে লাগিল, মহাশয়! কিছু দিন হইল, আমি পিতৃহীন হইয়াছি; আমাদের এরূপ দুরবস্থা যে, দিনপাত হওয়া কঠিন; আমার জননী অসুস্থ হইয়াছেন, তাঁহার পথ্য ও ঔষধের নিমিত্ত আর কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে আমার বস্ত্র বিক্রয় করিতে যাইতেছি; আমার আর বস্ত্র নাই; আজি ইহা বিক্রয় করিয়া কথঞ্চিৎ চলিবে, কালি কি উপায় হইবেক, এই ভাবিয়া আমি অস্থির হইয়াছি; বোধ হয়, পথ্য ও ঔষধের অভাবে তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক।

এই বলিবামাত্র, সেই বালিকার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। সে কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল; অনন্তর, শোকসংবরণ করিয়া কহিতে লাগিল, মহাশয়! যদি এ রাজ্যে ন্যায় অন্যায় বিচার থাকিত, তাহা হইলে কখনই আমাদের এরূপ দুরবস্থা ঘটিত না; আমার পিতা বহু কাল সৈন্যসংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, এবং যেরূপ যত্ন ও উৎসাহ সহকারে কর্ম্ম নির্বাহ করিয়াছিলেন, সম্রাট্ ন্যায়বান্ হইলে, তিনি সবিশেষ পুরস্কার পাইতে পারিতেন; পুরস্কার পাওয়া দূরে

থাকুক, যখন তিনি বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হইলেন, তখন আর সম্রাট্ তাঁহার কোন সংবাদ লইলেন না। তিনি অর্থাভাবে, শেষ দশায়, অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সম্রাট্ শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত ও শোকাকুল হইলেন, এবং তাহাকে সান্ত্বনা-প্রদানার্থে কহিলেন, তুমি সম্রাটের উপর যে দোষারোপ করিতেছ, তাহা বোধ হয় বিচারসিদ্ধ নহে; তাঁহার উপর তোমাদের যে দাওয়া আছে, হয় ত তিনি তাহা জানিতেই পারেন নাই; তাঁহাকে রাজশাসনসংক্রান্ত নানা বিষয়ে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিতে হয়; তোমার পিতার দুরবস্থার বিষয় তাঁহার গোচর হইলে, অবশ্যই তিনি সমুচিত বিবেচনা করিতেন। এক্ষণে, তোমায় পরামর্শ দিতেছি, সবিশেষ সমস্ত বিবরণ লিখিয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনাপত্র প্রদান কর।

এই কথা শুনিয়া, বালিকা কহিল, মহাশয়! আপনি প্রার্থনাপত্রপ্রদানের পরামর্শ দিতেছেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদের উপকারের কোন প্রত্যাশা নাই; আমাদের কেহ সহায় নাই; দুঃখীর পক্ষে অনুকূল কথা বলে, এমন লোক দেখিতে পাই না; যদি আমাদের সম্পত্তি থাকিত, অনেকে আমাদের আত্মীয় হইত ও সহায়তা করিত; আমাদের মত লোকের প্রার্থনা সম্রাটের গোচর হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। তখন সম্রাট্ কহিলেন, তুমি সে জন্য উদ্বিগ্ন হইও না; সম্রাটের নিকট আমার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, সাধ্যানুসারে তোমাদের সহায়তা করিব; আর বোধ করি, যাহাতে তোমাদের পক্ষে যথার্থ বিচার হয়, আমি তাহা করিতে পারিব।

ইহা কহিয়া, তিনি সেই বালিকার হস্তে কতিপয় মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, তোমার বস্ত্রবিক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই, গৃহে গমন কর; তুমি দুই দিবস পরে, রাজবাটীতে গিয়া, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; ইতিমধ্যে আমি তোমাদের বিষয়ে চেষ্টা দেখিব, এবং কত দূর করিতে পারি, তাহা তোমাকে জানাইব; তুমি ঐ দিন অবশ্য আমার নিকটে যাইবে, কোন মতে অন্যথা করিবে না। এই বলিয়া, তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন, এবং তাহাকে আশ্বাসিত হইতে কহিয়া প্রস্থান করিলেন।

বালিকা, তাঁহার এইরূপ নিরুপাধি দয়া ও অসামান্য সৌজন্য দর্শনে, মোহিত ও চমৎকৃত হইল, এবং আহ্লাদে পুলকিত হইয়া, বাষ্পবারিপরিপূরিত নয়নে কিয়ৎ ক্ষণ তাঁহার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিল; পরে, তিনি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, গৃহপ্রতিগমনপূর্ব্বক, আপন জননীর নিকট সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিল।

সম্রাট্, রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াই, উপস্থিত বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অবিলম্বে জানিতে পারিলেন, বালিকা যাহা কহিয়াছিল, তাহার সমস্তই সম্পূর্ণ সত্য। বালিকা ও তাহার জননী যে অকারণে এত দিন কষ্টভোগ করিতেছে, এবং তাহার পিতাও যে শেষ দশায় ক্লেশভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এজন্য তিনি যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ ও পরিতাপ প্রাপ্ত হইলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া, তাহাদের উভয়কে রাজবাটীতে আনাইলেন। সেই বালিকার পিতা যত বেতন পাইতেন, তৎসমান পেন্সন্ প্রদানের আদেশ দিয়া, তিনি তাহাদিগকে বিনীত ভাবে কহিলেন, যথাকালে পেন্সন্ না পাওয়াতে, তোমাদিগকে অনেক ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছে, সে জন্য আমি তোমাদের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছি; তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাদিগকে ক্লেশ দি নাই। যদি, তোমাদের পরিচিতের মধ্যে, কাহার পক্ষে কোন অন্যায় ঘটিয়া থাকে, এই প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা তাহাদিগকে আমায় জানাইতে কহিবে।

এই বলিয়া, সম্রাট্ তাহাদিগকে বিদায় দিলেন, এবং তদবধি এই নিয়ম করিলেন, এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তিনি সপ্তাহের মধ্যে অমুক দিন প্রজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এবং যাঁহার যে প্রার্থনা বা অভিযোগ থাকে, তিনি সেই সময়ে তাঁহাকে জানাইতে পারিবেন।

সম্পূর্ণ

'আখ্যানমঞ্জরী' যখন প্রথম লিখিত হয়, তখন দুই ভাগে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে "কলিকাতাস্থ কোনও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক" মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বালকদিগের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব সরল ভাষায় আরও কতকগুলি আখ্যান রচনা করিয়া 'আখ্যানমঞ্জরী প্রথম ভাগ' স্বরূপ প্রচার করেন; পূর্ব্বে প্রকাশিত প্রথম ভাগটি দ্বিতীয় ভাগ রূপে এবং দ্বিতীয় ভাগটি তৃতীয় ভাগ রূপে গণ্য হয়। আমরা প্রথম দুই ভাগ পরবর্ত্তী সংস্করণ হইতে এবং তৃতীয় ভাগ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিতকালে (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত সংস্করণ হইতে পুনর্মুদিত করিলাম। এইটি পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় ভাগের ষষ্ঠ সংস্করণ।

নীতিবোধ

[১৮৫১ সনে প্রকাশিত ১ম সংস্করণ হইতে]

'নীতিবোধ' পুস্তকটি রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত ও তাঁহারই নামে প্রচারিত। তাঁহার লিখিত "বিজ্ঞাপন" হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, ঐ পুস্তকের প্রথম সাতটি প্রস্তাব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত। এই সাক্ষ্য মানিয়া লইয়া আমরা 'নীতিবোধে'র ঐ সাতটি প্রস্তাব 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত করিলাম। এই পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" পুস্তকের রচনা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"রবর্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্স, বালকদিগের নীতিজ্ঞানার্থে ইঙ্গরেজী ভাষায় মারাল্ ক্লাস্ বুক্ নামে যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, এই নীতিবোধ তাহার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া সঙ্কলিত হইল ; ঐ পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে।"

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাক্ষ্যটিও নিম্নে মুদ্রিত হইল।—

"পরিশেষে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এবং তিনি সংশোধন করিয়াছেন বলিয়াই আমি সাহস করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তিনিই প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিনয়, এই কয়েকটি প্রস্তাব তিনি রচনা করিয়াছিলেন ; এবং প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণ স্বরূপ যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টের কথাও তাঁহার রচনা।"

পশুগণের প্রতি ব্যবহার

এই ভূমণ্ডলে এবংবিধ বহু ক্ষুদ্র জীব জন্তু আছে যে, তাহারা মানব জাতির কখন কোন অপকার করে না। কিন্তু কোন কোন লোক স্বভাবতঃ এমন নিষ্ঠুর যে, দেখিবামাত্র ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র জীবকে নানা প্রকারে ক্লেশ দেয় ও উহাদিগের প্রাণবধ করে। কিন্তু এরূপ কর্ম্ম করা কদাচ উচিত নহে, কারণ অকারণে কোন প্রাণীকে ক্লেশ দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম। যদি কখন আমরা কোন দুর্ব্বল প্রাণীকে যাতনা দিতে অথবা তাহার প্রাণহিংসা করিতে উদ্যত হই, তৎকালে আমাদিগের এই বিবেচনা করা আবশ্যক, কোন প্রবল প্রাণী আমাদিগের প্রতি ঐরূপ আচরণ করিলে আমরা কি মনে করি।

যদি আমরা আমোদ বা কার্য্যসৌকর্য্যার্থে অশ্ব অথবা অন্য কোন জন্তু পুষি, তবে ঐ পোষিত জন্তুকে পর্য্যাপ্ত ভোজন দেওয়া, উপযুক্ত স্থানে রাখা এবং সাধ্যাতীত কর্ম্ম না করান আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিতে হইবেক। অশ্ব অত্যন্ত বার্দ্ধক্য, সাতিশয় ক্লান্তি অথবা অত্যল্প আহারপ্রাপ্তি ইত্যাদি কারণে দুর্ব্বল হইয়া দ্রুত গমনে অক্ষম হইলে, তাহাকে কশাঘাত করা অতি নির্দ্দয় ও নির্লজ্জের কর্ম্ম।

পরিবারের প্রতি ব্যবহার

আমাদিগের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি পরিবারবর্গের প্রতি সদা সদয় ও অনুকূল হওয়া উচিত। দেখ, যখন আমরা নিতান্ত শিশু ও একান্ত নিরুপায় ছিলাম, পিতা মাতা আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিয়াছেন এবং আমাদিগের নিমিত্ত কত যত্ন, কত পরিশ্রম ও কতই বা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ফলতঃ, তৎকালে তাঁহাদের তাদৃশী অনুকম্পা ও তাদৃশ স্নেহ না থাকিলে, আমরা কোন্ কালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতাম। অতএব তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া, তাঁহাদিগকে স্নেহ ও ভক্তি করা, সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করা ও সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের মঙ্গলচিন্তা ও হিতানুষ্ঠান করা আমাদিগের প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি আমরা তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা ও আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে পুত্রের কর্ম্ম করা হয় না।

ভ্রাতৃবর্গ ও ভগিনীগণ এক জননীর গর্ভে উৎপন্ন ও এক পিতা মাতার স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত। তাহাদের জন্মাবধি একত্র শয়ন, একত্র ভোজন ও একত্র উপবেশন; এই নিমিত্ত সকলে আশা করে, তাহারা পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও সদ্ভাব সম্পন্ন হইবেক। তাহারা এরূপ হইলে, লোকে তাহাদিগকে সুশীল ও সদাশয় বোধ করে; সুতরাং তাহারা সকলের অনুরাগভাজন হয়। কিন্তু এরূপ না হইয়া, যদি তাহারা পরস্পর বিরোধ ও কলহ করে, লোকে তাহাদের এবংবিধ অনৈসর্গিক ব্যবহার দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগের সহিত আলাপ পরিত্যাগ করে। ভ্রাতৃবর্গের ও ভগিনীগণের পরস্পর প্রণয় থাকিলে তাহারা সাধ্যানুসারে পরস্পরের আনুকূল্য ও উপকার করিতে পারে; এই নিমিত্ত শৈশবাবধি সৌভ্রাত্ররূপ মহামূল্য রত্নের উপার্জ্জনে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার

এই সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত, পদ প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত কেহ প্রধান, কেহ নিকৃষ্ট, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

নিকৃষ্টের কর্ত্তব্য, আপন অপেক্ষা প্রধান ব্যক্তিদিগের সমাদর ও মর্য্যাদা করে। কিন্তু কাহারও নিকট নিতান্ত নম্র অথবা চাটুকার হওয়া অনুচিত। মনুষ্যের অবস্থা যত হীন হউক না কেন, আপনার মান অপমানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, দাসবৎ অন্যের অনুবৃত্তি করা, কোন ক্রমেই বিধেয় নহে; লোকে তাদৃশ পুরুষকে নিতান্ত অপদার্থ জ্ঞান করে।

প্রধানেরও কর্ত্তব্য, নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। তাহাদিগের ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞান করা উচিত। যাহার যেমন পদ, তাহার তদনুযায়িনী মর্য্যাদা করা আবশ্যক। নিকৃষ্টকে যেমন প্রধানের সমাদর ও মর্য্যাদা করিতে হয়, নিকৃষ্টের প্রতি সেইরূপ করা প্রধানেরও অবশ্যকর্ত্তব্য। যদি কোন প্রধানপদারূঢ় ব্যক্তি নিকৃষ্টকে হেয় জ্ঞান করেন, তাহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, তিনি তাদৃশ প্রধান পদের নিতান্ত অযোগ্য। আর নিকৃষ্ট ব্যক্তিও যদি অকারণে প্রধানপদাধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের দ্বেষ করে অথবা কুৎসা করিয়া বেড়ায়, তাহাতেও ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সে ব্যক্তি নীচপ্রকৃতি ও অসূয়াপরবশ।

যে ব্যক্তি আহ্নিক, মাসিক, অথবা বার্ষিক নিয়মে বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যের কর্ম্ম করে, তাহাকে ভৃত্য কহে। ভৃত্যের কর্ত্তব্য, স্বীয় প্রভুর কার্য্য সম্পাদনে সদা অবহিত থাকে ও তাঁহার সমুচিত সম্মান করে। প্রভুরও কর্ত্তব্য, ভৃত্যের প্রতি দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শন করেন। ভৃত্যের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিলে, সে সন্তুষ্ট চিত্তে ও সুচারু রূপে প্রভুর কার্য্য নির্ব্বাহ করে। কিন্তু তিনি কার্কশ্য প্রয়োগ অথবা প্রভুত্ব প্রদর্শন করিলে, সেরূপ হইবার বিষয় নহে। প্রভুর সৌজন্য দেখিলে, ভৃত্যেরা প্রভুভক্ত ও প্রভুকার্য্য-সম্পাদনে একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠে। প্রভুপরায়ণ ভৃত্যেরা প্রভুর নিমিত্ত প্রাণান্ত পর্য্যন্তও স্বীকার করিয়া থাকে।

পরিশ্রম

আমাদিগের আজীব, আরাম ও সৌকর্য্যার্থে যে সকল বস্তু আবশ্যক, পৃথিবীতে তৎসমুদায়ের উৎপাদিকা শক্তি আছে। কিন্তু মনুষ্যের কায়িক পরিশ্রম ব্যতিরেকে ঐ সমস্ত বস্তু কোন মতেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন ও ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে না। শ্রমসাধ্য কৃষি ব্যতিরেকে শস্য জন্মে না। ভূগর্ভ হইতে ধাতুখনন ও তদ্দ্বারা গৃহসামগ্রী নির্ম্মাণ, বিনা শ্রম সম্পন্ন হয় না। পরিশ্রম না করিলে শণ, ঊর্ণা ও কার্পাস হইতে বস্ত্র হয় না। এই সমস্ত ব্যাপার দ্বারা অর্থলাভ হয়। অর্থ জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। অতএব যে ব্যক্তি ইচ্ছানুরূপ অশন, বসন, ও প্রয়োজনোপযোগী অন্যান্য দ্রব্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার আলস্য ত্যাগ ও পরিশ্রম অবলম্বন করা উচিত; তদ্ব্যতিরেকে অর্থাগমের উপায়ান্তর নাই।

যে দেশের লোক শ্রমবিমুখ হইয়া কেবল যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল অথবা মৃগয়ালব্ধ মাংস দ্বারা উদরপূর্ত্তি করে তাহারা অসভ্য। আমেরিকার ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসী লোক ও কাফ্রিজাতি অদ্যাপি এই অবস্থায় আছে। তাহারা অতি কষ্টে কালযাপন করে, উত্তমরূপ ভক্ষ্য ও পরিধেয় পায় না এবং অসময়ের নিমিত্ত কোন সংস্থান করিয়া রাখে না, এজন্য সর্ব্বদাই ভূরি ভূরি লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

কিন্তু যেখানকার লোকেরা পরিশ্রম করে, তত্রত্য লোকের অবস্থা অনেক অংশে উত্তম। পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি নানা উপায় দ্বারা তাহারা যেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করে, তাহা অসভ্য জাতির স্বপ্নের অগোচর। ফলতঃ, যে জাতি যেমন

পরিশ্রম করে তাহাদের অবস্থা তদনুসারে উত্তম হয়। পৃথিবীর মধ্যে জর্ম্মন, সুইস্, ফরাসি, ওলন্দাজ ও ইঙ্গরেজ এই কয়েক জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী; এই নিমিত্ত ইহাদিগের অবস্থাও সকল জাতির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

যে ব্যক্তি শ্রমবিমুখ হইয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে, তাহার চিরকাল দুঃখ ও চিরকাল অপ্রতুল। যে ব্যক্তি শ্রম করে সে কখন কষ্ট পায় না, প্রত্যুত স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করে। ফলতঃ যে যেমন পরিশ্রম করে, তাহার তদ্রূপ সুখ সমৃদ্ধি লাভ হয়।

সংসারের যাবতীয় উত্তম বস্তু শ্রমলভ্য; সুতরাং শ্রম ব্যতিরেকে সে সকল বস্তু লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। পরিশ্রম না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুখলাভ হয় না; কিন্তু সাতিশয় পরিশ্রম করাও অবিধেয়; যেহেতু তদ্দ্বারা শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায় ও রোগ জন্মে। প্রতিদিন দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্য ভঙ্গের সম্ভাবনা নাই।

স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন

মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য আপন জীবিকা নির্ব্বাহ ও প্রাধান্য প্রাপ্তি বিষয়ে অন্যদীয় সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া স্বীয় উদ্যোগ ও উৎসাহকে একমাত্র উপায় স্বরূপ অবলম্বন করেন। অশন, বসন, অথবা অন্যবিধ অভিলষণীয় বস্তু লাভ বিষয়ে অন্যের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা কদাচ উচিত নহে। আবশ্যক সমুদায় দ্রব্য পরিশ্রমলভ্য; সুতরাং পরিশ্রম করিলেই অনায়াসে সকল বস্তু লাভ করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ পরিশ্রম ভিন্ন জীবিকা নির্ব্বাহ ও সাংসারিক সুখসম্ভোগের স্থির উপায় আর কিছুই নাই।

অতএব শৈশবাবধি এরূপ অভ্যাস করা অতি আবশ্যক যে, কোন বিষয়ে অন্যের সাহায্য অপেক্ষা না করিতে হয়। বালকদিগের স্বয়ং বস্ত্রপরিধান, স্বয়ং মুখপ্রক্ষালন ও স্বহস্তে ভক্ষণ করিতে শিক্ষা করা উচিত; জননী অথবা দাসদাসীগণ নিয়ত ঐ সকল ব্যাপার নির্ব্বাহ করিবেক এমন আশা করিয়া থাকা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। বাল্যকালে পরম যত্নে বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞানোপার্জ্জন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; তাহা হইলে সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া অনায়াসে স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার কোন ভাবনা থাকে না। যে ব্যক্তি অন্যের উপর অধিক নির্ভর না করিয়া স্বীয় পরিশ্রমাদি দ্বারা জীবিকা

নির্ব্বাহ করিতে পারে, সে সর্ব্ব লোকের প্রিয় ও আদরণীয় হয়। ইহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, আর সকলেই পরিশ্রম করিবেক, কেবল আমি সকলের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন ও হস্তপদাদিবিশিষ্ট হইয়াও, অলস হইয়া বসিয়া থাকিব; এবং অল্প পরিশ্রমে যাহা লাভ করিতে পারা যায় এমন বিষয়ের নিমিত্তেও অন্যের মুখ চাহিয়া থাকিব।

আমরা আপন কর্ম্ম স্বহস্তে করিলে যত উত্তম রূপে সম্পন্ন হইবেক, অন্যের উপর ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে সেরূপ হওয়া সম্ভাবিত নহে; হয় ত সম্পন্নই হইবেক না। অতএব আমরা স্বয়ং যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে পারি, অন্যের উপর সে বিষয়ের ভার সমর্পণ করা কদাচ উচিত নহে।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

ইচ্ছা করিয়া আপদে পড়িতে যাওয়া অতি নির্ব্বোধের কর্ম্ম। কিন্তু আপদ্ পড়িলে সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অনাকুলিত চিত্তে তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা করা উচিত। আমরা যত ইচ্ছা সাবধান হই না কেন, জন্মাবচ্ছিন্নে যে কখন কোন আপদে পড়িব না এমন আশা করিতে পারা যায় না। আমাদের পরিধান বস্ত্রে ও বাসগৃহে আগুন লাগিতে পারে, এবং ঘটনাক্রমে আমাদের জলমগ্ন হওয়াও অসম্ভাবিত নহে। এই সকল অবস্থা ঘটিলে আমাদের শরীরে অত্যন্ত আঘাত লাগিতে পারে; আর তেমন তেমন হইলে প্রাণনাশেরও আটক নাই। কিন্তু বিপদ্ পড়িলে যদি আমরা বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির চিত্তে আত্মরক্ষার উপায়চিন্তনে তৎপর হই, তাহা হইলে তাদৃশ অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না।

বিপদ্ পড়িলে কতকগুলি লোক ভয়ে এমন অভিভূত ও হতবুদ্ধি হইয়া যায় যে, তাহারা আত্মরক্ষার কিছু মাত্র উপায় করিতে পারে না। এইরূপ হইলে বিপদের নিবারণ না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইতে থাকে। বিপৎকালে কাতর না হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সেই সময়ে স্থির ও সতর্ক থাকা উচিত; তাহা হইলে উপস্থিত অমঙ্গল অতিক্রম করিবার যদি কোন উপায় থাকে তাহা উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিতে পারা যায়। ইহাকেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কহে। এই গুণ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রশংসনীয়।

যদি কখন কাহারও কাপড়ে আগুন ধরে, তাহা হইলে অন্যের সাহায্যার্থে দৌড়িয়া বেড়ান উচিত নহে। দাঁড়াইয়া থাকিলে অথবা দৌড়িয়া যাইলে বস্ত্র অতি শীঘ্র দগ্ধ হয় ও ত্বরায় দেহ দাহ করে। ঐ সময়ে ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দেওয়া উচিত; এরূপ করিলে

তত শীঘ্র দাহ হইতে পারে না। যদি ঐ সময়ে এক খান সতরঞ্চ অথবা গালিচা গায়ে জড়াইতে পারা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অগ্নি নির্ব্বাণ হয়।

দহ্যমান গৃহ হইতে পলাইবার সময় যদি ঐ গৃহ ধূমপূর্ণ থাকে, সোজা দাঁড়াইয়া যাওয়া উচিত নহে; তাহাতে শ্বাসরোধ হইয়া প্রাণনাশের সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। এমন স্থলে হামাগুড়ি দিয়া যাওয়া অতি উত্তম কল্প; যেহেতু তৎকালে মেজিয়ার উপর নির্ম্মল বায়ুর সঞ্চার থাকে।

যদি কোন ব্যক্তি দৈবাৎ জলে মগ্ন হয় আর সন্তরণ না জানে, তাহার ভাসিয়া উঠিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাওয়া উচিত নহে। তখন কেবল স্থির হইয়া ও নাড়ী সকল বায়ুপূর্ণ করিয়া থাকা আবশ্যক। শরীর জল অপেক্ষা লঘু; সুতরাং যদি অতি ব্যাকুল হইয়া হস্ত পদাদি নিক্ষেপ না করে, তবে শরীর অবশ্যই জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে ও সেই খানেই থাকিবে, কখনই মগ্ন হইবে না।

বিনয়

যদি কেহ আপনি আপনার প্রশংসা করে, কিংবা আপনার কথা অধিক করিয়া বলে, অথবা কোন রূপে ইহা ব্যক্ত করে যে, সে আপনি আপনাকে বড় জ্ঞান করে, তাহা হইলে, সে নিঃসন্দেহ উপহাসাস্পদ হয়। আমাদিগের আপনাকে সামান্য জ্ঞান করা উচিত, এবং লোকেও যেন বুঝিতে পারে যে আমরা আপনাকে সামান্য জ্ঞান করি। আর অন্যে যখন আমাদের প্রশংসা করে, তৎকালে বিনীত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহা অতি যথার্থ কথা যে বিনয় সদ্‌গুণের শোভা সম্পাদন করে, কিন্তু যথার্থ সদ্‌গুণও আত্মশ্লাঘাসহকৃত হইলে সকলের ঘৃণিত হয়। আর আমাদিগের যে সকল বিদ্যা, গুণ, অথবা পদ নাই, যদি আমরা উহা আছে বলিয়া লোকের নিকট ভান করি, তাহা হইলে, আমাদিগকে আরও উপহাসাস্পদ হইতে হয়। যেহেতু আমাদের ঐ সকল ভান অমূলক বলিয়া লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারে। লোক নির্গুণ ব্যক্তিকে যত অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে, নির্গুণ হইয়া গুণ আছে বলিয়া ভানকারী ব্যক্তিকে তাহা অপেক্ষা অধিক অবজ্ঞা ও অধিক ঘৃণা করে।

অনেকের এরূপ রোগ আছে যে, আপনার সিদ্ধান্তকে অখণ্ডনীয় ও অন্যের সিদ্ধান্তকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এই মহৎ রোগের প্রতীকারে সযত্ন হওয়া অতি কর্ত্তব্য।

আমরা অপসিদ্ধান্ত বোধ করিলেও তাহাদের সিদ্ধান্ত বস্তুতঃ অভ্রান্ত হইতে পারে ; আর আমাদিগের সিদ্ধান্ত আমরা অভ্রান্ত বোধ করিলেও বাস্তবিক ভ্রমাত্মক হইবার আটক কি। সকলেরই বিশেষ বিশেষ মত আছে, এবং সকলেই আপন আপন মত অভ্রান্ত বোধ করিতে পারে। অতএব সকলেরই মত ভ্রান্তিমূলক কেবল আমারই প্রামাণিক ইহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। আমার ভুল হইতে পারে এইরূপ ভাবিয়া কর্ম্ম করা সকলের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক।

নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট

সুবিখ্যাত মহাবীর নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে ১৫ই আগষ্ট, কর্শিকা দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ সেনাসম্পর্কীয় অতি সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন, কিন্তু স্বভাবতঃ যুদ্ধবিদ্যায় অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকাতে ক্রমে ক্রমে অতি প্রধান পদে অধিরোহণ করেন। ফ্রান্সের লোকেরা তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে স্বদেশের সম্রাট্ করিল। কিন্তু তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা ছিল না, সুতরাং ফ্রান্সের সম্রাট্ পদ প্রাপ্তিতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিবেন। তদনুসারে ইউরোপে প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করেন এবং একে একে অনেক রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া সেই সেই রাজার রাজ্য আপন বশে আনেন।

ইউরোপের রাজারা এই বিষম বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া সকলে ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কাহারও সৌভাগ্য চিরস্থায়ী নহে। অতঃপর নেপোলিয়ন্ পরাজিত হইতে লাগিলেন। যত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে সকলই হারাইলেন। পরিশেষে বিপক্ষেরা তাঁহাকে দ্বীপান্তরে লইয়া গিয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। যিনি অতি সামান্য কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও স্বীয় অদ্ভুত ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে স্বদেশের সম্রাট্ হইয়াছিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে প্রায় সমুদায় ইউরোপ পরাজয় করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও দুরাকাঙ্ক্ষা দোষে শেষদশায় কারাগারে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু যদি তিনি সম্রাট্ পদ প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইতেন, তাহা হইলে, যাবজ্জীবন অকণ্টকে সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া লোকযাত্রা সংবরণ করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

বিবিধ

সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব

[১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে]

বিজ্ঞাপন

এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কলিকাতাস্থ বীটন সোসাইটি নামক সমাজে পঠিত হইয়াছিল। অনেকে এই প্রস্তাব মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ অনুরোধ করাতে, আমি, তৎকালীন সভাপতি মহামতি শ্রীযুত ডাক্তর মোয়েট মহোদয়ের অনুমতি লইয়া, দুই শত পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করি।

যে প্রস্তাব যে সমাজে পঠিত হয়, সেই প্রস্তাব সেই সমাজের স্বত্বাস্পদীভূত হইয়া থাকে, এজন্য আমি উক্ত ডাক্তর মহোদয়ের নিকট প্রস্তাবের অধিকার ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি অনুগ্রহপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে বিনা মূল্যে সেই অধিকার প্রদান করেন। তদনুসারে আমি এই প্রস্তাব পুনরায় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

আমি বিলক্ষণ অবগত আছি যে এই গুরুতর প্রস্তাব যেরূপ সঙ্কলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক কোন ক্রমেই সেরূপ হয় নাই। বস্তুতঃ, এই প্রস্তাবে বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের অন্তর্গত কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামোল্লেখ মাত্র হইয়াছে, তত্তদ্গ্রন্থেরও প্রকৃত প্রস্তাবে দোষ গুণ বিচার করা হয় নাই। তদ্ভিন্ন, কত শত গ্রন্থের নামও উল্লিখিত হয় নাই। বীটন সোসাইটিতে এক ঘণ্টামাত্র সময় প্রস্তাব পাঠের নিমিত্ত নিরূপিত আছে; সেই সময়ের মধ্যে যাহাতে পাঠ সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়েই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া, এরূপ সংক্ষিপ্ত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

এক্ষণে, এরূপ অসম্যক্ সঙ্কলিত প্রস্তাব পুনর্মুদ্রিত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমার কতিপয় আত্মীয় ভূয়োভূয়ঃ কহিয়াছিলেন যে এই প্রস্তাব পাঠ করিলে সংস্কৃত-কালেজের ছাত্রদিগের উপকার দর্শিতে পারে, অতএব ইহা পুনর্মুদ্রিত করা আবশ্যক; তদ্ব্যতিরিক্ত, অন্যান্য লোকেও এই প্রস্তাব পাঠ করিবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; তৎপ্রযুক্ত, আমি মানস করিয়াছিলাম, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে এক প্রস্তাব রচনা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিব। কিন্তু, নিতান্ত অনবকাশপ্রযুক্ত, এপর্য্যন্ত আমি সে মানস পূর্ণ করিতে পারি নাই; এবং কিছুকালও যে

সম্যক্ রূপে তৎসঙ্কলনের উপযুক্ত অবকাশ পাইব, তাহারও সম্ভাবনা নাই; এজন্য আপাততঃ এই প্রস্তাব যথাবস্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা, সংস্কৃতকালেজ।
১৪ই চৈত্র, সংবৎ ১৯১৩।

সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্র

সংস্কৃতভাষা

সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। এই অপূর্ব্ব ভাষায় ভূরি ভূরি শব্দ, ভূরি ভূরি ধাতু, ভূরি ভূরি বিভক্তি ও ভূরি ভূরি প্রত্যয় আছে, এবং এক এক শব্দে ও এক এক ধাতুতে নানা প্রত্যয় ও নানা বিভক্তির যোগ করিয়া, ভূরি ভূরি নূতন শব্দ ও ভূরি ভূরি পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে। এরূপ অভিপ্রায়ই নাই যে এই ভাষাতে অতি সুন্দর রূপে ব্যক্ত করিতে পারা যায় না; এবং এরূপ বিষয়ই নাই যে এই ভাষাতে সুচারু রূপে সঙ্কলিত হইতে পারে না। অতি প্রাচীন কাল অবধি, অতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা, নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া, এই ভাষাকে সম্যক্ মার্জ্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃতভাষায় দুই পদ পরস্পর সন্নিহিত হইলে পূর্ব্ব, পর অথবা উভয় বর্ণই প্রায় রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা এই রূপান্তরপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয়, তাহাকে সন্ধি বলে। সন্ধিপ্রক্রিয়া দ্বারা ভাষার অশ্রাব্যতাপরীহার ও সুশ্রাব্যতাসম্পাদন হইয়া থাকে। আর প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অনেক পদকে, একত্র যোগ করিয়া, এক পদ করা যায়। এই অনেক পদের একপদীকরণপ্রণালীকে সমাস বলে। সমাসপ্রক্রিয়া দ্বারা সংক্ষিপ্ততা ও সুশ্রাব্যতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে সমাস-ঘটিত বাক্য সকল অপেক্ষাকৃত দুরূহ, এবং আবৃত্তিমাত্র তত্তদ্বাক্যের অর্থবোধ নির্ব্বাহ হইয়া উঠে না। সমাসপ্রণালী অবলম্বন করিয়া ইচ্ছানুরূপ দীর্ঘ পদ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তারা তাদৃশ সমাসপ্রিয় ছিলেন না। কিন্তু নব্যেরা সচরাচর অতি দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস করিয়া থাকেন। কোন কোন উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থেও বিংশতি পদ পর্য্যন্তও একপদীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, সংস্কৃতবৈয়াকরণেরা সন্ধি, সমাস, পদসাধন ও প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে নূতন নূতন শব্দ সঙ্কলন করিবার যে সমস্ত অভিনব পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, তদ্দারা সংস্কৃত এক অদ্ভুত ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃতভাষায় কি সরল, কি বক্র, কি মধুর,

কি কর্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত, সর্ব্বপ্রকার রচনাই সমান সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে। সংস্কৃতরচনাতে এরূপ অসাধারণ কৌশল প্রদর্শিত হইতে পারে যে তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

সংস্কৃত রচনাতে শব্দঘটিত যে সকল কৌশল প্রদর্শিত হইতে পারে, তাহার কতিপয় উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে।

নিম্নে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইল, উহা কেবল ভ এবং র এই দুই ব্যঞ্জনবর্ণে রচিত।

ভূরিভির্ভারিভির্ভোরৈর্ভূভারৈরভিরেভিরে।
ভেরীরেভিভিরভ্রাভৈরভোরুভিরিভৈরিভাঃ॥

শিশুপালবধ।

নিম্নলিখিত শ্লোক কেবল দ এই একমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণে রচিত।

দাদদো দুদ্দদুদ্দাদী দাদাদো দুদদী দদোঃ।
দুদ্দাদং দদদে দুদ্দে দদাদদ দদোদদঃ॥

শিশুপালবধ।

যমক রচনার চাতুর্য্য প্রদর্শনার্থে নিম্নলিখিত কয়েক শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

নব পলাশ পলাশ বনং পুরঃ
স্ফুট পরাগ পরাগ তপঙ্কজম্।
মৃদু লতান্ত লতান্ত মলোকয়ৎ
স সুরভিং সুরভিং সুমনোভরৈঃ॥

শিশুপালবধ।

নসমা নসমা নসমা নসমা
গমমাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ।
ভ্রমদ ভ্রমদ ভ্রমদ ভ্রমদ
ভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ॥

নলোদয়।

ঘনং বিদার্য্যার্জ্জুনবাণপূগং সসার বাণোঽযুগলোচনস্য।
ঘনং বিদার্য্যার্জ্জুনবাণপূগং সসার বাণোঽযুগলোচনস্য॥

কিরাতার্জ্জুনীয়।

বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রো
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ।
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রো
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ॥

ভট্টিকাব্য।

নিম্নলিখিত দুই শ্লোক আদি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠ করিলে যেরূপ হয়, অন্ত হইতে পাঠ করিলেও অবিকল সেইরূপ হয়।

বাহনাজনি মানাসে সারাজাবনমা ততঃ।
মত্তসারগরাজেভে ভারীহাবজ্জনধ্বনি॥
নিধ্বনজ্জবহারীভা ভেজে রাগরসাত্তমঃ।
ততমানবজারাসা সেনা মানিজনাহবা॥

শিশুপালবধ।

নিম্নলিখিত শ্লোক নানা দিকে এক প্রকার পাঠ করা যায়।

দে বা কা নি নি কা বা দে
বা হি কা স্ব স্ব কা হি বা।
কা কা রে ভ ভ রে কা কা
নি স্ব ভ ব্য ব্য ভ স্ব নি॥

কিরাতার্জ্জুনীয়।

সংস্কৃত ভাষায় সরল, মধুর, ললিত প্রভৃতি রচনা কিরূপ হইতে পারে, তাহারও উদাহরণ প্রদর্শনার্থে, গদ্যে ও পদ্যে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত হইতেছে।

সখে পুণ্ডরীক নৈতদনুরূপং ভবতঃ; ক্ষুদ্রজনক্ষুণ্ণ এষ মার্গঃ; ধৈর্য্যধনা হি সাধবঃ। কিং যঃ কশ্চিৎ প্রাকৃত ইব বিক্লবীভবন্তমাত্মানং ন রুণৎসি। কুতস্তবাপূর্বোঽয়মদ্যেন্দ্রিয়োপপ্লবঃ, যেনাস্যেবং কৃতঃ। ক্ব তে তদ্ধৈর্য্যং, ক্বাসাবিন্দ্রিয়জয়ঃ, ক্ব তদ্বশিত্বং চেতসঃ, ক্ব সা প্রশান্তিঃ, ক্ব তৎ কুলক্রমাগতং ব্রহ্মচর্য্যং, ক্ব সা সর্ব্ববিষয়নিরুৎসুকতা, ক্ব তে গুরূপদেশাঃ, ক্ব তানি শ্রুতানি, ক্ব তা বৈরাগ্যবুদ্ধয়ঃ, ক্ব তদুপভোগবিদ্বেষিত্বং, ক্ব সা সুখপরাঙ্মুখতা, ক্বাসৌ তপস্যভিনিবেশঃ, ক্ব সা সংযমিতা, ক্ব সা ভোগানামুপর্য্যরুচিঃ, ক্ব তৎ যৌবনানুশাসনম্। সর্বথা নিষ্ফলা প্রজ্ঞা, নির্গুণো ধর্ম্মশাস্ত্রাভ্যাসঃ, নিরর্থকঃ সংস্কারঃ,

নিরুপকারকো গুরূপদেশবিবেকঃ, নিষ্প্রয়োজনা প্রবুদ্ধতা, নিষ্কারণং জ্ঞানম্; যদত্র ভবাদৃশা অপি রাগাভিষঙ্গৈঃ কলুষীক্রিয়ন্তে প্রমাদৈশ্চাভিভূয়ন্তে। কথং করতলাদ্গলিতামপহৃতামক্ষমালামপি ন লক্ষয়সি; অহো বিগতচেতনত্বম্; অপহৃতা নামেয়ম্; ইদমপি তাবদপহ্রিয়মাণমনয়ানার্য্যয়া নিবার্য্যতাং হৃদয়মিতি।

কাদম্বরী।

ইতি পরিসমাপিতাহারাং, নির্বর্ত্তিতসন্ধ্যোচিতাচারাং, শিলাতলে বিশ্রব্ধমুপবিষ্টাং নিভৃতমুপসৃত্য, নাতিদূরে সমুপবিশ্য, মুহূর্ত্তমিব স্থিত্বা চন্দ্রাপীড়ঃ সবিনয়মবাদীৎ, ভগবতি ত্বৎপ্রসাদপ্রাপ্তিপ্রোৎসাহিতেন কুতূহলেনাকুলীক্রিয়মাণো মানুষতাসুলভো লঘিমা বলাদনিচ্ছন্তমপি মাং প্রশ্নকর্ম্মণি নিয়োজয়তি। জনয়তি হি প্রভুপ্রসাদলবোঽপি প্রাগল্ভ্যমধীরপ্রকৃতেঃ; স্বল্পাপ্যেকদেশাবস্থানকালকলা পরিচয়মুৎপাদয়তি; অণুরপ্যুপচারপরিগ্রহঃ প্রণয়মারোপয়তি। তদ্‌যদি নাতিখেদকরমিব, ততঃ কথনেনাত্মানমনুগ্রাহ্যমিচ্ছামি।

কাদম্বরী।

বনস্পতীনাং সরসাং নদীনাং
তেজস্বিনাং কান্তিভৃতাং দিশাঞ্চ।
নির্যায় তস্যাঃ স পুরঃ সমন্তাৎ
শ্রিয়ং দধানাং শরদং দদর্শ॥
নিশাতুষারৈর্নয়নাম্বুকল্পৈঃ
পত্রান্তপর্য্যাগলদচ্ছবিন্দুঃ।
উপারুরোদেব নদৎপতঙ্গঃ
কুমুদ্বতীং তীরতরুর্দিনাদৌ॥
বনানি তোয়ানি চ নেত্রকল্পৈঃ
পুষ্পৈঃ সরোজৈশ্চ নিলীনভৃঙ্গৈঃ।
পরস্পরাং বিস্ময়বন্তি লক্ষ্মী-
মালোকয়াঞ্চক্রুরিবাদরেণ॥
দত্তাবধানং মধুলেহিগীতৌ
প্রশান্তচেষ্টং হরিণং জিঘাংসুঃ।
আকর্ণয়ন্নুৎসুকহংসনাদান্
লক্ষ্যে সমাধিং ন দধে মৃগাবিৎ॥

অদৃক্ষতাম্ভাংসি নবোৎপলানি
রুতানি চাশ্রোষত ষট্পদানাম্ ।
আঘ্রায়িবান্ গন্ধবহঃ সুগন্ধ-
স্তেনারবিন্দব্যতিষঙ্গবাংশ্চ ॥
লতানুপাতং কুসুমান্যগৃহ্ণাৎ
স নদ্যবস্কন্দমুপাস্পৃশচ্চ ।
কুতূহলাচ্চারুশিলোপবেশং
কাকুৎস্থ ঈষৎ স্ময়মান আস্ত ॥
দিগ্ব্যাপিনীর্লোচনলোভনীয়া
মৃজান্বয়াঃ স্নেহমিব স্রবন্তীঃ ।
ঋজ্বায়তাঃ শস্যবিশেষপংক্তী-
স্তুতোষ পশ্যন্ বিতৃণান্তরালাঃ ॥
বিয়োগদুঃখানুভবানভিজ্ঞৈঃ
কালে নৃপাংশং বিহিতং দদদ্ভিঃ ।
আহার্য্যশোভারহিতৈরমায়ৈ-
রৈক্ষিষ্ট পুম্ভিঃ প্রচিতান্ স গোষ্ঠান্ ॥
স্ত্রীভূষণং চেষ্টিতমপ্রগল্ভং
চারূণ্যবক্রাণ্যপি বীক্ষিতানি ।
ঋজূংশ্চ বিশ্বাসকৃতঃ স্বভাবান্
গোপাঙ্গনানাং মুমুদে বিলোক্য ॥
সিতারবিন্দপ্রচয়েষু লীনাঃ
সংসক্তফেনেষু চ সৈকতেষু ।
কুন্দাবদাতাঃ কলহংসমালাঃ
প্রতীয়িরে শ্রোত্রসুখৈর্নিনাদৈঃ ॥

ভট্টিকাব্য ।

অথার্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে
শয্যাগৃহে সুপ্তজনে প্রবুদ্ধঃ ।

কুশঃ প্রবাসস্থকলত্রবেশা-
মদৃষ্টপূর্ব্বাং বনিতামপশ্যৎ ॥
সা সাধুসাধারণপার্থিবর্দ্ধেঃ
স্থিত্বা পুরস্তাৎ পুরুহূতভাসঃ।
জেতুঃ পরেষাং জয়শব্দপূর্ব্বং
তস্যাঞ্জলিং বন্ধুমতো ববন্ধ ॥
অথানপোঢ়ার্গলমপ্যগারং
ছায়ামিবাদর্শতলং প্রবিষ্টাম্।
সবিস্ময়ো দাশরথেস্তনূজঃ
প্রোবাচ পূর্ব্বার্দ্ধবিসৃষ্টতল্পঃ ॥
লব্ধান্তরা সাবরণেঽপি গেহে
যোগপ্রভাবে নচ দৃশ্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং
মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্ ॥
কা ত্বং শুভে কস্য পরিগ্রহো বা
কিং বা মদভ্যাগমকারণং তে।
আচক্ষ্ব মত্বা বশিনাং রঘূণাং
মনঃ পরস্ত্রীবিমুখপ্রবৃত্তি ॥
তমব্রবীৎ সা গুরুণানবদ্যা
যা নীতপৌরা স্বপদোন্মুখেন।
তস্যাঃ পুরঃ সম্প্রতি বীতনাথাং
জানীহি রাজন্নধিদেবতাং মাম্ ॥
বস্বৌকসারামভিভূয় সাহং
সৌরাজ্যবদ্ধোৎসবয়া বিভূত্যা।
সমগ্রশক্তৌ ত্বয়ি সূর্য্যবংশ্যে
সতি প্রপন্না করুণামবস্থাম্ ॥
বিশীর্ণতল্পাদৃশতো নিবেশঃ
পর্য্যস্তশালঃ প্রভুণা বিনা মে।

বিড়ম্বয়ত্যস্তনিমগ্নসূর্য্যং
দিনান্তমুগ্রানিলভিন্নমেঘম্ ॥
নিশাসু ভাস্বৎকলনূপুরাণাং
যঃ সঞ্চরোঽভূদভিসারিকাণাম্ ।
নদন্মুখোল্কাবিচিতামিষাভিঃ
স বাহ্যতে রাজপথঃ শিবাভিঃ ॥
আস্ফালিতং যৎ প্রমদাকরাগ্রৈ-
র্মৃদঙ্গধীরধ্বনিমন্বগচ্ছৎ ।
বন্যৈরিদানীং মহিষৈস্তদম্ভঃ
শৃঙ্গাহতং ক্রোশতি দীর্ঘিকাণাম্ ॥
বৃক্ষেশয়া যষ্টিনিবাসভঙ্গাৎ
মৃদঙ্গশব্দাপগমাদলাস্যাঃ ।
প্রাপ্তা দবোল্কাহতশেষবর্হাঃ
ক্রীড়াময়ূরা বনবর্হিণত্বম্ ॥
সোপানমার্গেষু চ যেষু রামা
নিক্ষিপ্তবত্যশ্চরণান্ সরাগান্ ।
সদ্যোহতন্যঙ্কুভিরস্রদিগ্ধং
ব্যাঘ্রৈঃ পদং তেষু নিধীয়তে মে ॥
চিত্রদ্বিপাঃ পদ্মবনাবতীর্ণাঃ
করেণুভির্দত্তমৃণালভঙ্গাঃ ।
নখাঙ্কুশাঘাতবিভিন্নকুম্ভাঃ
সংরব্ধসিংহপ্রহৃতং বহন্তি ॥
কালান্তরশ্যামসুধেষু নক্ত-
মিতস্ততোরূঢ়তৃণাঙ্কুরেষু ।
ত এব মুক্তাগুণশুদ্ধয়োঽপি
হর্ম্ম্যেষু মূর্চ্ছন্তি ন চন্দ্রপাদাঃ ॥
আবর্জ্য শাখাঃ সদয়ঞ্চ যাসাং
পুষ্পাণ্যুপাত্তানি বিলাসিনীভিঃ ।

বন্যৈঃ পুলিন্দৈরিব বানরৈস্তাঃ
ক্লিশ্যন্ত উদ্যানলতা মদীয়াঃ ॥
রাত্রাবনাবিষ্কৃতদীপভাসঃ
কান্তামুখশ্রীবিযুতা দিবাপি।
তিরস্ক্রিয়ন্তে কৃমিতন্তুজালৈ-
র্বিচ্ছিন্নধূমপ্রসরা গবাক্ষাঃ ॥
বলিক্রিয়াবর্জ্জিতসৈকতানি
স্নানীয়সংসর্গমনাপ্নুবন্তি।
উপান্তবানীরগৃহাণি দৃষ্ট্বা
শূন্যানি দূয়ে সরযূজলানি ॥
তদর্হসীমাং বসতিং বিসৃজ্য
মামভ্যুপেতুং কুলরাজধানীম্।
হিত্বা তনুং কারণমানুষীং তাং
যথা গুরুস্তে পরমাত্মমূর্ত্তিম্ ॥
তথেতি তস্যাঃ প্রণয়ং প্রতীতঃ
প্রত্যগ্রহীৎ প্রাগ্রহরো রঘূণাম্।
পূরপ্যভিব্যক্তমুখপ্রসাদা
শরীরবন্ধেন তিরোবভূব ॥

রঘুবংশ।

সুকুমারমহো লঘীয়সাং হৃদয়ং তদ্গতমপ্রিয়ং যতঃ।
সহসৈব সমুদ্গিরন্ত্যমী ক্ষপয়ন্ত্যেব হি তন্মনীষিণঃ ॥
উপকারপরঃ স্বভাবতঃ সততং সর্ব্বজনস্য সজ্জনঃ।
অসতামনিশং তথাপ্যহো গুরুহৃদ্রোগকরী তদুন্নতিঃ ॥
পরিতপ্যত এব নোত্তমঃ পরিতপ্তোঽপ্যপরঃ সুসংবৃতিঃ।
পরবৃদ্ধিভিরাহিতব্যথঃ স্ফুটনির্ভিন্নদুরাশয়োঽধমঃ ॥
অনিরাকৃততাপসম্পদং ফলহীনাং সুমনোভিরুজ্ঝিতাম্।
খলতাং খলতামিবাসতীং প্রতিপদ্যেত কথং বুধো জনঃ ॥

প্রতিবাচমদত্ত কেশবঃ শপমানায় ন চেদিভূভুজে।
অনুহুঙ্কুরুতে ঘনধ্বনিং নহি গোমায়ুরুতানি কেশরী॥
জিতরোষরয়া মহাধিয়ঃ সপদি ক্রোধজিতো লঘুর্জ্জনঃ।
বিজিতেন জিতস্য দুর্মতের্মতিমদ্ভিঃ সহ কা বিরোধিতা॥
বচনৈরসতাং মহীয়সো ন খলু ব্যেতি গুরুত্বমুদ্ধতৈঃ।
কিমপৈতি রজোভিরৌর্বরৈরবকীর্ণস্য মণের্মহার্ঘতা॥
পরিতোষয়িতা ন কশ্চন স্বগতো যস্য গুণোঽস্তি দেহিনঃ।
পরদোষকথাভিরল্পকঃ স্বজনং তোষয়িতুং কিলেচ্ছতি॥
সহজান্ধদৃশঃ স্বদুর্নয়ে পরদোষেক্ষণদিব্যচক্ষুষঃ।
স্বগুণোচ্চগিরো মুনিব্রতাঃ পরবর্ণগ্রহণেষ্বসাধবঃ॥
কিমিবাখিললোককীর্ত্তিতং কথয়ত্যাত্মগুণং মহামনাঃ।
বদিতা ন লঘীয়সোঽপরঃ স্বগুণং তেন বদত্যসৌ স্বয়ম্॥

শিশুপালবধ।

সংস্কৃতভাষা এক্ষণে আর কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত নহে। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সংস্কৃত দেবভাষা। ভারতবর্ষীয়েরা আদিকালাবধি ঐ দেবভাষায় কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেন; তদনুসারে, সংস্কৃত ভারতবর্ষীয় আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা হয়। কিন্তু ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা শব্দবিদ্যানুশীলনপ্রভাবে নিরূপণ করিয়াছেন, সংস্কৃত ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা নহে; সংস্কৃতভাষী লোকেরা, পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া, ভারতবর্ষে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন। সেই প্রদেশ ইরান। তাঁহাদিগের গবেষণা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অতি পূর্ব্বকালে, ইরানের আদিম নিবাসী লোকেরা সময়ে সময়ে ভারতবর্ষ, গ্রীস, ইটালি, জর্ম্মনি প্রভৃতি প্রদেশে বাস করিয়াছেন। ইহারা ইরানে অবস্থানকালে একজাতি ও একভাষাভাষী ছিলেন। ঐ একজাতি, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত হইয়া, হিন্দু, গ্রীক, রোমক, জর্ম্মন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছেন; এবং ঐ এক ভাষাই ক্রমে ক্রমে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া, ভারতবর্ষে সংস্কৃত, গ্রীসে গ্রীক, ইটালিতে লাটিন, জর্ম্মনিতে জর্ম্মন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। কালক্রমে বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল ভাষা এরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে যে উহাদিগের পরস্পর কোন সম্বন্ধ আছে, ইহা আপাততঃ প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু এই সমস্ত যে এক মূল ভাষার পরিণামবিশেষমাত্র,

এ বিষয়ে সংশয় হইবার বিষয় নাই। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন, সংক্ষেপে সে সকলের উল্লেখ করিলে হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। বিশেষতঃ, বাঙ্গালা ভাষার অদ্যাপি এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই যে ঐ সমস্ত বিষয় ইহাতে সংক্ষেপে ও সুচারু রূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে; এই নিমিত্ত ফলিতার্থ মাত্র উল্লিখিত হইল।

সাহিত্যশাস্ত্র

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা সাহিত্যশাস্ত্রকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন, শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য। তাঁহারা এই উভয় বিভাগের মধ্যেই সমুদায় সাহিত্যশাস্ত্র সমাবেশিত করিয়াছেন। শ্রব্যকাব্য ত্রিবিধ; পদ্যময়, গদ্যময়, গদ্যপদ্যময়। পদ্যময় কাব্যও ত্রিবিধ; মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য। গদ্যময় কাব্যকে আলঙ্কারিকেরা কথা ও আখ্যায়িকা এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু এই দুয়ের বৈলক্ষণ্য এমন সামান্য যে ইহাদিগের ভাগদ্বয়ে বিভাগ অনাবশ্যক ও অকিঞ্চিৎকর। গদ্যপদ্যময় কাব্যকে চম্পূ বলে। চম্পূ কাব্যের বিভাগ নাই।

মহাকাব্য

কোন দেবতার, অথবা সদ্বংশজাত অশেষসদ্‌গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের, কিংবা এক-বংশোদ্ভব বহু ভূপতিদিগের বৃত্তান্ত লইয়া যে কাব্য রচিত হয়, তাহাকে মহাকাব্য বলে। মহাকাব্য নানা সর্গে অর্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। সর্গসংখ্যা অষ্টাধিক না হইলে, তাহাকে মহাকাব্য বলে না। সংস্কৃতভাষায় যত মহাকাব্য আছে, তাহাতে দ্বাবিংশতির অধিক সর্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন মহাকাব্য আদ্যোপান্ত এক ছন্দে রচিত নহে; এক এক সর্গ এক এক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত। সর্গের অবসানে এক, দুই, অথবা তদধিক অন্য অন্য ছন্দের শ্লোক থাকে। সকল সর্গই যে এক এক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত এমন নহে। মহাকাব্যে দুই, তিন, চারি, পাঁচ সর্গও এক ছন্দে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন সর্গ নানা ছন্দেও রচিত হইয়া থাকে। সর্গ সকল অতি সংক্ষিপ্ত অথবা অতি বিস্তৃত নহে। সর্গের শেষে পর সর্গের বৃত্তান্তসূচনা থাকে। মহাকাব্য সকল

আদিরস অথবা বীররস প্রধান, মধ্যে মধ্যে অন্যান্য রসেরও প্রসঙ্গ থাকে। কবি, কিংবা বর্ণনীয় বিষয়, অথবা নায়কের নামানুসারে মহাকাব্যের নামনির্দ্দেশ হয়।

রঘুবংশ

সংস্কৃতভাষায় যত মহাকাব্য আছে, কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশ তৎ সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। কালিদাস কীদৃশকবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কাব্যের যথার্থরূপ রসাস্বাদে অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, কোন দেশের কোন কবি, আমাদিগের কালিদাসের ন্যায়, সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না।

তিনি যে অলৌকিক কবিত্বশক্তি পাইয়াছিলেন, স্বরচিত কাব্যসমূহে সেই শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা সকল পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হইতে হয়; তাহাতে অত্যুক্তির সংস্রবমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; আদ্যোপান্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। বস্তুতঃ, এবংবিধ সম্পূর্ণরূপ স্বভাবানুযায়িনী ও একান্ত-হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা সংস্কৃতভাষায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাসের উপমা অতি মনোহর; বোধ হয়, কোন দেশের কোন কবি উপমা বিষয়ে কালিদাসের সদৃশ নহেন। তিনি এরূপ সঙ্ক্ষেপে, ও এরূপ লোকসিদ্ধ বিষয় লইয়া, উপমা সঙ্কলন করেন যে পাঠকমাত্রেরই অনায়াসে ও আবৃত্তিমাত্র উপমান ও উপমেয়ের সৌসাদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহার রচনা সংস্কৃত রচনার আদর্শ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার পূর্ব্বে সংস্কৃত রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিংবা যাঁহারা তাঁহার উত্তরকালে সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন, কি কবি, কি অন্যান্য গ্রন্থকার, কাহারই রচনা তাঁহার রচনার ন্যায় চমৎকারিণী ও মনোহারিণী নহে। তাঁহার রচনা সরল, মধুর ও ললিত। তিনি একটিও অনাবশ্যক অথবা পরিবর্ত্তসহ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ঐ সমস্ত তাঁহার লেখনীর মুখ হইতে অক্লেশে ও অনর্গল নির্গত হইয়াছে, রচনা বা ভাব-সঙ্কলনের নিমিত্ত, তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করিতে হয় নাই। বস্তুতঃ, এরূপ রচনা ও এরূপ কবিত্বশক্তি এই উভয়ের একত্র সঙ্ঘটন অতি বিরল। এই নিমিত্তই কালিদাসপ্রণীত

কাব্যের এত আদর ও এত গৌরব ; এই নিমিত্তই ভারতবর্ষীয় লোকেরা কালিদাসকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ; এই নিমিত্তই প্রসন্নরাঘবকর্ত্তা জয়দেব, স্বীয় নাটকের প্রস্তাবনাতে, কালিদাসকে কবিকুলগুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; এবং এই নিমিত্তই, কি স্বদেশে কি বিদেশে, কালিদাসের নাম অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

কালিদাস, এইরূপ অলৌকিক কবিত্বশক্তি ও এইরূপ অদ্বিতীয় রচনাশক্তি সম্পন্ন হইয়াও, এরূপ অভিমানশূন্য ছিলেন এবং আপনাকে এরূপ সামান্য জ্ঞান করিতেন যে শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে মোহাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥১॥৩॥

যেমন বামন উন্নতপুরুষপ্রাপ্য ফলগ্রহণাভিলাষে বাহুপ্রসারণ করিয়া উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ, অক্ষম আমি, কবিকীর্ত্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছি, উপহাসাস্পদ হইব।

কালিদাস, অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহী বিখ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের সভার, নবরত্নের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিলেন ; সুতরাং উনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

কালিদাসের যে সমস্ত গুণ বর্ণিত হইল, প্রায় তৎপ্রণীত যাবতীয় কাব্যেই সেই সমুদায় সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। রঘুবংশে সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য উনবিংশতি সর্গে বিভক্ত। প্রথম আট সর্গে দিলীপ, রঘু, অজ এই তিন রাজার বর্ণন আছে। নবম অবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে দশরথ ও রামের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারি সর্গে, কুশ অবধি অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত, রামের উত্তরাধিকারী-দিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত আছে। রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় সংস্কৃতব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে সংস্কৃতভাষার সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে অতি সামান্য কাব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।

কুমারসম্ভব

কালিদাসের দ্বিতীয় মহাকাব্য কুমারসম্ভব। কুমারসম্ভব অনেক অংশে রঘুবংশের তুল্য। এই মহাকাব্যের স্থূল বৃত্তান্ত এই ; তারকনামে এক মহাবল পরাক্রান্ত অতিদুর্দ্দান্ত

অসুর, ব্রহ্মদত্তবরপ্রভাবে অত্যন্ত গর্ব্বিত ও দুর্জ্জয় হইয়া, দেবতাদিগকে স্ব স্ব অধিকার হইতে চ্যুত করিয়া, স্বয়ং স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবতারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন যে পার্ব্বতীর গর্ভে শিবের যে পুত্র জন্মিবেন, তিনি তোমাদিগের সেনাপতি হইয়া, তারকাসুরের প্রাণ সংহার করিয়া, তোমাদিগকে পুনর্ব্বার স্ব স্ব অধিকার প্রদান করিবেন। তদনুসারে, দেবতারা উদেযাগী হইয়া হর গৌরীর পরিণয় সম্পাদন করিলে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। অনন্তর, তিনি, দেবসৈন্য সমভিব্যাহারে সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়া, দুর্ব্বৃত্ত তারকাসুরের প্রাণসংহারপূর্ব্বক, দেবতাদিগকে আপন আপন অধিকারে পুনঃ স্থাপিত করেন। এই বৃত্তান্ত সুচারু রূপে কুমারসম্ভবে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম সাত সর্গেরই সর্ব্বত্র অনুশীলন আছে; অবশিষ্ট দশ সর্গ একবারে অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে—এমন অপ্রচলিত যে ঐ দশ সর্গ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে বলিয়া অনেকেই অবগত নহেন। এই দশ সর্গ, কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও যে, এরূপ অপ্রচলিত ও অপরিজ্ঞাত হইয়া আছে তাহার হেতু এই বোধ হয়, অষ্টম সর্গে হর গৌরীর বিহার বর্ণনা আছে, তাহাও অত্যন্ত অশ্লীল এবং সামান্য নায়ক নায়িকার বিহারের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। নবমে হর গৌরীর কৈলাসগমন এবং দশমে কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই দুই সর্গেও হরগৌরীঘটিত অনেক অশ্লীল বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় লোকেরা হর গৌরীকে জগৎপিতা ও জগন্মাতা জ্ঞান করেন। জগৎপিতা ও জগন্মাতা সংক্রান্ত অশ্লীল বর্ণনা পাঠ করা একান্ত অনুচিত বিবেচনা করিয়া, লোকে কুমারসম্ভবের শেষ দশ সর্গের অনুশীলন রহিত করিয়াছে। আলঙ্কারিকেরাও কুমার-সম্ভবের হরগৌরীবিহারবর্ণনাকে অত্যন্ত অনুচিত ও অত্যন্ত দূষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একাদশ অবধি সপ্তদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে কার্ত্তিকেয়ের বাল্যলীলা, সৈনাপত্যগ্রহণ, তারকাসুরের সহিত সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে তারকাসুরের নিপাত, এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এই সাত সর্গে অশ্লীল বর্ণনার লেশমাত্র নাই। কিন্তু অষ্টম, নবম, দশম, এই তিন সর্গের দোষে, ইহারাও একবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আছে।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, এক কুম্ভকার কালিদাসের পরম মিত্র ছিলেন। কালিদাস, কুমারসম্ভব রচনা করিয়া, ঐ কুম্ভকার মিত্রকে দেখাইতে লইয়া যান। কুম্ভকার পাঠ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী একখান কাঁচা সরার উপর রাখিয়া দেন। তাহাতে কালিদাস বোধ

করিলেন, এই গ্রন্থ কাঁচা হইয়াছে, এবং সেই নিমিত্ত তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ পুস্তক হস্তে লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কুম্ভকার তদ্দর্শনে সাতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন এবং অশেষ প্রয়াসে প্রথম সাত সর্গ মাত্র সঙ্কলন করিতে পারিলেন; অবশিষ্ট দশ সর্গ বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই অমূলক অকিঞ্চিৎকর কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া, অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, কুমারসম্ভবের প্রথম সাত সর্গই বিদ্যমান আছে, অবশিষ্ট দশ সর্গ একবারে লোপ পাইয়াছে।

কুমারসম্ভবের যে শেষভাগের কথা উল্লিখিত হইল, ইহার পুস্তক বাঙ্গালা দেশে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা দেশে কুমারসম্ভবের অন্যবিধ এক শেষ ভাগ আছে। এই শেষ ভাগ পাঠ করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কুমারসম্ভবের শেষ ভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে এই স্থির করিয়া, এতদ্দেশীয় কোন আধুনিক কবি ঐ অংশ রচনা করিয়া গিয়াছেন। উহা, পাঠ করিলে, কালিদাসের রচিত বলিয়া কোন ক্রমেই প্রতীতি জন্মিতে পারে না।

কুমারসম্ভবে যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, শিবপুরাণেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই গ্রন্থে, ইতিবৃত্তের যেরূপ ঐক্য আছে, দুই এক শ্লোকেরও সেইরূপ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। (১) যদি শিবপুরাণকে বেদব্যাসবিরচিত, ও তদনুসারে কালিদাসের কুমারসম্ভব অপেক্ষা প্রাচীন, গ্রন্থ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, কালিদাস শিবপুরাণের বৃত্তান্ত লইয়া কুমারসম্ভব রচনা করিয়াছেন, এবং মধ্যে মধ্যে, ঐ গ্রন্থের শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত করিয়া আপন কাব্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাস অলৌকিককবিত্বশক্তিসম্পন্ন হইয়া যে আপন কাব্যে অন্যদীয় শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত করিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যে কয়েকটি শ্লোকে ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে, কুমারসম্ভবের অথবা কালিদাসের অন্যান্য গ্রন্থের রচনার সহিত সেই সেই শ্লোকের রচনার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দৃশ্যমান হইতেছে; কিন্তু শিবপুরাণের কোন অংশের

(১) তদিচ্ছামি বিভো স্রষ্টুং সেনান্যং তস্য শান্তয়ে।
কর্ম্মবন্ধচ্ছিদং ধর্ম্মং ভবস্যেব মুমুক্ষবঃ॥
যমোঽপি বিলিখন্ ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতত্বিষা॥
বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্॥

শিবপুরাণ, উত্তরখণ্ড, চতুর্দ্দশ অধ্যায়।
কুমারসম্ভব, দ্বিতীয় সর্গ।

রচনার সহিত কোন অংশেই উহাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, শিব-পুরাণ কুমারসম্ভব অপেক্ষা প্রাচীন কি না এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয় আছে। যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাসপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু পুরাণ সকলের রচনাপ্রণালী পরস্পর এত বিভিন্ন, এবং এক বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে এরূপ বিভিন্ন প্রকারে সঙ্কলিত হইয়াছে যে, ঐ সমস্ত গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া কোন ক্রমেই প্রতীতি হইতে পারে না। যাঁহাদের সংস্কৃত রচনার ইতর বিশেষ বিবেচনা করিবার শক্তি আছে, তাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারেন, এই সকল গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত নহে। বাস্তবিক, পুরাণ সকল এক ব্যক্তিরও রচিত নয়, এক কালেও রচিত নয়। বোধ হয়, পুরাণনামপ্রসিদ্ধ গ্রন্থসমুদায়ের অধিকাংশই প্রাচীন নহে। সুতরাং শিবপুরাণ যে বিক্রমাদিত্যের সময়ের পূর্ব্বের রচিত গ্রন্থ, এবং তাহা দেখিয়া কালিদাস কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, এবং তাহা হইতে অবিকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপন কাব্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন, পুরাণের উপর নিতান্ত ভক্তি না থাকিলে এরূপ বিশ্বাস হওয়া কঠিন; বরং বিপরীত পক্ষই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। যোগবাশিষ্ঠে ও কুমারসম্ভবেও শ্লোকের ঐক্য আছে। (২) কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ যে আধুনিক গ্রন্থ, প্রাচীন ও ঋষিপ্রণীত নহে, এ বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না।

কিরাতার্জ্জুনীয়

রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের পর, সংস্কৃত মহাকাব্যের উল্লেখ করিতে হইলে, উৎকর্ষ ও প্রাথম্য অনুসারে, সর্ব্বাগ্রে কিরাতার্জ্জুনীয়ের নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই মহাকাব্যের রচনা অতি প্রগাঢ়, কিন্তু কিঞ্চিৎ দুরূহ, কালিদাসের রচনার ন্যায় সরল নহে। রচনাপ্রণালী

(২) আকাশভবা সরস্বতী।
শফরীং হ্রদশোষবিহ্বলাং
প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পয়ৎ ॥

যোগবাশিষ্ঠ, ভূকৈলাসনিবাসী রাজশ্রীসত্যচরণ
ঘোষাল বাহাদুরের মুদ্রিত পুস্তকের ১২৩ পৃষ্ঠা।

কুমারসম্ভব, চতুর্থ সর্গ

দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়, কিরাতার্জ্জুনীয়কর্ত্তা ভারবি কালিদাসের উত্তর কালে, এবং মাঘ, শ্রীহর্ষ-প্রভৃতির বহুকাল পূর্ব্বে, প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

কিরাতার্জ্জুনীয়ের স্থূল বৃত্তান্ত এই; যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব, রাজ্যাধিকার হইতে নিষ্কাশিত হইয়া, দ্বৈতবনে বাস করেন। এক দিবস ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাদিগকে কহেন, দৈব অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমাদিগের নষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই; অতএব অর্জ্জুন হিমালয়ে গিয়া ইন্দ্রের আরাধনা করুন। তদনুসারে অর্জ্জুন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেবরাজের আরাধনা আরম্ভ করেন। দেবরাজ তদীয় আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শিবের আরাধনা করিতে পরামর্শ দেন। অর্জ্জুন শিবের আরাধনা আরম্ভ করিলে, মূক নামে এক দুর্ব্বৃত্ত দানব, বরাহের রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে আইসে। সেই সময়ে শিবও কিরাতরাজের আকার পরিগ্রহ করিয়া অর্জ্জুনের আশ্রমে উপস্থিত হন। অর্জ্জুন বরাহরূপী দানবের প্রাণদণ্ডার্থে শরাসনে শর সন্ধান করিয়াছেন, এমন সময়ে কিরাতরাজ এক শর নিক্ষেপ করিয়া বরাহের প্রাণসংহার করিলেন। এই উপলক্ষে কিরাতরাজের সহিত অর্জ্জুনের সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই সংগ্রামে অর্জ্জুনের অসাধারণ বল বীর্য্য দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, কিরাতরূপী মহাদেব তাঁহাকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করাইলেন। সেই শিক্ষার প্রভাবে অর্জ্জুন অস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয় ও অপ্রতিহতপ্রভাব হইয়া উঠিলেন।

ভারবি কবিত্বশক্তি বিষয়ে কালিদাস অপেক্ষা ন্যূন বটেন; কিন্তু ভারতবর্ষের এক জন অতি প্রধান কবি ছিলেন, তাহার কোন সংশয় নাই। কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি এই মহাকাব্যের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ সর্গ পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত না হন এবং পদে পদে অসাধারণ কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ প্রমাণ না পান। কিরাতার্জ্জুনীয় সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত।

শিশুপালবধ

কাব্যকর্ত্তা মাঘনামা কবি স্বগ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন

——————সুকবিকীর্ত্তিদুরাশয়াদঃ
কাব্যং ব্যধত্ত শিশুপালবধাভিধানম্॥

মাঘ কবিত্বকীর্ত্তি লাভের দুরাশাগ্রস্ত হইয়া এই শিশুপালবধনামক কাব্য রচনা করিলেন।

মাঘ অতি প্রধান কবি ছিলেন এবং তৎপ্রণীত শিশুপালবধ অতি প্রধান মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের স্থূল বৃত্তান্ত এই; কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া, স্বপরিবারে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থান করেন। যিনি সর্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন, তিনিই যজ্ঞে অর্ঘ পাইয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির, রাজসূয় সমাপ্ত হইলে, ভীষ্মের উপদেশানুসারে কৃষ্ণকে সর্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া অর্ঘ দান করেন। কৃষ্ণের পিতৃষস্বপুত্র শিশুপাল তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন; তিনি, কৃষ্ণের এইরূপ অসামান্য সম্মান দর্শনে অসূয়াপরবশ হইয়া, ভীষ্মের যথোচিত তিরস্কার করিয়া, স্বপক্ষীয় নরপতিগণ সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিলেন এবং দূত দ্বারা কৃষ্ণের অনেক তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল, এবং সেই সংগ্রামেই কৃষ্ণ শিশুপালের প্রাণ সংহার করিলেন।

শিশুপালবধ কিরাতার্জ্জুনীয়ের প্রতিরূপ স্বরূপ। মাঘ কিরাতার্জ্জুনীয়কে আদর্শ-স্বরূপ করিয়া, শিশুপালবধ রচনা করিয়াছেন, তাহার কোন সংশয় নাই। ভারবি যে প্রণালীতে কিরাতার্জ্জুনীয় রচনা করিয়াছেন, মাঘ শিশুপালবধরচনাকালে আদ্যোপান্ত সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছেন। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, মহর্ষি ব্যাস আসিয়া পাণ্ডবদিগকে কর্ত্তব্যের উপদেশ দিতেছেন; শিশুপালবধে, দেবর্ষি নারদ আসিয়া কৃষ্ণকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদযুক্ত করিতেছেন। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, যুধিষ্ঠির, ভীম, দ্রৌপদী, এই তিন জনের রাজনীতিসংক্রান্ত বাদানুবাদ; শিশুপালবধেও কৃষ্ণ, বলরাম ও উদ্ধবের সেইরূপ রাজনীতিসংক্রান্ত বাদানুবাদ। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, তপস্যার্থে অর্জ্জুনের হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থান; শিশুপালবধেও, কৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থান কালে রৈবতক পর্ব্বতে অবস্থান। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, হিমালয় পর্ব্বতের বহুবিস্তৃত বর্ণনা এবং বর্ণনাসংক্রান্ত শ্লোক সকল অধিকাংশ যমকালঙ্কারযুক্ত; শিশুপালবধেও, রৈবতক পর্ব্বতের অবিকল সেইরূপ বর্ণনা ও সেইরূপ যমকালঙ্কৃত শ্লোক। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, সুরাঙ্গনাদিগের বনবিহার, নায়কসমাগম, বিরহ, মান প্রভৃতির বর্ণনা আছে; শিশুপালবধেও, অবিকল সেই সমস্ত বর্ণনা আছে। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, কিরাতরাজ অর্জ্জুনের উত্তেজনার্থে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন; শিশুপালবধেও, শিশুপাল কৃষ্ণের ভর্ৎসনার্থে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। অনন্তর উভয় কাব্যেই উভয় পক্ষের সৈন্যসজ্জা, সৈন্যপ্রয়াণ ও সংগ্রাম বর্ণন আছে।

কিরাতার্জ্জুনীয়ের পঞ্চদশ সর্গে যুদ্ধবর্ণন ও একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, যমক প্রভৃতি শ্লোক অনেক; শিশুপালবধেরও উনবিংশ সর্গে যুদ্ধবর্ণন ও ঐরূপ একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, যমক প্রভৃতি শ্লোক অনেক। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, প্রতিসর্গের শেষ শ্লোকে সর্গসমাপ্তিসূচক লক্ষ্মীশব্দ প্রয়োগ আছে; শিশুপালবধেও, প্রতিসর্গের শেষ শ্লোকে সর্গসমাপ্তিসূচক শ্রীশব্দ প্রয়োগ আছে। কোন স্থলে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, শিশুপালবধে কিরাতার্জ্জুনীয়ের ভাব অবিকল ভিন্ন ছন্দে সঙ্কলিত হইয়াছে। ফলতঃ, অভিনিবেশ পূর্ব্বক উভয় কাব্য আদ্যন্ত পাঠ করিলে, ইহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়, কিরাতার্জ্জুনীয় আদর্শ ও শিশুপালবধ তৎপ্রতিরূপ। উভয় কাব্যের রচনাপ্রণালী আলোচনা করিয়া দেখিলে, বিপরীত পক্ষ কোন ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিরাতার্জ্জুনীয় যে শিশুপালবধ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে সংশয় হইবার বিষয় নাই।

মাঘ অতি অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও অতি অদ্ভুত বর্ণনাশক্তি পাইয়াছিলেন। যদি তাঁহার, কালিদাস ও ভারবির ন্যায়, সহৃদয়তা থাকিত, তাহা হইলে তদীয় শিশুপালবধ সংস্কৃতভাষায় সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য হইত, সন্দেহ নাই। তিনি সকল বিষয়েরই বহুবিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা সকল আরম্ভে একান্ত মনোহর, কিন্তু অবসানে নিতান্ত নীরস। মাঘ অধিক বর্ণনা এত অধিক ভালবাসিতেন যে, শেষাংশ নিতান্ত অশক্তিকৃত হইতেছে দেখিয়াও, ক্ষান্ত হইতে পারিতেন না। কখন কখন ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, একটি শ্লিষ্ট অথবা সুশ্রাব্য শব্দের অনুরোধে একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। সেই শ্লোকের সেই শব্দটি ভিন্ন আর কোন অংশেই কোন চমৎকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, ওজস্বী ও গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক, কিন্তু কালিদাসের অথবা ভারবির ন্যায় পরিপক্ক নহে।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের বহুবিস্তৃত বর্ণনা মাঘের অতিপ্রধান দোষ। তিনি বিংশতি-সর্গাত্মক কাব্যের নয় সর্গ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে সমর্পিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থান কালে প্রথম দিন রৈবতক পর্ব্বতে অবস্থান করেন। এই উপলক্ষে মাঘ রৈবতক প্রভৃতির অত্যন্ত অধিক বর্ণনা করিয়াছেন। চতুর্থ সর্গে কেবল রৈবতক বর্ণন, পঞ্চমে শিবিরসন্নিবেশ, ষষ্ঠে ঋতুবর্ণন, সপ্তমে যাদবদিগের বনবিহার, অষ্টমে জলবিহার, নবমে সন্ধ্যাবর্ণন, দশমে সস্ত্রীক যাদবদিগের সুরাপান ও বিহার, একাদশে প্রভাতবর্ণন, দ্বাদশে সৈন্যপ্রয়াণ; এইরূপ এক এক সর্গে এক এক বিষয় মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। মাঘ এই সমস্ত বর্ণনাতে স্বীয় অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও বর্ণনাশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বর্ণনা যেমন

অতিবিস্তৃত, তেমনি অপ্রাসঙ্গিক; প্রকৃতবিষয় শিশুপালবধে উহাদের কোন উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই নয় সর্গ পরিত্যাগ করিলেও কাব্যের ইতিবৃত্ত কোন ক্রমেই অসংলগ্ন হইবেক না।

শিশুপালবধ, এইরূপ দোষাশ্রিত হইয়াও যে, এক অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা যে ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, (৩) ইহা কোন ক্রমেই অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না। সম্যক্ সহৃদয়তা সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে শিশুপালবধ রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জ্জুনীয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

নৈষধচরিত

এরূপ কিংবদন্তী আছে, শ্রীহর্ষ দেবতার আরাধনা করিয়া তৎপ্রসাদে অলৌকিক কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন; নৈষধচরিত সেই দেবপ্রসাদলব্ধ অলৌকিক কবিত্বশক্তির ফল। শ্রীহর্ষের যে কবিত্বশক্তি অসাধারণ ছিল, তাহার কোন সংশয় নাই; কিন্তু তাঁহার তাদৃশী সহৃদয়তা ছিল না। তিনি নৈষধচরিতকে আদ্যোপান্ত অত্যুক্তিতে এমন পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার রচনা এমন মাধুর্য্যবর্জ্জিত, লালিত্যহীন, সারল্যশূন্য ও অপরিপক্ব যে ইহাকে কোন ক্রমেই অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ, অথবা পূর্ব্বোল্লিখিত মহাকাব্য-চতুষ্টয়ের সহিত তুলনা করিতে পারা যায় না।

শ্রীহর্ষের অত্যুক্তি এমন উৎকট যে, তদ্দ্বারা তদীয় কাব্যের উপাদেয়ত্ব না জন্মিয়া বরং হেয়ত্বই ঘটিয়াছে। তিনি নলরাজার বর্ণনা কালে কহিয়াছেন, "নলরাজার যুদ্ধযাত্রাকালে সৈন্য দ্বারা যে ধূলি উত্থাপিত হইয়াছিল, সেই ধূলি ক্ষীরসমুদ্রে পতিত হইয়া পঙ্কভাব প্রাপ্ত হয়; উৎপত্তিকালে চন্দ্রের গাত্রে সেই পঙ্ক লাগিয়া কলঙ্ক হইয়া আছে।" (৪) নলরাজা

(৩) উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥

পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ।
নদীষু গঙ্গা নৃপতৌ চ রামঃ কাব্যেষু মাঘঃ কবিকালিদাসঃ॥

(৪) যদস্য যাত্রাসু বলোদ্ধতং রজঃ স্ফুরৎপ্রতাপানলধূমমঞ্জিম।
তদেব গত্বা পতিতং সুধাম্বুধৌ দধাতি পঙ্কীভবদঙ্কতাং বিধৌ॥

প্রথমসর্গ। ৮ শ্লোক।

যখন অশ্বারোহণ করিয়া বয়স্যবর্গসমভিব্যাহারে উপবনবিহারে গমন করিতেছেন, শ্রীহর্ষ তদীয় অশ্বের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "আমাদিগের চলিবার নিমিত্ত এই পৃথিবী কয় পদ হইবেক ; অতএব সমুদ্রও স্থল হউক ; এই মনে করিয়াই যেন অশ্বগণ, সমুদ্রের জল শুষ্ক করিয়া স্থল করিবার নিমিত্ত, পদ দ্বারা ধূলি উত্থাপিত করিতেছে।" (৫) নৈষধচরিত এইরূপ উৎকট বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এরূপ উৎকট বর্ণনা পাঠ করিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি প্রীত বা চমৎকৃত হইবেন।

শ্রীহর্ষ অত্যন্ত অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন। সংস্কৃতভাষায় অনুপ্রাস সাতিশয় মধুর হইয়া থাকে, কিন্তু অত্যন্ত অধিক হইলে অত্যন্ত কর্কশ হইয়া উঠে। সুতরাং, অনুপ্রাস-বাহুল্য দ্বারা নৈষধচরিতের মাধুর্য্য সম্পাদন না হইয়া সাতিশয় কার্কশ্যই ঘটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা, বিশেষতঃ নৈয়ায়িকমহাশয়েরা, এমন অত্যুক্তিপ্রিয় ও অনুপ্রাসভক্ত যে তাঁহারা সকল কাব্য অপেক্ষা নৈষধচরিতের সমধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে নৈষধচরিত সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য। (৬) যাহা হউক, নৈষধচরিতে মধ্যে মধ্যে অনেক অত্যুৎকৃষ্ট অংশ আছে। অন্য অন্য অংশ পাঠ করিয়া যেরূপ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইতে হয়, ঐ সকল অত্যুৎকৃষ্ট অংশ পাঠ করিয়া সেইরূপ প্রীত ও চমৎকৃত হইতে হয়।

এই মহাকাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত, এবং সকল মহাকাব্য অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে নলরাজার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

নৈষধচরিতের বিষয়ে এক অতিকৌতুকাবহ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শ্রীহর্ষ নৈষধচরিত রচনা করিয়া স্বীয় মাতুল প্রধান আলঙ্কারিক মম্মটভট্টকে দেখাইতে লইয়া যান। মম্মটভট্ট আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া শ্রীহর্ষকে কহিয়াছিলেন, বাপু হে! যদি তুমি কিছু পূর্ব্বে তোমার গ্রন্থ খানি আনিতে, তাহা হইলে আমার শ্রমের অনেক লাঘব হইত। বহু পরিশ্রমে অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়া, আমায় অলঙ্কার গ্রন্থের দোষপরিচ্ছেদের উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সেই সময় তোমার নৈষধচরিত পাইলে, আমায় এত পরিশ্রম করিতে হইত না ; এক গ্রন্থ হইতেই সমুদায় উদাহরণ উদ্ধৃত করিতে পারিতাম।

(৫) প্রয়াতুমস্মাকমিয়ং কিয়ৎপদং ধরা তদম্ভোধিরপি স্থলায়তাম্।
ইতীব বাহৈর্নিজবেগদর্পিতৈঃ পয়োধিরোধক্ষমমুদ্ধতং রজঃ॥
প্রথমসর্গ। ৬৯ শ্লোক

(৬) উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ।

ভট্টিকাব্য

ভট্টিকাব্যে রামের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকর্ত্তা স্বরচিত কাব্যের শেষে আপনার একপ্রকার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু নাম নির্দ্দেশ করেন নাই। প্রামাণিক প্রাচীন টীকাকার জয়মঙ্গল কহেন, এই মহাকাব্য ভট্টনামক কবির রচিত; ভট্টিকাব্য নাম দ্বারাও ইহাই সম্যক্ প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু অধুনাতন টীকাকার ভরতমল্লিক, আপন মতের প্রতিপোষক প্রমাণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই, ভট্টিকাব্যকে ভর্ত্তৃহরিপ্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি ও এই কাব্যের রচয়িতা উভয়েই অতি প্রধান বৈয়াকরণ ছিলেন, বোধ হয় এই সাদৃশ্য দর্শনেই ভরতমল্লিকের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। গ্রন্থকর্ত্তা কাব্যের শেষ শ্লোকে (৭) লিখিয়াছেন, আমি বলভীপতি নরেন্দ্র রাজার রাজধানীতে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করিলাম। যদি ভরতমল্লিক এই শ্লোক দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি ঐ ভ্রমে পতিত হইতেন না। যেরূপ জনশ্রুতি আছে, তদনুসারে ভর্ত্তৃহরি স্বয়ং রাজা ছিলেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং রাজা হন তিনি, অমুক রাজার রাজধানীতে থাকিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিলাম, আপন গ্রন্থে কদাচ এরূপ নির্দ্দেশ করেন না। ভরতমল্লিক শেষ চারি শ্লোকের টীকা করেন নাই; তাহাতেই বোধ হইতেছে, এই চারি শ্লোক তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।

ভট্টিকাব্যের রচনা স্থানে স্থানে অতি সুন্দর। বিশেষতঃ, দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে যে হৃদয়গ্রাহিণী শরদ্বর্ণনা আছে, তদ্দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার অসাধারণ কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ব্যাকরণের উদাহরণপ্রদর্শন গ্রন্থকর্ত্তার যেরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করা তাদৃশ উদ্দেশ্য ছিল না। এই নিমিত্তই, ভট্টিকাব্যের অধিকাংশ অত্যন্ত নীরস ও অত্যন্ত কর্কশ। যদি তিনি, ব্যাকরণের উদাহরণপ্রদর্শনে ব্যগ্র না হইয়া, কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে ভট্টিকাব্য উৎকৃষ্ট মহাকাব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত, সন্দেহ নাই।

এই যে ছয় মহাকাব্যের বিষয় উল্লিখিত হইল, ইহারাই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও অত্যন্ত প্রচলিত। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই এই ছয়ের সচরাচর অনুশীলন আছে।

(৭) কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াম্।
কীর্ত্তিরতো ভবতান্ন পস্য তস্য
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্॥

রাঘবপাণ্ডবীয়

এই মহাকাব্যের প্রণালী স্বতন্ত্র। ইহা দ্ব্যর্থ কাব্য। এক অর্থে রামের চরিত্র-বর্ণন প্রতিপন্ন হয়, অপর অর্থে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবের বৃত্তান্তবর্ণন লক্ষিত হয়। এই রূপ এক শ্লোকে অর্থদ্বয় সমাবেশ দ্বারা রাঘব ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন সমাধান করিয়া, কবি স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। রাঘবপাণ্ডবীয়ের উপক্রমণিকাংশে গ্রন্থকর্ত্তার নাম কবিরাজপণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু বোধ হয়, ইহা তাঁহার উপাধি, নাম নহে। উপাধি দ্বারাই বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন, এই নিমিত্ত গ্রন্থকর্ত্তা আপন গ্রন্থে উপাধিরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কবি যেরূপ উপাধি অথবা নাম পাইয়াছিলেন, তদনুরূপ কবিত্বশক্তি প্রাপ্ত হন নাই। ইনি কবিত্ব বিষয়ে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কবিদিগের অপেক্ষা অনেক অংশে ন্যূন। এই কাব্য ত্রয়োদশ সর্গে বিভক্ত। পূর্ব্বোক্ত কাব্য সকল যেমন সর্ব্বত্র প্রচলিত, রাঘবপাণ্ডবীয় সেরূপ নহে ; ইহা অত্যন্ত বিরলপ্রচার। এত বিরল-প্রচার যে অনেকে ইহার নামও অবগত নহেন। কবিরাজ স্বগ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি কামদেব রাজার সভায় ছিলেন এবং তৎ কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া রাঘবপাণ্ডবীয় রচনা করেন। কামদেব জয়ন্তীপুরের রাজা ছিলেন এবং মধ্যদেশ হইতে সোমপায়ী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া অনেকে বোধ করেন, কামদেবেরই অপর নাম আদিস্থূর। আদিস্থূরেরও মধ্যদেশ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়নের কিংবদন্তী আছে।

গীতগোবিন্দ

গীতগোবিন্দ জয়দেবপ্রণীত। এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, এরূপ ললিতপদবিন্যাস, শ্রবণমনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা ও প্রাসাদগুণ প্রায় কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাঁহার রচনা যেরূপ চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহারিণী। জয়দেব রচনা বিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাঁহার কবিত্বশক্তি তদনুযায়িনী হইত, তাহা হইলে তাঁহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জয়দেব, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবি হইতে অনেক ন্যূন বটেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশে যত সংস্কৃত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইনিই তৎসর্ব্বোৎকৃষ্ট।

গীতগোবিন্দ আদ্যোপান্ত সঙ্গীতময়, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক আছে। সঙ্গীতসমূহে রাগতানের বিলক্ষণ সমাবেশ আছে। অনেকানেক কলাবতেরা, ভাষাসঙ্গীতের ন্যায়, গীতগোবিন্দ গান করিয়া থাকেন। গীতগোবিন্দে রাধা ও কৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রগাঢ় ভক্তিযোগ সহকারে বৈষ্ণবদিগের পরম দেবতা রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণন করিয়াছেন।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের লোকেরা অদ্যাপি বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, গীতগোবিন্দের "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই অংশটি কৃষ্ণ জয়দেবের আবাসে আসিয়া স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন। রাধার মানভঞ্জনার্থে যখন কৃষ্ণ অনুনয় করিতেছেন, সেই স্থলে, "মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদপল্লবমুদারম্," এই বাক্য লিখিত আছে। ইহার অর্থ এই, (কৃষ্ণ রাধিকাকে কহিতেছেন) তোমার উদার পদপল্লব আমার মস্তকে ভূষণস্বরূপ অর্পণ কর। জয়দেব "মণ্ডনং" পর্য্যন্ত লিখিয়া, এই ভাবিয়া, "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই অংশ সাহস করিয়া লিখিতে পারিতেছেন না যে, প্রভুর মস্তকে পদার্পণের কথা কিরূপে লিখিব। পরিশেষে, ঐ অংশ লিখিতে কোন ক্রমেই সাহস না হওয়াতে, সে দিবস লেখা রহিত করিয়া তিনি স্নানে গমন করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ অত্যন্ত রসিক, সামান্য নায়কের ন্যায় বর্ণিত হইলে, অপরাধ গ্রহণ করেন এরূপ নহেন ; বরং তাঁহার প্রণয়িনীর পদপল্লব তদীয় মস্তকে অর্পিত বর্ণন করিলে, প্রসন্নই হয়েন। অতএব তিনি, প্রস্তুত বিষয়ে স্বীয় পরিতোষ দর্শাইবার এবং পরমভাগবত জয়দেবকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, জয়দেবের স্নানোত্তর প্রত্যাগমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, তদীয় আকার অবলম্বন করিয়া, স্নাতপ্রত্যাগত জয়দেবের ন্যায়, তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। জয়দেবের ব্রাহ্মণী পদ্মাবতী রীতিমত অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। জয়দেবরূপী কৃষ্ণ সেই অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিলেন এবং আহারান্তে জয়দেবের পুস্তক বহিষ্কৃত করিয়া, "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই অংশ স্বহস্তে লিখিয়া রাখিলেন। অনন্তর পদ্মাবতী, শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইয়া, রীতিমত তদীয় পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ পাইতে বসিলেন। এই অবসরে প্রকৃত জয়দেবও স্নান করিয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন। জয়দেব জানিতেন, পদ্মাবতী প্রতিদিন পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ পাইয়া থাকেন, প্রাণান্তেও কদাপি তাঁহার আহারের পূর্ব্বে জলগ্রহণ করেন না। সে দিবস তাঁহাকে অগ্রে আহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া, চমৎকৃত হইয়া হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি পূর্ব্বাপর সমস্ত ব্যাপার বর্ণন করিলেন। জয়দেব, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়া, পুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন, "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই অংশটি লিখিত রহিয়াছে।

তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। পরে শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শয্যা পাতিত আছে, প্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন। তখন, আপনাকে যৎপরোনাস্তি ভাগ্যবান্ ও প্রভুর অসাধারণ কৃপাপাত্র স্থির করিয়া, জয়দেব প্রভুর প্রসাদ বলিয়া পদ্মাবতীর পাত্রাবশিষ্ট গ্রহণ দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করিলেন।

কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের বাস ছিল। (৮) বীরভূমির প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণে, অজয় নদের উত্তরতীরে, কেন্দুলি নামে যে গ্রাম আছে, জয়দেব তাহাকেই কেন্দুবিল্ব নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ কেন্দুলি গ্রামে অদ্যাপি, জয়দেবের স্মরণার্থে, প্রতিবৎসর পৌষমাসে বৈষ্ণবদিগের মেলা হইয়া থাকে। জয়দেব কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নিশ্চয় হওয়া দুর্ঘট।

খণ্ডকাব্য

কোন এক বিষয়ের উপর লিখিত অনতিদীর্ঘ যে কাব্য, আলঙ্কারিকেরা তাহাকে খণ্ডকাব্য বলেন। খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের প্রণালীতে রচিত, কিন্তু মহাকাব্যের সম্পূর্ণ-লক্ষণাক্রান্ত নহে। কোন কোন খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের ন্যায় সর্গবন্ধে বিভক্ত নয়। আর যে সকল খণ্ডকাব্য সর্গবন্ধে বিভক্ত, তাহাতেও সর্গসংখ্যা আটের অধিক নহে।

মেঘদূত

সংস্কৃত ভাষায় যত খণ্ডকাব্য আছে, মেঘদূত সর্ব্বাংশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই অষ্টাদশাধিক শতশ্লোকাত্মক খণ্ডকাব্য কালিদাসপ্রণীত। মেঘদূত এইরূপ ক্ষুদ্র কাব্য বটে, কিন্তু ইহার প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

কুবেরের ভৃত্য এক যক্ষ, অত্যন্ত স্ত্রৈণতাপ্রযুক্ত, আপন কর্ম্মে অবহেলা করাতে, কুবের তাহাকে এই শাপ দেন যে তোমাকে একাকী এক বৎসর রামগিরিতে অবস্থিতি

(৮) বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন॥

করিতে হইবেক। তদনুসারে, সে তথায় আট মাস বাস করিয়া, স্বীয় প্রিয়তমার অদর্শন-দুঃখে উন্মত্তপ্রায় হয়। পরিশেষে, আষাঢ়ের প্রথম দিবসে, নভোমণ্ডলে নূতন মেঘের উদয় দেখিয়া, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল, আপন প্রিয়ার নিকট সংবাদ লইয়া যাইবার নিমিত্ত, মেঘকে সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া, দৌত্যভারগ্রহণপ্রার্থনা জানাইল, এবং রামগিরি হইতে আপন আলয় পর্য্যন্ত পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। এই বিষয় অতি সুন্দর রূপে মেঘদূতে বর্ণিত হইয়াছে।

কালিদাস এই কাব্যে নানা গিরি, নদী, উপবন, গ্রাম, নগর, ক্ষেত্র, দেবালয় ও রাজধানী এবং হিমালয়, অলকা, যক্ষের আলয়, যক্ষের ও যক্ষপত্নীর বিরহাবস্থা প্রভৃতির বর্ণন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত বর্ণনে এমন অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও অনন্যসামান্য সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে যে যদি কালিদাস মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্য কোন কাব্য রচনা না করিতেন, তথাপি তাঁহাকে অদ্বিতীয় কবি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইত। মেঘদূতের রচনা কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের রচনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দুরূহ।

ঋতুসংহার

কালিদাসপ্রণীত এই খণ্ডকাব্য ছয় সর্গে বিভক্ত। এক এক সর্গে যথাক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হিম, শিশির, বসন্ত, ছয় ঋতু বর্ণিত হইয়াছে। যে স্বভাবোক্তি কাব্যের প্রধান অলঙ্কার, ঋতুসংহার আদ্যোপান্ত তাহাতে অলঙ্কৃত। কিন্তু রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার এতদ্দেশীয় লোকের অধিক প্রিয়, স্বভাবোক্তির চমৎকারিত্ব তাঁহাদের তাদৃশ মনোরম বোধ হয় না। এই নিমিত্ত, অনেকেই ইহাকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলেন না। কেহ কেহ ঋতুসংহারকে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী এই সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্যের রচয়িতা কালিদাসের প্রণীত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে সম্মত নহেন। ঋতুসংহার রঘুবংশাদি অপেক্ষা অনেক অংশে ন্যূন বটে; কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকাতে, রঘুবংশাদির এত আদর ও এত গৌরব, কুসংস্কারবিবর্জ্জিত ও সহৃদয়পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে, ঋতুসংহারে সেই সমস্ত গুণের সমুদায় লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা গ্রীষ্ম ঋতুর বর্ণন সাতিশয় মনোহর।

নলোদয়

নলোদয়ের প্রত্যেক শ্লোক যমকালঙ্কারযুক্ত। এই কাব্য কালিদাসপ্রণীত। ইহাতে নলরাজার বৃত্তান্ত সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাস, যমকের দিকেই সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখাতে, স্বপ্রণীত অন্যান্য কাব্যের ন্যায়, নলোদয়কে স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির লক্ষণে লক্ষিত করিবার অবকাশ পান নাই।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, কালিদাস ঘটকর্পরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত নলোদয় রচনা করেন। ঘটকর্পরও, কালিদাসের ন্যায়, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্ব্বর্ত্তী। ইনি যমকালঙ্কারযুক্ত দ্বাবিংশতি শ্লোক রচনা করেন। এই দ্বাবিংশতিশ্লোকাত্মক কাব্যও ঘটকর্পর নামে প্রসিদ্ধ। ঘটকর্পরের বিশেষ প্রশংসা করা যায় এমন কোন গুণ নাই। গ্রন্থকর্ত্তা শেষ শ্লোকে কহিয়াছেন, "যে কবি যমক লিখিয়া আমাকে পরাজয় করিতে পারিবেক, আমি ঘটকর্পর অর্থাৎ কলসীর খাপরা দ্বারা তাহার বারিবহন করিব।" (১) কবির এই প্রতিজ্ঞাবাক্য দর্শনে এক প্রকার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ঘটকর্পরঘটিত প্রতিজ্ঞাদ্বারাই তাঁহার ও তাঁহার কাব্যের নাম ঘটকর্পর হইয়াছে। এরূপ কিংবদন্তী আছে, ঘটকর্পরের এই গর্ব্বিত প্রতিজ্ঞা দর্শনে রোষপরবশ হইয়া কালিদাস নলোদয় রচনা করেন। ঘটকর্পর অপেক্ষা নলোদয়ে যমকের আড়ম্বর অনেক অধিক। যদি ঐ কিংবদন্তী সমূলক হয়, তাহা হইলে, কালিদাস ঘটকর্পরের যমকরচনাগর্ব্ব বিলক্ষণ খর্ব্ব করিয়াছিলেন।

সূর্য্যশতক

সূর্য্যশতক ময়ূরভট্টপ্রণীত। ময়ূরভট্ট এক শত শ্লোকে সূর্য্যের ও তদীয় মণ্ডল, কিরণ, অশ্ব ও সারথির বর্ণনা ও স্তব করিয়াছেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে, ময়ূরভট্ট এই শতশ্লোকাত্মক সূর্য্যস্তব রচনা করিয়া কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। সূর্য্যশতকের রচনা অতিপ্রগাঢ় ও অতিসুন্দর; ইহাতে অসাধারণ কবিত্বশক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ময়ূরভট্টের যেরূপ রচনাশক্তি ও যেরূপ কবিত্বশক্তি ছিল, তাহা বিষয়ান্তরে প্রয়োজিত হইলে, তিনি সূর্য্যশতক অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়া যাইতে পারিতেন।

(১) জীয়েয় যেন কবিনা যমকৈঃ পরেণ
তস্মৈ বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ॥

কোষকাব্য

পরস্পরনিরেপক্ষ শ্লোকসমূহকে কোষকাব্য বলে।

অমরুশতক

সংস্কৃত ভাষায় যত কোষকাব্য আছে তন্মধ্যে অমরুশতক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই শতশ্লোকাত্মক কাব্যের রচনা অতি উত্তম। রচনা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, ইহা প্রাচীন গ্রন্থ। এই কাব্যে অসাধারণ কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে, অন্তঃকরণে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হয়, অমরুশতকের পাঠেও তদনুরূপ হইয়া থাকে। অমরু যে এক জন অতি প্রধান কবি ছিলেন, তাহার কোন সংশয় নাই। অমরু অধিক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, যথার্থ বটে; কিন্তু যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার প্রধান কবি বলিয়া চিরস্মরণীয় হইবার সম্পূর্ণ সংস্থান হইয়াছে।

অমরুশতক আদিরসাশ্রিত কাব্য; কিন্তু এক টীকাকার, প্রথমতঃ আদিরস পক্ষে ব্যাখা করিয়া, পক্ষান্তরে শান্তিরসাশ্রিত করিয়া ব্যাখা করিয়াছেন। টীকাকার, অমরুশতকের শান্তি পক্ষে ব্যাখা করিতে উদ্যত হইয়া, কেবল উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে এক শ্লোকেরও শান্তি পক্ষে সম্যক্ অর্থসমাবেশ হইয়া উঠে নাই।

শান্তিশতক

এই শান্তরসাশ্রিত শতক কাব্য শিহ্লণপ্রণীত। শিহ্লণ উত্তম কবি ছিলেন; এবং অর্থলাভার্থে পরোপাসনা, লোভ, বিষয়াসঙ্গ ইত্যাদির নিন্দা, এবং বিষয়ের অনিত্যতা-প্রতিপাদন ও যদৃচ্ছালাভসন্তোষ প্রভৃতির, স্বীয় শতকে সৎকবির ন্যায় বর্ণন করিয়াছেন। শান্তিশতকের রচনা উত্তম। সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে শান্তিশতক উৎকৃষ্ট কাব্য।

নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক

নীতিশতকে নানা সুনীতির উপদেশ আছে। শৃঙ্গারশতকের সমুদায় শ্লোক আদিরসাশ্রিত। বৈরাগ্যশতক সর্ব্বাংশে শান্তিশতকের তুল্য। তিনের মধ্যে নীতিশতক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই তিন শতকের রচয়িতার নাম ভর্ত্তৃহরি। ভর্ত্তৃহরির রচনাও উত্তম এবং

কবিত্বশক্তিও বিলক্ষণ ছিল। অনেকে কহিয়া থাকেন, এই ভর্ত্তৃহরিই বিক্রমাদিত্যের সহোদর। যেরূপ জনশ্রুতি আছে, তদনুসারে বিক্রমসোদর ভর্ত্তৃহরি অত্যন্ত নীতিপরায়ণ ও অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন এবং পরিশেষে স্ত্রীর উপর বিরক্ত হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থার সহিত তিন কাব্যার্থের যেরূপ ঐক্য হইতেছে, তাহাতে এই তিন কাব্য তাঁহার রচিত, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না।

আর্য্যাসপ্তশতী

এই সপ্তশতশ্লোকাত্মক কাব্য আর্য্যা ছন্দে রচিত, এই নিমিত্ত ইহা আর্য্যাসপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধ। গ্রন্থকর্ত্তার নাম গোবর্দ্ধন, এই নিমিত্ত গোবর্দ্ধনসপ্তশতী নামেও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। গোবর্দ্ধন সৎকবি ছিলেন। তাঁহার রচনা সরল ও মধুর। জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে গোবর্দ্ধনের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। (১০)

গদ্যকাব্য

কাদম্বরী

সংস্কৃত ভাষায় গদ্য সাহিত্যে গ্রন্থ অধিক নাই। যে কয়েক খানি গদ্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কাদম্বরী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কাদম্বরী গদ্যে রচিত বটে, কিন্তু অতি প্রধান কাব্য মধ্যে পরিগণিত। এই গ্রন্থ বাণভট্টপ্রণীত। বাণভট্ট মহাকবি ও সংস্কৃত রচনায় মহাপণ্ডিত ছিলেন। কাব্যশাস্ত্রে যে সকল বিষয়ের বর্ণন করিতে হয়, বাণভট্ট এই গ্রন্থে তাহার কিছুই পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। যখন যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই অসাধারণ। তাঁহার বর্ণনা সকল কারুণ্য, মাধুর্য্য ও অর্থের গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর, কোমল, ললিত ও প্রগাঢ়। রচনার বিশেষ প্রশংসা এই, বাণভট্ট যে সকল শব্দ বিন্যাস করিয়াছেন, তাহার একটিও পরিবর্ত্তসহ নহে।

(১০) শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ।

এই গ্রন্থে চন্দ্রাপীড়নামক রাজকুমার ও গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের কন্যা কাদম্বরীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই গদ্যকাব্যের যে স্থলে, মহাশ্বেতানাম্নী এক তপস্বিনী, চন্দ্রাপীড়ের নিকট, পরিদেবিতপরিপূর্ণ আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন, ঐ অংশ এমন মনোহর যে বোধ হয় কোন দেশের কোন কবি তদপেক্ষায় অধিক মনোহর রচনা বা বর্ণনা করিতে পারেন নাই। মহাশ্বেতার উপাখ্যান এই অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগ।

কাদম্বরী, এইরূপ অশেষগুণসম্পন্ন হইয়াও, দোষস্পর্শশূন্য নহে। বাণভট্ট মধ্যে মধ্যে শব্দশ্লেষ ও বিরোধাভাসঘটিত রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল স্থলে গ্রন্থকর্ত্তার অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরাও ঐরূপ রচনাকে চিত্তরঞ্জন জ্ঞান করিয়া থাকেন, যথার্থ বটে; কিন্তু ঐ সকল স্থল যে দুরূহ ও নীরস, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। এতদ্ব্যতিরিক্ত, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘসমাসঘটিত অতি দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্য আছে। এই দ্বিবিধ দোষস্পর্শ না থাকিলে কাদম্বরীর ন্যায় কাব্যগ্রন্থ অতি অল্প পাওয়া যাইত।

দুর্ভাগ্যক্রমে, বাণভট্ট আপন গ্রন্থ সমাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি যে পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কাদম্বরীর পূর্ব্বভাগ নামে প্রসিদ্ধ। তদীয় পুত্র উপাখ্যানের উত্তরভাগ সঙ্কলন করিয়াছেন। কিন্তু পুত্র পৈতৃক অলৌকিক কবিত্বশক্তি বা অসাধারণ রচনাশক্তির উত্তরাধিকারী হয়েন নাই। উত্তর ভাগ কোন ক্রমেই পূর্ব্ব ভাগের যোগ্য নহে।

দশকুমারচরিত

দশকুমারচরিত এক অত্যুত্তম গদ্যগ্রন্থ। কিন্তু কাব্যাংশে তাদৃশ উৎকৃষ্ট নয়। রচনা অতি উত্তম বটে, কিন্তু কাদম্বরীর রচনার ন্যায় চমৎকারিণী ও চিত্তহারিণী নহে। এই গ্রন্থে নানা বিষয়ের বর্ণনা আছে; কিন্তু বর্ণনা সকল যেরূপ কৌতুকবাহিনী, সেরূপ রসশালিনী নহে। পাঠ করিলে প্রীত ও চমৎকৃত হওয়া যায়, দশকুমারচরিত সেরূপ গ্রন্থ নয়। গ্রন্থকর্ত্তার নাম দণ্ডী।

দশকুমারচরিতশব্দে দশ কুমারের বৃত্তান্তবর্ণনাত্মক গ্রন্থ বুঝায়। কিন্তু যে দশকুমার-চরিত দণ্ডিপ্রণীত বলিয়া প্রচলিত, তাহাতে আট কুমারের চরিত্র মাত্র বর্ণিত আছে। সুতরাং, এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণবৎ বোধ হইতেছে। যেরূপে গ্রন্থের আরম্ভ হইতেছে, তাহা কোন ক্রমেই সংলগ্ন বোধ হয় না। আমরা যে সকল ব্যক্তি ও বৃত্তান্তের বিষয় বিন্দু

বিসর্গও অবগত নহি, এককালে সেই সকল বিষয়ের আরম্ভ হইতেছে। সমাপ্তিও আরম্ভের ন্যায় অসংলগ্ন। অষ্টম কুমারের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ রূপে বর্ণিত হইল, এরূপ প্রতীতি হয় না। এইরূপে দশকুমারচরিতের উপক্রম ও উপসংহার উভয়ত্রই ন্যূনতা প্রতিভাসমান হইতেছে।

উপক্রমের ন্যূনতাপরিহারার্থে পূর্ব্বপীঠিকা নামে এক উপক্রমণিকা রচিত হইয়াছে। এই উপক্রমণিকাতে, দশ সঙ্খ্যা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, আর দুই কুমারের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইয়াছে। এই অংশও দণ্ডীর নিজের রচিত বলিয়া প্রচলিত। কিন্তু উপক্রমণিকার ও দশকুমারচরিতের রচনা পরস্পর এরূপ বিসংবাদিনী যে ঐ উভয় এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া কোন ক্রমেই প্রতীতি হয় না।

দশকুমারচরিতের যেরূপ এক উপক্রমণিকা আছে, সেইরূপ এক পরিশিষ্টও আছে। ইহার নাম শেষ অর্থাৎ কথার অবশিষ্টাংশ। এই অবশিষ্টাংশ চক্রপাণিদীক্ষিতনামক এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের রচিত। আমরা এ পর্য্যন্ত এই পুস্তক দেখিতে পাই নাই। সুবিখ্যাত সংস্কৃতবেত্তা শ্রীযুত হোরেস্ হেমেন্ উইলসন্ ঐ পুস্তক দেখিয়াছেন। তিনি কহেন যে চক্রপাণি নিজ রচনার উৎকর্ষ সাধনার্থে যথেষ্ট শ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচনা দণ্ডীর রচনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বিশেষতঃ, উপাখ্যানভাগ এমন অসার ও অকিঞ্চিৎকর যে পাঠ করিলে পরিশ্রম পোষায় না।

অনেকে অনুমান করেন, দণ্ডী গ্রন্থকর্ত্তার নাম নহে; ইহা তাহার উপাধিমাত্র। যাহারা সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে দণ্ডী কহে। এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। আর এই গ্রন্থকর্ত্তার বিষয়ে যে এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তদ্দারাও উক্ত অনুমানের বিলক্ষণ পোষকতা হইতেছে। দণ্ডীদিগের নিয়মিত বাসস্থান নাই, তাঁহারা সর্ব্বদা পর্য্যটন করেন। কেবল বর্ষা চারি মাস, পর্য্যটনে অশেষ ক্লেশ বলিয়া, কোন গৃহস্থের আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমাদিগের দণ্ডীও গৃহস্থের ভবনে বর্ষা চারি মাস বাস করিতেন, এবং সেই অবকাশে এক এক খানি গ্রন্থ রচনা করিতেন। যে বার যে গৃহস্থের আশ্রয়ে থাকিতেন, বর্ষান্তে প্রস্থানকালে, স্বরচিত পুস্তক খানি তাহার হস্তে সমপর্ণ করিয়া যাইতেন। দশকুমারচরিত দণ্ডীর এক বর্ষা চারি মাসের রচনা। আর কাব্যাদর্শ নামে দণ্ডীর যে অলঙ্কার গ্রন্থ আছে, তাহাও আর এক বর্ষা চারি মাসের পরিশ্রম। যদি এই কিংবদন্তী অমূলক না হয়, তাহা হইলে, দশকুমার-চরিতের উপক্রমে ও উপসংহারে যে ন্যূনতা আছে, তাহারও এক প্রকার হেতু উপলব্ধ হইতেছে। যেহেতু, কিংবদন্তী ইহাও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, দণ্ডী যে বর্ষাতে

দশকুমারচরিত রচনা করেন, সেই বর্ষাতেই তাঁহার প্রাণত্যাগ হয়। এই নিমিত্ত দশকুমার-চরিতের কথা সমাপ্ত ও পূর্ব্বাপরসংলগ্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই।

বাসবদত্তা

বাসবদত্তা সুবন্ধুনামক কবির রচিত। সুবন্ধু স্বগ্রন্থের সমাপিকাতে, বররুচির ভাগিনেয় বলিয়া, আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। (১১) বররুচি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর সুবন্ধু বাসবদত্তা রচনা করেন; এবং গুণগ্রাহী বিক্রমাদিত্য বিদ্যমান নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। (১২)

বাণভট্টের কাদম্বরী ও সুবন্ধুর বাসবদত্তা এই উভয় গ্রন্থ এক প্রণালীতে রচিত। বোধ হয়, এরূপ রচনাপ্রণালী সুবন্ধুই প্রথম উদ্ভাবিত করেন। বাণভট্ট যে বিক্রমাদিত্যের সময়ের অনেক পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার কোন সংশয় নাই। এই গ্রন্থে কন্দর্পকেতুনামক এক রাজকুমার ও বাসবদত্তানাম্নী এক রাজকুমারীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

সুবন্ধু বাসবদত্তারচনাতে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার তাদৃশ অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল না। কি রচনা, কি বর্ণনা, কি কথাযোজনা, সুবন্ধুর বাসবদত্তা সর্ব্বাংশেই মধ্যবিধ। পাঠ করিলে এই গ্রন্থ প্রধান কবির রচিত বলিয়া প্রতীতি হয় না। কিন্তু গ্রন্থের আরম্ভে যে কয়েকটি শ্লোক আছে এবং গ্রন্থের মধ্যে কবি যে দুই শ্লোকে কুপিত সিংহের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত মনোহর।

চম্পূকাব্য

আমরা যে কয়েক খানি চম্পূকাব্য দেখিয়াছি, তন্মধ্যে বিশেষ প্রশংসার যোগ্য এক খানিও নাই। কালিদাস ও বাণভট্ট, ভারবি ও ভবভূতি, মাঘ ও শ্রীহর্ষদেব প্রভৃতি

(১১) ইতি শ্রীবররুচিভাগিনেয়সুবন্ধুবিরচিতা বাসবদত্তাখ্যায়িকা সমাপ্তা।

(১২) সারসবত্তা নিহতা নবকা বিলসন্তি চরতি নো কঙ্কঃ।
সরসীব কীর্ত্তিশেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে॥
বাসবদত্তা।

প্রধান কবিরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। আর, যদিই কোন প্রধান কবি চম্পূকাব্য রচনা করিয়া থাকেন, হয় তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান নাই, অথবা এপর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই।

আমরা যে সাত খানি চম্পূকাব্য দেখিয়াছি, তন্মধ্যে দেবরাজবিরচিত অনিরুদ্ধচরিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দেবরাজের রচনাশক্তি ও কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না। যে ভোজদেবকে বিদ্যোৎসাহিতা ও গুণগ্রাহিতা বিষয়ে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য বলিয়া গণনা করিতে হয়, তাঁহার রচিত চম্পূরামায়ণ ও চিরঞ্জীববিরচিত বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী নিতান্ত অগ্রাহ্য চম্পূ নহে। এতদ্ব্যতিরিক্ত, অনন্তভট্টপ্রণীত চম্পূভারত, ভানুদত্তবিরচিত কুমারভার্গবীয়, রামনাথকৃত চন্দ্রশেখরচেতোবিলাসচম্পূ, এবং রূপগোস্বামিলিখিত আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, এই কয়েক চম্পূকে কাব্য নামে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় এমন কোন বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

দৃশ্যকাব্য

মহাকাব্য প্রভৃতি কেবল শ্রবণ করা যায়, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে শ্রব্যকাব্য বলে। নাটকের, শ্রব্যকাব্যের ন্যায়, শ্রবণ হয়; অধিকন্তু, রঙ্গভূমিতে নট দ্বারা অভিনয়কালে, দর্শনও হইয়া থাকে। এবং ইহাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত নাটকের নাম দৃশ্যকাব্য। দৃশ্যকাব্য দ্বিবিধ; রূপক ও উপরূপক। রূপক নাটক, প্রকরণ প্রভৃতি দশবিধ। উপরূপক নাটিকা, ত্রোটক প্রভৃতি অষ্টাদশবিধ। আলঙ্কারিকেরা দৃশ্যকাব্যের এই যে অষ্টাবিংশতি বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাদের বিশেষভেদগ্রাহক তাদৃশ কোন লক্ষণ নাই। সর্ব্বপ্রধান ভেদ নাটকের যে সমস্ত লক্ষণ নিরূপিত আছে, দৃশ্যকাব্যের অন্যান্য ভেদও সেই সমুদায় লক্ষণে আক্রান্ত। আলঙ্কারিকেরা অন্যান্য ভেদের, অঙ্কসঙ্খ্যার ন্যূনাধিক্য প্রভৃতি, যে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা এমন সামান্য যে সেই অনুরোধে, দৃশ্যকাব্যের অষ্টাবিংশতি বিভাগ কল্পনা না করিয়া, যাবতীয় দৃশ্যকাব্যকে কেবল নাটক নামে নির্দ্দেশ করিলেই ন্যায়ানুগত হইত।

প্রত্যেক নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধার, অর্থাৎ প্রধান নট, স্বীয় পত্নী অথবা অন্য দুই এক সহচরের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া, কবির ও নাটকের নাম নির্দ্দেশ করে এবং প্রসঙ্গক্রমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া দেয়। এই অংশকে প্রস্তাবনা কহে। যে স্থলে ইতিবৃত্তের স্থূল স্থূল অংশের একপ্রকার শেষ হয়, সেই সেই স্থলে পরিচ্ছেদ কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক। নাটকে এক অবধি দশ পর্য্যন্ত অঙ্কসংখ্যা

দেখিতে পাওয়া যায়। নাটক আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক থাকে। আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত এক ভাষায় রচিত নহে, ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্য ভাষাবিশেষে সঙ্কলিত হইয়া থাকে। রাজা, মন্ত্রী, ঋষি, পণ্ডিত, নায়ক প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা সংস্কৃত-ভাষী; স্ত্রী, বালক ও অপ্রধান পুরুষদিগের ভাষা প্রাকৃত। প্রাকৃত সংস্কৃতের অপভ্রংশ। আলঙ্কারিকেরা এই অপভ্রংশের, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্যনিবন্ধন, সপ্তদশ ভেদ কল্পনা করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের মধ্যে পণ্ডিতা তপস্বিনীরা সংস্কৃতভাষিণী। অশুভ ঘটনা দ্বারা সংস্কৃত নাটকের উপসংহার করিতে নাই। সংস্কৃত ভাষায় আদিরস, বীররস ও করুণরস প্রধান নাটক অনেক।

মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্যের ন্যায়, সংস্কৃত ভাষায় নাটকও অনেক আছে। কালিদাস প্রভৃতি প্রধান কবিগণ এই ভাষায় নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে এই ভারতবর্ষে রঙ্গভূমিতে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইত।

ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা ভরতমুনিকে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাও কহেন, এই ভরতমুনি অপ্সরাদিগের নাট্যব্যাপারের উপদেষ্টা। অপ্সরারা, ইহার নিকট উপদিষ্ট হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্রের সভায়, নাটকের অভিনয় করিয়া থাকে। এরূপ নাট্যাচার্য্য যে কোন কালেই বিদ্যমান ছিলেন না, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু, সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা স্ব স্ব গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে ভরতসূত্র বলিয়া প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, নাটকরচনা বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় এক অতি প্রাচীন গ্রন্থ ছিল; ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা, অবিসংবাদিত প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থে, ঐ গ্রন্থ ঋষিপ্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কেবল এই বিষয়েই নহে, অন্যান্য বিদ্যাবিষয়েও, এই প্রথা লক্ষিত হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যাকরণ পাণিনিমুনিপ্রণীত বলিয়া প্রচলিত। ঐ ব্যাকরণের বার্ত্তিক কাত্যায়ন মুনির রচিত, ভাষ্য পতঞ্জলিমুনিপ্রণীত। যে সর্পরাজ অনন্তদেব, পুরাণমতানুসারে, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী ফণমণ্ডলোপরি ধারণ করিয়া আছেন, পতঞ্জলি তাঁহার অবতার। সর্পের অবতার মুনির রচিত বলিয়া, ঐ ভাষ্য ফণিভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ। যাবতীয় পুরাণ মহর্ষিব্যাসরচিত বলিয়া প্রচলিত। ধর্ম্মশাস্ত্র সকল মনু, অত্রি, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি এক এক মুনির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক, বেদান্ত ও মীমাংসা এই ছয় দর্শন কপিল ও পতঞ্জলি, গোতম ও কণাদ, ব্যাস ও জৈমিনি এই ছয় মুনির নামে প্রচলিত। তন্ত্র সকল যে ইদানীন্তন কালের রচিত গ্রন্থ, তাহার কোন সংশয়

নাই—এত ইদানীন্তন যে, কোন কোন তন্ত্রে ইয়ুরোপীয় লোক ও লণ্ডননগরেরও নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। (১৩) এই সকল তন্ত্র শিবপ্রোক্ত বলিয়া প্রচলিত। বেদ সকল সৃষ্টিকর্ত্তার নিজের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই রূপে, নব্য কাব্য ও সংগ্রহ গ্রন্থ ভিন্ন, প্রায় সমুদায় সংস্কৃত শাস্ত্রই এক এক মুনির অথবা দেবতার প্রণীত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র

সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, শকুন্তলা সেই সকল অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই। এই অপূর্ব্ব নাটকের, আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত, সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। যদি শত বার পাঠ কর, শত বারই অপূর্ব্ব বোধ হইবে। এই নাটক সাত অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সাক্ষাৎকার, তৃতীয় অঙ্কে উভয়ের মিলন, চতুর্থে শকুন্তলার প্রস্থান, পঞ্চমে শকুন্তলার দুষ্মন্তসমীপগমন ও প্রত্যাখ্যান, ষষ্ঠে রাজার বিরহ, সপ্তমে শকুন্তলার সহিত পুনর্ম্মিলন; এই সকল স্থলে কালিদাস স্বীয় অলোকিক কবিত্বশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তি ঐ সকল স্থল পাঠ করিলে, অবশ্যই তাঁহার অন্তঃকরণে এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবেক যে মনুষ্যের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল অপূর্ব্ব পদার্থ।

ভারতবর্ষীয়েরাই যে, স্বদেশীয় কাব্য বলিয়া, শকুন্তলার এত প্রশংসা করেন এমন নহে; দেশান্তরীয় পণ্ডিতেরাও শকুন্তলার এইরূপ, অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক, প্রশংসা করিয়াছেন। নানাবিদ্যাবিশারদ, অশেষদেশভাষাজ্ঞ, সুবিখ্যাত সর্ উইলিয়ম্ জোন্স শকুন্তলা পাঠ করিয়া এমন প্রীত হইয়াছিলেন যে কালিদাসকে স্বদেশীয় অদ্বিতীয় কবি শেক্সপিয়রের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং জর্ম্মনদেশীয় অতি প্রধান পণ্ডিত ও

(১৩) পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরঙ্গভাষয়া তন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাদ্ভুবি।
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেম্বপবাজিতাঃ।
ইংরেজা নব ষট্ পঞ্চ লণ্ড্রাজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥

মেরুতন্ত্র। ২৩ প্রকাশ।

অতি প্রধান কবি, গেটি, শকুন্তলার সর্ উইলিয়ম্ জোন্সকৃত ইঙ্গরেজী অনুবাদের ফর্ষ্টরকৃত জর্ম্মন অনুবাদ পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন, "যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে ; তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞানশকুন্তল ! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি ; এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।" যদি বিদেশীয় লোক, অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করিয়া, এত প্রীত ও চমৎকৃত হইতে পারেন, তবে স্বদেশীয়েরা যে, সেই বিষয় মূল পুস্তকে পাঠ করিয়া, কত প্রীত ও কত চমৎকৃত হইবেন, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

বিক্রমোর্ব্বশী পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। এই নাটকে পুরূরবাঃ ও উর্ব্বশীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। বিক্রমোর্ব্বশীর আদ্যোপান্ত শকুন্তলার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। কিন্তু, চতুর্থ অঙ্কে, উর্ব্বশীর বিরহে একান্ত অধীর ও বিচেতন হইয়া, পুরূরবাঃ তদীয় অন্বেষণার্থে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, এই বিষয়ের যে বর্ণন আছে, তাহা অত্যন্ত মনোহর—এমন মনোহর যে, কোন দেশীয় কোন কবি তদপেক্ষা অধিক মনোহর বর্ণনা করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবেক না।

কালিদাসের তৃতীয় নাটক মালবিকাগ্নিমিত্র। মালবিকাগ্নিমিত্র উত্তম নাটক বটে, কিন্তু শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ব্বশী অপেক্ষা অনেক ন্যূন। এই নাটক পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে মালবিকা ও অগ্নিমিত্র রাজার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বোধ হয়, কালিদাস সর্ব্বপ্রথম এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

বীরচরিত, উত্তরচরিত, মালতীমাধব

এই তিন নাটক ভবভূতিপ্রণীত। ভবভূতি এক জন অতিপ্রধান কবি ছিলেন। কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাসের অব্যবহিত পরেই ভবভূতির নাম নির্দ্দেশ হওয়া উচিত। ভবভূতির রচনা হৃদয়গ্রাহিণী ও অতিচমৎকারিণী। সংস্কৃতভাষায় যত নাটক আছে, ভবভূতিপ্রণীত নাটকত্রয়ের রচনা সেই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রগাঢ়। ইনি অন্যান্য কবিগণের ন্যায় মধুর ও কোমল রচনাতে বিলক্ষণ প্রবীণ ছিলেন ; অধিকন্তু, ইঁহার নাটকে মধ্যে মধ্যে অর্থের যেরূপ গাম্ভীর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য কবির

নাটকে প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভবভূতির বিশেষ প্রশংসা এই যে, অন্যান্য কবিরা অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলেও আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু ইনি সে বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান। অনাবশ্যক স্থলে কোন ক্রমেই স্বীয় রচনাকে আদিরসে দূষিত করেন নাই, আবশ্যক স্থলেও অত্যন্ত সাবধান হইয়াছেন। ইঁহার যেমন বিশেষ গুণ আছে, তেমনই কয়েকটি বিশেষ দোষও আছে। রচনার দোষে স্থানের স্থানের অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট; এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতে এমন দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা আছে যে তাহাতে অর্থবোধ ও রসাস্বাদ বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠে। নাটকের কথোপকথনস্থলে সেরূপ দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা অত্যন্ত দূষ্য।

বীরচরিতে রামের বিবাহ অবধি রাবণবধানন্তর অযোধ্যা প্রত্যাগমন ও রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বীররসাশ্রিত নাটক। বীরচরিতে ভবভূতির কবিত্বশক্তি বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকিলে নাটক প্রশংসনীয় হয়, তৎ সমুদায় তাদৃশ অধিক নাই। তথাপি, রামচরিতের এই অংশ লইয়া অন্যান্য কবিরা যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, বীরচরিত সেই সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে উত্তম, তাহার সন্দেহ নাই।

উত্তরচরিতে বীরচরিতবর্ণিতাবশিষ্ট রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরচরিত ভবভূতির সর্ব্বপ্রধান নাটক। এই নাটক করুণরসাশ্রিত। বর্ণনা সকল কারুণ্য, মাধুর্য্য ও অর্থের গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর, ললিত ও প্রগাঢ়। ফলতঃ, শকুন্তলা আদিরস বিষয়ে যেমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, উত্তরচরিত করুণরসবিষয়ে সেইরূপ। এই নাটক পাঠ করিলে মোহিত হইতে ও মুহুর্মুহুঃ অশ্রুপাত করিতে হয়।

মালতীমাধব আদিরসাশ্রিত নাটক। ভবভূতি এই নাটকে আপন অসাধারণ রচনাশক্তি ও অসাধারণ কবিত্বশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং প্রস্তাবনাতে গর্ব্বিত বাক্যে কহিয়াছেন, "যাহারা আমার এই নাটকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহারাই তাহার কারণ জানে, তাহাদের নিমিত্ত আমার এ যত্ন নয়; আমার কাব্যের ভাবগ্রহণসমর্থ কোন ব্যক্তি এই অসীম ভূমণ্ডলের কোন স্থানে থাকিতে পারেন, অথবা কোন কালে উৎপন্ন হইতে পারেন।" (১৪) কিন্তু ভবভূতি অসাধারণ উৎকর্ষ সম্পাদনার্থে যেরূপ প্রয়াস

(১৪) যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

পাইয়াছিলেন, এবং প্রস্তাবনাতে যেরূপ অসদৃশ অহঙ্কার প্রদর্শন করিয়াছেন, মালতীমাধব তত উত্তম নাটক হয় নাই। ইহাতে রচনার চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য আছে এবং অর্থেরও অসাধারণ গাম্ভীর্য্য আছে, যথার্থ বটে; কিন্তু কালিদাস ও শ্রীহর্ষদেব দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার, বৎসরাজ ও রত্নাবলীর উপাখ্যান যেরূপ মনোহর করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, মালতী ও মাধবের বৃত্তান্ত ভবভূতি সেরূপ মনোহর করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ, অর্থবোধের কষ্ট ও অতিদীর্ঘ সমাস প্রভৃতি ভবভূতির যে সমস্ত দোষ আছে, তৎসমুদায় মালতীমাধবেই ভূরি পরিমাণে উপলব্ধ হয়। আমরা, মালতীমাধব পাঠ করিয়া, ভবভূতির অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও অসাধারণ রচনাশক্তির প্রশংসা করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু মালতীমাধবকে অত্যুৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে কোন ক্রমেই সম্মত নহি। ভবভূতি যত অহঙ্কার করুন না কেন, তাঁহার মালতীমাধব কালিদাসের শকুন্তলা, শ্রীহর্ষদেবের রত্নাবলী এবং তাঁহার নিজের উত্তরচরিত অপেক্ষা অনেক অংশে ন্যূন। ভবভূতি স্বপ্রণীত নাটকত্রয়ের মধ্যে, বোধ হয়, মালতীমাধবকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠকবর্গের বিবেচনা যেরূপ পক্ষপাতশূন্য হয়, গ্রন্থকর্ত্তাদের নিজের বিবেচনা সর্ব্বদা সেরূপ হইয়া উঠে না। বোধ হয়, সহৃদয় পাঠকমাত্রেই উত্তরচরিতকে ভবভূতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক জ্ঞান করিয়া থাকেন।

রত্নাবলী ও নাগানন্দ

রত্নাবলী এক অত্যুৎকৃষ্ট নাটক—এমন উৎকৃষ্ট যে অনেকে রত্নাবলীকে যাবতীয় নাটক অপেক্ষা সমধিক মনোহর জ্ঞান করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, উৎকর্ষ অনুসারে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে গণনা করিতে হইলে, শকুন্তলা ও উত্তরচরিতের পরে রত্নাবলীর নাম নির্দ্দেশ হওয়া উচিত। রত্নাবলী চারি অঙ্কে বিভক্ত। এই নাটকে বৎসরাজ ও সাগরিকার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। রাজদর্শনানন্তর সাগরিকার বিরহ, সাগরিকাব সহিত অকস্মাৎ রাজার সাক্ষাৎকার, ও রাজমহিষী বাসবদত্তার বেশে সাগরিকার রাজসমাগম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে এই সকল বিষয় বর্ণনকালে, কবি যেরূপ কৌশল ও যেরূপ কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, বোধ হয়, শকুন্তলা ও উত্তরচরিত ভিন্ন প্রায় আর কোন নাটকেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। নাগানন্দও উত্তম নাটক বটে, কিন্তু রত্নাবলী অপেক্ষা অনেক ন্যূন।

রত্নাবলী ও নাগানন্দ শ্রীহর্ষদেবপ্রণীত। শ্রীহর্ষদেব কশ্মীরের রাজা ছিলেন। কহ্লণরাজতরঙ্গিণীর সপ্তম তরঙ্গে শ্রীহর্ষদেবের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। রাজতরঙ্গিণীতে রত্নাবলী ও নাগানন্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু এরূপ লিখিত আছে, শ্রীহর্ষদেব অশেষদেশ-ভাষাজ্ঞ, সর্ব্ব ভাষায় সৎকবি ও সমস্ত বিদ্যার আধার ছিলেন। (১৫) রত্নাবলী ও নাগানন্দের প্রস্তাবনাতে রাজশ্রীহর্ষদেবপ্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, এবং রাজতরঙ্গিণীতেও রাজা শ্রীহর্ষদেব সৎকবি বলিয়া লিখিত আছে; সুতরাং, রাজতরঙ্গিণীর শ্রীহর্ষদেব যে রত্নাবলী ও নাগানন্দের রচয়িতা, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ, আর কোন গ্রন্থে আর কোন রাজা শ্রীহর্ষদেবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীহর্ষদেব, কিঞ্চিদধিক আট শত বৎসর পূর্ব্বে, কশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে, রত্নাবলী ও নাগানন্দ আট শত বৎসরের পুস্তক।

এরূপ প্রবাদ আছে, ধাবক নামে এক কবি রত্নাবলী ও নাগানন্দ রচনা করেন; শ্রীহর্ষদেব, অর্থ প্রদান দ্বারা ধাবককে সম্মত ও সন্তুষ্ট করিয়া, ঐ দুই নাটক আপন নামে প্রচলিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রধান আলঙ্কারিক মম্মটভট্টের লিখনদ্বারাও এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। (১৬) কিন্তু ধাবক ও শ্রীহর্ষদেবে সহস্র বৎসরেরও অধিক অন্তর। উভয়ে এক সময়ের লোক নহেন। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনাতে, প্রাচীন নাটকলেখক বলিয়া, ধাবকের নামোল্লেখ আছে। (১৭) তদনুসারে ধাবক বিক্রমাদিত্যের সময়েরও পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং, ঐ লোকপ্রবাদ ও তন্মূলক মম্মটের সিদ্ধান্ত অমূলক বোধ হইতেছে। আর, যখন শ্রীহর্ষদেবের সৎকবিত্ব ও অশেষবিদ্যাশালিত্ব প্রামাণিক পুরাবৃত্ত গ্রন্থ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন, অমূলক লোকপ্রবাদ ও তন্মূলক মম্মটের লিখন রক্ষার্থে, ধাবকান্তর কল্পনা করিয়া, শ্রীহর্ষদেবের কবিকীর্ত্তি লোপ করা কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত বোধ হইতেছে না।

(১৫) সোঽশেষদেশভাষাজ্ঞঃ সর্ব্বভাষাসু সৎকবিঃ।
কৃৎস্নবিদ্যানিধিঃ প্রাপ খ্যাতিং দেশান্তরেষ্বপি ॥ ৬১১।

(১৬) শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্। কাব্যপ্রকাশ।

(১৭) প্রথিতযশসাং ধাবকসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাং
প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য
কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ।

ঢক

মৃচ্ছকটিকের রচনা ও বর্ণনা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। বোধ হয়, সংস্কৃত ভাষায় এক্ষণে যত নাটক আছে, মৃচ্ছকটিক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। গ্রন্থকর্ত্তার নাম শূদ্রক। শূদ্রক বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। (১৮) মৃচ্ছকটিকলেখক সৎকবি ও সংস্কৃত রচনায় অতিপ্রবীণ ছিলেন। এই নাটকের স্থানে স্থানে অতি উৎকৃষ্ট বর্ণনা আছে ; শ্লোক সকল অতিসুন্দর ; আদ্যোপান্তের রচনা অতি প্রাঞ্জল। সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে, মৃচ্ছকটিক অতি উত্তম কাব্য বটে ; কিন্তু সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় নাটক বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, মৃচ্ছকটিক নাটকাংশে শকুন্তলা, উত্তরচরিত ও রত্নাবলী অপেক্ষা অনেক ন্যূন।

প্রস্তাবনাতে মৃচ্ছকটিক শূদ্রকপ্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু, প্র াবনার সমুদায় অংশ বিবেচনা করিলে, শূদ্রকরাজার গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব বিষয়ে নানা সংশয় উপস্থিত হয়। প্রস্তাবনাতে লিখিত আছে, "গজেন্দ্রগমন, চকোরনয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, সুঘটিতকলেবর, অগাধ-বুদ্ধিশালী শূদ্রকনামে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।" (১৯) "শূদ্রক স্বীয় পুত্রকে সিংহাসনাধিষ্ঠিত দেখিয়া, মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, এবং এক শত বৎসর দশ দিবস আয়ুঃ লাভ

(১৮) ত্রিষু বর্ষসহস্রেষু কলের্যাতেষু পার্থিব।
ত্রিশতে চ দশন্যূনে হ্যস্যাং ভুবি ভবিষ্যতি॥
শূদ্রকো নাম বীরাণামধিপঃ সিদ্ধসত্তমঃ।
নৃপান্ সর্ব্বান্ পাপরূপান্ বর্দ্ধিতান্ যো হনিষ্যতি॥
চর্ব্বিতায়াং সমারাধ্য লপ্স্যতে ভূভরাপহঃ।
ততস্ত্রিষু সহস্রেষু দশাধিকশতত্রয়ে॥
ভবিষ্যং নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি।
শুক্লতীর্থে সর্ব্বপাপনির্মুক্তিং যোঽভিলপ্স্যতে॥
ততস্ত্রিষু সহস্রেষু সহস্রাভ্যধিকেষু চ।
ভবিষ্যো বিক্রমাদিত্যো রাজ্যং সোঽত্র প্রলপ্স্যতে॥
কুমারিকাখণ্ড যুগব্যবস্থাধ্যায়

(১৯) এতৎ কবিঃ কিল
দ্বিরদেন্দ্রগতিশ্চকোরনেত্রঃ পরিপূর্ণেন্দুমুখঃ সুবিগ্রহশ্চ।
দ্বিজমুখ্যতমঃ কবির্বভূব প্রথিতঃ শূদ্রক ইত্যগাধসত্ত্বঃ

করিয়া, অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছেন।" (২০) শূদ্রক রাজা, কবি ও অগাধবুদ্ধিশালী হইয়া, গজেন্দ্রগমন, চকোরনয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন সুঘটিতকলেবর ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা আপন গ্রন্থে আপনার বর্ণন করিবেন, সম্ভব বোধ হয় না। বিশেষতঃ, এক শত বৎসর দশ দিবস আয়ুঃ লাভ করিয়া, অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা স্বীয় প্রাণত্যাগের বিষয় স্বগ্রন্থে নির্দ্দেশ করা কোন ক্রমেই সংলগ্ন হইতে পারে না। ইহাতে, অনায়াসে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, মৃচ্ছকটিক শূদ্রকরাজার প্রণীত নহে, অথবা, প্রস্তাবনাংশ শূদ্রকের মৃত্যুর পর অন্য দ্বারা রচিত ও মৃচ্ছকটিকে যোজিত হইয়াছে। কিন্তু, প্রস্তাবনার ও নাটকের রচনার এরূপ সৌসাদৃশ্য যে এই দুই বিষয় বিভিন্ন লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত, এরূপ প্রতীতি হওয়া দুর্ঘট। বিশেষতঃ, প্রস্তাবনা গ্রন্থকর্ত্তা ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা লিখিত হয়, এরূপ ব্যবহার অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা নাটকের অবয়ব স্বরূপ, তাহা অন্য ব্যক্তি দ্বারা সঙ্কলিত হওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না।

মুদ্রারাক্ষস

মুদ্রারাক্ষস বিশাখদেবপ্রণীত। প্রস্তাবনায় নির্দ্দিষ্ট আছে, বিশাখদেব রাজার পুত্র। বিশাখ সৎকবি ও সংস্কৃতরচনা বিষয়ে অতি প্রবীণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনা সম্যক্ প্রাঞ্জল ও ললিত নহে। যাহা হউক, মুদ্রারাক্ষস এক অত্যুত্তম নাটক। চাণক্য, নন্দবংশকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, চন্দ্রগুপ্তকে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে নিবিষ্ট করেন। কিন্তু রাজ্যভ্রষ্ট নন্দবংশের অমাত্য রাক্ষস অত্যন্ত প্রভুপরায়ণ ও নীতিবিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের প্রতিপক্ষ থাকিলে, তদীয় সিংহাসন বদ্ধমূল হয় না; এই নিমিত্ত চাণক্য, স্বীয় অসাধারণ কৌশলে ও নীতিপ্রভাবে, রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের প্রধানামাত্যপদ স্বীকার করান। এই বিষয় মুদ্রারাক্ষসে অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

বেণীসংহার

বেণীসংহার ভট্টনারায়ণপ্রণীত। এরূপ কিংবদন্তী আছে, আদিশূর রাজা কান্য-কুব্জ হইতে গৌড়দেশে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের মধ্যে

(২০) রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং পরমসমুদয়েনাশ্বমেধেন চেষ্টা
লব্ধা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ॥

এক জন। এই নাটক নাটকের প্রায় সমুদায়লক্ষণাক্রান্ত। সাহিত্যদর্পণের নাটক-পরিচ্ছেদে, নাটকসংক্রান্ত বিষয়ের উদাহরণ প্রদর্শনার্থ, বেণীসংহার হইতে যত উদ্ধৃত হইয়াছে, অন্য কোন নাটক হইতে তত নহে। কিন্তু, ভট্টনারায়ণের রচনা প্রাচীন কবিদিগের রচনার ন্যায় মনোহারিণী নহে। রচনার ন্যূনতা প্রযুক্তই বেণীসংহার, নাটকের সমুদায়-লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও, কাব্যাংশে শকুন্তলা, উত্তরচরিত, রত্নাবলী, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক ন্যূন। বেণীসংহার বীররসাশ্রিত নাটক। ইহাতে কুরুপাণ্ডবযুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে বীর ও করুণ রস সংক্রান্ত উত্তম উত্তম রচনা ও উত্তম উত্তম বর্ণনা আছে।

যে সকল নাটকের বিষয় উল্লিখিত হইল, সংস্কৃত ভাষায় তদ্ব্যতিরিক্ত অনেক নাটক আছে; বাহুল্যভয়ে এ স্থলে সে সকলের উল্লেখ করা গেল না। সমুদায়ে বিরাশি খানি নাটকের নাম পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে তেত্রিশ খানি মাত্র বিদ্যমান বলিয়া বিজ্ঞাত; অবশিষ্ট সকলের দশরূপকে ও সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে, এবং উদাহরণ-প্রদর্শনার্থে অনেকেরই কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে কুন্দমালা, উদাত্তরাঘব, বালরামায়ণ প্রভৃতি কতিপয় নাটকের উদ্ধৃত অংশ দর্শনে বোধ হয়, ঐ সকল নাটক অত্যুৎকৃষ্ট।

উপাখ্যান

বালকদিগের শিক্ষার্থে মনুষ্য, পশু, পক্ষীর কল্পিতবৃত্তান্তঘটিত যে সকল গ্রন্থ আছে, অথবা গ্রন্থকর্ত্তারা স্বেচ্ছানুসারে নানা লৌকিক ও অলৌকিক বৃত্তান্ত ঘটিত যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা উহাদিগকেও কাব্য নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু, কি কথাযোজনা, কি রচনা, কি বর্ণনা, কোন অংশেই উহারা কাব্যনামের অধিকারী নহে। সংস্কৃত উপাখ্যানগ্রন্থ কেবল গদ্য, কেবল পদ্য, ও গদ্য পদ্য উভয়াত্মক আছে। কিন্তু তাহারা প্রকৃত রূপে কাব্যশ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত তত্তৎকাব্যস্থলে তাহাদের উল্লেখ করা যায় নাই। উপাখ্যানের মধ্যে যে কয়েক খানি বিশেষ প্রসিদ্ধ, এক্ষণে তাহাদিগের বিষয় সঙ্ক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ

পঞ্চতন্ত্রের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়, উহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন বলিয়া উহার রচনা অত্যন্ত সহজ। এরূপ সহজ সংস্কৃত গ্রন্থ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। পঞ্চতন্ত্রের প্রাচীনত্ব ও তন্নিবন্ধন সহজত্ব ব্যতীত আর কিছুই বিশেষ প্রশংসনীয় নাই। রচনার মাধুর্য্য নাই, কথাযোজনার চাতুর্য্য নাই; অধিকন্তু, মধ্যে মধ্যে বহুতর অসার ও অসম্বদ্ধ কথা আছে। বোধ হয়, কোন বিশেষ গুণ নাই বলিয়াই, পঞ্চতন্ত্র একান্ত উপেক্ষিত হইয়া আছে; অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় সচরাচর সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে। লিপিকরপ্রমাদবশতঃ, পঞ্চতন্ত্রের স্থানের স্থানের পাঠ এমন অপভ্রংশিত হইয়া গিয়াছে যে অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ হওয়া দুর্ঘট। পঞ্চতন্ত্রে, বিষ্ণুশর্ম্মা বক্তা রাজপুত্রগণ শ্রোতা এই প্রণালীতে, মনুষ্য, পশু, পক্ষীর উপাখ্যানচ্ছলে, নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে। ইয়ুরোপীয় সংস্কৃতবেত্তারা পঞ্চতন্ত্রকে পারস্য, আরব, ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশীয় উপাখ্যানের মূল বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

হিতোপদেশকর্ত্তা গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, পঞ্চতন্ত্রের ও অন্যান্য গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম। (২১) বাস্তবিক, হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রের প্রতিরূপ স্বরূপ। পঞ্চতন্ত্রের দোষ গুণ অধিকাংশই হিতোপদেশে লক্ষিত হয়। বিশেষ এই, পঞ্চতন্ত্র অপেক্ষা হিতোপদেশের রচনা কিঞ্চিৎ গাঢ়, এবং, প্রস্তুত বিষয়ের বৈশদ্য অথবা দৃঢ়ীকরণ বাসনায়, নানা প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ স্বরূপ উত্তম উত্তম শ্লোক অধিক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকর্তার সম্যক্ সহৃদয়তার অসদ্ভাব প্রযুক্ত, অনেক স্থলেই উদ্ধৃত শ্লোক সকল অসংলগ্ন হইয়া উঠিয়াছে; তত্তৎস্থলে প্রকৃত বিষয়ের সহিত সেই সকল শ্লোকের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, উপাখ্যানচ্ছলে বালকদিগকে নীতি উপদেশ দিতেছি। (২২) কিন্তু, মধ্যে মধ্যে আদিরসঘটিত এক একটি অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। বালকদিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া, কি বুঝিয়া গ্রন্থকর্ত্তা ঐ সকল অশ্লীল উপাখ্যান সঙ্কলন করিলেন, বলিতে পারা যায় না।

(২১) পঞ্চতন্ত্রাত্তথান্যস্মাদ্ গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে।

(২২) যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ।
কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে॥

কোন্ ব্যক্তি পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার স্থিরতা নাই। অনেকে বিষ্ণুশর্ম্মাকে এই উভয় গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। পঞ্চতন্ত্রে ও হিতোপদেশে বিষ্ণুশর্ম্মা বক্তা রাজপুত্রগণ শ্রোতা; বোধ হয়, তদ্দর্শনেই বিষ্ণুশর্ম্মা গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া তাঁহাদের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকিবেক। এই দুই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে গ্রন্থান্তরের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। লল্লূলাল হিতোপদেশকে নারায়ণপণ্ডিতপ্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (২৩) কিন্তু, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কথাসরিৎসাগর

কথাসরিৎসাগর সোমদেবভট্টপ্রণীত। উহা অতি বৃহৎ পুস্তক। সোমদেব স্বগ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন, কশ্মীরের অধিপতি অনন্তদেবের মহিষী সূর্য্যবতীর চিত্তবিনোদ সম্পাদনার্থে, আমি এই গ্রন্থ রচনা করিলাম। কহ্লণরাজতরঙ্গিণীর সপ্তম তরঙ্গে অনন্তদেব ও সূর্য্যবতীর বৃত্তান্ত আছে। রাজতরঙ্গিণীর গণনা অনুসারে, অনন্তদেব কিঞ্চিদধিক আট শত বৎসর পূর্ব্বে, কশ্মীরমণ্ডলের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। তদনুসারে, সোমদেবের কথাসরিৎসাগর আট শত বৎসরের পুস্তক। এই অনন্তদেব রত্নাবলীকর্ত্তা শ্রীহর্ষদেবের পিতামহ। কথাসরিৎসাগরে যে সমস্ত উপাখ্যান আছে, তাহা তাদৃশ মনোহর নহে। ঐ সমুদায় কেবল অলৌকিক ও অদ্ভুত ব্যাপারে পরিপূর্ণ। অলৌকিক ও অদ্ভুত বৃত্তান্ত ঘটিত উপাখ্যান সকল এক সময়ে সাতিশয় মনোহর ছিল; কিন্তু এক্ষণে আর তাহাদের তাদৃশ চমৎকারজনকত্ব নাই। সোমদেবের লিখনানুসারে বোধ হইতেছে, বৃহৎকথা নামে এক বহুবিস্তৃত উপাখ্যান গ্রন্থ ছিল, তিনি তাহার সারসংগ্রহ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পদ্যে রচিত।

বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যে যে সমস্ত প্রধান গ্রন্থ আছে, তাহাদিগের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। সংস্কৃত কবিরা আদিরস, করুণরস ও শান্তরস সংক্রান্ত যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যেরূপ মনোহর, তাঁহাদের হাস্য, বীর, ভয়ানক প্রভৃতি রস সংক্রান্ত বর্ণনা

(২৩) কাহূ সমৈ শ্রীনারায়ণ পণ্ডিত নে নীতিশাস্ত্রনি তেং কথানিকৌ সংগ্রহ করি সংস্কৃতমেং এক গ্রন্থ বনায় বাকৌ নাম হিতোপদেশ ধরৌ। রাজনীতি।

তাদৃশ মনোহর নহে। ফলতঃ, তাঁহারা মধুর ও ললিত বর্ণনাতে যেরূপ নিপুণ; উদ্ধত, ওজস্বী ও প্রগাঢ় বর্ণনাতে তদনুরূপ নিপুণ নহেন। নায়ক নায়িকার প্রথমদর্শন, পূর্ব্বরাগ, মান, বিরহ, প্রবাস, শোক, বৈরাগ্য, উপবন, বসন্ত, লতা, পুষ্প প্রভৃতির বর্ণনা যেরূপ হৃদয়গ্রাহিণী; যুদ্ধ, ভয়, পর্ব্বত, সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণনা তদনুযায়িনী নহে।

উপসংহার

সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের বিষয় সঙ্ক্ষেপে উল্লিখিত হইল। অনেকে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন একান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত, সংস্কৃত ভাষার ফলোপধায়কতা বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া প্রস্তাব সমাপন করিব।

সংস্কৃতভাষানুশীলনের নানা ফল। ইয়ুরোপে শব্দবিদ্যার যে ইয়ত্তা শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন তাহার মূল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দ্বারা অন্যান্য ভাষার মূলনির্ণয়, স্বরূপপরিজ্ঞান ও মর্ম্মোদ্ভেদে সমর্থ হইয়াছেন; এবং এই পৃথিবী যে নানা মানবজাতির আবাসস্থান, তাহাদিগের কে কোন্ শ্রেণীভুক্ত, কে কোন্ দেশের আদিম নিবাসী লোক, কে কোন্ প্রদেশ হইতে আসিয়া কোন্ প্রদেশে বাস করিয়াছে ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ুরোপীয় শব্দবিদ্যা যাবৎ সংস্কৃত ভাষার সহায়তা প্রাপ্ত হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; এই নিমিত্তই, ডাক্তর মোক্ষ মূলর সংস্কৃত ভাষাকে সকল ভাষার ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃতভাষানুশীলনের এক অতি প্রধান ফল এই যে, ইদানীন্তন কালে ভারতবর্ষে হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি যে সকল ভাষা কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত আছে, সে সমুদায় অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা একপ্রকার বিধিনির্ব্বন্ধ-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে ভূরি পরিমাণে সংস্কৃত কথা লইয়া ঐ সকল ভাষায় সন্নিবেশিত না করিলে তাহাদিগের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা যাইবেক না। কিন্তু, সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ ব্যতিরেকে তৎসম্পাদন কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক. ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণ লোকে বিদ্যানুশীলনের ফলভোগী না হইলে, তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে চিরপ্ররূঢ় কুসংস্কারের সমূলে উন্মূলন হইবেক না; এবং হিন্দী, বাঙ্গালা *প্রভৃতি তত্তৎ প্রদেশের প্রচলিত* ভাষাকে দ্বারস্বরূপ না

করিলে, সর্ব্বসাধারণের বিদ্যানুশীলন সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সুতরাং, ইয়ুরোপীয় কোন ভাষা হইতে পুরাবৃত্ত পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি তত্তৎপ্রচলিত ভাষায় সঙ্কলিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু, সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইঙ্গরেজী শিখিয়া আমরা যে ঐ মহোপকারক গুরুতর বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিব, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

তৃতীয়তঃ, পূর্ব্বকালীন লোকদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, উপাসনা ও বুদ্ধির গতি প্রভৃতি বিষয় সকল মনুষ্যমাত্রের অবশ্যজ্ঞেয়, ইহা, বোধ হয়, সকলেই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। অন্যান্যদেশসংক্রান্ত এই সমস্ত বিষয় তত্তদ্দেশীয় পুরাবৃত্ত গ্রন্থ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায়, রাজতরঙ্গিণী ব্যতিরিক্ত, প্রকৃত পুরাবৃত্ত গ্রন্থ এক খানিও নাই। রাজতরঙ্গিণীতেও এই বহুবিস্তৃত ভারতবর্ষের এক অতি ক্ষুদ্রাংশ কশ্মীরের পুরাবৃত্ত মাত্র সঙ্কলিত আছে। সেই সঙ্কলিত পুরাবৃত্তও সর্ব্বসাধারণলোক-সংক্রান্ত নহে। কে কোন্ সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, কে কত দিন রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন, কে কোন্ সময়ে সিংহাসনভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, কে কাহাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিয়া স্বীয় ক্ষমতাতে রাজ্যাস্পদ অধিকার করিয়াছিলেন; এইরূপ, কেবল রাজাদিগের বৃত্তান্তমাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং, প্রকৃত পুরাবৃত্তের নিতান্ত অসদ্ভাবস্থলে বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্যাদি শাস্ত্রের অনুশীলন ব্যতিরেকে, পূর্ব্বকালীন ভারতবর্ষীয়দিগের আচার ব্যবহারাদি পরিজ্ঞানের আর কোন পথ নাই।

চতুর্থতঃ, যাবতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলনে যে আমোদ, যে উপকার ও যে উপদেশ লাভ হইয়া থাকে, সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র সেই আমোদ, সেই উপকার ও সেই উপদেশ প্রদানে অসমর্থ নহে।

এই সমস্ত সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনসাপেক্ষ।

এক্ষণে, এতদ্দেশে যাঁহারা লেখা পড়ার চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে এইরূপ মহোপকারিণী সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে একান্ত উপেক্ষা করেন, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে।

সম্পূর্ণ

বামনাখ্যানম্

১৮১১ শকাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

মূল 'বামনাখ্যানম্' মধুসূদন তর্কপঞ্চানন প্রণীত ১১৭টি সংস্কৃত শ্লোকের সমষ্টি; এই পুস্তিকাটি 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী'তে কেন সন্নিবিষ্ট হইল, তাহা মধুসূদন শর্ম্মা লিখিত উক্ত পুস্তকের বিজ্ঞাপনের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন। তিনি লিখিতেছেন—

> আমি, এই সপ্তদশাধিক শতশ্লোকাত্মক বামনাখ্যান রচনা করিয়া, বহুসংখ্যক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে শুনাইয়াছিলাম। শুনিয়া অনেকে সন্তোষ প্রকাশ ও মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। অনন্তর, কলিকাতাস্থ কতিপয় বিজ্ঞ বিষয়ী লোক শ্লোকগুলির বাঙ্গালা অনুবাদসমেত প্রচার করিতে পরামর্শ দেন। ভাষারচনায় আমার তাদৃশ অভ্যাস নাই, এজন্য, শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট প্রার্থনা করাতে, তিনি শ্রমস্বীকারপূর্ব্বক শ্লোকগুলি বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত, ও ব্যয়স্বীকারপূর্ব্বক পুস্তকখানি মুদ্রিত, করিয়া দিয়াছেন।

পুনর্ভবাভাববিভাবিতাত্মভির্ভবে ভবচ্ছেদপটুর্বিভাবিতঃ।
য ঈশ্বরস্তৎপদচেতসা ময়া নিগদ্যতে তজ্জননং প্রযত্নতঃ ॥ ১ ॥

পুনর্জন্মনিবারণাকাঙ্ক্ষী পুরুষেরা যাঁহাকে ভববন্ধনমোচনের একমাত্র উপায়রূপে অবধারিত করিয়াছেন, সেই ত্রিলোকীনাথের চরণারবিন্দে চিত্ত সমর্পণ করিয়া, সাতিশয় যত্ন সহকারে, তদীয় জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

জগৎপতিঃ শ্রীহরিরিচ্ছয়াত্মনঃ স্বকীয়মায়ামবলম্ব্য ভূতলে।
বলিচ্ছলায়াজনি কশ্যপালয়ে স্বলীলয়া বামনতাং সমাগতঃ ॥ ২ ॥

জগৎপতি শ্রীহরি, বলিকে ছলিবার নিমিত্ত, স্বেচ্ছাক্রমে নিজ মায়া অবলম্বন করিয়া, ভূতলে লীলা করিবার মানসে, বামনমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক, কশ্যপভবনে অবতীর্ণ হইলেন।

জন্ম যদা বামনরূপধৃক্‌হরের্বভূব ভূভারহরক্ষমস্য চ।
তদা ধরিত্রী চরিতার্থতামিতা দিবৌকসঃ পুষ্পচয়প্রবর্ষিণঃ ॥ ৩ ॥

ভূভারহরণকারী হরি বামনরূপে জন্মপরিগ্রহ করিলে, পৃথিবী চরিতার্থা হইলেন, দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

দিশঃ প্রসন্নাস্ত্রিগুণাঃ সমীরণা বভূবুরাকাশগতা দিবৌকসঃ।
ব্যালোকয়ন্ বিশ্ববিমোহনং বপুর্জগৎপতের্জন্মনি তুষ্টুবুশ্চ তম্ ॥ ৪ ॥

দশ দিক্ প্রসন্ন হইল; শীতল সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল; দেবগণ, বিমানে অবস্থানপূর্ব্বক, ত্রিলোকীনাথের ভুবনমোহন মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন;—

বিমায় বিশ্বেশ বিরূপ বিস্তৃতস্বমায় সংসারপয়োধিনাবিক।
অনন্ত ভূভারহরাবতারক প্রসাদ নো বামনরূপধারক ॥ ৫ ॥

হে ভগবন্! তুমি মায়াতীত, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের অধীশ্বর, তুমি নিজ মায়া বিস্তার করিয়া বিশ্ব প্রপঞ্চ প্রকাশ করিয়াছ, তুমি দুস্তর সংসারসাগরের নাবিকস্বরূপ, তোমার আদি নাই, অন্ত নাই, তুমি ভূভারহরণের নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া থাক; হে বামনরূপধারিন্! প্রসন্ন হও।

ভবান্তজন্মান্তনিতান্তচিন্তনাঃ প্রশান্তচিত্তা যমিনো বিবাসনাঃ।
উপাসনাং যস্য সনাতনাত্মনঃ প্রকুর্ব্বতে তদ্বরয়ে নমোঽস্তু তে ॥ ৬ ॥

হে ভবভয়নিবারক! প্রশান্তচিত্ত তপস্বিগণ, ভববন্ধনমোচনের উপায়সাধনে তৎপর হইয়া, অসার সংসারবাসনায় বিসর্জ্জন দিয়া, একতানমনে তোমার উপাসনা করিয়া থাকেন; তোমার চরণারবিন্দে প্রণাম করি।

পুরস্থিতাঃ প্রেক্ষ্য চ তং নিরঞ্জনং ভবচ্ছিদং বামনরূপধারিণম্।
অবাপুরানন্দমহদ্বচোগমং প্রতিক্ষণং নান্যসমীক্ষণেক্ষণাঃ ॥ ৭ ॥

পুরবাসিগণ, অনন্যনয়নে ক্ষণে ক্ষণে ভগবানের ভুবনমোহন বামনরূপ নিরীক্ষণ করিয়া, অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

ক্রমাদসৌ কশ্যপনন্দনো হরির্দধার লাবণ্যমনুত্তমং তনৌ।
প্রপশ্যতাং বিস্ময়কারকং ভৃশং ধরাতলং দ্যোতয়দদ্ভুতদ্যুতি ॥ ৮ ॥

বামনরূপী কশ্যপতনয়ের কলেবর অল্প কালের মধ্যেই অলৌকিক রূপলাবণ্যে পরিপূর্ণ হইল। তদ্দর্শনে সকলের হৃদয়কন্দর নিরতিশয় বিস্ময়রসে উচ্ছলিত হইল; তদীয় অদ্ভুত প্রভামণ্ডলপ্রভাবে সমস্ত ভূমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

স্ফুরন্নখদ্যোতজিতক্ষপাকরত্বিষস্ত্রিলোকীপতিবামনস্য চ।
জিতাব্জনেত্রস্য মুখস্য বৈ তুলা ন লভ্যতে সাধু জগত্রয়ান্তরে ॥ ৯ ॥

তদীয় রূপলাবণ্যের অন্য আর কি বর্ণনা করিব, অভূতপূর্ব্ব নখশোভা নিরীক্ষণ করিয়া, সকল সৌন্দর্য্যের আকর নিশাকর পরাজিত ও চিরকালের জন্য কলঙ্কিত হইয়াছেন; নয়নশোভা সন্দর্শন করিলে কমলশোভা সন্দর্শনে বিরাগ জন্মে; ত্রিজগতের মধ্যে মুখশোভার তুলনা দিবার স্থল নাই।

ততোঽস্য যজ্ঞোপনয়স্য কশ্যপঃ সুতস্য যোগ্যে সময়ে সমাগতে।
সুচেষ্টিতঃ সূৎসুক ইষ্টসাধনেঽভবচ্চ তদ্গোপনতৎপরঃ পরম্ ॥ ১০ ॥

পুত্রের যজ্ঞোপবীতদানের যোগ্য কাল উপস্থিত হইলে, মহর্ষি কশ্যপ গোপনভাবে তদীয় সংস্কার সম্পাদনে সাতিশয় উৎসুক ও সবিশেষ সচেষ্ট হইলেন।

তদা মুনির্যজ্ঞপতেঃ সমাধিনা দিনং বিদিত্বোপনয়স্য নারদঃ।
পরাত্মচিন্তার্পিতবীতবাসনোঽভবৎ সবীণঃ ক্ষিতিযানমানসঃ ॥ ১১ ॥

বিষয়বাসনাবিরত পরমাত্মচিন্তাপরায়ণ দেবর্ষি নারদ, সমাধিবলে যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞোপবীতের সময় উপস্থিত জানিয়া, বীণাগ্রহণপূর্ব্বক, ভূমণ্ডলে আগমন করিবার নিমিত্ত উৎসুকচিত্ত হইলেন।

প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডনিভপ্রভাস্ফুরচ্ছশাঙ্কশঙ্কাশসিতাঙ্গনারদঃ।
বিভাবয়ন্ বিশ্বপতিং স বীণয়া যযৌ প্রগায়ন্ ভুবি তদ্‌গুণানপি॥ ১২॥

প্রচণ্ড সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় তেজোময়, পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় ধবলকলেবর দেবর্ষি, বিশ্বপতিকে স্মরণ করিয়া, বীণাসহযোগে তদীয় গুণ গান করিতে করিতে ভূতলাভিমুখে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন।

ব্রজন্মুনির্ভূতল আলয়ং মুনেদিনেশনিঃশেষমরীচিভাগিব।
প্রপশ্যতাং স্বান্তময়ং ব্যতর্কয়দ্দ্বিতীয়সূর্য্যোঽয়মিতি স্বরোচিষা॥ ১৩॥

অবতরণকালে, তদীয় অদ্ভুততেজঃপুঞ্জদর্শনে, ভূমণ্ডলবাসী লোকদিগের চিত্তে এই প্রতীতি হইতে লাগিল, বুঝি সূর্য্যদেব নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইতেছেন।

নিশান্তমায়ান্তমবেক্ষ্য দূরতঃ প্রসহ্য দেবর্ষিমভিজ্ঞকশ্যপঃ।
সমাকুলঃ সত্বরমাত্মজব্রতপ্রকল্পিতদ্রব্যমদৃশ্যমাকরোৎ॥ ১৪॥

দূরদর্শী মহর্ষি কশ্যপ, দূর হইতে, দেবর্ষিকে স্বভবনাভিমুখে অকস্মাৎ আসিতে দেখিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, এবং পুত্রের উপনয়নের নিমিত্ত যে সকল আয়োজন করিয়াছিলেন, তৎ সমুদয় তৎক্ষণাৎ গোপন করিলেন।

ততঃ সমাভাষ্য মুনির্মুনীশ্বরং প্রদায় শুদ্ধাসনমাসনোত্থিতঃ।
উবাচ তং স্বাগতমিত্যনন্তরং নতঃ স পপ্রচ্ছ তপঃশুভাদিকম্॥ ১৫॥

দেবর্ষি সন্নিহিত হইলে, মহর্ষি কশ্যপ, আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সাদর-সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাকে বিশুদ্ধ আসনে উপবেশন করাইলেন; অনন্তর, বিনীতভাবে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া, তপস্যা প্রভৃতির কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

স যোগতঃ সর্ব্ববিদাত্মভূসুতঃ সুতস্য তস্যোপনয়োপযুক্তকম্।
প্রবীক্ষ্য পপ্রচ্ছ ন কিঞ্চিদপ্যমুং সুতস্য তে শ্বঃ কিমুত ব্রতং মুনে॥ ১৬॥

কালত্রয়জ্ঞ দেবর্ষি, কোনও উদ্যোগ না দেখিয়াও, স্বকীয় যোগপ্রভাবে কশ্যপতনয়ের উপনয়নবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, কল্য কি তোমার পুত্রের যজ্ঞোপবীত সংস্কার হইবেক, মুনিকে এই জিজ্ঞাসা করিলেন।

স সত্যবাক্ সত্যমিতি ত্বয়োদিতং মুনির্মহাত্মা মুনিমাহ যদ্বচঃ।
ন চ প্রকাশ্যো ভবতাধনস্য মে সুতস্য যজ্ঞোপনয়োৎসবঃ ক্বচিৎ॥ ১৭॥

সত্যবাদী মহাত্মা কশ্যপ দেবর্ষিকে কহিলেন, হে মুনে! তুমি যে কথা কহিলে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু আমি নিতান্ত নিঃস্ব; আমার ব্যয় করিবার শক্তি নাই; সংক্ষেপে

কার্য্য সমাধা করিতে হইবেক। অতএব, তুমি আমার পুত্রের উপস্থিত উপনয়নসংস্কারের বিষয় কোনও স্থানে প্রকাশ করিও না।

অহং প্রদূয়ে ভৃশমাত্মজব্রতোৎসবপ্রকামাচরণং বিনা মুনে।
বিহীনবিত্তো বিততোৎসবান্তরঃ প্রলব্ধবংশোদ্ভবপাবনাত্মজঃ ॥ ১৮ ॥

আমি ভাগ্যগুণে পরম পবিত্র পুত্ররত্নলাভ করিয়াছি; এবং তন্নিবন্ধন নিরন্তর অন্তরে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছি। কিন্তু ধনহীন বলিয়া, তদীয় উপনয়নরূপ উৎসব উপলক্ষে, ইচ্ছানুরূপ ব্যয় ও সমারোহ করিতে পারিতেছি না; এজন্য যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইতেছি।

যতস্ত্বযাত্রাগতমাত্মভাবিনা বিনাধুনারাধনয়ানুকম্পয়া।
অতঃ শুভং মে পরমং সুতস্য চাপ্রযত্নতঃ সেৎস্যতি মানসং মুনে ॥ ১৯ ॥

হে দেবর্ষে! আপনি, অনুকম্পাপ্রদর্শনপূর্ব্বক, বিনা আহ্বানে এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব, আমার পুত্রের পরম মঙ্গল লাভ হইবেক, এবং আমারও বিনা যত্নে মানস পূর্ণ হইল।

অনেকবিজ্ঞাপনয়া বিনা মনোঽপ্রফুল্লতা যাভবদস্তি সা ন মে।
অনেকবিজ্ঞাতভবচ্ছুভাগমাৎ পরং শুভং মেঽদ্য তপোধনোত্তম ॥ ২০ ॥

পুত্রের উপনয়নরূপ উৎসব উপলক্ষে অনেককে আহ্বান করিতে না পারিয়া আমার অন্তঃকরণে যে অতিমহতী অপ্রফুল্লতা আবির্ভূত হইয়াছিল; তোমার অতর্কিত শুভাগমনে তাহা এককালে অন্তর্হিত হইল; অদ্য আমার কি শুভ দিন, বলিতে পারি না।

দয়ানিধে সম্প্রতি মাং প্রতি ক্ষমাং বিধায় বিশ্বেশবিলীনচেতসা।
যথা ন জানন্তি জনা ইদং তথা বিধীয়তাং কর্ম্ম নিবেদনং মম ॥ ২১ ॥

এক্ষণে তোমার নিকট নিবেদন এই, যাহাতে আমার পুত্রের উপনয়নের কথা লোকে জানিতে না পারে, আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া তাহা করিতে হইবেক।

ত্বয়ৈব কল্যাণকৃতা হিতার্থিনা সুতস্য যজ্ঞোপনয়স্য বাসরে।
সমেত্য সম্পাদ্যমনুগ্রহার্থিনোঽধনস্য সূনোঃ শুভমাত্মনা মম ॥ ২২ ॥

আমি নিতান্ত নিঃস্ব ও অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। অনুগ্রহপূর্ব্বক, উপনয়নের দিবসে শুভাগমন করিয়া, পুত্রটিকে আশীর্ব্বাদ করিবে। তুমি আমার যার পর নাই হিতৈষী বন্ধু।

তথাস্ত্বিতি প্রোচ্য মুনিং মহামুনির্দিবং জগামাশু বিভুং বিভাবয়ন্।
সমাগতস্তত্র চ নির্জরাসুরান্ নিবেদয়ামাস জগৎপতেৰ্ব্রতম্ ॥ ২৩ ॥

কশ্যপের এইরূপ নিবেদন বাক্য শ্রবণ করিয়া, তথাস্তু এই কথা বলিয়া, দেবর্ষি নারদ হরিস্মরণপূর্ব্বক অবিলম্বে দেবলোক প্রস্থান করিলেন; এবং তথায় উপস্থিত হইয়া, দেবগণ ও অসুরগণের নিকট বামনরূপী ভগবানের উপনয়ন বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

ক্রমাদসৌ নারদ আনিবেদয়ন্ সুরাসুরানাগমনায় তদ্‌গৃহে।
মুনেঃ সুতস্যোপনয়ং মুনির্মুদা জগাম সদ্যো জগদম্বিকালয়ে॥ ২৪॥

নারদ ক্রমে ক্রমে, কশ্যপতনয়ের উপনয়ন সংস্কার উপলক্ষে, যাবতীয় সুরগণ ও অসুরগণকে নির্দ্ধারিত দিবসে তদীয় ভবনগমনের নিমন্ত্রণ করিয়া, ত্রিলোকজননী জগদম্বার আলয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

গতঃ স তত্রাখিললোকপালিনীং প্রণম্য পৃথ্বীপতিতোঽতিভক্তিতঃ
মুনের্মনস্তর্ষসুসিদ্ধয়ে মুনির্নিজস্য তুষ্টাব চ লোকমাতরম্॥ ২৫॥

তিনি তথায় উপনীত হইয়া, ভূতলে পতিত হইয়া, নিরতিশয় ভক্তিযোগসহকারে, অখিললোকপালয়িত্রী ভগবতীর চরণারবিন্দে প্রণাম করিয়া, নিজের ও মহর্ষি কশ্যপের মনোভিলাষ সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, স্তব করিতে লাগিলেন;—

অনাদিরাদির্জগতঃ শিবেঽতনুস্তনুং শ্রয়ন্তী বিবিধাং জগত্তনুঃ।
উপাসকাভীষ্টসুসিদ্ধয়ে মন্ত্রর্ময়ি প্রসীদেতি ভবে ন মে জনুঃ॥ ২৬॥

জননি! তুমি নিজে অনাদি, কিন্তু জগতের আদিকারণ; তুমি নিরাকার, কিন্তু জগতের হিতার্থে নানাবিধ আকার ধারণ কর; তুমি উপাসকদিগের অভীষ্টসিদ্ধির নিদানভূত মন্ত্ররূপা; কৃপা করিয়া, আমার প্রতি এরূপ প্রসন্না হও, যেন আমায় সংসারে আসিয়া আর জন্মপরিগ্রহ করিতে না হয়।

বিপদ্বিনিধ্বংসিনি বিশ্বসম্পদাস্পদেঽতিদুস্তারভবাব্ধিতারকে।
বিরিঞ্চিবিশ্বেশমহেশপূজিতে শিবেঽনিশং মে মতিরস্তু তে পদে॥ ২৭॥

হে বিপত্তারিণি তারিণি! তোমার যে চরণারবিন্দ সর্ব্বসম্পদের আস্পদ, দুস্তর ভবসাগরপারের তরণিস্বরূপ, বিরিঞ্চি নারায়ণ ও মহেশ্বর নিরন্তর যে চরণারবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তোমার সেই ত্রিভুবনবন্দনীয় চরণারবিন্দে যেন সর্ব্বক্ষণ আমার মতি থাকে।

জগদ্বিভিন্নে জগদাত্মিকে জগদ্ভবাশ্রিতস্বত্রিগুণেঽগুণেঽগুণে।
ত্বয়া দয়া দীনদয়োদয়ে ময়ি প্রকাশ্যতাং সম্প্রতি সংসৃতিক্ষয়ে॥ ২৮॥

তুমি এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগত হইতে সর্ব্বতোভাবে বিভিন্নরূপা, অথচ সর্ব্ব-জগতের কলেবরস্বরূপা ; তুমি জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কার্য্য নির্ব্বাহার্থে গুণত্রয় অবলম্বন কর, অথচ সেই গুণত্রয় তোমায় স্পর্শ করিতে পারে না ; আমি তোমার অতি দীন ও নিতান্ত নির্গুণ সন্তান, কিন্তু দীনে ও নির্গুণে তোমার অত্যন্ত দয়া ; অতএব আমার প্রতি এরূপ দয়া প্রকাশ কর, যেন আমি ভবযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাই।

মহীমরুদ্ব্যোমপয়োঽনলাত্মকং জগদ্যদজ্ঞানবশাৎ প্রকাশতে।
পুনশ্চ যত্তত্ত্ববিদাং নিমীলতি নমোঽস্তু তে তৎপরমাত্মনেঽলয়ে ॥ ২৯ ॥

যে পরমাত্মস্বরূপের অজ্ঞানবশতঃ ক্ষিতি, জল, অনল, অনিল, আকাশ এই পঞ্চভূতময় সংসারপ্রপঞ্চ আবির্ভূত হয় ; এবং যে পরমাত্মস্বরূপের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে সেই মায়াময় সংসারপ্রপঞ্চ অবিলম্বে লয় প্রাপ্ত হয় ; তুমি সেই পরমাত্মস্বরূপিণী ; তোমার বিশ্ববন্দিত চরণারবিন্দে প্রণাম করি।

শ্রুতিস্মৃতী নেতি নচেতি চিদ্ঘনং পরং তুরীয়ং ধ্রুবমিত্যপি ধ্রুবে।
নিরূপয়ন্ত্যাবিতি নেতি নো বচস্ত্বয়ি প্রযোক্তুং কুশলে বভূবতুঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রুতি ও স্মৃতি নিত্য নিরাকার নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণে উদ্যত হইয়া অন্যত্র কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, পরিশেষে অচিন্তনীয়রূপা অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপা তোমাকেই পরব্রহ্ম বলিয়া অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

স্তুতা সতী তেন সতী যথাশ্রুতি শ্রুতিপ্রপাঠ্যা মুনিনা যথাস্তুতি।
প্রসন্নহৃৎ হৃন্নিলয়া জগল্লয়ালয়েতচিত্তেন বভূব নির্লয়া ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বভূতের অন্তর্যামিনী অবিনাশিনী ত্রিলোকতারিণী ভগবতী দেবর্ষিকৃত স্তব শ্রবণ করিয়া প্রসন্না হইলেন।

মুনিং স্তবন্তং জগদীশ্বরী জগন্নিবাসহৃদ্বাসমবাসমম্বিকা।
অপৃচ্ছদুদ্বিগ্নমবেক্ষ্য কাতরঃ কুতোঽসি বৎসেতি সুতং যথা প্রসূ ॥ ৩২ ॥

দেবর্ষির স্তবাবসানে, দীনদয়াময়ী জগদীশ্বরী, তাঁহাকে উদ্বিগ্নচিত্ত অবলোকন করিয়া, জননী যেমন পুত্রকে উদ্বিগ্ন দেখিলে কারণান্বেষণ করেন, সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কি কারণে তোমায় আজি কাতরভাবাপন্ন দেখিতেছি।

স্তবপ্রসন্নাভয়দান্নদামনঃপ্রসাদবিধ্বস্তবিষাদনারদঃ।
অভীষ্টসংসিদ্ধিবিহীনসংশয় শিবাং স্বকামং স্ম নিবেদয়ত্যসৌ ॥ ৩৩ ॥

সর্ব্বভূতভয়হারিণী ভগবতী অন্নদা দেবী স্তবশ্রবণে প্রসন্না হইয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া ও তদীয় নিরুপম স্নেহপূর্ণ প্রশ্নবাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবর্ষি আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন,

এবং অভীষ্টসিদ্ধিবিষয়ে সর্ব্বতোভাবে নিঃসংশয় হইয়া, আত্মপ্রার্থনা নিবেদন করিতে লাগিলেন ;—

বর্ত্তন্তে পরমাণবো যদুদরে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদ্ভবা
যস্তাতো জগতস্তথৈব জননী যস্যাপি নৈতৌ ভুবি।
স শ্রীশো জগদীশ্বরো মুনিবরানন্তানুকম্পোদয়া-
জ্জাতস্তদ্দয়িতাদিতেরুদরতো ভূভারহর্ত্তাসকৃৎ ॥ ৩৪ ॥

যে পরমাণুপুঞ্জ হইতে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের উদ্ভব হয়, তৎসমুদয় যাঁহার উদরে অবস্থিতি করে ; যিনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগতের জনক ও জননী বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকেন, যিনি অনাদি পুরুষ অর্থাৎ যাঁহার কোনও কালে জনক ও জননী নাই, সেই লক্ষ্মীবল্লভ জগদীশ্বর, মহর্ষি কশ্যপের প্রতি নিরতিশয় দয়া প্রকাশ করিয়া তদীয় দয়িতা অদিতির উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

তস্য শ্বো ভবিতা ব্রতং ব্রতপতের্নিঃস্বত্বতস্তৎপিতা
প্রাপ্তানন্দময়াত্মজোঽপি জনতানন্দপ্রকাশাক্ষমঃ।
কাতর্য্যং তনুতে ন চাপি মনসঃ সংফুল্লতাং সেবতে
তত্তোষায় ময়া সুরাসুরগণা আমন্ত্রিতাস্তদ্ব্রতে ॥ ৩৫ ॥

কল্য সেই অদিতিতনয়ের উপনয়নসংস্কার হইবেক, কিন্তু তাঁহার পিতা নিতান্ত নিঃস্ব, এজন্য অনেককে আহ্বান করিতে না পারিয়া, অতিশয় দুঃখিত ও বিষণ্ণচিত্ত হইয়াছেন। মহর্ষির ক্ষোভ নিবারণের জন্য, আমি তদীয় পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে, সমস্ত দেবগণ ও সমস্ত অসুরগণ নিমন্ত্রণ করিয়াছি।

যে সর্ব্বে বিনিমন্ত্রিতাঃ সুরগণা বিপ্রাদয়ো নন্দিতা
আয়াস্যন্তি মুনের্ব্রতে ব্রতপতেঃ সামাত্যবর্গা গৃহে।
তদ্ভোজ্যার্পণচিন্তনাকুলতয়া ত্বামিত্যহং প্রার্থয়ে
মাতর্দৈন্যদবানলপ্রণশনাপাঙ্গেক্ষণেঽত্র ক্ষণে ॥ ৩৬ ॥

যে সমস্ত নিমন্ত্রিত সুরগণ, ব্রাহ্মণগণ প্রভৃতি আনন্দিত হইয়া স্ব স্ব আত্মীয় ও ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে কশ্যপভবনে উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদের আহারদানের কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া, নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়াছি। তুমি কটাক্ষ করিলে, লোকের দারিদ্র্যদাবানল এককালে লয় প্রাপ্ত হয় ; এজন্য কাতর চিত্তে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি ;—

নিত্যানন্দময়ব্রতোৎসবদিনে নিত্যেঽন্নদে পুণ্যদে
নিত্যানন্দসুতে রতে বিলপিতেঽনিত্যার্থতঃ কশ্যপে।
ভূত্বা বাধিতয়া দয়াভিরধুনা গত্বা ত্বয়া তদ্গৃহে
পূর্য্যাপূর্য্য ময়া সুচেষ্টিতমিদং কার্য্যং মুনের্লালসা ॥ ৩৭ ॥

হে নিত্যে! হে অন্নদে! হে পুণ্যদে! অকিঞ্চিৎকর অর্থের অসদ্ভাববশতঃ, মহর্ষি কশ্যপের অন্তঃকরণে অতিমহৎ বিষাদ উদ্ভূত হইয়াছে। আমি তোমার অতি অকিঞ্চন সন্তান, আমার প্রতি কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করিয়া তদীয় ভবনে পদার্পণপূর্ব্বক, আমার প্রার্থনা পূর্ণ ও তাঁহার মানস সুসিদ্ধ কর।

সেত্যুক্তা মুনিনা প্রকামমহিমা ভক্তেন ভক্তেষ্টদা-
বিদ্যাগ্রন্থিভিদা পুনর্ভবভিদা জীবাত্মভেদচ্ছিদা।
কার্য্যং পূর্য্যমিদং ময়া সুচরিতং দেবর্ষিবর্য্য ত্বয়া
গত্বা তত্র মুনের্গৃহে মুনিবরং প্রত্যাহ তং সারদা ॥ ৩৮ ॥

দেবর্ষির প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ করিয়া, ভক্তজনের বাঞ্ছিতফলপ্রদায়িনী ভগবতী জগদীশ্বরী প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে প্রসন্ন বচনে কহিলেন, বৎস! কাতরভাব পরিত্যাগ কর, তুমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, আমি কশ্যপভবনে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক তাহার সমাধান করিব; তুমি তজ্জন্য অণুমাত্র উদ্বিগ্ন হইও না।

তস্মাদেষ মুনির্মুনীশ্বরমণির্জ্ঞানৈকবাঞ্ছামণি-
র্যোগিধ্যানমণিঃ স্বয়ং যদুমণিশ্রীনামবক্ষোমণিঃ।
সাক্ষাদ্ব্যোমমণির্মহেশগৃহিণীশ্রীপাদচিন্তামণি-
স্ত্যক্ত্বানিত্যমণির্যযৌ মুনিপুরীং দুর্গেতি কৃত্বা ধ্বনিম্ ॥ ৩৯ ॥

এইরূপ ভগবতী জগদীশ্বরীর আশ্বাসবাক্যে বিশ্বস্তহৃদয় হইয়া মুনিকুলতিলক, পরমজ্ঞানরত্নাকর, হরিনামাঙ্কিতহৃদয়, তেজে সাক্ষাৎ দিবাকর, বিষয়বাসনাবিরহিত দেবর্ষি নারদ, মহেশমহিষীর চরণারবিন্দে চিত্ত সমর্পণ করিয়া দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে কশ্যপভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

মধ্যাহ্নার্কসমে সুহৃদ্রিপুসমে বেদার্থসংবিত্তমে
নিত্যানন্দরমে সুসাধিতযমে স্বাধীনযানাগমে।
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠতমেঽধমোত্তমসমে মুক্তালিগুঞ্জাসমে
প্রারেভে স কৃতাগমে মুনিরিদং দেবর্ষিবর্গোত্তমে ॥ ৪০ ॥

মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় দুর্দ্দর্শ, শত্রুমিত্রসমদর্শী, অদ্বিতীয় বেদবেত্তা নিয়ত নিত্যানন্দসেবী, যমনিয়মাদিপ্রবীণ, সর্ব্বত্র অপ্রতিহতগতি, নিরতিশয়জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন, দেবর্ষি নারদ প্রত্যাগত হইলে, মহর্ষি কশ্যপ কার্য্যারম্ভ করিলেন।

মধ্যাহ্নে ক্রমশস্ততোঽত্র সকলান্ সামাত্যবর্গান্ সুরান্
গন্ধর্ব্বানসুরান্ ধরেন্দ্রনিবহানাগচ্ছতো ব্রাহ্মণান্।
দৃষ্ট্বা ভীততরশ্চলন্নবিচলন্নভ্যর্থনাশক্নুবন্
হৃদ্ভ্রান্তঃ পদকম্পিতোঽভবদসৌ শুষ্কোষ্ঠকণ্ঠো মুনিঃ॥ ৪১॥

মধ্যাহ্নকালে দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অসুরগণ, রাজগণ, ও বিপ্রগণ, স্ব স্ব আত্মীয়গণ ও ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে, উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কশ্যপ ভয়াভিভূত, শুষ্কমুখ, ব্যাকুলহৃদয়, কম্পিতকলেবর হইলেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনা কবিতে পারিলেন না।

তস্মাদেনময়ং বিচিত্রঘটনং সর্ব্বজ্ঞমজ্ঞোপমং
দেবর্ষিপ্রবরং বিষণ্ণবদনঃ প্রাহেতি ভীতো মুনিঃ।
কস্মাদেতদভূদ্বিচিত্রঘটনং কেনৈব সম্পৎস্যতে
দেবর্ষে ত্বয়ি সুপ্রসন্ন ইতি মে হর্ষে বিষাদঃ কথম্॥ ৪২॥

নারদ এই সমস্ত কাণ্ড ঘটাইয়াছেন, অথচ তিনি যেন কিছুতেই জানেন না এইরূপ ভান করিয়া উপবিষ্ট রহিলেন। কশ্যপ বিষণ্ণ বদনে নারদের নিকট গিয়া কহিলেন, হে দেবর্ষে! আমার হর্ষে বিষাদ উপস্থিত; তুমি প্রসন্ন থাকিতে আমার এরূপ বিপদ ঘটিল কেন। এক্ষণে কি প্রকারে আমার মানরক্ষা হয়, তাহার উপায় বিধান কর।

যো যোগ্যোঽঘটনাঘটায় পুরুষোঽসঙ্গোঽস্পৃহোঽমৎসরঃ
সর্ব্বজ্ঞঃ পরমঃ প্রিয়াপ্রিয়সমজ্ঞানঃ স্বতঃ সর্ব্বদা।
তস্যৈবৈতদভূদ্বিশিষ্টঘটনং স্বীয়েচ্ছয়া সাধ্বসং
মা কার্ষীঃ খলু ভো মুনে তত ইদং সম্পৎস্যতেঽযত্নতঃ॥ ৪৩॥

নারদ কহিলেন, যিনি অঘটনঘটনাকারী, সর্ব্বসঙ্গশূন্য ও সর্ব্বজ্ঞ, জগতে যাঁহার প্রিয় অথবা অপ্রিয় নাই, তাঁহারই ইচ্ছায় এই সামান্য ঘটনা হইয়াছে; তুমি কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না; যাবতীয় আবশ্যক বিষয় অনায়াসেই সম্পন্ন হইবেক।

ইত্থং সম্প্রতি বোধিতোঽপি ন মুনির্দেবর্ষিণা বুধ্যতে
প্রায়াদ্দেবগণাসুরদ্বিজগণস্বভ্যর্থনাপেশলঃ।
কিন্তুদ্বিগ্নমনা মনঃ পরিনিবেশ্যাদ্যাঙ্ঘ্রিপদ্মে পরাং
ভক্ত্যা বিশ্বময়ীং জগচ্ছুভকরীং স্তৌতি স্ম নিস্তারিণীম্॥ ৪৪॥

দেবর্ষি এইরূপ সাহস প্রদান করিলেও, মহর্ষি কশ্যপ সমাগত ব্যক্তিবর্গের যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে পারিলেন না; কিন্তু নিরতিশয় উদ্বেগসাগরে মগ্ন হইয়া, ভগবতীর পাদপদ্মে চিত্তনিবেশ করিয়া, ভক্তিভাবে স্তব করিতে লাগিলেন;—

মাতর্দীনদয়ে মহেশদয়িতে দুর্গেঽতিদীনে ময়ি
প্রক্ষুব্ধে পরিকাঙ্ক্ষিতামিতশুভশ্রীপাদপদ্মেক্ষণে।
কারুণ্যং পরিসম্প্রকাশ্য মুনিনারব্ধং তথা নোঽধুনা
যাস্যন্ত্যেত ইতো যথা দ্বিজগণাঃ ক্ষুদ্বাধিতাঃ পূর্য্যতাম্ ॥ ৪৫ ॥

হে জননি! হে দীনদয়াময়ি! হে মহেশমহিষি! হে দুর্গতিহারিণি! আমি তোমার অতিদীন ভৃত্য, আমি যার পর নাই ক্ষুব্ধ ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি; করুণাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, উপস্থিত বিপদের প্রতীকার কর, যাহাতে সমাগত লোক সকল ক্ষুধার্ত্ত প্রতিগমন না করেন, তাহার উপায় কর।

ভক্ত্যৈবং হরিবামনস্য জনকেনারাধ্যমানা সতী
সদ্যোবাধ্যতরা সুরাদিনিবহারাধ্যান্নদাভীষ্টদা।
আদ্যা শৈলসুতা প্রসূতভুবনা ভূভারসংহারিণী
দুর্গা দুর্গতিবারিণী মুনিপুরীমৈতি স্ম নিস্তারিণী ॥ ৪৬ ॥

দেববৃন্দ নিয়ত যাঁহার চরণারবিন্দ বন্দনা করেন, যিনি চতুর্দ্দশ ভুবন প্রসব করিয়াছেন, যিনি ভূভারহরণের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, ভক্তগণের অভীষ্ট সম্পাদন যাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য, সেই সর্ব্বজীবের অন্নদায়িনী দুর্গতিবারিণী নিস্তারকারিণী আদ্যাশক্তি ভগবতী শৈলসুতা মহর্ষি কশ্যপের ভক্তিপূর্ণ স্তবশ্রবণে প্রীতা ও প্রসন্না হইয়া, তদীয় আলয়ে আগমন করিলেন।

বালাদিত্যময়ূখনিন্দিতবপুঃ পূর্ণেন্দুশোভাঞ্জিত-
ভ্রাজিষ্ণুভ্রমভাক্ চকোরনখরা রোচিষ্ণুপাদাঙ্গুলিঃ।
প্রানম্রামরসঙ্ঘয়োত্তমবপুঃপ্রোদ্দীপ্তরত্নাবলি-
প্রোদ্ভাসিপ্রপদা মহেশমহিলা সিংহাধিরূঢ়া যযৌ ॥ ৪৭ ॥

যাঁহার দেহপ্রভা প্রভাতকালের দিবাকরজ্যোতি অপেক্ষাও উজ্জ্বল, চন্দ্রসুধাপানার্থী চকোরগণ চন্দ্রভ্রমে চন্দ্রাধিকশোভাসম্পন্ন যদীয় নখমণ্ডলে নিলীন হয়, যদীয় চরণাঙ্গুলিসকল পরম শোভায় পরিপূর্ণ, যদীয় পাদাগ্র দেবনিবহের শিরোরত্নশোভায় সুশোভিত, তাদৃশ মহেশমহিষী সিংহে অধিরূঢ়া হইয়া প্রস্থান করিলেন।

আরক্তীকৃতদিঙ্নবার্কনিবহপ্রেক্ষ্যাঙ্গরোচিশ্চয়ৈ-
রুগ্রব্যগ্রবিশালদন্তনখরপ্রস্থানসিংহাসনা।
সানন্দা শতচন্দ্রমশ্ছবিমুখচ্ছায়োপমাধিষ্ঠিতা
স্থানঞ্চাস্য মুনেরপূরি সহসা দুর্গাম্বদা লালসাম্ ॥ ৪৮ ॥

স্বীয় কলেবরের অলৌকিক কিরণমালা দ্বারা দিঙ্মণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া, উগ্রমূর্ত্তি বিকটদন্ত তীক্ষ্ণনখর গভীরনাদ সিংহে আরোহণপূর্ব্বক, শতশশধরসদৃশমুখশোভা ভগবতী আনন্দিত মনে মুনিভবনে অধিষ্ঠানান্তে তদীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

অথৈকদা বামন ঈশ্বরঃ স্বয়ং বলের্মখাভোগচিকীর্ষয়া মখে।
যিযাসুরাদেশত আদদে শ্রুতেঃ পিতুশ্চ মাতুশ্চ নিয়োগমাত্মনা ॥ ৪৯ ॥

একদা, বামনরূপী জগদীশ্বর, বলি রাজার যজ্ঞ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পিতা ও মাতার অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক, তদীয় যজ্ঞদর্শনার্থে প্রস্থান করিলেন।

ততো ব্রজন্তং ক্ষিতিভুগ্বিরোচনাত্মজালয়ং বামনমীশ্বরং পরম্।
ব্রজন্ত আলোক্য পরস্পরং জনা ধনার্থিনঃ প্রোচুরিদং সুবিস্মিতাঃ ॥ ৫০ ॥

যে সকল লোক ধনলাভপ্রত্যাশায় বিরোচনতনয় বলির আলয়ে গমন করিতেছিল, তাহারা, বামনরূপী ত্রিলোকীনাথকে তদীয় আলয়াভিমুখে গমনোন্মুখ দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া, পরস্পর কহিতে লাগিল ;—

অয়ং হি ভূষাদিবিশেষবর্জিতোঽপ্যপূর্ব্বরূপেণ সুশোভিতাঙ্গকঃ।
স্বয়ং প্রসন্না মখদেবতা বলের্মখেঽস্মদীয়েতি মতিঃ প্রযাতি বা ॥ ৫১ ॥

এই বালকের অঙ্গে অলঙ্কারশোভা লক্ষিত হইতেছে না ; অথচ সর্ব্বশরীর অলৌকিক শোভায় পরিপূর্ণ ; ইহাকে অবলোকন করিয়া প্রতীতি জন্মিতেছে, যেন মূর্ত্তিমতী যজ্ঞদেবতা প্রসন্না হইয়া বলি রাজার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইতেছেন।

সখে চলাশু ক্রতুসংসদি ক্রতৌ গতে ত্বমুষ্মিন্ পুরুষোত্তমোপমে।
ধনং প্রদাস্যত্যখিলং ধ্রুবং বলির্মহাত্মনেঽস্মৈ ন চ নো মনাগপি ॥ ৫২ ॥

সখে! চল, সত্বর আমরা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হই। এই পুরুষোত্তমসদৃশ বালক তথায় উপস্থিত হইলে, বলি রাজা নিঃসংশয় ইহাকেই সর্ব্বস্ব দান করিবেন, আমাদের ভাগ্যে কিছুই হইবেক না।

যদা চলত্যেষ ধরাধরো ধরা ধরাতলে ধন্যতরামরেশ্বরঃ।
তদা তদুৎকৃষ্টপদপ্রদাঙ্ঘ্রি পঙ্কজপ্রসঙ্গেনমিতি স্তবীত্যসৌ ॥ ৫৩ ॥

যৎকালে বামনরূপী ভগবান ধরাতলে চরণসঞ্চালন করিতে লাগিলেন, তখন লোকধাত্রী ধরিত্রী অভীষ্টফলপ্রদ তদীয় পদপঙ্কজস্পর্শলাভে চরিতার্থা হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন ;—

লয়েঽলয়াশেষজগল্লয়ালয়ত্রিবিক্রমোৎকৃষ্টপরাক্রমোদ্ধৃতিঃ।
কৃতা দতা যোদ্ধৃতিরম্বুধের্ন সা ভবোদ্ধৃতির্মেঽদ্য তবাঙ্ঘ্রিধারণাৎ ॥ ৫৪ ॥

হে ভগবন্! হে অবিনাশিন্! হে সমস্ত জগতের লয়স্থান! হে ত্রিবিক্রম! হে উৎকৃষ্ট পরাক্রম! প্রলয়কালে বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা সাগরগর্ত্ত হইতে আমার যে উদ্ধার করিয়াছিলে ; তাহাকে আমি উদ্ধার বলিয়া গণ্য করি না ; অদ্য তদীয় পদপঙ্কজস্পর্শলাভে আমার যে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার হইল, তাহাই আমার প্রকৃত উদ্ধার।

শিরঃসহস্রেণ বহস্যনন্ত মে যমুগ্রভারং ভবভারমোচনম্।
ন তেন মে সম্প্রতি কিন্তু তদ্ভবত্যসংশয়ং ত্বৎপদভারসম্ভৃতঃ ॥ ৫৫ ॥

হে অনন্তরূপিন্! ভগবান্ তুমি যে শিরঃসহস্র দ্বারা আমার বিপুল ভার বহন করিতেছ, তাহাতে আমার ভবভার মোচন হইতেছে না ; কিন্তু অদ্য তোমার চরণভার বহন করিয়া নিঃসন্দেহ আমার সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।

ক্রমাদসৌ কশ্যপসূনুবামনস্তদধ্বমধ্যস্থধুনীতটোপগঃ।
অনাতরাসত্বরপারভাবনোঽনুনায়কো নাবিকমব্রবীদিদম্ ॥ ৫৬ ॥

ক্রমে ক্রমে বামনরূপী কশ্যপতনয় পথিমধ্যস্থ তরঙ্গিণীতটে উপস্থিত হইলেন, এবং আতরবিরহে সত্বর পার হইতে পারিবেন না এই ভাবনায় অভিভূত হইয়া, বিনীতবচনে নাবিককে কহিলেন,—

অনাথকং মামধুনা সুনাবিক হ্যনর্থকং নির্গুণমাতরং বিনা।
অনর্থদুঃখাতিশয়াপনোদনে ধুনীমিমাং তারয় নিঃসহোদরম্ ॥ ৫৭ ॥

অহে নাবিক! আমি অনাথ, নির্ধন, নির্গুণ ; আমাব আতর দানের সঙ্গতি নাই ; অতএব, তুমি দয়া করিয়া আমায় পার করিয়া দাও।

স নাবিকোঽবেক্ষ্য তিতীর্ষয়াকুলং তটস্থিতং বামনমীশ্বরং পরম্।
বিশুদ্ধচিত্তো বিগতস্পৃহোঽস্পৃহাং ধনে তমাহেতি নিবেদয়ন্ বচঃ ॥ ৫৮ ॥

পার হইবার নিমিত্ত আকুলভাবে নদীতীরবর্ত্তী বামনরূপী পরমেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়া, নাবিকের অন্তঃকরণে নিরতিশয় বিশুদ্ধ ভাবের আবির্ভাব ও অর্থলোভের তিরোভাব হইল। তখন সে অর্থলাভে নিরাকাঙ্ক্ষ ভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিল,—

বৃথার্থবাঞ্ছা বিগতা সুদূরতোঽপ্যদূরতঃ পশ্যত ঐশ্বরং পরম্।
বিশুদ্ধরূপং জগতুস্তবাত্যয়ং ভবাত্যয়ো মেঽভব তেঽস্তিতীহনম্ ॥ ৫৯ ॥

হে অজন্মন্! সম্মুখে অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বররূপ নিরীক্ষণ করিয়া, আমার অকিঞ্চিৎকর অর্থলাভবাসনা একবারে দূরীভূত হইয়াছে; যাহাতে আমার ভববন্ধন মোচন হয়, তাহা করিলেই আমি চরিতার্থ হই।

ততস্তিতীর্ষুস্তবিমারুরোহ তং তথাস্থিতি প্রোচ্য ভবাম্বুধেস্তরিঃ।
স বামনোঽনীশ্বর ঈশ্বরঃ স্বয়ং পতাকিকেবাস্য জয়স্য জন্মনঃ ॥ ৬০ ॥

ভবসাগরতরণিরূপী ভগবান্ তথাস্তু এই বলিয়া, পার হইবার নিমিত্ত, নৌকায় আরোহণ করিলেন; এবং নাবিকের ভবযন্ত্রণাজয়ের পতাকা উড্ডীয়মান হইল।

প্রবুদ্ধতাপ্রাপ্তপরার্থসম্পদা প্রযত্নতস্তেন পবঃ পুমানয়ম্।
অবাতরত্তং তরিতশ্চ তারিতঃ ভবাম্বুধের্নাবিক উদ্ধরন্ ভবাৎ ॥ ৬১ ॥

ঈশ্বররূপদর্শনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়াতে, নাবিক পরমার্থলাভে চরিতার্থ হইয়া, পার করিয়া দিলে, ভবার্ণবনাবিক পরম পুরুষ, তাহাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া, তদীয় তরি হইতে তীরে অবতীর্ণ হইলেন।

ইতি ক্রমাদধ্বরভূমিমধ্বরেশ্বরোঽসুরেশস্য বলেরুপাগমৎ।
অথাগতব্রাহ্মণমণ্ডলান্তরস্থিতো ররাজেন্দুরিবোডুমধ্যগঃ ॥ ৬২ ॥

যজ্ঞেশ্বর কশ্যপতনয় ক্রমে অসুরেশ্বর বলির যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণমণ্ডলের মধ্যস্থিত হইয়া, নক্ষত্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পূর্ণ শশধরের ন্যায় বিরাজমান হইতে লাগিলেন।

সমাচরন্নধ্বরমুদ্ধরার্থকং বলির্বিশেষেণ বিশেষদক্ষিণম্।
প্রসহ্য চানন্দময়ং পরং যযৌ যথা বিবদ্ধোঽত্র ততো বিমোচনাৎ ॥ ৬৩ ॥

বিরোচনতনয় বলি, পারলৌকিক মঙ্গললাভবাসনায়, সবিশেষ দক্ষিণাদান সহকারে, যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, বন্ধনমুক্ত বদ্ধ পুরুষের ন্যায়, নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন।

অজানতোঽপ্যস্য তদাগতং তদা বৃহত্তনোর্বিশ্বপতের্ধরাপতেঃ।
প্রসহ্য যজ্ঞেশ ইহাবতিষ্ঠতে কৃপাভিরেবাস্য মনঃ প্রশংসতি ॥ ৬৪ ॥

বিশ্বকায় বিশ্বপতির যজ্ঞস্থলে অধিষ্ঠান হইয়াছে, ইহা জানিতে না পারিয়াও, যজ্ঞেশ্বর দয়া করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা বলি রাজার অন্তঃকরণে প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

কুশোন্মিকামুষ্টিবিশিষ্ট আসনোপবিষ্ট ইষ্টীশতুষ্টিকামনঃ।
নিজেষ্টমিষ্টং দ্বিজশিষ্টবেষ্টিতঃ প্রবিষ্ট ইষ্টিস্থল আচরদ্বলিঃ ॥ ৬৫ ॥

রাজা বলি যজ্ঞেশ্বরের তুষ্টিসম্পাদনমানসে, কুশাঙ্গুরীয় ধারণপূর্ব্বক, যজ্ঞস্থলে আসনোপবিষ্ট ও দ্বিজমণ্ডলবেষ্টিত হইয়া, অভিপ্রেত যজ্ঞসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিশিষ্টগোষ্ঠীগতশিষ্টসামগপ্রগানতঃ প্রাক্ শ্রুতিরাগমৎ স্বয়ম্।
ইহৈব যজ্ঞে শ্রুতিদেবতোষিতে তদীয়সম্পত্তিরিব প্রভূষিতে ॥ ৬৬ ॥

প্রভুর অধিষ্ঠানস্থলে যেমন তদীয় সম্পত্তির উপস্থিতি অবধারিত, সেইরূপ এই যজ্ঞস্থলে দেবদেবতার অধিষ্ঠানবশতঃ, সামগ ব্রাহ্মণেরা সামগান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই, বেদ স্বয়ং উপস্থিত হইলেন।

সমস্তবিদ্বজ্জনদেবতাগণক্ষিতীশ্বরব্রাহ্মণাসুরদৈত্যকিন্নরৈঃ।
মহর্ষিগন্ধর্ব্বগণৈশ্চ রাজিতা সভাস্য যজ্ঞস্য পরং স্ম শোভতে ॥ ৬৭ ॥

পণ্ডিতগণ, দেবগণ, রাজগণ, ব্রাহ্মণগণ, দৈত্যগণ, কিন্নরগণ, মহর্ষিগণ ও গন্ধর্ব্বগণে পরিপূর্ণা হওয়াতে, সেই যজ্ঞসভার শোভায় সীমা রহিল না।

সুতার্কিকাঃ কেচন সাঙ্খ্যপণ্ডিতাঃ সুপণ্ডিতা জ্যোতিষিকাশ্চ তান্ত্রিকাঃ।
ত্রয়ীবিদোঽথর্ব্ববিদো মিথোঽত্র বৈ বুধাঃ স্ম সর্ব্বে বিচরন্তি সংসদি ॥ ৬৮ ॥

সভার কোনও স্থলে নৈয়ায়িকগণ, কোনও স্থলে সাঙ্খ্যশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ, কোনও স্থলে জ্যোতির্ব্বিদগণ, কোনও স্থলে তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ, কোনও স্থলে ত্রিবেদজ্ঞগণ, কোনও স্থলে অথর্ব্ববেদজ্ঞগণ উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর শাস্ত্রীয় আলাপ ও বিচার করিতে লাগিলেন।

অথাত্র কালে বলিরিষ্টসাধনে নিবিষ্টধীর্ধন্যতরো ধরাপতিঃ।
সমস্তলোকেভ্য ইমে যথা পুনর্ধনং ন বাঞ্ছন্তি তথা দদাবসৌ ॥ ৬৯ ॥

পারলৌকিক মঙ্গলরূপ ইষ্টসাধনে নিবিষ্টচিত্ত রাজা বলি যজ্ঞাবসানে, যাহাতে লোকের ধনাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয়, অকাতরে সমস্ত লোককে সেইরূপ ধনদান করিতে লাগিলেন।

ধনানি যচ্ছো ধরণীপতির্দ্বিরাসুরাসুরাশেষসুরেভ্য ঈশ্বরঃ।
সুরদ্বিষাং ব্রাহ্মণমণ্ডলস্থিতং দদর্শ দৈন্যমপূর্ব্ববামনম্ ॥ ৭০ ॥

অসুরেশ্বর বলি, ব্রাহ্মণগণ, দেবগণ ও অসুরগণকে ধন দান করিতে করিতে ব্রাহ্মণ-মণ্ডলস্থিত অপূর্ব্ববামনাকৃতি ব্রাহ্মণকুমার দেখিতে পাইলেন।

বিলোক্য বেত্ত্যেনমিতি ক্ষিতীশ্বরোঽবিনশ্বরো যঃ প্রভবোঽভবো লয়ঃ।
স মে পুনর্জন্মনিবৃত্তয়েঽধুনা ধনার্থিতামেত্য সমাগতোঽপি বা ॥ ৭১ ॥

তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া, বলির অন্তঃকরণে এই প্রতীতি জন্মিল, যাঁহা হইতে সৃষ্টিকালে সমস্ত জগতের উদ্ভব হয়, যাঁহাতে প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ লীন হয়, সেই অনাদি অবিনাশী পরমপুরুষ, ধনপ্রার্থনাচ্ছলে, আমার ভববন্ধন মোচনার্থে, যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন।

নবো ন বা বামনমানবো ন বা নবানবোদ্ভাবিসমুদ্ভবোঽভব।
ভবানপি জ্ঞানমনন্ত মামকং পুরাতনঃ কিন্তু পরঃ পুমানিতি ॥ ৭২ ॥

তখন তিনি বামনরূপী ভগবান্‌কে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, তোমায় দেখিয়া আমার এই বোধ হইতেছে, তোমায় যেরূপ বালক বা বামনরূপী দেখিতেছি, তাহা তোমার প্রকৃত স্বরূপ নহে ; তুমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যাবতীয় পদার্থের আদিকারণ অনাদি পুরুষ।

দয়াভিরেবাস্য দয়াময় ত্বয়াধ্বরস্য ভূমাবিহ চেৎ সমাগতম্।
যথেষ্টমিষ্টাধিপতেঽর্থমর্থ্যতাময়ং ত্বমাহেতি বলিবিচক্ষণঃ ॥ ৭৩ ॥

অনন্তর কহিলেন, হে দয়াময়! যদি দয়া করিয়া এ অকিঞ্চনের যজ্ঞক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করিয়াছ, তবে এ অনুগৃহীতের প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া, ইচ্ছানুরূপ অর্থ প্রার্থনা কর।

ততোঽয়মন্তঃকরণাশয়াস্ফুটঃ স্ফুটীকৃতস্বাশয়দৈত্যপুঙ্গবম্।
সমর্থয়ামাস পদত্রয়াস্পদাবনীমনীশো মুনিভাবনামণিঃ ॥ ৭৪ ॥

এ পর্য্যন্ত বামনরূপী ভগবান্ আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই ; এক্ষণে দৈত্যরাজ আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবামাত্র, তিনি ত্রিপাদ ভূমিদান প্রার্থনা করিলেন।

ক্ষিতীশ এতত্রিপদাস্পদার্থনাশয়ং স্বয়ং বোদ্ধুময়ং তদাক্ষমঃ।
বিচক্ষণোঽপ্যাত্মন আত্মবান্ধবানপৃচ্ছদিত্যর্থমতীব ভাবিতঃ ॥ ৭৫ ॥

বামনের ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, বলি বিলক্ষণ বিচক্ষণ হইয়াও, স্বয়ং তাদৃশ প্রার্থনার অর্থবোধে অসমর্থ হইলেন, এবং সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া, সন্নিহিত প্রধান বন্ধুদিগকে উহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন।

নৃপেণ পৃষ্টা অপি কেঽপি বান্ধবাঃ ক্ষমা ন তস্যাশয়বোধনেঽভবন্।
যথাত্মতত্ত্বাপ্রতিবোধিনো বিভোর্মনঃপ্রবৃত্তিপ্রতিবোধনেঽক্ষমাঃ ॥ ৭৬ ॥

যেমন তত্ত্বজ্ঞানবিরহিত ব্যক্তিরা ঈশ্বরের মনের ভাব বুঝিতে অক্ষম হয়, সেইরূপ বলির বান্ধবগণ ত্রিপাদভূমিপ্রার্থনাবাক্যের তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ অক্ষম হইলেন।

প্রভূতভূদানপটুঃ পুটাঞ্জলিঃ পুনস্তমিত্যাহ বলিঃ কুতূহলী।
বিভো হৃতঃ কোপকৃতির্ধরাপ্তিতো গৃহাণ মত্তোঽধিকভূমিমিচ্ছতঃ॥ ৭৭॥

অনন্তর, রাজা বলি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে বিভো! ত্রিপাদভূমিলাভে তোমার কি উপকার হইবেক; আমি অধিক ভূমিদানে সমর্থ ও অভিলাষী; অতএব তুমি ইচ্ছানুরূপ অধিক ভূমি গ্রহণ কর।

অমুষ্য ভিক্ষাশয়বিৎ স্ববোধতঃ পুরোহিতো দৈত্যগুরুর্গরীয়সীম্।
উবাচ জানীহি ধরার্থনামিমাং বলে বলিং খর্ব্বতনোর্নখর্বিকাম্॥ ৭৮॥

রাজপুরোহিত শুক্রাচার্য্য অপ্রতিহতবুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে ত্রিপাদভূমিভিক্ষার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, বলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই বামনাকৃতি ব্রাহ্মণবালকের ত্রিপাদভূমিপ্রার্থনা সহজ জ্ঞান করিও না।

ইয়ং ন চাস্মৈ ধরণী প্রদীয়তাং প্রকল্প্যতাং ধীর হিতানৃতং বচঃ।
প্রগোপ্য তাং স্বীকৃতিমাত্মনিষ্কৃতির্বিধীয়তাং মে হৃদি বাঙ্নিধীয়তাম্॥ ৭৯॥

ইহার প্রার্থিত ভূমিদানে পরাঙ্মুখ হও, হিতকর অনৃতবাক্য কল্পনা কর, অঙ্গীকার-বাক্যের অপলাপ করিয়া, আমি যাহা কহিতেছি তাহার সবিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক আত্মরক্ষা কর।

গুরোঽতিগুর্ব্বী যদি বা ভবেদিয়ং ধরার্থনাস্যেতি লঘিষ্ঠবর্ষ্মণঃ।
তথাপি যাস্যামি ন দীনতামহং নৃপোচিতদ্বীপচয়ব্যয়ক্ষমঃ॥ ৮০॥

পুরোহিতের উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া বলি কহিলেন, হে গুরো! এই বামনের ভূমিভিক্ষা যদিও গুরুতর ব্যাপার হইয়া উঠে, তথাপি আমি অঙ্গীকৃত প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইব না; আমি সদ্বীপা সসাগরা ধরা দানেও কাতর নহি।

প্রবোধ্য বোদ্ধারমমুষ্য যাচনাশয়স্য রাজা তদবোধ ইত্যমুম্।
সমর্থিতে তদ্ধরণীব্যয়ে বলির্গৃহীতবান্ ভাজনমম্ভসাং বশী॥ ৮১॥

বামনের ভূমিভিক্ষার অভিপ্রায়জ্ঞ শুক্রাচার্য্যকে এইরূপ কহিয়া, রাজা বলি প্রার্থিত ত্রিপাদপরিমিত ভূমিদানে কৃতনিশ্চয় হইয়া, হস্তে জলগ্রহণ করিলেন।

প্রদাতুমুদ্যোগিনমেনমিত্যয়ং পুনর্ব্বভাষে বলিমাকুলঃ কবিঃ।
অবোধকং বোধক আত্মবোধতঃ প্রভোরভীষ্টস্য বলীষ্টসাধকঃ॥ ৮২॥

শিষ্যহিতৈষী শুক্রাচার্য্য বলিকে বামনপ্রার্থিত ভূমিদানে উদ্যত দেখিয়া, আকুলহৃদয় হইয়া, তদীয় হিতার্থে পুনরায় কহিলেন,—

মৃষোচ্যতামিত্যধুনা ত্বয়া ময়া প্রতিশ্রুতা দেয়তয়েতি নো ধরা।
ধরাপতে ক্ষাপতিতাক্ষয়াত্মনোঽন্যথেষ্যতে চেদশুভং পদে পদে ॥ ৮৩ ॥

মহারাজ! যদি তোমার অক্ষত সাম্রাজ্যভোগের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে এই বামনকে বল, আমি ত্রিপাদভূমিদান অঙ্গীকার করি নাই; নতুবা পদে পদে তোমার বিপদ ঘটিবেক।

ন চানৃতোক্তির্মুনিভির্বিগর্হিতা গবাং হিতে সজ্জনজীবরক্ষণে।
বিবাহকর্ম্মণ্যপি কামিনীষু চাত্মনঃ সতাং বৃত্তিবিনাশসম্ভবে ॥ ৮৪ ॥

গোবধনিবারণার্থে, সজ্জনের প্রাণরক্ষার্থে, বিবাহস্থলে, স্ত্রীলোকের নিকট, এবং আপনার ও সাধুলোকের বৃত্তিবিনাশ সম্ভাবনা ঘটিলে, যদি কেহ মিথ্যা বলে, মুনিরা তাহাতে দোষকীর্ত্তন করেন নাই।

ন চাল্পকায়োঽয়মকায় আকরঃ সকায়বিশ্বস্য বিকারবর্জ্জিতঃ।
প্রকার একোঽয়মকাররূপিণো নিকার আকার ইহৈব তে বলে ॥ ৮৫ ॥

এই বালককে যেরূপ খর্ব্বকায় দেখিতেছ, তাহা বাস্তবিক নহে; ইনি নির্ব্বিকার ও বিশ্বপ্রপঞ্চের উদ্ভবস্থান; তোমার দুর্গতিসম্পাদনের নিমিত্ত, ভূতভাবন ভগবান্ এই এক আকার পরিগ্রহ করিয়াছেন।

অযত্নতস্তোৎকটবিক্রমো বটুর্বিশালমূর্ত্ত্যা বিয়দাক্রমিষ্যতি।
ক্ষিতিং পদৈকেন দিবং দ্বিতীয়তঃ পদা তৃতীয়স্য পদঃ কুতো গতিঃ ॥ ৮৬ ॥

এই বালকের বিক্রমের ইয়ত্তা নাই; ইনি অতি প্রকাণ্ডমূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নভোমণ্ডল, এক পাদ দ্বারা ভূমণ্ডল, অপর পাদ দ্বারা দেবলোক আক্রমণ করিবেন; তৃতীয় পদের কোনও গতি দেখিতেছি না।

ইতি ব্রুবন্তং গুরুমিত্যয়ং গুরো যদুক্তমেতেষ্বনৃতং ন দূষণম্।
বচস্তথোবাচ ন তেন বাধিতো যথাপ্রতিজ্ঞাপরিবাধিতোঽস্ম্যহম্ ॥ ৮৭ ॥

শুক্রাচার্য্য এইরূপ কহিলে পর, বলি কহিলেন, স্থলবিশেষে অনৃতবচনে দোষ নাই, আপনি পূর্ব্বে যাহা কহিলেন, আমি তদনুসারে চলিতে সম্মত নহি; আমি প্রাণান্তেও অঙ্গীকৃত প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইতে পারিব না।

যদি প্রতিজ্ঞাপরিপালনেঽক্ষমঃ ক্ষমামসৌ বামন আবিধাস্যতি।
অবশ্যমেবং ন হি চেদৃতং বচঃ প্রপালিনো মে সুকৃতং যশো ভবেৎ ॥ ৮৮ ॥

আর ভাগ্যদোষে যদিই আমি প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে অক্ষম হই, এই বামন অবশ্য আমায় ক্ষমা করিবেন; আর যদি নিতান্তই ক্ষমা না করেন, অন্ততঃ সত্যকথন জন্য পুণ্য ও কীর্ত্তিলাভ করিতে পারিব।

ইতি প্রবোধ্যৈষ গুরুং জগদ্গুরোর্গরিষ্ঠতোষায় হৃষ্টমানসঃ।
মহীমমুষ্মৈ বটবে পদত্রয়াত্মিকাং প্রদাতুং বিদধেঽভিলাপকম্॥ ৮৯॥

এইরূপে দৈত্যগুরুকে সম্ভাষণ করিয়া, জগদ্‌গুরুর বিশিষ্টরূপ তুষ্টিসম্পাদনমানসে, অসুরেশ্বর বলি হৃষ্টচিত্তে ত্রিপাদ ভূমিদানের সঙ্কল্প করিলেন।

ততঃ ক্ষণাদেষ চ বামনো বটুর্দধার ঘোরাতিবৃহৎকলেবরম্।
বলেঃ সমস্তৈহিকসম্পদাহৃতৌ নিজেচ্ছয়াচ্ছাদিতভূস্বরম্বরম্॥ ৯০॥

তৎক্ষণাৎ বামনরূপী ব্রাহ্মণকুমার, বলির ঐহিক সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিবার নিমিত্ত, স্বেচ্ছাক্রমে অতিপ্রকাণ্ড কলেবর ধারণপূর্ব্বক, ভূলোক, দেবলোক ও নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত করিলেন।

ততোঽয়মেবং ভগবাংস্ত্রিবিক্রমঃ ক্রমেণ চাক্রম্য পদান্যমূন্যমূম্।
ক্ষিতিং পদৈকেন দিবং দ্বিতীয়তঃ পদা খমঙ্গেন বদত্যদঃ পুনঃ॥ ৯১॥

এইরূপে ভগবান্ ত্রিবিক্রম এক পদ দ্বারা ভূলোক, দ্বিতীয় পদ দ্বারা দেবলোক ও কলেবর দ্বারা নভোমণ্ডল আক্রমণ করিয়া, বলিকে কহিলেন,—

বলে প্রতিজ্ঞাতপদং পদে পদে প্রদীয়তাং পাদযুগাধিকে পদে।
ত্বয়েতি তং প্রোচ্য স নাভিপঙ্কজাৎ প্রদর্শয়ামাস পদং তৃতীয়কম্॥ ৯২॥

হে বলে! তুমি ত্রিপাদভূমিদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছ; অতএব আমার তৃতীয় পদের ভূমি দাও। ইহা কহিয়া, নাভিপদ্ম হইতে তৃতীয় পদ উৎপাদিত করিয়া বলিলেন, এই আমার তৃতীয় পদ দেখ।

বিলোক্য লোকত্রয়নাথবামনাহৃতাখিলোর্ব্বীস্বরলোকমাকুলাঃ।
বলিং সুরাণাং পর ইত্যমর্ষিতা মিথঃ সমস্তা বচ আহুরাশ্রিতাঃ॥ ৯৩॥

বামনরূপী ত্রিলোকীনাথ এইরূপে বলিরাজার স্বরলোক ও নরলোকরূপ রাজ্যদ্বয় পদদ্বয় দ্বারা আক্রমণ করিলে পর, সমবেত সমস্ত সুরবৈরিগণ, সাতিশয় কুপিত হইয়া, পরস্পর কহিতে লাগিল,—

অয়ং প্রপন্নো দ্বিজরূপমদ্বিজো ন বামনো বামনরূপসংবৃতঃ।
স বিষ্ণুরায়াচ্ছলকৃদ্দিবৌকসাং হিতেচ্ছয়াস্মাহিতবাঞ্ছয়া প্রভোঃ॥ ৯৪॥

এই বালক ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়াছে, বাস্তবিক ব্রাহ্মণ নহে; বিষ্ণু দেবতাদিগের হিতসাধন ও অসুরেশ্বরের অহিতসম্পাদনের নিমিত্ত, কপটময়ী বামনমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছেন।

বধোঽস্য কার্য্যো দ্বিষতাং দিবৌকসাং দ্বিষদ্ভিরস্মাভিরপীহ ভূমিপঃ।
অবশ্যরক্ষ্যঃ প্রভুরেষ রক্ষিতা সমাশ্রিতানাং প্রভুমঙ্গলং শুভম্ ॥ ৯৫ ॥

দেবতারা আমাদের চিরকালের পরম শত্রু; অতএব, এই দেবপক্ষ বামনের প্রাণবধ করা আমাদের কর্ত্তব্য; সর্ব্বপ্রযত্নে প্রভুর রক্ষা করা আবশ্যক, প্রভুমঙ্গলেই আশ্রিত বর্গের মঙ্গল।

ইতি প্রবুধ্যাসুররাট্সমাশ্রিতা গদাঙ্কুশোদগ্রকৃপাণপাণয়ঃ।
নিহন্তুমীযুর্নিহতাখিলাসুরং সুরেশ্বরং বামনমজ্ঞদানবাঃ ॥ ৯৬ ॥

এই স্থির করিয়া, বলি রাজার আশ্রিত অজ্ঞ দানববর্গ, গদা অঙ্কুশ কৃপাণ প্রভৃতি অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক, বামনরূপী ভগবানের প্রাণবধে উদ্যত হইল।

ততো যুযুৎসূনসুরান্ সমাগতানতাড়য়ন্ বামনপার্ষদাঃ ক্রুধা।
সুনন্দনন্দাদয় আগতাঃ ক্ষণাদ্যথাম্বুদান্ যামারুহৎসমীরণাঃ ॥ ৯৭ ॥

অসুরেরা এইরূপ রণসজ্জা ধারণ করিলে, নন্দ সুনন্দ প্রভৃতি বামনপারিষদগণ তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং প্রবল দক্ষিণবায়ু যেমন ক্ষণকালমধ্যে জলদমণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ বামনবিরোধী দৈত্যদলকে অবিলম্বে ঘোরতর প্রহার করিতে লাগিল।

অয়ং দদর্শাস্য কলেবরে বরে বলিস্তিদানীং ভবভীহরে হরেঃ।
সমস্তবিশ্বং ভুবনেশ্বরেশ্বরে হ্যনন্তরূপেণ সদা ধরাধরে ॥ ৯৮ ॥

যিনি অনন্তরূপে ফণমণ্ডলোপরি ধরামণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন, যাঁহার প্রসাদে জীবনিবহের ভবভয় নিবারণ হয়, যিনি সর্ব্ব ভুবনের ঈশ্বর মহাদেবেরও ঈশ্বর, বলি সেই বিশ্বপতির কলেবরে সমস্ত বিশ্ব অবলোকন করিলেন।

পদোরপশ্যত্তলয়ো রসাতলং জগৎপ্রভোশ্চাস্য মহীং পদে পদে।
স্বমূর্দ্ধনিস্যাত্যভয়াস্পদে পদে প্রদত্তমূর্দ্ধানময়ং দয়োদয়ে ॥ ৯৯ ॥

প্রথমতঃ পদতলে রসাতল ও পদদ্বয়ে ভূমণ্ডল অবলোকন করিলেন; অবশেষে অভয়প্রদ তৃতীয় পদে স্বয়ং মস্তক সমর্পণ করিয়া আছেন, দেখিতে পাইলেন।

অনীহমানো মৃধমেষ ভিক্ষুণেশ্বরেণ বৈ বামনরূপধারিণা।
বলিস্তদঙ্গামরতাড়িতানিদং পুনর্যুযুৎসূনবদদ্বচোঽসুরান্ ॥ ১০০ ॥

অসুরগণ, দেবগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াও, ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় যুদ্ধাভিলাষী হইল; কিন্তু বামনরূপে ভিক্ষুবেশধারী ভগবানের বিশ্বরূপদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, তাহাদের যুদ্ধোৎসাহনিবারণার্থে কহিলেন,—

বিরম্যতামাহবতো নিশম্যতাং সুরদ্বিষো মদ্বচ আকুলাত্মভিঃ।
ন পৌরুষৈরেষ পুরাণপূরুষশ্ছলী প্রশাম্যেদনিলৈরিবানলঃ ॥ ১০১ ॥

হে দৈত্যগণ! আমার কথা শুন, রণোৎসাহ পরিত্যাগ কর; ইনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নাথ আদি পুরুষ; মায়া উদ্ভাবনপূর্ব্বক অপূর্ব্ব বামনরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন; তোমরা পরাক্রম দ্বারা ইহার বিক্রম নিবারণ করিতে পারিবে না; অনিলসংযোগে অনলের নিবারণ হওয়া কদাচ সম্ভাবিত নহে।

য আদিরীশো জগতাং গুণত্রয়ত্রিধাবিভক্তাবয়বো গুণোজ্ঝিতঃ।
স এষ নেত্রাঙ্ঘ্রিশিরঃসহস্রধৃক্‌ত্রিপাদভূদদ্য সুরারিসংক্ষয়ে ॥ ১০২ ॥

যিনি সমস্ত জগতের আদিকারণ, যিনি সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই রূপত্রয় ধারণ করিয়াছেন, অথচ নির্গুণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন, তিনিই অদ্য দৈত্যদলদমনের নিমিত্ত, সহস্রাক্ষ, সহস্রশিরাঃ ও সহস্রপাদ হইয়াও ত্রিপাদমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

সুরদ্বিষামত্র খগাধিপোঽধিপং বলিং ববন্ধাতিদৃঢ়ং করে করে।
পদস্তৃতীয়স্য পদেঽতিশৈথিলং হ্যমুষ্য চেতো ভববন্ধনং গতম্ ॥ ১০৩ ॥

হে দৈত্যপতে! তুমি ত্রিপাদ ভূমিদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছ, অতএব প্রতিশ্রুত ভূমি দান কর; এই বলিয়া গরুর দৃঢ়বন্ধন দ্বারা তদীয় করদ্বয় বদ্ধ করিলেন; কিন্তু এই বন্ধন দ্বারা তাঁহার ভববন্ধন শিথিল হইয়া গেল।

অথাত্র প্রহ্লাদ ইতোঽস্য নিষ্কৃতৌ গতস্পৃহোঽপ্যাগমদীশ্বরপ্রিয়ঃ।
প্রলম্ববাহুর্জটিলো নবাম্বুদপ্রভোঽরবিন্দেক্ষণ ঐশ্বরক্ষণঃ ॥ ১০৪ ॥

অনন্তর এই সময়ে, সর্ব্ববিষয়ে বীতস্পৃহ, ঈশ্বরনিষ্ঠ, আজানুলম্বিতবাহু, জটাধারী, নবজলধরকলেবর, অরবিন্দলোচন, পরমাত্মচিন্তনরত প্রহ্লাদ বলির নিষ্কৃতির নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন।

অসাবমুং বীক্ষ্য বিবদ্ধ আকুলঃ কুলস্য পাবিত্র্যকরং পিতামহম্।
প্রণম্য যত্নেন ধরাশিরাঃ শনৈরবাঙ্‌মুখোঽভূত্ত্রপয়া ধরাধিপঃ ॥ ১০৫ ॥

বন্ধকর রাজা বলি, দৈত্যকুলপবিত্রকারী নিজপিতামহ প্রহ্লাদকে অবলোকন করিয়া, আকুলভাবে ও সাতিশয় যত্ন সহকারে, ধরাতলে শিরঃসংযোজন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন।

বিলোক্য লোকেশমশেষমীশ্বরপ্রিয়ঃ প্রণম্য প্রিয়মেষ পীড়িতম্।
খগাধিরাজাতিকঠোরবন্ধনৈরুবাচ বিশ্বেশমিদং কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১০৬ ॥

প্রহ্লাদ, পরমস্নেহাস্পদ পৌত্রকে গরুরবন্ধনে পীড়িত দেখিয়া, প্রণত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, ত্রিলোকীনাথ ভগবান্‌কে কহিলেন ;—

ফলেন পুষ্পেণ চ ভক্তিতোঽধুনা জনাঃ সমভ্যর্চ্চ্য যমঙ্ঘ্রিমুত্তমাম্।
তথা গতিং যান্তি কুতোঽস্য দুর্গতিস্তদঙ্ঘ্রিদত্তাখিলসম্পদো বিভো ॥ ১০৭ ॥

হে প্রভো! নির্ধন লোকে ফল ও পুষ্প দ্বারা ভক্তিভাবে তোমার যে চরণারবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া, উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে যে ব্যক্তি তোমার সেই চরণারবিন্দে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছে, তাহার এত দুর্গতি কেন।

অথাব্রবীদ্দৈত্যদয়োদয়ো হরিঃ পরঃ পুমান্ বামন এনমিত্যয়ম্।
হিতার্থমভ্যাগতমাত্মবিত্তমং বলেনিজোৎকৃষ্টকৃপৈকভাজনম্ ॥ ১০৮ ॥

নিজ পৌত্রের হিতার্থে উপস্থিত নিরতিশয় কৃপাপাত্র পরমজ্ঞানী প্রহ্লাদের এই কথা শুনিয়া বামনরূপী ভগবানের অন্তঃকরণে বলি রাজার উপর দয়া জন্মিল। তখন তিনি নিজভক্ত প্রহ্লাদকে স্নেহসম্ভাষণ সহকারে কহিলেন,—

বিবন্ধনং হ্যেতদমুষ্য সন্মতে সুদুর্লভং বিদ্ধি ভবৌষধং সতঃ।
ন দুঃখদং সাম্প্রতদুঃখদায়কং ন চৌষধং চাস্তি সুসেবনং ক্বচিৎ ॥১০৯ ॥

হে সাধুশীল! তোমার পৌত্রের এই যে বন্ধন দেখিতেছ, যদিও আপাততঃ দুঃখদায়ক বোধ হইতেছে, কিন্তু উহাকে ভবব্যাধিবিমোচনের অতিদুর্লভ মহৌষধ জ্ঞান করিবে ; ঔষধ কখনও সুখসেব্য হয় না।

বিলক্ষণস্ত্বেতদমুষ্য বন্ধনং মম প্রসাদস্য পরপ্রসাদভাক্।
ইতি প্রবুধ্যৈব পরপ্রবোধভাক্ বিষাদভাঙ্ মাস্তু ভবান্ সুসাধুবাক্ ॥ ১১০ ॥

প্রহ্লাদ! তুমি আমার সবিশেষ স্নেহপাত্র, পরমজ্ঞানী ও প্রিয়বাদী। তদীয় পৌত্রের এই বন্ধন আমার অনুগ্রহের বিশেষ চিহ্ন জ্ঞান করিয়া, তুমি বিষণ্ণ হইও না।

ইহৈব বিন্ধাবলিরাগতা দ্রুতং সতী সতী সাধুমতিঃ পতিং বচঃ।
উবাচ ভক্ত্যা পরয়েতি দীয়তাং প্রভো পদেঽস্মিন্ শির আত্মনাত্মনঃ ॥ ১১১ ॥

এই সময়ে সাধুশীলা বলিপত্নী বিন্ধাবলী দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইয়া স্বামীকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভক্তিভাবে এই পদে শিরঃ সমর্পণ কর।

ততোঽয়মস্মৈ পদপঙ্কজদ্বয়াস্পদপ্রদত্তাখিলভূস্বরাস্পদঃ।
নিরাস্পদো নাভিপদাস্পদাপ্রদো বিপৎপদং বিশ্বপদং বদত্যমুম্ ॥ ১১২ ॥

বামনরূপী ভগবানের পদপঙ্কজদ্বয়ে স্বর্গলোক ও মর্ত্ত্যলোক সমর্পণ করিয়া, স্থানান্তর বিরহে তদীয় নাভিনির্গত পদের স্থানদানে অসমর্থতা বশতঃ সাতিশয় বিপদগ্রস্ত হইয়া, বিশ্বপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

বিভো ন মেঽণ্বস্ত্যপি দেয়মাস্পদং পদেঽত্র পদ্ভ্যাং হৃতসর্ব্বসম্পদঃ।
অসৎপদস্যাস্য পদেঽস্য দীযতাং পদং ত্বয়া সম্প্রতি সৎপদপ্রদে ॥ ১১৩ ॥

হে বিভো! তুমি দুই পদে আমার সর্ব্বসম্পদ হরণ করিয়াছ, তোমার তৃতীয় পদের নিমিত্ত আমার আর অণুমাত্র স্থান নাই; সম্প্রতি দয়া করিয়া তোমার এই সৎপদপ্রদ পদপঙ্কজে আমায় স্থান দাও।

ইদং তমুক্ত্বা বলিরাস্পদচ্যুতোঽচ্যুতং তদীয়দ্বিতয়াধিকে পদে।
পদোত্তমাপ্ত্যৈ জগদুদ্ভবাত্যয়ে ভবাত্যয়োঽসৌ প্রদদৌ শিরঃপদম্ ॥ ১১৪ ॥

হৃতসর্ব্বস্ব বলি রাজা, ভগবানকে এইরূপ কথা বলিয়া, উত্তমপদপ্রাপ্তিবাসনায়, ভববন্ধননিবারক তদীয় তৃতীয় পদপঙ্কজে শিরঃ সমর্পণ করিলেন।

হরেস্তৃতীয়ে পদপঙ্কজে শিরঃসমর্পিতে সাধুবিরাজিতে বলৌ।
অগণ্যধন্যধ্বনিদানকারিণঃ সুরাদয়স্তস্য বভূবুরেকদা ॥ ১১৫ ॥

রাজা বলি এইরূপে বামনরূপী বিশ্বপতির চরণারবিন্দে স্বীয় শিরঃ সমর্পণ করিলে, দেব দানব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি, একবাক্য হইয়া, তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তস্মাদেষ বিভুর্বিশালতনুভৃদ্বিশ্বপ্রকাশো বলিং
পাতালালয়মালয়ৈকপরমং প্রাবেশয়ন্ প্রাক্‌তম্।
প্রালব্ধেশ্বরপাদপদ্মপরমাপূর্ব্বপ্রসাদং পৃথঙ্-
মূর্ত্তিং স্বাং পরিকল্প্য তত্র ভগবান্ দ্বাস্থঃ সদা রাজতে ॥ ১১৬ ॥

যাঁহার কলেবর বিশ্বব্যাপী, যিনি অবলীলাক্রমে বিশ্বপ্রকাশ করিয়াছেন, সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ পূর্ব্বে বলিরাজার নিমিত্ত পাতালে পরমোৎকৃষ্ট স্থান স্থির করিয়া

রাখিয়াছিলেন ; এক্ষণে স্বীয় পাদপদ্মে আশ্রয় দান দ্বারা চরিতার্থ করিয়া, তাঁহাকে সেই স্থানে লইয়া গিয়া মূর্ত্ত্যন্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক, তদীয় দ্বারপাল হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

বাণাঙ্কাশ্বশশিপ্রমে শকমহীপালস্য বর্ষে জগ-
দ্বিখ্যাতাহ্বয়কৃষ্ণচন্দ্রনৃপতের্বৃদ্ধপ্রপৌত্রো গুরোঃ।
ধন্যব্রহ্মবিদুত্তমোত্তমগুণশ্রীকান্তবিপ্রাত্মজো
গ্রন্থং শ্রীমধুসূদনো ব্যরচয়ৎ শ্রীবামনাখ্যানকম্ ॥ ১১৭ ॥

সর্ব্বলোকবিখ্যাত মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র মহানুভাবের গুরুদেব পূজ্যপাদ রামভদ্র-ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের প্রপৌত্র, অশেষগুণরত্নমণ্ডিত পণ্ডিতকুলতিলক অতি পুণ্যাত্মা পরমাত্মদর্শী পরমপূজ্যপাদ শ্রীকান্ততর্করত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ১৭৯৫ শাকে বামনাখ্যাননামক গ্রন্থ রচনা করিলেন।

নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস

[১২৯৫ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে]

বিজ্ঞাপন

সপ্তদশ বৎসর অতীত হইল, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম. এ., তর্কালঙ্কারপ্রণীত শিশুশিক্ষা উপলক্ষে, আমার উপর, পরস্বহারী বলিয়া, যে দোষারোপ করেন, তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভের অভিলাষে, তদ্বিষয়ে স্বীয় বক্তব্য, লিপিবদ্ধ করিয়া, পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় ছিল। নানা কারণে, তৎকালে সে অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারি নাই ; এবং, এত দিনের পর, আর তাহা সম্পন্ন করিবার অণুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিতে পাই, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর আরোপিত দোষের উল্লেখ করিয়া, অদ্যাপি অনেক মহাত্মা আমায় নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। এজন্য, কতিপয় আত্মীয়ের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, স্বীয় বক্তব্য মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে হইল।

যে মহোদয়েরা, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, আমি পরস্বহারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বিনীত বচনে আমার প্রার্থনা এই, অনুগ্রহ পূর্ব্বক, কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিয়া, এই পুস্তকে একবার দৃষ্টিসঞ্চারণ করেন ; তাহা হইলে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক, যোগেন্দ্রনাথ বাবু, উচিতানুচিতবিবেচনায় বিসর্জ্জন দিয়া, আমার উপর যে উৎকট দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা, কোনও মতে, সঙ্গত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

যোগেন্দ্রনাথ বাবু স্বীয় শ্বশুরের জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ জীবনচরিতে তিনি আমার বিষয়ে যাদৃশ বিসদৃশ অভিপ্রায়প্রকাশ করিয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে, এই পুস্তকের শেষভাগে, তাহাও পরিদর্শিত হইয়াছে।

এই পুস্তকে বাবু দীননাথ বসু উকীলের দুইখানি পত্র প্রকাশিত, এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুই পত্রের আবশ্যক এক এক অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। পাছে কেহ এরূপ মনে করেন, এই সকল পত্র কৃত্রিম ; এজন্য, লিথগ্রাফি প্রণালীতে মুদ্রিত ও পুস্তকের শেষে যোজিত হইল। যাঁহারা তাঁহাদের হস্তাক্ষর জানেন, অন্ততঃ তাঁহারা, এই সকল পত্র কৃত্রিম বলিয়া, আমার উপর দোষারোপ করিতে পারিবেন না।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা

১লা বৈশাখ, ১২৯৫ সাল।

যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলাম; তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে, সংস্কৃতযন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানায়, তিনি ও আমি, উভয়ে সমাংশভাগী ছিলাম। কতিপয় বৎসর পরে, তর্কালঙ্কার, মুরসিদাবাদে জজ পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া, কলিকাতা হইতে প্রস্থান করেন। কিছু দিন পরে, তিনি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়েন।

ক্রমে ক্রমে, এরূপ কতকগুলি কারণ উপস্থিত হইল যে, তর্কালঙ্কারের সহিত কোনও বিষয়ে সংস্রব রাখা উচিত নহে। এজন্য, উভয়ের আত্মীয় পটোলডাঙ্গানিবাসী বাবু শ্যামাচরণ দে দ্বারা, তর্কালঙ্কারের নিকট এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাই, হয় তিনি, আমার প্রাপ্য আমায় দিয়া, ছাপাখানায় সম্পূর্ণ স্বত্ববান্ হউন, নয় তাঁহার প্রাপ্য বুঝিয়া লইয়া, ছাপাখানার সম্পর্ক ছাড়িয়া দিউন, অথবা উভয়ে ছাপাখানার যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া লওয়া যাউক। তদনুসারে তিনি, আপন প্রাপ্য লইয়া, ছাপাখানার সম্পর্কত্যাগ স্থির করেন। অনন্তর, উভয়ের সম্মতিক্রমে, বাবু শ্যামাচরণ দে, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এই তিন ব্যক্তি, হিসাব নিকাস ও দেনা পাওনা স্থির করিয়া দিবার নিমিত্ত, সালিস নিযুক্ত হয়েন, এবং খাতা পত্র দেখিয়া, হিসাব নিকাস ও দেনা পাওনার মীমাংসা করিয়া দেন। তাঁহাদের মীমাংসাপত্রের প্রতিলিপি তর্কালঙ্কারের নিকট প্রেরিত হইলে, তিনি পত্রদ্বারা শ্যামাচরণ বাবুকে জানান, আমি এক্ষণে যাইতে পারিব না; আদালত বন্ধ হইলে, কলিকাতায় গিয়া, আপন প্রাপ্য বুঝিয়া লইব। কিছু দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে, তাঁহার পত্নী, কলিকাতায় আসিয়া, ছাপাখানা সংক্রান্ত স্বীয় পতির প্রাপ্য বুঝিয়া লয়েন।

কলিকাতায়, মুরসিদাবাদে, ও কাঁদিতে কর্ম্ম করিবার সময়, তর্কালঙ্কারের পরিবার তাঁহার নিকটে থাকিতেন; তাঁহার বৃদ্ধা জননী বিল্বগ্রামের বাটীতে অবস্থিতি করিতেন। তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পর, তাঁহার পরিবার বিল্বগ্রামের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে, তর্কালঙ্কারের মাতাঠাকুরাণী কলিকাতায় আগমন করিলেন, এবং নিরতিশয় শোকাভিভূত হইয়া, বিলাপ ও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্র হইয়াছিল। কনিষ্ঠটি, কিছু কাল পূর্ব্বে, কালগ্রাসে পতিত হয়েন। জ্যেষ্ঠ তর্কালঙ্কার

জননীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। জননীর দুর্ভাগ্যবশতঃ, তিনিও মানবলীলার সংবরণ করিলেন। এমন স্থলে, জননীর যেরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটে, তাহা অনায়াসেই সকলের অনুভবপথে আসিতে পারে। দুই তিন দিন পরে, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তর্কালঙ্কার আপনকার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন, মদন আমার কোনও ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। বধূমাতা, আপন কন্যাগুলি লইয়া, স্বতন্ত্র আছেন। আমার দিনপাতের কোনও উপায় নাই; এজন্যে তোমার নিকটে আসিয়াছি। যদি তুমি দয়া করিয়া অন্ন বস্ত্র দাও, তবেই আমার রক্ষা; নতুবা আমায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক। এই বলিয়া, তিনি রোদন করিতে লাগিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া, আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, তর্কালঙ্কার যথেষ্ট টাকা রাখিয়া গিয়াছেন; অথচ তাঁহার বৃদ্ধা জননীকে, অন্ন বস্ত্রের জন্যে, অন্যের নিকটে ভিক্ষা করিতে হইতেছে। যাহা হউক, কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথনের পর, তিনি বলিলেন, মাস মাস দশ টাকা পাইলে, আমার দিনপাত হইতে পারে। এই সময়ে, রোগ, শোক, আহারক্লেশ প্রভৃতি কারণে, তাঁহার শরীর সাতিশয় শীর্ণ হইয়াছিল; অধিকন্তু, চক্ষুর দোষ জন্মিয়া, ভাল দেখিতে পাইতেন না। তিনি বলিলেন, শরীর সুস্থ থাকিলে, ও চক্ষুর দোষ না জন্মিলে, পাঁচ টাকা হইলেই আমার চলিতে পারিত। কিন্তু শরীরের ও চক্ষুর যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে একটি পরিচারিকা ব্রাহ্মণকন্যা না রাখিলে, আমার কোনও মতে চলিবেক না। আমার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমি অধিক দিন বাঁচিব না; সুতরাং, অধিক দিন তোমায় আমার ভার বহিতে হইবেক না। এই সকল কথা শুনিয়া, আমি তাঁহাকে মাস মাস দশ টাকা দিতে সম্মত হইলাম; এবং, মাসে মাসে, তাঁহার নিকটে টাকা পাঠাইয়া দিতে লাগিলাম। (১)

(১) এই সময়ে, তাহার আকার দেখিলে, তিনি অধিক দিন বাঁচিবেন, কিছুতেই এরূপ বোধ হইত না। কিন্তু কাশীতে গিয়া, অল্প দিনের মধ্যেই, তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও হৃষ্টপুষ্ট হয়, এবং চক্ষুর দোষ এককালে অন্তর্হিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ, তাঁহার আকারের এত পরিবর্ত্ত হইয়াছিল যে, এক বৎসর পরে, কাশীতে গিয়া, আমি তাঁহাকে কোনও মতে চিনিতে পারি নাই। তিনি, তাহা বুঝিতে পারিয়া, আমায় বলিলেন, বাবা! তুমি আমাকে চিনিতে পারিলে না, আমি মদনের মা। এই কথা শুনিয়া, কিয়ৎ ক্ষণ স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম, এবং বলিলাম, আপনি, জুয়াচুরি করিয়া, আমাকে বিলক্ষণ ঠকাইয়াছেন। তিনি, কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া, আমায় বলিলেন, বাবা! আমি কি জুয়াচুরি করিয়াছি। আমি বলিলাম, শুকনা হাড় ও কাণা চোখ দেখাইয়া, আপনি বলিয়াছিলেন,

কিছু দিন পরে, তিনি পুনরায় কলিকাতায় আগমন করিলেন। কি জন্যে আসিয়াছেন, এই জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিলেন, বাবা! তুমি আমার অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ দূর করিয়াছ। আর এক বিপদে পড়িয়া, পুনরায় তোমায় জ্বালাতন করিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া, তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন, অমুকের অত্যাচারে আম আর বাটীতে তিষ্ঠিতে পারি না। বিশেষতঃ, পাড়ার স্ত্রীলোকেরা আমাদের বাটীতে আসিলে, তাহাদের সমক্ষে, তিনি অকারণে আমার এত তিরস্কার করেন যে, প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে তোমার নিকটে আসিলাম। তখন আমি বলিলাম, মা! আপনকার এ অসুখের নিবারণ করা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত। কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথনের পর, আমি বলিলাম, আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে আর আপনকার সংসারে থাকিবার কোনও আবশ্যকতা লক্ষিত হইতেছে না। আমার বিবেচনায়, অতঃপর কাশীবাস করাই আপনকার পক্ষে সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। আমার পিতৃদেব কাশীবাসী হইয়াছেন; যদি মত করেন, আপনাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিই। তিনি বাসা স্থির করিয়া দিবেন; সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিবেন; আপনকার পরিচর্য্যার নিমিত্ত, ব্রাহ্মণ-কন্যা স্থির করিয়া দিতে পারিবেন; তাঁহার নিকট হইতে মাস মাস দশ টাকা পাইবেন; যেরূপ শুনিতে পাই, তাহাতে মাসিক দশ টাকাতে, সেখানে সচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারিবেন। তিনি সম্মত হইলেন; তাঁহাকে কাশীতে পাঠাইয়া দিলাম। তিনি অদ্যাপি কাশীবাস করিতেছেন; এবং, আমার নিকট হইতে, মাস মাস, দশ টাকা পাইতেছেন।

একদা, তর্কালঙ্কারের পত্নী ও বিধবা মধ্যমা কন্যা কুন্দমালা কলিকাতায় আসিলেন। এক দিন কুন্দমালা, তাহার জননীর সমক্ষে, আমায় বলিল, দেখ, কাকা! পিতা অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন; মা বুঝিয়া চলিলে, আমাদের সচ্ছন্দে দিনপাত হইতে পারিত। কিন্তু উনি বিবেচনা করিয়া চলিতেছেন না, সকলই উড়াইয়া ফেলিতেছেন। আর কিছু দিন পরে, আমাদিগকে অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইতে হইবেক। উঁহার অদৃষ্টে যাহা আছে,

---

আমার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমি অধিক দিন বাঁচিব না; সুতরাং, অধিক দিন, তোমায় আমার ভার বহিতে হইবেক না। কিন্তু এক্ষণে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে অন্ততঃ আর বিশ বৎসর আপনি বাঁচিবেন। তখন ইহা বুঝিতে পারিলে, আমি আপনাকে মাস মাস দশ টাকা দিতে সম্মত হইতাম না। এই কথা শুনিয়া, তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন। আঠার বৎসর হইল, তাঁহার সহিত এই কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছেন। এ দেশে থাকিলে, তিনি এত দিন জীবিত থাকিতেন, কোনও ক্রমে এরূপ প্রতীতি হয় না।

হউক ; কিন্তু আমি অল্পবয়স্কা ও অনাথা ; আমায় অধিক দিন বাঁচিতে হইবেক। আমার অদৃষ্টে কত কষ্টভোগ আছে, বলিতে পারি না। এই বলিয়া, নিতান্ত শোকাকুল হইয়া, কুন্দমালা অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে নিরতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন আমি কুন্দমালাকে বলিলাম, বাছা! রোদন করিও না ; আমি যত দিন জীবিত থাকিব, তুমি অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবে না। আমি তোমাকে মাস মাস দশ টাকা দিব ; তাহা হইলেই তোমার অনায়াসে দিনপাত হইতে পারিবেক। এই বলিয়া, সেই মাস অবধি, আমি কুন্দমালাকে, মাস মাস, দশ টাকা দিতে আরম্ভ করিলাম। সে অদ্যাপি, আমার নিকট হইতে, মাস মাস, দশ টাকা পাইতেছে।

এস্থলে ইহাও উল্লিখিত হওয়া আবশ্যক, ছাপাখানা স্থাপিত হইবার কিছু দিন পরে, একটি সরকার নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়। তর্কালঙ্কারের ভগিনীপতি মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতিকষ্টে দিনপাত করিতেন, ইহা আমি সবিশেষ অবগত ছিলাম ; এজন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলাম। তর্কালঙ্কার প্রথমতঃ সম্মত হইলেন না ; অবশেষে, আমার পীড়াপীড়িতে, তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। মাধবচন্দ্র, মাসিক দশ টাকা বেতনে, নিযুক্ত হইলেন। কিছু কাল কর্ম্ম করিয়া, তাঁহার মৃত্যু হইলে, তর্কালঙ্কারের ভগিনী, কলিকাতায় আসিয়া, আমার নিকটে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং সাতিশয় কাতর বচনে বলিলেন, দাদা! কাল কি খাইব, তাহার সংস্থান নাই। অতএব, দয়া করিয়া, আমার কোনও উপায় কর। নতুবা, ছেলে মেয়ে লইয়া, আমায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক। তর্কালঙ্কারের ভগিনী যাহা বলিলেন, তাহা কোনও অংশে অপ্রকৃত নহে ; এজন্য তর্কালঙ্কারের নিকট প্রস্তাব করিলাম, যত দিন তোমার ভাগিনেয়টি মানুষ না হয়, তাবৎ, ছাপাখানার তহবিল হইতে, তোমার ভগিনীকে মাস মাস দশ টাকা দিতে হইবেক। তর্কালঙ্কার, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক, সম্মত হইলেন। তাঁহার ভগিনী, ছাপাখানার তহবিল হইতে, মাস মাস দশ টাকা পাইয়া, দিনপাত করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে, তর্কালঙ্কার মুরসিদাবাদ হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন, আমার ভগিনীকে, ছাপাখানার তহবিল হইতে, মাস মাস যে দশ টাকা দেওয়া হয়, তাহা আমি, আগামী মাস হইতে, রহিত করিলাম। এই সংবাদ পাইয়া, তাঁহার ভগিনী, কলিকাতায় আসিয়া, আমার নিকটে রোদন করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, ছাপাখানার তহবিল হইতে আর আমি তোমায় টাকা দিতে পারিব না। আমি এইমাত্র করিতে পারি, আমার অংশের পাঁচ টাকা তুমি মাস মাস আমার নিকট হইতে পাইবে ; ইহার অতিরিক্ত দেওয়া

আমার ক্ষমতার বহির্ভূত। তিনি, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া, বাটী গমন করিলেন। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, আমার নিকট হইতে, মাস মাস, পাঁচ টাকা পাইয়া, কোনও রূপে দিনপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই, তদীয় পুত্রটির প্রাণত্যাগ ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয়া বিধবা কন্যা, যত দিন জীবিত ছিলেন, আমার নিকট হইতে মাস মাস দুই টাকা লইয়া, দিনপাত করিয়াছিলেন।

এক দিন, তর্কালঙ্কারের জামাতা শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, তর্কালঙ্কারের বিধবা মধ্যমা কন্যা কুন্দমালার উল্লেখ করিয়া, আমায় বলিলেন, মেজ দিদি বলেন, কাকা, দয়া করিয়া, আমায় মাস মাস দশ টাকা দিতেছেন ; তাহাতে আমার দিনপাত হইতেছে। যদি তিনি, দয়া করিয়া, শিশুশিক্ষার তিন ভাগ আমায় দেন, তাহা হইলে আমাদের যথেষ্ট উপকার হয়। এই কথা শুনিয়া, আমি যোগেন্দ্রনাথ বাবুকে বলিলাম, কুন্দমালাকে বলিবে, আমি, তাহার প্রার্থনা অনুসারে, শিশুশিক্ষার তিন ভাগ তাহাকে দিলাম। আজ অবধি, সে ঐ তিন পুস্তকের উপস্বত্বভোগে অধিকারিণী হইল। যোগেন্দ্রনাথ বাবু কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ; অনন্তর আমায় বলিলেন, দেখুন, আপনি পুস্তক তিন খানি দয়া করিয়া তাঁহাকে দিতেছেন, এরূপ ভাবিবেন না। সালিসেরা যে মীমাংসাপত্র লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে শিশুশিক্ষার কোনও উল্লেখ নাই ; সুতরাং শিশুশিক্ষা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি। এই কথা শুনিয়া, আমি চকিত হইয়া উঠিলাম ; এবং, সহসা কিছুই অবধারিত বুঝিতে না পারিয়া, যোগেন্দ্রনাথ বাবুকে বলিলাম, তবে শিশুশিক্ষার বিষয় আপাততঃ স্থগিত থাকুক। সবিশেষ অবগত না হইয়া, আমি এ বিষয়ে কিছু বলিতে ও করিতে পারিতেছি না। যদি এরূপ হয়, আমি পরকীয় সম্পত্তি অন্যায় রূপে অধিকার করিতেছি, তাহা হইলে, কেবল পুস্তক তিন খানি দিয়া, নিষ্কৃতি পাইতে পারিব না ; যে কয় বৎসর ঐ তিন পুস্তক আমার অধিকারে আছে, সেই কয় বৎসরের যে প্রকৃত উপস্বত্ব হইবেক, তাহাও, পুস্তকের সহিত, তর্কালঙ্কারের উত্তরাধিকারীদিগকে দিতে হইবেক। অতএব, তুমি কিছু দিন অপেক্ষা কর ; আমি, এ বিষয়ের সবিশেষ তদন্ত করিয়া, প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তোমায় জানাইব।

এই কথা বলিয়া, সে দিন যোগেন্দ্রনাথ বাবুকে বিদায় করিলাম ; এবং, অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, উপস্থিত বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। সর্ব্বাগ্রে সালিস মহাশয়দিগের মীমাংসাপত্র বহিষ্কৃত করিলাম ; তাহাতে শিশুশিক্ষার কোনও উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। পরে, সালিস মহাশয়দিগকে, উপস্থিত বিষয় অবগত করিয়া,

জিজ্ঞাসা করিলাম, এ বিষয়ে আপনাদের কিছু স্মরণ হয় কি না। তাঁহারা বলিলেন, বহু বৎসর পূর্ব্বে, আমরা সালিসি করিয়াছিলাম; এক্ষণে তৎসংক্রান্ত কোনও বিষয়ের কিছুই স্মরণ হইতেছে না। অনেক ক্ষণ কথোপকথনের পর, শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন, আমার ঠিক কিছুই মনে পড়িতেছে না; তবে আপাততঃ এই মাত্র স্মরণ হইতেছে, তুমি তোমাদের রচিত পুস্তকের বিষয়ে কোনও প্রস্তাব করিয়াছিলে। মদন, সে বিষয়ে, আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, আমায় পত্র লিখিয়াছিলেন। যদি সে পত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে, বোধ করি, আর কোনও গোল থাকে না।

আমি যোগেন্দ্রনাথ বাবুকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম। তিনি, তাহা না করিয়া, আমায় ভয় দেখাইয়া, সত্বর কার্য্যশেষ করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে বাগবাজারনিবাসী বাবু দীননাথ বসু উকীলের নিকটে গমন করিলেন। দীননাথ বাবু, তাঁহার মুখে যেরূপ শুনিলেন, তদনুসারে আমায় নিম্নদর্শিত পত্র লিখিলেন,

"PUNDIT ISSWAR CHUNDER BIDYASAGOR.

My dear Sir,

The widow and children of the late lamented Mudun mohun Turkalankar are in difficulty in consequence of your having stopped their allowance for profits in Turkalankar's works and preventing their publication by them. I hope you will please do something for them to avoid scandal and future botheration. The matter has been brought into my notice by persons interested for the family of Turkalankar and I have assured them that there will be no difficulty for them to get back their rights. Kindly try to settle the matter amicably as soon as possible lest it grows serious by delay.

Hoping you are well

I remain
Yours V Sincerely
DINONATH BOSE"

17 *May* 71.

পত্রের অনুবাদ

"আপনি মদনমোহন তর্কালঙ্কারপ্রণীত পুস্তকের উপস্বত্ব হিসাবে তাঁহার পরিবারকে যাহা দিতেন, তাহা রহিত করিয়াছেন; এবং তাঁহাদিগকে ঐ পুস্তক ছাপাইতে দিতেছেন না; এজন্য তাঁহারা কষ্ট পাইতেছেন। আমি আশা করি, আপনি এ বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবেন; নতুবা আপনাকে দুর্নামগ্রস্ত ও উৎপাতে পতিত হইতে হইবেক। তর্কালঙ্কারপরিবারের হিতৈষী

ব্যক্তিরা এ বিষয় আমার গোচর করিয়াছেন; এবং আমি তাঁহাদিগকে অবধারিত বলিয়াছি, তাঁহাদের অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইতে তাঁহাদিগকে ক্লেশ পাইতে হইবেক না। আপনি দয়া করিয়া, যত সত্বর পারেন, এ বিষয়ের আপোশে নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবেন; বিলম্ব করিলে আপনাকে কষ্ট পাইতে হইবেক।"

আমি তর্কালঙ্কারের পরিবারকে, তাঁহার পুস্তকের উপস্বত্বহিসাবে, যাহা দিতাম, তাহা রহিত করিয়াছি, এবং তাঁহাদিগকে ঐ পুস্তক ছাপাইতে দিতেছি না; যোগেন্দ্রনাথ বাবু, কোন বিবেচনায়, দীননাথ বাবুর নিকট, এরূপ অলীক নির্দ্দেশ করিলেন, বলিতে পারি না। তর্কালঙ্কারের পরিবার, পুস্তকের উপস্বত্ব উপলক্ষে, আমার নিকট কখনও কোনও দাবি করেন নাই, এবং আমিও, পুস্তকের উপস্বত্ব বলিয়া, তাঁহাদিগকে কখনও কিছু দিই নাই। আর তাঁহারা ঐ পুস্তক ছাপাইতে চাহেন, আমার নিকট কখনও এরূপ কথার উত্থাপন হয় নাই। এমন স্থলে, আমি পুস্তকের উপস্বত্বদান রহিত করিয়াছি, এবং পুস্তক ছাপাইতে দিতেছি না, ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে, মহামতি যোগেন্দ্রনাথ বাবু ব্যতীত অন্যের তাহা বুঝিবার অধিকার নাই। ফলকথা এই, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর এই নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ অলীক ও কপোলকল্পিত। তিনি, তর্কালঙ্কারের মধ্যমা কন্যা কুন্দমালার নাম করিয়া, আমার নিকটে, ভিক্ষাস্বরূপ, শিশুশিক্ষা প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে, কখনও, কোনও সূত্রে, কোনও আকারে, শিশুশিক্ষার কোনও উল্লেখ হয় নাই।

যাহা হউক, দীননাথ বাবুর পত্র পাইয়া, আমি সাতিশয় উদ্বিগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। শ্যামাচরণ বাবুও, পত্রার্থ অবগত হইয়া, অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে, ইহার তিন চারি দিন পরেই, তর্কালঙ্কারের পত্র হস্তগত হইল। পত্রপাঠ করিয়া, সমস্ত বিষয় আমার ও শ্যামাচরণ বাবুর স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। সে বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

সালিস মহাশয়েরা হিসাব নিকাসে প্রবৃত্ত হইলে, আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম, আপনাদিগকে দুই প্রকার হিসাব করিতে হইবেক; প্রথম এই, অন্যান্য পুস্তকের ন্যায়, আমাদের উভয়ের রচিত পুস্তকের ছাপার খরচ ধরিয়া লইয়া, ছাপাখানার হিসাব করিতে হইবেক; দ্বিতীয় এই, আমাদের রচিত পুস্তকের, ছাপার ও বিক্রয়ের খরচ বাদে, যে মুনাফা থাকিবেক, তাহার স্বতন্ত্র হিসাব করিতে হইবেক। ছাপাখানার মুনাফায় উভয়ে তুল্যাংশভাগী হইব; এবং, ছাপার ও বিক্রয়ের খরচ বাদে, কাপিরাইট হিসাবে, আমরা স্ব স্ব পুস্তকের উপস্বত্ব পাইব। শ্যামাচরণ বাবু পত্রদ্বারা তর্কালঙ্কারকে এই বিষয়

এবং আর কতিপয় বিষয় জানাইলে, তর্কালঙ্কার তদুত্তরে এ বিষয়ে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান,—

"Copyright বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছ তদ্বিষয়ে কয়েক কথা বক্তব্য আছে, আমি যে পর্য্যন্ত ছাপাখানার কার্য্য করিয়াছিলাম তৎকাল পর্য্যন্ত কাপিরাইটের কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত ছিল না, এবং আমার যেন এইরূপ স্মরণ হইতেছে, বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল হইলেন তখনি মৃত মহাত্মা বীটন সাহেব তাঁহাকে ছাপাখানার ব্যবসায় বিষয়ক কি Hint দিয়াছিলেন অথবা দত্তবংশীয়েরা তাহার উপর কোন কলঙ্কারোপ না করিতে পারে এই বিবেচনা করিয়া ফলে আমার সে কথা ঠিক স্মরণ পড়িতেছে না, বিদ্যাসাগর ভায়া ছাপাখানার অংশীদার থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি আর ছাপাখানার অংশ গ্রহণ করিবেন না, যে সকল পুস্তক তিনি রচনা করিয়া দিবেন, তাহার কাপিরাইট্ তিনি লইবেন, তদ্ভিন্ন অন্যান্য উপস্বত্বের ভাজন আমাকে করিবেন এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ফলে বিদ্যাসাগরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি তাহার সবিস্তার বৃত্তান্ত তোমাদিগে জানাইতে পারিবেন, অতএব উক্ত সময় হইতে কাপিরাইটের হিসাব করা উচিত হয়, তাহার পূর্ব্বে যে কথা ছিল না ও হয় নাই, সে কথার নূতন প্রসঙ্গ করা উচিত হয় না।"

তর্কালঙ্কারের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, সালিস মহাশয়েরা আমায় জিজ্ঞাসিলেন, এক্ষণে আমরা কিরূপ করিব, বল। আমি বলিলাম, তর্কালঙ্কার যেরূপ বলিতেছেন, তাহা, আমার বিবেচনায়, কোনও মতে, সঙ্গত ও ন্যায়ানুগত নহে। কিন্তু তাহাতে আপত্তি করিতে গেলে, কার্য্য শেষ হইবার পক্ষে, অনেক বিলম্ব ঘটিবেক। যত সত্বর হয়, তর্কালঙ্কারের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব রহিত হওয়া আমার সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। অতএব, আপনারা, তদীয় অভিপ্রায় অনুসারেই, সত্বর, কার্য্য শেষ করিয়া দিউন। তখন তাঁহারা বলিলেন, তবে তর্কালঙ্কার যে সময় হইতে কাপিরাইটের হিসাব করা উচিত হয় বলিতেছেন, তাহার পূর্ব্বে যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছিল, তাহার একটি ফর্দ্দ, আর তাহার পরে যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহার একটি ফর্দ্দ করিয়া দাও। আমি দুইটি ফর্দ্দ করিয়া দিলাম। প্রথম ফর্দ্দে তর্কালঙ্কারের উল্লিখিত সময়ের পূর্ব্বে লিখিত পুস্তকের, দ্বিতীয় ফর্দ্দে ঐ সময়ের পরে লিখিত পুস্তকের বিবরণ রহিল। তর্কালঙ্কারের অভিপ্রায় অনুসারে, প্রথমফর্দ্দনির্দ্দিষ্ট পুস্তক গুলি (১) ছাপাখানার সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত

(১) তর্কালঙ্কারের লিখিত শিশুশিক্ষা তিন ভাগ; আমার লিখিত বেতালপঞ্চবিংশতি, বাঙ্গালার ইতিহাস, জীবনচরিত, বোধোদয়, উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠ তিন ভাগ।

হইল ; সুতরাং, ঐ সমস্ত পুস্তকের উপস্বত্ব ছাপাখানার উপস্বত্বের অন্তর্ভূর্ত হইয়া গেল। এই সমবেত উপস্বত্বে উভয়ে তুল্যাংশভাগী হইয়াছিলাম।

আমি, তর্কালঙ্কারের পত্র লইয়া, প্রথমতঃ, অনরবল জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয়ের নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং সবিশেষ সমস্ত তাঁহার গোচর করিলাম। তিনি, তর্কালঙ্কারের পত্র পাঠ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তর্কালঙ্কার যে সময় হইতে কাপিরাইটের হিসাব করা উচিত হয় বলিতেছেন, তাঁহার শিশুশিক্ষা তাহার পূর্ব্বে অথবা পরে লিখিত। আমি বলিলাম, শিশুশিক্ষা তাহার বহু বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, তর্কালঙ্কারের মীমাংসা অনুসারে, শিশুশিক্ষা ছাপাখানার সম্পত্তি হইয়াছে ; সে বিষয়ে তদীয় উত্তরাধিকারীদের আর দাবি করিবার অধিকার নাই ; আপনি সেজন্য উদ্বিগ্ন হইবেন না। এইরূপে আশ্বাসিত ও অভয় প্রাপ্ত হইয়া, আমি বাবু দীননাথ বসু উকীলের নিকটে উপস্থিত হইলাম ; এবং, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিয়া, তর্কালঙ্কারের পত্র খানি তাঁহার হস্তে দিলাম। পত্র পাঠ করিয়া, এবং বারংবার জিজ্ঞাসা দ্বারা সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, দীননাথ বাবু, কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ভাবে, কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ; অনন্তর আমায় বলিলেন, যোগেন্দ্রনাথ বাবু যে এরূপ চরিত্রের লোক, তাহা আমি জানিতাম না। আপনি তর্কালঙ্কারের পরিবারকে তদীয় পুস্তকের উপস্বত্ব হিসাবে যাহা দিতেন, তাহা রহিত করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে ঐ পুস্তক ছাপাইতে দিতেছেন না, আমার নিকটে এরূপ অলীক নির্দ্দেশ করা, তাঁহার মত সুশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে, নিতান্ত অনুচিত কার্য্য হইয়াছে ; আর, আমিও, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া, আপনাকে ওরূপ পত্র লিখিয়া, নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন। তৎপরে তিনি আমায় বলিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন ; এজন্য আর আপনকার উদ্বিগ্ন হইবার কোনও কারণ দেখিতেছি না। তর্কালঙ্কারের মীমাংসা অনুসারে, তদীয় পরিবারের শিশুশিক্ষায় আর অধিকার নাই। আমি যোগেন্দ্রনাথ বাবুকে এ বিষয়ে নিরস্ত হইতে বলিব, এবং তিনি যেরূপ বলেন, তাহা আপনাকে জানাইব।

এইরূপে উভয় স্থানে অভয় প্রাপ্ত হইয়া, আমি যোগেন্দ্রনাথ বাবুকে, নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, পটোলডাঙ্গার শ্যামাচরণ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইতে বলিয়া পাঠাইলাম। যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যোগেন্দ্রনাথ বাবু এবং তর্কালঙ্কারের শ্যালক শ্রীযুত বাবু রামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায়, উভয়ে উপস্থিত আছেন। তাঁহাদিগকে তর্কালঙ্কারের পত্র দেখাইলাম। পত্র পাঠ করিয়া, যোগেন্দ্রনাথ বাবু, বিষণ্ণ বদনে,

মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; কিয়ৎ ক্ষণ পরে আমায় বলিলেন, তবে আপনি দয়া করিয়া যেরূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, সেইরূপই দেন। আমি বলিলাম, তুমি কুন্দমালার নাম করিয়া প্রার্থনা করাতে, আমি, দ্বিরুক্তি না করিয়া, পুস্তক তিন খানি দিতে সম্মত হইয়াছিলাম। কিন্তু তৎপরে তোমরা যে ফেসাৎ উপস্থিত করিয়াছ, তাহাতে আর আমার দয়া করিবার ইচ্ছাও নাই, আবশ্যকতাও নাই। তোমরা উকীলের চিঠি দিয়াছ, নালিসের ভয় দেখাইয়াছ, এবং, আমি ফাঁকি দিয়া পরের সম্পত্তি ভোগ করিতেছি বলিয়া, নানা স্থানে আমার কুৎসা করিয়াছ। আমাদের দেশের লোক নিরতিশয় পরকুৎসাপ্রিয়; তোমার মুখে আমার কুৎসা শুনিয়া, সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন; এবং, তত্ত্বানুসন্ধানে বিমুখ হইয়া, আমার কুৎসাকীর্ত্তন করিয়া, বিলক্ষণ আমোদ করিতেছেন। এমন স্থলে, আর আমার দয়া করিতে প্রবৃত্তি হইবেক কেন? তবে কুন্দমালাকে বলিবে, আমি তাহাকে, মাস মাস, যে দশ টাকা দিতেছি, অনেকে, তোমাদের আচরণদর্শনে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া, তাহা রহিত করিবার নিমিত্ত আমায় পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু কুন্দমালা নিতান্ত অনাথা; আর, আমি যত দূর বুঝিতে পারিতেছি, এ বিষয়ে তাহার কোনও অপরাধ নাই। এজন্য, আমি তাহাকে মাস মাস যে দশ টাকা দিতেছি, তাহা দিব, কদাচ তাহা রহিত করিব না। এই বলিয়া, আমি তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া গেলাম।

ইহার কিছু দিন পরে, বাবু দীননাথ বসু উকীলের নিকট হইতে নিম্নদর্শিত পত্র পাইয়াছিলাম।

"পরমপূজনীয় শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর

ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীচরণেষু

প্রণাম শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ।—

মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবার পরেই ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জামাতা আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে সকল কথা কহাতে অনেক বাদানুবাদের পর তেঁহ অত্র বিষয় সালিস দ্বারা নিষ্পত্য করা ভাল বলিয়া প্রকাশ করাতে আমি তাঁহাকে তদ্বিষয় ধার্য্য ও তাহাতে আপনকার কিরূপ অভিরুচি হয় তাহা জানিবার কথা কহাতে তিনি তাহার স্থির করিয়া আমাকে কহিবেন বলিয়া যান। তদবধি আমি তাহার কোন সংবাদ না পাওয়ায় অত্র বিষয়ে কোন উত্তেজনা করি নাই। আমার নিজ মঙ্গল মহাশয়ের শারীরিক কুশলসংবাদে তুষ্ট রাখিবেন। ইহা নিবেদনেতি তারিখ ২৬ জ্যৈষ্ঠ।

সেবক শ্রীদীননাথ দাস বসু।

মোঃ বাগবাজার।"

যোগেন্দ্রনাথ বাবু সালিস দ্বারা নিষ্পত্তির কথা আমার নিকটে উপস্থিত করেন নাই। বোধ হয়, তর্কালঙ্কারের পত্র দেখিয়া, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এ বিষয়ে নালিস অথবা সালিস দ্বারা নিষ্পত্তির চেষ্টা করিলে, ইষ্টসিদ্ধির কোনও সম্ভাবনা নাই; এই জন্যই, হতোৎসাহ হইয়া, আমার নিকটে সালিস দ্বারা নিষ্পত্তির প্রস্তাব উপস্থিত না করিয়া, "তবে আপনি দয়া করিয়া যেরূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, সেইরূপই দেন," এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহার পর, যোগেন্দ্রনাথ বাবু, অথবা তর্কালঙ্কার-পরিবারের অন্য কোনও হিতৈষী আত্মীয়, আমার নিকটে, আর কখনও, কোনও আকারে, শিশুশিক্ষা সংক্রান্ত কোনও কথার উত্থাপন করেন নাই।

যোগেন্দ্রনাথ বাবু, শ্বশুরপরিবারের হিতসাধনবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, আমার পক্ষে যাদৃশ ভদ্রতাপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দর্শিত হইল। তিনি, শ্বশুরের গৌরববর্দ্ধনবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, আমার পক্ষে যাদৃশ ভদ্রতাপ্রকাশ করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শনার্থ, বেতাল-পঞ্চবিংশতির দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত হইতেছে।

"১৯০৩ সংবতে, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রথম প্রচারিত হয়। ২৫ বৎসর অতীত হইলে, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা, শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., তদীয় জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—

> "বিদ্যাসাগরপ্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে"।

যোগেন্দ্রনাথ বাবু, কি প্রমাণ অবলম্বন পূর্ব্বক, এরূপ অপ্রকৃত কথা লিখিয়া প্রচারিত করিলেন, বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি, বেতালপঞ্চবিংশতি মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে, শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলাম। শুনাইবার অভিপ্রায় এই যে, কোনও স্থল অসঙ্গত বা অসংলগ্ন বোধ হইলে, তাঁহারা স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন; তদনুসারে, আমি সেই সেই স্থল সংশোধিত করিব। আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, কোনও কোনও উপাখ্যানে একটি স্থলও তাঁহাদের অসঙ্গত বা অসংলগ্ন বোধ হয় নাই; সুতরাং সেই সেই উপাখ্যানের কোনও স্থলেই কোনও প্রকার পরিবর্ত্ত করিবার আবশ্যকতা ঘটে নাই। আর, যে সকল উপাখ্যানে তাঁহারা তদ্রূপ

অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সেই উপাখ্যানে, স্থানে স্থানে, দুই একটি শব্দ মাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিদ্যারত্ন ও তর্কালঙ্কার ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই করেন নাই। সুতরাং, বেতালপঞ্চবিংশতি তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর এই নির্দ্দেশ কোনও মতে সঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হয় নাই। শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। তিনি এক্ষণে সংস্কৃত কালেজে সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক। এ বিষয়ে, তিনি আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে যে পত্র লিখিয়াছেন, ঐ উত্তরপত্র, আমার জিজ্ঞাসাপত্রের সহিত, নিম্নে নিবেশিত হইতেছে।

"অশেষগুণাশ্রয়

শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভ্রাতৃ প্রেমাস্পদেষু

সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্

তুমি জান কি না বলিতে পারি না, কিছু দিন হইল, সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "বিদ্যাসাগরপ্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।" বেতালপঞ্চবিংশতি সম্প্রতি পুনরায় মুদ্রিত হইতেছে। যোগেন্দ্রনাথ বাবুর উক্তি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তাহা ব্যক্ত করিব, স্থির করিয়াছি। বেতালপঞ্চবিংশতির সংশোধন বিষয়ে তর্কালঙ্কারের কত দূর সংস্রব ও সাহায্য ছিল, তাহা তুমি সবিশেষ জান। যাহা জান, লিপি দ্বারা আমায় জানাইলে, অতিশয় উপকৃত হইব। তোমার পত্র খানি, আমার বক্তব্যের সহিত, প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় আছে, জানিবে ইতি।

কলিকাতা। ত্বদেকশর্ম্মশর্ম্মণঃ

১০ই বৈশাখ, ১২৮৩ সাল। শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ"

"পরমশ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়

জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপ্রতিমেষু

শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. প্রণীত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত গ্রন্থে বেতালপঞ্চবিংশতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তিনি

লিখিয়াছেন, "বিদ্যাসাগরপ্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থ গুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।" এই কথা নিতান্ত অলীক ও অসঙ্গত; আমার বিবেচনায়, এরূপ অলীক ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া প্রচার করা যোগেন্দ্র নাথ বাবুর নিতান্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে।

এতদ্বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত এই—আপনি, বেতালপঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া, আমাকে ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। তদনুসারে স্থানে স্থানে দুই একটি শব্দ পরিবর্ত্তিত হইত। বেতালপঞ্চবিংশতি বিষয়ে, আমার অথবা তর্কালঙ্কারের, এতদতিরিক্ত কোন সংস্রব বা সাহায্য ছিল না।

আমার এই পত্র খানি মুদ্রিত করা যদি আবশ্যক বোধ হয়, করিবেন, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি ইতি।

কলিকাতা। সোদরাভিমানিনঃ
১২ই বৈশাখ, ১২৮৩ সাল। শ্রীগিরিশচন্দ্রশর্ম্মণঃ"

যোগেন্দ্রনাথ বাবু স্বীয় শ্বশুরের জীবনচরিত পুস্তকে, আমার সংক্রান্ত যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই এইরূপ অমূলক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আর একটি স্থল প্রদর্শিত হইতেছে। তিনি ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হইল। এরূপ শুনিতে পাই, বেথুন তর্কালঙ্কারকে এই পদ গ্রহণে অনুরোধ করেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে ঐ পদের যোগ্য বলিয়া বেথুনের নিকট আবেদন করায়, বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই ঐ পদে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তর্কালঙ্কারের ন্যায় সদাশয় উদারচরিত ও বন্ধুহিতৈষী ব্যক্তি অতি কম ছিলেন। হৃদয়ের বন্ধুকে আপন অপেক্ষা উচ্চতর পদে অভিষিক্ত করিয়া তর্কালঙ্কার বন্ধুত্বের ও ঔদার্য্যের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।"

গ্রন্থকর্ত্তার অলৌকিক কল্পনাশক্তি ব্যতীত এ গল্পটির কিছুমাত্র মূল নাই। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সালে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হয়েন; ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের নবেম্বর মাসে, মুরশিদাবাদের জজ পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া, সংস্কৃত কালেজ হইতে প্রস্থান করেন। তর্কালঙ্কারের নিয়োগ সময়েও, যিনি (বাবু রসময় দত্ত) সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তর্কালঙ্কারের প্রস্থান সময়েও, তিনিই (বাবু রসময় দত্ত) সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ফলতঃ, তর্কালঙ্কার যত দিন

সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় মধ্যে, এক দিনের জন্যেও, ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষের পদ শূন্য হয় নাই। সুতরাং, সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়াতে, বেথুন সাহেব মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে উদ্যত হইলে, তর্কালঙ্কার, ঔদার্য্যগুণের আতিশয্য বশতঃ, আমাকে ঐ পদের যোগ্য বিবেচনা করিয়া, ও বন্ধুস্নেহের বশীভূত হইয়া, বেথুন সাহেবকে আমার জন্য অনুরোধ করাতে, আমি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, ইহা কি রূপে সম্ভবিতে পারে, তাহা মহামতি যোগেন্দ্র নাথ বাবুই বলিতে পারেন।

আমি যে সূত্রে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত হই, তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত এই—মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া, মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। শিক্ষাসমাজের তৎকালীন সেক্রেটারি, শ্রীযুত ডাক্তর মোয়েট সাহেব, আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। (১) আমি, নানা কারণ দর্শাইয়া, প্রথমতঃ অস্বীকার করি। পরে, তিনি সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে, আমি বলিয়াছিলাম, যদি শিক্ষাসমাজ আমাকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দেন, তাহা হইলে আমি এই পদ স্বীকার করিতে পারি। তিনি আমার নিকট হইতে ঐ মর্ম্মে একখানি পত্র লেখাইয়া লয়েন। তৎপরে, ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে, আমি সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হই। আমার এই নিয়োগের কিছু দিন পরে, বাবু রসময় দত্ত মহাশয় সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা পদ পরিত্যাগ করেন। সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান অবস্থা, ও উত্তরকালে কিরূপ ব্যবস্থা করিলে, সংস্কৃত কালেজের উন্নতি হইতে পারে, এই দুই বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত, আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হয়। তদনুসারে আমি রিপোর্ট সমর্পণ করিলে, ঐ রিপোর্ট দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া, শিক্ষাসমাজ আমাকে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা কার্য্য, সেক্রেটারি ও আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি, এই দুই ব্যক্তি দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছিল; ঐ দুই পদ রহিত হইয়া, প্রিন্সিপালের পদ নূতন সৃষ্ট হইল। ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে, আমি সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলাম।

যোগেন্দ্রনাথ বাবুর কল্পিত গল্পটির মধ্যে, "এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয়," এই কথাটি লিখিত আছে। যাঁহারা, বহু কাল অবধি, সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত আছেন, অথবা যাঁহারা

(১) এই সময়ে আমি ফোর্টউইলিয়ম কালেজে হেড রাইটর নিযুক্ত ছিলাম।

কোনও রূপে সংস্কৃত কালেজের সহিত কোনও সংস্রব রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কখনও এরূপ জনশ্রুতি কর্ণগোচর করেন নাই। যাহা হউক, যদিই দৈবাৎ ঐরূপ অসম্ভব জনশ্রুতি, কোনও সূত্রে, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর কর্ণগোচর হইয়াছিল, ঐ জনশ্রুতি অমূলক অথবা সমূলক, ইহার পরীক্ষা করা তাঁহার আবশ্যক বোধ হয় নাই। আবশ্যক বোধ হইলে, অনায়াসে তাঁহার সংশয়চ্ছেদন হইতে পারিত; কারণ, আমার নিয়োগবৃত্তান্ত সংস্কৃত কালেজ সংক্রান্ত তৎকালীন ব্যক্তিমাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। যোগেন্দ্রনাথ বাবু সংস্কৃত কালেজের ছাত্র; যে সময়ে তিনি আমার নিয়োগের উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন, বোধ হয়, তখনও তিনি সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। যদি, সবিশেষ জানিয়া, যথার্থ ঘটনার নির্দ্দেশ করা তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, আমার নিয়োগ সংক্রান্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত তাঁহার অপরিজ্ঞাত থাকিত না।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সালে, পূজ্যপাদ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন।(১) আমি, বিশিষ্ট হেতু বশতঃ, অধ্যাপকের পদগ্রহণে অসম্মত হইয়া, মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ অনুরোধ করি।(২) তদনুসারে, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঐ পদে নিযুক্ত হয়েন। এই প্রকৃত বৃত্তান্তটির সহিত, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর কল্পিত গল্পটির, বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দৃশ্যমান হইতেছে।”

আমি তর্কালঙ্কারের সংস্রবত্যাগে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলে, তিনি পটোলডাঙ্গার শ্যামাচরণ বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়ৎ অংশ উদ্ধৃত হইতেছে। এই উদ্ধৃত অংশ দৃষ্টিগোচর করিলে, আমি ও তর্কালঙ্কার, এ উভয়ের চাকরী বিষয়ে পরস্পর কিরূপ সম্পর্ক, তাহা অনায়াসে যোগেন্দ্রনাথ বাবুর হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবেক।

> “ভ্রাতঃ! ক্রমশঃ পদোন্নতি ও এই ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটী পদপ্রাপ্তি যে কিছু বল, সকলি বিদ্যাসাগরের সহায়তা বলে হইয়াছে, অতএব তিনি যদি আমার প্রতি এত বিরূপ ও বিরক্ত হইলেন তবে আর আমার এই চাকরি করায় কাজ নাই, আমার এখনি ইহাতে ইস্তাফা দিয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত হয়। শ্যাম হে! কি বলিব ও কি লিখিব, আমি এই সবডিভিজনে আসিয়া অবধি যেন মহাসাপবাধীব ন্যায নিতান্ত ম্লান ও স্ফূর্ত্তিহীনচিত্তে কর্ম্মকাজ

(১) এই সময়ে, আমি সংস্কৃত কালেজে আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত ছিলাম।

(২) এই সময়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার কৃষ্ণনগর কালেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

করিতেছি, অথবা আমার অসুখের ও মনোগ্লানির পরিচয় আর কি মাথা মুণ্ড জানাইব, আমার বাল্যসহচর, একহৃদয়, অমায়িক, সহোদরাধিক, পরম বান্ধব বিদ্যাসাগর আজি ৬ ছয় মাস কাল হইতে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে নাই, আমি কেবল জীবন্মৃতের ন্যায় হইয়া আছি। শ্যাম! তুমি আমাব সকল জান, এই জন্যে তোমাব নিকট এত দুঃখের পরিচয় পাড়িলাম।"

'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াসে'-এর ভূমিকায় প্রকাশিত কয়েকটি পত্রের অবিকল প্রতিলিপি অনাবশ্যকবোধে মুদ্রিত হইল না।

সংস্কৃত রচনা

[১২৯৬ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে]

যৎকালে, আমি কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতাম, উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে, মধ্যে মধ্যে, গদ্যে ও পদ্যে, সংস্কৃতরচনা করিতে হইত। সংস্কৃত রচনায় প্রবৃত্ত হইতে আমার, কোনও মতে, সাহস হইত না; এজন্য, ঐ রচনার সময় উপস্থিত হইলে, আমি পলায়ন করিতাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমরা সংস্কৃত ভাষায় রীতিমত রচনা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যদি কেহ সংস্কৃত ভাষায় কিছু লিখিতেন, ঐ লিখিত সংস্কৃত প্রকৃত সংস্কৃত বলিয়া, আমার প্রতীতি হইত না। এজন্য, আমি, সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিতে, কদাচ অগ্রসর হইতাম না।

১৮৩৮ খৃষ্টীয় শাকে, এই নিয়ম হয়, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত, এই তিন উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে, বার্ষিক পরীক্ষার সময়ে, গদ্যে ও পদ্যে, সংস্কৃতরচনা করিতে হইবেক; যাহার রচনা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবেক, সে, গদ্যে এক শত টাকা, ও পদ্যে এক শত টাকা, পারিতোষিক পাইবেক। এক দিনেই উভয়বিধ রচনার নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়; দশটা হইতে একটা পর্য্যন্ত গদ্যরচনা, একটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত পদ্যরচনা। গদ্যপদ্যপরীক্ষার দিবসে, দশটার সময়ে, সকল ছাত্র, পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হইয়া, লিখিতে আরম্ভ করিলেন। অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক, পূজ্যপাদ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় আমায় অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি, পরীক্ষাস্থলে আমায় অনুপস্থিত দেখিয়া, বিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ চিরস্মরণীয় কাপ্তেন জি. টি. মার্শল মহোদয়কে বলিয়া, বলপূর্ব্বক আমায় তথায় লইয়া গিয়া, এক স্থানে বসাইয়া দিলেন। আমি বলিলাম, আপনি জানেন, সংস্কৃত রচনায় প্রবৃত্ত হইতে আমার, কোনও মতে, সাহস হয় না; অতএব, কি জন্যে, আপনি আমায় এখানে আনিয়া বসাইলেন। তিনি বলিলেন, যাহা পার, কিছু লিখ; নতুবা, সাহেব অতিশয় অসন্তুষ্ট হইবেন। আমি বলিলাম, আর সকলে দশটার সময় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে; এখন এগারটা বাজিয়াছে; এই অল্প সময়ে, আমি কত লিখিতে পারিব। এই কথা শুনিয়া, সাতিশয় বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া, তিনি, যা ইচ্ছা কর, বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সত্যকথনের মহিমা গদ্যরচনার বিষয় ছিল। আমি, এগারটা হইতে বারটা পর্য্যন্ত, বসিয়া রহিলাম, কিছুই লিখিতে পারিলাম না। পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয়, আমি কি করিতেছি, দেখিতে আসিলেন; এবং, কিছুই না লিখিয়া, বিষণ্ণ বদনে, বসিয়া আছি, ইহা দেখিয়া, নিরতিশয় রোষপ্রকাশ করিলেন। আমি বলিলাম, মহাশয়, কি লিখিব,

কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তিনি বলিলেন, সত্যং হি নাম, এই বলিয়া আরম্ভ কর। তদীয় আদেশ অনুসারে, সত্যং হি নাম, এই আরম্ভ করিয়া, অনেক ভাবিয়া, এক ঘণ্টায়, অতি কষ্টে, কতিপয় পংক্তিমাত্র লিখিতে পারিলাম। একটার সময়, নাম স্বাক্ষরিত করিয়া, কাগজ দিলাম। আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, পরীক্ষক মহাশয়েরা, আমার রচনা ও রচনার মাত্রা দেখিয়া, নিঃসন্দেহ, উপহাস করিবেন। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমিই গদ্যরচনার পুরস্কার পাইলাম।

পারিতোষিকবিতরণের পর, পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় আমায় বলিলেন, দেখ, তুমি, কোনও মতে, রচনার পরীক্ষা দিতে সম্মত ছিলে না। আমি, পীড়াপীড়ি করিয়া, পরীক্ষা দিতে বসাইয়াছিলাম, তাহাতেই তুমি এক শত টাকা পারিতোষিক পাইলে। তোমার রচনা দেখিয়া, সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অতঃপর, রচনা বিষয়ে আর তুমি পরাঙ্মুখ হইও না। এই সকল কথা শুনিয়া, আমার কিঞ্চিৎ সাহস ও উৎসাহ হইল। তৎপরে, আর আমি, রচনা বিষয়ে, পরাঙ্মুখ হইতাম না। প্রথম বৎসর গদ্যরচনার, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসর পদ্যরচনার, পারিতোষিক পাইয়াছিলাম। এই তিন রচনা যথাক্রমে মুদ্রিত হইতেছে।

সত্যং হি নাম মানবানাং সার্ব্বজনীয়ায়া বিশ্বসনীয়তায়া হেতুঃ। তথাবিধায়াশ্চ বিশ্বসনীয়তায়াঃ ফলমিহ বহুলমুপলভ্যতে। তথাহি যদি নাম কশ্চিৎ সত্যবাদিতয়া বিনিশ্চিতো ভবতি সর্ব্ব এব নিয়তং তদ্‌বচসি সম্যগ্‌ বিশ্বসন্তি। সত্যবাদী হি সততং সজ্জনসংসদি সাতিশয়ং মাননীয়ঃ সবিশেষং প্রশংসনীয়শ্চ ভবতি।

যো হি মিথ্যাবাদী ভবতি ন কোঽপি কদাচিদপি তস্মিন্‌ বিশ্বসিতি। স খলু নিঃসংশয়ং নিরতিশয়ং নিন্দনীয়ো ভবতি ভবতি চ সর্ব্বত্র সর্ব্বথা সর্ব্বেষাং জনানামবজ্ঞাভাজনম্‌।

কিমধিকেন শিশবোঽপি বাললীলাসু যদি কশ্চিন্‌ মিথ্যাবাদিতয়া প্রতীয়মানো ভবতি ভো ভ্রাতরো নানেনাধমেনাস্মাভিঃ পুনর্ব্যবহর্ত্তব্যম্‌ অয়ং খলু মৃষাভাষীত্যাদিকাং গিরমুদ্গিরন্তীত্যলং পল্লবিতেন।

দ্বিতীয় বৎসরে, বিদ্যার প্রশংসা পদ্যরচনার বিষয় ছিল। একটা হইতে চারিটা, এই তিন ঘণ্টা সময়ে, নিম্নমুদ্রিত আটটি মাত্র শ্লোক লিখিতে পারিয়াছিলাম।

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিপুলঞ্চ বিত্তং
চিত্তং প্রসাদয়তি জাড্যমপাকরোতি।

সত্যামৃতং বচসি সিঞ্চতি কিঞ্চ বিদ্যা
বিদ্যা নৃণাং সুরতরুর্ধরণীতলস্থঃ ॥ ১ ॥
বিদ্যা বিকাশয়তি বুদ্ধিবিবেকবীর্য্যং
বিদ্যা বিদেশগমনে সুহৃদদ্বিতীয়ঃ।
বিদ্যা হি রূপমতুলং প্রথিতং পৃথিব্যাং
বিদ্যা ধনং ন নিধনং ন চ তস্য ভাগঃ ॥ ২ ॥
রূপং নৃণাং কতিচিদেব দিনানি নূনং
দেহং বিভূষয়তি ভূষণসন্নিকর্ষাৎ।
বিদ্যাভিধং পুনরিদং সহকারিশূন্যম্
আমৃত্যু ভূষয়তি তুল্যতয়ৈব দেহম্ ॥ ৩ ॥
অন্যানি যানি বিদিতানি ধনানি লোকে
দানেন যান্তি নিধনং নিয়তং নু তানি।
বিদ্যাধনস্য পুনরস্য মহান্ গুণোঽসৌ
দানেন বৃদ্ধিমধিগচ্ছতি যৎ সদেদম্ ॥ ৪ ॥
নৈশ্বর্য্যেণ ন রূপেণ ন বলেনাপি তাদৃশী।
যাদৃশী হি ভবেৎ খ্যাতির্বিদ্যয়া নিরবদ্যয়া ॥ ৫ ॥
দুর্বলোঽপি দরিদ্রোঽপি নীচবংশভবোঽপি সন্
ভাজনং রাজপূজায়া নরো ভবতি বিদ্যয়া ॥ ৬ ॥
বিদ্বৎসভাসু মনুজঃ পরিহীণবিদ্যো
নৈবাদরং ক্বচিদুপৈতি ন চাপি শোভাম্।
হাসায় কেবলমসৌ নিয়তং জনানাং
তজ্জীবিতং বিফলমেব তথাবিধস্য ॥ ৭ ॥
অজ্ঞানখণ্ডনকরী ধনমানহেতুঃ
সৌখ্যাপবর্গফলমার্গনিদেশিনী চ।
সা নঃ সমস্তজগতামভিলাষভূমি-
র্বিদ্যা নিরস্য জড়তাং ধিয়মাদধাতু ॥ ৮ ॥

তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষার সময়ে, মাননীয় বাবু রসময় দত্ত মহাশয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি, অগ্নীধ্র রাজার তপস্যাসংক্রান্ত কতিপয় কথা লিখিয়া দিয়া, আমাদিগকে বলিয়া দেন, এই বিষয়ে শ্লোকরচনা কর। তাঁহার লিখিত কথা গুলি অবলম্বন পূর্ব্বক, নিম্নমুদ্রিত দশটি শ্লোকের মধ্যে, ১।২।৩।৪।৯।১০ এই ছয়টি রচিত হইয়াছিল; আর, ৫।৬।৭।৮ এই চারিটি আমার ইচ্ছা অনুসারে রচিত অতিরিক্ত শ্লোক। এই শ্লোকচতুষ্টয় রসময় বাবুর সাতিশয় প্রীতিপদ হইয়াছিল।

অগ্নীধ্রোনাম ভূমীন্দ্রঃ প্রজারঞ্জনবিশ্রুতঃ।
আরাধয়ৎ সুতাকাঙ্ক্ষী গিরিপ্রস্থে প্রজাপতিম্॥ ১॥
ভগবান্ সোঽথ তজ্জ্ঞাত্বা প্রেষয়ামাস সত্বরম্।
প্রযত্নতঃ পূর্ব্বচিত্তিং নাম কামপি কামিনীম্॥ ২॥
নৃপতিস্তাং সমালোক্য কান্ত্যা ত্রৈলোক্যমোহিনীম্।
শ্লোকানুবাচ কতিচিজ্জড়বন্মোহমাশ্রিতঃ॥ ৩॥
আলীঢ়নীরদচয়ে শিখরৈরুদগ্রৈ-
রুচ্চাবচৈরজগরৈরভিতো বিকীর্ণে।
ক্রব্যাদনৈরগণনৈর্ভয়মাদধানে
কিং নু ব্যবস্যসি মুনীশ্বর ভূধরেঽস্মিন্॥ ৪॥
কোদণ্ডযুগ্মমিদমদ্ভুতমম্বুজাক্ষি
ধৎসে কিমর্থমথবা হরিণোপমানাম্।
বালে বশীকরণবাসনয়া নিতান্তম্
অস্মাদৃশাং হতদৃশামজিতেন্দ্রিয়াণাম্॥ ৫॥
বাণাবিমৌ বিবিধবিভ্রমমন্থরৌ তে
পুঙ্খং বিনাপি রুচিরৌ নিশিতাগ্রভাগৌ।
ধাতুঃ কটাক্ষপতিতায় হতাশ্রয়ায়
কস্মৈ প্রযোক্তুমভিবাঞ্ছসি তন্ন বিদ্মঃ॥ ৬॥
যদ্দৃশ্যতে সুমুখি বিম্বফলং মনোজ্ঞং
মধ্যে সুবর্ণপরিকল্পিতবাগুরায়াঃ।
জানীমহে ন হি করিষ্যতি কস্য যুন-
শ্চেতোবিহঙ্গমশিশোর্বিপুলাং বিপত্তিম্॥ ৭॥

অস্মিন্ নিরাকৃতকলঙ্কশশাঙ্কবিম্বে
নীলাম্বুজন্মযুগলং যদিদং বিভাতি।
মন্যে সুধাংশুমুখি সংবননং বিধাত্রা
লোকত্রয়স্য বিহিতং মহতাদরেণ ॥ ৮ ॥
যুষ্মচ্ছিখাবিগলিতা ললিতা নিতান্তং
শিষ্যা ইমে মুনিবরানুগতা ভবন্তম্।
প্রীতা ভজন্তি বিমলাং কিল পুষ্পবৃষ্টিং
ধর্ম্মব্রতা মুনিসুতা ইব বেদশাখাম্ ॥ ৯ ॥
তস্মাদ্বয়ং ভয়পরিপ্লববুদ্ধয়স্ত্বাম্
অভ্যর্থয়ামহ ইদং চটুলায়তাক্ষি।
উদ্যন্ বিজেতুমবনীং তব বিক্রমোঽয়ম্
অস্মাকমস্তু কুশলায় নিরাশ্রয়াণাম্ ॥ ১০ ॥

সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক, পূজ্যপাদ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে, মধ্যে মধ্যে, পদ্যরচনা করিতে বলিতেন। তদনুসারে, অনেকেই, তাঁহার সমক্ষে বসিয়া, পদ্যরচনা করিতেন। আমি, অক্ষম বলিয়া, পদ্যরচনায় কদাচ প্রবৃত্ত হইতাম না। বার্ষিক পরীক্ষায় রচনার পারিতোষিক পাইবার পর, তিনি বলিলেন, আর আমি তোমার ওজর শুনিব না; অদ্য তোমায় পদ্যরচনা করিতে হইবেক। এই বলিয়া, তিনি পীড়াপীড়ি করাতে, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক, আমায় পদ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। গোপালায় নমোঽস্তু মে, এই চতুর্থ চরণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া, এক ঘণ্টা সময় দিয়া, সকলকে শ্লোকরচনায় নিযুক্ত করিলেন। আমি, পরিহাস করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়, আমরা কোন গোপালের বর্ণনা করিব। এক গোপাল আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন; আর এক গোপাল, বহু কাল পূর্ব্বে, বৃন্দাবনে লীলা করিয়া, অন্তর্হিত হইয়াছেন। এ উভয়ের মধ্যে, কোন গোপালের বর্ণনা আপনকার অভিপ্রেত, স্পষ্ট করিয়া বলুন। পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয়, আমার এই কৌতুককর জিজ্ঞাসাবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, হাস্যপূর্ণ বদনে বলিলেন, বৃন্দাবনের গোপালের বর্ণনা কর। তিনি এক ঘণ্টা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন; ঐ এক ঘণ্টায়, আমি পাঁচটির অধিক শ্লোক লিখিতে পারিলাম না। তিনি, শ্লোক পাঁচটি দৃষ্টিগোচর করিয়া, সাতিশয় সন্তোষপ্রকাশ

করিলেন। তদ্দর্শনে, আমার, যার পর নাই, আহ্লাদ ও উৎসাহবৃদ্ধি হইল। সেই পাঁচটি শ্লোক এই—

যশোদানন্দকন্দায় নীলোৎপলদলশ্রিয়ে।
নন্দগোপালবালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥ ১ ॥
ধেনুরক্ষণদক্ষায় কালিন্দীকূলচারিণে।
বেণুবাদনশীলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥ ২ ॥
ধৃতপীতদুকূলায় বনমালাবিলাসিনে।
গোপস্ত্রীপ্রেমলোলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥ ৩ ॥
বৃষ্ণিবংশবতংসায় কংসধ্বংসবিধায়িনে।
দৈতেয়কুলকালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥ ৪ ॥
নবনীতৈকচৌরায় চতুর্ব্বর্গৈকদায়িনে।
জগদ্ভাণ্ডকুলালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥ ৫ ॥

পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয়, প্রতি বৎসর, বিলক্ষণ সমারোহে, সরস্বতীপূজা করিতেন। যাঁহারা তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছেন, অথবা করিতেছেন, সেই সকল ছাত্র, অর্থাৎ সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত, এই পাঁচ শ্রেণীর ছাত্রবর্গ, তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রিত হইতেন। আমরা, পূজার দিন, তাঁহার বাটীতে, দুই বেলা উত্তম আহার পাইতাম, বিকালে ও রাত্রিতে গান শুনিতাম। ফলতঃ, সে দিন আমাদের নিরতিশয় আমোদে অতিবাহিত হইত। পূজার পূর্ব্ব দিন, তিনি উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে পদ্যে সরস্বতীর বর্ণনা করিতে বলিতেন। আমি কখনই সম্মত হইতাম না; তাঁহার পীড়াপীড়িতে, এক বার মাত্র, এক শ্লোকে সরস্বতীর বর্ণনা করিয়াছিলাম। শ্লোকটি দেখিয়া, পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয় আহ্লাদে পুলকিত হইয়াছিলেন, এবং, অনেককে ডাকাইয়া আনিয়া, স্বয়ং পাঠ করিয়া, শ্লোকটি শুনাইয়াছিলেন। ঐ কৌতুককর শ্লোকটি নিম্নে মুদ্রিত হইতেছে।

লূচী কচুরী মতিচূর শোভিতং
জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম্ ॥

১৮৪২ খৃষ্টীয় শাকে, রবর্ট কষ্ট নামে, একটি সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব সিবিলিয়ান ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। আমি, সেই সময়ে, ঐ কালেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ হইলে, তিনি, মধ্যে মধ্যে, কালেজে আসিয়া, আমার সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, বিদ্বান, সুশীল, ও সৎস্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া, আমি সাতিশয় সুখী হইতাম। এক দিন, তিনি, বিলক্ষণ আগ্রহপ্রদর্শন পূর্ব্বক, সবিশেষ অনুরোধ করিয়া, আমায় বলিলেন, যদি তুমি, আমার বিষয়ে, সংস্কৃতভাষায় শ্লোকরচনা করিয়া দাও, তাহা হইলে, আমি অতিশয় আহ্লালিত হই। তদীয় অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহাকে কিয়ৎ ক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া, আমি নিম্নমুদ্রিত শ্লোকদ্বয় তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি, শ্লোক লইয়া, প্রফুল্ল চিত্তে, প্রস্থান করিলেন।

শ্রীমান্ রবর্ট কষ্টোঽস্য বিদ্যালয়মুপাগতঃ।
সৌজন্যপূর্ণৈরালাপৈর্নিতরাং মামতোষয়ৎ ॥ ১ ॥
স হি সদ্‌গুণসম্পন্নঃ সদাচাররতঃ সদা।
প্রসন্নবদনো নিত্যং জীবত্বব্দশতং সুখী ॥ ২ ॥

পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া, শ্রীযুত রবর্ট কষ্ট পঞ্জাব অঞ্চলে নিযুক্ত হয়েন, এবং, বহু বৎসর কর্ম্ম করিয়া, স্বদেশে প্রতিগমন করেন। প্রস্থানের পূর্ব্বে, এক দিন, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তিনি বলিলেন, আমি স্বদেশে যাইতেছি, আর এ দেশে আসিব না; সুতরাং, তোমার সহিত এই আমার শেষ সাক্ষাৎকার। কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথনের পর, তিনি বলিলেন, যদি তোমার, পূর্ব্বের মত, শ্লোকরচনার অভ্যাস থাকে, তাহা হইলে, আমার বিষয়ে, কল্য কতিপয় শ্লোক পাঠাইলে, আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইব। তদনুসারে, যে পাঁচটি শ্লোক রচিত ও তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইতেছে।

দোষৈর্বিনাকৃতঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বৈরাসেবিতো গুণৈঃ।
কৃতী সর্ব্বাসু বিদ্যাসু জীয়াৎ কষ্টো মহামতিঃ ॥ ১ ॥
দয়াদাক্ষিণ্যমাধুর্য্যগাম্ভীর্য্যপ্রমুখা গুণাঃ।
নয়বর্ত্মরতে নূনং রমন্তেঽস্মিন্ নিরন্তরম্ ॥ ২ ॥

সদা সদালাপরতের্নিত্যং সৎপথবর্ত্তিনঃ।
সর্ব্বলোকপ্রিয়স্যাস্য সম্পদস্তু সদা স্থিরা ॥ ৩
অস্য প্রশান্তচিত্তস্য সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মপ্রবীণস্য কীর্ত্তিরায়ুশ্চ বর্দ্ধতাম্ ॥ ৪ ॥
বিদ্যাবিবেকবিনয়াদিগুণৈরুদারৈ-
র্নিঃশেষলোকপরিতোষকরশ্চিরায়।
দূরং নিরস্তখলদুর্ব্বচনাবকাশঃ
শ্রীমান সদা বিজয়তাং স্নু রবর্ট কষ্টঃ ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বপ্রদর্শিত প্রকারে, সংস্কৃত রচনা বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহস ও উৎসাহ জন্মিলে, আমি, সময়ে সময়ে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, কোনও কোনও বিষয়ে, শ্লোকরচনা করিতাম। তন্মধ্যে মেঘবিষয়ে যে দশটি শ্লোক রচিত হইয়াছিল, নিম্নে মুদ্রিত হইতেছে।

প্রায়ঃ সহায়যোগাৎ সম্পদমধিকর্ত্তুমীশতে সর্ব্বে।
জলদাঃ প্রাবৃড়পায়ে পরিহীয়ন্তে শ্রিয়া নিতরাম্ ॥ ১ ॥
কিং নিম্নগা জলদমণ্ডলবর্জ্জিতেন
তোয়েন বৃদ্ধিমুপগন্তুমধীশতে তাম্।
ন স্যাদজস্রগলিতং যদি পান্থযূনাং
সাহায়কায় কিল নির্ম্মলমশ্রুবর্ষম্ ॥ ২ ॥
কান্তাভিসাররসলোলুপমানসানাম্
আতঙ্ককম্পিতদৃশামভিসারিকাণাম্।
যদ্ বিঘ্নকৃদ্ দুরিতমর্জ্জিতবানজস্রং
কেনাধুনা ঘন তরিষ্যসি তন্ন বিদ্মঃ ॥ ৩ ॥
ক্ষীণং প্রিয়াবিরহকাতরমানসং মাং
নো নির্দ্দয়ং ব্যথয় বারিদ নাত্মবেদিন্।
ক্ষীণো ভবিষ্যসি হি কালবশং গতঃ সন্
আস্তে তবাপি নিয়তস্তড়িতা বিয়োগঃ ॥ ৪ ॥
সর্ব্বত্র সন্নমৃতদস্তটিনীশরীর-
সংবর্দ্ধকস্তনুভৃতাং শমিতোপতাপঃ।

যচ্চাতকেষু করুণাবিমুখোঽসি নিত্যং
নায়ং মতো জলদ কিং বত পক্ষপাতঃ ॥ ৫ ॥

লোকোত্তরা যদিচ তোয়দ তে প্রবৃত্তি-
রেষা যদব্ধিসরিতোরসি সঙ্গহেতুঃ।
জাগর্ত্তি সজ্জনসভাসু তথাপি ঘোরং
ত্বৎকল্মষং কৃপণপান্থবধূবধোত্থম্ ॥ ৬ ॥

ত্বং হি স্বভাবমলিনস্তব নাশ্মমজ্ঞং
ত্বদ্গর্জ্জিতং বিরহিবর্গনিসর্গবৈরি।
কস্ত্বাং স্তুবীত বদ তোয়দ লোকসিদ্ধাং
প্রেক্ষামহে ন যদি জীবনদায়িতাং তে ॥ ৭ ॥

কান্তাবিয়োগবিষজর্জ্জরপান্থযূনাং
ত্বং জীবনাপহরণব্রতদীক্ষিতোঽসি।
ত্বামামনন্তি ঘন জীবনদায়িনং যৎ
কিং স ভ্রমো ন বদ তৎ স্বয়মেব বুদ্ধা ॥ ৮ ॥

গর্জ্জন্ ভৃশং তত ইতঃ সততং বৃথা কিং
নো লজ্জসে জলদ পান্থনিতান্তশত্রো।
আস্তে হি নান্যগতিচাতকপোতচঞ্চু-
সম্পূরণেঽপি বত যস্য ন শক্তিযোগঃ ॥ ৯ ॥

জীমূত চাতকগণং ননু বঞ্চয়িত্বা
মা মুঞ্চ বারি সরসীসরিদর্ণবেষু।
কং বা গুণং শিরসি সংস্তুততৈললেপে
তৈলপ্রদানবিধিনা লভতেঽত্র লোকঃ ॥ ১০ ।

এক আত্মীয়, আমার রচনা দেখিবার নিমিত্ত সাতিশয় আগ্রহপ্রকাশ এবং সত্বর ফিরিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়া, সমুদায় রচনা গুলি লইয়া যান; বারংবার প্রার্থনা করিয়াও, তাঁহার নিকট হইতে, আর ফিরিয়া পাইলাম না। এই রূপে, রচনা গুলি হস্তবহির্ভূত হওয়াতে, আমি যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ পাইয়াছি। পুরাণ কাগজের মধ্যে অনেক অনুসন্ধান করিয়া, যে কয়টি পাইয়াছিলাম, তন্মাত্র মুদ্রিত হইল।

পশ্চিম অঞ্চলে, জন মিয়র নামে, এক অতি মহানুভাব সিবিলিয়ান ছিলেন। ঐ মাননীয় বিদ্যোৎসাহী মহোদয়ের প্রস্তাব অনুসারে, পুরাণ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ও য়ুরোপীয় মতের অনুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে, কতকগুলি শ্লোক লিখিয়া, একশত টাকা পারিতোষিক পাইয়াছিলাম। এই শ্লোকগুলি স্বতন্ত্র মুদ্রিত করিবার বাসনা আছে। আমার পূর্ব্বোক্ত আত্মীয়, নিতান্ত নীরস বলিয়া, এই শ্লোক গুলি লইয়া যান নাই; লইয়া গেলে, আর আমার হস্তগত হইবার প্রত্যাশা থাকিত না।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা

১লা অগ্রহায়ণ ১২৯৬ সাল

শ্লোকমঞ্জরী

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে

বিজ্ঞাপন

১৮২৯ খৃষ্টীয় শাকে, জুন মাসের প্রথম দিবসে, আমি কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থিরূপে পরিগৃহীত হই। তৎকালে আমার বয়স নয় বৎসর। ইহার পূর্ব্বে আমার সংস্কৃতশিক্ষার আরম্ভ হয় নাই। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া, ঐ শ্রেণীতে তিন বৎসর ছয় মাস অধ্যয়ন করি। প্রথম তিন বৎসরে মুগ্ধবোধপাঠ সমাপ্ত করিয়া, শেষ ছয় মাসে অমরকোষের মনুষ্যবর্গ ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলাম।

কুমারহট্টনিবাসী পূজ্যপাদ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষাদান বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তৎকালে সকলে স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হয়, অপর দুই শ্রেণীর ছাত্রেরা কোনও ক্রমে সেরূপ হয় না। বস্তুতঃ, পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদানকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় যত্নবান, ও সবিশেষ পরিশ্রমশালী বলিয়া, অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয়, শেষ ছয় মাস, দৈনন্দিন অধ্যাপনাকার্য্য সমাপ্ত হইলে পর, প্রত্যহ, এক একটি উদ্ভট শ্লোক লেখাইয়া, তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতেন। ঐ শ্লোকটি কণ্ঠস্থ করিয়া, আমাদিগকে, পর দিন, তাঁহার সমক্ষে, উহার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতে হইত। যদি আবৃত্তি বা ব্যাখ্যায় কোনও ব্যতিক্রম লক্ষিত হইত, তিনি তাহার সংশোধন করিয়া দিতেন। এই রূপে, ছয় মাস, আমরা প্রত্যহ এক একটি উদ্ভট শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম।

উদ্ভটশ্লোকশিক্ষা বিষয়ে আমার সবিশেষ অভিনিবেশ দেখিয়া, পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আমি সাহিত্যশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবার পর, তিনি আমায় বলিয়া দিয়াছিলেন, প্রত্যহ না পার, মধ্যে মধ্যে আমার নিকটে আসিয়া, উদ্ভট শ্লোক লিখিয়া লইয়া যাইবে। তদীয় এই সদয় আদেশ অনুসারে, সাহিত্যশ্রেণীতে অধ্যয়নকালে, মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে গিয়া, উদ্ভট শ্লোক লিখিয়া আনিতাম। এইরূপে, দয়াময় তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রসাদে, দুই শতের অধিক শ্লোক সঙ্গৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত, পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবের ও অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে, ক্রমে ক্রমে, প্রায় তিন শত শ্লোকের সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

প্রাত্যহিক পাঠসমাপ্তির পর উদ্ভট শ্লোকের আলোচনা বিদ্যালয়ের নিয়মাবলীর অনুযায়িনী না হওয়াতে, ব্যাকরণের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে, উদ্ভটশ্লোকশিক্ষার প্রথা ছিল

না। পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয়, ছাত্রগণের হিতার্থে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তৃতীয় শ্রেণীতে উদ্ভটশ্লোকশিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই উদ্ভটশ্লোকশিক্ষা দ্বারা, আমরা সবিশেষ উপকারলাভ করিয়াছিলাম, তাহার সন্দেহ নাই।

আমাদের পঠদ্দশায়, উদ্ভট শ্লোকের যেরূপ আদর ও আলোচনা লক্ষিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর সেরূপ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, উদ্ভট শ্লোকের আলোচনা এককালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং, আমরা অবিদ্যমান হইলে, আমাদের কণ্ঠস্থ উদ্ভট শ্লোকগুলি অবিদ্যমান হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু, ঐ শ্লোকগুলি, চির দিনের নিমিত্ত, অদর্শন প্রাপ্ত হওয়া উচিত নহে ; এজন্য, শ্লোকগুলি মুদ্রিত করিলাম। মুদ্রিত হওয়াতে, উহাদের লোপাপত্তি, অন্ততঃ কিছু কালের নিমিত্ত, নিবারিত হইল। যে সকল উদ্ভট শ্লোক কাব্য-প্রকাশে ও সাহিত্যদর্পণে উদাহরণস্থলে পরিগৃহীত হইয়াছে, উহাদের লোপাপত্তির অণুমাত্র আশঙ্কা নাই ; এজন্য, ঐ শ্লোক গুলি মুদ্রিত করা গেল না।

যে সকল শ্লোক কোনও গ্রন্থের অন্তর্ভূত নহে, উহারাই উদ্ভট শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিছু কাল পরে দেখিতে পাইলাম, উদ্ভট বলিয়া সঙ্কলিত শ্লোকসমূহের মধ্যে, অনেকগুলি গুণরত্ন, পঞ্চরত্ন, ষড়্‌রত্ন, সপ্তরত্ন, অষ্টরত্ন, নবরত্ন, নীতিরত্ন, নীতিসার, নীতি-প্রদীপ, চাতকাষ্টক, ভ্রমরাষ্টক, বানরাষ্টক, বানর্য্যষ্টক, নীতিশতক, শৃঙ্গারতিলক প্রভৃতি কাব্যে বিদ্যমান আছে ; সুতরাং, উহারা উদ্ভট শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না ; এজন্য, ঐ সমস্ত শ্লোক পরিত্যক্ত হইয়াছে। মুদ্রিত শ্লোক গুলির মধ্যে আর কোনওটি কোনও গ্রন্থে বিদ্যমান আছে কি না, বলিতে পারি না ; যদি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে, উহারাও উদ্ভটসংজ্ঞার ভাজন নহে। যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপ বোধ আছে, তদনুসারে, শ্লোকগুলি উদ্ভট বলিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।

উদ্ভট শ্লোক মুদ্রিত করিবার বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে, অবগত হইলাম, শ্রীযুত রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য বহুসংখ্যক উদ্ভট শ্লোকের সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গৃহীত শ্লোকসমূহ দৃষ্টিগোচর করিয়া, জানিতে পারিলাম, ইতঃপূর্ব্বে আমার শ্রবণগোচর হয় নাই, তন্মধ্যে এরূপ এগারটি শ্লোক আছে। ঐ এগারটি শ্লোক শ্লোকমঞ্জরীতে পরিগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা।
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ সাল।

১। হংসী বেত্তি পরাগপিঞ্জরবপুঃ কুত্রাপি পদ্মাকরে
প্রেয়ান্ মে বিসকন্দলীকিসলয়ং ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং নির্বৃতঃ।
নো জানাতি মনস্বিনী যদনিশং জম্বালমালোড়য়ন্
শৈবালাঙ্কুরমপ্যসৌ ন লভতে হংসো বিশীর্ণচ্ছদঃ॥
২। শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী পশুকুলং শষ্পায় ন স্পন্দতে
মূকাঃ কোকিলপঙ্‌ক্তয়ঃ শিখিকুলং ন ব্যাকুলং নৃত্যতি।
সর্ব্বে ত্বদ্‌বিরহেণ হন্ত নিতরাং গোবিন্দ দৈন্যং গতাঃ
কিন্ত্বেকা যমুনা কুরঙ্গনয়না নেত্রাম্বুভির্বর্দ্ধতে॥
৩। দাক্ষিণ্যং মলয়ানিলস্য বিদিতং শৈত্যং সুধাদীধিতে-
র্বাচামেব ন গোচরো মলয়জস্যাতিস্ফুটং সৌরভম্।
সর্ব্বে ত্বদ্‌বিরহে নু মে পরিচিতাঃ প্রাণেশ তত্তৎকথা-
বিস্কারে পুনরপ্রমাণয়তি মামব্যাহতেয়ং তনুঃ॥
৪। সঞ্চারো রতিমন্দিরাবধি পদন্যাসাবধি প্রেক্ষিতং
হাস্যঞ্চাধরপল্লবাবধি মহামানোঽথ মৌনাবধিঃ।
চেতঃ কান্তসমীহিতাবধি সখীকর্ণাবধি ব্যাহৃতং
সর্ব্বং সাবধি নাবধিঃ কুলভুবাং প্রেম্নঃ পরং লক্ষ্যতে॥
৫। মেঘ ত্বং নিজজীবনেন ভুবনং সন্তপ্তমাপ্যায়সে
প্রায়স্ত্বৎসদৃশো ন কোঽপি ভবিতা ভূতোঽথবা বর্ত্ততে।
কিন্ত্বেকং ত্বসমঞ্জসং ব্যথয়তি প্রজ্ঞাবতাং মানসং
যন্মণ্ডূকময়ূরয়োরুদয়তে তুল্যস্তবানুগ্রহঃ॥
৬। সেক্তব্যো যদি মারবস্তরুরয়ং পাথোদ পাথোলবৈ-
র্নবৈনং পরিষিঞ্চ কিঞ্চিরয়সে কালঃ পরিক্রামতি।
শুষ্কে মূলরসে দলে বিগলিতে শীর্ণে তথা বল্কলে
ন স্যাদস্য পরিস্থিতিপ্রভুরসৌ ধারাপি বারাং তব॥

৭। কস্ত্বং লোহিতলোচনাস্যচরণো হংসঃ কুতো মানসাৎ
কিং তত্রাস্তি সুবর্ণপঙ্কজবনং পীযূষতুল্যং পয়ঃ।
নানারত্ননিবদ্ধবেদিবলয়াস্তীরেষু ভূমীরুহাঃ
শম্বূকাঃ কিমু সন্তি নেতি হি বকৈরাকর্ণ্য হীহীকৃতম্॥

৮। চাপল্যাদিহ বঃ সদাস্মি বিধুরা যাস্যামি তাতালয়ং
তাতস্তে জনয়িত্রি কো গিরিগণস্যেশো হি তাতো মম।
মাতস্ত্বং কিমহো গিরীশতনয়েত্যাভাষমাণে গুহে
প্রোন্মীলন্মৃদুমঞ্জুলস্মিতমুখী গৌরী চিরং পাতু বঃ॥

৯। পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু ধ্রুবং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা যাচেঽহমেকং বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ॥

১০। অস্মিন্ পদ্মপরাগপিঞ্জরপয়ঃপূর্ণে নু নীরাশয়ে
গুঞ্জন্তো মধুরং হরন্তি মধুপাশ্চিত্তং নৃণাং শৃণ্বতাম্।
নৈতৎ পল্বলমঙ্গ পঙ্কিলজলপ্রোদ্ভূতকুম্ভীকুলং
ন শ্রোতাস্তি তবেহ গানরসিকস্তদ্ভেক মূকো ভব॥

১১। মদ্গেহে মুষলীব মূষিকবধূর্মূষীব মার্জ্জারিকা
মার্জারীব শুনী শুনীব গৃহিণী বাচ্যঃ কিমন্যো জনঃ।
মূর্চ্ছাপন্নশিশূনস্সূন্ বিজহতঃ সংবীক্ষ্য ঝিল্লীরবৈ-
র্লূতাতন্তুবিতানসংবৃতমুখী চুল্লী চিরং রোদিতি॥

১২। মাকন্দং মকরন্দতুন্দিলমমুং গাহস্ব কাক স্বয়ং
কর্ণারুন্তুদমন্তরেণ রণিতং ত্বাং মন্মহে কোকিলম্।
রম্যাণি স্থলগৌরবেণ কতিচিদ্বস্তূনি কস্তূরিকাং
নেপালক্ষিতিপালভালমিলিতে পঙ্কে ন শঙ্কেত কঃ॥

১৩। পীতং যেন পুরা পুরন্দরপুরীরম্ভোরুকেলিস্খলন্-
মন্দারাঙ্কুরকর্ণপূরসুরভি স্বর্গাপগায়াঃ পয়ঃ।
সোঽয়ং মারববারি পামরবধূপাদার্পণপ্রোচ্ছলৎ-
পঙ্কাতঙ্কিতভেকঝম্পকলুষং হংসঃ সমাশংসতি॥

১৪। রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্‌বর্ণিতং
স্তুত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তৎ করুণয়া দোষত্রয়ং মৎকৃতম্‌॥

১৫। দেবেন প্রথমং জিতোঽসি শশভৃল্লেখাভৃতানন্তরং
বুদ্ধেনোদ্ধতবুদ্ধিনা স্মর ততঃ পান্থেন কান্তেন মে।
হিত্বৈতান্‌ বত হংসি মামতিকৃশাং দীনামনাথাং স্ত্রিয়ং
ধিক্‌ ত্বাং ধিক্‌ তব পৌরুষং ধিগুদয়ং ধিক্‌ কার্ম্মুকং ধিক্‌ শরান্‌

১৬। ধ্বান্তৌঘঃ কবলীকরোতি জগতীং নো ভান্তি সূর্য্যোপলাঃ
খদ্যোতাঃ পরিতঃ স্ফুরন্তি নিতরাং সীদন্তি পদ্মোৎকরাঃ।
যে তু ধ্বাঙ্ক্ষভয়েন পেচকগণা নির্যান্তি নো কোটরাৎ
তেঽপ্যুচ্চৈর্বিহরন্তি হা দিনমণে কুত্র ত্বয়া প্রস্থিতম্‌॥

১৭। ধূলীধূসরিতঃ পলালশয়নাৎ শূলী কদন্নাশনাৎ
তৈলাভাববশাৎ সদা শিরসি মে কেশা জটাত্বং গতাঃ।
গৌরেকঃ স চ নৈব লাঙ্গলবহো ভার্য্যা গৃহে চণ্ডিকা
যুষ্মত্তো যদি চার্দ্ধচন্দ্রমলভে প্রাপ্তুং পদং শাম্ভবম্‌॥

১৮। মাধ্বীকং সততং পিবন্তি মধুপা মাদ্যন্তি পুংস্কোকিলা
ঘূর্ণন্তে তরবঃ পতন্তি পথিকা মূর্চ্ছন্তি তদ্‌যোষিতঃ।
দোর্ম্মূলং নয়নাম্বুভির্মৃগদৃশঃ সিঞ্চন্তি চূতদ্রুমাঃ
সদ্যঃ পল্লবমুদ্‌গিরন্তি তদহো চৈত্রস্য চিত্রা গতিঃ॥

১৯। বেদং বেদ ন কোঽপি ভূধরদরীলীনা মুনীনাং গিরঃ
স্বচ্ছং ম্লেচ্ছমতং জনাস্তদনুগাঃ কা নাম ধর্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ।
মদ্যং হৃদ্যমতীব বারবনিতাঃ সেব্যা ন গুর্ব্বাদয়ঃ
কিং কার্য্যং পরিশিষ্টমস্তি ভবতো জানামি নাহং কলে॥

২০। মাতা মে তু সরস্বতী প্রতিদিনং লক্ষ্ম্যা বিমাত্রা সহ
মৌখর্য্যং বিদধাতি সাথ চপলা রুষ্টা গৃহান্নির্গতা।
তামন্বেষয়তা ময়া নু ভবতো দ্বারি প্রবিষ্টং মুদা
মন্যে ত্বদ্‌বচসাত্র নাগতবতী স্থানান্তরং গম্যতে॥

২১। ভ্রাতঃ কোকিল ভীতভীত ইব কিং পত্রাবৃতো বর্ত্তসে
নীচৈঃ পশ্য ধনুর্ভৃতস্তত ইতো ধাবন্তি ভিল্লার্ভকাঃ।
কা ভীতিস্তব যৎ কুহূরিতি পরা বিদ্যা মধুস্যন্দিনী
কিং ক্রূরে গুণগৌরবং কিমসতীচিত্তে পতিপ্রেম বা॥

২২। দেবানামৃষভঃ সতীমপি মুনেঃ পত্নীং জহার চ্ছলাদ্-
ব্রহ্মাপি শ্রুতিধর্ম্মমর্ম্মনিপুণঃ কন্যাভিগঃ শ্রূয়তে।
শীতাংশুর্গুরুতল্পগোঽভবদহো বার্ত্তা সুরাণামিয়ং
মর্ত্ত্যেষু স্মরকিঙ্করেষু নিতরাং কস্মৈ কিমাচক্ষ্মহে॥

২৩। জাতস্তে নিশি জাগরো মম পুনর্নেত্রাম্বুজে শোণিমা
নিষ্পীতং ভবতা মধু প্রবিততং ব্যাঘূর্ণিতং মে মনঃ।
ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গগণে নিকুঞ্জভবনে লব্ধং ত্বয়া শ্রীফলং
পঞ্চেষুঃ পুনরেষ মাং হুতবহক্রূরৈঃ শরৈঃ কৃন্ততি॥

২৪। ক্ষারং বারি ন চিন্তিতং ন গণিতা নক্রাদয়ো ভীষণা-
শ্চঞ্চত্তুঙ্গতরঙ্গডম্বরপরিত্রাসোঽপি নালোচিতঃ।
মধ্যেঽম্ভোনিধি মৎস্যরঙ্গ ভবতা ঝম্পঃ কৃতোঽয়ং বৃথা
সম্পচ্চেৎ শফরার্জ্জনং বিপদথ প্রাণপ্রয়াণাবধিঃ॥

২৫। অস্তং যাস্যসি যাহি বর্ত্মনি তব স্বস্ত্যস্তু ভোঃ সর্ব্বথা
বক্তব্যং কিয়দস্তি মেঽত্র জগদানন্দৈকসিন্ধো রবে।
নাহং কৈরবিণী নবাস্মি রজনী তৎপ্রীতিরিন্দূদয়ে
পদ্মিন্যা ন গতির্বিনা দিনমণিং স্মর্ত্তব্যমেতত্ত্বয়া॥

২৬। বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ো যে বারিপর্ণাশনা-
স্তেঽপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা-
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেৎ পঙ্গুস্তরেৎ সাগরম্॥

২৭। লতামূলে লীনো হরিণপরিহীণো হিমকরো
গলত্তারাকারা পততি জলধারা কুবলয়াৎ।
ধুনীতে বন্ধূকং তিলকুসুমজন্মাপি পবনো
বহির্দ্বারে পুণ্যং পরিণমতি কস্যাপি কৃতিনঃ॥

২৮। কলঙ্কী নিঃশঙ্কং পরিতপতু শীতদ্যুতিরসৌ
ভুজঙ্গব্যাসঙ্গী বমতু গরলং চন্দনরসঃ।
স্বয়ং দগ্ধো দাহং জনয়তু মনোভূরকরুণো
জগৎপ্রাণ প্রাণানপহরসি কিন্তে ব্যবসিতম্ ॥

২৯। ন যাতশ্চূর্ণত্বং কথমহহ পাথোধিমথনে
ন বা ভস্মীভূতঃ স্মরবিজয়িনো নেত্রশিখিনা।
সুধাংশো স্বর্ভানোরপি চ কবলাজ্জীবসি পুন-
র্দুরাত্মা দীর্ঘায়ুর্ভবতি যুগধর্ম্মস্য মহিমা ॥

৩০। নিশেয়ং বাসন্তী ক্বণতি মধুরং কোকিলযুবা
কলানাথঃ পূর্ণঃ পরিণতকলানাথবদনে।
পদান্তে কান্তোঽয়ং তদপি তনুষে মানমধুনা
ন জানীমঃ কা বা সমজপি দশা পুষ্পধনুষঃ ॥

৩১। বসন্তাগ্নৌ মগ্না চিরবিরহরুগ্না প্রিয়সখী
যদি প্রাণান্ মুঞ্চেত্তদিহ বধভাগী ভবতু কঃ।
বয়ো বা স্নেহো বা কুসুমবিশিখো বেতি বিমৃশন্
তুহীতি প্রব্যক্তং পিকনিকরঝঙ্কারমশৃণোৎ ॥

৩২। পিকঃ কৃষ্ণো নিত্যং পরমরুণয়া পশ্যতি দৃশা
পরাপত্যদ্বেষী স্বসুতমপি যঃ পালয়তি ন।
তথাপ্যেষোঽমীষাং সকলজগতাং বল্লভতমো
ন দোষা গৃহ্যন্তে মধুরবচসাং কেনচিদপি ॥

৩৩। স্বপৌরুষমহাযশাঃ সময়দোষতুঃস্থোঽপি সন্
অনল্পবিষয়াশয়ো লঘুষু নেহতে কর্ম্মসু।
মহীধরসহোদরদ্বিরদযূথবিদ্রাবণো
বুভুক্ষুরপি কেশরী ন খলু মূষিকং ধাবতি ॥

৩৪। উদেতি ঘনমণ্ডলী নটতি নীলকণ্ঠাবলী
তড়িদ্বলতি সর্ব্বতো বহতি কেতকীমারুতঃ।
তথাপি যদি নাগতঃ সখি স তত্র মন্যেঽধুনা
দধাতি মকরধ্বজস্ত্রুটিতশিঞ্জিনীকং ধনুঃ ॥

৩৫। সুললিতমপি কাব্যং যাচকৈর্বাচ্যমানং
ধনবিতরণভীত্যা নাদ্রিয়ন্তে ধনাঢ্যাঃ।
কলমপি মশকানাং মঞ্জুগুঞ্জন্মুখানাং
রুতমিহ সহতে কো দংশনাশঙ্কিচেতাঃ॥

৩৬। বদতু বদতু রামো লক্ষ্মণো বা সহস্রং
পরভুজবলবিজ্ঞো নাস্তি দুঃখং ততো মে।
ননু বিটপবিনোদী মর্কটো মাং নিরীক্ষ্য
হসতি বদতি কিঞ্চিত্তত্ত্ব দুঃখং ন সহ্যম্॥

৩৭। দিনকরকিরণৌঘৈস্তাপিতঃ পান্থ একো
দ্রুতগতিরতিদূরং বৃক্ষমূলং প্রযাতঃ।
তরুরপি দলহীনো মূলতশ্চাভিতপ্তঃ
পথিকহৃদয়ঘর্ম্মে সোঽপি বাঞ্ছাং করোতি॥

৩৮। উত্তুঙ্গশৈলশিখরস্থিতপাদপানাং
কাকঃ কৃশোঽপি ফলমালভতে সপক্ষঃ।
সিংহো বলী দ্বিরদযূথবিদারণোঽপি
সীদত্যহো তরুতলে খলু পক্ষহীনঃ॥

৩৯। কিং জন্মনা ভবতি পৈত্র্যগুণেন কিংবা
শক্ত্যা হি যাতি নিজয়া পুরুষঃ প্রতিষ্ঠাম্ (১)
কুম্ভো হি কূপমপি শোষয়িতুং ন শক্তঃ
কুম্ভোদ্ভবেন মুনিনাম্বুধিরেব পীতঃ॥

৪০। ঔৎপাতিকং তদিহ দেব বিচিন্তনীয়ং
নারায়ণো যদি পতেদ্ যদি বা সুভদ্রা।
কাদম্বরীমদবিঘূর্ণিতলোচনস্য
যুক্তং হি লাঙ্গলভৃতঃ পতনং পৃথিব্যাম্॥

---

(১) পুংসঃ স্বরূপবিনিরূপণমেবঃ যুক্তং
তজ্জন্মভূমিগুণদোষকথা বৃথৈব। পাঠান্তর।

৪১। কৈবর্ত্তকর্কশকরগ্রহণচ্যুতোঽপি
জালে পুনর্নিপতিতঃ শফরো বরাকঃ।
দৈবাত্ততো বিগলিতো গিলিতো বকেন
বামে বিধৌ বত কথং বিপদো বিমুক্তিঃ॥

৪২। সর্ব্বস্বদং বলিমধো নয়সি চ্ছলেন (১)
প্রাণাধিকাং জনকজাং বিপিনে জহাসি (২)
উৎপাদ্য যাদবকুলং স্বয়মেব হংসি (৩)
কস্ত্বাং স্তুবীত যদি কালভয়ং নু ন স্যাৎ॥

৪৩। আস্তে বিধুঃ পরমনির্বৃ্ত এষ মৌলৌ
শম্ভোরিতি ত্রিজগতীজনচিত্তবৃত্তিঃ।
অন্তর্নিগূঢ়নয়নানলদাহদুঃখং
জানাতি কঃ স্বয়মৃতে বত শীতরশ্মেঃ॥

৪৪। যন্নাদৃতস্ত্বমলিনা মলিনাশয়েন
কিন্তেন চম্পক বিষাদমুরীকরোষি।
বিশ্বাভিরামনবনীরদনীলবেশাঃ
কেশাঃ কুশেশয়দৃশাং কুশলীভবন্তু॥

৪৫। সেয়ং নদী সখি তদেব কদম্বমূলং
সৈষা পুরাতনতরির্মিলিতা বয়ঞ্চ।
কিন্ত্বত্র কেলিচতুরঃ পরিহাসভাষী
হা হা মনো দহতি নাস্তি স কর্ণধারঃ॥

৪৬। ত্বঞ্চাগমিষ্যসি ভবিষ্যতি সঙ্গমো নৌ
সম্পৎস্যতে চ ননু মে মনসোঽভিলাষঃ।
বিদ্যুদ্বিলাসচপলা নবযৌবনশ্রী-
রেষা গতা ন পুনরেষ্যতি জীবিতেশ॥

(১) বামন অবতারে
(২) রাম অবতারে।
(৩) কৃষ্ণ অবতারে।

৪৭। যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি।
প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপচক্রবর্ত্তী
সোঽহং ব্রজামি বিপিনং জটিলস্তপস্বী (১)

৪৮। যাস্যামি কালসদনং সহ লক্ষ্মণেন
সীতাপি যাস্যতি ভয়াদ্দশকন্ধগেহম্।
যাস্যন্তি বানরচমূপতয়ঃ স্বদেশান্
হা হন্ত নাস্তি গতিরেব বিভীষণস্য (২)॥

৪৯। মাতস্ত্রয়োদশি তিথে প্রণমামি তুভ্যং
মৎকান্তসঙ্গমবিধায়িনি সর্ব্বসিদ্ধে।
ভূয়াস্ত্বমেব দশপঞ্চ চ বাসরাণি
মা ভূৎ কদাচিদপি পাপতিথির্দ্বিতীয়া (৩)॥

৫০। এষা ভবিষ্যতি বিনিদ্রসরোরুহাক্ষী
কামস্য কাপি বনিতা তনুজানুজা বা।
যঃ পশ্যতি ক্ষণমিমাং কথমন্যথাসৌ
কোপাত্তমস্তকরুণং তরুণং নিহন্তি॥

৫১। আপক্বতা শিরসিজে ত্রিবলী কপোলে
দন্তাবলী বিগলিতা ন ততো বিষাদঃ।

(১) আমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, পিতাকে অঙ্গীকারভঙ্গ নিবন্ধন উৎকট দোষে দূষিত হইতে হইবেক; কিন্তু তাহা কদাচ উচিত নহে; এই বিবেচনায়, উপস্থিত রাজ্যাধিকারে বিসর্জ্জন দিয়া, বনপ্রস্থানকালে রামচন্দ্রের উক্তি।

(২) লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের শল্যপ্রহারে হতচেতন হইয়া পতিত হইলে, তাঁহার প্রাণত্যাগ অবধারিত ইহা স্থির করিয়া, রামচন্দ্রের আক্ষেপবাক্য।

(৩) শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, প্রতিপদ; কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, প্রতিপদ, এই কয় তিথিতে সংস্কৃতপাঠ নিষিদ্ধ। যাঁহারা দূরবর্ত্তী চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা, ত্রয়োদশীর দিন বাটীতে আসিয়া, প্রতিপদ পর্য্যন্ত থাকিয়া, দ্বিতীয়ার দিন, পুনরায় চতুষ্পাঠীতে যাইতেন; সুতরাং, বিবাহিত বিদ্যার্থীর স্ত্রীর পক্ষে, এক এক পক্ষে, চারি দিন মাত্র পতিসহবাস ঘটিত। তাদৃশ বিদ্যার্থীর স্ত্রীর আক্ষেপোক্তি। অষ্টমীতেও পাঠ নিষিদ্ধ; বোধ হয়, এক দিনের জন্যে বিদ্যার্থীরা বাটীতে আসিতেন না; এজন্য, তাহার কোনও উল্লেখ নাই।

এণীদৃশো যুবতয়ঃ পথি মাং নিরীক্ষ্য
তাতেতিভাষণপরাঃ স তু কুম্ভঘাতঃ ॥

৫২। উন্মূলিতা হলধরেণ পদাভিঘাতৈঃ
সঙ্কুর্ণিতা তপনতাপভরেণ তপ্তা।
দাবানলেন নমু দগ্ধদলাপি দূর্ব্বা
পূর্ব্বায়তে জলদ তে করুণা যদি স্যাৎ ॥

৫৩। মুক্তাফলায় করিণং হরিণং পলায়
সিংহং নিহন্তি ভুজবিক্রমসূচনায়।
কা নীতিরীতিরিয়তী রঘুবংশবীর
শাখামৃগে জরতি যত্তব বাণমোক্ষঃ (১) ॥

৫৪। বৈদেহি পশ্য কলসোদ্ভবধর্ম্মপত্নীং
তত্র স্থিতা চ কথয়স্ব কথাঃ সমস্তাঃ।
স্বপ্নেঽপি মা বদ পয়োনিধিবন্ধবার্ত্তাং
সৈষা মুনেশ্চুলুকিতাম্বুনিধেঃ কলত্রম্ ॥

৫৫। ক্ব প্রস্থিতাসি করভোরু ঘনে নিশীথে
প্রাণাধিকো বসতি যত্র জনঃ প্রিয়ো মে।
একাকিনী বদ কথং ন বিভেষি বালে
নন্বস্তি পুঙ্খিতশরো মদনঃ সহায়ঃ ॥

৫৬। অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুঃসহবাড়বাগ্নিম্
অঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥

৫৭। সন্তাপমুজ্ঝতি মহী বিরজাঃ সমীরঃ
পান্থা নিতান্তমুদিতা নিলয়ং প্রযান্তি।

(১) কপিরাজ বালী, নানা কারণে কুপিত হইয়া, স্বীয় সহোদর সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র, সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব হইলে, তাঁহাকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত, বাণপ্রহার দ্বারা বালীর প্রাণবধ করেন। রামবাণে আহত হতবীর্য্য বালীর অধিক্ষেপবাক্য।

এবংগুণে নু নববারিধরাগমেঽস্মিন্
যুক্তো ন তে পিক মনাগপি মূকভাবঃ ॥

৫৮। পিক বিধুস্তব হন্তি সমং তম-
স্ত্বমপি চন্দ্রবিরোধিকুহূরবঃ।
তদুভয়োরনিশং হি বিরোধিতা
কথমহো সমতা মম তাপনে॥

৫৯। যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥

৬০। সগরসন্ততিসন্তরণেচ্ছয়া
প্রচলিতাতিজবেন হিমাচলাৎ।
ইহ হি মন্দমুপৈতি সরস্বতী-
যমুনয়োর্বিরহাদিব জাহ্নবী (১) ॥

৬১। অয়ি বনপ্রিয় বিস্মৃত এব কিং
বলিভুজো বিঘসো ভবতাধুনা।
যদনয়া হি কুহূরিতি বিক্ষয়া
ন পততশ্চরণৌ ধরণৌ তব ॥

৬২। কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধির্বিদধে রমণীমুখং
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ ॥

৬৩। অয়ি পতঙ্গ লবঙ্গলতাবনে
পিব মধূন্যবধূয় মধুব্রতান্।

(১) প্রয়াগে, যমুনা ও সরস্বতী, এই দুই নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হয়; পরে ত্রিবেণীতে গঙ্গা হইতে পৃথক হইয়া যায়। এই রূপে, নদীদ্বয় পৃথক হইয়া যাওয়াতে, গঙ্গার বেগ স্বল্পতর হয়। এ বিষয়ে কবির উক্তি। পঠদ্দশায় শুনিয়াছিলাম, এই শ্লোকটি এ দেশের অতিপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের প্রণীত।

ইহ বনে হি বনেচরসঙ্কুলে
নহি সতামসতাঞ্চ বিবেচনম্॥

৬৪। রামচন্দ্র তব যাদৃশী কৃপা
বানরেষু ন নরেষু তাদৃশী।
বার্দ্ধকেন ময়ি বানরীকৃতে
সা কৃপা কিমধুনা ন জায়তে॥

৬৫। আশ্রয়ামি যদি কল্পপাদপং
সোঽপি যাতি সহসাবকেশিতাম্।
মাদৃশাং নয়নকোণগোচরঃ
সাগরোঽপি মরুভূমিসোদরঃ॥

৬৬। লোচনে হরিণগর্ব্বমোচনে
মা বিভূষয় কৃশাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
শুদ্ধ এব যদি জীবহারকঃ
শায়কো হি গরলৈর্ন লিপ্যতে॥

৬৭। স্নিগ্ধমালপসি রূক্ষমেব বা
ত্বৎকথৈব নমু মে রসায়নম্।
শীতলং সলিলমুষ্ণমেব বা
পাবকং হি শময়েন্ন সংশয়ঃ॥

৬৮। ক্ষীরসারমপহৃত্য শঙ্কয়া
স্বীকৃতং যদি পলায়নং ত্বয়া।
মানসে মম নিতান্ততামসে
নন্দনন্দন কথং ন লীয়সে॥

৬৯। বন্ধনানি যদি সন্তি বহূনি
প্রেমরজ্জুকৃতবন্ধনমন্যৎ।
দারুভেদনিপুণোঽপি যড়ঙ্ঘ্রি-
র্নিষ্ক্রিয়ো ভবতি পঙ্কজবদ্ধঃ॥

৭০। বাঙ্মাধুর্য্যাৎ সর্ব্বলোকপ্রিয়ত্বং
বাক্‌পারুষ্যাৎ সর্ব্বলোকাপ্রিয়ত্বম্।

কিংবা লোকে কোকিলেনোপনীতং
কো বা লোকে গর্দ্দভস্যাপরাধঃ ॥

৭১। বিজ্ঞপ্তিরেষা মম জীববন্ধো
তত্রৈব নেয়া দিবসাঃ কিয়ন্তঃ।
সম্প্রত্যযোগ্যস্থিতিরেষ দেশঃ
করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি ॥

৭২। নৈতৎ প্রিয়ে চেতসি শঙ্কনীয়ং
করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি।
বিয়োগতপ্তং হৃদয়ং মদীয়ং
তত্র স্থিতা ত্বং পরিতাপিতাসি ॥

৭৩। অসম্ভবং হেমমৃগস্য জন্ম
তথাপি রামো লুলুভে তদর্থম্ (১)।
প্রায়ঃ সমাসন্নবিপত্তিকালে
ধিয়ো হি পুংসাং মলিনীভবন্তি ॥

৭৪। জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥

৭৫। কাচং মণিং কাঞ্চনমেকসূত্রে
গ্রথ্নন্তি মূঢ়াঃ কিমু তত্র চিত্রম্।
অশেষবিৎ পাণিনিরেকসূত্রে (২)
শ্বানং যুবানং মঘবানমাহ ॥

৭৬। ত্বমগ্রতঃ সঞ্চর কোমলাক্ষি
ত্বমেব জীবেশ্বর নিঃসরাগ্রে।
ইতি ব্রুবদ্‌বেশ্মনি বহ্নিদীপ্তে
দৃঢ়ানুরাগান্মিথুনং বিপন্নম্ ॥

---

(১) তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়। পাঠান্তর।

(২) শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতে। ৬। ৪। ১৩৩।

৭৭। স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানং
স্থানে স্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ।
জানামি রে নাগ তব প্রভাবং
কণ্ঠে স্থিতো গর্জ্জসি শঙ্করস্য ॥

৭৮। তব প্রসাদাৎ পবনপ্রসাদাৎ
তবৈব ভর্ত্তুশ্চরণপ্রসাদাৎ।
ত্রিভিঃ প্রসাদৈরনুকূলিতোঽহং
ব্যলঙ্ঘয়ং গোষ্পদবৎ সমুদ্রম্ (১) ॥

৭৯। গোপ্যো ন দোষো মথুরাঙ্গনানাং
তস্যৈব কৃষ্ণস্য হি রীতিরেষা।
বিপর্য্যয়ো যেন কৃতো নু পিত্রোঃ
কিন্তস্য কান্তাপরিবর্ত্তনেন ॥

৮০। যুষ্মৎকৃতে খঞ্জনগঞ্জনাক্ষি
শিরো মদীয়ং যদি যাতি যাতু।
লূনানি নূনং জনকাত্মজার্থে
শিরাংসি লঙ্কাধিপতের্দ্দশৈব (২) ॥

৮১। বেলাবনালী যদি নীরদানাম্
অপেক্ষতে নীরনিষেচনানি।
তরঙ্গিতা বা বহুনীরতা বা
গভীরতা বা জলধের্ব্বৃথৈব ॥

৮২। অহো বিধাতুঃ শিশুতা কিলেয়ং
অকারণে ত্রীণি চকার যস্মাৎ।
নেত্রে প্রশস্তে বিপিনে মৃগীণাং
নিকেতনে বিত্তমদাতুরেব ॥

---

(১) হনূমান, সমুদ্রলঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কায় গিয়া, সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সীতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি কি রূপে সমুদ্রলঙ্ঘন করিলে। এই জিজ্ঞাসার উত্তর।

(২) দশাননেনাপি দশাননানি। পাঠান্তর।

৮৩। হন্তালি সন্তাপনিবৃত্তয়েঽস্যাঃ
কিন্তালবৃন্তং তরলীকরোষি।
সন্তাপ এষোঽন্তরদাহহেতু-
র্নতভ্রুবো ন ব্যজনাপনেয়ঃ (১)॥

৮৪। দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা
মনোরথং পূরয়িতুং সমর্থঃ।
অন্যৈর্নৃপালৈঃ পরিদীয়মানং
শাকায় বা স্যাল্লবণায় বা স্যাৎ॥

৮৫। কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গভৃঙ্গ-
মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং ন বধ্যো
যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥

৮৬। কো ভাতি ভালে বরবর্ণিনীনাং
কা রৌতি দীনা মধুযামিনীষু।
কস্মিন্ নু ধত্তে শশিনং মহেশঃ
সিন্দূরবিন্দুর্বিধবা ললাটে॥

৮৭। পিকং নু মূকীকুরুষে পয়োদ
ভেকঞ্চ সেকৈর্মুখরীকরোষি।
কিন্তু ত্বমিন্দোরপিধায় বিম্বং
খদ্যোতমুদ্যোতয়সীত্যসহ্যম্॥

৮৮। প্রিয়ে প্রয়াতে হৃদয়ং প্রয়াতং
লজ্জা প্রযাতা বত চেতনা চ।
নির্লজ্জ রে জীবিত ন শ্রুতং কিং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

(১) ন ব্যজনাপনেয়ঃ ব্যজনেন তালবৃন্তেন ন অপনেয়ঃ নিবর্ত্তয়িতুং শক্যঃ। পক্ষান্তরে, নব্যজনাপনেয়ঃ নব্যেন যূনা জনেন পুরুষেণ অপনেয়ঃ নিবর্ত্তয়িতুং শক্যঃ কান্তেন সমাগমং বিনা এষোঽস্যাঃ সন্তাপো ন নিবর্ত্তিষ্যতে ইত্যর্থঃ।

৮৯। উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রং
ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদঞ্চ
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি প্রসন্নচিত্তা॥

৯০। যদি যাস্যসি নাথ নিশ্চিতং
ননু যামীতি বচস্তু মা বদ।
অশনেঃ পতনে ন বেদনা
পতনজ্ঞানমতীব দুঃসহম্॥

৯১। করিকুম্ভবিদারণক্ষমং
কিমযোগ্যে নখমর্পয়াম্যহম্।
ইতি মৌনমুপৈতি কেশরী
সরমাসূনুরতি প্রগল্ভতে॥

৯২। আস্বাদ্য নিরবশেষং বিরহিবধূনাং মৃদূনি মাংসানি।
করকামিষেণ মন্যে নিষ্ঠীবতি নীরদোঽস্থীনি॥

৯৩। গর্জ্জতি বারিদপটলী বর্ষতি নয়নারবিন্দমবলায়াঃ।
ভুজবল্লীমূলসেকো বিরহলতা পল্লবং সূতে॥

৯৪। কিংশুক মা কুরু গর্ব্বং তব শিরসি ভ্রমরোপবেশনেন।
অমলকমলবিপ্রযোগাদনলধিয়া ত্বয়ি মজ্জতি দ্বিরেফঃ॥

৯৫। দিশি দিশি নীরতরঙ্গী নীরতরঙ্গো (১) মমাপি হৃদয়ে চ।
আয়াতাঃ সখি বর্ষা বর্ষাদপি যাসু বাসরো দীর্ঘঃ॥

৯৬। যামীতি রহসি ভণিতং দুঃসহমাকর্ণ্য জীবনাথস্য।
অকৃত নিমীলিতনয়না জৈমিনিমুনিকীর্ত্তনং (২) তন্বী॥

৯৭। মীনাঃ শ্রুতিপথলীনা গব্যং ভব্যৈর্ন লভ্যতে ক্বাপি।
হরি হরি তালিতনগরে কেবলমাম্রাতকং শরণম্॥

---

(১) রতস্য প্রীতেঃ অভাবঃ নীরতম্ তস্য রঙ্গঃ নৃত্যম্ যাতনায়াঃ আতিশয্যম্ ইত্যর্থঃ।

(২) *জৈমিনি মুনির নামকীর্ত্তন করিলে, বজ্রপাতের আশঙ্কা নিবারিত হয়। আমি প্রবাসে যাইতেছি, এই পতিবাক্য বজ্রপাতসদৃশ বোধ হওয়াতে, তন্নিবারণার্থে জৈমিনিমুনির নামকীর্ত্তন করিতে লাগিল।*

৯৮। সূতে শূকরগৃহিণী কতি কতি পোতান্ ন্নু দুর্ভগান্ ঝটিতি।
করিণী চিরেণ সূতে নরপতিকরলালিতং করভম্॥

৯৯। দুর্জনদূষিতমনসাং সুজনেষ্বপি নাস্তি বিশ্বাসঃ।
বালঃ পায়সদগ্ধো দধ্যপি ফূৎকারদো ভুঙ্ক্তে॥

১০০। করিবর সঞ্চর ধীরং মা মর্দ্দয় মর্ম্মরাণি পত্রাণি।
ইহ পুরতো গিরিকুহরে কিমু সুখশায়ী ন গোচরঃ সিংহঃ॥

১০১। গুণিনি গুণজ্ঞো রমতে নাগুণশীলস্য গুণিনি পরিতোষঃ।
অলিরেতি বনাৎ কমলং নহি ভেকস্তেকবাসোঽপি॥

১০২। যদবধি মদন কটাক্ষো ভবদনুভূতঃ পুরারাতেঃ।
মন্যে বিশিখনিপাতস্তদবধি ভবতোঽবলাস্বেব॥

১০৩। ভিত্তেরুপরি মৃগাক্ষী বপুরভিলিখ্য প্রিয়স্য নিঃশেষম্।
তচ্চিরবিরহে দীনা শঙ্কিতগমনা ন নির্ম্মমে চরণৌ॥

১০৪। আপাতালগভীরে মজ্জতি নীরে নিদাঘসন্তপ্তঃ।
ন স্পৃশতি পল্বলান্তঃ পঞ্জরশেষোঽপি কুঞ্জরঃ ক্বাপি॥

১০৫। যাস্যতি জলধরসময়স্তব চ সমৃদ্ধির্লঘীয়সী ভবিতা।
তটিনি তটদ্রুমপাতনপাতকমেকং চিরস্থায়ি॥

১০৬। অহমিব বহবো ভবতো মম তু ভবানিব ভবানেব।
কুমুদিন্যঃ কতি ন বিধোর্বিধুরিব বিধুরেব কুমুদিন্যাঃ॥

১০৭। ভোজনমফলমগব্যং শ্রুতমফলং দুর্বিনীতস্য।
কৃপণস্য ধনমফলং জীবনমফলং দরিদ্রস্য॥

১০৮। দ্বন্দ্বো দ্বিগুরপি চাহং মদ্গেহে নিত্যমব্যয়ীভাবঃ।
তৎপুরুষ কর্ম্মধারয় যেনাহং স্যাং বহুব্রীহিঃ॥

১০৯। জহ্নোরুদরনিবাসাৎ স্বয়মনুভূয় ভূয়সীং বাধাম্।
মন্যে জননি জনানামুদরনিবাসং নিবারয়সি॥

১১০। নীতং যদি নবনীতং নীতং নীতং কিমেতেন।
আতপতাপিতভূমৌ মাধব মা ধাব মা ধাব॥

১১১। যস্য তনূরুহকুহরে নটনং ব্রহ্মাণ্ডকোটীনাম্।
তমিমং গোপকৃশাঙ্গীলোচনভঙ্গী বিঘূর্ণয়তি॥

১১২। প্রাপ্য চলানধিকারান্ শত্রুষু মিত্রেষু বন্ধুবর্গেষু।
নাপকৃতং নোপকৃতং ন সৎকৃতং কিং কৃতং তেন ॥

১১৩। বদনং প্রসাদসদনং হৃদয়ং সদয়ং সুধামুচো বাচঃ।
করণং পরোপকরণং যেষাং কেষাং ন তে বন্দ্যাঃ ॥

১১৪। হালাহলমপি পীতং বহুশো ভিক্ষাপি ভিক্ষিতা ভবতা।
অনয়োরবগতরসয়োঃ শঙ্কর কিয়দন্তরং কথয় ॥

১১৫। অম্বুজমম্বুনি জাতং কচিদপি তু ন জাতমম্বুজাদম্বু।
ত্বয়ি মুরহর বিপরীতং পদাম্বুজান্মহানদী জাতা ॥

১১৬। তরুণং সর্ষপশাকং নবৌদনং পিচ্ছিলানি চ দধীনি।
অল্পব্যয়েন সুন্দরি গ্রাম্যজনো মিষ্টমশ্নাতি ॥

১১৭। কিমিতি সখে পরদেশে গময়সি দিবসান্ ধনাশয়া মুগ্ধঃ।
বিকিরতি মৌক্তিকমনিশং তব ভবনে কাঞ্চনী লতিকা ॥

১১৮। নাকৃতিগুরুতা গুরুতা বিক্রমগুরুতা গরীয়সী জগতি।
গিরিপরিমাণং করিণং কৃশকায়ঃ কেশরী হন্তি ॥

১১৯। প্রতিনিশমপূরি পম্পা মদক্ষিসম্পাতিভিঃ সলিলৈঃ।
প্রতিদিনমেষা কর্দ্দমশেষা মদঙ্গসঙ্গেন (১) ॥

১২০। অপূর্ব্বা রসনাব্যালী খলাননবিলাশ্রয়া।
কর্ণমূলে দশত্যেকং হরত্যন্যস্য জীবনম্ ॥

১২১। নবীনদীনভাবস্য যাচমানস্য মানিনঃ।
বচোজীবিতয়োরাসীৎ পুরো নিঃসরণে রণঃ ॥

১২২। কিং কূর্ম্মঃ কস্য বা ব্রুমো রামো নাস্তীহ ভূতলে।
প্রিয়াবিরহজং দুঃখং নান্যো জানাতি কশ্চন ॥

১২৩। মনাগপি ন শোচামি প্রিয়বন্ধোরদর্শনাৎ।
অপি প্রিয়তমাঃ প্রাণাঃ কেষাং নয়নগোচরাঃ ॥

১২৪। অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কিং কিং ন ক্রিয়তে ময়া।
বানরীমিব বাগ্দেবীং নর্ত্তয়ামি গৃহে গৃহে (২) ॥

---

(১) সীতাবিরহে নিতান্ত কাতর রামচন্দ্রের উক্তি।

(২) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, ধনশালীদিগের আলয়ে গিয়া, তাঁহাদের সন্তোষসম্পাদনের অভিপ্রায়ে, উত্তম উত্তম শ্লোকের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিয়া, অর্থপ্রার্থনা করিয়া থাকেন। ইহাই সরস্বতীনর্ত্তন।

১২৫। তূর্ণমানীয়তাং চূর্ণং পূর্ণচন্দ্রনিভাননে।
পর্ণানি স্বর্ণবর্ণানি শীর্ণান্যাকর্ণলোচনে (১)॥

১২৬। বিনা খরিদসারেণ হারেণ হরিণীদৃশঃ।
নাধরে জায়তে রাগো নানুরাগঃ পয়োধরে (১)॥

১২৭। হারো নারোহিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
ইদানীমাবয়োমধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ॥

১২৮। কল্পবৃক্ষোঽপি কালেন যদি স্যাৎ ফলদায়কঃ।
এতস্য কো বিশেষস্তু বন্যৈরন্যৈর্মহীরুহৈঃ॥

---

(১) পঠদ্দশায়, এই দুই শ্লোক সংক্রান্ত যে কিংবদন্তী শুনিয়াছিলাম, তাহা নির্দিষ্ট হইতেছে।

উভয়ের মধ্যে কবি কে, এই বিষয় লইয়া, বররুচি ও কালিদাস সর্ব্বদা বিবাদ করিতেন। একদা উভয়ে, এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, উদ্ধত স্বরে বিতণ্ডা করিতেছেন, এমন সময়ে, প্রাচীন স্ত্রীলোকের আকৃতিধারণ করিয়া, সরস্বতী দেবী তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং সস্নেহ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপু! তোমরা কি জন্যে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, এত বিবাদ ও বাদানুবাদ করিতেছ। তখন তাহারা বলিলেন, আমাদের উভয়ের মধ্যে কবি কে, এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য, আমরা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তখন বৃদ্ধবেশা সরস্বতী দেবী বলিলেন, তোমরা প্রত্যেকে, তাম্বূলভক্ষণ উপলক্ষ করিয়া, এক একটি শ্লোকের রচনা কর, ঐ শ্লোক শুনিয়া, তোমাদের মধ্যে কবি কে, আমি, তাহার মীমাংসা করিয়া দিব। তদনুসারে বররুচি।

"তূর্ণমানীয়তাং চূর্ণম্"

এই শ্লোক, আর কালিদাস

"বিনা খদিরসারেণ"

এই শ্লোক, শুনাইলেন। শ্লোক শুনিয়া, সরস্বতী দেবী বলিলেন,

"কবির্বররুচিঃ"।

তখন কালিদাস, সাতিশয় অসন্তোষপ্রদর্শন পূর্ব্বক, বলিলেন, তবে আমি কি। সরস্বতী, ঈষৎ হাস্য করিয়া, বলিলেন,

"ত্বমহম্"।

কালিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? এই জিজ্ঞাসা শুনিয়া, সরস্বতী দেবী, জরতীমূর্ত্তিপরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্বীয়মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিবামাত্র, উভয়ে, বিস্ময়সাগরে মগ্ন ও পুলকিতকলেবর হইয়া, প্রভূত ভক্তিযোগ সহকারে, বারংবার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং অঞ্জলিবন্ধ পূর্ব্বক সরস্বতী দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন।

১২৯। চণ্ডাংশোঃ পরিতাপেন দাবাগ্নেরপি নীরদ।
আমূলনীরসঃ শাখী নাল্পসেকেন জীবতি॥

১৩০। মলয়াচলসম্ভূতে বাতি বাতে শনৈঃ শনৈঃ (১)।
নিনিন্দ বানরান্ কাচিৎ কামিনী যামিনীমুখে (২)

১৩১। কো ভারঃ পরিখাপারঃ পারাবারবিহারিণঃ।
নিপীতকালকূটস্য হরস্যেবাহিখেলনম্॥

১৩২। আমূলতঃ সরসতা ফলবত্তা পরার্থতঃ।
অয়ি রম্ভে ফলারম্ভে কৌটিল্যং তব নোচিতম্॥

১৩৩। কিং ক্রমঃ শশিনো ভাগ্যং হরস্য শিরসি স্থিতিঃ।
অভাগ্যমপি কিং ক্রমস্তত্র স্থিত্বাপ্যপূর্ণতা॥

১৩৪। বনং দহতি দাবাগ্নিঃ সখা ভবতি মারুতঃ।
স এব দীপনাশায় ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্॥

১৩৫। আয়ুষঃ ক্ষণ একোঽপি ন লভ্যঃ স্বর্ণকোটিভিঃ।
স চেন্নিরর্থকং নীতঃ কা নু হানিস্ততোঽধিকা॥

১৩৬। যামীতি প্রিয়পৃষ্টায়াঃ কামিন্যাঃ কণ্ঠসংস্থয়োঃ।
বচোজীবিতয়োরাসীৎ পুরো নিঃসরণে রণঃ॥

১৩৭। পদস্থিতস্য পদ্মস্য মিত্রে বরুণভাস্করৌ (৩)।
পদচ্যুতস্য পদ্মস্য ক্লেদক্লেশকরাবুভৌ॥

১৩৮। স্নিগ্ধং ধ্বনসি জীমূত বারিধারাং ন মুঞ্চসি।
আশ্বাসেনাথ সারঙ্গঃ কতি নেষ্যতি বাসরান্॥

১৩৯। ধারাধর ধরা বারিধারাভিঃ পরিপূরিতা।
খগচঞ্চুপুটদ্রোণীপূরণে বদ কঃ শ্রমঃ॥

(১) মন্দং বহতি মারুতে। পাঠান্তর।

(২) কবিরা বর্ণনা করিয়া থাকেন, মলয়ানিল বিরহিণীদিগের পক্ষে নিরতিশয় যন্ত্রণাদায়ক। সমুদ্রে সেতুবন্ধনকালে, বানরেরা বহুসংখ্যক পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়া আনিয়াছিল; সেই সময়ে তাহারা, অন্যান্য পর্ব্বতের ন্যায়, মলয়পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়া আনিলে, বিরহিণীদের মলয়ানিলনিবন্ধন যন্ত্রণাভোগ নিবারিত হইত। বানরেরা তাহা করে নাই, এজন্য তাহাদের নিন্দা।

(৩) সহায়ৌ বারিভাস্করৌ। পাঠান্তর।

১৪০। উৎপত্তিদুর্লভা যস্য ব্যয়ো যস্য দিনে দিনে।
সর্ব্বশস্যপ্রধানস্য (১) ধান্যস্য কুশলং বদ॥

১৪১। মুক্তা হি জবয়া রক্তা ন শুভ্রা মুক্তয়া জবা।
ভবেৎ পরগুণগ্রাহী মহীয়ানেব নাপরঃ॥

১৪২। একতঃ সকলা নীতিরেকতো মধুরং বচঃ।
মধুরং বচনং যস্য তেন ক্রীতমিদং জগৎ॥

১৪৩। মতিরুৎপদ্যতে তাদৃগ্ ব্যবসায়োঽপি তাদৃশঃ।
সহায়াস্তাদৃশা এব যাদৃশী ভবিতব্যতা॥

১৪৪। স্মরসি ত্বময়ে বন্ধো ন পুনস্ত্বাং স্মরাম্যহম্।
স্মরণং চেতসো ধর্ম্মশ্চেতস্তু তব সন্নিধৌ (২)॥

১৪৫। জায়মানো হরেদ্দারান্ বর্দ্ধমানো হরেদ্ধনম্।
ম্রিয়মাণো হরেৎ প্রাণান্ কথং পুত্রঃ সুখাবহঃ॥

১৪৬। অধোঽধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমা নোপচীয়তে।
উপর্য্যুপরি পশ্যন্তঃ সর্ব্ব এব দরিদ্রতি॥

১৪৭। রাত্রৌ জানুর্দ্দিবা ভানুঃ কৃশানুঃ সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োঃ।
ইত্থং শীতং ময়া নীতং জানুভানুকৃশানুভিঃ॥

১৪৮। পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি॥

১৪৯। গ্রীষ্মকালে দিনং দীর্ঘং শীতকালে তু শর্ব্বরী (৩)।
পরোপতাপিনঃ সর্ব্বে প্রায়শো দীর্ঘজীবিনঃ॥

১৫০। তেজস্তেজীয়সঃ সহ্যং তেন তেজীয়সো নহি।
সূর্য্যো হি শিরসা সহ্যো ন পদ্ভ্যাং তাপিতং রজঃ॥

১৫১। যদীচ্ছসি বশীকর্ত্তুং জগদেকেন কর্ম্মণা।
উপাস্যতাং কলৌ কল্পলতা দেবী প্রতারণা॥

(১) সর্ব্বরত্নপ্রধানস্য। পাঠান্তর।

(২) চিত্তন্তু ভবদন্তিকে। পাঠান্তর।

(৩) শীতকালে তথা নিশা। পাঠান্তর।

১৫২। কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুর্মাংসং ন খাদিতম্।
ন তত্র করুণা হেতুস্তত্র হেতুরদন্ততা॥

১৫৩। নপুংসকমিতি জ্ঞাত্বা প্রিয়ায়ৈ প্রেষিতং মনঃ।
মনস্তত্রৈব রমতে হতাঃ পাণিনিনা বয়ম্॥

১৫৪। রাজপুত্র চিরং জীব মা জীব মুনিপুত্রক।
জীব বা মর বা সাধো ব্যাধ মা জীব মা মর॥

১৫৫। স্নানং কর্ত্তুং গতা নদ্যামেকোনা বিংশতিঃ স্ত্রিয়ঃ।
খাদিতৈকা তু নক্রেণ বিংশতির্গৃহমাগতাঃ (১)॥

১৫৬। হতো হনূমতা রামঃ সীতা হর্ষমুপাগতা।
রুদন্তি রাক্ষসাঃ সর্ব্বে হা হা রামো হতো হতঃ (২)॥

১৫৭। সর্ব্বদা সর্ব্বদোঽসীতি মিথ্যা সংস্তূয়সে জনৈঃ।
নারয়ো লেভিরে পৃষ্ঠং ন বক্ষঃ পরযোষিতঃ।

১৫৮। তৃণাদপি লঘুস্তূলস্তূলতো যাচকো লঘুঃ।
ন নীতো বায়ুনা কস্মাদর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া॥

১৫৯। তিমিরারিস্তমো হন্তীত্যাতঙ্কব্যাকুলান্তরাঃ (৩)।
বয়ং কাকা বয়ং কাকা ইতি জল্পন্তি বায়সাঃ॥

১৬০। নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্কা বৃক্ষাশ্চ মূর্খাশ্চ ন নমন্তি কদাচন॥

১৬১। বিষমাং হি দশাং প্রাপ্য দৈবং নিন্দতি মানবঃ।
আত্মনঃ কর্ম্মদোষন্তু ন চিন্তয়তি কর্হিচিৎ॥

---

(১) একোনা বিংশতিঃ স্ত্রিয়ঃ, উনিশ জন স্ত্রীলোক। উনিশ জন স্নান করিতে গিয়াছিল, তন্মধ্যে এক জন কুম্ভীর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে; অথচ কুড়িজন বাড়ীতে গিয়াছে, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। প্রকৃত কথা এই, একো না, এক পুরুষ; বিংশতিঃ স্ত্রিয়ঃ, কুড়ি জন স্ত্রীলোক।

(২) হতো হনূমতা রামঃ, রাম হনূমান্ কর্ত্তৃক হত হইলেন, তাহাতে সীতা আহ্লাদিত হইলেন, রাক্ষসেরা রোদন করিতে লাগিল। ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। প্রকৃত কথা এই, হতো হনূমতা আরামঃ, আরামশব্দের অর্থ উপবন। সীতা অশোকবননামক যে উপবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, হনূমান, লঙ্কায় গিয়া, সর্ব্বপ্রথম ঐ উপবন ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

(৩) তিমিরারিস্তমো হন্তি শঙ্কাতঙ্কিতমানসাঃ। পাঠান্তর।

১৬২। ন প্রকৃত্যা কিমপ্যস্তি সুন্দরং বাপ্যসুন্দরম্।
যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেত্তত্তস্য সুন্দরম্॥

১৬৩। বিদ্বানেব হি জানাতি বিদ্যার্জ্জনপরিশ্রমম্।
নহি বন্ধ্যা বিজানাতি গুর্ব্বীং প্রসববেদনাম্॥

১৬৪। ন দৃষ্টং ন শ্রুতং ক্বাপি সাগরে সেতুবন্ধনম্।
নূনমস্মদ্‌বিনাশায় বিধিনা দোঃ প্রসারিতঃ (১)॥

১৬৫। পাণৌ পানীয়মানীয় পিপাসুরপি জানকী।
শোণিতে শোণিতভ্রান্ত্যা ভূয়ো ভূয়ো বিমুঞ্চতি॥

১৬৬। হস্তমাক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥

১৬৭। অঙ্গীকুরু দৃশোর্ভঙ্গীমঙ্গী ভবতু মন্মথঃ।
ঘোষয়ন্তু বিশালাক্ষি মহেশজয়ি তে যশঃ॥

১৬৮। পরান্নং প্রাপ্য দুর্ব্বুদ্ধে মা শরীরে দয়াং কুরু।
পরান্নং দুর্লভং লোকে শরীরন্তু পুনঃ পুনঃ॥

১৬৯। মা ভূজ্জন্ম কুলস্ত্রীণাং জন্ম চেদ্‌যৌবনং নহি।
যৌবনং চেন্ন তু প্রেম প্রেম চেদ্‌বিরহো নহি॥

১৭০। তাত বাগ্‌ভট মা রোদীঃ কর্ম্মণো গতিরীদৃশী।
দুষধাতোরিবাস্মাকং দোষসম্পত্তয়ে গুণঃ (২)॥

১৭১। স্বপ্নে পশ্যন্তি যা নাথং ধন্যাস্তাঃ সখি যোষিতঃ।
অস্মাকন্তু গতে নাথে গতা নিদ্রাথ বৈরিণী॥

১৭২। কতি বা সরিতঃ সন্তি কতি বা সন্তি সাগরাঃ (৩)
কিন্তু জীবতি জীমূত চাতকস্তব পাথসা॥

(১) রাবণের উক্তি।

(২) বাগ্‌ভটের কন্যা নিরতিশয় রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন। সেই প্রদেশের অধিপতি, তদীয় রূপের মাধুরী দর্শনে ও গুণের আতিশয্য শ্রবণে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আপন আলয়ে লইয়া যান। পিত্রালয় হইতে প্রস্থানকালে, পিতাকে নিতান্ত কাতর ও রোদনপরায়ণ দেখিয়া, কন্যার উক্তি।

(৩) কতি বা সরিতঃ সন্তি কতি সন্তি বিহঙ্গমাঃ। পাঠান্তর।

১৭৩। কুন্দকুঞ্জমিতঃ পশ্য পুষ্পিতং সখি শোভনম্।
অমুনা কুন্দকুঞ্জেন সখি মে কিং প্রয়োজনম্ (১)

পরিশিষ্ট

আদিরসের আতিশয্য বশতঃ অশ্লীল বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায়, কতকগুলি আদিরসাশ্লিষ্ট শ্লোক শ্লোকমঞ্জরীতে সন্নিবেশিত হয় নাই। অনেকে এ বিষয়ে অসন্তোষপ্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, যখন উদ্ভট শ্লোকের লোপাপত্তি নিবারণ শ্লোকমঞ্জরীর উদ্দেশ্য হইতেছে, তখন আদিরসাশ্লিষ্ট উদ্ভট শ্লোকের লোপাপত্তিনিবারণে বৈমুখ্যপ্রদর্শন কোনও মতে সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ, বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক হইবেক, এ অভিপ্রায়ে শ্লোকমঞ্জরী প্রচারিত হইতেছে না। এমন স্থলে, ইহাতে আদিরসাশ্লিষ্ট শ্লোকের সদ্ভাব কোনও অংশে দোষাবহ হইতে পারে না। আমাদের বিবেচনায়, তাদৃশ শ্লোকগুলি শ্লোকমঞ্জরীতে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত। যাহা হউক, তাঁহাদের সবিশেষ অনুরোধে, তথাবিধ শ্লোকগুলি শ্লোকমঞ্জরীর পরিশিষ্টস্বরূপ মুদ্রিত হইতেছে।

পরিশিষ্টম্

১। উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।
বালবৈধব্যদগ্ধানাং কুলস্ত্রীণাং কুচাবিব॥

২। গোপনে জীবনগ্লানির্মানহানিরগোপনে।
অনূঢ়ানঙ্গপীড়েব মমেয়ং মানসী ব্যথা॥

৩। মৃত্যুঃ শরীরগোপ্তারং স্বীকর্ত্তারং বসুন্ধরা।
দুশ্চরিত্রেব হসতি স্বামিনং সুতবৎসলম্॥

(১) অমুনা মুবিহীনেন। নায়ং মুকুন্দকুঞ্জঃ অতো নানেন মে প্রয়োজনম্। পূর্ব্বার্দ্ধ সখীর উক্তি; উত্তরার্দ্ধ রাধার উক্তি।

৪। কামিনীকায়কান্তারে কুচপর্ব্বতদুর্গমে।
মা সঞ্চর মনঃ পান্থ তত্রাস্তে স্মরতস্করঃ॥

৫। অসারে খলু সংসারে সারং কান্তাকুচদ্বয়ম্।
যদ্‌বিশ্লেষভয়াৎ শম্ভুরর্দ্ধনারীশ্বরোঽভবৎ॥

৬। তব তন্বি কুচাবেতৌ নিয়তং চক্রবর্ত্তিনৌ।
আসমুদ্রকরগ্রাহী ভবান্ যত্র করপ্রদঃ (১)॥

(১) এই শ্লোক সংক্রান্ত কিংবদন্তী সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

কালিদাসের আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া, সরস্বতী দেবী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলে, প্রভূত ভক্তিযোগ সহকারে বারংবার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, কালিদাস সরস্বতী দেবীর বর্ণনা করিলেন। এই বর্ণনা আরাধ্য দেবতার বর্ণনার অনুযায়িনী হয় নাই; সামান্য নায়িকার বর্ণনা যে প্রণালীতে প্রণীত হইয়া থাকে, তদনুযায়িনী হইয়াছিল। এজন্য সরস্বতী দেবী সাতিশয় অসন্তোষপ্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, তুমি, সামান্য নায়িকার ন্যায় বর্ণনা করিয়া, আমার অবমাননা করিলে। এই অপরাধে, সামান্য নায়িকার হস্তে তোমার প্রাণান্ত ঘটিবেক।

রাজা বিক্রমাদিত্যের রক্ষিতা এক বারবনিতা ছিল। রাজপ্রসাদে এই বারবনিতার সুখ, সম্পত্তি, ও আধিপত্যের সীমা ছিল না। কালিদাস তাহার নিরতিশয় প্রণয়ভাজন ছিলেন; প্রত্যহ, গোপনে তাহার ভবনে গিয়া, আমোদ করিতেন। এক দিন, তিনি তাহার সহিত আমোদ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজা বারবনিতার আবাসে উপস্থিত হইলেন। তদীয় আগমনবার্ত্তা শ্রবণে, কালিদাস ও বারবনিতা উভয়ে ভয়ে অভিভূত ও যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত হইলেন। উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে কালিদাস পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে লুকাইয়া রহিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে রাজা বারবনিতার নিকটে উপস্থিত হইলে, উভয়ে, একাসনে আসীন হইয়া, ইষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। রাজা, বারবনিতার স্তনে হস্তার্পণ করিয়া, বলিলেন,

"তব তন্বি কুচাবেতৌ নিয়তং চক্রবর্ত্তিনৌ"।

রাজকৃত স্তনবর্ণনা শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, কালিদাস, এককালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, ঐ বর্ণনার সমর্থন করিয়া বলিলেন,

"আসমুদ্রকরগ্রাহী ভবান্ যত্র করপ্রদঃ"।

রাজা, কালিদাসের স্বরশ্রবণ মাত্র, চকিত ও অতিমাত্র লজ্জিত হইলেন, এবং এ স্থানে কালিদাসের গতিবিধি আছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, ভয়ানক ঈর্ষ্যার আবির্ভাব বশতঃ, বারবনিতার উপর যৎপরোনাস্তি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া, আজ অবধি আমি তোমার সংস্রবত্যাগ করিলাম, তাহাকে এই কথা বলিয়া, চলিয়া গেলেন। কালিদাসের নির্ব্বুদ্ধিতা ও অবিমৃশ্যকারিতার জন্যে, আমি এ জন্মের মত রাজপ্রসাদে বঞ্চিত

৭। দ্রবিণং পরিমিতমধিকব্যয়িনং জনমাকুলীকুরুতে।
ক্ষীণাঞ্চলমিব পীনস্তনজঘনায়াঃ কুলীনায়াঃ॥

৮। উদ্বেজয়তি দরিদ্রান্ পরমুদ্রাগণনঝনৎকারঃ।
নিজপতিরতিমিলিতায়াঃ কঙ্কণঝনৎকার ইব জারম্॥

৯। অবলাকনকলতায়াং ফলিতং স্তনভূধরদ্বন্দ্বম্।
বিধিরিতি হূঙ্কৃতিভীত্যা চুচুকমিহ কজ্জলীকুরুতে॥

১০। বক্ষসি বহসি গিরীন্দ্রৌ ত্রিভুবনজয়িনী কটাক্ষেণ।
অবলা ত্বং যদি সুন্দরি কো বলবাংস্তন্ন জানীমঃ (১)॥

১১। অস্থানস্থিতিহেতোর্গুণবানপি হন্ত হাস্যতামেতি।
জরতীস্তনাবলম্বী নন্থ রমণীয়ো ন শোভতে হারঃ॥

১২। কুচকলসস্খলদম্বরসংবরণব্যগ্রপাণিপল্লবায়াঃ।
নিপতন্তি ভাগ্যভাজামুপরি কটাক্ষাঃ সরোজাক্ষ্যাঃ॥

১৩। যাস্যতি যৌবনমচিরাৎ স্তনাবপি তে নিপতিষ্যতোঽবশ্যম্।
যূনাং কেবলমবলে বঞ্চনপাপং চিরস্থায়ি॥

১৪। কুচয়োর্গোপনমুচিতং কনকাদ্রিকান্তিতস্করয়োঃ।
নন্থ বিজিতবিধুমণ্ডল (২) মুখমণ্ডলগোপনং কিমিতি॥

১৫। অয়ি তব যৌবনজলধৌ খেলতি কলধৌতভূধরদ্বন্দ্বম্।
শশিমুখি তদত্র চিত্রং মজ্জতি চিত্তং চিরং যূনাম॥

১৬। জায়তে লতা শৈলে ক্বচিদপি লতায়াং ন জায়তে শৈলঃ।
রাধে ত্বয়ি বিপরীতং কনকলতায়াং শৈলযুগং জাতম॥

১৭। জাগর্ত্তি লোকো জ্বলতি প্রদীপঃ সখীজনঃ পশ্যতি কৌতুকেন।
মুহূর্ত্তমেকং কুরু কান্ত ধৈর্য্যং বুভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুঙ্‌ক্তে॥

১৮। যাতু যাতু কিমনেন তিষ্ঠতা মুঞ্চ মুঞ্চ সখি সাদরং বচঃ।
পামরীবদনলোলুপো যুবা নৈষ বেত্তি কুলজাধরামৃতম্॥

হইলাম, এই ভাবিয়া, ক্রোধে অন্ধ ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া, বারবনিতা তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে কালিদাসের মস্তকচ্ছেদন করিল। এই রূপে, সরস্বতীর অভিসম্পাতবাক্য সর্ব্বতোভাবে কার্য্যে পর্য্যবসিত হইল

(১) অবলা ত্বং যদি সরলে কং বলবন্তং বিজানীমঃ। পাঠান্তর।

(২) অবধীরিতবিধুমণ্ডল। পাঠান্তর।

১৯। দীপ এষ কুচশৈলসন্নিধৌ বাসসা মৃগদৃশা সমাবৃতঃ।
পাণিদানবিমুখং প্রজাপতিং কম্পিতেন শিরসা বিনিন্দতি॥

২০। গণিকা মণিকাঞ্চনার্পণৈর্যদি তুষ্যেৎ কিমতঃ পরং সুখম্।
সুরতেষু যদীয়চাতুরীলবমূল্যং সকলং মহীতলম্॥

২১। যবনী নবনীতকোমলাঙ্গী শয়নীয়ে যদি নীয়তে কথঞ্চিৎ।
অবনীতলমেব সাধু মন্যে ন বনী মাঘবনী বিনোদহেতুঃ॥

২২। দ্বিজরাজমুখী মৃগরাজকটির্গজরাজবিরাজিতমন্দগতিঃ।
যদি চুম্বতি বক্ত্রমুপেত্য মুদা ক্ব চ নাকপুরী ক্ব চ মোক্ষপদম্ (১)॥

২৩। নিজগুণগরিমা সুখাকরো ন স্বয়মনুবর্ণয়তাং সতাং কদাচিৎ (২)।
নিজকরকমলেন কামিনীনাং কুচকলসাকলনে নু কো বিনোদঃ॥

২৪। আরব্ধং কুচযুগমর্দ্দনে ন বাম্যং বৈমুখ্যং মুখপরিচুম্বনেঽপি নৈব।
কিং নীবীগতময়ি মে (৩) রুণৎসি পাণিং বিক্রীতে করিণি কিমঙ্কুশে বিবাদঃ

২৫। আলোললোচনমচালি হৃদো দুকূলমুদ্বাহুমূলমনুকূলমিতঃ কিমীহে।
এতেন চেতিতমনেন ন চেৎ কিমালি নীরেণ নীরসতরোরভিষেচনেন॥

২৬। হস্তে ধৃতাপি শয়নে বিনিবেশিতাপি ক্রোড়ে কৃতাপি যততে বহিরেব গন্তুম্।
মন্যামহে নববধূরথ তস্য বশ্যা যঃ পারদং স্থগয়িতুং ক্ষমতে করেণ॥

২৭। ব্রহ্মৈব সর্ব্বমপরং ন চ কিঞ্চিদস্তি তস্মান্ন মে সখি পরাপরভেদবুদ্ধিঃ।
জারে যথা গৃহপতৌ নু তথা রতির্মে মূঢ়াঃ কিমর্থমসতীতি কদর্থয়ন্তি॥

২৮। সুতনু বিতনু বাচং মুঞ্চ বাচংযমত্বং প্রণয়িনি ময়ি কোপং কিঙ্করে কিঙ্করোষি।
যদি পুনরহমন্যাং চেতসা চিন্তয়ামি তদিহ কুচমহেশং তাবকীনং স্পৃশামি॥

২৯। কমলমুখি ভবত্যাশ্চারুবক্ষোজশম্ভূ নিরুপমসুষমাঢ্যৌ সর্ব্বথা পূজনীয়ৌ (৪)।
অহমপি তু তপস্বী দেবপূজাবিধিজ্ঞো (৫) নিজকরকমলাভ্যাং শম্ভুপূজাং করোমি॥

(১) যদি সা প্রমদা হৃদয়ে বসতি
ক্ব জপঃ ক্ব তপঃ ক্ব সমাধিবিধিঃ॥ পাঠান্তর।

(২) নিজগুণগরিমা সুখাকরঃ স্যাৎ
স্বয়মনুবর্ণয়তাং সতাং ন তাদৃক্। পাঠান্তর।

(৩) কিং নীবীগতমবলে। পাঠান্তর।

(৪) কিল পরমরসাঢ্যৌ নির্ম্মিতৌ কেন ধাত্রা। পাঠান্তর।

(৫) অহমপি তু ন কামী কিন্তু কান্তে তপস্বী। পাঠান্তর।

৩০। পুরো বা পশ্চাদ্বা ক্বচিদপি বসামঃ ক্ষিতিপতে ততঃ কা নো হানির্বচনরচনাক্রীত-
জগতাম্।
অগারে কান্তারে কুলকলসভারে মৃগদৃশাং মণেস্তুল্যং মূল্যং সহজসুভগস্য দ্যুতিমতঃ॥

৩১। বিহায় শ্রীশৈলং ভুজগগণসংসর্গমশিবং ললম্বে সদ্বৃত্তং নবযুবতিপীনস্তনতটম্।
ক এবং জানীতে যদিহ করপীড়াভয়মহো সতাং সঙ্গে শঙ্কা যদি ভবতি সা
দৈবঘটিতা (১)॥

৩২। কুচো লেভে হারং ঘনকঠিনপীনোন্নততয়া নিতম্বো বিস্ফারাৎ কনকময়কাঞ্চীমলভত।
তয়োর্মধ্যঃ ক্ষীণস্ত্রিবলিনিগড়ৈর্বন্ধনমগান্ন কোঽপি ক্ষীণানাং জগতি কুরুতে
মাননমিহ॥

৩৩। অহং কনকনির্ম্মিতঃ সকলভূধরাদুন্নতঃ সহস্রনয়নাশ্রয়ো বিবুধপুণ্যলব্ধোদয়ঃ।
স্তনোপরি পরিস্ফুরত্তরুণি চারু চেলাঞ্চলং মনাগয়ি নিবর্ত্তয় ত্যজতু গর্ব্বমুর্ব্বীধরঃ॥

৩৪। অকালজলদাবলী কিরতি নাম মুক্তাবলীম্ অপর্ব্বণি বিধুন্তুদস্তুদতি হন্ত শীতদ্যুতিম্।
ইদন্তু মহদদ্ভুতং যদনপায়ি বিদ্যুল্লতাবলম্বি কনকাচলদ্বয়মধোমুখং নৃত্যতি॥

৩৫। শ্রুতির্ম্মণিকর্ণিকা বিমলচন্দ্রভাগং মুখং করৌ সুদতি পুষ্করৌ সুমুখি তে
প্রভাসো রদাঃ।
বচঃ কিল সরস্বতী ভবসি চেৎ ক্ষণং নর্ম্মদা লভেমহি তদা বয়ং সকলতীর্থযাত্রাফলম্॥

৩৬। তন্বী বালা মৃদুতনুরিতি ত্যজ্যতামত্র শঙ্কা দৃষ্টা কাচিদ্ভ্রমরভরতো মঞ্জরী ভিদ্যমানা।
তস্মাদেষা রহসি ভবতা নির্দ্দয়ং মর্দ্দনীয়া(২) মন্দাক্রান্তা বিতরতি রসং নেক্ষুযষ্টিঃ
সমগ্রম্।

৩৭। কস্মাদ্দূতি শ্বসিষি বিষমং সত্বরাবর্ত্তনেন ভ্রষ্টো রাগঃ কিমধরপুটে ত্বৎকথাজল্পনেন।
ব্যস্তা চেয়ং কিমলকলতা তৎপদালুণ্ঠনেন ধাসস্তস্য ত্বয়ি বদ কথং প্রত্যয়ার্থং তবৈব॥

৩৮। কস্যেয়ং তরুণি প্রপা পথিক মে কিং পীয়তেঽস্যাং পয়ো
ধেনূনামথ মাহিষং বধির হে বারঃ কথং মঙ্গলঃ।
সোমো বাথ শনৈশ্চরোঽমৃতমহো তত্তেঽধরে দৃশ্যতে
শ্রীমন্ পান্থ নিতান্তনাগর গুরো যদ্রোচতে তৎ পিব॥

(১) চন্দনের উক্তি।
(২) পীড়নীয়া। পাঠান্তর।

৩৯। এতে বারিকণান্ কিরন্তি পুরুষান্ বর্ষন্তি নাম্ভোধরাঃ
শৈলাঃ শাদ্বলমুদ্বমন্তি ন সৃজন্ত্যেতে পুনর্নায়কান্।
ত্রৈলোক্যে তরবঃ ফলানি সুবতে নৈবারভন্তে নরান্
ধাতঃ কাতরমালপামি কুলটাহেতোস্ত্বয়া কিং কৃতম্॥

৪০। স্ফীতোঽয়ং(১) জঠরঃ স্তনৌ গুরুতরৌ শ্যামে চ মে চূচুকে
কো রোগো বদ বৈদ্যরাজ বিধবে কিং ভোঃ কুপথ্যং কৃতম্।
একঃ কোঽপি যুবা কিমেব কৃতবান্ নাভেরধস্তান্নু মে (২)
রোগোঽয়ং বিষমস্তবৈষ দশমে মাসি স্বয়ং যাস্যতি॥

(১) উচ্চোঽয়ং। পাঠান্তর।
(২) অধস্তাৎ পুরা। পাঠান্তর

ভূগোলখগোলবর্ণনম্

[১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

ভূমিকা

পূজ্যপাদ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পিতৃদেব মহাশয়, যে সময়ে, ন্যায়শাস্ত্রের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, সেই সময়ে "ভূগোলখগোলবর্ণনম্" নামক একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

এপর্য্যন্ত, ভূগোলখগোলবর্ণনম্ প্রকাশিত হয় নাই। পূজ্যপাদ পিতৃদেব, মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে, এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তদীয় অভিপ্রায় অনুসারে, ইহার মুদ্রণ কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি স্বয়ং ইহা মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি স্বয়ং সংশোধন ও মুদ্রণের তত্ত্বাবধান করিলে, ভূগোলখগোল যেরূপ হইত, এক্ষণে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত থাকে, ইহা কোনও অংশেই প্রার্থনীয় নহে; এবং পিতৃদেবের বাল্যরচনা অনেকের প্রীতিপ্রদ হইবেক, মনে করিয়া, আমি ভূগোলখগোলবর্ণনম্ প্রকাশিত করিলাম।

যে কারণে ও যে রূপে, ভূগোলখগোলবর্ণনম্ রচিত হয়, পিতৃদেবের স্বহস্তলিখিত বিজ্ঞাপনে, তাহা সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত আছে। এই বিজ্ঞাপন, ভূগোলখগোলবর্ণনের পাণ্ডুলিপির সহিত পাওয়া গিয়াছে। উহা, এই পুস্তকের "বিজ্ঞাপন"-স্বরূপ সংযোজিত হইল।

১৫ই বৈশাখ।
১২৯৯ সাল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র শর্ম্মা

বিজ্ঞাপন

পশ্চিম অঞ্চলে, জন মিয়র নামে এক সিবিলিয়ান ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষীয় নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষায়, বিলক্ষণ নিপুণ হইয়াছিলেন। ১৮৩৮ সালে কালেজের সেক্রেটারি ছাত্রবর্গকে সমবেত করিয়া বলিলেন, মিয়র সাহেব লিখিয়াছেন, পরমেশ্বরের মহিমাবিষয়ে যে ছাত্রের রচিত শতশ্লোক সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবেক, তিনি তাহাকে একশত টাকা পুরস্কার দিবেন। এই কথা শুনিয়া, সমবেত হইয়া, ছাত্রবর্গ এবিষয়ে অনেক আন্দোলন করিলেন। অবশেষে, এই সিদ্ধান্ত হইল, টাকা দেওয়া সন্দেহ স্থল, অতএব এ বিষয়ে পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল, দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় নামক একটি ছাত্র বলিলেন, টাকা পাই, আর না পাই, আমি প্রস্তাবিত শ্লোকরচনা করিব। তিনি, একশত শ্লোকের রচনা করিয়া, একশত টাকা পুরস্কার পাইলেন। তদ্দর্শনে, অনেকে বিলক্ষণ অনুতাপগ্রস্ত হইলেন।

কিছু দিন পরে, মিয়র সাহেব পুনরায় প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, পদার্থবিদ্যা বিষয়ে যে ছাত্রের রচিত একশত শ্লোক সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবেক, তিনি তাহাকে একশত টাকা পুরস্কার দিবেন। এবার, অনেকেই, এবিষয়ে বদ্ধপরিকর হইলেন। ৫।৭ দিন পরে, আমার এক সহাধ্যায়ী, আমায় নির্জনে লইয়া গিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি প্রস্তাবিত শ্লোকরচনায় প্রবৃত্ত হইবে কি না। আমি বলিলাম, আমার ইচ্ছা নাই; কিন্তু অধ্যাপক মহাশয়েরা অতিশয় পীড়াপীড়ি করিতেছেন; যদি তাঁহাদের পীড়াপীড়ি এড়াইতে না পারি, শ্লোকরচনায় অগত্যা প্রবৃত্ত হইতে হইবেক। তখন তিনি বলিলেন, দেখ, এবার অনেকেই শ্লোকরচনায় প্রবৃত্ত হইবেক। কিন্তু, যদি আমরা দুই জনে মিলিয়া শ্লোকরচনা করি, তাহা হইলে, নিঃসন্দেহ আমরা পুরস্কার পাইব। অতএব, বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়া, আমরা প্রত্যেকে পঞ্চাশ শ্লোক লিখিব; হয় তোমার নামে, নয় আমার নামে, শ্লোকগুলি কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে দিব; পুরস্কার পাইলে, উভয়ে সমাংশ করিয়া লইব। আমি প্রথমতঃ এ প্রস্তাবে কোনওমতে সম্মত হইলাম না। অবশেষে, তাঁহার অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক আমায় সম্মত হইতে হইল।

যে দিন, শ্লোকগুলি কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে দিতে হইবেক, তাহার ১০।১২ দিন পূর্ব্বে, আমার ঐ সহাধ্যায়ী বলিলেন, দেখ, নানা কারণে, আমার শ্লোকরচনা করা হইল না;

অতএব, তুমিই একশত শ্লোক লিখিয়া দাও। তখন, আমি বলিলাম, দেখ, আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না; কেবল তোমার পীড়াপীড়িতে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যখন তুমি নিবৃত্ত হইলে, তখন আমিও নিবৃত্ত হইলাম। বিশেষতঃ, সমস্ত যোগাড় করিয়া, আর পঞ্চাশটি শ্লোক লিখিবার আর সময় নাই। এমন স্থলে, এ বিষয়ে ক্ষান্ত হওয়াই উচিত। এই বলিয়া, আমি যে শ্লোকগুলি লিখিয়াছিলাম, তাঁহার সমক্ষেই, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। শ্লোক কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পিত হইবার নির্দ্ধারিত দিন উপস্থিত হইল। অন্যান্য ছাত্রের ন্যায়, আমার ঐ সহাধ্যায়ীও স্বরচিত শত শ্লোক কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে দিলেন। তদ্দর্শনে আমি হতজ্ঞান হইলাম। কেহ কাহারও সহিত এত দূর পর্য্যন্ত চাতুরী করিতে পারে, ইহার পূর্ব্বে, আমার বোধ ছিল না।

কিছু দিন পরে, মিয়র সাহেব পুনরায় প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, পুরাণ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও য়ুরোপীয় মতের অনুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে যে ছাত্রের রচিত শত শ্লোক সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবেক, তিনি, তাহাকে একশত টাকা পুরস্কার দিবেন। এবার, আমি, আমার ঐ সহায়ধ্যায়ী, ও আর কতিপয় ছাত্র শ্লোকরচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমার ঐ সহায়ধ্যায়ীর পক্ষে, নিরতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই, এবারকার পুরস্কার আমি পাইয়াছিলাম। এই শ্লোকগুলি* এক্ষণে মুদ্রিত হইতেছে।

* *পূজ্যপাদ পিতৃদেবের রচিত শ্লোকের সংখ্যা,* মিয়র সাহেবের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক দৃষ্ট হইতেছে। ভূগোলখগোলবর্ণনের শ্লোকসংখ্যা ৪০৮। মিয়র সাহেব, বোধ হয়, অন্যূন শত শ্লোক রচনা করিতে হইবে, এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন; কিন্তু পূজ্যপাদ পিতৃদেব, তদপেক্ষা অনেক অধিক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত এই বিজ্ঞাপনে, এ বিষয়ের কিছু উল্লেখ নাই। সুতরাং, এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছুই জানা যাইতেছে না।

প্রকাশক

যৎক্রীড়াভাণ্ডবদ্‌ভাতি ব্রহ্মাণ্ডমিদমদ্ভুতম্‌।
অসীমমহিমানং তং প্রণমামি মহেশ্বরম্‌॥ ১ ॥
পুরাণসূর্য্যসিদ্ধান্তে য়ুরোপীয়মতানুগম্‌।
কর্ত্তব্যং কিল ভূগোলখগোলপরিবর্ণনম্‌॥ ২ ॥
প্রথমং বর্ণনীয়ন্তু তত্র পৌরাণিকং মতম্‌।
কার্য্যং ক্রমেণাপরয়োর্মতয়োর্বর্ণনং ততঃ॥ ৩ ॥
জগদ্বর্ণনকর্ম্মেদং শর্ম্মণে কিমু মাদৃশাম্‌।
খদ্যোতানাং তমোনাশোদ্যমো হাস্যায় কস্য ন॥ ৪
তথাপি শরণীকৃত্য গুরূণাং চরণং পরম্‌।
কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ সুধিয়ঃ শোধয়ন্তু তৎ॥ ৫
প্রফুল্লকমলাকারা ধরা ধীরৈরুদীরিতা।
দ্বীপার্ণবাদয়ো যত্র পর্ণতামনুবিভ্রতি॥ ৬ ॥
দর্ব্বীকরেশ্বরো (১) ভাতি ভূপদ্মস্যাস্য নালবৎ।
যৎফণামণ্ডলাসীনা নাধঃ পততি মেদিনী॥ ৭ ॥
জম্বূপ্রভৃতিভির্দ্বীপৈর্বিভক্তা সা তু সপ্তভিঃ।
তত্রাদৌ বর্ণ্যতে জম্বূদ্বীপঃ সংক্ষিপ্তবর্ত্মনা॥ ৮ ॥
লক্ষযোজনবিস্তারঃ ক্ষারবারিধিবারিতঃ।
সমস্তদ্বীপমধ্যস্থো জম্বূদ্বীপ উদাহৃতঃ॥ ৯ ॥
সীমাগিরিভিরষ্টাভির্বিভক্তানি যথাক্রমম্‌।
বর্ত্তন্তে নব বর্ষাণি ভারতাদিক্রমাদিহ॥ ১০ ॥
মর্য্যাদাগিরয়ঃ সর্ব্বেঽযুতযোজনমুন্নতাঃ।
বিস্তৃতা দ্বে সহস্রে চ যোজনানামুদাহৃতাঃ॥ ১১ ॥

(১) দর্ব্বীকরাঃ সর্পাঃ তেষাম্‌ ঈশ্বরঃ শেষনাগঃ

আনীলনিষধাযামৌ (২) মাল্যবদ্‌গন্ধমাদনৌ।
অন্তে ষড়ায়তা যাবদব্ধিং পশ্চিমপূর্ব্বয়োঃ ॥ ১২ ॥
বর্ত্তন্তে ত্রীণি বর্ষাণি রম্যকঞ্চ হিরণ্ময়ম্।
উত্তরাঃ কুরবশ্চেতি মেরোরুত্তরতঃ ক্রমাৎ ॥ ১৩ ॥
পশ্চিমে কেতুমালাখ্যং পূর্ব্বে ভদ্রাশ্বসংজ্ঞকম্।
হরিকিম্পুরুষাখ্যে চ ভারতঞ্চেতি দক্ষিণে ॥ ১৪ ॥
উত্তরে ত্রীণি বর্ষাণি ত্রীণি দক্ষিণতস্তথা।
নবযোজনসাহস্রবিস্তৃতানি তু তানি ষট্ ॥ ১৫ ॥
ভদ্রাশ্বকেতুমালাখ্যে পূর্ব্বপশ্চিমসীময়োঃ।
একত্রিংশৎ সহস্রাণি যোজনানাং হি বিস্তৃতে ॥ ১৬ ॥
যোজনানাঞ্চতুস্ত্রিংশৎসহস্রপরিবিস্তৃতম্।
সমস্তবর্ষমধ্যস্থং প্রাগিলাবৃতমুচ্যতে ॥ ১৭ ॥
ভূপদ্মকর্ণিকাভূতো (৩) দ্বীপায়ামসমুন্নতঃ।
এতস্য মধ্যমধ্যাস্তে মেরুঃ স্বর্ণময়ো গিরিঃ ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বতস্তস্য চত্বারঃ সন্ত্যবষ্টম্ভপর্ব্বতাঃ।
উন্নতা বিস্তৃতাস্তে চ দশসাহস্রযোজনম্ ॥ ১৯ ॥
পূর্ব্বতো মন্দরস্তস্য দক্ষিণে মেরুমন্দরঃ।
সুপার্শ্বঃ পশ্চিমে পার্শ্বে কুমুদশ্চোত্তরে মতঃ ॥ ২০ ॥
এতেষু সন্তি চত্বারস্তরবো গিরিকেতবঃ।
শতযোজনবিস্তীর্ণা একাদশশতোন্নতাঃ ॥ ২১ ॥
মাকন্দো (৪) মন্দরে জম্বূরমন্দে মেরুমন্দরে।
নীপঃ সুপার্শ্বে বিজ্ঞেয়ো ন্যগ্রোধঃ কুমুদে তথা ॥ ২২ ॥
যোঽয়ং জম্বূতরুর্মেরুমন্দরোপরি রাজতে।
জম্বুদ্বীপ ইতি খ্যাতিং তস্মাদ্ দ্বিপোঽয়মাসদৎ ॥ ২৩ ॥

---

(২) নীলগিরিং নিষধগিরিং চ যাবৎ আয়ামো দৈর্ঘ্যং যযোঃ তাদৃশৌ মাল্যবদ্গন্ধমাদনৌ ইত্যস্য বিশেষণম্।

(৩) ভূরূপস্য পদ্মস্য কর্ণিকাসদৃশঃ মেরুরিত্যস্য বিশেষণম্।

(৪) মাকন্দঃ আম্রবৃক্ষঃ।

ফলান্যমৃতকল্পানি স্থূলানি গিরিশৃঙ্গবৎ।
পতন্তি মন্দরোৎসঙ্গে প্রোত্তুঙ্গাদাম্রভূরুহাৎ ॥ ২৪ ॥
তেষাং সুগন্ধিমধুরৈররুণৈ রসবারিভিঃ।
অরুণোদাভিধা (৫) তত্র সমজায়ত নিম্নগা ॥ ২৫ ॥
সা প্রস্খলন্তী শিখরান্মন্দরস্য মহীতলে।
পূর্ব্বেণেলাবৃতং বর্ষং সংপ্লাবয়তি সর্ব্বদা ॥ ২৬ ॥
জম্বুফলানাং শীর্ণানাং মেরুমন্দরকন্দরে।
উচ্চপাতবিদীর্ণানাং রসবারি স্রবত্যলম্ ॥ ২৭ ॥
তেন জম্বুনদী নাম নদী তস্মাদ্ধরাধরাৎ।
সদা বহতি বেগেন ব্যাপ্য সর্ব্বমিলাবৃতম্ ॥ ২৮ ॥
মৃত্তিকা তদ্রসৈঃ সিক্তা তীরয়োরুভয়োরপি।
ভবেদ্বাতার্কসংশুষ্কা স্বর্ণং জাম্বূনদাভিধম্ (৬) ॥ ২৯ ॥
সুপার্শ্বগিরিসংরূঢ়কদম্বতরুকোটরাৎ।
পঞ্চব্যামমিতাঃ (৭) পঞ্চ মধুধারাঃ স্রবন্ত্যলম্ ॥ ৩০ ॥
উত্তুঙ্গাদ্ভূভৃতঃ শৃঙ্গাত্তাঃ পতন্ত্যো ধরাতলে।
আমোদয়ন্তি গন্ধেন নিরন্তরমিলাবৃতম্ ॥ ৩১ ॥
ন্যগ্রোধস্কন্ধতো নীচমুখাঃ কামদুঘা নদাঃ।
ইলাবৃতোত্তরাংশে তু পতন্তি কুমুদাগ্রতঃ ॥ ৩২ ॥
বলীপলিতদৌর্গন্ধ্যস্বেদাময়জরাক্লমাঃ।
বৈবর্ণ্যাকালমৃত্যাদ্যা ন ভবন্তি যদাশ্রয়াৎ ॥ ৩৩ ॥
অরুণোদং মহাভদ্রমসিতোদঞ্চ মানসম্।
আস্তে মনোহরং তত্র সরোবরচতুষ্টয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

---

(৫) অরুণং রক্তবর্ণম্ উদকং যস্যাঃ সা অরুণোদা সা অভিধা নামধেয়ং যস্যাঃ সা নিম্নগা ইত্যস্য বিশেষণম্।

(৬) উভয়োরপি তীরয়োঃ মৃত্তিকা তদ্রসৈঃ সিক্তা বাতার্কসংশুষ্কা চ জাম্বূনদাভিধং স্বর্ণং ভবেৎ ইত্যন্বয়ঃ।

(৭) তির্য্যক্ পার্শ্বতো বিস্তৃতয়োঃ বাহ্বোঃ অন্তরালপরিমাণং ব্যামঃ পঞ্চাবয়বা ব্যামাঃ তৈঃ মিতাঃ তৎপরিমাণদীর্ঘা ইত্যর্থঃ। মধুধারা ইত্যস্য বিশেষণম্।

দেবাদয়ো নিদাঘেষু জললীলাভিলাষুকাঃ।
প্রেয়সীসহিতাস্তেষু বিহরন্তি নিরন্তরম্‌॥ ৩৫॥
তত্র চৈত্ররথং চিত্রং নন্দনং চিত্তনন্দনম্‌।
অতিভ্রাজিষ্ণু বৈভ্রাজং মাদনং গন্ধমাদনম্‌॥ ৩৬॥
ইতি সর্ব্বপ্রীতিকরমস্ত্যুদ্যানচতুষ্টয়ম্‌।
অমরা হৃষ্টহৃদয়া রমন্তে তেষু সন্ততম্‌॥ ৩৭॥
জঠরো দেবকূটোঽথ কৈলাসঃ করবীরকঃ।
পবনঃ পারিপাত্রশ্চ ত্রিশৃঙ্গমকরৌ তথা॥ ৩৮॥
অষ্টাবেতে বিনির্দ্দিষ্টা মেরোঃ কেসরপর্ব্বতাঃ (৮)।
বেষ্টিতো ভূধরৈরেভিঃ শোভতে স্বর্ণভূধরঃ॥ ৩৯॥
অদ্রয়োঽন্যে স্থিতা মেরোর্মূলদেশে চতুর্দ্দিশম্‌।
ত্রিকূটরুচকৌ হংসর্ষভজারুধিনীরদাঃ॥ ৪০॥
কুসুম্ভকপিলৌ কালঞ্জরবৈকঙ্কনৈষধাঃ।
কুরঙ্গকুররৌ শংখপতঙ্গশিশিরাদয়ঃ॥ ৪১॥
মেরোরুপরি বৈধাত্রী নগরী পরিরাজতে।
পুরাণি লোকপালানাং ভান্তি চাস্যাশ্চতুর্দ্দিশম্‌॥ ৪২॥
গঙ্গা ব্রহ্মপুরান্মেরুমূর্দ্ধ্নি নিঃসৃত্য বেগতঃ।
ভুবমাপ চতুর্ভাগা সীতাদ্যাখ্যানভেদতঃ॥ ৪৩॥
সীতা বিধাতৃপুরতো নিঃসৃতোল্লঙ্ঘ্য ভূধরান্‌।
ভদ্রাশ্বং বর্ষমাসাদ্য পূর্ব্বং বারিনিধিং গতা॥ ৪৪॥
তথৈবালকনন্দা চ বিলঙ্ঘ্য নিখিলান নগান্‌।
ভারতং বর্ষমভ্যেত্য প্রাবিশদ্দক্ষিণার্ণবম্‌॥ ৪৫॥
বংক্ষু (৯) মংক্ষুং (১০) সমুল্লঙ্ঘ্য প্রতীচ্যাং সকলান্‌ গিরীন্‌
কেতুমালগতা (১১) প্রাপ পশ্চিমং লবণার্ণবম্‌॥ ৪৬॥

---

(৮) প্রত্যন্তপর্ব্বতাঃ।

(৯) বংক্ষুঃ তন্নাম্নী গঙ্গাধারা।

(১০) মংক্ষুঃ দ্রুতম্‌।

(১১) কেতুমালপ্রদেশপ্রবাহিণী।

ভদ্রা তু মেরুশিরসো নিঃসৃতাতীত্য পর্ব্বতান্।
উত্তরে কুরুবর্ষেণ লবণার্ণবমাবিশৎ ॥ ৪৭ ॥
নীলাদ্রিকৃতমর্য্যাদে বর্ষে রম্যকনামকে।
ভগবান্ মৎস্যরূপেণ রাজতে সুরপূজিতঃ ॥ ৪৮ ॥
হিরণ্ময়াভিধে বর্ষে শ্বেতাদ্রিকৃতসীমকে।
আস্তে ধর্ম্মায় লোকানাং কূর্ম্মরূপী স্বয়ং হরিঃ ॥ ৪৯ ॥
শৃঙ্গবদ্গিরিসংস্পর্শে কুরুবর্ষেঽতিশোভনে।
বারাহীং মূর্ত্তিমাস্থায় তিষ্ঠতি শ্রীপতিশ্চিরম্ ॥ ৫০ ॥
কেতুমালে তু ভগবান্ মাল্যবদ্ভূধরাঙ্কিতে।
অস্তি কন্দর্পরূপেণ রমারমণকৌতুকী ॥ ৫১ ॥
গন্ধমাদনসম্বদ্ধে বর্ষে ভদ্রাশ্বসংজ্ঞকে।
আস্তে দেবোঽচ্যুতো মূর্ত্তিং হয়গ্রীবাভিধাং দধৎ ॥ ৫২ ॥
হরিবর্ষং ততঃ সীমানিবদ্ধং নিষধাদ্রিণা।
অস্তি তত্র হরির্দেবো নরকেশরিরূপধৃৎ ॥ ৫৩ ॥
ততঃ কিম্পুরুষং বর্ষং হেমকূটাদ্রিচিহ্নিতম্।
রামরূপধরো বিষ্ণুর্বর্ষেঽস্মিন্ বর্ত্ততে চিরম্ ॥ ৫৪ ॥
অথ ভারতবর্ষস্য সংক্ষেপাৎ কিঞ্চিদুচ্যতে।
কর্ম্মভূমিতয়া যদ্ধি শর্ম্মদং ধর্ম্মকর্ম্মিণাম্ ॥ ৫৫ ॥
স্থিত উত্তরসীমায়াং হিমবান্ ভূভৃদগ্রণীঃ।
বর্ষাৎ কিম্পুরুষাখ্যানাদিদং হি কুরুতে পৃথক্ ॥ ৫৬ ॥
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান্ ঋক্ষবিন্ধ্যকৌ।
পারিপাত্রশ্চ সপ্তৈতে সন্ত্যত্র কুলপর্ব্বতাঃ ॥ ৫৭ ॥
সরযূর্যমুনা সিন্ধুঃ শতদ্রুর্বাহুদা তথা।
কৌশিকী ধূতপাপেক্ষুর্গোমতী গণ্ডকী কুহূঃ ॥ ৫৮ ॥
চন্দ্রভাগা চ গঙ্গা চ বিপাশা চ সরস্বতী।
এবমাদ্যা মহানদ্যো হিমবদ্গিরিনির্গতাঃ ॥ ৫৯ ॥
ঋতুকুল্যা চলা লাঙ্গলিনী বংশধরা তথা।
ত্রিসামা ত্রিদিবা চৈতা মহেন্দ্রাদ্রিবিনির্গতাঃ ॥ ৬০ ॥

কৃতমালা তাম্রপর্ণী পুষ্পজা চোৎপলাবতী ।
এতা রম্যজলা নদ্যো মলয়াচলসম্ভবাঃ ॥ ৬১ ॥
কাবেরী বঞ্জুলা গোদাবরী ভীমরথী তথা ।
কৃষ্ণবেণীসুপ্রয়োগাদয়ঃ সহ্যসমুদ্ভবাঃ ॥ ৬২ ॥
কুমারী মন্দগা মন্দবাহিনী চ পলাশিনী ।
ঋষিকুল্যাকৃপাদ্যাস্তু শুক্তিমদ্ভূধরোদ্ভবাঃ ॥ ৬৩ ॥
পিপ্পলা নর্ম্মদা চিত্রোৎপলা শোণোঽথ বঞ্জুলা ।
বিপাশাকরতোয়াদ্যা ঋক্ষাচলসমুদ্ভবাঃ ॥ ৬৪ ॥
তাপী পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা সিনীবালী কুমুদ্বতী ।
বেণ্বাবৈতরণীমন্দ্রাদয়ো বিন্ধ্যাদ্রিনির্গতাঃ ॥ ৬৫ ॥
শিপ্রা বেত্রবতী বেদস্মৃতির্বেদবতী তথা ।
ব্রতঘ্নী চন্দনা সিন্ধুরবন্তী বিদিশা মহী ॥ ৬৬ ॥
আনন্দনী সদানীরা পারা চর্ম্মণ্বতী তথা ।
পারিপাত্রসমুৎপন্না এতা নদ্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬৭ ॥
মঙ্গলপ্রস্থমৈনাকত্রিকূটর্ষভবেঙ্কটাঃ ।
গোবর্দ্ধনো রৈবতক ঋষ্যমূকেন্দ্রকীলকৌ ॥ ৬৮ ॥
মহেন্দ্রকোম্বককুভাশ্চিত্রকূটত্রিকূটকৌ ।
দ্রোণো নীলশ্চ সন্ত্যেবমাদয়োঽন্যে ধরাধরাঃ ॥ ৬৯ ॥
তাম্রপর্ণস্তথা সৌম্যো নাগদ্বীপো গভস্তিমান্ ।
ইন্দ্রদ্বীপশ্চ গান্ধর্ব্বঃ কশেরুরথ বারুণঃ ॥ ৭০ ॥
কুমারিকেতি চ প্রোক্তা ভারতস্য ভিদা নব ।
কুমারিকাখ্যঃ খণ্ডোঽয়ং চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগভাক্ ॥ ৭১ ॥
নানা জনপদাঃ সন্তি বর্ষেঽস্মিন্ ভারতাভিধে ।
তেষাং নামানি সংক্ষেপাৎ কথ্যন্তে কানিচিন্ময়া ॥ ৭২
জাঙ্গলাঃ কুরুপাঞ্চালাঃ শাল্বাঃ কুল্যাস্তথাপরে ।
শূরসেনা ভদ্রকরা রোধকাশ্চ পটচ্চরাঃ ॥ ৭৩ ॥
মৎস্যাঃ কিরাতা লোকাশ্চ কুন্তয়ঃ কান্তয়স্তথা ।
আবন্তাঃ কোশলাদ্যাশ্চ মধ্যদেশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৪

বাটধানাশ্চ বাহ্লীকা আভীরাঃ কালতোষকাঃ।
পুরন্ধ্রাঃ পহ্লবাঃ শূদ্রা গান্ধারা যবনাস্তথা ॥ ৭৫ ॥
শকা দ্রুহ্যাঃ পুলিন্দাশ্চ সিন্ধুসৌবীরমদ্রকাঃ।
পারদাঃ কণ্টকারাশ্চ হারা মূত্তিকরা মঠাঃ ॥ ৭৬ ॥
ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ কেকয়া দেশনামিকাঃ।
আত্রেয়াশ্চ ভরদ্বাজাঃ প্রস্থলাশ্চ দশেরকাঃ ॥ ৭৭ ॥
লম্পকাস্তলগানাশ্চ সৈনিকাঃ সাঙ্গজস্তথা।
ইত্যেবমাদয়ো দেশা উদীচ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৮ ॥
অঙ্গা বঙ্গা মদ্গুরকা অন্তর্গিরিবহির্গিরাঃ (১২)।
প্রবঙ্গাশ্চৈব মাতঙ্গা মলয়া মলবর্ত্তকাঃ ॥ ৭৯ ॥
সুহ্মোত্তরা প্রবিজয়া ভার্গবা মালবাস্তথা।
প্রাগ্জ্যোতিষাস্তথা পুণ্ড্রা বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ ॥ ৮০ ॥
গোনর্দ্দা মাগধাদ্যাশ্চ দেশাঃ প্রাচ্যা ইমে মতাঃ।
নানাবর্ণসমাকীর্ণা গ্রামারামমনোরমাঃ ॥ ৮১ ॥
পাণ্ড্যাশ্চ কেরলাশ্চৈব চোলাঃ কুল্যাশ্চ সেতুকাঃ।
মুখ্যকাঃ কুপথাচারাস্তথা বাসিকসংজ্ঞিতাঃ ॥ ৮২ ॥
মহারাষ্ট্রা মাহিষিকাঃ কলিঙ্গাঃ শবরাস্তথা।
ঐষীকাটব্যকাবেরা বিন্ধ্যা মূষিকসংজ্ঞিতাঃ ॥ ৮৩ ॥
বৈদর্ভা দণ্ডকাস্তদ্বৎ কুলীয়া রূপসাস্তথা।
শিরালাস্তাপসাশ্চৈব নাসিকাস্তরনর্ম্মদাঃ ॥ ৮৪ ॥
কারস্করাস্তৈত্তিরিকা মাহেয়া ভানুকচ্ছকাঃ।
সারস্বতাস্তথা কচ্ছা নর্ত্তার্ব্বুদসুরাষ্ট্রকাঃ ॥ ৮৫ ॥
ইত্যেবমাদয়ো দেশা দাক্ষিণাত্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সম্পূর্ণা ধনধান্যাদ্যৈঃ শ্রোত্রিয়ৈর্বহুভির্বৃতাঃ ॥ ৮৬ ॥
মালবাশ্চ করূষাশ্চ মেকলা উৎকলাস্তথা।
উত্তমাশা দশার্ণাশ্চ ভোজাঃ কিষ্কিন্ধিকাস্তথা ॥ ৮৭ ॥

(১২) দেশবিশেষাঃ।

তোষলাঃ কোশলাস্তদ্বত্ত্রৈপুরা বৈদিকাস্তথা।
তুমুরাস্তুম্বুরাশ্চৈব পটুমন্নিষধাভিধাঃ ॥ ৮৮ ॥
অনূপাস্তিণ্ডিকেরাশ্চাবন্তয়ো বীতিহোত্রকাঃ।
ইত্যেবমাদয়ো দেশা বিন্ধ্যাচলসমীপগাঃ ॥ ৮৯ ॥
নির্হারা হংসবর্ণাশ্চ কুপথাশ্চাপথাঃ খশাঃ।
কুথপ্রাবরণাশ্চোর্ণা দর্ভাস্তদ্বৎ সমূহকাঃ ॥ ৯০ ॥
ত্রিগর্ত্তাশ্চ কিরাতাশ্চ মণ্ডলা আমরাস্তথা।
ইত্যেবমাদয়ো দেশাঃ পার্ব্বতীয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৯১ ॥
স্বর্ণপ্রস্থস্তথা মন্দহরিণঃ সিংহলস্তথা।
চন্দ্রশুক্রস্তথা পাঞ্চজন্যো রমণকস্তথা ॥ ৯২ ॥
আবর্ত্তনোঽথ লঙ্কেতি লবণার্ণবমধ্যগাঃ।
এতে ত্বষ্টাবুপদ্বীপা জম্বূদ্বীপসমীপতঃ ॥ ৯৩ ॥

ইতি জম্বূদ্বীপবর্ণনম্।

জম্বূদ্বীপমিদং যদ্বল্লবণার্ণববেষ্টিতম্।
তথাস্তি বেষ্টিতঃ প্লক্ষদ্বীপেন লবণার্ণবঃ ॥ ৯৪ ॥
দ্বীপমেতত্তথৈবেক্ষুরসাব্ধিপরিবারিতম্।
লক্ষযোজনবিস্তীর্ণং জম্বূদ্বীপমুদাহৃতম্ ॥ ৯৫ ॥
ক্রমশো দ্বিগুণা দ্বীপসমুদ্রাঃ পূর্ব্বপূর্ব্বতঃ।
যদ্দ্বীপস্যাব্ধিরুক্তো যঃ স তৎসম ইতি স্থিতিঃ ॥ ৯৬ ॥
জম্বূবৎ প্লক্ষবৃক্ষোঽত্র দ্বীপখ্যাতিকরো মতঃ।
হিরণ্ময়াভিধো যস্মাৎ সপ্তজিহ্বোঽগ্নিরুত্থিতঃ ॥ ৯৭ ॥
শিশিরং সুখদং ক্ষেমং ধ্রুবং শান্তভয়ং শিবম্।
আনন্দঞ্চেতি বর্ষাণি বর্ত্তন্তেঽনুক্রমাদিহ ॥ ৯৮ ॥
গোমেদো দুন্দুভিশ্চন্দ্রো নারদঃ সুমনাস্তথা।
বৈভ্রাজঃ সোমকশ্চেতি মর্য্যাদাগিরয়ো মতাঃ ॥ ৯৯ ॥
শিখী বিপাশা ত্রিদিবানুতপ্তা সুকৃতা ক্রমূঃ।
অমৃতা চেতি সপ্তাত্র বর্ষনদ্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১০০ ॥

হংসঃ পতঙ্গকস্তদ্বদূর্দ্ধায়নকসংজ্ঞিতঃ।
সত্যাঙ্গশ্চেতি চত্বারো বর্ণা বিপ্রাদিবন্মতাঃ॥ ১০১॥

ইতি প্লক্ষদ্বীপবর্ণনম্।

যদ্বদিক্ষুরসোদেন প্লক্ষদ্বীপোঽস্তি বেষ্টিতঃ।
সুরোদেনাবৃতস্তদ্বদ্ দ্বীপঃ শাল্মলিসংজ্ঞিতঃ॥ ১০২॥
তরুঃ শাল্মলিরত্রাস্তি দ্বীপখ্যাতিপ্রবর্ত্তকঃ।
উন্নতৌ বিস্তৃতৌ চায়ং জম্বুতরুসমো মতঃ॥ ১০৩॥
শ্বেতং হরিতজীমূতে লোহিতং বৈদ্যুতং তথা।
মানসং সুপ্রভঞ্চেতি বর্ত্ততে বর্ষসপ্তকম্॥ ১০৪॥
সুরসঃ কুমুদঃ কুন্দো দ্রোণঃ কঙ্কো বলাহকঃ।
কুমুদ্বানিতি সপ্তাত্র বর্ত্তন্তে বর্ষপর্ব্বতাঃ॥ ১০৫॥
সরস্বতী সিনীবালী কুহূরনুমতী তথা।
নন্দা রাকারজন্যৌ চ বর্ষনদ্য ইমা মতাঃ॥ ১০৬॥
বর্ণাঃ শ্রুতিধরো বীর্য্যধরস্তদ্বদ্বসুন্ধরঃ।
ইষুন্ধরশ্চ চত্বার এতে শাল্মলিবাসিনঃ॥ ১০৭॥

ইতি শাল্মলিদ্বীপবর্ণনম্।

সংবৃতোঽসৌ সুরাসিন্ধুঃ কুশদ্বীপেন সর্ব্বতঃ।
দ্বীপোঽয়ং তদ্বদেবাস্তি ঘৃতোদপরিবারিতঃ॥ ১০৮॥
দ্বীপেঽত্রাস্তি কুশস্তম্বো দ্বীপখ্যাতিপ্রবর্ত্তকঃ।
যচ্ছষ্পরোচিষা সর্ব্বাঃ শ্যামায়ন্তে দিশো ভৃশম্॥ ১০৯॥
কপিলং লবণং প্রাভাকরং বৈরথমুদ্ভিদম্।
ধৃতি বেণুমদেতানি সপ্ত বর্ষাণ্যনুক্রমাৎ॥ ১১০॥
দ্রবিণঃ কপিলো বভ্রুর্দেবানীকোর্দ্ধরোমকৌ।
চিত্রকূটশ্চতুঃশৃঙ্গঃ সীমাগিরয় ইত্যমী॥ ১১১॥
ধূতপাপা শিবা বল্যা পবিত্রা সম্মতিস্তথা।
বিদ্যদম্ভা মহী চেতি প্রথিতা বর্ষনিম্নগাঃ॥ ১১২॥

সলিলৈরমলৈরাসাং কুশদ্বীপৌকসো জনাঃ।
বিধূতদুরিতাঃ সন্তি প্রভূতবলশালিনঃ ॥ ১১৩ ॥
কুশলঃ কোবিদশ্চাভিযুক্তঃ কুলক ইত্যমী।
বর্ণাঃ সন্ত্যত্র চত্বারো মর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মকর্ম্মণাম্ ॥ ১১৪ ॥

ইতি কুশদ্বীপবর্ণনম্।

ঘৃতোদসিন্ধুরস্ত্যেষ ক্রৌঞ্চদ্বীপেন বেষ্টিতঃ।
বর্ত্ততে দ্বীপ এষোঽপি দধিবারিধিবারিতঃ ॥ ১১৫ ॥
অস্য মধ্যগতো ভাতি ক্রৌঞ্চনামা মহীধরঃ।
স্বনাম্না খ্যাপয়ন্ দ্বীপমুন্নতোঽযুতযোজনম্ ॥ ১১৬ ॥
কৌশলং মল্লগং মৌনমন্ধকারকদৌন্দুভে।
উষ্ণকং পীবরঞ্চেতি বর্ষসপ্তকমীরিতম্ ॥ ১১৭ ॥
দেবাবৃদ্বামনঃ ক্রৌঞ্চো দুন্দুভিঃ পুণ্ডরীকবান্।
চৈত্রোঽন্ধকারকশ্চেতি সপ্তৈতে বর্ষপর্ব্বতাঃ ॥ ১১৮ ॥
গৌরী কুমুদ্বতী সন্ধ্যা রাত্রিঃ ক্ষান্তির্মনোজবা।
পুণ্ডরীকেতি সপ্তৈতা বর্ষনদ্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১১৯ ॥
ঋষভঃ পুরুষস্তদ্বদ্ দ্রবিণো দেবকিস্তথা।
বর্ত্তন্তে তত্র চত্বারো বর্ণা বিপ্রাদয়ো যথা ॥ ১২০ ॥

ইতি ক্রৌঞ্চদ্বীপবর্ণনম্।

দধিবারিধিরস্ত্যেব শাকদ্বীপেন বেষ্টিতঃ।
দ্বীপোঽয়ং বর্ত্ততে তদ্বৎ ক্ষীরবারিধিবারিতঃ ॥ ১২১ ।
অস্তি শাকতরুস্তত্র ক্ষেত্রখ্যাতিপ্রবর্ত্তকঃ।
যৎসৌরভভরাক্রান্তা দিগন্তা ভান্তি সন্ততম্ ॥ ১২২
সুকুমারং কুমারঞ্চ জলদং কুসুমোদকম্।
মণীবকঞ্চ মৌদাকং মহাদ্রুমমিতি ক্রমাৎ ॥ ১২৩ ॥
সন্ত্যত্র সপ্ত বর্ষাণি বসতাং যেষু নিত্যশঃ।
নাধির্নরাণাং ন ব্যাধির্ভবত্যপি হি কর্হিচিৎ ॥ ১২৪ ॥

উদয়াস্তাচলৌ শ্যামো জলাধারো মহানসঃ।
ঈশানঃ কেশরী চেতি মর্য্যাদাগিরয়ো মতাঃ ॥ ১২৫ ॥
সুকুমারী কুমারীক্ষুর্নলিনী ধেনুকা তথা।
গভস্তির্বেণুকা চেতি সপ্তৈতা বর্ষনিম্নগাঃ ॥ ১২৬ ॥
ঋতব্রতস্তথা সত্যব্রতো দানব্রতস্তথা।
অনুব্রতশ্চ চত্বারো বর্ণা বিপ্রাদিবন্মতাঃ ॥ ১২৭ ॥

ইতি শাকদ্বীপবর্ণনম্।

ক্ষীরবারিধিরস্ত্যেষ পুষ্করদ্বীপবেষ্টিতঃ।
স্বাদূদকাব্ধিবিচ্ছিন্নো দ্বীপোঽয়ং বর্ত্ততে তথা ॥ ১২৮ ॥
পুষ্করং জায়তে তস্মিন্নসংখ্যদলমঞ্জুলম্।
দ্বীপোঽয়ং গীয়তে লোকৈরতঃ পুষ্করসংজ্ঞয়া ॥ ১২৯ ॥
এতস্য মধ্যমধ্যাস্তে বর্ষদ্বয়বিভাগকৃৎ।
বলয়াকৃতিরত্যুচ্চো মানসোত্তরভূধরঃ ॥ ১৩০ ॥
বর্ষে দ্বে সংস্থিতে তস্মিন্ পরিবেশানুকারিণী (১৩)।
আদ্যং রমণকং তত্র দ্বিতীয়ং ধাতকং মতম্ ॥ ১৩১ ॥
তস্মিন্ দ্বীপে হি বিদ্যন্তে ন শৈলা ন চ নিম্নগাঃ।
দেবানাং মানুষাণাঞ্চ ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ॥ ১৩২ ॥
রাগদ্বেষাদ্যসংস্পৃষ্টা বীতশোকা নিরাময়াঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ ॥ ১৩৩ ॥
অস্তি তত্রাতিশোভাঢ্যো ন্যগ্রোধঃ সুমহাংস্তরুঃ।
তস্মিন্ নিবসতি ব্রহ্মা পূজ্যমানঃ সদা সুরৈঃ ॥ ১৩৪ ॥

ইতি পুষ্করদ্বীপবর্ণনম্।

তদেবং মেরুতঃ সাব্ধিদ্বীপৈঃ সপ্তভিরেকতঃ।
খচতুষ্কেষুবহ্নীষুপক্ষমা (১৪) ভবতি ক্ষিতিঃ ॥ ১৩৫ ॥

---

(১৩) পরিবেশঃ পরিধিঃ তমনুকুরুতঃ ইতি তথোক্তে মণ্ডলাকারে ইত্যর্থঃ।
(১৪) ২৫৩৫০০০০ এতৎসংখ্যকযোজনপরিমিতা ইত্যর্থঃ।

খচতুষ্কশরাম্ভোধিশরশীতাংশুসম্মিতা (১৫)।
অস্তি সত্ত্বযুতা ভূমিঃ পরস্তাৎ স্বাদুবারিধেঃ ॥ ১৩৬ ॥
খপঞ্চকগ্রহগুণবসুমানা (১৬) বসুন্ধরা।
আস্তে পরস্তাৎ তদ্ভূমেঃ কাচিৎ কাঞ্চননির্ম্মিতা ॥ ১৩৭ ॥
যতস্তত্র গতঃ বস্তু স্থাবরং বাপি জঙ্গমম্।
তদ্ভূমিময়তাং যাতি সর্ব্বসত্ত্বোজ্‌ঝিতা (১৭) ততঃ ॥ ১৩৮ ॥
মেরুমারভ্য সৌবর্ণভূমিপর্য্যন্তমেকতঃ।
পরিমাণমিদং প্রোক্তমস্য দ্বৈগুণ্যমাদিশেৎ ॥ ১৩৯ ॥
যোজনাযুতবিস্তারো লোকালোকাচলস্ততঃ।
সূর্য্যাদিগ্রহবর্গাণামুন্নত্যা গতিরোধকৃৎ ॥ ১৪০ ॥
তেন তস্যাপরে ভাগে সর্ব্বা ভূমিস্তমোবৃতা।
লোকালোক ইতি খ্যাতিরতোঽস্য পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৪১ ॥
পরতো ভূধরস্যাস্য তমোভূমির্ব্যবস্থিতা।
তন্মানং ত্বযুতন্যূনাঃ কোটয়ঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ১৪২ ॥
পঞ্চাশৎকোটিবিস্তারং তস্মাদ্‌ভূতলমুচ্যতে।
(১৮) তদপ্যণ্ডকটাহেন সমন্তাদস্তি বেষ্টিতম্ ॥ ১৪৩ ॥

ইতি পুরাণসম্মতো ভূগোলবৃত্তান্তঃ সম্পূর্ণঃ।

ইত্থং ভূমণ্ডলোদন্তশ্চিন্তিতোঽয়ং যথামতি।
ব্যোমমণ্ডলবৃত্তান্তঃ সংক্ষেপেণাধুনোচ্যতে ॥ ১৪৪ ॥
বিস্তৃতির্যাবতী ভূমের্নভসস্তাবতী মতা।
পরিমাণসমানত্বং নিষ্পাবদলয়োর্যথা (১৯) ॥ ১৪৫ ॥

(১৫) ১৫৭৫০০০০ এতৎসংখ্যকযোজনপরিমিতা ইত্যর্থঃ।

(১৬) ৮৩৯-০০০০ এতৎসংখ্যকযোজনপরিমিতা ইত্যর্থঃ।

(১৭) যতঃ স্থাবরং জঙ্গমং বাপি বস্তু তদ্গতং তদ্ভূমিময়তাং তদ্ভূমিস্বরূপত্বং কাঞ্চনময়ত্বমিত্যর্থঃ যাতি প্রাপ্নোতি ততঃ সা বসুন্ধরা সর্ব্বসত্ত্বোজ্ঝিতা জীবমাত্ররহিতা ইত্যর্থঃ।

(১৮) তদপি তদ্ভূতলঞ্চ সমন্তাৎ অণ্ডকটাহেন ব্রহ্মাণ্ডৈকসংপুটকেন বেষ্টিতং সৎ অস্তি ইত্যন্বয়ঃ।

(১৯) নিষ্পাবঃ শিম্বী তস্য দলে বীজাবরকৌ পুটৌ তয়োরিব যথা শিম্বীফলস্য বীজাবরকং পুটদ্বয়ং তুল্যমানং তথা স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য বস্তুনঃ আবরকয়োঃ ভূতলনভস্তলয়োঃ পরিমাণং সমমিত্যর্থঃ।

অন্তরিক্ষং তয়ো(২০)রন্তর্যদন্তরগতো রবিঃ।
ত্রিলোকীং তপতামীশস্তাপয়ত্যাত্মতেজসা ॥ ১৪৬ ॥
সোঽয়ং ত্রিবিধয়া গত্যা মকরাদিষু রাশিষু।
অহ্নো রাত্রেশ্চ কুরুতে দৈর্ঘ্যহ্রাসসমানতাঃ ॥ ১৪৭ ॥
যদা মেষে তুলায়াঞ্চ প্রচরত্যর্য্যমা তদা।
সমস্থানস্থয়া গত্যা দিনরাত্রী সমে মতে ॥ ১৪৮ ॥
যদা তু বৃষভাদ্যেষু পঞ্চসু প্রসরত্যসৌ।
তদা দিনানি বর্দ্ধন্তে তন্মতং দক্ষিণায়নম্ ॥ ১৪৯ ॥
অবরোহণসংজ্ঞা চ ক্ষিপ্রা সা গতিরুচ্যতে।
একৈকঘটিকাহানির্মাসি মাসি নিশাং (২১) ক্রমাৎ ॥ ১৫০ ॥
যদা তু বর্ত্ততে ভাস্বান্ বৃশ্চিকাদিষু পঞ্চসু।
আরোহণাভিধা তস্য তদা মন্দা গতির্ভবেৎ ॥ ১৫১ ॥
তদুত্তরায়ণং প্রোক্তং তত্র বৃদ্ধির্নিশাং ক্রমাৎ।
ক্রমাচ্চ জায়তে তত্র দিনানাং ন্যূনমানতা ॥ ১৫২ ॥
দর্শিতঃ পুষ্করদ্বীপে গিরির্যো মানসোত্তরঃ।
ভূপরাবর্ত্তমার্গস্তু রবেস্তদুপরি স্থিতঃ ॥ ১৫৩ ॥
সদা তেনৈব মার্গেণ ভবতি ভ্রমণং রবেঃ।
তত্রাস্তি লোকপালানাং নগরীণাং চতুষ্টয়ম্ ॥ ১৫৪ ॥
পূর্ব্বত্রৈন্দ্রী পুরী তত্র দেবধানীতি বিশ্রুতা।
দক্ষিণে ধর্ম্মরাজস্য নাম্না সংযমনী পুরী ॥ ১৫৫ ॥
পশ্চিমে বারুণী তদ্বৎ পুরী নিম্লোচতী (২২) স্থিতা।
তথাস্ত্যুত্তরতঃ সৌম্যা পুরী নাম্না বিভাবরী ॥ ১৫৬ ॥

(২০) তয়োঃ ভূমিনভসোঃ অন্তঃ মধ্যদেশঃ অন্তরিক্ষম্ যদন্তরগতঃ যস্য মধ্যগতঃ তপতাম্ ঈশঃ শ্রেষ্ঠো রবিঃ আত্মতেজসা ত্রিলোকীং তাপয়তি ইত্যর্থঃ।

(২১) নিশাং নিশানাং রাত্রীণাম্।

(২২) নিম্লোচতীতি বিশ্রুতা।

প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসায়াহ্ননিশীথাস্তু যথাক্রমম্।
তাসু (২৩) কালবিশেষেণ ভবন্তি হি নিরন্তরম্॥ ১৫৭॥

ঐন্দ্রীতঃ প্রচলন্ সূর্য্যো নগরীং যমদৈবতাম্।
প্রযাতি পঞ্চদশভির্দণ্ডৈরেবং গতিক্রমঃ॥ ১৫৮॥

ঐন্দ্র্যাং যদোদিতো ভাস্বাংস্তদা সৌম্যাদিকত্রিকে।
ভবেন্মধ্যন্দিনাদীনি ক্রমাদন্যাস্বপীদৃশম্॥ ১৫৯॥

যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেষামুদয়ো মতঃ।
তিরোভাবশ্চ যত্রাস্য তত্রৈবাস্তমনং মতম্॥ ১৬০॥

তদেবং নোদয়োঽর্কস্য নৈবাস্ত্যস্তমনং ক্বচিৎ।
উদয়াস্তৌ হি বিজ্ঞেয়ৌ দর্শনাদর্শনে রবেঃ॥ ১৬১॥

বিয়ৎপঞ্চকচন্দ্রেষুগ্রহযোজনসম্মিতম্ (২৪)।
ভ্রমত্যনুদিনং ভাস্বান্ মানসোত্তরমণ্ডলম্॥ ১৬২॥

রাশ্যুন্মুখগতের্মেরুং সব্যং কৃত্বা ব্রজন্নপি।
জ্যোতিশ্চক্রবশাদ্ভানুর্দ্দক্ষিণেন করোত্যমুম্ (২৫)॥ ১৬৩॥

যথা কুলালচক্রেণ ভ্রমতাং ভ্রমতা সহ(২৬)।
কীটাদীনাং গতির্ভিন্না প্রদেশান্তরদর্শনাৎ॥ ১৬৪॥

তথাত্র কালচক্রেণ ভ্রমতো ভ্রমতা সহ।
অস্যৈব গতিরর্কস্য রাশিভান্তরদর্শনাৎ॥ ১৬৫॥

লক্ষযোজনতো ভূমেরূর্দ্ধং সাবিত্রমণ্ডলম্।
চন্দ্রস্তাবন্মিতে দেশে সূর্য্যস্যোপরি রাজতে॥ ১৬৬॥

(২৩) তাসু দেবধান্যাদিষু নগরীষু কালবিশেষেণ যথাক্রমং নিরন্তরং প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসায়াহ্ননিশীথা ভবন্তি হি ইত্যন্বয়ঃ।

(২৪) ৯৫১০০০০০ এতৎসংখ্যকযোজনপরিচ্ছিন্নম্।

(২৫) অমুং মেরুমিত্যর্থঃ।

(২৬) ভ্রমতা কুলালচক্রেণ সহ ভ্রমতাং কীটাদীনাং প্রদেশান্তরদর্শনাৎ যথা গতির্ভিন্না প্রতীয়তে অত্র জ্যোতিশ্চক্রে ভ্রমতা কালচক্রেণ সহ ভ্রমতঃ অস্য অর্কস্যাপি রাশিনক্ষত্রান্তরদর্শনাৎ ভিন্না গতির্লক্ষ্যতে ইতি যুগ্মকেনান্বয়ঃ।

শশাঙ্কমণ্ডলাদূর্দ্ধং মতং নক্ষত্রমণ্ডলম্।
চন্দ্রপুত্রস্তদূর্দ্ধং তু তদূর্দ্ধং ভগবান্ ভৃগুঃ॥ ১৬৭॥
তস্মাদূর্দ্ধং কুজস্তস্মাদ্গুরুস্তস্মাচ্ছনৈশ্চরঃ।
ক্রমশো(২৭)ঽন্তরমেতেষাং লক্ষদ্বয়মিতং মতম্॥ ১৬৮॥
তিষ্ঠত্যধস্তাৎ স্বর্ভানুঃ সবিতুর্যোজনাযুতাৎ।
সপ্তর্ষিমণ্ডলং সৌরেরেকলক্ষান্তরে স্থিতম্॥ ১৬৯॥
ততস্তু শতসাহস্রযোজনোপরিতঃ স্থিতঃ।
জ্যোতির্গণানাং সর্ব্বেষামবষ্টম্ভ ইব (২৮) ধ্রুবঃ॥ ১৭০॥
মেধিস্তম্ভে (২৯) যথা বদ্ধা ভ্রমন্তি পশবো ধ্রুবম্।
তথা ধ্রুবমবালম্ব্য ভ্রমন্তি ভগণা(৩০)শ্চিরম্॥ ১৭১॥
জ্যোতিশ্চক্রমিদং কেচিন্মূর্ত্তিং ভগবতো হরেঃ।
বদন্তি শিশুমারাখ্যাং নক্ষত্রগণলক্ষিতাম্॥ ১৭২॥
অবাক্শিরস এতস্য পুচ্ছাগ্রাদিক্রমাত্তনৌ।
ধ্রুবাদিগ্রহনক্ষত্রগণাঃ কুর্ব্বন্তি সংস্থিতিম্॥ ১৭৩॥
সূর্য্যমণ্ডলমাখ্যাতং যোজনাযুতবিস্তৃতম্।
শশাঙ্কমণ্ডলং প্রোক্তং খত্রয়াক্ষীন্দুসম্মিতম্ (৩১)॥ ১৭৪॥
খত্রয়াগ্নীন্দুসম্মানং (৩২) মতং স্বর্ভানুমণ্ডলম্।
অথ সংক্ষেপতঃ কিঞ্চিদ্ গ্রহণস্যাপি বর্ণ্যতে॥ ১৭৫॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ (৩৩) রাহুর্যদা বৈরানুবন্ধতঃ।
অভিযাতি তদা জ্ঞেয়ং গ্রহণং গ্রহয়োস্তয়োঃ॥ ১৭৬॥

(২৭) অন্তরং ভেদঃ।

(২৮) সংরোধকস্তম্ভ ইব লক্ষ্যমাণং ধ্রুবাখ্যং নক্ষত্রম্।

(২৯) ক্ষেত্রে নিখাতঃ স্তম্ভঃ মেধিঃ যত্র বদ্ধাঃ পশবঃ ভ্রমন্তঃ পদদলনেন ধান্যাদিকানি শস্যানি স্তম্বেভ্যঃ পৃথক্ কুর্ব্বন্তি (মেই খুঁটীতি ভাষা)।

(৩০) ভগণাঃ নক্ষত্রসমূহাঃ।

(৩১) ১২০০০ এতৎসংখ্যকযোজনপরিমিতম্।

(৩২) ১৩০০০ এতৎসংখ্যকযোজনপরিমিতম্।

(৩৩) রাহুঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ অভিযাতি লক্ষ্যীকৃত্য ধাবতি।

চন্দ্রসূর্য্যাভিমুখ্যেন স্বর্ভানৌ সমুপেয়ুষি।
যা তয়োরাবৃতিঃ (৩৪) সৈব গ্রহণং ব্যপদিশ্যতে ॥ ১৭৭ ॥
ইতি পুরাণসম্মতঃ খগোলবৃত্তান্তঃ সম্পূর্ণঃ।

পুরাণমতমিত্যেবং সংক্ষেপাৎ পরিদর্শিতম্।
সূর্য্যসিদ্ধান্তসিদ্ধান্তো দর্শ্যতেঽথ যথামতি ॥ ১৭৮ ॥
কটাহদ্বিতয়োপেতং সচ্ছিদ্রং বর্ত্তুলাকৃতি।
ব্রহ্মাণ্ডমেতদাখ্যাতং ধীরৈঃ সম্পুটকো (৩৫) যথা ॥ ১৭৯ ॥
খষট্‌কবেদাঙ্গগজাম্বরাষ্টবিয়দ্বিচন্দ্রাশ্বগজেন্দুমানা (৩৬)।
ব্রহ্মাণ্ডকক্ষ্যা কথিতেয়মেতৎ বিজ্ঞায়তাং যোজনসংখ্যয়ৈব ॥ ১৮০ ॥
কদম্বকুসুমাকারা তন্মধ্যে বর্ত্ততে ধরা।
বিভ্রাণা ধারণাশক্তি(৩৭)মৈশ্বরীং পরমাদ্ভুতাম্ ॥ ১৮১ ॥
হয়াঙ্গগ্রহবেদাংশমিতো(৩৮)ঽস্যাঃ পরিধির্মতঃ।
শীতাংশুবসুবাণেন্দু(৩৯)সম্মিতো ব্যাস উচ্যতে ॥ ১৮২ ॥
যথা স্বভাবতঃ শীতঃ শীতাংশুরনিলশ্চলঃ।
উষ্ণোঽগ্নিরুজ্জ্বলং রত্নং তথা ভূরচলা চিরম্ ॥ ১৮৩ ॥
ধরাধরগণা রম্যগ্রামার্ণবনদাদয়ঃ।
বর্ত্তন্তে সর্ব্বতস্তস্যাঃ কেশরপ্রকরা ইব ॥ ১৮৪ ॥
মেখলেব স্থিতো ভূমের্মধ্যে লবণবারিধিঃ।
তস্যোত্তরাংশে দ্বীপোঽয়ং জম্বূসংজ্ঞো ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৮৫ ॥
শাকোঽথ শাল্মলঃ কৌশঃ ক্রৌঞ্চগোমেদপৌষ্করাঃ।
ষড়েতে ক্রমশো দ্বীপা বর্ত্তন্তে তস্য দক্ষিণে ॥ ১৮৬ ॥

(৩৪) আবৃতিস্তিরোধানম্।

(৩৫) সমুদ্গকঃ পেটরা ইতি ভাষা।

(৩৬) ১৮৭১২০৮০৮৬৪০০০০০০ এতৎসংখ্যকযোজনপরিচ্ছিন্না ব্রহ্মাণ্ডকক্ষা ইত্যস্য বিশেষণম্।

(৩৭) ধারণাশক্তিম্ আকর্ষণীং শক্তিম্ ঐশ্বরীম্ ঈশ্বরকল্পিতাম্।

(৩৮) অস্যা ব্রহ্মাণ্ডকক্ষ্যায়াঃ পরিধিঃ ৩০৪৯৬৭ এতৎসংখ্যকযোজনপরিমিতঃ মতঃ।

(৩৯) বৃত্তস্য মধ্যরেখা ব্যাসঃ অস্যা ব্যাসঃ ১৫৮১ এতৎসংখ্যকযোজনপরিমিতঃ কথ্যতে।

সমুদ্রবর্ষনদ্যাদি পুরাণমতবন্মতম্।
কেবলং পরিমাণেষু বিশেষস্তেষু বর্ত্ততে ॥ ১৮৭ ॥
স্বর্ণভূভৃদ্(৪০)বিনিষ্ক্রান্তঃ পৃথিব্যাঃ পার্শ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
সৌম্যেঽসৌ মেরুরিত্যুক্তো দক্ষিণে বড়বানলঃ ॥ ১৮৮ ॥
মেরুমূর্দ্ধনি গীর্ব্বাণা নিবসন্তি নিরন্তরম্।
বড়বানলশীর্ষে তু নিবসন্ত্যসুরাস্তথা ॥ ১৮৯ ॥
যঃ কশ্চিদ্ যত্র কুত্রাপি তিষ্ঠত্যূর্দ্ধমধোঽপি বা।
অধঃস্থাং মন্যতে ভূমিমাত্মানমুপরি স্থিতম্ ॥ ১৯০ ॥
অতো নিরাকুলাত্মানো বর্ত্তন্তে তে নিরন্তরম্।
ভূমেরূর্দ্ধগতা যে চ যে চ তির্য্যগধঃ স্থিতাঃ ॥ ১৯১ ॥
পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ববর্ষেঽস্তি যমকোট্যভিধা পুরী।
লঙ্কানাম্নী পুরী যাম্যে বর্ষে ভরাতসংজ্ঞিতে ॥ ১৯২ ॥
পশ্চিমে কেতুমালে চ পুরী রোমকনামিকা।
উত্তরে কুরুবর্ষে তু স্থিতা সিদ্ধপুরী পরা ॥ ১৯৩ ॥
ভূপাদান্তরিতা এতা মধ্যভাগস্থিতাস্তথা।
আসামুপরিতো ভাতি বিষুবস্থো দিবাকরঃ ॥ ১৯৪ ॥
মেষাদৌ দেবভাগস্থো দেবানাং কুরুতে দিবা।
তুলাদিকে চ দৈত্যানামেষ স্যাদুদিতঃ ক্রমাৎ ॥ ১৯৫ ॥
দেবভাগোদিতো ভানুর্মেষাদীংস্ত্রীন্ পরং পরম্।
চরন্ ক্রমাদহর্মধ্যং কুরুতে মেরুবাসিনাম্ ॥ ১৯৬ ॥
দেবোত্তরার্দ্ধং কুরুতে কর্কটাদিত্রয়ে চরন্।
এবং তুলাদিষ্বাদিত্যো দৈত্যানাং কুরুতে তথা ॥ ১৯৭ ॥
মেষাদিত্রিতয়ে বৃদ্ধির্দিবসানাং ভবেৎ ক্রমাৎ।
হ্রাসঃ স্যাৎ কর্কটাদৌ চ বৃদ্ধেরেব ক্রমাদিহ ॥ ১৯৮ ॥
তুলাদিত্রিতয়ে হ্রাসঃ ক্রমাত্তদ্বৎ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মকরাদিত্রয়ে বৃদ্ধির্ভবতি ক্রমশঃ পুনঃ ॥ ১৯৯ ॥

(৪০) স্বর্ণভূভৃৎ সুমেরুঃ।

প্রত্যাসন্নতয়াস্মাকং গ্রীষ্মে ভীষ্মকরো রবিঃ।
হেমন্তে ত্বতিদূরত্বাৎ মন্দো ভবতি মন্দসূঃ (৪১) ॥ ২০০ ॥
ভারতাদিষু বর্ষেষু নিত্যমেষ পরিভ্রমন্।
মধ্যোদয়ার্দ্ধরাত্রাস্তময়ান্ হি কুরুতে ক্রমাৎ ॥ ২০১ ॥
স্থিতে ভদ্রাশ্ববর্ষেঽস্মিন্নুদয়ো ভারতে ভবেৎ।
কেতুমালেঽর্দ্ধরাত্রশ্চ কুরুষস্তময়স্তথা ॥ ২০২ ॥
ভূবায়ুরাবহাখ্যোঽস্তি যাবৎ দ্বাদশযোজনম্।
তদূর্দ্ধং প্রবহো বায়ুর্যাবন্নক্ষত্রমণ্ডলম্ ॥ ২০৩ ॥
প্রদক্ষিণয়তি প্রত্যগ্গতির্নিত্যময়ং মহীম্।
ভ্রমন্তি সহ তেনৈব গ্রহাঃ সর্ব্বে নিরন্তরম্ ॥ ২০৪ ॥
(৪২) কক্ষ্যেন্দোঃ খত্রয়াব্ধ্যক্ষিবহ্নিযোজনসম্মিতা।
(৪৩) ভূমেরুচ্চত্বমিষ্বব্ধিসপ্তেষুমিতযোজনম্॥ ২০৫ ॥
কক্ষ্যাম্বরেষুচন্দ্রর্ত্তুবহ্ন্যব্ধিমিতযোজনা (৪৪)।
বসুবস্বিষুবস্বঙ্গযোজনা (৪৫) চোচ্চতা ভৃগোঃ ॥ ২০৬ ॥
আশ্রিত্য রাশিমেকৈকং সপাদদিবসদ্বয়ম্।
ভুঙ্‌ক্তে নিশাকরঃ শুক্রোঽষ্টাবিংশতিদিনানি চ ॥ ২০৭ ॥
কক্ষ্যোচ্চতাপরীমাণং (৪৬) বুধস্য ভৃগুবন্মতম্।
স একং রাশিমাশ্রিত্য ভুঙ্‌ক্তেঽষ্টাদশ বাসরান্ ২০৮ ॥
গ্রহ(৪৭)খাক্ষিগুণাম্ভোধিখেন্দুযোজনসম্মিতা।
কক্ষ্যা সা বুধশীঘ্রস্য প্রোক্তা জ্যোতির্বিচক্ষণৈঃ ॥ ২০৯ ॥

(৪১) মন্দং শনৈশ্চরং সূতে ইতি মন্দসূঃ সূর্য্যঃ।

(৪২) ইন্দোঃ কক্ষ্যা ৩২৭০০০ যদ্বা ৩২৪০০০ এতৎসংখ্যকযোজনপরিমিতা।

(৪৩) ভূমেঃ উচ্চত্বম্ ৫৭৭৫ এতৎসংখ্যকযোজনপরিমিতম্।

(৪৪) ভূমেঃ কক্ষ্যাঃ ৭৩৬১৫০ এতৎসংখ্যকযোজনপরিমিতা।

(৪৫) ভৃগোঃ শুক্রস্য উচ্চতা ৬৮৫৮৮ এতৎসংখ্যকযোজনপরিমিতা।

(৪৬) ক্বচিৎ অনটেপি উপসর্গস্য দীর্ঘত্বম্।

(৪৭) ১০৭৩২০৯ এতৎসংখ্যকযোজনপরিমিতা বুধশীঘ্রস্য শীঘ্রগামিবুধগ্রহস্য কক্ষ্যা

শরর্ত্তুচন্দ্রবাণর্ত্তুচন্দ্রযোজনসম্মিতা(৪৮)।
উচ্চতা ভূতলাত্তস্য সূরিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২১০ ॥
(৪৯) সপ্তাগ্ন্যঙ্গার্ণবাঙ্গর্ত্তুনেত্রযোজনসম্মিতা।
কক্ষ্যা সা শুক্রশীঘ্রস্য জ্যোতির্ব্বিদ্ভিরুদাহৃতা ॥ ২১১ ॥
গ্রহচন্দ্রশশাঙ্কাগ্নিনেত্রবারিধিসম্মিতা(৫০)।
ভূতলাদুচ্চতা তস্য প্রোক্তা জ্যোতির্বিশারদৈঃ ॥ ২১২ ॥
খদ্বয়েষিন্দু(৫১)বহ্ন্যগ্নিবেদযোজনসম্মিতা।
কক্ষ্যেয়মুক্তা সূর্য্যস্য জ্যোতির্বিদ্ভির্বিনিশ্চিতম্ ॥ ২১৩ ॥
নেত্রখাগ্ন্যষ্টব(৫২)স্বঙ্গযোজনান্যুচ্চতা ভুবঃ।
মাসেনৈকেন ভুঙ্ক্তেঽসৌ রাশিমেকৈকশস্তথা ॥ ২১৪ ॥
গ্রহখগ্রহষড়্বেদশীতাংশু(৫৩)বসুযোজনৈঃ।
সম্মিতা ভূমিপুত্রস্য কক্ষ্যা হি কথিতা বুধৈঃ ॥ ২১৫ ॥
গ্রহদ্বিতয়নেত্রেষু(৫৪)গ্রহনেত্রেন্দুসম্মিতা।
উচ্চতা রাশিমেকন্তু ভুঙ্ক্তে পক্ষত্রয়েণ সঃ ॥ ২১৬ ॥
অব্ধিবস্বব্ধি(৫৫)বস্বক্ষিগুণবস্বগ্নিযোজনৈঃ।
সম্মিতা কথিতা কক্ষ্যা চন্দ্রোচ্চস্য বিচক্ষণৈঃ ॥ ২১৭ ॥
বেদেন্দুষড়্বিয়ৎসপ্তনেত্র(৫৬)র্ত্তুমিতযোজনৈঃ।
সম্মিতা তস্য নির্দ্দিষ্টা ভূতলাদুচ্চতা বুধৈঃ ॥ ২১৮ ॥

(৪৮) তস্য বুধশীঘ্রস্য ভূতলাৎ উচ্চতা ১৬৫১৬৫ এতৎসংখ্যকযোজনপরিমিতা।
(৪৯) শুক্রশীঘ্রস্য শীঘ্রগামিশুক্রগ্রহস্য কক্ষ্যা ৩৬৬৭৬৩৭ এতৎসংখ্যকযোজনপরিমিতা।
(৫০) উচ্চতা ৭৩৩১১৯ এতৎসংখ্যকযোজনপরিমিতা তস্য শুক্রস্য।
(৫১) সূর্য্যস্য কক্ষ্যা ৪৩৩১৫০০ এতৎসংখ্যকযোজনসম্মিতা।
(৫২) ৬৮৮৩০৩ সূর্য্যস্য ভুবঃ (ভূতলাৎ) উচ্চতা।
(৫৩) মঙ্গলস্য কক্ষ্যা ৮১৪৬৯০৯ এতৎসংখ্যকযোজনপরিমিতা। কেষাঞ্চিন্মতে ১২৯৫২৯৯।
(৫৪) মঙ্গলস্য উচ্চতা ১৩৯৫৩৯৯ এতৎসংখ্যকযোজনপরিমিতা।
(৫৫) চন্দ্রোচ্চস্য কক্ষ্যা ৩৮৩২৮৪৮৪ এতৎসংখ্যকযোজনসম্মিতা।
(৫৬) চন্দ্রোচ্চস্য উচ্চতা ৬৩৭০৬১৪ এতৎসংখ্যকযোজনপরিমিতা।

অব্ধ্যঙ্গ(৫৭)শপ্তবাণাশ্বগুণেন্দুশরসম্মিতৈঃ।
যোজনৈঃ প্রমিতা কক্ষ্যা প্রোক্তামরগুরোর্বুধৈঃ ॥ ২১৯।

তস্য সপ্তেন্দুষট্‌পক্ষসপ্তেন্দু(৫৮)বসুসম্মিতা।
উচ্চতা রাশিমেকৈকং ভুঙ্‌ক্তে বর্ষেণ স ধ্রুবম্ ॥ ২২০ ॥

নয়নাগ্ন্যঙ্গ(৫৯)বস্বক্ষিহয়েষুখবসুপ্রমা।
কক্ষ্যা নু কথিতা রাহুকেত্বোঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ২২১ ॥

খাগ্নিষট্‌সপ্তশী(৬০)তাংশুবসুনেত্রেন্দুসম্মিতৈঃ।
যোজনৈঃ সম্মিতং জ্ঞেয়মুচ্চত্বং ভূতলাত্তয়োঃ ॥ ২২২ ॥

শরেষুনেত্রবস্বঙ্গষট্‌(৬১)সপ্তদ্বিবিধুপ্রমা।
কক্ষ্যা শনৈশ্চরস্যোক্তা জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ২২৩ ॥

বস্বিষ্বম্বরখেন্দ্বগ্নি(৬২)চন্দ্রাক্ষিপ্রমিতোচ্চতা।
ভুঙ্‌ক্তে চ রাশিমেকৈকং সার্দ্ধবর্ষদ্বয়েন সঃ ॥ ২২৪ ॥

খচতুষ্কগ্রহ(৬৩)বসুগ্রহেষুনয়নপ্রমৈঃ।
যোজনৈঃ সম্মিতা কক্ষ্যা নক্ষত্রাণাং প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২২৫ ॥

ষড়গ্নিগুণবাণাব্ধি(৬৪)গুণেন্দ্বম্বুধিযোজনৈঃ।
সম্মিতা ভূতলাত্তেষামুচ্চতা কথিতা বুধৈঃ ॥ ২২৬ ॥

তরণেঃ কিরণাসঙ্গাদেষ পীযূষদীধিতিঃ।
তস্যাভিমুখভাগে স্যাচ্চন্দ্রিকোজ্জ্বলমণ্ডলঃ ॥ ২২৭ ॥

(৫৭) বৃহস্পতেঃ কক্ষ্যা ৫১৩৭৫৭৬৪ এতৎসংখ্যকৈঃ যোজনৈঃ পরিমিতা।
(৫৮) তস্য উচ্চতা ৮১৭২৬১৭ এতৎপরিমিতা।
(৫৯) রাহোঃ কেতোশ্চ কক্ষ্যা ৮০৫৭২৮৬৩২ এতৎপরিমিতা।
(৬০) তয়োঃ ১৩৮১৭৬৩০ এতৎপরিমিতম্ উচ্চত্বম্।
(৬১) শনৈশ্চরস্য কক্ষ্যা ১২৭৬৬৮৩৫৫ এতৎপরিমিতা।
(৬২) তস্য উচ্চতা ২১৩১০০৫৮ এতৎপরিমিতা।
(৬৩) নক্ষত্রাণাং কক্ষ্যা ২৫৯৮৯০০০০ এতৎপরিমিতা।
(৬৪) তেষাম্ উচ্চতা ৭১৩৭৫৩৩৬ যদ্বা ৪১৩৪৫৩৩৬ এতৎপরিমিতা।

অন্যত্র তু ভবেদ্বালাকুন্তলশ্যামলপ্রভঃ।
তেন ভূতলসংস্থানাং তদা ন স্যাত্তদীক্ষণম্ (৬৫) ॥ ২২৮ ॥
পৃথ্বীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য চন্দ্রং তচ্ছায়য়া রবিম্।
আচ্ছাদয়তি রাহুর্যত্তত্তয়োগ্র্হণং মতম্ (৬৬) ॥ ২২৯ ॥

ইতি সূর্য্যসিদ্ধান্তমতবর্ণনম্।

পুরাণসূর্য্যসিদ্ধান্তমতমেবং প্রদর্শিতম্।
মতং য়ুরোপপ্রথিতং (৬৭) সংক্ষেপেণাধুনোচ্যতে ॥ ২৩০ ॥
আধারভূতং সর্ব্বেষাং ধাত্রা নির্ম্মিতমম্বরম্।
তদন্তরালসংলীনো বর্ত্ততে তপতাম্পতিঃ (৬৮) ॥ ২৩১ ॥
নাস্ত্যস্য প্রাণসঞ্চারো নায়ঞ্চলতি দূরতঃ।
তেজোময়ঃ পৃথুর্ভূর্মের্দশলক্ষগুণেন সঃ ॥ ২৩২ ॥
ভ্রমতো গ্রহচক্রস্য সদা মধ্যস্থলস্থিতঃ।
উষ্ণতাতেজসী তেভ্যো (৬৯) দদাত্যেষ নিরন্তরম্ ॥ ২৩৩ ॥
সর্ব্বেষামেব বস্তূনামন্যোন্যাকর্ষণং ভবেৎ।
গুরুণা কৃষ্যতে তত্র লঘু স্বাভিমুখং যতঃ ॥ ২৩৪ ॥
আকর্ষতি ততো ভানুর্গ্রহান্ স্বাভিমুখং সদা।
তথাকর্ষতি পৃথ্বীন্দুং যতোঽস্য লঘুতা ততঃ (৭০) ॥ ২৩৫ ॥
অর্কস্যাকর্ষণাদূর্দ্ধমধস্তাদাত্মনাং (৭১) তথা।
ভ্রমন্তি নিয়তং মধ্যদেশে (৭২) পৃথ্ব্যাদয়ো গ্রহাঃ ॥ ২৩৬ ॥

---

(৬৫) তদীক্ষণং তস্য চন্দ্রস্য দৃষ্টিগোচরতা।

(৬৬) রাহুঃ তদাখ্যং তমঃ পৃথ্বীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য চন্দ্রং আচ্ছাদয়তি ইতি যৎ, তচ্ছায়য়া চন্দ্রচ্ছায়য়া রবিম্ আচ্ছাদয়তি ইতি চ যৎ তৎ তয়োঃ রবিচন্দ্রয়োঃ গ্রহণং মতম্ ইত্যন্বয়ঃ।

(৬৭) ইয়ুরোপ ইতি খ্যাতে প্রদেশে প্রচলিতম্।

(৬৮) সূর্য্যঃ।

(৬৯) তেভ্যঃ গ্রহেভ্যঃ।

(৭০) ততঃ পৃথ্বীতঃ।

(৭১) পৃথ্ব্যাদীনাং গ্রহাণাম্।

(৭২) যেষাং নোর্দ্ধগতিঃ নাপ্যধোগতিস্তেষাং মধ্যগতির্যুক্তৈব।

নাবিকৈরেকতঃ কৃষ্টা তথা স্রোতোভিরেকতঃ।
প্রযাতি নিয়তং তত্র মধ্যদেশং যথা তরিঃ (৭৩) ॥ ২৩৭ ॥
বুধঃ শুক্রো মহী ভৌমো বৃহস্পতিশনৈশ্চরৌ।
ষড়িমে পূর্ব্ববিজ্ঞাতা গ্রহাস্তস্যাভিতঃ (৭৪) স্থিতাঃ ॥ ২৩৮ ॥
তত্র সন্নিহিতো ভানোরন্যান্যাপেক্ষয়া বুধঃ।
(৭৫) খচতুষ্কাঙ্গবাণাক্ষিগুণক্রোশান্তরস্থিতঃ ॥ ২৩৯ ॥
স সকৃদ্বেষ্টয়ত্যর্কং বেদবস্বক্ষিতৈর্দিনৈঃ (৭৬)।
ব্যাসস্তস্য তু সপ্তাগ্নিবস্বক্ষিক্রোশসম্মিতঃ (৭৭) ॥ ২৪০ ॥
(৭৮) খচতুষ্কার্ণববস্বগ্রহেষুক্রোশদূরতঃ।
সবিতুর্মণ্ডলাচ্ছুক্রসংস্থানং নিশ্চিতং বুধৈঃ ॥ ২৪১ ॥
স দিনৈর্বেষ্টয়ত্যর্কমব্ধিপক্ষাক্ষিসম্মিতৈঃ (৭৯)।
তস্য ব্যাসপ্রমাণন্তু প্রায়ো ভূব্যাসবন্মতম্ (৮০) ॥ ২৪২ ॥
খচতুষ্কাঙ্গহুতভুগ্বসুক্রোশান্তরে (৮১) রবেঃ।
পৃথ্বী স্থিতাস্যা ব্যাসস্তু বসুসপ্তগ্রহর্ত্তুমঃ (৮২) ॥ ২৪৩ ॥
সকৃৎ যৎ সা তু দিবসৈঃ শরর্ত্তুগুণসম্মিতৈঃ (৮৩)।
বেষ্টয়ত্যভিতো ভানুং স বৎসর ইহোচ্যতে ॥ ২৪৪ ॥
ষষ্টিদণ্ডাত্মকং তত্র চক্রবৎ ভ্রমণন্তু যৎ।
বারমেকৈকমস্যাঃ স্যাৎ তদহোরাত্রকারণম্ ॥ ২৪৫ ॥

---

(৭৩) উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন সমর্থয়তে।
(৭৪) তস্য সূর্য্যস্য।
(৭৫) ৩২৫৬০০০০ এতৎসংখ্যকক্রোশান্তরে অবস্থিতঃ।
(৭৬) ৮৪ এতৎসংখ্যকৈর্দিবসৈঃ স বুধঃ সকৃৎ একবারম্।
(৭৭) ২৮৩৭ এতৎসংখ্যকক্রোশপরিমিতস্তস্য বুধস্য ব্যাসঃ।
(৭৮) শুক্রস্য সংস্থিতিঃ সূর্য্যাৎ ৫৯৮৭০০০০ এতৎসংখ্যকক্রোশান্তরে বুধৈর্নিশ্চিতা।
(৭৯) স শুক্রঃ ২২৭ এতৎসংখ্যকৈর্দিনৈরর্কং বেষ্টয়তি।
(৮০) ভূব্যাসঃ প্রাগুক্তঃ।
(৮১) পৃথ্বী রবেঃ ৮৩৬০০০০ এতৎসংখ্যকক্রোশান্তরে স্থিতা।
(৮২) অস্যাঃ পৃথ্ব্যাঃ ব্যাসঃ ৬৯৭৮ এতৎসংখ্যকক্রোশপরিমিতঃ।
(৮৩) ৩৬৫ এতৎসংখ্যকৈঃ।

তত্রার্কাভিমুখে ভাগে তৎকরস্পর্শনাদ্দিনম্।
তদন্যত্র তু রাত্রিঃ স্যাৎ তদভাবাদিতি স্থিতিঃ ॥ ২৪৬ ॥
অস্ত্যপগ্রহরূপেণ পৃথ্যাঃ সন্নিহিতো বিধুঃ।
স সকৃদ্বেষ্টয়ত্যেনামেকোনত্রিংশতা দিনৈঃ ॥ ২৪৭ ॥
যদা ভূভানুমধ্যাংশং শীতাংশুরধিতিষ্ঠতি।
তদা তস্যার্দ্ধভাগঃ স্যাদর্কসম্পর্কবর্জ্জিতঃ ॥ ২৪৮ ॥
স স্থিতোঽভিমুখং ভূমেঃ প্রভয়া হীয়তে ক্রমাৎ।
তেন ভূমিতলস্থানাং (৮৪) ন স্যাচ্চন্দ্রস্য দর্শনম্ ॥ ২৪৯ ॥
যদা চ ভূম্যধোভাগং বিশেৎ তদ্বেষ্টনায় সঃ।
নয়নান্তরিতত্বেন তদাপ্যস্য ন দর্শনম্ ॥ ২৫০ ॥
খচতুষ্কাক্ষিসপ্তর্ত্তুপক্ষেন্দুক্রোশদূরতঃ (৮৫)।
সূর্য্যাদ্ভৌমোঽস্তি তদ্ব্যাসঃ ষড়্বস্বৃতুগুণপ্রমঃ (৮৬) ॥ ২৫১ ॥
বারমেকং দিনৈরেষ সপ্তবস্বৃতুসম্মিতৈঃ।
চতুর্দ্দিশং ভ্রমত্যর্কমণ্ডলস্য নিরন্তরম্ ॥ ২৫২ ॥
তস্যৈকষষ্ট্যা দণ্ডৈশ্চ স্বকক্ষ্যাভ্রমণং ভবেৎ।
গ্রহো লোহিতবর্ণোঽয়ং কিঞ্চিন্ন্যূনশ্চ ভূমিতঃ ॥ ২৫৩ ॥
খপঞ্চকাক্ষিচন্দ্রাগ্নিযুগক্রোশান্তরে (৮৭) রবেঃ।
স্থিতো দ্বাদশভির্বর্ষৈর্ভ্রমত্যস্যাভিতো গুরুঃ ॥ ২৫৪ ॥
দণ্ডৈশ্চ পঞ্চবিংশত্যা স্বকক্ষ্যাভ্রমণং ভবেৎ।
চতুর্দ্দশশতগুণদীর্ঘোঽয়ং ভূমিতো মতঃ ॥ ২৫৫ ॥
দূরবীক্ষণযন্ত্রেণ কিমপি জ্যোতিরাকৃতি।
দৃশ্যতেঽস্য তনৌ চন্দ্রাশ্চত্বারঃ সন্ত্যপগ্রহাঃ ॥ ২৫৬ ॥

(৮৪) কেচিৎ অবিশেষেণ বিভাষামিচ্ছন্তি ইতি শব্দানামনুশাসনমাচার্য্যেণ আচার্য্যস্য বা ইতিবৎ কর্ত্তরি পাক্ষিকী ষষ্ঠী।

(৮৫) ১২৬৭২০০০০ এতৎসংখ্যকক্রোশদূরে।

(৮৬) ৩৬৮৬ এতৎসংখ্যকক্রোশপরিমিতঃ।

(৮৭) ৪৩১২০০০০০ এতৎসংখ্যকক্রোশদূরে।

৯৬

আকাশষট্‌কনয়নগ্রহাদ্রিক্রোশদূরতঃ (৮৮)।
অস্ত্যর্কমণ্ডলাৎ সৌরি(৮৯)র্বেষ্টয়ত্যেকধা রবিম্‌ ॥ ২৫৭ ॥
একোনত্রিংশতা বর্ষৈঃ স্বকক্ষ্যাভ্রমণং পুনঃ।
স্যাদ্দণ্ডৈঃ পঞ্চবিংশত্যা চত্বারিংশৎপলাধিকৈঃ ॥ ২৫৮ ॥
গুণৈর্নবত্যা দীর্ঘোঽয়ং ভূমিমানাদুদাহৃতঃ।
সন্ত্যপগ্রহরূপেণ চন্দ্রাঃ সপ্তাস্য (৯০) সর্ব্বতঃ ॥ ২৫৯ ॥
(৯১) খপঞ্চকার্ণববসুশরেন্দুক্রোশদূরতঃ।
অস্ত্যর্কমণ্ডলাদেকো জর্জিয়ম্‌সংজ্ঞিতো (৯২) গ্রহঃ ॥ ২৬০ ॥
(৯৩) শীতাংশুবসুসপ্তেন্দুবর্ষে হর্ষেলসাহবঃ।
দূরবীক্ষণযন্ত্রেণ প্রাগিমং সমলোকয়ৎ ॥ ২৬১ ॥
ততঃ প্রভৃতি লোকেঽয়ং খ্যাতো হর্ষেলসংজ্ঞয়া।
ত্র্যশীত্যা বৎসরৈরেষ বেষ্টয়ত্যর্কমেকধা ॥ ২৬২ ॥
সন্ত্যস্য সর্ব্বতচন্দ্রাঃ ষড়ুপগ্রহরূপিণঃ।
দূরবীক্ষণযন্ত্রেণ বিনা তেষাং ন দর্শনম্‌ ॥ ২৬৩ ॥
শীরীশঃ পাল্লসো বেষ্টা জুনোশ্চেতি চতুষ্টয়ম্‌।
সময়ক্রমতঃ স্পষ্টমভূদ্দৃষ্টং বিচক্ষণৈঃ ॥ ২৬৪ ॥
(৯৪) আকাশপঞ্চকবসুবসুপক্ষাক্ষিসম্মিতাৎ।
ক্রোশাদন্তরতোঽর্কস্য স্থিতাবাদ্যতৃতীয়কৌ (৯৫) ॥ ২৬৫ ॥

(৮৮) ৭৯২০০০০০০০ এতৎসংখ্যকক্রোশদূরে।

(৮৯) সৌরিঃ শনৈশ্চরঃ।

(৯০) অস্য সৌরেঃ অমুং সৌরিং সর্ব্বতঃ ইত্যর্থঃ।

(৯১) ১৫৮৭০০০০০ এতৎসংখ্যকক্রোশদূরে।

(৯২) জর্জিয়ম্‌ ইতি নাম্না খ্যাতঃ।

(৯৩) হর্ষেলসাহবঃ হর্ষেলনামা কশ্চিৎ (সাহেব) ১৭৮১ এতৎসংখ্যকে বৎসরে ইমং দূরবীক্ষণযন্ত্রেণ প্রাক্‌ আবিষ্কৃতবান্‌ ইত্যন্বয়ঃ।

(৯৪) ২২৮৮০০০০০ এতৎসংখ্যকাৎ।

(৯৫) আদ্যঃ শীরীষাখ্যঃ তৃতীয়ঃ বেষ্টাখ্যঃ।

চতুর্ব্বিংশতিকোট্যন্তে ক্রোশানাং পাল্লসঃ স্থিতঃ।
(৯৬) আকাশষট্কবেদর্ত্তুনেত্রক্রোশান্তরেঽস্তিমঃ (৯৭)॥ ২৬৬॥
সর্ব্বতঃ সন্তি চণ্ডাংশোরসংখ্যা ধূমকেতবঃ।
লাঙ্গূলিনস্তে দৃশ্যন্তে ক্বচিত্তদ্বর্জিতা অপি॥ ২৬৭॥
অজ্ঞায়ত গতৌ তেষাং নির্ণয়ো নৈব কশ্চন।
কদাচিৎ সবিধে ভানোর্যান্তি দূরতরং ক্বচিৎ॥ ২৬৮॥
ক্বচিচ্চলন্তি সাম্মুখ্যাৎ কদাচিদপি পৃষ্ঠতঃ।
ভূত্বা তে স্তম্ভিতাত্মানো ন চলন্তি চ কর্হিচিৎ॥ ২৬৯॥
পৃথিব্যা বক্রগামিত্বাৎ সাম্যবৃদ্ধিক্ষয়াদিকম্।
অহোরাত্রস্য ভেদশ্চ ঋতূনাং জায়তে পরম্॥ ২৭০॥
যদা ভানুভূবোর্মধ্যে সমসূত্রং বসেদ্বিধুঃ।
তদা তচ্ছায়য়া সূর্য্যমণ্ডলাচ্ছাদনং ভবেৎ॥ ২৭১॥
যত্তেনাদর্শনং ভানোস্তদা তদ্গ্রহণং ভবেৎ।
(৯৮) দর্শপ্রতিপদোঃ সন্ধৌ ভবেন্নান্যত্র কুত্রচিৎ॥ ২৭২॥
সবিতুশ্চন্দ্রমা ন্যূনস্ততস্তচ্ছায়য়া ভবেৎ।
ন সর্ব্বাবৃতিরর্কস্য সর্ব্বগ্রাসোঽস্য নো ততঃ॥ ২৭৩॥
যদা সূর্য্যেন্দুমধ্যাংশে সমসূত্রং বসেন্মহী।
আচ্ছাদয়তি তচ্ছায়া বৈধবং (৯৯) মণ্ডলং তদা॥ ২৭৪॥
তেনাদর্শনমিন্দোর্যদ্গ্রহণং তস্য তদ্ভবেৎ।
তস্য ক্ষুদ্রমহত্ত্বন্তু ভবেচ্ছায়ানুসারতঃ॥ ২৭৫॥
যদা তু গ্রহয়োর্মধ্যে সমসূত্রস্বরূপতঃ।
ন গ্রহান্তরযোগঃ স্যাত্তদা ন গ্রহণং ভবেৎ॥ ২৭৬॥
শশাঙ্কস্যাঙ্কদেশে তু যদঙ্ক ইতি শঙ্ক্যতে।
তদ্ভূধরদরীত্যেবং বিপশ্চিদ্ভির্বিনিশ্চিতম্॥ ২৭৭॥

(৯৬) ৩৬৪০০০০০০ এতৎসংখ্যকক্রোশদূরে
(৯৭) জুনোরিতি খ্যাতঃ গ্রহঃ।
(৯৮) দর্শঃ অমাবস্যা।
(৯৯) চন্দ্রসম্বন্ধি।

নক্ষত্রাণি তু ন স্থানং ত্যজন্তি গ্রহবর্গবৎ।
তানি স্বয়ংপ্রকাশানি ভূমের্দূরতরাণি চ ॥ ২৭৮ ॥
বিয়ন্মণ্ডলসংস্থানাং তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে।
একদা কিন্তু নেত্রৈর্ন সহস্রাধিকদর্শনম্ ॥ ২৭৯ ॥

ইতি য়ুরোপীয়মতে খগোলবৃত্তান্তবর্ণনম্।

ইত্থং খগোলবৃত্তান্তঃ সংক্ষেপেণ প্রদর্শিতঃ।
অথ ভূগোলবৃত্তান্তো যথামতি বিতন্যতে ॥ ২৮০ ॥
কৈশ্চিদ্বিনিশ্চিতা পৃথ্বী হংসীডিম্বনিভাকৃতিঃ।
অপরৈরুচ্যতে ধীরৈর্জম্বীরসদৃশাকৃতিঃ (১০০) ॥ ২৮১ ॥
অস্যাশ্চত্বারি খণ্ডানি দর্শ্যন্তে নামতঃ ক্রমাৎ।
তত্রাদ্যং খণ্ডমেকস্মিন্ দ্বীপেঽন্যত্রাপরত্রয়ম্ ॥ ২৮২ ॥
আসিয়াভিধমাদ্যন্তু য়ুরোপাখ্যং দ্বিতীয়কম্।
আফ্রিকাখ্যং তৃতীয়ঞ্চামেরিকাখ্যং চতুর্থকম্ ॥ ২৮৩ ॥
তত্রাদৌ প্রথমং খণ্ডং সংক্ষেপেণ নিরূপ্যতে।
প্রায়ঃ সপ্ত সহস্রাণি ক্রোশানাং তস্য দীর্ঘতা ॥ ২৮৪ ॥
হিমাব্ধিরুত্তরে তস্য যাম্যে ভারতসাগরঃ।
অব্ধিঃ প্রশান্তঃ পূর্ব্বস্মিন্ য়ুরোপশ্চৈব পশ্চিমে ॥ ২৮৫
অস্তি ভারতবর্ষাখ্যো দেশস্তত্রাতিবিস্তৃতঃ।
তদন্তর্ব্বর্ত্তিনো দেশা বহবঃ সন্তি সন্ততাঃ ॥ ২৮৬ ॥
আস্তে গৌড় ইতি খ্যাতো দেশোঽস্মিন্নতিশোভিতঃ।
প্রধাননগরী তস্য কলিকাতেতি সংজ্ঞিতা ॥ ২৮৭ ॥
অযোধ্যাসংজ্ঞকো দেশো বর্ত্ততেঽতিমনোরমঃ।
মঞ্জুলা রাজধান্যস্য লক্ষ্ণৌনগরসংস্থিতা ॥ ২৮৮ ॥
বিহারসংজ্ঞ একোঽস্তি দেশঃ পরমসুন্দরঃ।
প্রধাননগরং তস্য পাটনানামকং মতম্ ॥ ২৮৯ ॥

(১০০) গোঁড়া বা কম্‌লা লেবু।

অস্তি বন্দেলখণ্ডাখ্যো ভূমিমণ্ডলমণ্ডনঃ।
দেশোঽতিশোভিতঃ কশ্চিদ্বিপশ্চিদ্গণমণ্ডিতঃ ॥ ২৯০ ॥
তত্র পর্ণেতি বিখ্যাতঃ সন্নিবেশোঽস্তি কশ্চন।
মনোহরাণাং হীরাণামাকরস্তত্র বর্ত্ততে ॥ ২৯১ ॥
কুরুক্ষেত্রস্য পূর্ব্বত্র দিল্লী পল্লীশতাবৃতা।
যাসীদ্ যবনসম্রাজাং রাজধানী মনোরমা ॥ ২৯২ ॥
অস্তি রম্যতরস্ত্বেকো দেশোঽগ্রবনসংজ্ঞকঃ।
তত্রৈকা রাজধান্যস্তি প্রজাহিতবিবর্দ্ধিনী ॥ ২৯৩ ॥
অন্যঃ কাশ্মীরদেশোঽস্তি যত্র চ্ছগলরোমভিঃ।
শালসংজ্ঞানি বাসাংসি শিল্পিনো রচয়ন্ত্যলম্ ॥ ২৯৪ ॥
নাম্না শ্রীনগরে রম্যে রাজধান্যস্য বর্ত্ততে।
ন যত্র বসতাং ক্লেশলেশোঽপি ভবতি ক্বচিৎ ॥ ২৯৫ ॥
পঞ্জাবসংজ্ঞো দেশোঽস্তি সন্নিবেশেন পেশলঃ।
লাহোরনগরে রম্যে রাজধান্যস্য বর্ত্ততে ॥ ২৯৬ ॥
সিন্ধিয়াদেশ একোঽস্তি প্রশস্তঃ সর্ব্বনীবৃতাম্ (১০১)।
বর্ত্ততে রাজধান্যস্য নগরে টাটসংজ্ঞিতে ॥ ২৯৭ ॥
অপরো বর্ত্ততে দেশো মহীসুর ইতি শ্রুতঃ।
রাজধান্যস্য নগরে শৃঙ্গপত্তনসংজ্ঞকে ॥ ২৯৮ ॥
গুজ্রাটসংজ্ঞিতো দেশো বর্ত্ততেঽধিকপেশলঃ।
বিরোচনগরে তস্য রাজধানী মনোরমা ॥ ২৯৯ ॥
অস্ত্যুৎকলাভিধো দেশো বিপুলশ্চাতিমঞ্জুলঃ।
প্রধাননগরং তত্র মতং কটকসংজ্ঞিতম্ ॥ ৩০০ ॥
অপরো বর্ত্ততে রম্যো দেশো নেপালসংজ্ঞকঃ।
মনোজ্ঞা রাজধান্যস্য কাটামুণ্ডাভিধে পুরে ॥ ৩০১ ॥
আসামনামা দেশোঽস্তি ধামৈকং সর্ব্বসম্পদাম্।
তন্মধ্যভাগমধ্যাস্তে ব্রহ্মপুত্রাভিধো নদঃ ॥ ৩০২ ॥

(১০১) সর্ব্বনীবৃতাং নিখিলজনপদানাম্।

অথ ভারতবর্ষস্য দিশোরুত্তরপূর্ব্বয়োঃ।
অস্তি চীন ইতি খ্যাতো মহাদেশোঽতিশোভিতঃ ॥ ৩০৩ ॥

প্রাচীরমেকমস্ত্যস্য প্রসিদ্ধতরমুত্তরে।
বর্ত্ততে রাজধানী চ নগরে পিকিনাভিধে ॥ ৩০৪ ॥

প্রশান্তার্ণবমধ্যেঽস্তি দ্বীপো জাপাননামকঃ।
জেডোসংজ্ঞে পুরে তস্য রাজধানী মনোরমা ॥ ৩০৫ ॥

অস্তি ব্রহ্মাভিধো দীর্ঘো দেশঃ পরমসুন্দরঃ।
আস্তেঽমরপুরে তস্য রাজধানী মনোরমা ॥ ৩০৬ ॥

অস্তি তিব্বতনামৈকো মহাদেশোঽতিবিশ্রুতঃ।
লাসাখ্যনগরে তস্য রাজধান্যতিশোভনা ॥ ৩০৭ ॥

অস্তি রম্যতরো দেশো মহান্ পারসসংজ্ঞকঃ।
স্পাহানসংজ্ঞে নগরে রাজধান্যস্য বর্ত্ততে ॥ ৩০৮ ॥

আরবাখ্যোঽপরো দেশো বর্ত্ততেঽতিমনোহরঃ।
মেক্কাখ্যনগরে তস্য রাজধান্যতিমঞ্জুলা ॥ ৩০৯ ॥

আস্তে তুরুস্কনামৈকো মহাদেশোঽতিশোভিতঃ।
স্মির্ণাখ্যনগরে তস্য রাজধানী ব্যবস্থিতা ॥ ৩১০ ॥

অপরো বর্ত্ততে দেশো রুসিয়াখ্যো মহত্তরঃ।
অষ্ট্রেকেন্‌নগরে রাজধান্যস্য পরমাদ্ভুতা ॥ ৩১১ ॥

অস্তি সিংহলনামৈকো দ্বীপো ভারতসাগরে।
কলম্বনগরে তস্য রাজধান্যতিমঞ্জুলা ॥ ৩১২ ॥

ইত্যাসিয়াখণ্ডবর্ণনম্।

তদেবং প্রথমো ভাগঃ সংক্ষেপেণ নিরূপিতঃ।
অথ (১০২) দ্বিতীয়ভাগস্য সংক্ষেপাৎ কিঞ্চিদুচ্যতে ॥ ৩১৩

(১০২) য়ুরোপাখ্যমহাদেশস্য

(১০৩) অস্যাসিয়া পূর্ব্বভাগে যাম্যে ভূমধ্যবারিধিঃ।
উদীচ্যাং জলধির্হৈমঃ প্রতীচ্যামাটলান্টিকঃ॥ ৩১৪॥
(১০৪) খবিয়দ্গ্রহপক্ষাংশক্রোশমানাস্য দীর্ঘতা।
(১০৫) বসুষড়্ব্যোমনয়নক্রোশমানা চ বিস্তৃতিঃ॥ ৩১৫॥
তত্র বাণিজ্যসাহায্যকরা বারিধয়ঃ স্থিতাঃ।
ভূমিমধ্যস্থিতস্তেষু (১০৬) প্রাধান্যেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩১৬॥
আল্পঃ পিরেণিসঃ কার্পাথিয়াপেনীনহীমসাঃ।
ইমে ভূমিভৃতঃ পঞ্চ বর্ত্তন্তেঽত্র যথাযথম্ (১০৭)॥ ৩১৭॥
ইংলণ্ডপ্রমুখাস্তত্র দেশাঃ সন্তি চতুর্দ্দশ।
তেষু সর্ব্বপ্রধানত্বাদিংলণ্ডঃ প্রাঙ্ নিগদ্যতে॥ ৩১৮॥

ইংলণ্ডঃ।

ইংলণ্ডে লণ্ডনং নাম বর্ত্ততে নগরং মহৎ।
সা রাজধানী বিজ্ঞেয়া প্রজানন্দপ্রদায়িনী॥ ৩১৯॥
নদী বহতি বেগেন তন্মধ্যে টেম্‌সসংজ্ঞিতা।
তস্যা উপরি চত্বারো মহান্তঃ সন্তি সেতবঃ॥ ৩২০॥
অস্ত্যেতস্মিন্ পুরে রম্যে বিদ্যালয়কদম্বকম্।
যত্রোপার্জ্জিতবিদ্যানাং সদ্যোঽবদ্যং (১০৮) বিপদ্যতে॥ ৩২১॥

---

(১০৩) অস্য দ্বিতীয়ভাগস্য পূর্ব্বভাগে আসিয়া, যাম্যে (অর্থাৎ দক্ষিণে) ভূমধ্যসাগরঃ, উদীচ্যাং (উত্তরভাগে) হৈমো জলধিঃ, অর্থাৎ তুহিনার্ণবঃ উত্তরমহাসমুদ্র ইতি যাবৎ। প্রতীচ্যাং (পশ্চিমে ভাগে) আট্‌লান্টিকঃ আট্‌লান্টিক ইতি খ্যাতঃ সাগরঃ, সর্ব্বত্র বর্ত্ততে ইতি শেষঃ।

(১০৪) অস্য দীর্ঘতা ৩০২৯০০ এতৎসংখ্যকক্রোশপরিমিতা।

(১০৫) অস্য বিস্তৃতিঃ ২০৬৮ এতৎসংখ্যকক্রোশপরিমিতা।

(১০৬) তেষু বাণিজ্যানুকূলেষু বারিধিষু মধ্যে ভূমিমধ্যস্থিতঃ অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরঃ।

(১০৭) আল্পঃ ইটালি, ফ্রান্‌স, সুজর্ল্যাণ্ড জর্ম্মণি ইত্যেষাং মধ্যগতঃ। পিরেণিসঃ ফ্রান্‌স্ স্পেন্ ইত্যুভয়োর্ম্মধ্যগতঃ। কার্পাথিয়ঃ অষ্ট্রিয়ান্তর্গতঃ। আপেনীনঃ ইটালিস্থিতঃ। হীমসঃ তুরস্কদেশান্তর্গতো বল্কান ইত্যপরনামধেয়ঃ।

(১০৮) সদ্যোঽবিদ্যা ইতি বা পাঠঃ।

তস্য প্রতিদিশং সন্তি নগরপ্রবরাঃ পরে।
তেষাং নামানি নোক্তানি ময়া বাহুল্যশঙ্কয়া ॥ ৩২২ ॥
ইংলণ্ডে নাধিকাঃ সন্তি নদ্যো নাপি মহত্তরাঃ।
সর্ব্বতস্তু প্রধানানি টেম্‌সসেবর্ণহেম্বরাঃ ॥ ৩২৩ ॥

অথ ফান্‌সঃ।

ফ্রান্‌সস্য পশ্চিমে ভাগে আট্‌লান্টিকপয়োনিধিঃ।
ভূমধ্যস্থোঽর্ণবো যাম্যে হলণ্ডো দেশ উত্তরে ॥ ৩২৪ ॥
প্রধাননগরং তস্য মতং পারিসসংজ্ঞিতম্।
ধনিনো গুণিনস্তত্র নিবসন্তি নিরন্তরম্ ॥ ৩২৫ ॥
আমীনলিয়মার্শেলবোর্দ্দোপ্রভৃতিকাঃ পরে।
নগরপ্রবরাঃ সন্তি স্বান্তসন্তোষদায়িনঃ (১০৯) ॥ ৩২৬।
মহত্যো নিম্নগাস্তত্র চতস্রঃ সন্তি সন্ততাঃ।
রোণলোয়রসীনাখ্যা গারোণাখ্যা তথাপরা ॥ ৩২৭ ॥
কতিচিত্তত্র বর্ত্তন্তে ধাতূনামাকরাঃ পরাঃ।
সীসায়স্তাম্ররৌপ্যাণি লভ্যন্তে যত্র সন্ততম্ ॥ ৩২৮ ॥
বহবঃ সন্ত্যপদ্বীপা দেশস্যাস্য সমন্ততঃ।
তে বিশিষ্য ন নির্দ্দিষ্টা ইহ বাহুল্যশঙ্কয়া ॥ ৩২৯ ॥

অথ স্পানিয়ঃ।

স্পানিয়স্যোত্তরে ভাগে আট্‌লান্টিকপয়োনিধিঃ।
পূর্ব্বদক্ষিণয়োরস্য ভূমধ্যস্থোঽর্ণবঃ স্থিতঃ ॥ ৩৩০ ॥
প্রায়ঃ পঞ্চশতক্রোশসম্মিতা তস্য দীর্ঘতা।
প্রধাননগরং তস্য কথিতং মাদ্রিদাভিধম্ ॥ ৩৩১ ॥
এব্রোনাম্নী নদী তত্র প্রায়স্ত্রিংশতসম্মিতান্।
ক্রোশানতীত্য ভূমধ্যস্থিতমর্ণবমাগতা ॥ ৩৩২ ॥

(১০৯) স্বান্তং চিত্তং তস্য সন্তোষদায়িনঃ

ডুরোপ্রভৃতয়শ্চান্যা বর্ত্তন্তে তত্র নিম্নগাঃ।
তাসাং নাম ন নির্দ্দিষ্টমিহ বাহুল্যশঙ্কয়া ॥ ৩৩৩ ॥

অথ পোর্ত্তুগালঃ।

যাম্যপশ্চিময়োঃ পোর্ত্তুগালস্যাট্‌লান্টিকার্ণবঃ।
উত্তরে পূর্ব্বদেশে চ স্পেনদেশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৩৩৪ ॥
(১১০) অম্বরাঙ্গহুতাশাঙ্কক্রোশমানাস্য দীর্ঘতা।
প্রায়ঃ শরাক্ষিশীতাংশুক্রোশমানা (১১১) চ বিস্তৃতিঃ ॥ ৩৩৫ ॥
লিস্‌বনাখ্যে পুরে তস্য রাজধানী মনোরমা।
প্রজাস্তত্র নিরাতঙ্কা নিবসন্তি নিরন্তরম্ ॥ ২৩৬ ॥
ওপোর্ত্তো নাম তত্রৈকমস্ত্যন্যন্নগরং পরম্।
নদী টেগসসংজ্ঞাস্তি দেশস্যাস্যান্তরে চিরম্ ॥ ৩৩৭ ॥

অথ নেদর্লণ্ডঃ।

নেদর্লণ্ডস্য যাম্যেঽস্তি ফ্রান্‌সঃ পূর্ব্বত্র জর্ম্মণিঃ।
পশ্চিমোত্তরসীমায়ামাট্‌লান্টিকপয়োনিধিঃ ॥ ৩৩৮ ॥
নগরপ্রবরস্তস্মিন্নামস্তর্দ্দামনামকঃ (১১২)।
রাজধান্যস্য তত্রাস্তি প্রজানন্দবিবর্দ্ধিনী ॥ ৩৩৯ ॥
প্রায়ো ভূধরসম্পর্কো বর্ত্ততে তত্র ন কচিৎ।
সীনরীণমিয়ুষাখ্যা মুখ্যাস্ত্রিস্রোঽত্র নিম্নগাঃ ॥ ৩৪০ ॥

অথ দেন্মার্কঃ।

আট্‌লান্টিকসংজ্ঞোঽব্ধির্দেন্মার্কস্যাস্তি পশ্চিমে।
স্বীদেন্ দেশস্তু পূর্ব্বত্র দক্ষিণে বাল্‌টিকার্ণবঃ ॥ ৩৪১ ॥

(১১০) ১০৩৬০ এতৎসংখ্যকক্রোশপরিমিতা।
(১১১) ১২৫ এতৎসংখ্যকক্রোশপরিমিতা।
(১১২) আমস্তর্দ্দামইতি নাম্না খ্যাতঃ নগরপ্রবর ইত্যস্য বিশেষণম্।

কোপন্‌হেগেননাম্নী চ নগরী তত্র মঞ্জুলা।
তত্রাস্তি রাজধান্যস্য সদানন্দপ্রদা নৃণাম্॥ ৩৪২॥
ঐদরাখ্যা তু তত্রৈকা নিম্নগা বর্ত্ততে শুভা।
এবমন্যা অপি ক্ষুদ্রা বর্ত্তন্তে তত্র নিম্নগাঃ॥ ৩৪৩॥

অথ স্বীদেন্

দেশস্যাস্যোত্তরে ভাগে বর্ত্ততে তুহিনার্ণবঃ।
বাল্‌টিকাখ্যোঽব্ধিরস্ত্যস্য পূর্ব্বদক্ষিণসীময়োঃ॥ ৩৪৪॥
দেশোঽয়ং পশ্চিমে নর্ব্বেদেশেন মিলিতঃ কিল।
প্রায়ো দশশতক্রোশদীর্ঘঃ ষট্‌শতবিস্তৃতঃ॥ ৩৪৫॥
প্রধাননগরী তস্য রাজধানীসমন্বিতা।
স্তক্‌হোমনাম্নী বিখ্যাতা প্রজাবহুলসঙ্কুলা॥ ৩৪৬॥
লৌহতাম্রাদিভিস্তত্র বাণিজ্যং প্রচলত্যলম্।
নর্ব্বেস্বীদেনয়োর্মধ্যে গিরিরেকোঽস্তি সৌস্‌কুৎ॥ ৩৪৭॥

অথ জর্ম্মণিঃ।

জর্ম্মণেঃ পশ্চিমে ফ্রান্‌স উত্তরে বাল্‌টিকার্ণবঃ।
পূর্ব্বে সিলেনিয়াদেশ ইটালির্দক্ষিণে স্থিতঃ॥ ৩৪৮॥
এল্‌বরীনপ্রভৃতয়ো বহ্ব্যঃ সন্ত্যত্র নিম্নগাঃ।
এর্জগর্গাদয়স্তস্য সর্ব্বতঃ পর্ব্বতাঃ স্থিতাঃ॥ ৩৪৯॥
সাক্‌সনিপ্রমুখৈরেষ মণ্ডলৈরতিমঞ্জুলৈঃ।
বিভক্তো বহুভিস্তেষু নিবসন্তি সুখাৎ প্রজাঃ॥ ৩৫০॥

অথ স্বিট্‌জর্লণ্ডঃ।

স্বিট্‌জর্লণ্ডস্য পূর্ব্বেঽস্তি অষ্ট্রিয়ারাষ্ট্রমুত্তমম্।
ইটালির্দক্ষিণে ফ্রান্‌সঃ পশ্চিমে স্বাবিয়োত্তরে (১১৩)॥ ৩৫১

(১১৩) উত্তরে স্বাবিয়ানাখ্যঃ পর্ব্বতঃ।

প্রধাননগরং তস্য বর্ণনামাতিমঞ্জুলম্ ।
রীণরোণাভিধং তত্র বর্ত্ততে নিম্নগাদ্বয়ম্ ॥ ৩৫২ ॥
য়ূরোপে সন্তি যাবন্তো মহান্তো ধরণীধরাঃ ।
তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্য এবাত্র ভূভৃদাল্পো মহত্তরঃ ॥ ৩৫৩ ॥

ভূমধ্যস্থোঽর্ণবো যাম্যে স্বিটজর্লণ্ডোঽস্য পশ্চিমে ।
তুরুষ্কদেশঃ পূর্ব্বত্র রুসিয়াদেশ উত্তরে ॥ ৩৫৪ ॥
দৈর্ঘ্যেণৈষ স্থিতঃ ক্রোশান্ বিয়দঙ্গর্ত্তুসম্মিতান্ (১১৪) ।
(১১৫) বিয়দ্বাণাম্বুধিক্রোশসম্মিতা চাস্য বিস্তৃতিঃ ॥ ৩৫৫
হঙ্গরিপ্রমুখান্যত্র বর্ত্তন্তে নগরাণি ষট্ ।
বিয়েনানগরে তস্য রাজধানী ব্যবস্থিতা ॥ ৩৫৬ ॥
জুলিয়াল্পাদয়স্তত্র কিয়ন্তঃ সন্তি ভূধরাঃ ।
দানূবাদ্যাস্তরঙ্গিণ্যো বর্ত্তন্তেঽত্র বৃহত্তরাঃ ॥ ৩৫৭ ॥

অথ প্রুষিয়া ।

অষ্ট্রিয়াকথনাদূর্দ্ধং প্রুষিয়াদেশ উচ্যতে ।
দীর্ঘঃ পঞ্চশতক্রোশান্ সার্দ্ধদ্বিশতবিস্তৃতঃ ॥ ৩৫৮ ॥
ব্রান্দেন্‌বর্গাদয়স্তত্র কিয়ন্তঃ সন্তি নীবৃতঃ ।
এতস্য রাজধানী তু বর্লিন্নগরসংস্থিতা ॥ ৩৫৯ ॥
অস্তি ক্ষুদ্রতরস্তত্র ভূধরপ্রকরঃ পরঃ ।
ওদেরবিশ্চুলাদ্যাশ্চ বর্ত্তন্তে তত্র নিম্নগাঃ ॥ ৩৬০ ॥

(১১৪) ৬৬০ এতৎসংখ্যাপরিমিতান্ ক্রোশান্ ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ (ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়া) ।
(১১৫) ৭৫০ এতৎসংখ্যাপরিমিতা ।

ইটালিঃ।

ইটালেরুত্তরে ফ্রান্‌সঃ পূর্ব্বে তস্যাদ্রিয়ার্ণবঃ (১১৬)।
অর্ণবো ভূমিমধ্যস্থো যাম্যপশ্চিমসীময়োঃ ॥ ৩৬১ ॥
টৈবরপ্রমুখৈঃ পূর্ণো নিম্নগানিকরৈরয়ম্।
আল্পপ্রভৃতয়ঃ সন্তি বহবো ভূধরা ইহ ॥ ৩৬২ ॥
এত্না নাম গিরিঃ কশ্চিৎ বর্ত্ততে তেষু ভীষণঃ।
মুখং ঘোরতরং তস্য ক্রোশত্রিতয়বিস্তৃতম্॥ ৩৬৩ ॥
নির্গচ্ছতি ততো বহ্নিঃ স্রোতোধারেব কর্হিচিৎ।
যাবচ্চ ত্রিংশতং ক্রোশান্ দেশানেষ দহত্যলম্ ॥ ৩৬৪ ॥
সিসিলিপ্রমুখৈরেষ বিভক্তো বহুমণ্ডলৈঃ।
বর্ত্ততে রাজধান্যেষু প্রত্যেকমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৬৫ ॥

তুরুষ্কস্যোত্তরে পার্শ্বে নিস্তরা নাম নিম্নগা।
ইহুক্ষীন্নম্বুধিঃ (১১৭) পূর্ব্বে ভূমধ্যস্থশ্চ দক্ষিণে ॥ ৩৬৬
কন্‌স্তান্তীনোপলং নাম প্রধাননগরং মতম্।
তুরুষ্করাজধানী চ তত্রৈবাস্তি মনোহরা ॥ ৩৬৭ ॥
ওলিম্পস্‌প্রমুখাস্তত্র কিয়ন্তঃ সন্তি ভূভৃতঃ।
বর্ণিতা গ্রীশদেশীয়ৈস্তে কাব্যেষু বিশেষতঃ ॥ ৩৬৮ ॥

অথ রুসিয়া।

ত্রয়োদশ তুরুষ্কান্তা দেশাঃ প্রোক্তা যথামতি।
অথ সংক্ষেপতো বক্ষ্যে রুসিয়াদেশসংস্থিতিম্॥ ৩৬৯ ॥
আসিয়াংশে কিয়ন্তোঽংশা বর্ত্তন্তেঽস্য প্রদর্শিতাঃ।
য়ুরোপান্তরবর্ত্তী তু বিষয়ঃ (১১৮) পরিদর্শ্যতে ॥ ৩৭০ ॥

(১১৬) আদ্রিয়াটিকঃ সাগরঃ।
(১১৭) যদ্বা কৃষ্ণসাগরঃ।
(১১৮) বিষয়ঃ দেশঃ।

(১১৯) বল্লন্তরঙ্গসঙ্ঘাত্র বল্লা নাম তরঙ্গিণী।
চতুর্দ্দশশতক্রোশান্ গত্বা বিশতি সার্ণবম্॥ ৩৭১ ॥
অপরা নীপরাখ্যা তু খবসুদ্বয়সম্মিতান্ (১২০)।
ক্রোশানতীত্য বিশতি য়িহ্বস্কিন্নগরান্তরম্॥ ৩৭২ ॥
নীস্তরাখ্যা তু খাগ্নীষুসম্মিতক্রোশবাহিনী (১২১)।
বাহিনীপতিমভ্যেতি তৎপুরীমধ্যবর্ত্তিনম্॥ ৩৭৩ ॥
উরালিয়াদয়স্তত্র কিয়ন্তঃ সন্তি ভূভৃতঃ।
নাধিকাস্তে ন চাত্যুচ্চা বৃক্ষৈরুচ্চাবচৈর্বৃতাঃ॥ ৩৭৪
পিটর্সবর্গসংজ্ঞাস্তে পুরী তত্র গরীয়সী।
তত্রাস্তি রাজধান্যস্য সদানন্দপ্রদা নৃণাম্॥ ৩৭৫ ॥
অস্ত্যুপদ্বীপবর্গোঽস্য যথাযথমিতস্ততঃ।
হিমপ্রাবল্যতঃ প্রায়ো ন তত্র বসতির্নৃণাম্॥ ৩৭৬ ॥
মহোপদ্বীপ একোঽস্তি স্পিজ্জবর্গনসংজ্ঞকঃ।
দীর্ঘঃ ষষ্ট্যধিকক্রোশশতদ্বয়মিতো মতঃ॥ ৩৭৭ ॥
তত্রাগ্রহায়ণস্যাদৌ সূর্য্যস্যাস্তমনং ভবেৎ।
ন যাবৎ ফাল্গুনস্যান্তস্তাবদ্ধ্বান্তং সদাতনম্॥ ৩৭৮ ॥
জ্যৈষ্ঠমারভ্য ভাদ্রান্তং সর্ব্বদোদয়তে রবিঃ।
অতো নিবসতিস্তত্র প্রজানামতিদুষ্করা॥ ৩৭৯ ॥
বৃক্ষাস্তত্রৈকজাতীয়া জায়ন্তেঽত্যন্তবামনাঃ।
তে ষড়ঙ্গুলদীর্ঘাস্তু ন ভবন্তি কদাচন॥ ৩৮০ ॥

ইতি য়ুরোপাখ্যদ্বিতীয়খণ্ডবর্ণনম্।

নিরূপিতো য়ুরোপোঽয়ং সংক্ষেপেণ যথামতি।
ইদানীমাফ্রিকো নাম তৃতীয়ো ভাগ উচ্যতে॥ ৩৮১

(১১৯) বল্লন্তঃ সত্বরং ধাবন্তঃ তরঙ্গসঙ্ঘাস্তরঙ্গসমূহা যস্যাং সা।
(১২০) ৮৮০ এতৎসংখ্যাপরিমিতান্।
(১২১) ৫৩০ এতৎসংখ্যকক্রোশবাহিনী।

পূর্ব্বদক্ষিণভাগেঽস্য ভাতি ভারতসাগরঃ।
আসিয়াদেশসংলগ্নঃ কোণে পূর্ব্বোত্তরে তথা॥ ৩৮২॥
দৈর্ঘ্যং খাকাশনেত্রাব্ধিমিতক্রোশমিতং (১২২) মতম্।
বিস্তৃতিশ্চাস্য বিজ্ঞেয়া তাবতী পরিমাণতঃ (১২৩)॥ ৩৮৩॥
উত্তরে মধ্যভাগে চ তস্য গ্রীষ্মোঽতিভীষণঃ।
কেবলং দক্ষিণে শীতমল্পমেবানুভূয়তে॥ ৩৮৪॥
নদী নীলাভিধা তত্র যা দেশং মিশরাভিধম্।
আসাদ্যাম্ভোধিমভ্যেতি ভূমিমধ্যস্থিতং দ্রুতম্॥ ৩৮৫॥
আসাতেঽন্যে চ নদ্যৌ দ্বে গাম্বনীগরসংজ্ঞিতে।
প্রায়ো নবশতক্রোশদীর্ঘে তে পরিকীর্ত্তিতে॥ ৩৮৬॥
অস্তি ভূমিভৃতাং মুখ্যস্তত্রাট্লাসাহ্বয়ো গিরিঃ।
যস্মাদা(১২৪)সদদম্ভোধিঃ খ্যাতিমাট্লান্টিকাখ্যয়া॥ ৩৮৭॥
তত্রাবসিনিয়া নাম দেশোঽস্ত্যতিমনোহরঃ।
দীর্ঘত্বে বিস্তৃতৌ চৈষ ক্রোশপঞ্চশতৈর্মিতঃ॥ ৩৮৮॥
প্রধাননগরং তস্য গণ্ডারাখ্যং মনোহরম্।
তত্র বৈশাখমারভ্য বর্ষাঃ স্যুর্যাবদাশ্বিনম্॥ ৩৮৯॥
অপরো মিশরো নাম দেশোঽস্ত্যত্রাতিসুন্দরঃ।
প্রধাননগরং তস্য কেরোনামকমীরিতম্॥ ৩৯০॥
প্রজাবাসাদিবাহুল্যাদন্যান্যাপেক্ষয়া জনৈঃ।
আফ্রিকারাজধানীতি প্রায়(১২৫)স্তদিহ কথ্যতে॥ ৩৯১॥
দেশস্যাস্যোত্তরে ভূমিমধ্যস্থাম্ভোধিসন্নিধৌ।
অংশৈশ্চতুর্ভির্বিচ্ছিন্নমস্তি বার্বরিমণ্ডলম্॥ ৩৯২॥
ত্রিপোলিরাদিমস্তত্র দ্বিতীয়স্তুনিসাহ্বয়া।
তৃতীয় আল্‌জিয়র্সাখ্যস্তুরীয়ো মোরকো মতঃ॥ ৩৯৩॥

(১২২) ৭৩০০ এতৎসংখ্যকক্রোশপরিমিতম্

(১২৩) ৭৩০০ এতৎসংখ্যাপরিমিতা ইত্যর্থঃ।

(১২৪) আসদৎ প্রাপ।

(১২৫) তৎ কেরোনামকং নগরম্।

অস্য পশ্চিমদিগ্‌ভাগে মতং প্রকৃতমণ্ডলম্‌।
জালোপপ্রমুখৈরংশৈর্বিভক্তং সপ্তভিস্তু তৎ ॥ ৩৯৪ ॥
উত্তমাশান্তরীপস্তু দক্ষিণে তস্য সংস্থিতঃ।
স্যাদ্যত্র গতিমাত্রেণ সদ্যঃ পীড়াবিমর্দ্দনম্‌ ॥ ৩৯৫ ॥
ইত্যাফ্রিকাখ্যতৃতীয়খণ্ডবর্ণনম্‌।

ইত্থং ভাগত্রয়ং ভূমেঃ সংক্ষেপেণ নিরূপিতম্‌।
আমেরিকেতি বিখ্যাতস্তুর্য্যো ভাগোঽথ কথ্যতে ॥ ৩৯৬ ॥
খবিয়ন্মার্গণাম্ভোধিক্রোশমানাস্য (১২৬) দীর্ঘতা।
বিস্তৃতিশ্চ বিয়দ্ব্যোমনবাগ্নিক্রোশসম্মিতা (১২৭) ॥ ৩৯৭ ॥
দক্ষিণোত্তরভেদেন স দ্বেধা পরিকীর্ত্তিতঃ।
তত্রাদাবুত্তরো ভাগঃ সংক্ষেপেণ নিরূপ্যতে ॥ ৩৯৮ ॥
হরণপ্রমুখাঃ সন্তি হ্রদাস্তত্র বৃহত্তরাঃ।
তে সার্দ্ধত্রিংশতক্রোশদীর্ঘাশ্চ শতবিস্তৃতাঃ ॥ ৩৯৯ ॥
মিসীসিপিরিতি খ্যাতা তত্রৈকাস্তি তরঙ্গিণী।
সা দ্বাদশশতক্রোশানতিক্রম্যার্ণবং গতা ॥ ৪০০ ॥
অন্যা অপীদৃশো বহ্ব্যো বর্ত্তন্তে তত্র নিম্নগাঃ।
আলিগানিরিতি খ্যাতস্তত্রৈকোঽস্তি ধরাধরঃ ॥ ৪০১ ॥
পঞ্জরাস্থিসমা তস্যাকৃতিরিত্যত এব সঃ।
দেশস্যামেরিকাখ্যস্য পঞ্জরত্বেন কথ্যতে (১২৮) ॥ ৪০২ ॥
প্রধাননগরং তস্য বাসিণ্টন ইতি শ্রুতম্‌।
রাজধানী চ তত্রাস্য প্রজানন্দপ্রদা সদা ॥ ৪০৩ ॥
অথ দক্ষিণভাগস্য সংক্ষেপাৎ কিঞ্চিদুচ্যতে।
পঞ্চত্রিংশচ্ছতক্রোশদীর্ঘোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪০৪ ॥

(১২৬) ৭৫০০ এতৎসংখ্যকক্রোশপরিমিতা।

(১২৭) ৩৯০০ এতৎসংখ্যকক্রোশপরিমিতা।

(১২৮) যতঃ স ধরাধরঃ পঞ্জরাস্থিসমাকৃতিস্ততঃ এব স আমেরিকাখ্যস্য দেশস্য পঞ্জরত্বেন কথ্যতে ইত্যর্থঃ।

প্লাটামেজামপ্রমুখা বহ্ব্যঃ সন্ত্যত্র নিম্নগাঃ।
সহস্রত্রিতয়ক্রোশদীর্ঘাস্তাঃ প্রায়শো মতাঃ॥ ৪০৫ ॥
ধাতূনামাকরাস্তত্র বহবঃ সন্তি সন্ততাঃ।
বহিষ্ক্রিয়ন্তে রৌপ্যাণি তেষ্বেকস্মান্নিরন্তরম্॥ ৪০৬।
অত্রাস্তি নগরী কাপি লিমা নাম মনোরমা।
সা রাজধানী জ্ঞেয়াস্য প্রজানন্দবিবর্দ্ধিনী॥ ৪০৭ ॥
ব্রাজিলো নাম কোঽপ্যন্যঃ প্রদেশোঽস্ত্যতিবিস্তৃতঃ
মনোহরাণাং হীরাণামাকরস্তত্র বর্ত্ততে॥ ৪০৮ ॥

ইত্যামেরিকাখ্যকচতুর্থখণ্ডবর্ণনম্।

তদিদং সম্পূর্ণমভূৎ ভূগোলখগোলবৃত্তান্তবর্ণনম্।

কলিকাতাস্থগবর্ণমেণ্টসংস্কৃতপাঠশালায়াং
ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়িনঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ কৃতিরিয়ম্।

সম্পূর্ণম্

বিদ্যাসাগর-গ্রন্থপঞ্জী

(সংশোধিত)

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত]

(ক) রচিত ও সঙ্কলিত

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল	প্রথম বারের "বিজ্ঞাপনে"র তারিখ	পুস্তকের নাম	মন্তব্য
১৯০৩ সংবৎ [১৮৪৭]	—	বেতাল পঞ্চবিংশতি	প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকার-হিসাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম নাই। ইহা "কালেজ্ আফ্ ফোর্টউইলিয়ম্ নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত মেজর জি টি. মার্শল মহোদয়ের আদেশে প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অনুসারে লিখিত"।*
১৯০৪ সংবৎ [১৮৪৮]	—	বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ	"শ্রীযুক্ত মার্শমন সাহেবের রচিত ইঙ্গরেজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বন পূর্ব্বক, সঙ্কলিত, ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে"। সিরাজ-উদ্দৌলার সিংহাসন-আরোহণ হইতে বেণ্টিঙ্কের রাজত্বকাল (১৭৫৬-১৮৩৫ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত ইতিহাস।
[১৮৪৯]	১৭৭১ শক, ২৭ ভাদ্র	জীবনচরিত	চেম্বার্স বায়োগ্রাফী পুস্তকের অনুবাদ। গালিলিও, নিউটন, হর্শেল, ডুবাল, জোন্স প্রভৃতির জীবন-চরিত।
[১৮৫১]	১৯০৭ সংবৎ, ২০ চৈত্র	বোধোদয় (শিশুশিক্ষা, ৪র্থ ভাগ)	"নানা ইঙ্গরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত"।
১৮৫১	১৯০৮ সংবৎ, ১ অগ্রহায়ণ	সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা	
১৮৫১	১৯০৮ সংবৎ, ১ অগ্রহায়ণ	ঋজুপাঠ, ১ম ভাগ	পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি উপাখ্যান।
[১৮৫১]	১৯০৮ সংবৎ, ১৬ পৌষ	ঋজুপাঠ, ৩য় ভাগ	হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ভট্টিকাব্য, ঋতু-সংহার ও বেণীসংহার এই কয়েক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

* ১৮৫২ সনে বিদ্যাসাগর যে হিন্দী 'বৈতাল পচ্চীসী' প্রকাশ করেন তাহার ভূমিকায় প্রকাশ :—"A Bengali version of this translation was made by the Editor of the present edition, in the year 1847, by directions of Major G. T. Marshall, Secretary to the College of Fort William, and was adopted, under the title of Betalpanchabinshati, as a Text book for the students of that College."

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল	প্রথম বারের "বিজ্ঞাপনে"র তারিখ	পুস্তকের নাম	মন্তব্য
১৮৫২	১৯০৮ সংবৎ, ২২ ফাল্গুন	ঋজুপাঠ, ২য় ভাগ	ইহাতে রামায়ণ হইতে অযোধ্যাকাণ্ডের কতিপয় উৎকৃষ্ট অংশ সঙ্কলিত হইয়াছে।
১৯১০ সংবৎ [১৮৫৩]	১৯০৯ সংবৎ, · ফাল্গুন	সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব	১৮৫১ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্টিত, কলিকাতাস্থ বীটন সোসাইটি নামক সমাজে এই প্রস্তাব প্রথমে পঠিত হয়। অনেকের সবিশেষ অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় দুই শত পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। সংবৎ ১৯১৩, ১৪ চৈত্র এই প্রস্তাব পুনর্মুদ্রিত হয়।
[১৮৫৩]		ব্যাকরণ কৌমুদী, ১ম ভাগ	
[১৮৫৩]		ব্যাকরণ কৌমুদী, ২য় ভাগ	
[১৮৫৪]		ব্যাকরণ কৌমুদী, ৩য় ভাগ	
১৮৫৪	১৯১১ সংবৎ, ২৫ অগ্রহায়ণ	শকুন্তলা	কালিদাস-রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের উপাখ্যানভাগ।
১৯১১ সংবৎ [১৮৫৫, জানুয়ারি]	১৯১১ সংবৎ, ১৬ মাঘ	বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব	বিধবা-বিবাহের সপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ
[১৮৫৫]	১৯১২ সংবৎ, ১ বৈশাখ	বর্ণপরিচয়, ১ম ভাগ	
[১৮৫৫]	১৯১২ সংবৎ, ১ আষাঢ়	বর্ণপরিচয়, ২য় ভাগ	
১৯১২ সংবৎ [১৮৫৫, অক্টোবর]	১৯১২ সংবৎ, ৪ কার্ত্তিক	বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক *	বিধবা-বিবাহ প্রস্তাবের প্রতিবাদকারীদের প্রতি উত্তর।
[১৮৫৬]	১৯১২ সংবৎ, ৭ ফাল্গুন	কথামালা	Aesop's *Fables* পুস্তকের অংশ-বিশেষের অনুবাদ।
[১৮৫৬]	১৯১৩ সংবৎ, ১ শ্রাবণ	চরিতাবলী	ডুবাল, রস্কো প্রভৃতির জীবনচরিত।
		মহাভারত (উপক্রমণিকাভাগ)	
[১৮৬০]	১৯১৭ † সংবৎ, ১ বৈশাখ	সীতার বনবাস	

* ১৮৫৬ সনে বিদ্যাসাগর তাঁহার 'বিধবাবিবাহ' পুস্তক দুইখানির ইংরেজী অনুবাদ *Marriage of Hindu Widows* নামে প্রকাশ করেন। ১৮৬৩ সনের জানুয়ারি মাসে ইহা বিষ্ণু পরশুরাম শাস্ত্রী কর্তৃক মরাঠীতেও অনূদিত হয়।

† ২য়-৪র্থ সংস্করণের পুস্তকে "প্রথম বারের বিজ্ঞাপন"-এর শেষে এই তারিখ পাওয়া যায়, কিন্তু শেষের কতকগুলি সংস্করণে "১৯১৮ সংবৎ, ১ বৈশাখ" মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম তারিখটিই ঠিক। ২১ মে ১৮৬০ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

"নূতন গ্রন্থ।—শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস নামে একখানি নূতন গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। আমরা উহার একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি।..."

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল	প্রথম বারের "বিজ্ঞাপনে"র তারিখ	পুস্তকের নাম	মন্তব্য
১৯১৮ সংবৎ [১৮৬২]	১৯১৮ সংবৎ, ২০ মাঘ	ব্যাকরণ কৌমুদী, ৪র্থ ভাগ	
১৮৬৩]	১৯২০ সংবৎ, ১ অগ্রহায়ণ	আখ্যানমঞ্জরী	ইংরেজী পুস্তক অবলম্বনে আখ্যানগুলি রচিত
১৮৬৪]		শব্দমঞ্জরী *	বাংলা অভিধান।
১৮৬৮]	১৯২৪ সংবৎ, ১ ফাল্গুন	আখ্যানমঞ্জরী, ১ম ভাগ †	
[১৮৬৮]	১৯২৪ সংবৎ, ১ ফাল্গুন	আখ্যানমঞ্জরী, ২য় ভাগ ‡	
[১৮৬৯]	১৯২৬ সংবৎ, ৩০ আশ্বিন	ভ্রান্তিবিলাস	শেক্সপীয়রের *Comedy of Errors* অবলম্বনে
১৯২৮ সংবৎ ১৮৭১	১৯২৮ সংবৎ, ১ শ্রাবণ	বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার।	বহুবিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ।
১৯২৯ সংবৎ [১৮৭৩]	১৯২৯ সংবৎ, ১ চৈত্র (গ্রন্থশেষে তারিখ)	বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক	বহুবিবাহ-সমর্থনকারীদের মতখণ্ডন।

* বিদ্যাসাগরের 'শব্দমঞ্জরী'র কথা এত দিন আমাদের জানা ছিল না। ১৮৬০ সনে প্রকাশিত 'সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তক বিক্রয়ের নিয়ম। সন ১২৬৭' পুস্তিকায় "যন্ত্রস্থিত" বাংলা পুস্তকের তালিকায় "শব্দমঞ্জরী (বিদ্যাসাগর কৃত বাঙ্গলা অভিধান)" এইরূপ উল্লেখ আছে। ১৮৬৫ সনে প্রকাশিত J. Wenger-সঙ্কলিত *A Catalogue of Sanscrit and Bengalee Publications* পুস্তকের ২৯ পৃষ্ঠাতে (নং ৭৬৫) সংস্কৃত প্রেসে মুদ্রিত 'শব্দমঞ্জরী'র উল্লেখ আছে। Catalogue of Bengali Books used in the Schools or found in the Libraries of Vernacular Institutions in Bengal. Compiled by the School Book Committee 1875. পুস্তকের ৩২ পৃষ্ঠাতেও আছে :—

605. Shabdamanjari···Ishwarchandra Bidyasagra···Sanskrit Press···1864.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে আখ্যাপত্রবিহীন এক খণ্ড 'শব্দমঞ্জরী' আছে। ইহার পৃ. সংখ্যা ৩১২, ইহাতে "নিবৃত্তি" পর্য্যন্ত শব্দ আছে। সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় অভিধানখানি সম্পূর্ণ করেন নাই।

† ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে (১৯২০ সংবৎ, ১ অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত 'আখ্যানমঞ্জরী'র মাত্র ছয়টি আখ্যান লইয়া এবং সরল ভাষায় সঙ্কলিত কতকগুলি নূতন আখ্যান দিয়া, 'আখ্যানমঞ্জরী, প্রথম ভাগ' নামে এই পুস্তক, এবং প্রথম বারের বাকী আখ্যানগুলির সহিত সাতটি নূতন আখ্যান যোগ করিয়া 'আখ্যানমঞ্জরী, দ্বিতীয় ভাগ' একই সময়ে প্রচারিত হয়।

‡ ১৮৮৮ সনে (১৯৪৫ সংবৎ, ১ আষাঢ়) 'আখ্যানমঞ্জরী, ২য় ভাগ' নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—"আখ্যানমঞ্জরীর দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত হইল। এই পুস্তকের যে ভাগ, ইতঃপূর্ব্বে দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহা অতঃপর তৃতীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইবেক।"

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল	প্রথম বারের "বিজ্ঞাপনে"র তারিখ	পুস্তকের নাম	মন্তব্য
১৭৯৫ শক [১৮৭৩]		বামনাখ্যানম্	মধুসূদন তর্কপঞ্চানন ১১৭টি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন। কিন্তু "ভাষারচনায় তাদৃশ অভ্যাস" না থাকায় "শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট প্রার্থনা করাতে, তিনি শ্লোকগুলি বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত, ও ব্যয়স্বীকারপূর্ব্বক পুস্তকখানি মুদ্রিত" করিয়া দেন।
	১২৯৫ সাল, ১ বৈশাখ	নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস	যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার শ্বশুর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রচিত শিশুশিক্ষা ১ম-৩য় ভাগের অধিকার লইয়া বিদ্যাসাগরের উপর দোষারোপ করেন। সেই কলঙ্ক অপনোদনের জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত হয়।
[১৮৮৯]	১২৯৬ সাল, ১ অগ্রহায়ণ (গ্রন্থশেষে তারিখ)	সংস্কৃত-রচনা	বাল্যকালের কতকগুলি সংস্কৃত-রচনা।
	১২৯৭ সাল, ১ জ্যৈষ্ঠ	শ্লোকমঞ্জরী	কতকগুলি উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ।
১৮৯১	১৯৪৮ সংবৎ, ৯ আশ্বিন	বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)	বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এই আত্মজীবনচরিত "বিদ্যাসাগররচিত 'আত্মজীবন-চরিতের' কয়েক পৃষ্ঠা" নামে 'সাহিত্যে' (কার্ত্তিক ১২৯৮, পৃ. ৩৩৮-৪৬) প্রকাশিত হয়। নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন পিতার এই আত্মজীবন-চরিত পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন।. ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাগুলি বিবৃত করিয়াছেন।
১৮৯২]	১২৯৯ সাল, ১৫ বৈশাখ	ভূগোলখগোলবর্ণনম্	১৮৩৯ (১৮৩৮ নহে) খ্রীষ্টাব্দে, জন্ মিয়র নামে পশ্চিম অঞ্চলের এক সিবিলিয়ানের প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর "পুরাণ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ও য়ুরোপীয় মতের অনুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে কতকগুলি শ্লোক লিখিয়া" পঞ্চাশ টাকা (এক শত নহে) পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। শ্লোকগুলি বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা প্রকাশিত হয়। ইহাতে এখন ৪০৮টি শ্লোক দেখা যায়।

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল	প্রথম বারের "বিজ্ঞাপনে"র তারিখ	পুস্তকের নাম	মন্তব্য
১৯০৯	১৩১৫ সাল, ১৭ পৌ	রামের অধিবাস	১৮৬৯ সনে বিদ্যাসাগর 'রামের রাজ্যাভিষেক' নামে একখানি পুস্তক রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময় শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এফ, আর, জি, এস প্রণীত ঐ নামে একখানি পুস্তক বাহির হওয়ায় (৩ আশ্বিন ১৯২৬ সংবৎ) বিদ্যাসাগর ঐ পুস্তক-রচনা হইতে বিরত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন "মধ্যে, পিতৃদেব লিখিত অংশ সন্নিবেশিত করিয়া, আদিতে, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত রামচন্দ্রের সিদ্ধাশ্রম গমন ও বিবাহান্তে অযোধ্যা প্রতিগমন, এবং শেষে, তাঁহার অধিবাস ও রাজা দশরথের, কেকয়ীর সহিত বাদানুবাদের পর, বনপ্রস্থান পর্যান্ত, উপাখ্যান সঙ্কলিত করিয়া, এবং 'রামের অধিবাস' নাম দিয়া, পুস্তকখানি প্রকাশিত" করেন। ঐ পুস্তকের ৬৮-৮৬ পৃষ্ঠা বিদ্যাসাগরের রচনা।

(খ) সম্পাদিত

বিদ্যাসাগর কয়েক খানি সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের অনেকগুলির "বিজ্ঞাপন" বাংলায় রচিত এবং পুনর্মুদ্রিত হইবার যোগ্য।

হিন্দী

১৮৫২	১৮৫২, জানুয়ারি ১৫	বৈতাল পচ্চীসী	ইহা ইংরেজী ভূমিকা-সম্বলিত হিন্দী গ্রন্থ। মহম্মদ শাহ্‌র রাজত্বকালে রাজা জয়সিংহের আদেশে সুরাট কবীশ্বর বেতালপঞ্চবিংশতি সংস্কৃত হইতে ব্রজভাষায় অনুবাদ করেন। ইহা আবার ১৮০৫ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে 'বৈতাল পচ্চীসী' নামে হিন্দী ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। এই হিন্দী অনুবাদ করেন—লল্লু লাল কবির সাহায্যে মজ্‌হর আলী খাঁ; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দুস্থানী-বিভাগের মুনশী তারিণীচরণ মিত্র এই অনুবাদ সংশোধন করিয়া দেন। এই 'বৈতাল পচ্চীসী'র সহিত ১৮৪৩ সনে আগ্রা হইতে প্রকাশিত সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া বিদ্যাসাগর 'বৈতাল পচ্চীসী'র এই অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করেন।

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল	প্রথম বারের "বিজ্ঞাপনে"র তারিখ	পুস্তকের নাম	মন্তব্য
সংস্কৃত ঃ—			
১৮৫৩-৫৮		সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ	এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে খণ্ডশঃ প্রকাশিত।
১৯১০ সংবৎ ১৮৫৩	১৯১০ সংবৎ, ২৩ জ্যৈষ্ঠ	রঘুবংশম্	ইহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "মূলমাত্র মুদ্রিত হইল।... বর্জ্জনীয় অংশ ও বর্জ্জনীয় শ্লোক পরিত্যক্ত হইয়াছে। রঘুবংশ যে প্রণালীতে মুদ্রিত হইল কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত প্রভৃতিও সেই প্রণালীতে মুদ্রিত হইবেক।"
১৯১০ সংবৎ ১৮৫৩		কিরাতার্জ্জুনীয়ম্	মূল।
[১৮৫৭]		শিশুপালবধ	
১৯১৯ সংবৎ [১৮৬২]		কাদম্বরী	মূল। সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত, কিন্তু আখ্যা-পত্রে বিদ্যাসাগরের নাম নাই।
[১৮৬১]		কুমারসম্ভব	মল্লিনাথ-কৃত টীকা সহিত।
		বাল্মীকি রামায়ণ—সটীক	বিদ্যাসাগরের উইলে এই পুস্তকের উল্লেখ আছে। ১৮৬০ সনে প্রকাশিত 'সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তক বিক্রয়ের নিয়ম। সন ১২৬৭' পুস্তিকায় "যন্ত্রস্থিত সংস্কৃত পুস্তক"-তালিকায় "রামায়ণ সটীক" এই উল্লেখ আছে।
১৮৬৯	১৯২৫ সংবৎ, ৩০ চৈত্র	মেঘদূতম্	মল্লিনাথ-কৃত টীকা সহিত।
১৮৭০	১৯২৭ সংবৎ, ৭ ভাদ্র	উত্তরচরিতম্	
১৮৭১	১৯২৮ সংবৎ, ১ আষাঢ়	অভিজ্ঞানশকুন্তলম্	
১৮৮৩	১৯৩৯ সংবৎ, ১ অগ্রহায়ণ	হর্ষচরিতম	
বাংলা ঃ—			
১৭৬৯ শক [১৮৪৭]		অন্নদামঙ্গল। ১ম ও ২য় খণ্ড	"কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূলপুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত"।
১৮৮৮		পদ্যসংগ্রহ, ১ম ভাগ	"কৃত্তিবাসপ্রণীত রামায়ণ হইতে সঙ্কলিত।"
১৮৯০		ঐ ২য় ভাগ	"মহাকবিভারতচন্দ্ররায় প্রণীত অন্নদামঙ্গল হইতে সঙ্কলিত।"
ইংরেজী ঃ—			
...		Selections from the Writings of Goldsmith	
...		Selections from English Literature	
...		Poetical Selections	

(গ) বেনামী রচনা

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া বিদ্যাসাগর চারি খানি পুস্তক প্রচার করেন। এই পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইবার পর হিন্দুসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। পণ্ডিত-মহল হইতে অনেকে তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রতিবাদের উত্তরে কয়েক খানি পুস্তক বেনামীতে প্রচারিত হইয়াছিল এবং সেগুলির রচয়িতা যে বিদ্যাসাগর স্বয়ং, এরূপ প্রসিদ্ধিও চলিয়া আসিতেছে।

অন্তর্লীন প্রমাণের সাহায্যে এই বেনামী পুস্তকগুলি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত মনে করা অসঙ্গত নহে। পুস্তকগুলির সব কয়খানিই বিদ্যাসাগরের "সংস্কৃত যন্ত্রে" মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত দুই জন সমসাময়িক ব্যক্তির স্মৃতিকথাতেও এই বেনামী পুস্তকগুলির রচয়িতা যে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহা স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> একটি নূতন কাণ্ড দেখা গেল। বিধবাবিবাহসংক্রান্ত বাদানুবাদের সময়ে বিদ্যাসাগরের বয়স অনেক কম ছিল, কিন্তু তখন কুত্রাপি তিনি পরিহাস-রসিকতা প্রদর্শন করেন নাই। বহুবিবাহের সময়ে প্রাচীন হইয়াও তিনি সেই রসিকতা বিস্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। 'ব্রজবিলাস', 'রত্ন-পরীক্ষা', 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' এই সকল গ্রন্থে যে সকল হাসি-তামাসার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা অতীব কৌতুকাবহ। এই রসিকতা সে কালের ঈশ্বর গুপ্ত বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যের মত গ্রাম্যতাদোষে দূষিত নহে, ইহা ভদ্রলোকের, সুসভ্য সমাজের যোগ্য, এবং পিতা পুত্রের একত্র উপভোগ্য। এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে, এবং ইহার গুণগ্রাহী পাঠকও বেশী নাই।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম ভাগ (১৩২০), পৃ. ২১৩-১৪।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বড় বড় দুইখানি বই…একখানির নাম 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য, ১ম ভাগ', আর একখানির নাম 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য, ২য় ভাগ।' বহুবিবাহ লইয়া তারানাথ তর্কবাচস্পতি খুড়োর সঙ্গে তাঁহার খুব বিচার চলে, সেই সময়ে 'ভাইপোস্য' বাহির হয়। তখন কলিকাতার লোক এই বই দুখানি পড়িয়া হাসিয়া অস্থির হইত। খুড়োও ছাড়েন নাই, তিনিও জবাব দিতেন, একটা জবাবের নাম—'লাঠি থাকিলে পড়ে না।' কিন্তু হার খুড়োরই হইল, খুড়ো লিখিতেন সংস্কৃতে, বিদ্যাসাগর লিখিতেন বাংলায়, খুড়োর বই কেউ বুঝিতে পারিত না, বিদ্যাসাগরের বই সবাই পড়িত।—'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ', ভূমিকা, পৃ. ৬।

তারানাথ তর্কবাচস্পতির জ্ঞাতিভ্রাতা তারাধন তর্কভূষণও লিখিয়াছেন :—

> বেনামী…পুস্তিকাখানির ['অতি অল্প হইল'] লেখন-প্রণালী, শব্দ-বিন্যাস ও ইহাতে যে সকল গূঢ় কথা প্রকাশ হইয়াছে, তদ্দ্বারা নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইতেছে যে, ইহা বিদ্যাসাগরেরই লেখনী নির্গত, অপর কাহারও কোন ক্রমেই নহে।… আমি যত দূর জানি, তখন সকলেরই এইরূপ বিশ্বাস ছিল।…এই জঘন্য পুস্তিকাতে তারানাথের "ঘূর্ণায়মান" আদি যে দুই একটী ব্যাকরণ অশুদ্ধির কথা উল্লেখ ছিল তর্কবাচস্পতি কেবলমাত্র তাহার উত্তর বঙ্গভাষায় কয়েক পত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন।…তারানাথ এই প্রবন্ধের নাম দিয়াছিলেন "লাটী থাকিলে পড়ে না।"—'তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী এবং সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি', (১৮৯৩), পৃ. ৯০-৯১।

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল	প্রথম বারের "বিজ্ঞাপনে"র তারিখ	পুস্তকের নাম	মন্তব্য
১৮৭৩	১২৮০ সাল, ১০ বৈশাখ (গ্রন্থশেষে তারিখ)	অতি অল্প হইল। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত।	বহুবিবাহের সপক্ষে তারানাথ তর্কবাচস্পতি যাহা লেখেন তাহার প্রত্যুত্তর
	১২৮০ সাল, ১০ ভাদ্র (গ্রন্থশেষে তারিখ)	আবার অতি অল্প হইল। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত।	ঐ
১২৯১ সাল [১৮৮৪]	১২৯১ সাল, ১ আশ্বিন	ব্রজবিলাস যৎকিঞ্চিৎ অপূর্ব্ব মহাকাব্য। কবিকুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্তভাইপোস্য প্রণীত।	নবদ্বীপের স্মার্ত্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, বিধবা-বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, যশোহর হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার ৪র্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনে, সংস্কৃত ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তাহার উত্তর।
১২৯১ সাল [১৮৮৪]	১২৯১ সাল, ১ কার্ত্তিক	বিধবাবিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা। কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ	১৮৮৭ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে এই পুস্তিকার নামকরণ হইয়াছে 'বিনয় পত্রিকা'।
১৮৮৬	১২৯৩ সাল, ১৫ শ্রাবণ	রত্নপরীক্ষা অর্থাৎ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, এই তিন পণ্ডিতরত্নের প্রকৃতপরিচয়-প্রদান। কস্যচিৎ উপযুক্ত-ভাইপোসহচরস্য প্রণীত।	বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন-কারীদের সমালোচনা।

বিদ্যাসাগর-রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ

বাল্যবিবাহের দোষ :—১৮৫০ সনে প্রকাশিত 'সর্ব্বশুভকরী' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (ভাদ্র, শকাব্দাঃ ১৭৭২) এই নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

'নীতিবোধ' :—১৮৫১ সনের জুলাই (১৯০৮ সংবৎ, ৪ শ্রাবণ) মাসে প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীতিবোধ' পুস্তকের অনেকাংশ বিদ্যাসাগরের রচিত। তিনিই প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন, অবকাশ-অভাবে শেষে রাজকৃষ্ণ বাবুকেই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিবার ভার দেন। পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিনয়,—এই কয়টি প্রস্তাব তাঁহারই রচিত। "প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণস্বরূপ যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির কথাও তাঁহার রচনা"।

প্রভাবতী সম্ভাষণ :—ইহা 'সাহিত্যে' (বৈশাখ ১২৯৯) প্রকাশিত হয়।

'সখা' :— এই শিশু-পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের দুইটি অপ্রকাশিত রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাদের প্রথমটি "মাতৃভক্তি" —জর্জ ওয়াশিংটনের কথা, ১৮৯৩ সনের এপ্রিল সংখ্যায়, এবং দ্বিতীয়টি "ছাগলের বুদ্ধি" ১৮৯৪ সনের জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত প্রবন্ধটি আমি এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই, ইহার উল্লেখ 'সাহিত্যে' (চৈত্র ১৩০০, পৃ. ১০০৩) পাইয়াছি।

শব্দ-সংগ্রহ :—বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবদ্দশায় বহু বাংলা প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই শব্দ-সংগ্রহ ১৩০৮ সনের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (২য় সংখ্যা, পৃ. ৭৪-১৩০) প্রকাশিত হয়।